Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/ [redacted] 140	Place(s) of Publication:	CALCUTTA.
		Year of Publication	
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	MUNSHI MD. SHUKUR ALI.
Editor(s)	CHOUDHURI MUHAMMAD SAMSHUR RAHMAN.	Size:	28X45 cm.
		Condition:	Brittle
Title:	হানাফী HANAFI	Volumes in record:	Archive has: V. 2, 3 & 7 Incomplete issues. Weekly Newspaper.

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র — হানাফী

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত, বহু হাকিমের প্রশংসিত

শান্তিরস সালসা

যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গর্মির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্ট দেহে নব বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত। দূষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত।

কেওড় এণ্ড কোং

হেড অফিস:— ৩০১-৩ (গ) আপার চিৎপুর রোড } মূল্য ৲১০ কলিকাতা। { ব্রাঞ্চ অফিস:— ৩১-২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

The HANAFI.
A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

Regd. No. C-1368.

নিয়মাবলী।

১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।
২। শহর মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা; মাশুল স্বতন্ত্র।
৩। বৎসরে চারি সপ্তাহ বন্ধ বাদে গ্রাহকগণ ৪৮ সংখ্যা পাইবেন।
৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হইবে।
৬। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখিতে হইবে
৭। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

"হানাফী" অফিস ঃ—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।
প্রতি সংখ্যা ৵৹ তিন পয়সা।

২য় বর্ষ] ২৮শে জমাদিয়স-সানি, ১৩৪৫ হিঃ সোমবার ১৯শে পৌষ, ১৩৩৩, ইংরেজী ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৭ [২৩শ সংখ্যা

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র কবিরাজ দাশরথি কবিরত্নের স্বর্ণঘটিত

অমৃতকুণ্ড সালসা।

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন। দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে এবং পারা ও গর্মি, বিষ, বাত, চর্ম্মরোগ রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ৷৷০, তিন শিশি ২৷৷০ টাকা, মাঃ ৸৵০ আনা।
কবিরাজ দাশরথি কবিরত্ন; ২নং দাঁড় লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ গেভিন সাহেবের বিখ্যাত
TRADE NAME GEMLINE REGISTERED

জারমলীন বা জ্বরের যম

মূল্য ৷৷০ ওজন-৫
এক দিনে জ্বর ছাড়ে। পথ্যের বিচার নাই। জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা যায়।
পাইকারী দর সুলভ। টাকায় টাকা লাভ হয়।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায় অথবা, জারমলীন লিমিটেড, ৪২ বি. মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিফোন ঃ—বি, বি, ১৩৮৮ টেলিগ্রাম ঃ—জারমলীন, কলিকাতা।

শাহী ইয়াকুতি

যুবরাজ খুশ্জার
নিজামী জীলার উজ্জ্বল কীর্ত্তি
ইহা জিনশাহ বংশজের পরীক্ষিত-উজ্জ্বলের সম্রাট, সাহসার রাণী
শিশি দশ টাকা ওজন আশী টাকা
শাহী ইয়াকুতে ব্যর্থ আরোগ্য নাই। শাহী মেডিকেল হল চকবাজার, চট্টগ্রাম। প্রতিনিধির কোন ঔষধ গ্রহণ পরিতোষ নাই।

চিকিৎসালয়
কলিকাতা

কুষ্ঠ

৯১ বিডন ষ্ট্রীট

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, কুষ্ঠ, গলৎ-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পারা, গরমী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

(রেজিষ্টার্ড) ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ — (ট্রেডমার্ক)

জ্বরের যম 'ডিং ভট'

এক শিশিতে জ্বর যায়। পথ্যের বিচার নাই। অন্নাহারে টনিক। মূল্য ৷৷০ আনা।

সালসার রাজা ঃ—

"ডিং সুধা"

দূষিত রক্ত পরিষ্কারে অব্যর্থ
ইহা সেবনে ক্ষত, কুষ্ঠ, উপদংশ, বাত-রক্ত, প্রমেহ, পারার দোষ, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, বাত, অম্লরোগ, সূতিকা, বাধক, প্রদর, পুরাতন ও জটিল ব্যাধি সত্বর আরোগ্য হয়।
মূল্য ৪৷৷০, ২৷৷০, ১৷০ আনা।
"মেহ-হর"—সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ রোগের অমোঘ। ১৪ দিনের মূল্য ৩৲ টাকা।
"দন্ত শনি"—একদিনে বিনা অস্ত্রে দাঁত আরোগ্য হয়। মূল্য ৷৵০ আনা।
৩ "দন্ত মাজন"—মূল্য ৵০ আনা

"কির্মেল বিজ্ঞান"

বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, বাধক, প্রদর, রক্তপ্রদর, শুক্রক্ষয়, গর্ভস্রাব নানাপ্রকার উপসর্গ, অম্ল ও অতিরিক্ত রজস্রাব রোগে অব্যর্থ। মূল্য ১৷৷০।

"হাঁপানী যম"

শ্বাসকাশ ও হাঁপকাশের যম। মূল্য ১৷০ আনা।
স্বর্ণঘটিত বিশুদ্ধ "মকরধ্বজ" ১২ মাত্রা ১৲ টাকা, ১ ভরি ৪৲ টাকা।
"ব্রণনাশী তৈল"—চর্ম্মরোগ, মুখব্রণ, হাজা, খোস, পাঁচড়ার অব্যর্থ। মূল্য ১৲ টাকা
কুষ্ঠ রোগে "শঙ্কর তৈল"—মূল্য ১৲
"শিরঃশান্তি তৈল"—মূল্য ১৲ টাকা।
"বাতবজ্র তৈল"—মূল্য ২৷৷০ আনা
ইহা ব্যতীত ক্ষত, কুষ্ঠ, ধবল ও চর্ম্মরোগের নানাপ্রকার ঔষধ আছে।
বিস্তৃত বিবরণ ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য।
প্রাপ্তিস্থান—৯১ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও বাজারের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
মফঃস্বলে উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত অভিনব বৈদ্যুতিক যন্ত্র

গ্যালভানিক রিং

GALVANIC RING.

সুপ্রসিদ্ধ তাড়িৎ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রফেসার গ্যালভানির আবিষ্কৃত পন্থাবলম্বনে প্রস্তুত এই বৈদ্যুতিক কয়েকটি ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত। রিংএর সিলের উপর কপার এবং জিঙ্কে গঠিত তিনটি ইলেকট্রিক ব্যাটারি সংযোজিত আছে।

প্রতারকগণের দ্বারা অষ্ট ধাতু নামে বিক্রীত ৵০ মূল্যের কাঁসার অঙ্গুরী নহে

লণ্ডন গ্যালভানিক রিং কোম্পানির রিপোর্টে প্রকাশ যে স্বর্গীয়া মহারাণী [illegible] রাণী মড, [illegible] লর্ড রাবা [illegible] রাজা [illegible] গণ এবং লর্ড বংশীয়গণ দ্বারা গ্যালভানিক রিংএর গুণ পরীক্ষিত এবং উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

লণ্ডন গ্যালভানিক রিং কোম্পানীর রিপোর্টে প্রকাশ যে তাঁহাদের গ্যালভানিক রিং ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক ডাক্তার গ্রিফিত্‌সপি এইচ, ডি কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক ল্যাবোরেটারিতে তন্ন তন্নরূপে পরীক্ষিত হইয়া উচ্চ-শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়াছে।

সাধারণের ব্যবহারের সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকগন এইযন্ত্রকে রিং বাঅঙ্গুরীর আকারে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পজিটিভ ইলেকট্রিসিটি ষ্ট্রং (প্রবল) এইযন্য এই রিং বাম হস্তের যে কোন অঙ্গুলিতে পরিতে হয়।

গ্যালভানিক রিংএর কয়েকটি আশ্চর্য্য গুণ ঃ—

(১) ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জর রোগে পীড়িত ব্যক্তিগণ এই রিং অঙ্গুলিতে পরিবামাত্র গ্যালভানিক রিং হইতে উদ্ভূত বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেহমধ্যে প্রবাহিত হইয়া ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জরের বীজ নষ্ট করিবে এবং জরের প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসিতে থাকিবে। (২) মেহ প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি মনোকষ্ট-দায়ক পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিগণ এই রিং অঙ্গুলিতে পরিবামাত্র রিং হইতে উদ্ভূত বৈদ্যুতিক শক্তি রক্ত শিরা পেশী এবং শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ সমুদয়কে সতেজ করিবে এবং রোগী রোগ মুক্ত হইয়া সংসার সুখ-সম্ভোগে সক্ষম হইবেন। (৩) বাতরোগে আক্রান্ত রোগীগণ গ্যাল-ভানিক রিং অঙ্গুলিতে পরিবামাত্র বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবল্য বশঃ বাতরোগের উৎপত্তিকারক দেহমধ্যস্থ ইউরিক এ্যাসিড নষ্ট করিবে এবং দেহের রক্ত দোষ বিদূরিত হইয়া অবাধে রক্ত সঞ্চালন করিবে এবং বাতের সমুদয় যন্ত্রণা একেবারে দুরীভূত হইয়া ৮৷১০ দিবসের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরগ্যলাভ করিতে পারিবেন। (৪) উদারাময় অজীর্ণ আমাশয় অম্লরোগে পীড়িত রোগীগণ গ্যালভানিক রিং অঙ্গুলিতে পরিবামাত্র গ্যালভানিক রিংএর বৈদ্যুতিক শক্তি উদরের অজীর্ণ অংশ পরিপাক করিয়া সমুদয় অসুখ আরগ্য করিবে। (৫) রিং পরিবামাত্র স্বপ্নদাষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রতারল্য, ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বহুমুত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, এবং ধ্বজভঙ্গ ৩দিনের মধ্যে আরগ্য হইবে। (৬) কয়েক দিন মাত্র ব্যবহারে একশিরা এবং অর্শরোগ সম্পূর্ণরূপে আরগ্য হইবে। আশ্চর্য্য গুণ গ্যালভানিক রিংএর বৈদ্যুতিকশক্তি বাজীকরণের অব্যর্থ ঔষধ। বিবাহিত যুবকগণ একদিন মাত্র ব্যবহারে ইহার আশ্চর্য্য গুণ পরীক্ষা করিয়া মোহিত হইবেন।

মূল্যাদি —(সিলভার কলার গ্যালভানিক রিং দেখিতে চাঁদির মত) ১টী রিং ১৷৵০, ৩টী ৩৷৵০, ৬টী ৫৷৵০, ১২টী ৮৷৵০, ২৪টী ১২৸৵০, ৩৬টী ১৬৷৵০। গোল্ড কলার গ্যাল-ভানিক রিং দেখিতে অবিকল সোনার অঙ্গুরীর মত একটী রিং ২৲, ৩টী ৫৲, ৬টী ৮৲, ১২টী ১৩৲, ২৪টী ২২৲, ৩৬টী ৩০৲, ডাঃ মাঃ লাগে না। ব্যবহার করিয়া কোনও ফলবোধ না করিলে পাশ্বেল প্রাপ্তি দিন হইতে ৩০দিনের মধ্যে পত্র লিখিয়া জানাইলে মূল্য ফেরত দিয়া রিং ফেরত লওয়া হয়। রিং সকল মাপের পাওয়া যায়। অর্ডার কালীন মাপ লিখি-বেন। রিংএর মুদ্রিত ব্যবস্থাবিধি (যাহা অতি সহজ) রিং সহ দেওয়া হয়।

আসল গ্যালভানিক রিং পাইবার একমাত্র ঠিকানা।

পি, দত্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী (ডেপ্ট ১০৩)
(ওয়াচ মার্চ্চেন্ট এ্যাণ্ড জুয়েলার্স)
বাগবাজার, কলিকাতা।
P. DATTA & Co. (Dept. 103).
Watch Marchants & Jewellers. BAGHBAZAR, CALCUTTA.

কবিবর মৌলভী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন সাহেবের

সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী

সুন্দরবনের কৌতূহলোদ্দীপক অদ্ভুত বিবরণ। আগা গোড়া কবিত্বের রসে রসাল। মূল্য ৸০ বার আনা।

আলমগীর!

ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে সম্রাট আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে আরোপিত যাবতীয় দোষের খণ্ডন ৩২২ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ মূল্য ১৸০।

সাদীর কালাম

মূল্য ৷৵০ আনা। মখদুমী লাইব্রেরীতে ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। ইস্‌লামিয়া পাবলিসিং হাউস ১৩৯, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বদেশী ফুটবল

আমাদের বলগুলি সব ব্রাউন চামড়ায় প্রস্তুত নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট কারিকরের দ্বারায় ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত বিরগুল গুলি মোম দিয়া একত্রে করিয়া হাতের সেলাই হয় সে কারণে অত্যন্ত মজবুত দীর্ঘকাল স্থায়ী কাউ হাইডে প্রস্তুত থাকায় সেপ বহুদিন এক ভাবে থাকে জল কাদায় ভিতরের ব্লাডার নষ্ট হয় না। প্রত্যেক বলের সহিত রুলবুক ও হুইসেল পাইবেন। উৎকৃষ্ট ব্লাডার সহ ১নং ১৸০, মাঃ ৷৴০; ২নং ২৸০, মাঃ ৷৴০; ৩নং ৩৸০, মাঃ ৷৵০; ৪নং ৪৷৷০, মাঃ ৷৷০; ৫নং ৫৷৷০, মাঃ ৷৷০। ব্লাডার ১নং ১৲, ২নং ১৷৵০, ৩নং ১৷৷০, ৪নং ১৸০, ৫নং ২৲ মাশুল ৷০। ইনফ্লাটার উৎকৃষ্ট বড় ১টি ৩৲, মাঝারী ২৷০, ছোট ১৸০, দেশী ১৷৷০ মাশুল ৷৴০। রবার সলিওসন ১নং ৷৵০, ২নং ৷৷০, ৩নং ৷৷৵০ মাঃ ৷০। শ্রীবিষ্ণুচরণ দে (য়ঃ ৮৭৷১নং আহিরী টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দৈবপ্রাপ্ত ধবলের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন, খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে; বহু পরিক্ষিত মূল্য প্রতি দুই রকমের ঔষধ ২৷০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার "হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতা

গাওছিয়া ইউনানী ঔষধালয়

জাতীয় স্বাবলম্বন-সাধনার কর্ম্মকেন্দ্র, সততা ও বিশ্বস্ততার আদর্শ ব্যবসা-ক্ষেত্র

স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ—শুক্রস্খলন, বীর্য্যপাত, বন্ধ্যা, গর্ভপাত এবং প্রদর রোগে—

পুষ্টি
(মাজুন)

ব্যবহার করুন। ১ সপ্তাহের মধ্যেই ফল বুঝিতে পারিবেন। পুরুষদিগের অতিরিক্ত মাত্রায় স্বপ্নদোষ হওয়া, শুক্র তরল হইয়া জলের ন্যায় হইয়া যাওয়া, বাহ্যকালে কোৎ দিলে বীর্য্যপাত হওয়া, প্রস্রাবের সহিত সরু সুতার ন্যায় নির্গত হওয়া, যেমন অতি সত্বর নিবারিত হইবে, তেমনি যে সমস্ত স্ত্রীলোক সন্তানাদী না হওয়ায় মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছেন, গর্ভপাত ও প্রদর রোগ যাহাদের জীবনকে সর্ব্বদা অতীষ্ট করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা আল্লার আশীর্ব্বাদ। স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি বহু মূল্যবান উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত। মূল্য ১ সপ্তাহ উপযোগী ২ প্রকার ঔষধ—৪৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

নূতন রক্তে ভরপুর করিয়া মানুষকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে, হজমশক্তিকে সতেজ রক্তাশুদ্ধি করিয়া শরীরে কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহের সৃষ্টি করিতে, যাবতীয় রোগের বীজানু নাশ করতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে পরিপুষ্ট করিয়া পূর্ণ-স্বাস্থ্য দান করিতে, বৃদ্ধকে যুবক এবং অক্ষমকে সক্ষম করিয়া তুলিতে—

শক্তি বটীকা

অব্যর্থ মহৌষধ। শুধু তাহাই নহে। ঐ সমস্ত বিশেষ গুণ ব্যতীত বহুত বহুত কঠিন রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। পক্ষাঘাত, শ্বাসকাস বাধক ইত্যাদি এবং রক্তদুষ্টি জনিত সর্ব্বপ্রকার কঠিন পীড়া সমূহে ইহার আশ্চার্য্য গুণ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। ইহা এতদূর শক্তিশালী ও স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত যে শীতকাল ব্যতীত ব্যবহার করা যায় না। মূল্য ১ শিশি ২৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বেদনা যে কোন প্রকারের হউক না কেন

শান্তি

[illegible] ঔষধালয়ের [illegible] একজন। ইহার অত্যাশ্চার্য্য ক্রিয়া দেখিয়া অবাক হই[illegible] কাইড ডাক্তারের দরকার, [illegible] নাই। এমন অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত জগতে আবিষ্কৃত হই[illegible]ছে কিনা সন্দেহ। মূল্য ১ শিশি ৸০ আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

জননেন্দ্রিয়ের বক্রতা, শিথিলতা ও বিকলতা ইত্যাদি নিবারণে

বিজলী
(তেলা)

ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন। নিজের দুষ্ক্রিয়ার জন্য প্রত্যেক দিন যে মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন, আল্লার অনুগ্রহে এই ঔষধের মহিমায় তাহার হাত হইতে নিশ্চয় পরিত্রাণ পাইবেন। অতিরিক্ত পাপাচারের ফলে যাহারা পুরুষত্ব হারাইয়া বসিয়াছেন, এই তেলা ব্যবহার করিলে তাহারা নিজেদের সেই হারানিধি ফিরিয়া পাইবেন। একমাস ব্যবহারের উপযোগী ১ শিশি একটী থলে সমেত ৩৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

দান্দানা

দাতের গোড়া ফোলা ও রক্তপড়া, দাতে পোকা ইত্যাদি দন্তরোগ সমূহ যে কেবল নিবারিত হইবে এমন নহে। অতিরিক্ত পান জর্দ্দা খাওয়ার ফলে যাহাদের দাতে কাল দাগ হইয়া গিয়াছে, এই দান্দানা ব্যবহারে তাহাদের দাত চাঁদির ন্যায় ঝক ঝক করিবে। মূল্য ১ শিশি ৵০ আনা।

স্ত্রীলোকদিগেয় মাসিক ঋতুর যাবতীয় দোষে

অবলা বান্ধব বটীকা

ব্যবহার করিলে ঋতু সম্পর্কীয় যাবতীয় দোষ অব্যর্থরূপে নিরাময় হইবে। নিয়মিত মাসিক ঋতু না হওয়া, ঋতুকালীন তলপেটে অসহ যন্ত্রনা, ঋতু খোলাষা না হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার দোষ ইহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই দুর হইয়া স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে।

বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন ঃ—
ম্যানেজার গাওছিয়া ইউনানি ঔষধালয়
১২৮-এ, বৈঠকখানা রোড, (দপ্তরী পাড়া) কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমেরিকান হোমিও হল

৪৭৷২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টাট্‌কা ঔষধ স্থাপিত ইং ১৯১০ সাল প্রতি ড্রাম ৴৫ ও ৴১০

এই বিরাট কলিকাতা সহরের মধ্যে ইহাই একমাত্র মোসলমান পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়। ঔষধপূর্ণ বাক্স, শিশি, কর্ক, সুগার, গ্লবিউল প্রভৃতি চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বাজার দরে সরবরাহ করা হয়। কলেরা বা গৃহ চিকিৎসার ঔষধ একখানি গৃহ-চিকিৎসা ও ফে টা ফেলিবার যন্ত্রসহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪ শিশি পূর্ণ যথাক্রমে ২৲ ৩৲ ৫৷৷০ ৬৸০ এবং ১২৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি বগুড়া মোস্‌লেম বিজনেস্ সোসাইটী লিমিটেড।

হেড অফিস—বগুড়া।
স্থাপিত ১৯২৬ সাল।

এই কোম্পানীর রেজিষ্টারিকৃত মূলধন ২০০০০০ দুই লক্ষ টাকা, প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ দশ টাকা হিসাবে উক্ত মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার অংশে বিভক্ত।

অংশের টাকা শোধ করিবার নিয়ম ঃ—

দরখাস্তের সহিত অংশ প্রতি ২৲ দুই টাকা এবং অংশের জন্য দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে অংশ প্রতি ২৲ দুই টাকা ও বক্রী ৬৲ ছয় টাকা ১৲ এক টাকা হিসাবে ৬ কিস্তিতে দিতে হইবে। কিস্তির টাকা তলবের মধ্যে অন্ততঃ ৩০ দিনের ব্যবধান থাকিবে। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তের সহিত অংশ প্রতি ৵০ দুই আনা হিসাবে প্রবেশ ফি অতিরিক্ত দিতে হইবে।

উক্ত মূলধনের টাকা হইতে আপাততঃ একটী বড় রকমের ধুতি ও থান কাপড়ের কারবার আরম্ভ করিয়া ইহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কার্য ক্ষেত্র প্রসারিত করতঃ ইহাকে একটী আদর্শ জাতীয় ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত করাই এই কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য। কাপড়ের ব্যবসা বিদেশী মাড়োয়ারী ধনকুবেরগণের এক চেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না অথচ এই কারবার করিয়া আমাদের নিকট হইতে লাভবান হইয়া তাঁহারা বড় লোক হইতেছে। আর মুসলমান সমাজ দিন দিন অর্থহীন হইতেছে। সমাজকে ইহার হাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করাও এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। আশা করি সকলেই এই কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইবেন।

এজেন্টেট বা অংশবিলি শীঘ্রই হইবে সুতরাং অংশের জন্য অদ্য কোম্পানির দরখাস্ত ফরমে শীঘ্রই আবেদন করুন।

সুপারভাইজিং ডিরেক্টর — হাজী মোহাম্মদ আবদুল কাদের
ম্যানেজিং ডিরেক্টর — ডাক্তার মফিজউদ্দিন আহমদ এল, এম, এফ,

শীতের বিপুল আয়োজন !!

কাশ্মির, অমৃতসর, লাহোর, লুধিয়ানা, কানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে শাল, আলোয়ান, মলিদা তাশ্চা র‍্যাগ, লুই, সোয়েটার, খোসা প্রভৃতি যাবতীয় গরম কাপড় প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া কত সস্তাদরে বিক্রয় করিতেছি, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এ বৎসর শতকরা ৩০৲ টাকা দাম কমিয়া গিয়াছে।

জহরলাল পান্নালাল

বেনারসী শাড়ী শাল এণ্ড কোং সকল রকম আলোয়ান কাপড় ও পোষাক বিক্রেতা

৬৮, ক্রস ষ্ট্রীট, সুতাপটী (বড়বাজার) ফোন-৩৪০৬ ও ১৩৪, ক্যানিং ষ্ট্রীট (মুর্গীহাটা) ফোন-৪৩৮২ কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (পটলডাঙ্গা) ফোন-৩৪১৭ ও ৮৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট (বাজারের উপর) ফোন-৪২৩৬

৬৮নং সুতাপটী বড়বাজার; ১৩৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৮৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বাজারের উপর; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট পটলডাঙ্গা

শীতের বিপুল আয়োজন !!!

কাশ্মীরী সার্জ্জ, ফ্লানেল, পট্টু, টুইড প্রভৃতি গরম কাপড়ের তৈয়ারী পোষাক সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। আমাদের দোকানে মহিলাগণের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। যাঁহারা কলিকাতায় না আসিতে পারিবেন তাঁহারা অর্ডারের সহিত কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইলে ভিঃ পিঃতে মফঃস্বলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের সব দোকানে মহিলাগণের বসিবার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
স্থাঃ—অমৃতসহর।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

—:*:—

"তোমরা একত্রে আল্লার রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"

(কোর্‌আন)

২৮শে জমাদীয়স সানি—১৩৪৫ হিঃ
সোমবার,
১৯শে পৌষ, —১৩৩৩ সাল।

বড়দিনের সভা-সমিতি।—ইংরেজী বড়দিনের অবকাশে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সকল সভা-সমিতি হইয়াছে, তন্মধ্যে দিল্লীর "অল্-ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ" ও "নিখিল ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সম্মিলনী" এবং গৌহাটির "হিন্দু কংগ্রেস" ও আকোলার "উদার-নৈতিক সম্মিলনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল সভা সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কার্য্যপদ্ধতির সার-মর্ম্ম হানাফীর এই সংখ্যাতেই যথাসম্ভব প্রকাশিত হইল।

—*—

ফুরফুরার ঈসালে ছওয়াব।—ফুরফুরা শরিফের দেশপ্রসিদ্ধ ঈসালে-সওয়াবের মজলিস এবারও যথারীতি ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন তারিখে সম্পন্ন হইবে। ঈসালে-সওয়াবের দ্বিতীয় দিন পবিত্র রমজান আরম্ভ হইবে বলিয়া কোন কোন কুচক্রী লোক মফঃস্বলে প্রচার করিতেছে যে, এবার ঈসালে-সওয়াব এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হইবে। কিন্তু আমরা স্পষ্ট [illegible]

[illegible] যাইতেছে না। যাহা হউক, আর কয়েক দিন পরেই জানা যাইবে—কে কোন্ পথে চলে এবং কাহার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া পড়ে!

—*—

কংগ্রেসে কি হইল?—এবার গৌহাটীর হিন্দু-কংগ্রেসে কি হইল, ইহার সদুত্তর দিবার মত কোন কথাই আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার নিজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় সেই অসহযোগ, স্বরাজ্য-লীলা ও খদ্দর এবং কাউন্সিল কেলেঙ্কারীর সেই মান-অভিমান, বাধাদান ও প্রবেশ-বহির্গমন প্রভৃতি পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র! কংগ্রেসের কর্ম্ম-তালিকার মধ্যে সেই মামুলি কাউন্সিল কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং খদ্দরের খেয়ালই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। কংগ্রেসের পূর্ব্ব-বিঘোষিত সকল দলের সম্মিলনের পরিবর্ত্তে স্বরাজ্য দলের সহিত স্বাপেক্ষ সহযোগী দলের সেই পুরাতন কলহ আরও একটু ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন ডাংপিঠে লোকের উপস্থাপিত আইন অমান্য ও পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাবের নামে কংগ্রেসের রথি-মহারথি ও বাক্য-বীরগণের মধ্যে যেরূপ ভীতি-বিভীষিকা ও কলহ-কোলাহল আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল! তবে একটা বিষয়ে কংগ্রেসে সকল দল সম্মিলনের পূর্ব্বাভাস পরিলক্ষিত হইয়াছে—তাহা মোসলেম-বিদ্বেষ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু-ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ব্যাপারে এই বিষয়টী সভাপতির সহিত মিঃ গন্ধী ও পণ্ডিত মালব্যের মুখে অল্লাধিক সমানভাবে উচ্চারিত হইয়াছে! আশ্চর্য্যের বিষয়, চোখ মুখের উপর এত দেখিয়া শুনিয়াও কংগ্রেসী মুসলমান দিগের হুঁশ অথবা আত্মসম্মান জাগ্রত হয় নাই!

—*—

প্রজাস্বত্ব আইনের নূতন পত্তন।—এইরূপ প্রকাশ যে, গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী একেবারে পরিবর্জ্জন না করিয়া পূর্ব্ব সংশোধনীর পরিবর্ত্তে একটা নূতন আইন রচনা করিবেন এবং তাহাই আগামী ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়া পাস করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ গভর্ণমেণ্ট প্রজাকে স্ব স্ব অধিকৃত জমীতে কতক দখলীস্বত্ব দিবার পক্ষপাতী। গভর্ণমেণ্টের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটী কমিটী গঠিত হইবে। কিন্তু উক্ত কমিটীর স্বরূপ এবং গভর্ণমেণ্ট প্রজাকে কোন্ উদ্দেশ্যে কতটুকু অধিকার দিতে চাহেন, তাহা না জানিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পারি না। বলিতে কি, এই শ্রেণীর কমিটীর উপর আমাদের একটুও [illegible]

ভক্তি বা বিশ্বাস নাই। কারণ সাধারণতঃ যে সকল লোক এই শ্রেণীর কমিটীর মেম্বর হইয়া থাকেন তাহারা হয় জমীদার, নয় তাহাদের আত্মীয়-বন্ধু, অথবা জমীদারের অনুগ্রহ-ভিখারী স্বার্থপর কপট লোক। এই শ্রেণীর লোকের হাতে প্রজার স্বার্থ ও অধিকার বিচারের ভার অর্পণ করা—আর ডাইনীর হাতে সন্তান পালিতে দেওয়া একই কথা! বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায়ও প্রজার স্বার্থ রক্ষিত হইবার আশা অতি অল্প। কারণ সাপেক্ষ সহযোগীদলের অধিকাংশ সদস্যই জমিদার। বঙ্গ-স্বরাজী দল যে জমিদারের অনুগৃহীত ক্রীতদাস, তাহা গৌহাটী কংগ্রেসে স্বরাজ্য দলপতি মিঃ সেন গুপ্তের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। যদিও ঐ কথা বলার জন্য সভায় "শেম্ শেম্" ধিক্কার-ধ্বনি উঠিয়াছিল! আবার সেই ধিক্কার ধ্বনি হজম করিয়াও মিঃ সেন গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "আপনারা ধিক্ ধিক্ বলিতে পারেন, কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা।" তারপর গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদ ও মন্ত্রী-মণ্ডল ত জমিদারের খাস তালুক! কোন প্রজা-প্রতিনিধির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট যে কিরূপে প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কতক দখলি স্বত্বাধিকার প্রদান করিবেন, তাহা বুঝা কঠিন। আর দিতে পারিলেও সেই "কতক"—পরিমাণে "কতটুকু" হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং পূর্ব্বাপর অবস্থা দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের এই কমিটী নিয়োগ ও আশ্বাস বাণীতে আমরা একটুও আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না।

—o—

ইস্‌লামিয়া কলেজ।—গত ২৮শে ডিসেম্বর বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লীটন কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অনেক গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান ও ইউরোপীয় এই উদ্বোধন-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিগত ১৮৮১ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদিগের আদর্শ উচ্চ-শিক্ষার জন্য এইরূপ একটী উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ও প্রস্তাব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এইরূপ একটি [illegible]

—*—

নূতন ব্যবস্থাপক সভা। [illegible]

—*—

মুসোলিনীর নূতন আইন।—বিলাতী সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনী ২৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়সের অবিবাহিত লোকদের উপর একটী কোমার্য্য ট্যাক্স বসাইয়াছেন। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাস হইতেই উক্ত ট্যাক্স আদায় করা হইবে। এই ট্যাক্স বাবদ ইটালী গবর্ণমেণ্টের প্রায় সাড়ে ছয় কোটী টাকা আয় হইবে। অবাধ নর-নারী সম্মিলন ও অসংযত স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে ইউরোপের এক একটি দেশে যে কত নর-নারী অবিবাহিত থাকিয়া বিলাস-লালসা-পূর্ণ আয়েশ-আরামের জীবন কাটাইয়া জাতির অকল্যাণ ও পাপভার বৃদ্ধি করে, এই ঘটনায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কামালী তুরস্কে ইউরোপীয় হাওয়া লাগিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তথায় বাধ্যতা-মূলক বিবাহের আইন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশেও অস্বাভাবিক, অবাধ স্ত্রী-স্বাধীননাকামী নারী-পূজক নপুংসক নর এবং পৌরুষ-বিলাসী, নর-বিমর্দ্দিনী বে-শরম স্বাধীনা নারীর সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতি বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে এদেশেও অচিরে ঐরূপ আইন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। টেবিল-চেয়ার ও চায়ের পেয়ালায় প্রেম-বিতরণকারী সম্প্রদায়বিশেষে ত এই সমস্যা এখনই দেখা দিয়াছে। সুতরাং ঐ অস্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারে লুব্ধ না হইবার জন্য আমরা পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় মুসলমান সমাজকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

—*—

মিঃ গন্ধীর অভিমত ও অসতর্ক উক্তি—অসহযোগীদলের ধর্ম্মগুরু মিঃ গন্ধী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রথমে অত্যন্ত ধীরভাবে হত্যার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী আবদুর রসিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"আবদুর রসিদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। সে কি কারণে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা আমি জানি না। কিন্তু দোষ আমাদের। আমাদের সংবাদপত্রগুলি এক একটি চলন্ত মহামারী-বিশেষ; ইহারা কেবল মিথ্যা সংক্রমণ করিয়া থাকে—লোকের সরল মনে বিষের-বীজ বপন করিয়া বেড়ায়। নেতাদের রসনাও সংযত নহে; তাহাদের লেখনীও তদ্রূপ। হীন প্রচারকার্য্য কেহ রোধও করেন নাই, তজ্জন্য কেহ লজ্জাও অনুভব করেন নাই। এখন তাহার ভীষণ ফল দেখা দিয়াছে। সুতরাং আবদুর রসিদের মাথায় যে গরম রক্ত চাপিয়াছিল, তাহার জন্য আমাদের মত শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরাই দায়ী।"

মিঃ গন্ধীর উপরোক্ত কথাগুলি অতি সত্য। এ দেশের একজন হিন্দু-নেতা এবং [illegible]

নিখিল ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সম্মিলনী

সার আবদুর রহিমের অভিভাষণ

[illegible]

মিঃ আশফ আলির কংগ্রেস ত্যাগ

[illegible]

কলিঃ ইসলামিয়া কলেজের উদ্বোধনে

গবর্ণর ও নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা।

[illegible]

গবর্ণর লর্ড লীটনের বক্তৃতা।

[illegible]

স্ত্রীশিক্ষা ও সুসভ্য গৃহ

[illegible]

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষানলে নূতন ইন্ধন

[illegible]

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে

দেশব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস।

হত্যাকারী আবদুল রসিদের জবানবন্দী ও সাজ্জনা।

আর্য্য সমাজের ধর্ম্মগুরু, হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা, শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের নায়ক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু-সংবাদ আমরা গত সপ্তাহেই প্রকাশ করিয়াছি। এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের জন্য হিন্দু সমাজ যেরূপ ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছে, একজন ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানের দ্বারা অপ্রত্যাশিত ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় মুসলমানেরাও তদ্রূপ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। হিন্দু সমাজের কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা-সমিতি ও ছোট বড় নেতৃগণ স্বামীজির মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া এই হত্যাকাণ্ডের যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন, মুসলমান নেতৃগণও সেইরূপ স্বজাতি আবদুর রসিদের এই নির্ম্মম খামখেয়ালী কার্য্যে বিরক্ত ও অনুতপ্ত হইয়া—জগজ্জয়ী মুসলমান জাতি অধুনা অধঃপতিত হইলেও তাহাদের পক্ষে ঐরূপ হীন হত্যাকাণ্ড একান্তই লজ্জাকর ও নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি বঙ্গদেশের কোন কোন দুঃপ্রকৃতি হিন্দু-সংবাদপত্র এই আকস্মিক ঘটনা উপলক্ষে তাহাদের প্রকৃতিগত অসংযত লেখনীর বল্গা আল্গা করিয়া আবার সারা দেশে একটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা আশা করি, চিন্তাশীল ও দূরদর্শী হিন্দু মুসলমান সমাজ এই সকল দায়িত্বহীন লোকের কথায় কখনই বিচলিত হইবে না।

হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বাভাস ও হত্যাসাধন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা সম্পর্কে যে সকল আসিয়াছে এবং তদন্ত করিয়া যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনে ইস্‌লামের ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে মনে করিয়াই আবদুর রাশিদ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরে সেই খেয়ালের বসেই সে বিগত ২৩শে ডিসেম্বর একটী পিস্তল সহ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। আবদুর রসিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে লক্ষ্য করিয়া তিনটী গুলি করিয়াছিল। তিনটী গুলিই তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয়। প্রথম গুলিটী হৃদপিণ্ড ভেদ করে এবং স্বামিজী অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল বলিয়া সেই গুলিতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়।

আবদুর রসিদ গ্রেপ্তার

স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করিবার পর তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ধর্ম্মসিং পশ্চাদ্দিক হইতে আবদুর রসিদকে ধরিয়া বসে। কিন্তু আবদুর রসিদ ক্ষীপ্রতার সহিত তাহাকেও গুলি দ্বারা সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়া ভূপাতিত করে। এইরূপ ভীষণ হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়াও আবদুর রসিদ পলাইতে চেষ্টা করে নাই।

পরের কলাম দেখুন

হিন্দু মুসলমানে মারামারি

কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবার পরেই দিল্লীর কয়েক স্থানে হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অনেকগুলি অসংযত হিন্দু উত্তেজিত হইয়া কতিপয় ভিক্ষুক ও বৃদ্ধ মুসলমানকে বেদম প্রহার করিয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত করে। ইহার মধ্যে ১ জন মুসলমান হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়। এই সংবাদে দিল্লীর মুসলমানেরাও ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং প্রবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় সকলেই অস্থির ও ভীত হইয়া পড়ে। শহরের দোকান পাট সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর সতর্কতায় আর কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে নাই।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া

শবযাত্রা আক্রমণ

গত ২৩শে ডিসেম্বর স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর যথারীতি শব-ব্যবচ্ছেদ অন্তে গত ২৭শে ডিসেম্বর তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বা শবদাহ করা হইয়াছে। শবদাহের শোভাযাত্রায় বহু সহস্র হিন্দু যোগ-দান করিয়াছিল। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, উক্ত শবযাত্রা একটী মুসলমান পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলে স্থানীয় কতিপয় মুসলমান শবের উপর ইট ও প্রস্তর বর্ষণ করে। ইহাতে কয়েক জন শবযাত্রী আহত হয়। পুলিস কয়েক জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়া আবার ছাড়িয়া দেয়। ইহার পর চাঁদনী চাকের নিকটবর্ত্তী হইলে কোন কোন মুসলমান নাকি আবার উক্ত শবের প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং শবযাত্রা আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু শবযাত্রীরা তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যমুনার কূলে চলিয়া যায় এবং তথায় যথারীতি শবদাহ করা হয়।

আবদুর রসিদের পরিচয়

কাফের হত্যায় বেহেশ্‌ত লাভ

পুলিশ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী আবদুর রসিদ বুলন্দ শহরের অধিবাসী। সে দিল্লীর ফৈজ বাজারে বাস করে। ৭ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর মুসলমানদের মধ্যে কেবল সেই হেজরত করিয়া কাবুলে গিয়াছিল। সেইখান হইতেই সে তাহার পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছে। ইসলামের পরম শত্রু বলিয়াই সে শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিয়াছে এবং এই হত্যা করার সুযোগ সে বহুদিন হইতেই খুঁজিতেছিল। এই হত্যার জন্য সেই সম্পূর্ণ দায়ী; ইহার সহিত আর কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। সে আশা করে যে, এই কাফের হত্যার জন্য সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে।

আবদুর রসিদের স্বীকারোক্তি

হিন্দু নেতাদিগকে হত্যার সঙ্কল্প

আসামী নাকি পুলিসের নিকট দীর্ঘ স্বীকারোক্তি করিয়াছে। উহা টাইপ করা প্রায় ৭ পৃষ্ঠা কাগজে পূর্ণ। সে নাকি পুলিসের কাছে বলিয়াছে যে, সে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলন দিনের পর দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে—ইহা দেখিয়া তাহার অন্তর ইসলামের জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ন্যায় অন্যান্য হিন্দু নেতাদের উপরও সে বিদ্বেষ পোষণ করে। তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার জন্যই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপ্ত রহিল! কারণ অপর হিন্দু নেতারা এখনও ইসলামের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে যে সে হত্যা করিতে পারিল না—তজ্জন্য সে দুঃখিত। হিন্দু নেতাদের প্রতি এই বিদ্বেষভাব প্রণোদিত হইয়া সে পিস্তল সংগ্রহ করিবার জন্য আফগান-স্থানে হেজরত করিয়াছিল। সে পিস্তল যোগাড় করিয়া ১৯২৩ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কয়েকমাস আগে সে তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয়। তাহার পিতা এজন্য তাহাকে তিরস্কার করিলে সে তখন বলিয়াছিল যে, সে এমন কিছু বীরোচিত কার্য্য করিবে, যাহার জন্য সে ভারত-বিখ্যাত হইবে। গত ২২শে ডিসেম্বর স্বামিজীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে স্বামিজীর ঠিকানা জানিবার জন্য সে "তেজ" পত্রিকার অফিসে গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতেই সে স্বামিজীর ঠিকানা সংগ্রহ করে। হত্যাকাণ্ড যে ভাবে সংঘটিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আসামীও সেই কথারই সমর্থন করে। কি ভাবে সে গ্রেপ্তার হইল, সেই সম্বন্ধে আসামী বলে যে, সাব-ইন্‌স্পেক্টর সর্দ্দার টৈৎ সিং ঘটনাস্থলে গমন করার জন্য এবং তাঁহার রিভলবারের জন্যই সে গ্রেপ্তার এবং নিরস্ত হয়। নতুবা সে পলায়ন করিতে সক্ষম হইত।

স্বগৃহে আবদুর রসিদ

আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা

গত মঙ্গলবার পুলিস-তদন্ত সম্পর্কে আবদুর রসিদকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে দেখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনেরা কেহ কেহ কাঁদিতে থাকে। কিন্তু সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলে যে, তাহার জীবনের মহান্ ব্রত উদযাপিত হইয়াছে। সে পবিত্র ইস-লামকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনের দুঃখ না করিয়া বরং গর্ব্ব করাই উচিত। কারণ তাহার কার্য্যের জন্য সে বেহেশ্‌তে যাইবে বলিয়া আশা করে। আসামী বেশ স্থিরচিত্ত আছে, এবং তাহাকে বেশ উৎফুল্ল দেখা যাইতেছে। কিছুমাত্র দুঃখ বা অনুতাপের ভাব তাহার মুখে নাই।

আসামীর ফটো বিক্রয়

"গাজী" বলায় বিপদ

গত দুইদিন হইতে দিল্লী শহরে আসামীর ফটোগ্রাফ খুব বিক্রী হইতেছে। হকারেরা কেহ কেহ তাহাকে "গাজী" বলিয়া প্রচার করায় অদ্য সকালে পুলিস কয়েকজন হকারকে গ্রেপ্তার করে; কিন্তু পরে তাহাদিগকে শাসাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। ফটোগ্রাফের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক-দিগকেও পুলিস ঐরূপ সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

অল-ইণ্ডিয়া মোস্‌লেম লীগ

দিল্লীর ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য দিল্লীতে "অল-ইণ্ডিয়া মোস্‌লেম লীগে"র অধিবেশনে সভাপতি খাঁ বাহাদুর শেখ আবদুল কাদের সাহেব বলেন যে, নিজে-দের গৃহ সংযত করাই কংগ্রেস ও লীগের প্রথম কর্ত্তব্য। যাহারা ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করা উচিত। তৎপরে সম্ভব হইলে পরস্পর একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। একমত হওয়া অসম্ভব হইলে বন্ধুভাবে তাঁহারা বিভিন্ন মত ঘোষণ করিতে পারেন। ইহা সমাধা করিয়া শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে "কমিশন" আসিতেছে, তাহা আসিবার পূর্ব্বেই একযোগে পূর্ণ শাসন সংস্কার লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে তাহার উদ্যোগ স্বরূপ মানসিক, আর্থিক ও দৈহিক উন্নতির জন্য একযোগে চেষ্টা করা চাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে সভাপতি শোক প্রকাশ করিয়া বলেন,—"অনেক মুসলমানই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ধর্ম্মপ্রচার পছন্দ করিতেন না; কিন্তু তাহাদের জনৈক স্বধর্ম্মী তাঁহার জীবন নাশ করায় অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছেন। এই নির্ম্মম কার্য্যদ্বারা যে ইসলাম ধর্ম্মের অত্যন্ত অপকার এবং শুদ্ধি প্রচার কার্য্যে শক্তি দান করা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্পর্কে মাননীয় শেখ সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানে মুসলমান প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যতদিন উভয় সম্প্রদায় সভ্যপদগুলি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, অথবা যতদিন কোন বিশেষ নির্ব্বাচনকেন্দ্র সম্মিলিত নির্ব্বাচনাধিকার প্রার্থনা না করেন, ততদিন সর্ব্বত্র পৃথক নির্ব্বাচন কেন্দ্র রক্ষা করিলেই এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। তিনি বলেন, সরকারী পদ গ্রহণ কেবল অর্থের জন্য নয়; ইহা শক্তি, সুবিধা ও শিক্ষার সহায়। মুসলমানগণ এই বিষয়ে অধিকতর স্বার্থযুক্ত। কারণ উপযুক্ত অর্থাভাবে অনেক উন্নতি-মূলক কার্য্যের পথই তাহাদের নিকট রুদ্ধ। তৎপর 'তঞ্জিম' ও 'তব্লিগ' আন্দোলনের অধিকতর প্রচার সমর্থন করিয়া মিঃ আবদুল কাদের সাহেব কর্ম্মকগণকে একযোগে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মোস্‌লে শিক্ষা সম্মিলনীর

পরিগৃহীত প্রস্তাব।

দিল্লী শহরে সার আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে মোস্‌লেম শিক্ষা সম্মিলনীর যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-মণ্ডলীতে এবং ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডে মুসলমানদের যোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার প্রার্থনা করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দিল্লীর আরবিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার জন্য দিল্লীর ওফ্‌তেপুরী মসজিদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োগের নিমিত্ত সাব কমিটী নিয়োগ করায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্কুল কলেজে সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিগত শিক্ষা প্রভৃতি দিবার জন্যও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে বলা হইয়াছে। শেষ প্রস্তাবে মুসলমান সমাজের দৃষ্টি শারিরীক শক্তি-চর্চ্চার দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। প্রস্তাবক বলেন,—"দুর্ব্বল সম্প্রদায় দেশের জঞ্জালস্বরূপ; শারিরীক শক্তির উন্নতি না হইলে অন্য কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করা যাইবে না।" এই প্রস্তাবগুলি যে ভারতীয় মুসলমান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কলিকাতা মাদ্রাসা ও জাতীয় সাহিত্য

শিক্ষা প্রথমত মানবের হৃদয় নিহিত প্রবৃত্তি নিচয়কে প্রস্ফুটিত করিয়া জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সদাচারে চরিত্রকে অলঙ্কৃত করে এবং জীবন সংগ্রামের প্রকৃত শক্তি ও সামর্থ দান করত তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া তোলে। শিক্ষায় আলোচনা ও গবেষণায়, মানব রীতি-নীতি ও সভ্যতায় ফেরেশ্‌তার প্রকৃতি পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষার প্রভাবে মানব চরিত্রে মহৎ ও কার্য্যে বৃহৎ হয় এবং বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে নানা প্রকারে শক্তিশালী হইয়া জগতে শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য হয়।

আমরা বাঙ্গালার মোসলমান—কলিকাতার মাদ্রাসা আলীয়াই আমাদিগের শিক্ষার দিক্ দিয়া প্রধানতম কেন্দ্র। কিন্তু অদ্যাবধি বাঙ্গা-লার কয়জন মোসলমান ছাত্র তথাকথিত আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র হইতে প্রকৃত শিক্ষার উল্লিখিত গুণ-সম্পন্ন হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন? যে পর্য্যন্ত কোন জাতি স্বীয় মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষা স্বীকার করিয়া উহার চর্চ্চায় প্রবৃত্তি না হয়, ততদিন সে জাতি শিক্ষার প্রকৃত সাফল্য ও সিদ্ধি লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে। জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণা ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতিই উন্নতির পথে একটুও অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত মাদ্রাসায় প্রতি পদে প্রয়োজনীয় এই শিক্ষার দ্বার চির রুদ্ধ। আমাদের মৌলবী সাহেবগণের হয়ত ইহাই বিশ্বাস যে, ইসলামের ভিত্তি প্রথমত ও প্রধানতঃ তাহাদের মাদ্রাসায় পঠিত আরবী সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাই এত আগ্রহের সহিত তাহারা ঐ আরবী সাহিত্যের চর্চ্চা করেন। কিন্তু তাহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠাতাগণের জাতীয় সাহিত্য আরবীই ছিল এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যই তাহাদের প্রধানতম শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমগ্র আরব জাতির রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় অতি জঘন্য, হীন ও বর্ব্বরোচিত বলিয়া বিখ্যাত ছিল; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইসলাম প্রতিষ্ঠাতাগণ কোন্ শক্তির প্রভাবে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কোন্ শক্তির মহাবলে তাঁহারা অবিশ্বাসী যুগের কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ে ইসলামের পুণ্যালোক ফুটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—ইহার মূলেও ঐ এক কথা—জাতীয় সাহিত্য-শক্তি। পবিত্র কোর-আনের দিক্ দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। দয়াময় আল্লাহতালা দুর্দ্ধর্ষ পৌত্তলিক আরব জাতিকে তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সত্যের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি আল্লাহতাআলার এমনি নির্দ্দেশ, এমনি রহমত যে, নিজ নিজ মাতৃভাষায় আমরা আল্লাহর মহিমা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিব বলিয়াই আল্লাহ পবিত্র কোর-আন শরীফকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই আমি ইহাকে তোমাদিগের ভাষায় সহজ ও বোধগম্য করিয়াছি" এই আয়ত হইতে ইহাই আমরা বুঝিতে পারি যে, আল্লাহর মহিমা বিশদরূপে অবগত হইতে, ইসলামের পুণ্য প্রভায় দিক বিদিক আলোকিত করিতে জাতীয় সাহিত্য-শক্তিরই সবিশেষ প্রয়োজন। তাই মোসলেমের প্রতি আল্লাহের এই মহাবাণী উক্ত হইয়াছে!

আমরা আরবী শিক্ষার বিরোধী নই; তবে আরবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মোসলেম ছাত্রকে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনা করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা শিক্ষার কোনই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না; তাহারা হয় না। কেন না প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে—ধর্ম্মের আলোক হারাইয়া পাপের অন্ধ তমশায় দিগভ্রান্ত হইয়া যাহারা দ্রুত অবনতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, মূর্খতা, দীনতা, হীনতা ও কাপুরুষতা যাহাদের অঙ্গের আবরণ হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষকারের গৌরব মুকুট হারাইয়া যাহারা দাসত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যত্বের অবমাননা করিতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করতঃ তাহাদের জীবনের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া শক্তি, শান্তি ও মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া; কিন্তু আমাদের আরবী শিক্ষার্থি-গণ শিক্ষার এই মহান্ উদ্দেশ্যকে কখনই সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারিবে না—যদ্যপি তাহারা বাঙ্গলা ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে না পারেন। জাতীয় জীবনে জাতীয় সাহিত্য-শক্তি যত কার্য্যকারী হয়, অন্য কোন শক্তিই তদ্রূপ হইতে পারে না। অগ্রবর্ত্তী হিন্দুদিগের নিকট হইতেও আমাদিগের এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাহারা সাহিত্য চর্চ্চার ফলে আজ আমাদিগকে ছাড়াইয়া বহুউর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে; এই মহাশক্তির প্রভা-বেই জড়বাদী পৌত্তলিক হিন্দু জাতি বাঙ্গালার দিকে দিকে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ পর্য্যন্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। আর আমাদের মোসলেম আলেমকুল, যাঁহাদের আশা পথ চাহিয়া বাঙ্গালার বিধর্ম্মী অত্যাচার-নিপীড়িত মোসলমান নরনারী আকুল প্রতিক্ষায় চাহিয়া আছে, তাহারা আজ শিক্ষিত হইয়াও অন্ধ, মূক এবং অকর্ম্মণ্য! জাতির সম্পদ, জাতির প্রাণ এই মোসলেম যুবকদের শোচনীয় পরিণামের বিষয় বাঙ্গলার কোন সমাজহিতৈষী মহাজন ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

আরবী শিক্ষার্থী বাঙ্গালী মোসলেম যুবকগণ, বাঙ্গালী মুসলমানের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধন সম্পদ, বল, বুদ্ধি সমস্তই তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরাই আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র আশা ভরসাস্থল। একবার চাহিয়া দেখ, প্রতিবেশী হিন্দুজাতি জাতীয় সাহিত্য শক্তির প্রভাবে তোমাদের অপেক্ষা কত অগ্রণী, কত বলীয়ান এবং কত গরীয়ান! কাল-প্রভাবে এই হিন্দু জাতিই আজ তোমাদের জাতি ধর্ম্ম, মান সম্ভ্রম ও ধন সম্পদের উপর কি ভীষণ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আর তোমরা শিক্ষালাভ করিয়াও দিন দিন অকর্ম্মণ্য মূক সাজিতেছ এবং ক্রমশই ঘোর অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছ। ইহাই কি তোমাদের শিক্ষার পরিণাম ফল। এখনও কি তোমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইবে না? এখনও কি জাতীয় সাহিত্য চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিবে না? সময় থাকিতে এখনও জাগ, জাতীয় সাহিত্য শক্তি অর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হও। এই শক্তির প্রভাবেই তোমাদিগকে অসাধ্য-সাধন প্রয়াসিনী শক্তির উদ্দীপনা ও অভিব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই শক্তির ভিতর দিয়াই জাতির অসাড় দেহে নব-জীবনের সঞ্চার হইবে, ইহারই আলোক তরঙ্গে জাতীয় জীবন-দেহে নব জাগরণের স্পন্দন জাগিবে, বাঙ্গালার সর্ব্বহারা মোসলেম কুল, জাতি ধর্ম্ম, জ্ঞানচিত্ত ও বল-ঐশ্বর্য্যে বলীয়ান হইবে। বাঙ্গলার আকাশে বাতাসে ইসলামের মহামন্ত্র ধ্বনিত হইবে।

পরিশেষে আমরা এ বিষয়ে বাঙ্গালার সদাশয় গভর্ণর বাহাদুর এবং মোসলেম এডুকেশনের ডিরেক্টার ও এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার খান বাহাদুর মৌলবী আহ্‌সান উল্লাহ সাহেবের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি—যেন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মাদ্রাসার আবশ্যকীয় শিক্ষা রূপে প্রচলন করার জন্য সুবিবেচনা করেন। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ অচিরেই এই অত্যাবশ্যকীয় সমস্যার সমাধান পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষাকে Vernacular এবং উর্দ্দুকে Optional রূপে প্রচলন করিয়া বাঙ্গালার মোসলেম সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন

খোন্দকার মোহাম্মদ ইমদাদ আলি
৮১নং স্মিথ লেন, কলিকাতা।

প্রচার-সংবাদ

হজরত পীর সাহেবের ভ্রমণ-তালিকা

সংশোধিত।

গত সপ্তাহের "হানাফী"তে হজরত পীর সাহেব কেবলার যে ভ্রমণ-তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে "আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে-বাঙ্গালার" বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতা হইতে কুমিল্লা—কেরোয়ার চরে যাত্রার তারিখ ২১শে মাঘ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ২১শে মাঘ তারিখের পরিবর্ত্তে ২০শে মাঘ হইবে। পীর সাহেব কেবলা কলিকাতা হইতে ২০শে মাঘ তারিখেই আঞ্জমন-প্রতিনিধিগণের সহিত একসঙ্গে যাত্রা করিবেন।

১লা মাঘ মালদহ সদরে অবতরণ লেখা হইয়াছে; কিন্তু পীর সাহেব কেবলা ১লা মাঘ উক্ত জেলার অন্তর্গত চরবাসুদেবপুরে হানাফীয়া মাদ্রাসার উন্নতি সাধন কল্পে তথায় একটী সভা করিবেন। তৎপর মালদহ সদর ও অন্যান্য স্থানে গমন করিবেন।

অন্যান্য তারিখ সমস্তই ঠিক আছে; সম্ভবতঃ উহার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না। যদি ইহার পরে কদাচিত কোন পরিবর্ত্তন হয়, তাহা যথা সময়ে "হানাফী"তে ঘোষণা করা যাইবে।

জনাব মওলানা সাহেবের সফর ভ্রমণ-তালিকা

আগামী ঈসালে-সওয়াব পর্য্যন্ত নাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের সঠিক ভ্রমণ-তালিকা এবং সভা-সমিতির তারিখ ও স্থান নিম্নে নির্দ্দেশিত হইল:—

পৌষ—১৩৩৩

১৪ই ও ১৫ই পৌষ—ছোলগাছিশিভা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
১৬ই পৌষ—চাঁদাইকোনা স্টেঃ বগুড়া।
১৮ই " শশারিয়াবাড়ী দেওয়ান-গঞ্জ, মৈমনসিংহ।
২০শে " সুন্দরগঞ্জ সভা, রংপুর।
২১শে " বেলকা সভা, রংপুর।
২৩শে " বজরা সভা, ওলিপুর, রংপুর।
২৪শে " বালাবাড়ী সভা, রংপুর।
২৬শে " উত্তান বুড়াইল সভা, রংপুর।
২৭শে " লক্ষ্মীপুর সভা, " "
২৮শে " বগুড়া সদরে জেলা জমিয়তের অধিবেশনে যোগদান।
২৯শে " সান্তাহার, বগুড়া।

মাঘ—১৩৩৩

১লা মাঘ—চর বাসুদেবপুর, মালদহ।
২রা মাঘ—কলিকাতা রওয়ানা এবং ৭ই মাঘ পর্য্যন্ত কলিকাতা অবস্থান।
৮ই " লালগোলা রওয়ানা।
৯ই " বর্দ্ধনপুর সভা, পোঃ জরিচা, মুর্শিদাবাদ।
১১ই " পবনাপুর সভা, পোঃ তুলীয়াচট।
১২ই " বল্লমঝাড় সভা—রংপুর।
১৩ই " পবনাপুর অবস্থান—চর।
১৪ই " পর্য্যন্ত কলিকাতা অ
১৮ই " রাজবাড়ী রওয়ানা।
১৯শে " রাজধরপুর ফরিদপুর।
২০শে " রাজবাড়ী হইতে ত্রিপুরা রওয়ানা।
২২শে " কেরোয়ার চর, পোঃ ব্রাহ্মণগঞ্জ, (ত্রিপুরা) "আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালার" অধিবেশনে যোগদান
২৩শে " কেরোয়ার চর হইতে নোয়াখালি রওয়ানা।
২৪শে " শ্রীনদী সভা, পোঃ বক্সবাটি, নোয়াখালি।
২৫শে " চট্টগ্রাম রওয়ানা।
২৬শে " আবুরহাট মাদ্রাসায় সভা, পোঃ আজমপুর, চট্টগ্রাম।
২৭শে " চট্টগ্রাম হইতে নোয়াখালী, চৌমুহানী রওয়ানা
২৮শে " চৌমহানী "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার" অধিবেশনে যোগ-দান।
২৯শে " চাঁদপুর রওয়ানা।

ফাল্গুন—১৩৩৩

১লা ফাল্গুন—দক্ষিণ মণিপুর সভা, পোঃ বাজাস্তি, ত্রিপুরা।
২রা " চাঁদপুর হইতে কুষ্টিয়া রওয়ানা।
৩রা " বাঁশগ্রাম সভা, (দুর্গাচরা বাজার) কমলাপুর নদীয়া।
৪ঠা " ইশ্বরদী সভা, পাবনা।
৫ই " কলিকাতা আগমন।
৭ই " রাত্রে ফরিদপুর রওয়ানা।
৮ই " ফরিদপুর সদর হইতে মকসুদপুর রওয়ানা।
৯ই " নগর সুন্দরদী সভা, মকসুদপুর, ফরিদপুর।
১০ই " কলিকাতা রওয়ানা।
১২ই " নানাখুন সভা, পোঃ ইসলামবাজার, মুর্শিদাবাদ।
১৩ই " কলিকাতা আগমন।
১৪ই " দক্ষিণ খুলনা রওয়ানা।
১৫ই " গোমনতলি সভা।
১৬ই " বেদকাশী সভা।
১৭ই " মদিনাবাদ সভা।
১৮ই " বাড়ী রওয়ানা।
১৯শে " কলিকাতা আগমন।
২০শে " ফুরফুরা ইসালে-সওয়াবের যলসিসে যোগদান।

পাবনা দাঙ্গার জের

পিটুনী পুলিশের ব্যয়।

অতিরিক্ত পুলিশের ব্যয় ও ক্ষতি পুরণের জন্য যে কর আদায় করা হইবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ সংশোধিত করিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ২০শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত নোটীশ জারি করিয়াছেন:—

"এতদ্দ্বারা জন সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশের ব্যয় গত ১লা অক্টোবর হইতে আগামী ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত সময়ের জন্য আদায় করা হইবে। তৎপর সেই সময়ের অবস্থা বুঝিয়া আবার নূতন কর ধার্য্য হইবে ক

অপূর্ব্ব আয়োজন! বড়দিন উপলক্ষে

বিরাট বিতরণ!

বিনামূল্যে ঘড়ী ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য উপহার!

মাত্র সামান্য চেষ্টায় মূল্যবান দ্রব্য প্রাপ্তির অপূর্ব্ব সুযোগ, এ সুযোগ বেশীদিন নহে, মাত্র আর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত। এমন অপূর্ব্ব সুযোগ আর কখনও হয় নাই। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন। মহাশয়! আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল 'বাসন্তি কুসুম' নামক তৈলের নাম শুনিয়াছেন কি? ইহার ন্যায় সুগন্ধি তৈল এ পর্য্যন্ত একটীও বাহির হয় নাই। ইহা নিজের গুণেই সকল কেশতৈল মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়, দৃষ্টিশক্তিহীনতা, কেশের অকালপক্কতা ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া সুগন্ধে মন প্রাণ বিমোহিত করে। এক শিশি তৈল ব্যবহারেই আশাতীত গুণ উপলব্ধি হয়। মূল্য প্রতি শিশি মাশুলাদিসহ ১।।৵০ একটাকা দশ আনা। প্রত্যেক তৈলের গ্রাহককে বিনামূল্যে ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়।

উপহার পাইবার নিয়ম!

যিনি আমাদের মহা সুগন্ধি ও মহোপকার কেশতৈল বাসন্তি কুসুম এক শিশি গ্রহণ করিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তিনি প্রথমতঃ কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী নিজার ওয়াচ পাইবার অধিকারী হইবেন ও যত অধিক সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিবেন ততই নিম্নোক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে যে কোন একটা উপহার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ছাড়া একত্র ৫ শিশি মূল্য মাঃ সহ ৮৲ দিয়া গ্রাহক হইলে ৩০৲, ৪০৲ টাকা মূল্যের বেনারসী শাড়ীর ন্যায় সুন্দর একখানি আলপাকা শাড়ী আর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কিন্তু বেশীদিন নহে, বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।

উপহার দ্রব্য:—শাল, উলিদ্রুই, নানাবিধ আলোয়ান, গরদ, তসর, মটকা বা বাপ্তা টাঙ্গাইল এবং অন্যান্য শাড়ী, সিল্কের ও কাশ্মিরী জ্যাকেট, শীতের সেমিজ, বেনারসী শাড়ী, ছড়ি, সোনার চশমা, নানাবিধ ঘড়ী, ক্যাশ বাক্স, স্যুটকেশ, উৎকৃষ্ট ফাউন্টেন, ফুটবাঁশী বেহালা, এসরাজ, তবলা, সেতার, হারমনিয়ম। আরও আছে, স্থান অভাবে প্রকাশ করা হইল না; সমুদয় নিয়মাবলী পার্শেলের সহিত প্রাপ্ত হইবেন। যেমেনগণ! এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। রেজিষ্টার্ড গ্রাহক ব্যতীত কাহাকেও নিয়মাবলী দেওয়া হয় না।

সোরমা এণ্ড কোং, পোঃ হাটখোলা (হ) কলিকাতা।

বিধবার মুক্তি

(সামাজিক উপন্যাস)

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

"বিধবার মুক্তি" রচনা করিয়াছেন একজন উদার-হৃদয়, মুক্তপ্রাণ হিন্দু গ্রন্থকার। তাঁহার লেখনী মুখে বালবিধবার প্রতি একদিকে হিন্দুসমাজের নির্ম্মম অত্যাচার, অন্য দিকে উদার ইসলাম ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সাম্যনায় জীবনের আহ্বান এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে বইখানি যে কোনো হিন্দু সাহিত্যিকের রচনা, ইহা পাঠক বিস্মৃত হইবেন। একটী সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত। এই উপন্যাসখানিতে লেখক দেখাইয়াছেন, মানুষের দুঃখে কেমন করিয়া মুসলমানের প্রাণ সহানুভূতিতে গলিয়া পড়ে এবং তাহারই চুম্বক আকর্ষণে কেমন করিয়া হিন্দু বিধবারা ইসলামের আশ্রয়ে আসিয়া তাহাদের নারীজীবন সার্থক করিবার পথ খুঁজিয়া পায়। মুসলমানেরা হিন্দুবিধবাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অথবা বলপূর্ব্বক পথভ্রষ্ট করে—"বিধবার মুক্তি" এই ভ্রান্ত ধারণার জলন্ত প্রতিবাদ। অমুসলমান সাহিত্যেকের দ্বারা ইসলামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মহিমা ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

মিনার কোম্পানী
৩৩৩, বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ফুটবল খেলার নিয়মাবলী দেওয়া হয়। স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা ও প্রাইভেট ক্লাবে আমাদের বলই সবচেয়ে বেশী চলে। কারণ আমাদের নিজ ফ্যাক্টরীর সুগোল ও মজবুত বলে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

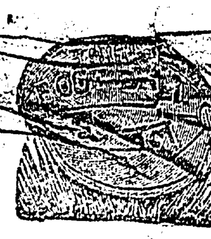

উৎকৃষ্ট ম্যাচ—১নং [illegible] ... বড় ২।।০ ... পটীন—১২ খণ্ড চামড়ার, বেশ সুন্দর, ৫নং ২৸০, ৪নং ২।।০, ৩নং ৫।।০; উয়ারী—১০ চামড়ার ৫নং ৮।০, ৪নং ৩।।০, ৩নং ৩৲ [illegible]

বেঙ্গল স্কুল এজেন্সী
২১ নং রাজা লেন, কলিকাতা।

হাসির তোড়া

আপনি কি হাসতে চান? হেসে হেসে পেটে খিল ধরিয়ে দিতে চান? তবে আজই হাসির তোড়া কিনে পড়ুন। আমাদের এ হাসির তোড়া—হাসির হররা, স্ফূর্ত্তির গররা, আমোদের তুফান। পড়তে পড়তে বসলে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। এমন মজা, এমন আমোদ এমন তৃপ্তি আর কিছুতে পাবেন না। দাম নোটে বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—মিনার কোং, ৩৩৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

নার্ভ টোন

রক্তবর্দ্ধক বলকারক সালসা

পাকস্থলী লিভারের উপর নার্ভটোনের ক্রিয়া প্রধান। ইহা এরূপ উপাদানে প্রস্তুত যে, ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে লিভার হইতে পিত্ত নিঃসরণ হয় ও অতি বড় বড় যকৃত অল্প কয়েকদিন সেবনের পরেই স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। অতি গুরুপাক দ্রব্যাদি আকণ্ঠ ভোজন করিয়াও এক মাত্রা সেবনেই ভুক্তদ্রব্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপাক হইয়া যায়। কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার রাখে। নানাবিধ কারণে শারিরীক ও মানসিক কষ্টজনিত উৎকট স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ইহাই একমাত্র মহৌষধ। যাঁহারা বহুদিবস ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তহীনতা হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পরম বন্ধু। নিউমোনিয়া, টাইফয়েড জ্বর, সন্তান প্রসব অস্ত্রপ্রয়োগ বা রক্তহীনতা দূর করিয়া সবল, সতেজ ও কার্য্যক্ষম করিতে ইহার ক্রিয়া অদ্বিতীয়। ইহা নিয়মিতভাবে সেবন করিলে অপুষ্ট শরীরও পরিপুষ্ট হয় ও দিন দিন ক্ষুধা, বল ও বক্তৃতাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। করতঃ নূতন মানুষ গঠন করিয়া তুলে। ইহা সুস্থ শরীরে সেবন করিলে সালসা ও রসায়নের কার্য্য করে ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। মূল্য ২৲ টাকা।

দ্রষ্টব্য:—অন্যান্য ঔষধাবলীর বিস্তৃত বিবরণ আমাদের ঔষধের বৃহৎ তালিকা পুস্তকে দেখুন; পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়। ৫০ জন শিক্ষিত ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পাঠাইলে একবৎসরের ব্যবহারোপযোগী লোমনাশক চূর্ণ এক শিশি বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়।

ডাঃ এন. আর কোরায়শী
মগরাহাট পোঃ, ২৪ পরগণা।

ধবল ও কুষ্ঠ চিকিৎসা

সহস্র রোগীর উপর পরীক্ষিত

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের দ্রব্যগুণী, বিফলে ১০০৲ টাকা পুরস্কার, মাত্র তিন দিন লেপনে অত্যাশ্চর্য্য ফল দর্শিবে। মূল্য ২।৵০ আনা মাত্র: কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীদের দেহের চর্ম্মের উপরিভাগে স্থানে স্থানে বিবিধ বর্ণের চাকা চাকা দাগ সুপ্তমণ্ডল কিঞ্চিৎ স্ফুল, হস্ত পদাদির অঙ্গুলীর বক্রভাব, গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ অনুভূতি অঙ্গে শুড়শিকবৎ বেদনা, ও শরীরের স্থান বিশেষের অসাড়তা বোধ, নাসিকা ও কর্ণ স্ফীতি, শরীরে দাহ গাত্রচর্ম্মে শুষ্ক শুষ্ক আবৃত্তিত, প্রদাহ বিশিষ্ট কণ্ডুয়ন, কোষ্ঠ বদ্ধতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, যন্ত্রণাদায়ক জীবনান্তকর লক্ষণ সংযুক্ত কুষ্ঠ রোগ অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে গ্যারাণ্টি দিয়া নির্দ্দোষে আরোগ্য করা হয়। পরীক্ষার্থে চর্ম্ম রোগের ঔষধ বিনামূল্যে ভিঃ পিঃ ডাকে ৵০ টিকিট বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য ৵০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

কবিরাজ, শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী
(কুষ্ঠ চিকিৎসা তত্ত্ববিদ্)
৪নং হরগঞ্জ রোড, পোঃ সালকিয়া, কুষ্ঠাশ্রম (হাওড়া)

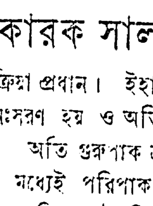

ডাঃ সি, বিশ্বাসের কুইনাইন ট্যাবলেট! বর্তমানযুগে কুইনাইনের ন্যায় জ্বর নাশক ঔষধ আর নাই। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যেরূপ উগ্র হউক না কেন, আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট সেবনে সত্বর আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ শিশি ১০০ ট্যাবলেট ১।০ মাঃ ।০ আনা। শ্রীশরৎ চন্দ্র শীল ১৪১৩ লক্ষ্মী দত্ত লেন। পোষ্ট বাগবাজার কলিকাতা।

রমন বিলাস জর্দ্দা

পানের সহিত খাইলে আনন্দে ও গোলাপী নেশায় প্রাণ মাতোয়ারা হইবে। নিকটে লোক রহিলে তিনিও সুগন্ধে মুগ্ধ হইবেন। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ জর্দ্দার সহিত পান খাইলে প্রায় ১ ঘণ্টা বীর্য্য স্তম্ভন রাখে উভয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হইবেন। আশ্চর্য্য জিনিস আবিষ্কার, পরীক্ষা করুন।

১২ কৌটা ১।০ টাকা ৬ কৌটা ১৲ টাকা

ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ক্যানকাটা ষ্টোর ৫৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণ মার্কা অমৃত সালসা

এই স্বর্ণখচিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। সবল ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দূষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত।

গুণের পরীক্ষা:—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বক্ষ ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। কেবল লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ২।।০ টাকা, মাশুল ৸৵০ আনা, ৬ শিশি ৪।।০ টাকা। মাশুল ১৲ টাকা

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। ১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

জ্যাক্রো সালসা রক্ত পরিষ্কারক পারা গর্ম্মি ও বাত নাশক বলবর্দ্ধক কারক সেবন কালে কোন বাধা-ধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৸৵০ ৩ শিশি ৪৵০।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

মূল্য প্রতি ড্রাম ৴৫ ও ৴১০

গৃহচিকিৎসা কলেরাচিকিৎসার বাক্স পুস্তক ঔষধ ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ মূল্য ১২শিশি মাঃ সহ ২।।৵০, ২৪ শিশি ৩৸০, ৩০ শিশি ৪।০, ৪৮ শিশি ৬৵০, ৬০ শিশি ৭।৵০ ৮৪ শিশি ১০।৵০ ১০৪ শিশি ১৩।।০। দরিদ্র ভাণ্ডার-শ্রীঅখিল চন্দ্র শীল, ১০।৩ নং লক্ষ্মী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা ষ্টাইলিস নিটিং স্কুল

(ETBD.1923.)

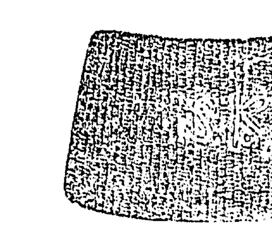

হে প্রিয় মুসলমান ভ্রাতাগণ! একবার চাহিয়া দেখুন, অন্য জাতিরা বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পকার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়া বর্ত্তমানে আপনাদিকে হীনচক্ষে দেখিতেছে। আপনারা কি এখনও বসিয়া থাকিবেন? আপনারা বিদ্যা এবং শিল্প শিক্ষা করিয়া পৃথিবীকে প্রমাণ করিয়া দেন যে, মুসলমান জাতি এখনও জাগিয়া আছে। যদি আপনি এইরূপ করিতে চান, তবে অদ্যই আপনি স্বয়ং ষ্টাইলিস নিটিং স্কুলে ভর্ত্তি হউন, অথবা আপনার ছেলেকে ভর্ত্তি করিয়া দেন অল্প দুই মাস সময়ের মধ্যে ফুল-মোজা হাফ-মোজা, গলাবন্ধ, বটায় মাফলার, স্ত্রীলোকের রেশমী ফুল মোজা, ইজারবন্দ এবং উলের কানটুপী, যাহা এই মেশিনে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনি উপযুক্ত কাজ শিক্ষা করিলে মাসিক ৪০৲ টাকা হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত কাজ শিক্ষা করার ফি ৩৫৲ টাকা; কিন্তু যাঁহারা সমস্ত টাকা একসঙ্গে দিতে না পারেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য দুই কিস্তিতে লওয়া হয়। যাঁহারা ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে ভর্ত্তি হইবেন, তাঁহাদের জন্য মাত্র ২০৲ টাকা এক সঙ্গে লওয়া হইবে।

সময়:—প্রাতে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত যে কোন দুই ঘণ্টা। অন্য জিলা কিংবা কলিকাতার বাহিরের লোক আসিলে তাঁহাদিগকে বিনা ভাড়ায় থাকিবার বাসস্থান দেওয়া হয়।

অনারারী সেক্রেটারী, দি ষ্টাইলিস নিটিং স্কুল
১১৪ নং রাজা দিনেন্দ্র নারায়ণ ষ্ট্রীট, (রাজাবাজার, হের বাগান) কলিকাতা।

আরকশিরে জীরিয়ান বা [illegible] গ্রান্টি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন, প্রমেহ রোগে [illegible] তারল্যে স্বর্গের সুধা। বহুমূত্র, বজ্রবিয়াম, গণোরিয়া, [illegible] স্বাস্থ্যের যৌবন যোগায়। সুস্থ শরীরে অমিয় ধারা [illegible] প্রকার মেহ প্রমেহ, প্রস্রাব কালীন ধাতুপাত, [illegible] পুংস্কের ন্যায় বা শক্তি গোলা জনবৎ শুক্রক্ষয়, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা [illegible] আরোগ্য হয়। মূল্য ৪২টি বটি ২৷০ একত্রে তিন শিশি ৫৲ টাকা। [illegible]

বিজলী বা ইলেকট্রিক পাউডার নীভূত বিদ্যুৎসার

অম্লপিত্ত, অজীর্ণ ও প্লীহা-যকৃতের যমদূত গ্রহনী, দমকা ভেদ, ভীষণ পেট ফাঁপা, পেট বেদনা, অম্ল পিত্ত, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বুকজ্বালা ও যাবতীয় উদরাময় এবং যতদিনের যে প্রকারই প্লীহা যকৃত হউক না কেন, বিজলী সেবন মাত্রেই আরোগ্য হয়। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা, একত্রে তিন শিশি ২।।০ টাকা মাশুল ।।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মোঃ হাকিম এম, এ, করিম বরিশালি,
মোঃ ঘোড়া সহিদ, বর্দ্ধমান।

জি, কে, নাগ এণ্ড কোং'র হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

আমেরিকা বিশুদ্ধ ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম ৴৫, ৴১০ পয়সা মাত্র।

কলেরা বাক্স, পুস্তক ক্যাম্পার, ফোটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ শিশি ২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।।০, ৬৸০ আনা। গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ফোটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১০৪—২৲, ৩৲, ৩।।০, ৫।।০, ৬৸০, ৯৲, ১১।।০ টাকা। ঔষধের অকৃত্রিমতা ও তৎপরতার জন্যই এই ঔষধালয় সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

গৃহ-চিকিৎসা—৩০০ পৃষ্ঠার বহু বিলাতীর ন্যায় বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০। বৃহৎ কলেরা চিকিৎসা—উৎকৃষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য [illegible] টাকা। ঐ সংক্ষিপ্ত মূল্য ।৵০ আনা, মাশুল ।০ আনা।

অশ্বগন্ধান—দারুন পরিশ্রমের পর ১ মাত্রা সেবনে, অবসন্ন প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইবেন। মূল্য ১৲ টাকা।

এণ্টিগণোরিণ—সকল প্রকার মেহনাশক মহৌষধ। ১২ ঘণ্টায় জ্বালা-যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। মূল্য ১৲ টাকা।

এজমাহরণ—হাঁপানীর উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ২। মাত্রা সেবনেই হাঁপের দারুণ কষ্ট উপশম হইবে। মূল্য ৸০ আনা।

সাস ভাইটো—স্বর্ণঘটিত পারা দোষ নাশক, রক্ত পরিষ্কারক, উত্তেজক মহৌষধ মূল্য ১৲ টাকা ইহাতে কোনরূপ পারাদির সংস্রব নাই, রোগী ও নিরোগী সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

ইম্পিরিয়াল হেয়ার ডাই—ইহা ব্যবহারে পাকা চুল ঠিক কাঁচা চুলের ন্যায় পরিণত হইবে। কলপ লাগাইয়া চুল কাল হইয়াছে সহজে বুঝিতে পারিবেন না। মূল্য সরঞ্জামাদি সহ ১৲।

নারভিগার—যৌবনের অভাবে যাঁহারা ভুগিয়া ভুগিয়া জীবনকে কাঁদময় করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও উত্তেজক। মূল্য ২৲ টাকা।

লেডিস ভিগার—ইহা বাধক বেদনা দূর করিয়া বন্ধ্যাত্ব নাশ করে, প্রসবান্তে সরাসুগত রোগ সকলকে নষ্ট করিয়া শরীরকে সবল লাবণ্যযুক্ত করে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

ম্যালেরিণা—আমাদের এই ম্যালেরিণা সেবনে কুইনাইনের আটকান জ্বর, সবিরাম জ্বর, প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, ঘৌকালীন জ্বর প্রভৃতি একদিনে আরোগ্য হয়। মূল্য ।।০ আনা।

মাথাধরার মহৌষধ—যাঁহারা শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা এই ঔষধ ১ ফোটা মাত্র ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

ম্যাগনোটিক বাম।—বাতের মহৌষধ। ইহার আরোগ্য শক্তি যে ইহা ব্যবহারে তৎক্ষণ [illegible] টাকা।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ:—[illegible] ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, ডিঃ পিঃতে সর্ব্বত্র পাঠান হয়।

ফুটবল? ফুটবল??

(১টী ইংলেন ও কলসুক বিনামূল্যে দিব)

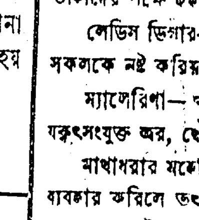

আমাদের ফুটবল উৎকৃষ্ট কাউ হাইড, বহুদর্শী কারিকর দ্বারায় তৈয়ারী প্রতি চাপড়ার ডবল তাঁতের সেলাই, বিবর্ত্তন সেলাই, সেপ গোল, যদি ঋতু ও বল খেলিয়া মনে আনন্দ লাভ করিতে চান, তবে ১টী মাত্র ক্রয় করিয়া দেখুন, বিলাতি ম্যাচ সহ ১নং ১৸০, ২নং ২।।০, ৩নং ৩৲, ৪নং ৪৲, ৫নং ৫৲, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ইন্‌ফ্লেটর বড় ১।।০ মাথারি ২৲ ছোট ১।।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র, সহজ্ব ম্যাচ ১নং ১৲ ২নং ১৸০ ৩নং ১।৵০ ৪নং ১।০ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার দে, ৫১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, পোষ্ট হাটখোলা, কলিকাতা।

কামেশ্বর রস

এই মহৌষধ সেবনে পক্ষ রক্ত ধাতুপুষ্টকর ও পুরাতন [illegible] প্রস্রাবের অগ্রে ও পরে বীর্য্য পতন, দেহের স্থানে স্থানে বেদনা, হস্ত পদাদির জ্বালা, সহবাসে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় প্রকারের ধাতুর পীড়া আরোগ্য হইয়া সুস্থর ন্যায় কার্য্যক্ষম হইবে। মূল্য এক শিশি ১।০ মাঃ ।৵০ আনা।

ডাক্তার—ঠকদার করীর আহমদ
পোঃ বিথারী, ২৪ পরগণা।

কালীর ট্যাবলেট

অভাবনীয় সুবিধা!

১ ড্রোম ট্যাবলেট লইলে ১ডজন নিব ও হোল্ডার ১টী ঘড়ী ১টী রবার একখানি জলছবি ১খানি সাদিলাতার গল্প ৪০টী পড়িতে ও ভুলিতে হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিবে ও থিয়েটারের গানের বহি ১খানি দিব। ডাঃ মাঃ সমেত ২।।০ টাকা পাঠাইলে দিব। ট্যাবলেট কোম্পানী ৫৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিফলে মূল্য ফেরৎ — ত্রিগুণ ফেরৎ

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ এস, বি, পালের
৪০ বৎসর পরীক্ষিত লক্ষ রোগী দ্বারা চির প্রশংসিত

চণ্ডেশ্বর তৈল

রক্তদুষ্টি,পারা ও চর্ম্মরোগের একমাত্র মৃত্যুবাণ।

ইহা গাত্রস্থ অভ্যন্তর পারা, পারার ঘা, চাকা চাকা দাগ, রক্ত বিবর্ণ, গলিত কুষ্ঠ, পারাঘটিত গেঁটে বাত, খোস, দাদ, চুলকনা, ঘামাচি, টেক ঘা ইত্যাদি কুচ্ছিত রোগের মহৌষধি। মূল্য প্রতি শিশি ১।০, মাঃ ৸৵০।

কবিরাজ এস, বি, পাল
৯৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাকিমী শাস্ত্রের অদ্ভুত আবিষ্কার

শান্তি তৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

খোস, পাঁচড়া, চুলকানী, দাদ, পাপড়ি বিখাজ, অণ্ডকোষ চুলকণা ও ক্ষত, অতিরিক্ত শরীর চুলকাইয়া ক্ষত বিক্ষত করা, মাথায়, দাড়িতে চুলকণা ও ক্ষত, কাণ পাকা নাকের ভিতর ক্ষত ও দুর্গন্ধ, মাথার উকুন পড়া, মরা মাস, মাথায় চুল উঠিয়া যাওয়া ও চুলকণা, হাত পা ফাটিয়া চর্ম্ম উঠা, মরা, পারা সর্ব্বশরীরে, নাকে, মুখে ফুটিয়া বাহির হওয়া ও চাকা চাকা দাগ, পারার ঘা, ব্রণ, মেচেতা ছুলি, মুখে কাল দাগ, বসন্তের দাগ, ঘামাচির ক্ষোর মুখে, নাকে, গলায় বাহির হওয়া, গন্ধির ঘা, বাগির ঘা, প্রভৃতি অবস্থায় মন্ত্র ফলদায়ক। ব্যবহারমাত্র উপদ্রবের শান্তি। শান্তি তৈল ব্যবহারে মুখের রং ফর্স হইয়া মুখ সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া থাকে। ব্যবহারে জ্বালা বা কিছুমাত্র দুর্গন্ধ নাই। ব্যবহারকালে ইহার সুগন্ধে আমোদিত হইবেন। মূল্য ছোট ১ শিশি ।।৵০ মাঃ ।৶০, ৩ শিশি ১।।০ মাঃ ৸৵০, ১ ডজন ৫।।০ মাঃ ১।।০। বড় ১ শিশি ১৲ মাঃ ।।৵০, ৩ শিশি ২।।০ মাঃ ১৲, ১ ডজন ১০৲, মাঃ ২।।০ টাকা।

হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন
ইউনানী মেডিকেল হল, পোলতা "গাজী মঞ্জিল," পোঃ তেঁতুলিয়া, ২৪ পরগণা।

বেহেস্তের দান মর্ত্তে নেমে এসেছে

বাহার

(ভারত গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্টারী কৃত)

সকল প্রকার দুরারোগ্য উৎকট নূতন পুরাতন মেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্র-তারল্য, পুরুষত্বহানী ও ধ্বজভঙ্গের দুর্জ্জয় কৃতান্ত।

যৌবনের বাসনা, বুকের লুপ্ত কামনা জাগাইয়া তুলিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়। যৌবন জোয়ারে যাঁহার ভাটী লাগিয়াছে তিনিই অগ্রসর হউন, বিলম্বে হতাশ হইবেন। বাহার ঔষধ সাম্রাজ্যের রাণী, ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের শাহান শাহ বাদশাহ স্বীয় আসনে সমাসীন, ইহার বৈদ্যুতিক শক্তিতে স্তম্ভিত না হইয়া পারিবেন না।

"বাহার" সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যোগজ্বালা ও রংসার-জ্বালা ভুলিয়া এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব আনন্দের অধিকারী হইবেন। নবীন পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠিবে, দেহ মন আনন্দে নাচিয়া উঠিবে, তখন বুঝিতে পারিবেন আপনি কি তেজস্কর মহৌষধই সেবন করিয়াছেন। যাঁহাদের ধাতু জলের মত পাতলা, প্রস্রাবে স্বপ্নদোষ হয়, যৌবনোচিত সুখভোগে অক্ষম, অপত্য শক্তি হইতে বঞ্চিত, সন্তান জন্মিলেও চিররুগ্ন তাঁহারাই মাত্র "বাহার" সেবন করিয়া দীর্ঘায়ু ও হৃষ্টপুষ্ট সন্তান লাভ করুন।

বাহার সুস্থদেহে অপূর্ব্ব আনন্দের সামগ্রী—ইহা শাহী আমল হইতে অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত। ইহা সহস্র সহস্র মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবন প্রদীপ, ঘোর দুর্লভ সাগর পার হইবার একমাত্র উদ্ধার তরণী।

ইহা আবে-হায়াত, আবে-কাওছ বেহেস্তের সঞ্জিবনী সুধা। মূল্য নামমাত্র [illegible] দশ টাকা; দশ দিনের ছোট কৌটা ৩৲, ছয় দিন [illegible] মাত্র। মাশুলাদি [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
মৌলবী হাকিম সৈয়দ শাহ আজম উল্লাহ
মোস্তান নগর ইউনানী ঔষধালয়।
পোঃ জোয়ারগঞ্জ চট্টগ্রাম (হ)

আশ্চর্য্য আবিষ্কার

নিউ লাইট (Reg.)

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, মেহ, প্রমেহ ও জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত নানাবিধ কু রোগের মহৌষধ। যৌবনে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা বশতঃ প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগে "নিউ লাইট" মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করে। তরল শুক্র গাঢ় করিতে, ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করিতে "নিউ লাইট" অদ্বিতীয়। "নিউ লাইট" অত্যন্ত বলকারক, রক্তজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, যুবক যুবতীর ও বৃদ্ধ দম্পতির ইহা একমাত্র আনন্দের জিনিষ। আসুন, আসুন, সত্যই বলিতেছি কখনই নিষ্ফল হইবেন না। যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে প্রাণের আনন্দ উপভোগ করুন। বহু প্রশংসা পত্র সম্বলিত ক্যাটালগে বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাতব্য। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা; ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বাংলার একমাত্র এজেণ্ট:—
ইষ্টার্ণ এজেন্সি
৩নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, (হ) কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

সাহিত্যিক

সাহিত্য সমিতির সদস্যে ম্বন্ত ১।০

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মাসিক মুখপত্র

গত অগ্রহায়ন হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির মুখপত্র-রূপে "সাহিত্যিক" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বাঙলার খ্যাতনামা প্রবীন সকল সাহিত্যিকেরই বাছা বাছা প্রবন্ধ, গান, কবিতা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে এই পত্রখানিতে প্রকাশিত হইতেছে। সমিতির সাহিত্য সভায় যে সকল সুলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়া থাকে, তাহা এবং সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদও "সাহিত্যিকে" বাহির হইতেছে। সত্ত্বর পত্র লিখিয়া গ্রাহকভুক্ত হউন।

ম্যানেজার—"সাহিত্যিক"
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। ৪০ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গবিখ্যাত আলেম মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী

১। আলিফ-লাম-মিম পারার বিস্তারিত তফছির। ৫৮ খানি প্রসিদ্ধ তফসির লিখিত, মূল্য ২৲ টাকা।
২। আমপারার বিস্তারিত তফছির নামাজের দৈনন্দিন সুরাগুলির বিস্তারিত অর্থ ও মর্ম্ম অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ২।।০ আড়াই টাকা মাত্র।
৩। সাইফোল্ কোলো পারার তফসীর মূল্য ১।০
৪। ওয়াজ শিক্ষা—প্রথমভাগ মূল্য ৸০ আনা ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ।।০ আনা।
৫। তারিজোত—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা।
৬। হানাফী ফেকহ-তত্ত্ব বা মসলাআতোর—১ম খণ্ডের মূল্য ১।০, ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ।
৭। তরিকত দর্পণ। তাসাওফ তত্ত্ব—তরিকত ও মারফতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেতাব মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।
৮। জরুরী মসায়েল—১ম, ২য়, ও তৃতীয় ভাগ। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।।০ আনা।
৯। এহকাকোল-হক—মওলানা হাসেম সাহেবের অন্যায় ফতোয়ার তীব্র প্রতিবাদ, মূল্য দশ আনা।
১০। ইবতালোল-বাতেল—ইহাতে মওলানা আবুল লতিফ সাহেবের কট কাবালার অবৈধ মত খণ্ডন ও কট কাবালার উপসত্ত্ব ভোগ হারাম হওয়ার অকাট্য প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।
১১। লক্ষ্মীপুরে হানাফী ও মোহাম্মদীগণের বাহাছ—ইহাতে মোহাম্মদিগণের শোচনীয় পরাজয়ের অবস্থা দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। মূল্য ।০ চারি আনা।
১২। গ্রামে জোমা, মূল্য ।৶০ আনা।
১৩। নবাবপুরের হানাফী ও মোহাম্মদীগণের বাহাছ—মূল্য ।।০ আট আনা।
১৪। হজ্জের মসায়েল—সাধারণ হাজিগণের পক্ষে ইহা পাঠ করা বিশেষ দরকার, মূল্য ৸০ বার আনা।
১৫। ছারেকোতোল-মোসলেমিন—যদি চারি এমামের জীবনী ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং বর্ত্তমান মোহাম্মদীগণের গুপ্ত রহস্য জানিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।
১৬। মজহাব মীমাংসা—বঙ্গবাসী মুসলমান ভ্রাতাদিগের সর্ব্বত্র চারি মোজহাবের মধ্যে কোনটি অবলম্বন করা ওয়াজেব ইহার ভূরী ভূরী দলিল ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—
আহিদী লাইব্রেরী
নারায়ণপুর, পোঃ ডাকি, জেলা ২৪ পরগণা।

হানাফীর দেশমান্য পরিচালক জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের বিশেষ পরীক্ষিত ও প্রশংসিত

মৌলবী সৈয়দ মঈনুল হক

সাহেবের কয়েকটী ফলপ্রদ ঔষধ।

১। অম্লপিত্ত ও পিত্তশূল বেদনার ঔষধ। এই ঔষধে আল্লার ফজলে সহস্র সহস্র রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা।

২। কোষ্ঠ-শুদ্ধি মোদক:—ইহাতে অজীর্ণ, অম্ল, আমাশয়, শ্বাস, কাশ, মেহ, প্রমেহ, পুরাতন জ্বর ও বাত নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

এতদ্ভিন্ন আমি বিশেষ সফলতার সহিত জেন-পরীর আসির ইত্যাদির তদবির এবং স্ত্রীরোগের, ঋতু সম্বন্ধীয় রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকি। যাতায়াত খরচ পাঠাইলে রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকি।

মৌলবী সৈয়দ মঈনুল হক
গ্রাম শিকারপুর, পোঃ চুবনহাটী, রাজসাহী।

গ্রাহকগণের সুবর্ণসু যোগ

আমাদের মহা সুগন্ধি যুক্ত "পদ্মরাজ" তৈল ১ শিশি ১।।০ টাকায় ক্রয় করিলে নিম্ন লিখিত মূল্যবান দ্রব্যগুলি বিনামূল্যে পাইবেন, যথা—এসেন্স ১ শিশি, রুমাল ১ খানা বোতাম ১ সেট, আংটী ১টী, সুগন্ধি সাবান ১ খানা, ভ্রুপার ১টী, ক্লিপ ১টী, নিব ১২টী, পেনসিল ১টী, সূতা ১ বাণ্ডিল, [illegible] ২৫টী, ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট আধ গ্রোস (৭২টী), ফাউন্টেন পেন ১টী, রবার ১টী, সেফ্‌টিপিন ১টী, জরনা ১ কৌটা, ক্ষুদ্রছবি ১২ খানা, পেন হোল্ডার ১টী, ট্রে ডিঃ ওয়াচ ১টী। মাল অতি অল্পই মজুত আছে, বিলম্বে হতাশ হইবেন। মাঃ ৸৵০ আনা।

দি ইণ্ডিয়া ষ্টোর্স,
বাবু রামঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লোমনাশক এসেন্স

এই এসেন্স লোমযুক্ত স্থানে লাগাইলে লোম নির্ম্মল হইয়া যায়। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, তিন শিশি ১৸০। প্রতি শিশি এসেন্সের সহিত এক শিশি সুগন্ধি গন্ধেশ্বরী কেশ তৈল ও একটী ট্রে ডিঃ ওয়াচ উপহার দেওয়া হয়। মাঃ স্বতন্ত্র।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স
৫৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৲ টাকায় প্রমাণ আলোয়ান

এই আলোয়ান দেখিতে অতি সুন্দর ও ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত জিনিষ। মূল্য ম এ ২৲, মাশুল ।০, মোট ২।০। প্রতারণা নাই। ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ১৩।১১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

কেবলমাত্র ১০০ ফর্দ্দি বিক্রয়ের জন্য আছে। আপনি শীঘ্র অর্ডার লিখুন নচেৎ হতাশ হইবেন।

স্বদেশী আলোয়ান

সাবেক দাম ৫।০ টাকার স্থলে ৩।০ টাকা

এই আলোয়ান অতি সুন্দর রংয়ের, চারিধারে নক্সা করা পাড় দেখিতে মনোহর। ইহা যেমন [illegible] গরম [illegible]

ডিহি শ্রীরামপুর রোড, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

রেলওয়ে রেগুলেটর ওয়াচ

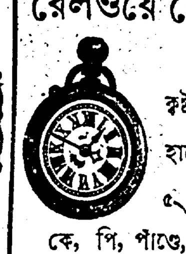

এই ঘড়ির মুখ খোলা, উৎকৃষ্ট কলকব্জা ও দীর্ঘকাল ব্যবহারেও খারাপ হইবে না। মূল্য ৫৲ টাকা মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, পি, পাণ্ডে, ৪১ ডিহি শ্রীরামপুর রোড, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

কর্ম্মখালী

লিমিটেড কোম্পানির সেয়ার বিক্রয়ের জন্য যুবক ক্যানভাসার আবশ্যক। বাটী বসিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন। পারিশ্রমিক যোগ্যতানুসারে।

পি, ঘোষ
৫৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কোর্‌আনের দোয়া ও আমালিয়াত

কোরান শরিফ এক মহামূল্য রত্ন! ইহার—ইহার কোন্ আয়েত আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায়, সে সমস্ত বিষয় সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণের উপকারার্থে মূল আরবী আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা সহজে কামালিয়াত হাছেল করা যায়। সমস্ত দোয়া আয়েত পরীক্ষিত, ১ম খণ্ড ।৵০ ২য় খণ্ড ।৵০ তৃতীয় খণ্ড ।৵০।

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ ৩৩।৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

উর্দ্দুশিক্ষক বাঙ্গালার সাহায্যে বিনা শিক্ষকে ঘরে বসিয়া উর্দ্দু লিখা, পড়া বলা শিক্ষার অতি সহজ বই ৸০ আনা।

হাসির তরঙ্গ:—দুনিয়ার বাছা বাছা রঙ্গ-রস ও বাক্‌চাতুর্য্যের বিস্ময়কর প্রহসন, দাম ।।৵০ আনা। নামাজশিক্ষক ৵০, নামাজ ও আকীকা ৵০, তাকিদে নামাজ ৵০, বেহেশৎ ও দোজখ ৵০, বিদায় ৵০।

দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহমদ
পোঃ নওগাঁ, রাজশাহী।

কে বলে গণোরিয়া সারেনা? জি, পামার এণ্ড কোং'র

গণো কিউর

ব্যবহার করুন। সকল প্রকার গণোরিয়ায় ১দিনে উপকার পাইবেন ও ৭ দিনে এক্কেবারে সারিয়া যাইবে। মূল্য প্রতি ছোট শিশি ১৸০, বড় শিশি ৩৲ টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

এজেন্টস্ ঘোষ এণ্ড কোং
৫৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press, and Published by the same from the Hanafi Office, 47 Ripon St. Calcutta.

দেশ-বিদেশের সংবাদ

হিন্দুস্থানী মথার দেশব্যাপী অভিযান

মওলানা শওকৎ আলীর তীব্র প্রতিবাদ

"মুসলমানকে কংগ্রেসের কৃপাভিখারী হইতে দিবনা"

মিথ্যা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার স্বরূপ

মওলানা শওকৎ আলী সংবাদপত্রের মারফতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটী প্রকাশ করিয়াছেন :—

"সংবাদপত্রের মারফতে বিতণ্ডা চালাইবার ইচ্ছা বা অবসর আমার নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, জন-সাধারণের ভোগের এখনও অবসান হয় নাই। হাঙ্গামা এখনও চালেতেছে এবং দৈনিকই উহাতে লোকজন হতাহত হইতেছে। আমার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা কাহিনী প্রকাশ করিতে হিন্দু এবং তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্র-সমূহ চিরদিনই অভ্যস্ত। ঐ সকল পত্রিকা আমার এবং খিলাফত কমিটীর বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্বেষ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। আমার মর্য্যাদা হানি করিতে এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠান, মুসলমান সমাজ ও আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বিরোধিতা বৃদ্ধি করিতে উক্ত পত্রিকা-সমূহ মিথ্যা সংবাদ প্রচারে রত হইয়াছে।

ইহা কি অভিজ্ঞতা

"গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কয়াসজী জাহাঙ্গীর হলের অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ফলে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন সম্মিলিত সভায় আর যোগদান করিবনা। কারণ, লালা লাজপত রায়ের পরলোকগমনে যে স্মৃতিসভা হয়, তাহাতে যোগদান করিতে ব্যক্তিগত ভাবে এবং খেলাফত কমিটির সম্পাদক হিসাবে আহূত হইয়া আমি তথায় উপস্থিত হইলে, উপস্থিত হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলী সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাকে দেখিয়া বিদ্রূপ এবং চীৎকার করে। কানপুরে এক সভায় সভাপতিত্ব করিবার সময় জাতীয় কার্য্যে মুসলমান সমাজের দানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম বলিয়াই, ঐ সভায়ও আমার প্রতি ঐ প্রকার আচরণ প্রদর্শিত হয়। হিন্দুগণের রাজনীতিক কার্য্যপদ্ধতির সহিত যাঁহারা একমত নহেন, হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে ন্যায় আচরণ আশা করা তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃতই বিড়ম্বনা।

বিরাগভাজন হইবার কারণ

"গত ১২ই মে মেজেষ্টিক হোটেলে 'ওয়েলফেয়ার, অব ইণ্ডিয়া লীগের' সদস্যগণের ভোজ সভায় বক্তৃতা করিতে উক্ত সঙ্ঘের অবৈতনিক সম্পাদক কর্ত্তৃক আমি অনুরুদ্ধ হই। সেই সভায় হিন্দু, মুসলমান, শ্বেতাঙ্গ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, অনুন্নত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্মানজনক এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে সাধারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্য চালাইতে আমি সনির্ব্বন্ধ নিবেদন জ্ঞাপন করি। তাহাতে আমি বলি যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে ভারতের উন্নতি সাধনকল্পে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন। কাহারও প্রতি কোনরূপ জোর জুলুম করা চলিবে না, বা কেহ কোনরূপ জুলুম করিলে কেহ তাহা সহ্যও করিবে না। আমার এই উক্তি কংগ্রেসওয়ালা এবং উহার অন্ধ স্তাবকগণের মনঃপূত হয় নাই।

হাঙ্গামা আরম্ভের বিবরণ

"মোহরমের সময় মজলিস করার জন্য শান্তিই মুসলমানগণের কাম্য ছিল। গত ১৪ই মে সহস্র সহস্র মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত সর্দ্দার সুলেমান কাশিম মিয়াকে অভ্যর্থনা করিতে যখন জাহাজ হইতে অবতরণের জেটীতে সমবেত হয়, সেই সময় অতি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া বড়তাই মহল্লায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আরম্ভ হয়। সমবেত মুসলমান জনতার উপর হিন্দুগণ প্রস্তর এবং সোডার বোতল নিক্ষেপ করে। এক হিন্দুর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তথায় পুলিস অনেকগুলি সোডার বোতল পায়। তৎপর সর্দ্দার সুলেমান কাশিম মিয়ার অভ্যর্থনা-জন্য যে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা হয়, তাহার উপর হিন্দুদের গৃহ হইতে প্রস্তর এবং অনিষ্টকর হাণ্ডবিল সমূহ বর্ষিত হয়। তৎপর যাহা ঘটে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি এবং অপর ১৫ জন মুসলমান, জনৈক খ্যাতনামা হিন্দু বণিকের আহ্বানে ওরিয়েণ্ট ক্লাবে, তাঁহার এবং অন্যান্য হিন্দু নেতার সহিত পরামর্শ করিতে সম্মতি প্রদান করি। উক্ত বণিক ব্যতীত আর মাত্র ২ জন হিন্দু নেতা সেই বৈঠকে উপস্থিত হন। অন্যান্য হিন্দু নেতা যোগদান না করায় ঐ সভায় কোন কার্য্যই হয় না।

মেয়রের সভা

"অতঃপর মেয়রের আহ্বানে টাউন-হলের সভায় যোগদান করিতে পুনরায় আমি সম্মতি প্রদান করি। তথায় স্বাধীনভাবে যে আলোচনা হয়, তাহাতে সাধ্যমত যাহা আমার পক্ষে করা সম্ভব, তাহা করি। যখন এক জন হিন্দু ভদ্রলোক স্থানীয় একখানি পত্রিকার মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে উহার সহিত আর একখানি পত্রিকার নামও উল্লেখ করিতে বলি। কারণ, সেই পত্রিকাখানি ঐ দিবসই এক অনিষ্টকর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল।

টাউন-হলের দ্বিতীয় সভা

"গত ১৯শে মে সর্দ্দার সুলেমান কাশিম মিয়া টাউনহলের দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত হইতে আমাকে আহ্বান করেন। আমি সে সভায়ও যাই; কিন্তু উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব হয়। আমার অনুপস্থিতি সময়ে জনৈক নেতৃস্থানীয় হিন্দু খেলাফত স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং উহার সংগঠনকারী অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং অত্যন্ত মানহানিকর অভিযোগ-সমূহ আনয়ন করিয়া এক ঘৃণিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিথ্যা প্রচার চেষ্টা

"স্থানীয় এক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মিথ্যা বিবরণের প্রতি কমিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি উহার পুনরুল্লেখ করেন। খেলাফত কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠনকারীকে অর্থাৎ আমাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্যও তিনি সুপারিশ করেন। কমিটীর অপর একজন হিন্দু সদস্য হাঙ্গামা সম্পর্কে আমার নামোল্লেখও নাকি করেন। আমি যখন সভায় উপস্থিত হইলাম, তখন সভায় বেশ উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

সন্দেহ ভঞ্জনের চেষ্টা

"অবস্থার বিষয়ে সকল কথা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিতে আমি আগ্রহান্বিত হইয়া কমিটীকে জানাই যে, খেলাফৎ কমিটীর কোন এম্বুলেন্স গাড়ী নাই, কাজেই খেলাফত কমিটীর কোন গাড়ীতে রক্ত-মাখা ছোরাও পাওয়া যায় নাই; কিম্বা ঐরূপ কোন গাড়ীতে খেলাফত কমিটীর কোন স্বেচ্ছাসেবকও গ্রেপ্তার হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটীই অলিক এবং মুসলমান সমাজের, খেলাফত কমিটির এবং আমার অনিষ্টকারিদের কল্পনা-প্রসূত।

"যে পত্রিকায় উক্ত মিথ্যা ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে পত্রিকাখানি যে অতীব অনিষ্টকর, তাহাও কমিটীর নিকট উল্লেখ করিয়া আমি চেষ্টা করি, পত্রিকায় আমাকে এবং সর্দ্দার সুলেমান কাশিম মিঞাকে হাঙ্গামার জন্য দায়ী করিয়া প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু কমিটীর হিন্দু সদস্যগণ সভার প্রারম্ভ হইতেই অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে দিবেন না বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; সেজন্য তাঁহারা আমার বক্তৃতায় বাধা প্রদান করেন। সভার সভাপতিও আমাকে আমার বক্তব্য শেষ করিতে অনুমতি প্রদান করেন না। হিন্দু-সদস্যগণ চীৎকার করিতেছিলেন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে না পারি, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য আমি এরূপ সভা পরিত্যাগ করিয়া যাই বারই সঙ্কল্প করি। যে সভায় কোনও ব্যক্তির অনুপস্থিতি কালে তাহার বিরুদ্ধে হীনভাবে অভিযোগ সকল আনয়ন করা হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের উত্তর প্রদানের ও প্রকৃত অবস্থার কথা প্রকাশ করিতে ন্যায়সঙ্গত সুবিধা প্রদান করা হয় না, সেরূপ হীন-সভায় অবস্থান করা আমি অপমানজনক মনে করিয়াছিলাম।

সভায় বিদ্রূপ বর্ষণ

"আমি যখন সভা-গৃহ পরিত্যাগ করি, তখন হিন্দু-সদস্যগণ আমার প্রতি বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। এই অপমানে এবং অন্যায় আচরণে আমি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলাম যে, ঐরূপ হীন সভায় এবং উহার কার্য্যে আমার কোন আস্থাই নাই।

মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ

"যে সকল কথা আমি বলি নাই, সেই সকল কথা বলিয়াছি বলিয়া এই ঘটনার মিথ্যা বিবরণ অতঃপর বোম্বাইয়ের, ভারতের সকল প্রদেশের ও অন্যান্য স্থানের হিন্দু সংবাদপত্র সমূহে প্রচারিত হইয়াছে।

"হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে সরকার তদন্ত-কমিটী নিয়োগ করুন বা নাই করুন, আদালতে পত্রিকা সমূহ এবং অপর সকলকে অভিযুক্ত করিয়া খেলাফৎ প্রতিষ্ঠান, মুসলমান সমাজ এবং আমাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করার জন্য আমি তদন্তের দাবী জানাইতেছি। সত্য প্রকাশের জন্য এবং আমার নীরবতা, সহিষ্ণুতা ও সদ্ব্যবহারের অন্যায় সুবিধা যাহারা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্যই আমি ইহা করিতেছি। আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-প্রচারক পত্রিকাসমূহ ইতিমধ্যেই উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য আমার ব্যবহারাজীবের হাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

সরকারের নিকট বেতন লইবার কথা

"সরকারের নিকট হইতে আমি বেতন পাই বলিয়া যে মিথ্যা প্রচার করা হয়, তাহার বিষয়ও আমি উল্লেখ করিতেছি। সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহিত অসৎ উদ্দেশ্যে আমি মিলিত হইয়াছি বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের মারফতে আমার নিকট [illegible] আলীর মৃত্যুর পর আমাকে কোন টাকা সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলানা মোহাম্মদ আলী গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য-পদ গ্রহণ করায় তাঁহাকে বিলাত যাইবার সময় কংগ্রেসীরা কৃষ্ণ-পতাকা লইয়া সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছিল। ঐ সময় তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। সে বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃগণের চৈতন্যোদয়ের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যখন এসপ্লানেড ময়দানে বিপক্ষদলের আহূত এক সভায় মাত্র একশত ভোটের বিরুদ্ধে ২৫ হাজার ভোটে তাঁহার প্রতি আস্থার প্রস্তাব পাশ হয়, তখন কংগ্রেস তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হয়। সভাটি বিরুদ্ধ দল কর্ত্তৃক আহূত হইলেও আমাদের সমর্থকগণ উহা দখল করিয়া লইয়াছিল। আমার ভ্রাতাকে বিদায় দিবার জন্য ও তাঁহার নিরাপদ-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিতে হাজারে হাজারে মুসলমানগণ ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম এবং ভারতের জন্য কার্য্য করিতে করিতেই আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়।

"যাহাতে আমাদের সম্প্রদায়ের জনসাধারণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য আমি কার্য্য করায়, এক্ষণে আমাকে তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে। কিন্তু আমি কোন কারণেই আমার সম্প্রদায়ের অবস্থা হীন করিতে দিব না এবং কংগ্রেসের কৃপা-ভিখারী হইতেও দিব না।"

দে শ বি দে শ র সং বা দ

১জন নিহত ২জন আহত

ইঞ্জিনের সহিত মোটর-লরীর সঙ্ঘর্ষ

ই, বি, রেলের দক্ষিণ বিভাগের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাঙ্কইপুর হইতে তার করিয়া জানাইয়াছেন,—৫২৮ নং ডাউন মালগাড়ীখানি ২-৫৫ মিনিটের সময় বাঙ্কইপুর ও দণ্ডপনি ষ্টেশনের মধ্যে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় ১৮৩ মাইলের স্থলে একখানি মোটর লরীর সহিত ইঞ্জিনখানির সঙ্ঘর্ষ হয়। ইহাতে লরীর আরোহীদের মধ্যে তুলসীচরণ দাস (কেশবপুর), শরচ্চন্দ্র দাস (শিবপুর) এবং জাফর আলী (ঠিকানা অজ্ঞাত) এই তিনজন আহত হয়। ১৩১ নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে শরচ্চন্দ্র দাসকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইলে পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অপর দুই ব্যক্তিকে কলিকাতার আনিয়া ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

কাগমারী দরগার মামলা

আপোষে নিষ্পত্তি (?)

টাঙ্গাইল, ১১ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, টাঙ্গাইল থানার অধীন কাগমারীতে হিন্দু জমিদারদের ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত পূর্ব্ব-পুরুষগণ কর্ত্তৃক ফকীর শাহ জমানের কবরের উপর নির্ম্মিত যে দরগা আছে, তাহা লইয়া কাগমারী পরগণার হিন্দু জমিদার ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে একটি [illegible] চলিতেছিল। ময়মনসিংহের খান বাহাদুর ইসমাইলের চেষ্টায় উহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে। খান বাহাদুর মুসলমানদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আসিয়াছিলেন। আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ার পর, মুসলমানগণ মহকুমা হাকিমের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পেশ করে যে, তাহারা আপোষের সর্ত্তে রাজী নহে। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার অনেক পর আবেদন দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া মহকুমা হাকিম উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, এই ব্যাপারে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নির্ব্বাচন

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর পরাজয়

নেউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ১৯ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার রিচার্ড স্কোয়ার্শ রাজনৈতিক হাঙ্গামার পরিণতিস্বরূপ কষ্ট জনতা পার্লামেণ্ট ভবনের চারিধার ঘেরাও করিয়া স্যার রিচার্ডের পদত্যাগের দাবী করিয়াছিল। তাই নূতন নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে।

যুক্ত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড রক্ষণশীল দলের বিরোধী দল, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার রিচার্ড স্কোয়ার্শের নেতৃত্বে যে উদারনীতিকরণ গঠিত হইয়াছে, নির্ব্বাচনে তদপেক্ষা অনেক অধিক ভোট পাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মাত্র একজন উদারনীতিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সপ্লীক স্যার রিচার্ডস্ পরাজিত হইয়াছেন। এখনও পাঁচ জনের নির্ব্বাচন বাকী আছে।

মেঘনা নদীর ভাঙ্গন

নোয়াখালী গ্রামের আশঙ্কা

নোয়াখালী, ১২ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, হঠাৎ নোয়াখালীর দিকে ক্রমাগত ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়ায় বিক্রমে মেঘনা নদীর সরকারী দালানগুলি নদীর গর্ভ হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা করার জন্য পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং চট্টগ্রাম বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নোয়াখালীতে আসিয়াছিলেন। এখন নদী কালেক্টরী কাছারী হইতে মাত্র ৭০০ ফুট দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় ৩৫০ ফুট পরিমাণ জায়গা ভাঙ্গিলে কালেক্টরী আফিস সরানোর কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিতের কোন কথা এখনও গবর্ণমেণ্টের নিকট উত্থাপিত করা হয় নাই। যখন ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে, তখন তিনি সরকারের নিকট এ বিষয়ে উল্লেখ করিবেন। তবে যদি কখনও হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত করা সাব্যস্তই হয়, তাহা হইলে অস্থায়ীভাবে মাইজদিতেই সমস্ত স্থানান্তরিত করা হইবে। সেখানে সরকার বিস্তীর্ণ স্থান দখল করিয়া রাখিয়াছেন।

চিলিরাজ্যে বিদেশী বণিকদল

ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সম্ভাবনা

লণ্ডন, ১৪ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, চিলি—[illegible] (দক্ষিণ আমেরিকা) বিদ্রোহের নূতন পরিণতি এই যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট "দার্ব্বানা" রণতরিকে পেরু অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে—চিলিরাজ্যের ইংরাজদের স্বার্থরক্ষা করা।

চিলিতে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বৈদেশিকদের স্বার্থ রক্ষাই একণে বড় কথা। সমর পরিষদ স্বরাষ্ট্র-সচিব সিনর মেরিণোকে নূতন গবর্ণমেণ্টের নায়কের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকা বলিতেছেন যে, চিলি রাজ্যের অবস্থা অতন্ত গুরুতর ও বিজ্ঞজনক। চিলির নূতন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদের মুলধন বাজেয়াপ্তের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজেরা ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং যুক্তরাজ্যের সরকারী মহল ইহাতে গভীর আগ্রহ দেখাইতেছেন।

২৬০০০৲ টাকা চুরি

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের ক্ষতি

মুলতান, ১৪ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার মুলতান আফিস হইতে ২৬০০০৲ টাকা চুরি গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এরূপ সন্দেহ করা হইতেছে যে, ব্যাঙ্কেরই কোন কর্ম্মচারী লৌহ-গৃহের চাবি খুলিয়া উক্ত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ এ-বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

ভূতপূর্ব্ব স্পেনরাজ আলফান্সো

সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত

মাদ্রিদ, ১১ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফান্সোর সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে বাজেয়াফত করিবার জন্য যে জরুরী হুকুমনামা জারি হইয়াছিল, স্পেনের মন্ত্রীসভা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। স্পেনীয় ব্যাঙ্কগুলিতে ভূতপূর্ব্ব রাজার এখনও যে সমস্ত টাকা আছে, তাহাও এই হুকুমনামার বলে বাজেয়াফত হইবে।

বিলাতী অভিজাতের কন্যা

প্রেমের বিভ্রাটে খুনের দায়

লণ্ডন, ১৩ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, গায় জন মুলেলের নীলনয়না সুন্দরী কন্যা মিসেস্ এষ্টিভিয়া বার্থে মিঃ মাইকেল ষ্টর্ট ষ্টিফেন নামক একজন ধনী ব্যাঙ্কারের পুত্রকে গুলী করিয়া হত্যার অভিযোগে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পুলিস আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। মিসেস্ এলভিয়া বার্থের স্বামী একজন আমেরিকান গায়ক। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, এই সুন্দরী গায়ক-পত্নী গত ৩১শে মে তাঁহার নাইটস্ ব্রীজের গৃহে এক মদ্যপান উৎসবের পর মিঃ ষ্টিফেনকে গুলী করিয়া নিহত করিয়াছেন।

মামলার ওনানী উঠালে মিসেস বার্থে স্বেচ্ছায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মাইকেল ষ্টিফেনকে ভালবাসিতেন; কিন্তু ষ্টিফেনের সহিত অন্য একটি স্ত্রীলোকের প্রণয় ছিল। ইহাতে মিসেস্ বার্থে ঈর্ষান্বিত হইয়া ষ্টিফেনের সহিত ঝগড়া বাধান। ষ্টিফেন মিসেস বার্থের হাত হইতে রিভলভারটি ছিনাইয়া লন এবং ইহা লইয়া দুই জনের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি বাধে। মিসেস বার্থে বলিতেছেন যে, তিনি ষ্টিফেনকে গুলী করেন নাই, তবে ধস্তাধস্তির সময় রিভলবার হইতে গুলী ছুটিয়া গিয়াছিল।

তুরস্ক-সোলতানের কন্যা

ভারতীয় নওয়াবের সহিত বিবাহ

"পাইওনিয়ার" পত্রে প্রকাশ যে, তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সোলতান আবদুল হামিদ এবং সোলতান ৫ম মৌলবী মিসের ষ্টি-কভার সঙ্গে বেরার নওয়াব এবং মালেরকোটলার স্যার জুলফিকার আলীর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে। তবে কাহার সঙ্গে কোন্ রাজকুমারীকে বিবাহ দেওয়া হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

তুরস্কের অভিজাত-বংশীয়া ফাতেমা ইজ্জত পাশা কন্যাপক্ষে এবং জাজিবারের বেগম বরপক্ষে ঘটকালি করিতেছেন।

অটোয়াযাত্রী ভারতীয় প্রতিনিধি

সরকারী পরামর্শদাতাদের নাম

নিম্নলিখিত সরকারী ইশতাহারখানি জারী করা হইয়াছে :—

আগামী ২১শে জুলাই অটোয়াতে সাম্রাজ্য অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যে সমস্ত ডেলিগেট গিয়াছেন, নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ তাঁহাদের সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে :—

মিঃ এইচ, এ, এফ, লিণ্ডসে (লণ্ডনস্থিত ভারতীয় ষ্টেট কমিশনার), সার স্যামুয়েল স্মিথ (ব্রহ্মদেশের পরামর্শদাতা) এবং মিঃ সি, সি, ম্যার্ট (কৃষি বিশেষজ্ঞ)। মিঃ লিণ্ডসে ডেলিগেটদিগের সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আবির্ভাব

দিল্লীতে সন্ধি গর্ম্মীতে বহু লোক নিহত

দিল্লী, ১৪ই জুন তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, অত্যধিক গরম ও অভূতপূর্ব্ব গরম বাতাসের ফলে দিল্লীর মৃত্যুসংখ্যা চার গুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। দিল্লী শহরে ১লা জুন ৩০ জন মারা গিয়াছে। ১৪ই বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোট ১২২ জন মারা গিয়াছে, তন্মধ্য ৭৯ জন শিশু। ১লা জুন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ই পর্য্যন্ত ৭২৮ জন মারা গিয়াছে, তন্মধ্যে ৪০০ জন শিশু।

সা'দত কলেজ

করটিয়া (ময়মনসিংহ)

বিষয় ঃ—ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, লজিক, গণিত, ইতিহাস এবং সিভিক্‌স্ (civics)।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সকল সময়েই অতি সন্তোষজনক হইয়াছে। সন্তায় কার্য্যকরী শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা এবং গার্হস্থ্য ধরণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা (Residential facilities) বিদ্যমান রহিয়াছে।

হোষ্টেল সমূহে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার সিট-ভাড়া লাগে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের জন্য ফ্রী ষ্টুডেণ্টশিপের ব্যবস্থা আছে এবং মোটের উপর শতকরা ১২জন ছাত্রকে ফ্রী-শিপ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র-ভাণ্ডার (Poor fund) হইতে আরো কতিপয় বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ছাত্র-বেতন (Tuition fee) মাত্র ৫৲ টাকা করিয়া। আবেদন করিলেই প্রসপেক্টাস পাঠানো হয়।

—প্রিন্সিপাল, সা'দত কলেজ,
করটিয়া—ময়মনসিংহ।

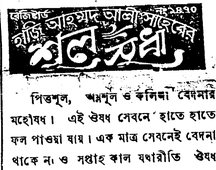

শিশুশূল, অম্লশূল ও কলিজা বেদনার মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। এক মাত্র সেবনেই বেদনা থাকে না ও সপ্তাহ কাল যথারীতি ঔষধ সেবন করিলে অসহ্য বেদনা সমূলে দূরীভূত হয়। পরীক্ষা করিলেই ইহার অব্যর্থ গুণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মূল্য বড় কৌটা ১৷০ আনা, ছোট কৌটা ৷৶০ আনা মাত্র।

ডাক্তার জে, আহমদ

শূল-সুধা ঔষধালয়—ঢাকা।
ব্রাঞ্চ অফিসঃ—৫৭ নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

ইস্‌লামীয়া আয়ুর্বেদীয়
ফার্ম্মেসী, দিনাজপুর

প্রতিধ্বনি

অন্যান্য সংবাদপত্রের মতামত

—:০:—

পাটের দর।—"গত ৬ই জুন পাটের দর একণ নামিয়া যায় যে, গত ৩২ বৎসরের মধ্যে এত কম দর হয় নাই। অতি উত্তম পাট প্রতি মণ গড়ে ২ টাকা ৮ আনা হইয়াছিল। নীলের ব্যবসায়ের ন্যায় বাঙ্গলায় পাটের ব্যবসায় কি বন্ধ হইয়া যাইবে?"

—"সঞ্জীবনী"—২৯।৩২।

• • •

জ্যোতিষীর পাঁজি-পুঁথি।—"২৯শে মে হইতে ৬ষ্ঠী জুনের মধ্যে মহাত্মাজী মুক্ত হইবেন—এই ভবিষ্যদ্বাণী পত্রিকা-সমূহে প্রকাশ হইয়াছিল। ১৩৩৩ সনে স্বরাজ আসিবে বলিয়াও পঞ্জিকায় ঘোষিত হইয়াছিল! সকল গণনা সফল (?)হইয়াছে! অতঃপর জ্যোতিষীদের প্রতি কাহারও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই!"

—"বরিশাল হিতৈষী"— ২৫।২।৩৯।

• • •

কল-কারখানা।—"দেশের কল-কারখানা হইয়াছে জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে জাতির কলকারখানা বা শিল্প-বাণিজ্য নাই, সেই জাতির মত হতভাগ্য জাতি জগতে আর নাই। কল-কারখানা কি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দিকে মোসলমানদের লক্ষ্য নাই। কি করিয়া চাকুরী পাওয়া যাইবে, ইহা লইয়াই তাহারা ব্যস্ত। চাকুরীকে আমরা অন্যায় বলি না; কিন্তু দেশে এত অধিক চাকুরী নাই যে, সকলের ভাগ্যে চাকুরী জুটিবে। কল-কারখানা শিল্প-বাণিজ্য করিয়া দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন! তাই বলি, মোসলমান আর সময় নাই! একবার শিক্ষায় তুমি পশ্চাৎপদ হইয়া সমগ্র জগতের সাম্‌নে উপেক্ষিত প্রতিপন্ন হইয়াছ; আজ আবার কল-কারখানা শিল্প বাণিজ্যে তুমি উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছ! কালে যখন ব্যবসায়ের সর্ব্বক্ষেত্রে হিন্দু-প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হইবে, তখন তোমার ক্রন্দনে আকাশ-পাতাল কম্পিত হইবে; কিন্তু তখন তোমার কথা কেউ শুনিবে না! এখনও সময় আছে, কর্ম্ম-সাগরে ঝম্প প্রদান কর।"

—"আজাদ"— ৮।৩।৩২।

মোসলেম জগৎ

আফগানিস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা

তুরস্কে অবস্থিত আফগান-দূতের পরামর্শদাতা মির্জ্জা ইসা খান সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। "আল্-এহ্‌রাম" নামক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট নবীন আফগানিস্থান সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

"আফগানিস্থানের বৈদেশিক মন্ত্রী এই উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, যাহাতে হেজাজ ও নজদের অধিপতি সুলতান এবনে সউদের সহিত বাদশাহ নাদির খানের রাজনৈতিক বন্ধুতা ও সখ্যতা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, তাহার জন্য যেন আমি চেষ্টা করি।

"ভূতপূর্ব্ব বাদশার সহিত আফগানিস্থানের আর কোন সম্পর্ক নাই। গত স্বাধীনতার সংগ্রামে আফগান জাতি নাদির খার স্বদেশ-প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই নিজেদের বাদশাহ বলিয়া মনোনয়ন করিয়াছেন। আফগানিস্থানে রাজ্য নির্ব্বাচনের ভার "মজলিসে কওমীয়" (জাতীয় সমিতি) উপর। ঐ সমিতিই নাদির খাঁকে রাজারূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছে।

"আফগানিস্থানের রাজত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত নহে। এই কারণেই বর্ত্তমান রাজার কোন মনোনীত যুবরাজ নাই।

"বাদশাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই মন্ত্রীরূপে, গভর্ণরূপে ও দূতরূপে নিযুক্ত করিতে ও বরখাস্ত করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত তিনি যুদ্ধ ঘোষণাও করিতে পারেন। শান্তির সর্ত্ত অনুমোদন করিতে পারেন এবং কয়েদীদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। গত বৎসর নাদির খাঁ জাতীয় সমিতি অর্থাৎ পার্লামেণ্টের উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করেন। দেশ ও জাতির সমাস্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হইতেই ইহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

"দেশের বয়োবৃদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণই জাতীয় সমিতির সদস্য হইয়া থাকেন এবং আজীবন সদস্য থাকেন। ইহারা কেবল রাজার নিকট জবাবদিহী করেন। আফগানিস্থানের শাসন-প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি যে তথায় স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছে, তাহার ধন, প্রাণ ও ইজ্জত নিরাপদ থাকে। আইন-কানুনের সীমার মধ্যে সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে; নিজের ধর্ম্মমত পালন করিবার পূর্ণ অধিকার সকলের আছে। এখানে মুসলমানদের দুইটি সম্প্রদায় আছে, সুন্নি ও শিয়া। তবে গভর্ণমেণ্ট হানাফী মতাবলম্বী। অল্প সংখ্যক হিন্দু, শিখ এবং ইহুদীও তথায় আছে। দাস-প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং আফগানিস্থানের কুত্রাপি উহা প্রচলিত নাই।

"বর্ত্তমান আফগানিস্থান ৬টি সুবাতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—কাবুল, কান্দাহার হিরাত, মাজার শরীফ, বদখ্‌শান এবং কেতাগান।"

মো সা ফে র

ভ্রাম্যমানের পথ-স্মৃতি

—:০:—

পাঞ্চদশ মঞ্জীল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

—:০:—

পরদিন সকালে। ঘুম থেকে ওঠে ফজরের নামাজের পর কিকিং নাশতা কোরে নিয়ে দুই পথিক বন্ধু "রাজা-বাগের" পথে যাত্রা করলুম। শহরের দক্ষিণ দিকে প্রায় মাইল চারেক দূরে ভোপলা রাজাদের বাগান-বাড়ী এই "রাজা-বাগ"। শুনলুম, বর্ত্তমান রাজা সাহেব নাকি তাঁর উজীর বাবার অতি ভক্ত এবং এই ভক্তির নিদর্শন স্বরূপই নিজের সুন্দর বাগান-বাড়ীটা তিনি বাবার বাসের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

"রাজা-বাগে" যেতে হোলে শহরের দক্ষিণ প্রান্তসীমা থেকেই জঙ্গলা-পথে পা বাড়াতে হয়। রাস্তাটা পাকা বটে; কিন্তু পথের দু' পাশেই ঝাড়-জঙ্গল ও ছোট-খাট টিলার প্রাচুর্য্য নজরে পড়ে। দেখলুম, পথের পাশে পাহাড়ের গায় বহু পাথর রয়েছে, তা'র প্রায় সবগুলিই সিঁদুরের রঙে রঞ্জিত করা রয়েছে।

স্থানীয় লোকেরা যে কতটা বোম্‌পোরস্ত ও কুসংস্কারাপন্ন, রঞ্জিত পাথরগুলি তা'রই পরিচয় দিচ্ছিল।

পথে এক স্থানে এক খেজুর গাছ-তলায় পাথরের তৈরী এক বীভৎস দেবীমূর্ত্তি নজরে পড়ল। বাঙ্গালি কালী-মূর্ত্তির মতোই নাগপুরী এই দেবীর শরীরেও কাপড়-চোপাড়ের কোনো বালাই ছিল না! এবং বাহ্য সৌষ্ঠবের দিক দিয়েও কালী-ঘাটের "মা-কালীর" চাইতে এঁকে বীভৎসতর বোলেই মনে হলো। মাত্র পূর্ব্বদিনও যে কোনো ভক্ত দেবীর পূজো দিয়ে গেছে, মূর্ত্তির গলায় দুলোল্যমান বাসি ফুলের একটা মালা এবং পাদদেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়টা মাটীর ভাড়ই তা'র সাক্ষ্য দিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবীর এই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ কর্ত্তে কর্ত্তে হঠাৎ সঙ্গী বন্ধুটীর নজর পড়ল গিয়ে গাছের মাথায় এক থোবা লাল টকটকে খেজুরের উপর। বন্ধুবর আনন্দাতিশয্যে প্রায় লাফিয়ে ওঠে জানালেন যে, পথি-পার্শ্বে লা-ওয়ারেস্ গাছের ফলে প্রত্যেক পথিকেরই স্বাভ-সঙ্গত অধিকার রয়েছে এবং পাকা খেজুর-গুলি গাছ থেকে পেড়ে তিনি এই অধিকারই প্রতিপন্ন কর্ত্তে চান। তাঁর এই অদ্ভুত ইচ্ছার বিকাশটা যদি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কোনও ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে গাছতলায় যে কুরুক্ষেত্রকাণ্ডের অনুষ্ঠান হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে, হাস্‌তে হাস্‌তে বন্ধুবরকে এ-কথাটাই বুঝাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কান না দিয়ে, মুহূর্ত্ত মধ্যে লাফ দিয়ে গাছের নিকটস্থ হোলেন এবং দেবী-মূর্ত্তির কাঁধে ভর দিয়ে অবলীলা ক্রমে গাছে ওঠে খেজুরের থোবাটি ছিঁড়ে দু' মিনিটের মধ্যেই আবার পথে ফিরে এলেন। অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলে "দেবীর দান" পাকা খেজুর-গুলি খেতে খেতে "রাজাবাগের" পথে অগ্রসর হলুম।

যখন "রাজাবাগে" গিয়ে পৌছলুম, তখন বেলা প্রায় ১ টা হ'বে। চারদিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেড়া প্রকাণ্ড বাগানটি প্রায় মাইল-খানেক জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে। বাগানের মাঝে দু' তিনটা লাল রঙের পাকা এমারত আছে এবং এ-খানে সে-খানে কতিপয় শিরিষ কদেকটা বাঘ ডালুক ও অন্যান্য নানারকম জানোয়ারকে বন্দী রেখে বাগানটাকে একটা ছোট রকমের চিড়িয়াখানায় পরিণত করা হোয়েছে, দেখা গেল।

প্রকাণ্ড গেট পেরিয়ে বাগানের মাঝে ঢুকে একটা গুহে অনেকগুলি লোককে দেখে আমরাও সেখানে গেলুম এবং এন্‌কোয়ারী কোরে জানতে পারলুম যে, বেলা তিনটার আগে বাবার দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই;—কারণ তিনি নাকি কিছুক্ষণ আগেই অকস্মাৎ জঙ্গলের মাঝে কোথায় চোলে গিয়েছেন। সুতরাং অজান্তে বহু যাত্রীর সাথে আমরাও বাবার প্রত্যাগমনের আশায় সেখানে বোসেই অপেক্ষা কর্ত্তে লাগলুম।

বেলা যখন প্রায় আড়াইটা হবে, তখন অকস্মাৎ লোকজন সবাই ব্যস্ত হোয়ে উঠল এবং সামনে লক্ষ্য কোরে দেখলুম, প্রায় ৬ ফুট লম্বা কৃষ্ণকায় বিশীর্ণ-দেহ এক বৃদ্ধ আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধু আমার কানে কানে জানালেন সম্মুখে দণ্ডায়মান বিরাট পুরুষটিই আমাদের বাঞ্ছিত বাবা তাজ উজীর। মাথাতুলে বাবার মুখের পানে চাইলুম। দেখলুম, আবক্ষ বিলম্বিত তাঁ'র শ্বেত শ্মশ্রু ও কোটরগত চোখ থেকে প্রকৃতই যেন একটা বিস্ময়কর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হলো, গভীর দৃষ্টি দিয়ে যেন বাবা ক্ষণকালের মধ্যেই সমাগত প্রায় শো-খানেক নর-নারীর প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশটুকু পর্য্যন্ত দেখে নিলেন।

এক নারী যাত্রী তা'র রুগ্ন শিশু সন্তানটিকে কোলে নিয়ে বাবার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবা মাত্র বাবা তাকে ইঙ্গিতে নিকটে ডেকে নিয়ে শিশুর বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোঁড়ে নিকটস্থ একটা ঝাড়ে খাঁচায় গিয়ে প্রবেশ করলেন।

নারী চীৎকার কোরে উঠল এবং যাত্রীদেরও সন্মাই বিস্ময়-বিমূঢ় হোয়ে খাঁচার চার পাশ ঘিরে গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে বাবা খাঁচার এক পাশে গিয়ে বোসে শিশুটিকে কোলে নিয়ে দিব্যি আরামে ছোলাভাজা খাচ্ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শিশুর মুখেও এক-আধটা ছোলা তুলে দিচ্ছিলেন। বাবার অভূতচরেরা শিশুহারা জননী এবং সকল যাত্রীকে আশ্বস্ত কোরে জানালেন যে, ভয়ের কোনও কারণই নেই, যতক্ষণ শিশু বাবার কোলে আছে, ততক্ষণ বাঘ তা'র কোন অনিষ্টই কর্ত্তে পারবেনা। বস্তুতঃ দেখলুমও তাই! প্রায় ১৫ মিনিট কাল বাবা শিশুকে কোলে নিয়ে বাঘের খাঁচায় কাটালেও, ব্যাঘ্র পুঙ্গব যেন তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্যই করলনা, বরং অদূরে লম্বা হোয়ে শুয়ে সে তখন দিবা-নিদ্রা উপভোগেরই আয়োজন করছিল। প্রায় পনর মিনিট পরে বাঘের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে কোনো কথা না বোলেই বাবা শিশুকে আবার জননীর কোলে সমর্পণ করলেন এবং তখন তখনই দৌড়ে জঙ্গলের দিকে প্রস্থান করলেন

সুতরাং বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তেই আমরা "রাজা-বাগ" ত্যাগ করলুম এবং শহরে ফিরে এসে একটা মসজিদে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলুম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে চোখের সাম্‌নে-দেখা পূর্ব্বদিনের জীবন্ত অলির বিস্ময়কর কারামতের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ষ্টেশনে গিয়ে ওয়ার্দ্ধার পথে পাড়ি জমালুম।

জীবন-পথে কতকটা সাদল্য লাভের পর দু' বছর পূর্ব্বে একবার মনে করেছিলুম যে, আবার নাগপুরে গিয়ে পাগলা দরবেশ তাজউদ্দীন বাবাকে দর্শন কোরে আসব। কিন্তু অদৃসষ্টান কোরে জান্‌তে পারলুম, এ দুনিয়ায় তিনি আর নেই—প্রায় বছর তিনেক পূর্ব্বেই নাকি তাঁ'র মৃত্যু হোয়েছে।

—ক্রমশঃ।

আল্লাহো আকবর

"তোমরা একত্রে দৃঢ়ভাবে আল্লার রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"—(কোরান)।

হানাফী

৮ই আষাঢ়, সোমবার—১৩৩৯ সাল

চিকিৎসা-বিদ্যায় মুসলমান।— সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম বি (ডাক্তারী) পরীক্ষার যে ফল বাহির হইয়াছে, তাহাতে মেডিক্যাল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ হইতে মোট প্রায় একশত ছাত্র পাশ করিলেও, সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত পাশের তালিকায় আমরা অতি কষ্টে মাত্র আটটি মুসলমান ছাত্রের নাম বাহির করিতে পারিয়াছি,—ইহা হইতেই বুঝা যায়, শিক্ষা-ক্ষেত্রের অন্যান্য বিভাগের মত চিকিৎসা-বিভাগেও বাঙলার মেজরিটি সমাজ হতভাগ্য মুসলমানদের স্থান কোথায়! দেশের জন-সংখ্যার শতকরা ৫৫ জনের সমাজ হইয়াও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আজ আমাদিগকে বিজাতীয়দের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে, ইহা যে জাতির পক্ষে কত বড় লজ্জার কথা, তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু [illegible] আত্মীয় বন্ধু পুত্র-কন্যার অসুখের সময়ও এক ফোঁটা ঔষধের জন্য আমাদিগকে বিজাতীয় ডাক্তারদের মুখের পানেই করুণ-নয়নে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে! "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে, আমরা রয়েছি পিছে" কবির এই খেদোক্তি যে কতটা সত্য, সমাজ এখনও কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না?

ব্যবস্থাপক সভার পরমায়ু।— পত্রান্তরে প্রকাশ,—সরকার নাকি বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পরমায়ু আরো এক বৎসর কাল বৃদ্ধি করিয়া দিবারই সঙ্কল্প করিয়াছেন। কারণ, আগামী ১৯৩৪ সালের প্রথম হইতেই নবীন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী কার্য্য হইবে বলিয়া, মাত্র এক বৎসরের জন্য নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা সরকার নাকি সঙ্গত মনে করিতেছেন না। প্রচারিত এই সংবাদটির মূলে কতটা সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু যদি সংবাদটি সত্য হয়, তবে আমরা বলিব, এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরকার প্রকারান্তরে মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার আইনের বিরুদ্ধতা করিতেই অগ্রসর হইতেছেন এবং সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা ভোটারদের মনঃপূতও হইবে না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে একবার ব্যবস্থাপক সভাকে প্রয়োজনের খাতিরে সম্পূর্ণ অসময়ে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে এবং স্বরাজীদের পদত্যাগের পর বিরাটভাবে উপ-নির্ব্বাচনও হইয়াছে। বিশেষতঃ যে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যই প্রজার ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াও প্রজা-স্বত্ব আইনের আলোচনায় প্রজার সহিত শত্রুতা সাধন করতঃ প্রকারান্তরে ভোটার সাধারণের আস্থা হারাইয়া বসিয়াছে, তাহার পরমায়ু গরজের খাতিরে টানিয়া টানিয়া অত্যধিক পরিমানে বৃদ্ধি করিতে যাওয়া কতটা সঙ্গত হইবে, আশা করি এ-বিষয়ে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে সরকার অবশ্যই তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

কৃতি মোসলেম তরুণ।— বঙ্গীয় মোসলেম তরুণ-সমাজের গৌরব মিঃ হুমায়ুন কবীর ও ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ বিলাতের উচ্চ শিক্ষা সমাপন করিয়া বিগত ১০ই জুন তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ হুমায়ুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষার ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া উচ্চ-শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে গিয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "মডার্ণ গ্রেটসে" প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় "মাডার্ণ গ্রেটসে" প্রথম শ্রেণী লাভ করেন নাই। অক্সফোর্ডে তিনি ইউনিভার্সিটী ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং পরে লাইব্রেরীয়ান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে লাইব্রেরীয়ানের পদ লাভও এই প্রথম। প্রকাশ, বিলাতে তিনি এই যে বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া অনধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তাঁহাকে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনিও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। অতঃপর শীঘ্রই তিনি তাঁহার নবীন কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। মিঃ হেদায়েতুল্লাও সরকারী বৃত্তি লইয়াই উচ্চ শিক্ষার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বোটানী"তে পি এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। বাঙলার পতিত মোসলেম সমাজের এই উভয় কৃতি তরুণের ভাবী কর্ম্ম-জীবন আরো অধিকতর গৌরবোজ্জল হউন এবং ইহাদের সাধনায় সমাজ ধন্য হউক, ইহাই আমাদের কামনা!

কৃষক-আন্দোলন ও সরকার।— গাইবান্ধার (রংপুর) গত ১৩ই জুন, তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় উত্তর-বঙ্গ কৃষক-কনফারেন্সের অধিবেশনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, আসন্ন মুহূর্ত্তে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সরকার তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কৃষক-আন্দোলনের প্রতি সরকার কিরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকেন, এই সংবাদটি তাহারই অন্যতম প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলায় এই ব্যাপারে যে সরকারী নীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার পর গাইবান্ধার এই সংবাদে বিস্মিত হওয়ার যে কিছুই নাই, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু তথাপি দেশের ভাগ্য-বিধাতা সরকার বাহাদুরকে এই প্রসঙ্গে কয়টী কথা না বলিয়া আমরা পারিতেছি না। বাঙলা কৃষি-প্রধান দেশ এবং এখানকার বাসিন্দাদের শতকরা প্রায় নব্বই জনই কৃষক-শ্রেণীর। এক কথায় বলিতে গেলে বলা চলে, দেশের মেরুদণ্ড ও প্রাণশক্তিই হইতেছে—এই চির-নিপীড়িত কৃষক-মণ্ডলী। তারপর দেশের শাসন-প্রণালী দিন-দিনই যেরূপ ভাবে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এরূপ অবস্থায় আজ না হউক—বিশ বা পঁচিশ বছর পরে হইলেও—একদিন স্বাভাবিক ভাবেই যে শাসন-তন্ত্রের সকল ক্ষমতা এই নিপীড়িত গণশক্তির হস্তেই যাইয়া পড়িবে, গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং ভাবী শাসন-তন্ত্রের এমন যে প্রয়োজনীয় অংশ, সেই কৃষক-সমাজের আত্মোপলব্ধির আন্দোলনে বাধা উপস্থিত করা খুব সঙ্গত হইতেছে বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। বিশেষতঃ প্রজা-আন্দোলনটা যখন রাজনীতির সহিত সম্পর্ক-শূন্য নিছক একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন এই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করা নিরপেক্ষ সরকারের পক্ষে দূরদর্শীতার পরিচায়ক বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে না। যাহারা দুই দিন পরেই স্বাভাবিক ভাবে দেশের শাসনদণ্ডের মালিক হইয়া বসিবে, সেই প্রজা-সাধারণকে অন্যায়ভাবে উত্যক্ত করার পরিণাম যে কল্যাণকর হইতে পারে না, সরকার তাহা এখনও বিবেচনা করিয়া দেখুন!

নারী-প্রগতি ও মুসলমান-সমাজ।—সহযোগী "সঞ্জীবনী" সংবাদ দিতেছেন,—"হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীনিবাস রঙ্গচারিয়ার ২৪ বৎসর বয়স্ক গ্রাজুয়েট। তাঁহার সহিত বোম্বাইর কুমারী দিলশেদ সৈয়দ নামক এক মুসলমান রমণীর বিবাহ হইবে। সিভিল ম্যারেজের ৩ আইন অনুসারে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। এই মহিলা ও তাঁহার ভগ্নীর বিগত আইন-অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড হইয়াছিল।"—আকবরী বিবাহ, নজরুলী বিবাহ প্রভৃতির কল্যাণে এতদিন পর্য্যন্ত আমরা হিন্দু নারীর সহিত মুসলমান পুরুষের বিবাহের সংবাদই মাত্র পাইয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু "আইন-অমান্য আন্দোলনের রোমান্সের" পরিমাণে আজ তৌহিদবাদী ইসলামের সন্তান মুসলমান-মহিলার সহিত পৌত্তলিক হিন্দু-সমাজের এক যুবকের বিবাহের সংবাদও আমাদিগকে শুনিতে হইল! তথাকথিত নারী-প্রগতির উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহে গা' ঢালিয়া দিয়া ঘরের মেয়েরা যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের ময়দানে বাহির হইয়া পড়ে এবং পুরুষ কর্ম্মীদের সহিত বিনা-বাধায় ঢলাঢলির সুযোগ পায়, তবে তাহার পরিণাম ফল কি হইতে পারে, কুমারী দিলশেদ সৈয়দের আজিকার রোমান্সই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়াই যে মোস্‌লেম-সমাজের এই কলঙ্কিনী কন্যা কুমারী দিলশেদ বিধর্ম্মী পুরুষের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল এবং এই পরিচয়ের ফলেই যে আজ বিবাহের নামে এই অনাচারের অনুষ্ঠান হইতে যাইতেছে, প্রকাশিত সংবাদটী পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। কারণ, যদি কুমারী দিলশেদকে তাহার দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিভাবকগণ এরূপ বে-লাগাম ভাবে ছাড়িয়া না দিতেন, তবে হিন্দু-যুবক রঙ্গচারিয়ার সহিত তাহার পরিচয় কিছুতেই হইত না এবং তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমাজ-কলঙ্ক এই তথাকথিত বিবাহের কথাও আজ শুনা যাইত না! সুতরাং সমাজের আজিকার এই কলঙ্কের জন্য কলঙ্কিনী কুমারী দিলশেদ অপেক্ষা তাহার অদূরদর্শী অভিভাবকগণই যে বেশী পরিমাণে দায়ী, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পবিত্রতার আধার নারী-জাতিকে পুরুষ-সমাজের পাপ-দৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া রাখার জন্য ইসলাম যে পর্দ্দার ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহা যে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও মান-ইজ্জত রক্ষার পক্ষে কতটা কল্যাণকর, কুমারী দিলশেদের আজিকার শোচনীয় অধঃপতন আমাদের সমাজের আধুনিক নারী-প্রগতিবাদীদিগকে আজ তাহাই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে! আশা করি, এই কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত হইতে সমাজ সত্যই কতকটা সবক হাসেল করিতে পারিবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা।— কয়েক দিন হইল, "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা সিমলা হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে,

সাম্প্রদায়িক সমস্যার ভারত-সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই বিলাতী পার্লিয়ামেন্টের কর্ত্তাদিগকে জানান হইয়াছে এবং আগামী জুলাই মাসের শেষ দিকে অথবা আগষ্ট মাসের প্রথমাংশে এ-বিষয়ে পার্লিয়ামেন্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইবে। ষ্টেটস্‌ম্যান-প্রতিনিধির এই সংবাদ যে প্রকৃতই সত্য, সম্প্রতি লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত কোনও এক খ্যাতনামা মুসলমান নেতার এক তারেও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, গত গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় হিন্দু-মোস্‌লেম নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা যে জটীল সমস্যার আপোষ-মীমাংসায় ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের হাতে মীমাংসার ভার দিয়াছিলেন, এত দিন পর সরকার সেই মীমাংসার কথাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে ভাবিবার বিষয়, সরকারী এই মীমাংসার স্বরূপ কি হইবে? গত কয় বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চরম দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া সরকার অবিরত যে "শক্তের ভক্ত" নীতির পূজা করিয়া আসিয়াছেন, যদি তৎপ্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে এই আসন্ন "মীমাংসা" ব্যাপারে মুসলমান-হিসাবে আমরা কিছুতেই যথেষ্ট আশা ও আস্থা পোষণ করিতে পারিনা। ভারতীয় মুসলমান-সমাজ দুর্ব্বল এবং বিশৃঙ্খল; পক্ষান্তরে হিন্দু-সমাজ শক্তিমান ও সংগঠিত, এরূপ অবস্থায় অতীতের মত বর্ত্তমান মীমাংসা ব্যাপারেও যদি সরকার আরুইনী "গান্ধী-পূজা" নীতিই এখতিয়ার করেন, তবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় সম্ভবতঃ কিছু থাকিবে না। কিন্তু তথাপি চরম মুহূর্ত্তেও আবার আমরা সরকারকে "দুর্ব্বল" মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়াগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ভাবী শাসন-তন্ত্রে ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্ব্বাচন ব্যাপার স্বতন্ত্র অথবা মিশ্র-নির্ব্বাচন পদ্ধতির মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইবে, তাহা লইয়া আজ আমরা আর ব্যর্থ বিতর্কের সৃষ্টি করিতে চাহিনা। কারণ, নির্ব্বাচন-পদ্ধতির সহিত প্রকৃতপক্ষে মোস্‌লেম দাবীর কোনও সম্পর্কই নাই—ইহা দাবীতে পৌঁছিবার পন্থা মাত্র। মুসলমানদের প্রকৃত দাবী হইতেছে—বাঙলা ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় নিজেদের সংখ্যানুপাতি গুরুত্ব লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশে যথাসম্ভব "ওয়েটেজ" লাভ করিয়া, কেন্দ্রীয় ফেডারেল-পরিষদে অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ প্রাপ্তি। সরকার যদি মুসলমানদের এই দাবীগুলি মানিয়া লন, তবে অতঃপর নির্ব্বাচন কার্য্য স্বতন্ত্র অথবা মিশ্র যে পদ্ধতিতেই হউক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছুই আসে-যায়না। সুতরাং আসন্ন মীমাংসা ব্যাপারে বৃটীশ পার্লীয়ামেন্টের কর্ত্তারা বাঙলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যাধিক মোস্‌লেম-সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কাজ করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। এই ব্যাপারে সরকারকে আমরা ইহা পরিষ্কার ভাবেই জানাইয়া দিতে চাই যে, যে ব্যবস্থায় কোনও প্রদেশের সংখ্যাধিক সমাজ ভাবী ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাল্প সমাজে পরিণত হইবে, এমন অবিচারমূলক ব্যবস্থা ভারতের মাত্র দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেকার প্রভু-জাতি মুসলমানেরা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিবেনা এবং দরকার হইলে এরূপ অবিচারের প্রতিকার সাধনের জন্য তাহারা সমাজ হিসাবে জান-মাল কোরবাণী দিতেই প্রস্তুত হইবে। সুতরাং সরকার এই ভাবী বিক্ষোভের কাল্পনিক চিত্রটা সামনে রাখিয়া "মীমাংসার" কথা উচ্চারণ করিবেন, ইহাই আমাদের আশা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

REG. NO. C-1368.

জাতীয় সাপ্তাহিক : হানাফী :

: THE HANAFI :

বার্ষিক মূল্য —৩৲ তিন টাকা—

প্রতি সংখ্যা —[illegible] তিন পয়সা—

সম্পাদক—চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান

হানাফী কার্য্যালয়:—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। "HANAFI" Office—47 Ripon Street, Calcutta.

৭ম বর্ষ] ১৫ই শফর—১৩৫১ হিজরী * সোমবার—২০শে জুন—১৯৩২ * ৬ই আষাঢ়—১৩৩৯ [৩৮-শ সংখ্যা

বাংলার ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের মেম্বরগণের নিকট নিবেদন

আমরা সারা বাংলার ইউনিয়ন বোর্ড ও কোর্ট সমূহের যাবতীয় রেজেষ্টার ও ফারম ইত্যাদির একমাত্র মুসলমান বিক্রেতা। উক্ত রেজেষ্টার ও ফরম দি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। মুসলমান প্রেসিডেন্ট ভ্রাতাগণ স্ব স্ব বোর্ড বা কোর্টের রেজিষ্টার ও ফরমাদি আমাদের নিকট হইতে ক্রয় করিবেন। মুসলমান হিসাবে এই আশা ও আবদার অবশ্যই করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত স্কুল ও ব্যাঙ্ক সমূহের যাবতীয় ফরমাদি বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পত্র লিখিলে মূল্য-তালিকা পাঠাইয়া থাকি।

কে, এম, ঈসা,

SALE !! SALE !! SALE !!

ষ্টক ক্লিয়ারেন্স সেল

স্বদেশী মিলের সিল্ক, উলেন এবং সূতি কাপড়ের সকল পোষাক, স্বদেশী [illegible] নেকটাই, মাফলার, উলেন কার্ডিগান, পুলওভার এবং শাল-আলোয়ান প্রভৃতি শীত[illegible] মিলের ও তাঁতের ধুতী ও শাড়ী, বেনারসী, মুর্শিদাবাদী সিল্ক শাড়ী-ব্লাউজ পিস। [illegible] নূতন ধরণের এবং নূতন আমদানী।

কোটিং, শার্টিং, পিসগুডস বড়বাজারের দর অপেক্ষা সুলভে পাইকারী [illegible] বিক্রয় হয়।

[illegible] ষ্ট্রীট, ফোন—

=[illegible]=

=বটিকা=

যাবা স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ প্রমেহ প্রভৃতি নিবারণ [illegible] রক্তবৃদ্ধি ও রক্তবৃদ্ধির পক্ষে অত্যুত্তম মহৌষধ। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়।

ইহা—

সকল ঋতুতে সেবন করা চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। ইহার নাম "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা"। সকল [illegible] "[illegible]"। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

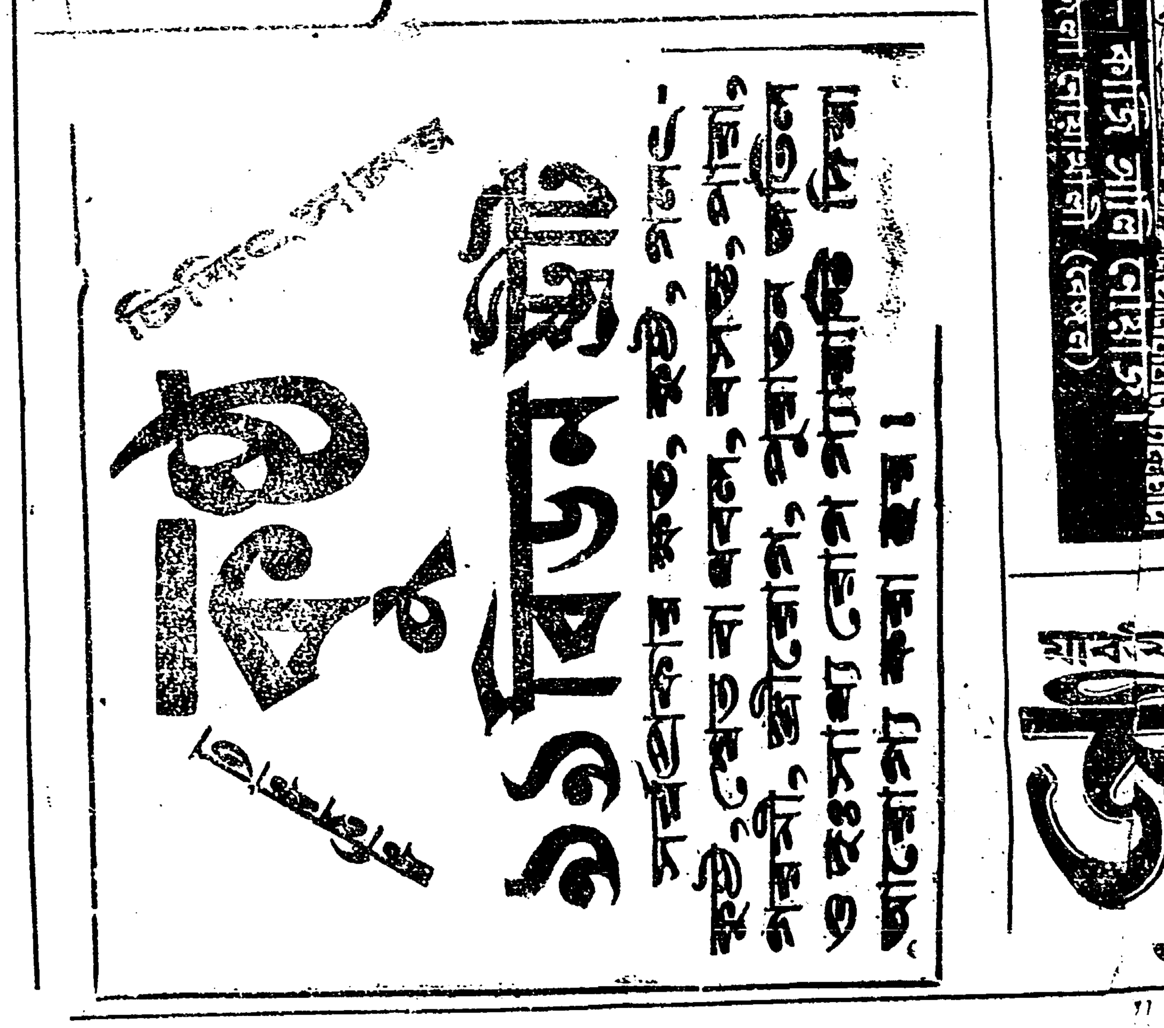

সার্ব্বস্ব ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২৲ টাকা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেশ-বিদেশের সংবাদ

লিণ্ডবার্গের শিশু-হত্যার জের

স্বপক্ষে পরিচারিকার আত্মহত্যা

হেকেনস্যাক (নিউজার্সি), ১০ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশু-হরণ করার সময় যে পরিচারিকা তাঁহার (লিণ্ডবার্গের) বাড়ীতে নিযুক্ত হইয়াছিল, সে আত্মহত্যা করিয়াছে। শিশুপুত্র অপহরণ করার পর হইতে তিনবার পুলিস তাহার জবানবন্দী লইয়াছিল। ডাঃ বাওন ৫০ হাজার ডলার লিণ্ডবার্গের পুত্র অপহরণ-কারীদের এজেণ্ট মারফত প্রদান করিলে ভায়োলেট সার্পের (মৃত পরিচারিকা) ভগিনী তাহার চারি দিবস পরই বিলাত যাত্রা করিয়াছিল। পুলিস এই মর্ম্মে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিসকে জানাইয়াছে যে, পরিচারিকার উক্ত ভগিনীর সহিত যেন তাহারা অবিলম্বে দেখা করে।

লিণ্ডবার্গের পুত্র অপহরণকারীদের খোঁজ করিবার জন্য কর্ণেল সাঙ্কফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিচারিকার আত্মহত্যায় তাঁহাই প্রতীয়মান হয় যে, অপহরণ সম্পর্কে সেও জড়িত ছিল।

পুলিশের সহিত গ্রামবাসীদের সঙ্ঘর্ষ

৩৪ জন গ্রামবাসী গ্রেফতার

হাতরাসের এক সংবাদে প্রকাশ, কতি-পয় কনষ্টেবল সহিত একটি পুলিস বাহি-নী নামক [illegible] একটি গ্রামে পুলিস একটি কর্ম[illegible] বাজারে বাধা দেয় এবং [illegible] ছিনিয়া লয়। অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবকের মধ্য হইতে মাত্র ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রামবাসিগণ নাকি মৃত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। উহাদের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে কয়েকজন পুলিস সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। অবিলম্বে অতিরিক্ত সেনা-বাহিনী ত্রাসিয়া পৌঁছে অবস্থা অবশ্যে আয়ত্বাধীনে আসে। এতৎসম্পর্কে ৩৪ জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা

প্রণয়ী দ্বারা স্বামীর প্রাণনাশ

সিলেটের ৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, পাঠালীপাম চা বাগানের ভগমনি নাম্নী জনৈকা কুলী রমণী ও রাঙ্গা গোয়ালাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (নরহত্যা) অনুসারে পুলিস অভিযুক্ত করিয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, রাঙ্গা গোয়ালা ভগমনির উপপতি ছিল এবং রাঙ্গাকে লইয়া ভগমনি পলাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার বৃদ্ধ স্বামী বালী ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। একদিন ভগমনি দেখিতে পায় যে, তাহার স্বামী নেশা-করিয়া খুব মাতাল হইয়াছে। সেই সময় সে তাহার উপপতি রাঙ্গাকে ডাকিয়া আনে এবং কুড়াল দ্বারা তাহার স্বামীকে হত্যা করিতে বলে। রাঙ্গাও প্রণয়িনীর কথা অনুযায়ী বৃদ্ধ বালীকে হত্যা করিয়া প্রণয়ের কণ্টক দূর করে।

স্ত্রীকে আনিতে গিয়া কলহ

শ্যালকের তীরে ভাই খুন

পুরুলিয়া, ১৩ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ইচ্ছাগড় থানার এলাকাধীন কাঁমাদী গ্রামের ভিভু গোপ, তাহার ভ্রাতা ভোকা গোপ, তাহাদের খুড়া ঝাঁটাদ গোপ এবং অপর একজন খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। মানভূম-সদরপুরের দায়রা জজের এজলাসে এই মামলার বিচার শেষ হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ এই ছিল যে, ভিভুর ভগ্নী জলেশ্বরীর সঙ্গে ভাইসি গোপের বিবাহ হয়। গত কার্ত্তিক মাসে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। তাহার ফলে স্ত্রী স্বামীর বাড়ী হইতে ভাহার ভ্রাতার বাড়ীতে চলিয়া আসে। ইহার ৪ মাস পরে ভাগ্ন তাহার ভ্রাতা দুর্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীকে আনিতে যায়। স্ত্রী স্বামী-গৃহে যাইতে অস্বীকৃত হয়। তাহার ভাইও ভগ্নীকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। এই ব্যাপার লইয়া কলহ ঘটে। ফলে ভিভু দুইটি তীর ছোঁড়ে। একটি তীর দুর্জ্জনের গায়ে বিদ্ধ হওয়াতে সে মারা যায়। অপর তীরটি ভাগ্নর গায়ে বিদ্ধ হওয়াতে তাহাকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকিতে হয়। ভিভুর প্রতি ৫ বৎসর এবং ভোকার প্রতি ১৫ বৎসরের জেলের [illegible] হইয়াছে। ও দুইজন [illegible]

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট আবার বন্দী

আবিসিনিয়া রাজ্যে গোলযোগ

আদ্দিস আবাবা, ১৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া রাজ্যের সিংহাসনচ্যুত সম্রাট লিজায়াস্থ গত ৯ই জুন তারিখে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং দুর্ব্বধিগম্য গহ্বরাম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আবার বন্দী করা হইয়াছে।

গত ৯ই জুন আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পলায়ন করিলে পর, বর্ত্তমান সম্রাট তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সিপাই-শান্ত্রী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এতৎসম্বন্ধে গহ্বরাম রাজ্যের অধীনস্থ রাজাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ, পলায়িত সম্রাটের গ্রেফ্‌তারের সংবাদ সত্য নহে; এখনও তিনি গহ্বরাম রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগের দুর্গম জঙ্গলে রহিয়াছেন।

গোলটেবিলের পরামর্শ পরিষদ

আগষ্ট মাসে পুনরায় বৈঠক

সিমলা, ১৯ই জুন সংবাদে প্রকাশ, পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় পরামর্শ পরি-ষদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্বন্ধে ভারত-সচিব যে উত্তর প্রদান করেন, তৎসম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে কমিটির পুনরধি-[illegible]

পুরুলিয়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড

১৫০৲ টাকার জন্য খুন

পুরুলিয়া, ১৩ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, চাস থানার রাণীচাকা গ্রামের যোগেন্দ্র দে'কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, যোগেন্দ্র গত বৃহস্পতিবার জিনিষপত্র বিক্রয় করার জন্য চাকর নিয়া হাটে যায়। তিনি হাটের পর অজ্ঞাতের সহিত ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময় কয়জন ডাকাত মধ্যপথে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। যোগেন্দ্র দৌড়াইতে চেষ্টা না করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী নদীর দিকে অগ্রসর হয়; সেই সময় ডাকাতেরা তাহাকে বর্শাদ্বারা আহত করিতেই তিনি পড়িয়া যান। তখন ডাকাতেরা তাঁহাকে আবার টাঙ্গী দিয়া আঘাত করে। ফলে তিনি তৎ-ক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আক্রমণকারীরা তাঁহার নিকট যে ১৫০৲ টাকা ছিল, তাহা লইয়া পলায়ন করে।

বিষ খাওয়াইয়া প্রাণনাশ

আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

রংপুর ১০ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, মিঠাপুকুর থানার এলাকাধীন পুলহাটী গ্রামের কিয়াদ্দীন নামক একব্যক্তি বিষ খাওয়াইয়া গ্রামের আল্লাবক্স নামক এক ব্যক্তির প্রাণনাশ করার জন্য অভিযুক্ত হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া-ছেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন পথে আসামী চিড়ার সহিত আর্সেনিক মিশাইয়া তাহার প্রাণনাশ করে। অভিযোগে বলা হয় যে, মৃতের স্ত্রীর সহিত আসামীর অবৈধ সংসর্গ ছিল। সুতরাং তাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় দিয়া পথের কাটা দূর করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

বিলাতে বেকার বিপ্লব

পুলিসের সহিত সঘর্ষ

লণ্ডন, ১৯ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনের বেকার অঞ্চলে বেকারে ও পুলিসে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষে পুলি-সের একজন ইন্‌স্পেক্টর আহত হইয়াছে। অনেক কনষ্টেবলও অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। বেকারেরা শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথে বাহির হইয়াছিল। দুইদিন ধরিয়া বেকারদিগের এই আন্দোলন চলে। পুলিস তাহাদিগকে ক্রমাগত বাধা প্রদান করে। লণ্ডনের ডেপ্টফোর্ড অঞ্চলেই এই বেকার-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে।

বি, সেনের
মোক্তারী কলেজ
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার
(১২২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত)

প্রতি বৎসর শতকরা ৮০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছেন। দুইজন অভিজ্ঞ উকীল প্রতিদিন মূল আইনের বহিঃস্থ আদালতের কার্য্যকলাপ অত্যন্ত যত্নের সহিত শিক্ষা দেন। সাপ্তাহিক পরীক্ষা গৃহীত হয়। অন্য চার্জ্জ নাই; মাসিক বেতন ৫৲ টাকা মাত্র।

বিভূতিভূষণ সেন বি-এল,
প্রসন্নকুমার দাস বি-এল।

বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেফতার

লক্ষ্ণৌতে ইংরেজ

লক্ষ্ণৌ, ১৪ই জুনে সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ শহরের [illegible] নীবাগ নামক স্থানে কর্ত্তার সিং [illegible] রামসাগর নামক দুইজন লোককে গ্রেফতার করিয়াছে। প্রকাশ যে, তাহাদের নিকট একটি ৫মরা রিভলভার এবং একটি হাওয়ার বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। কোন সূত্রে পুলিশ খবর পায় যে, দুইজন বিপ্লবী শহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা কোম্পানী-বাগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চক কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সৈয়দ হোসেন এবং সাব ইনস্পেক্টর নারায়ণ সিং একদল কনেষ্টবলসহ ঘটনাস্থলে গমন করেন। কর্ত্তার সিংহ খ্রিষ্টিয়ের অধিবাসী এবং রামসাগর কানপুরের দয়ানন্দ এ্যাংলো-বেদিক কলেজের ছাত্র।

খাজনার দায়ে শতাধিক পরি-বারের সম্পত্তি নীলাম

সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সত্যাগ্রহ

ধারোয়াড়, ১০ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ধারোয়াড় জিলার সিদ্ধাপুর তালুকে পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী শতাধিক পরিবারের সম্পত্তি ক্রোক করেন। উহারা খাজনা দেয় নাই। খাজনা আদায়ের জন্য সে সকল সম্পত্তি নীলমে বিক্রয় করা হইয়াছে। এই সব নীলমে কেনা সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য একণে ক্রেতাদের বাটীর সম্মুখে সত্যাগ্রহ চলিতেছে এবং ফলে কয়েকটা সম্পত্তি নাকি ইতিমধ্যেই ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

জনমত

মোস্‌লেম ভারতের ভবিষ্যত

প্রাণভরা মুক্ত ব্যাকুলতা নিয়ে আমি যখন শান্তির তরে চারদিকে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও নিরাশহারা হচ্ছিলুম, যখন অশান্তি ও নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার পোড়া হৃদয় জর্জ্জরিত হচ্ছিল, তখন এক শুভক্ষণে কুমিল্লা নিবাসী ধর্ম্মবীর ও স্বজাতি-হিতৈষী মৌলবী হাজী আবদুল আজিজ (অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) সাহেবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করলুম! আমার তাপিত-তৃষ্ণার্ত্ত নির্ব্বীর হৃদয় উহার স্বভাব-সরল গুণে স্নিগ্ধ, ধীর, স্থির, সঞ্জীবিত ও প্রকৃতিস্থ হলো।

মনে করলুম—পথ পেয়েছি: এখন তপশ্চরণ করে এ নশ্বর জীবনটাকে কাটিয়ে দেব—খাঁখত নিখুত শান্তির তরে। কিন্তু পরক্ষণেই মুসলমান সমাজের দুরবস্থা দেখে প্রাণ কেঁদে উঠল। দুঃখের সহিত ব্যস্ততা এসে আমার হৃদয়টিকে দলিত, মথিত, ব্যথিত ও চঞ্চল করে তুললো। তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্পস্থ ঘটে গেল। ইসলাম ও মোসলেমের পুনরুদ্ধার হেতু সঙ্কল্প করলুম,—নিঃর কালের কঠোর কটাক্ষকে উপেক্ষা করে সমবয়স্ক তরুণ যুবকদের নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সোৎসাহে সানন্দে নিজের পরম ছিড়ে কাঁচা কলিজার গরম খুনের রঙ্গীন ফোয়ারা বহায়ে দিয়ে ইসলামের মরস্যর্গে শোণিত তর্পণ করব, আর আদুরে শিশুর মতই অভিমান ভরে আমার কাছ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব আবার কেড়ে নিয়ে আসব।

যে স্বধামন্ত্রী কল্পনা একদিন আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে চঞ্চল বেগে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত করতো, আজ সেই সাধের কল্পনা-প্রসূত সঙ্কল্প ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হতে চললো। মুস্লিম তরুণের দল উচ্চ রাজপথ, সুন্দরী স্ত্রী, দুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ সুখভোগ ও মান-যশের তীব্র আকাঙ্খা বুকে নিয়ে জীবন-পথ ঠেলে চলছে। তারা আমায় মুক্তিহীন কারণ দেখিয়ে বিদায় দেয়। সমাজ চুলোয় যাক, তাতে তাদের যেন কিছুই আসে যায় না!

বুঝতে পারলুম, তারা প্রতীচ্যের অনুকরণে ভোগ-সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা শ্বেতাঙ্গের গুণ—স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি টেনে নিতে পারলে না। পরিণত বয়স্কদের নিকট গেলে, তা'রা আমায় নৈরাশ্যের অন্ধতম গভীর গুহার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। তাই বুঝি, দেশমান্য আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এক বক্তৃতায় বলেছিলেন,—"যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে আমি ইস্‌লাম গ্রহণ করব; কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণ করি না এই আশঙ্কায়,—দেখিতেছি ভারতীয় মুসলমান যেরূপ দ্রুতগতিতে অধঃপতনের দিকে চলেছে, যদি আমি মুসলমান হই তবে না জানি আমিও তাহাদের মত অধঃপতিত হইয়া পড়ি!" তবে কথা এই,—পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে পারে ইমানের বলে। কিন্তু মোমেন কোথায়? [illegible] আল্লার বাণী,—"যদি তোমরা মোমেন হও, তা'হলে তোমাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব।"

ইসলাম গ্রহণ করে বুঝতে পারলুম, আমার নব-জীবন লাভ হয়েছে, আমি জীবন-পথের এক তরুণ যাত্রী। ভাবের উন্নাদনায় কত না-জানা মোহিনী আশা, সোনালী স্বপ্নের কত অচেনা সোহাগী নেশা সহ-ফোটা বসন্তা গোলাবের মতই টকটকে সৌন্দর্য্য নিয়ে আমার দেল-বাগিচায় চতুর্দ্দিক বেহুন করে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু দুঃখ, এই বঙ্গীয় মুসলমানের জল-সিঞ্চনের অভাবে উহা অকালে নষ্ট হলো। বহু দিন পর আজ একবার দেলটা খুব করে পর্য্য-বেক্ষণ করে দেখলুম, উহার পরতে পরতে আছে শুধু ঐ আশা-নেশার একটা ক্ষীণস্মৃতি, একটা তীব্র-মধুর বেদনার অস্পষ্ট অনুভূতি।

সমাজের আজ কি ভীষণ অবস্থা! কতকগুলি লোক নেতার সাজে আসরে নেমে অবোধ শিশুর মত কাড়াকাড়ি করে সমাজটাকে ছিড়ে-ছুড়ে ভাগবাটোয়ারা করে ফেলেছে! উহাদের ভিতর যদি একটী লোক প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী হ'ত, তা'হলে এরূপ অবস্থা থাকত না। ল সমাজেরই চালক একজন, কিন্তু মুসলমান সমাজের চালক বহু। প্রবল হিন্দু জাতির ভয়ে কোন কোন নেতা বলেন, "ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য যাহাতে চিরস্থায়িত্ব লাভ করতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক মুসলমানের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত; কেননা ইংরাজ-গণ দেশ ছাড়িয়া গেলে প্রবল হিন্দুজাতি দুর্ব্বল মুসলমান জাতিকে পিষিয়া মারিবে, এমন্ কি বৌদ্ধদিগের মত একদম নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে।" মোর্ণাফেক মুসলমানের মনে হিন্দুজাতির প্রতি কি উদ্ভট রকমের ভয়! শাস্ত্রে আছে, "যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ভয় করে, সে মুসলমান নহে।" ঐ ভীতিটা আর কিছুই নহে, উহা তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন অন্তরের অনৈসর্গিক ভাবেরই মূর্ত্ত বিকাশ।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে, তাহা ভবিষ্যতের সেই মহা-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাষ মাত্র। প্রতিবেশী হিন্দুরা এসব কথা ভাল-রূপ বুঝতে পারছেন এবং তা'রা সে সময়ের আবশ্যক অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করার নিমিত্ত এখন হইতে সকল দিক দিয়ে উপযুক্ত ও প্রস্তুত হয়ে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় করছেন। মুসলমানগণ এ বিষয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। নেতা-দের দৃষ্টিও সীমাবদ্ধ এবং আপাতমধুর প্রপঞ্চে সম্মোহিত। যে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য পৃথিবীময় সাড়া পড়েছে, প্রতিবেশীরা যে জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করছেন, তাহা বুঝিবে আর কি বল্‌ব,—তাহা যদি কঠোর বাস্তবরূপে একদিন আত্মপ্রকাশ করে বসে, সে অবস্থায় মুসলমানের উপায় কি হবে? কিম্বা ইংরাজগণ যদি হঠাৎ এদেশ ছেড়ে চলে যান, তখনই বা মুসলমানের কি উপায় হবে? এ বিষয় ভাববার লোক মুসলমান সমাজে নিতান্তই অল্প সংখ্যক।

তাই বলি, মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আপনারা যদি মোমেন হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করতে পারবেন। আপনারা ইস্‌লামের পুনরুদ্ধার কার্য্যে প্রাণপণ করুন। জীবনের রাজকোষে তিলতম অভিজ্ঞতার রাজকর যোগাতে না পারলে জীবন কাহারও কপালে জয়টীকা একে দেয় না—এ-কথা সকলেরই বিশেষ কোরে স্মরণ রাখা উচিত।

—শামসুদ্দীন আহমদ
(ভূতপূর্ব্ব—গণেশ চন্দ্র ভৌমিক

আপনি যদি চিরকাল স্বাস্থ্য ও আনন্দ উপভোগ করিতে চান,
তাহা হইলে অতুলনীয় স্বাস্থ্যকর ঔষধ
এ্যামিকো টনিক
ব্যবহার করুন। ধাতুক্ষয়, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ, অঙ্গের কীণতার এবং হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার জন্য ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

এ্যামিকো-টনিক—সকল প্রকারের হৃতন-পুরাতন ধাতুক্ষয় রোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তারল্য, অধিকতর স্বপ্নদোষ এবং মাথাব্যথা, হৃৎকম্প, মন ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা' স্মৃতিশক্তি কম হওয়া ক্ষুধামান্দ্য, ভুলভ্রান্তি প্রভৃতি এই সব রোগের উপসর্গগুলিকে কএক-দিনের ব্যবহারে চিরস্থায়ী ভাবে দূর করিয়া দেয়।

এ্যামিকো-টনিক—শরীরের কীণতা এবং মন ও মস্তিষ্কের সাধারণ দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া দেয়, কয়েক দিনের ব্যবহারে শরীরে শক্তি এবং শোণিতে উৎকর্ষ সাধন করে, ইহাতে নূতন শোণিতের সৃষ্টি হয়, পেশী ও স্নায়ুগুলি সুদৃঢ় হয়, বর্ণ লাল হইতে থাকে এবং সমস্ত শরীরে যৌবনের স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়।

এ্যামিকো-টনিক—'যাঁহারা' অধিক শারীরিক শ্রম করেন, মস্তিষ্ক চালনার জন্য যাঁহারা শিরোরোগে কষ্ট পান, যাঁহাদের গা আড়া-মোড়া করিতে থাকে, মাথা ঘোরে, ঘুম হয়না, সামান্য পরিশ্রমেই যাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের জন্য সুসাপ্য উপহার।

এ্যামিকো-টনিক—স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, সকলের জন্য সমান উপকারী। যে সব স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বা শ্বেতপ্রদরের দোষ আছে অথবা দুর্ব্বলতার জন্য মাহাদের রক্ত কম হইয়া যায়, তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা প্রসবের পরবর্ত্তী সমস্ত দোষ-দুর্ব্বলতা দূর হইয়া শীঘ্রই শরীরে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়।

এ্যামিকো-টনিক—জ্বর, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ ভোগের জন্য যে দুর্ব্বলতা—ইহা ব্যবহারে দূর হইয়া শরীরকে শীঘ্রই শক্তিবান করিয়া তোলে।

ইহা সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়। ইহাকে সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতাদের ঔষধ বলিয়া ভ্রম করিবেন না। এই মহোপকারী ঔষধটী এমিকো-ওয়ার্কস কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

মূল্য প্রতি শিশি (৩২ ধোরাক) ১৷৷ এক টাকা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—আমিন এণ্ড ইসমাইল
বিলাতী ঔষধ বিক্রেতা—(সোল-এজেণ্টস্)
৭৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহরম উপহার

উর্দ্দু তরজমা সহ বঙ্গানুবাদ কোরান শরিফ বড় সাইজ ১০৲ স্থলে ৯৲, ঐ ১নং মাঝারী সাইজ ৮৲ স্থলে ৭৲, ঐ ২নং রয়েল সাইজ ৭৲ স্থলে ৬৷০, বঙ্গানুবাদ আমপারা ।৵০ স্থলে ।০, বঙ্গানুবাদ মোতবা ৵০ স্থলে ৵১০, নেজামক্কিন আওলিয়া ।০ স্থলে ৷৵০, আরব আমিয়া ৵০ স্থলে ৵৫, কতুহুশাম ১৷০ স্থলে ১৷৵, ফতুহুল মেছের ৷৵০ স্থলে ।০, মেফতাহল ইসলাম ।৵০ স্থলে ৷৵০, গোলজারে মোমেনিন ।৵০ স্থলে ।০, বিধায় ৵০ স্থলে ৵১০।

কলিকাতার ছাপা মতন কোরান শরিফ

রাশি কাগজ ১৷৵০ স্থলে ১৲, রাশি চামড়া ১৷৷০ স্থলে ১৷৷০, জালি ১৷৷০৵০ স্থলে ১৷৷০৵০, মাঝারী ২৲ স্থলে ১৷০, ৩০ পর্দ্দি ২৷০ স্থলে ১৷৷০, ১নং সুপার রয়েল ৪৲ স্থলে ৩৷৷০, ২নং সুপার রয়েল ৩৷৷০৵০ ৩৲, ৩নং সুপার রয়েল ৩৷০ স্থলে ২৷৷০৵০, ব্যর মাসের খোংবা ৵০ স্থলে ৵৫।

মোহাম্মদ নকিবউদ্দীন খাঁ,
আল্‌তাফী বুক এজেন্সী—৩৩, বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

ইসলামিয়া লোহার আড়ৎ

(ফোন নং—P. K. 974.)

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মাণী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, টেউটিন, প্লেনসিট

পাটি, গরাদে, বল্‌ট ও নু আমদানী করিয়া থাকি। ঢালাই পিলার, রেলিং অর্ডার, যেমন ওয়াটার পাইপ ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত নিকিমূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি।

সালাহ উদ্দীন এণ্ড কোং
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা। (গুদাম শালিমার)
হেড অফিস—ইটালী, কলিকাতা।

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় কোন রোগে ভুগিতেছেন?
তবে অবিলম্বে
ডাঃ টীনের সেক্স-ডিলাইট
ব্যবহার করুন।
যাহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এতদ্ভ গাঁহারা সংবাস সুখে বঞ্চিত, যাহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বাহে বসিয়া কোথ দিলে শুক্র সুতার ন্যায় শুক্ত নির্গত হয় এবং সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাহাদের পুরুষাঙ্গ কুলুম শিথিল হইয়া পড়ায় যাহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম অথবা সহবাসের পূর্ব্বেই যাহাদের বীর্য্য স্খলন হইয়া যায় এবং এজন্য যাহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য; ইহা সেবনে বহুদিন পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক্ত হয়। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় ক্ষমতা দান করে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲, ৩ শিশি ৫৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

—জনাব পীর-সাহেবের অভিমত—

আমি অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ডাঃ টীন যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১। সেক্স-ডিলাইট—গুলি ঔষধ ধাতু সম্বন্ধীয় রোগে আশ্চর্য্য ফল দিতেছে।

২। পাইরিনা—ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও লীভার সম্পৃক্ত জ্বর এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্বরে আশ্চর্য্য ফল দর্শাইতেছে, এমন কি জ্বরের জন্য ব্যবহার করিয়া অন্যরোগে হইতে শান্তি পাইয়াছি। ৩। ভার্শো—দন্তরোগে বিশেষ ফল দিতেছে। ৪। বিউটিসিন—মুখের পক্ষে অতি ফলপ্রদ মলম।

স্বাক্ষর—মোহাম্মদ আবুবকর।

প্রাপ্তিস্থান—দি ক্লোব্ড ফেডারেটেড ফার্মেসী
১১ নং মাণ্ডেভিল ষ্টীট, কলিকাতা।

ডাঃ এ, এল, এণ্ড কোংর আশ্চর্য্য আবিষ্কার
বাধকামৃত বটিকা

সর্ব্ববিধ বাধক, রজঃকষ্ট, প্রদর, এক মাসে দুই তিন বার ঋতু হওয়া বা একবারে দুই তিন মাস বন্ধ থাকা, এবং তদানুসঙ্গিক উপসর্গ যথা:—তলপেটে অসহ্য বেদনা, হাত, পা, চক্ষু, জ্বালা করা, অগ্নিমান্দ্য, গা গুমি বমি কমা, শরীর রক্ত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ জুটীয়া রোগীণীর খাস্থ্য ও যৌবন চিরতরে নষ্ট করিয়া দেয়। এই প্রকার জীবন্মৃত যাবতীয় ব্যাধির একমাত্র প্রতিকার আমাদের "বাধকামৃত বটিকা"। ব্যাধি যতই জটীল হউক, ৭ দিন সেবনেই উপশম বোধ করিবেন সন্দেহ নাই। ৭ দিনের ভ্যালুএল ফাইল ১৷০ মাত্র, ১৪ দিনের ২৷০ টাকা, ২১ দিনের (পূর্ণ আরোগ্য লাভের) ৩৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ডাঃ এ, এল, এণ্ড কোং,
বাধকামৃত বটীকা কার্য্যালয়, বরফা, পোঃ বেড়ুা, পাবনা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
—অক্ষুণ্ণস্বত্ব—
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্-এ, এফ-সি-এস, (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
কলিকাতা আফিস—শ্যামবাজার, কলিকাতা (ষ্টীম ট্রামের রাস্তার উপর)
চট্টগ্রাম আফিস—আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি-পত্রাদি সাধনাঔষধালয় গোপাল রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ-সিন্দুর)—(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্যপ্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগ নাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন-প্রাশ, সের ৩৲ টাকা—উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশ-লোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথানীতি প্রস্তুত। বল, কাশি, হৃদ্রি, যক্ষ্মা, ধ্বজরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা-নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টির মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্র-সঞ্জীবন, সের ১৬৲ টাকা—ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রস্থানতা স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক ঔষধ,

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ু রোগ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ; ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৪০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

বিফলে ৫০০৲ টাকা দণ্ড দিব
ধবল ও শ্বেতকুষ্ঠ চিকিৎসা

যেরূপ চাকে উৎকট লাল, কালো, তামাটে বর্ণযুক্ত চাকা চাকা দাগ, মুখ-মণ্ডল শোথযুক্ত, মর্ম্ম ও সন্ধিস্থান স্ফীত, ভীষণ দাহ, রক্ত দূষণের সুলক্ষণ, ১৭ প্রকার অনুপান বৈলক্ষণ্য, শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শজ্ঞান লোপ, গাত্রে পীড়িকা, চক্ষুতেজঃ হ্রাস, নখ ও নখাগ্র ভগ্ন, সূচিবৎ যন্ত্রণা, অবসন্নের স্থান স্থানে অসাড় হইয়া যাওয়া, হাত ও পায়ের পাতার বৈদ্যুত শক্তি স্পর্শের ন্যায় বোধ হওয়া, পায়ের তলায় কড়া, নাকিকায় ভিতর মাংস ভাঙ্গিয়া রক্ত পড়া, হঠাৎ মূর্চ্ছা, কুষ্ঠের সূত্রপাত, দেহের কোন অংশে ক্ষত আরম্ভ হওয়া, গলাধিরিয়া বা গণ্ডমালা প্রভৃতি রক্ত প্রদোষের লক্ষণ দেখা হইয়া থাকিলে আমাদের ঔষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ফিকেল ৫০০৲ টাকা দণ্ড দিব। মূল্য বিচার বিহিন পথে ১৯৲ টাকা স্থলে ১২৲ টাকা ও নিয়মবদ্ধ পথে ৮৲ স্থলে ৫৷০ টাকা। অনিয়ম হইলে পূর্ণে নূতন লইয়া পরীক্ষা করুন।

রতি-বিলাস ঃ—ইহা সেবনে নিত্য রতিক্রিয়া করিলেও অবসাদ আসে না; অতি বৃদ্ধেরও যৌবনের অভিনব আনন্দে মনপ্রাণ মত্ত হয়। কামমত্ত কামিনীর দর্প নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয়; কামিনীর প্রিয়পাত্র হইবার ইচ্ছা থাকিলে সত্বর অর্ডার দিন। মূল্য—১৪ দিন ২৲, একমাস ৩৲ টাকা। এক মাসের ঔষধ লইলে বিনামূল্যে প্রলেপ দেওয়া হয়।

জীবরস ঃ—অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার পেটের পীড়ায় চমৎকার ঔষধ দর্শে; মূল্য ১০০ বটী ১৷০।

সালিখা কুষ্ঠাশ্রম—
কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী বাচস্পতি,
৪ নং হরগুজ রোড, সালিখা, হাওড়া।

স্বর্ণমণ্ডিত
ধাতুপুষ্টি সালসা
গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্ট্রিকৃত

এই সালসার এত অ দর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেব্যবীর্য। অনেক বড় বড় ডাক্তারের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি। যদি গর্ম্মি, পারা বা পুঁজ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল, কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করতঃ ধাতুদৌর্ব্বল্য, প্রমেহ মেহ, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতুরোগ আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ৩ শিশি ২৷৷০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। ইহার গুণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে আমাদের ঠিকানা—জৌধুরী ফার্ম্মেসী, ৩৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার ইউ, কে, দত্ত ফিজিসিয়ান এণ্ড সার্জেন এফ ও-এস (লণ্ডন)
এল-আর-সি পি (এডিনবরা) এল-এফ-পি-এস (গ্লাসগো) এম-এম-আর এইচ (ডবলিন) মেট হেডিকেল ক্লার্ক এণ্ড সুপার-ই-টেণ্ডেণ্ট অফিসার ইন্ চার্জ-অফ-এডোর্ড-স্টোরনিটি ষ্ট্রাণ্ড লাইট-ইন হসপিটাল (ডবলিন) কৃত—
গুপ্ত ধন সালসা

পারানোশক, সর্ব্ব পীড়হারক ও বলকারক শরীরের উপাদানজনিত ও পারদজনিত বিষ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করে, দূষিত রক্তকে অতি অল্প দিনেই পরিষ্কার করিয়া শরীরকে বলবান করে। পারদ কিম্বা উপদংশ হইয়া যাহাদের হস্তে ও পদতলে কাল দাগ বাহির হয় এবং পারার নানা প্রকার ঘা, গর্ম্মির ঘা, মাউথ ওয়াশ, মালী ঘা শোথ, ঘোস-পাঁচড়া, চুলকণা, দুসকুড়ি ও সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, পুরাতন বাত, পেটেব্যথা, গ্রন্থিরক দুর্ব্বলতা ও ফুলা ইত্যাদি এই সালসা আরোগ্য হয়। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট সালসা ভারতের আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার উপকারিতা ও গুণ দেখিলে শক্তি মাত্রকেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০, মাশুল ।৵০ আনা। ৩ শিশি ৪৷০, মাশুলাদি ৸৵০ আনা। নমুনা ৸০, মাশুল ।০ আনা।

এস, বসাক এণ্ড সন্স
১৯, নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

Printed and published by Munshi Md. Shukur Ali. at the Hanafi Machine Press, Calcutta.

নারী-নিগ্রহ

—•(০)•—

সংগঠনী হিন্দু-সমাজের পাণ্ডারা আবার নূতন করিয়া দেশের চারিদিকে নারী-রক্ষার চীৎকার উত্থাপন করিয়াছে এবং এই উপলক্ষে তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মুসলমান সমাজের যথেচ্ছভাবে গালি-বর্ষণ করিয়া ঝাল মিটাইবারও প্রয়াস পাইতেছে।

এর কথা, গত কয় বৎসর ধরিয়া নানা স্থানে নারী হরণ ব্যাপারের ব "প্রাবল্য" দেখা যাইতেছে, তজ্জন্য নাকি মুসলমানেরাই বেশীর ভাগ দায়ী; কারণ নারী-হরণকারী ওণ্ডারদলের অধিকাংশই নাকি মুসলমান এবং এই ওণ্ডারা নাকি নানারূপে ভয় মুসলমানদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

সমাজ-হিসাবে মুসলমানদের প্রতি অরোপিত সংগঠনী হিন্দুদের এই সব উক্তি যে অসত্য দৃষ্টান্তরই পরিচায়ক, তাহা না বলিলেও চলে। মুসলমানদের মধ্যে ওণ্ডা বদমায়েশ নাই, একথা আমরা বলিতে চাইনা। কিন্তু এ-কথাও ঠাক নহে যে, দেশে যতগুলি নারী-হরণ ও নারী-নির্য্যাতনের ব্যাপার গত কয় বৎসর হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগই মুসলমান ওণ্ডাদের কীর্ত্তি। নারী-রক্ষা সমিতির মুখপত্র সংঘোগী "সঞ্জীবনী" নারী-হরণ ও নির্য্যাতনের যে তালিকা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরা তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, নারী-হরণ-কারী মুসলমান ওণ্ডার তুলনায় হিন্দু ওণ্ডার সংখ্যা আদৌ কম নয়; বরং অনেক স্থলে হিন্দু ওণ্ডাদের মধ্যে এমন সব ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে যে, বাস্তবিকই তাহা কিছুতেই উপেক্ষনীয় হইতে পারে না।

"সঞ্জীবনীর" পুরাণো ফাইল যদি এক্ষণে আমাদের সাম্নে উপস্থিত থাকিত, তবে নিজেদের উক্তির সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া আমরা দেখাইয়া দিতাম যে, হিন্দু-সমাজ এই ব্যাপারে সকল দায়িত্ব যে মুসলমানদের স্কন্ধানে চাপাইবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহা প্রকৃতই কত ভ্রান্ত। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সাম্নে গত ২রা আষাঢ় (১৩৩৯) তারিখের "সঞ্জীবনী" খানা উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং ইহা হইতেই আমরা আমাদের উক্তির কতকটা প্রমাণ দিবার প্রয়াস পাইতেছি। এই সংখ্যায় নারী-হরণ ও নারী-নির্য্যাতন সম্পর্কীত মোট ১০টি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই সংবাদগুলির মধ্যে মাত্র ৩টার আসামী মুসলমান, ৫টির আসামী হিন্দু ও বাকা ২টির আসামীদের জাতি সম্বন্ধে সংবাদে কোন কিছুই উল্লেখ নাই। যে তিনটী মামলার আসামীরা মুসলমান, তন্মধ্যে একটি মামলা হইতেছে চট্টগ্রামের মিলিটারী পুলিশের মামলা। কাজেই ন্যায়-নীতির দিক দিয়া এই মামলার আসামী-গণকে মুসলমান বলিয়া না ধরাই উচিত। যে পাচটি মামলার আসামীরা হিন্দু, তন্মধ্যে একজন আসামী সমাজের উচ্চ-স্তরের লোক ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অপর আসামী এক মন্দিরের সেবায়েত পুরোহিত। এই পুরোহিত শূকর আবার ৬ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া সাজা পাইয়াছে।

সুতরাং ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, নারী-হরণ ও নির্য্যাতনের ব্যাপারে সংগঠনী হিন্দুরা যে ষোলআনা দায়িত্ব মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাইয়া মুসলমান সমাজটাকে ওণ্ডা-গুণ্ডার সমাজ বলিয়া প্রমান করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহা বাস্তবিকই কি মিথ্যা নয়? তারপর একটা কথাও এই ব্যাপারে ভাবিবার আছে। মুসলমান সমাজের যেসব লোক নারী-হরণ প্রভৃতি পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই অপরাধ-প্রবণ নিম্নজাতীয় লোক। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজের নারী-হরণকারী গুণ্ডাদের মধ্যে সামন্ত রাজের নৃপতি (প্রমান—ইন্দোর, নাভা) ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য (প্রমান—স্বরাজী নেতা গোসাই-নন্দন) হইতে শুরু করিয়া বি-এল উপাধিধারী সনাম্ভ উকীল (প্রমান-গাইবান্ধার পরিমল হরণের আসামী ও টাঙ্গাইলের আপোষে মিটমাট মামলার আসামী), মন্দিরের সেবায়েত (বড় প্রমান তারকেশ্বরের গদিস্থিত মোহান্ত-মহারাজ) ও অনেক সনাম্ভ নেতাকে (প্রমান নিরীর গুরুকুল বিধবাশ্রমের মামলা ও কলিকাতার রমনাথ আশ্রমের মামলা) পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে তারপর সুন্দরী যুবতি-নিগ্রহের অপরাধ অপেক্ষা বালিকা ধর্ষণ যে অধিকতর অস্বাভাবিক পাপ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এই শেষোক্ত জাতীয় অস্বাভাবিক পাপ যে হিন্দু সমাজেরই বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ দেখা যায়, উপরোল্লিখিত বালিকা-ধর্ষণকারী পুরোহিত-পুঙ্গবের মামলা ছাড়াও, ইতিপূর্ব্বে বহু মামলায় তাহার প্রমান পাওয়া গিয়াছে এবং সপ্রসময়ে আমরা তদ্বিষয়ে আলোচনাও করিয়াছি।

এসব আজ্ঞমান প্রমান চোখের সাম্নে মজুদ থাকা সত্ত্বেও, সংগঠনী হিন্দু-সমাজ মুখের জোরে মুসলমানদিগকেই ওণ্ডা-গুণ্ডার জাতি বলিয়া প্রমাণ করিবার দুষ্ট প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে! আমরা পূর্ব্বেই বহুবার বলিয়াছি যে, ওণ্ডা-গুণ্ডা কোনও জাতি-বিশেষের বৈশিষ্ট্য হইতে পারেনা—একপ অপরাধপ্রবণ লোক (criminal) সকল সমাজেই রহিয়াছে এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য যতদূর সম্ভব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, নারী-হরণ ও ধর্ষণ ব্যাপারের ষোলআনা দায়িত্ব কেবলমাত্র ওণ্ডাদের ঘাড়ে না চাপাইয়া, অপর পক্ষের অর্থাৎ অপগুণ্ডা-ধর্ষিতা নারীর সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। নারীরা সকলেই যে সতী-সাধ্বী নয়, কলিকাতার বাজারের ত্রিশ হাজার বারবনিতাই (ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার হিন্দু) তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। সুতরাং কোনও হিন্দু-নারী, হিন্দু অথবা মুসলমান ওণ্ডাদের কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেই সকল দোষ ওণ্ডাদের ঘাড়ে না চাপাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত যে, যে চরিত্রদোষের ফলে হিন্দুনারীর প্রায় ত্রিশ হাজার মেয়ে আসিয়া একমাত্র কলিকাতার পথের পাপে জন্ম-যৌবনের বেসাতি খুলিয়া বসিয়াছে, সেই চরিত্র-দোষের কোন প্রভাব অপহৃতা নারীর দুষ্কৃতাগের কারণ কিনা।

দুঃখের বিষয়, আমাদের হিন্দু বন্ধুগণ এ-সব কথা ভাবিয়া দেখা আদৌ প্রয়োজন মনে করেননা এবং নিজেদের ঘরের সকল গলদের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের প্রতি অন্যায়ভাবে গালি বর্ষণ করিয়াই তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, একপভাবে পরকে গালাগালি করিলেই অবস্থার প্রতিকার হইবে না। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, পণ-প্রথা, পুরুষের সহিত নারীর অবাধ মিলামিশা ও বেপর্দ্দা ভাব—হিন্দু-সমাজের এই সব বৈশিষ্ট্য নারী-হরণ ও ধর্ষণ ব্যাপারে কোন অংশে দায়ী কিনা, তাহাও যাচাই করিয়া দেখা উচিত এবং পরকে গালি দিবার আগে সমাজের সর্ব্ব প্রকার দোষ-ত্রুটির সংশোধনেই তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, হিন্দু-সমাজের নেতৃবর্গ একভাবে ঘর-সামলানের ব্যবস্থা করিয়াই "নারী-রক্ষার" অভিযানে অগ্রসর হইবেন।

ভারত ও মিসর

—•—

মিসর-প্রবাসী হিন্দু-সন্তান মিঃ টি, ডি, চাংলানী মহাশয় বোম্বাই দরবার সংবাদ ওমিয়া কায়রো হইতে লিখিয়াছেন,—

"আমি এখন মুসলমানদের দেশে বাস করি। এখানে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য সামাজিক ও রাজনীতিক্ষেত্রে সকলের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় বাধা জন্মে না। আমার মিসরী বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষ কি পাগল হইয়া গিয়াছে; ভারতবাসী-দের কি বিচার-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে?"

মিঃ চাংলানীর এই উক্তি যে ব্যথিত ভারত-সন্তানের দারুন মর্ম্ম বেদনারই প্রতীক, তাহা তাঁহার প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে! "মুসলমানদের দেশ" মিসরে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য সামাজিক ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সকলের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় কোন বাধাই উপস্থিত হয় না; অথচ—"হিন্দুর দেশ" হিন্দুস্থান একণ বাধার কণ্টক দেশময় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে—এ পার্থক্য কেন, মিঃ চাংলানীর কথায়ই তাহার উত্তর পাওয়া যায়। মিসর "মুসলমানের দেশ" আর ভারত "হিন্দুর দেশ" (হিন্দু-প্রধান দেশ) এই যে বিরাট পার্থক্য দুইটী দেশে বিদ্যমান, মিঃ চাংলানীর মিসরীয় বন্ধুগণ যদি তাহা জানিতেন, তবে ভারতবাসীর আজিকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা আদৌ বিস্ময় প্রকাশ করিতেন না।

বিশেষতঃ "হিন্দুর দেশ" ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলেও হিন্দু-জাতির সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার শত-শত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে হিন্দু-আর্য্যরা ভারতে আসিয়া এখানকার পূর্ব্বতন বাসিন্দা অনার্য্যগণের প্রতি যে-সব অমানুষিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং অনার্য্যদের বংশধরগণকে শূদ্র-পারিয়া বানাইয়া আজ পর্য্যন্তও দেশের সর্ব্বত্র যে বর্ব্বর জুলুমের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, "মুসলমানের দেশ" মিসরের লোকের কাছে একণ বর্ব্বরতা প্রকৃতই কল্পনারও অতীত! তারপর আর্য্যরা এদেশে স্থায়ী-ভাবে বসবাস স্থাপনের পর, পরশুরামের যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে যে ধ্বংসকর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কিম্বা পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্য্যের জমানায় বৌদ্ধদিগকে নির্ম্মূল করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুরা যে পৈশাচিক আচরণের পরিচয় দিয়াছিল, "হিন্দুস্থানের" প্রাচীন ইতিহাসের এই সব সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতার কথাও "মুসলমানের দেশ" মিসরের লোকেরা নিশ্চয়ই অবগত নহেন। সুতরাং মিঃ চাংলানীর মিসরীয় মুসলমান বন্ধুরা যে ভারতের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ দেখিয়া ভারতবাসীকে "পাগল" আখ্যায় আখ্যায়িত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই!

কিন্তু আমরা জানি, যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আজ ভারতে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা এখানে আদৌ নূতন নয়; এই বিরোধের বীজ বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের হিন্দু-জাতি উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের রক্তের সহিত বহন করিয়া আসিতেছে। যে ঘৃণিত মেণ্টালিটী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রাচীন যাযা-হিন্দুরা অনার্য্যদের প্রতি পাশবিক বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান করতঃ অবশেষে তাহাদিগকে শূদ্রের মর্য্যাদা দিয়া চিরকালের জন্য গণ্ডর অধম করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিল, যে ঘৃণিত মানসিকতা কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া একদিন পরশুরাম কুঠার-হস্তে ভারত-ক্ষেত্র নিঃক্ষত্রিয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন এবং যে মানসিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যরা একদিন বৌদ্ধদিগকে নিঃশেষে ভারত হইতে মেস্‌মার করিয়া দিয়াছিল, সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষদুষ্ট মানসিকতাই আজিকার মুল্লে-মালবা, পরমানন্দ-রামানন্দ হইতে শুরু করিয়া কানাই বলাই পর্য্যন্ত অধিকাংশ হিন্দুর মনে বিশেষভাবে ক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া হিন্দু-প্রধান ভারত ও মোস্‌লেম-প্রধান মিসরের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

এই পার্থক্যের সীমারেখা কি মুছিয়া দেওয়া যায় না? যাহাতে মোস্‌লেম-প্রধান মিসরের মতই হিন্দু-প্রধান ভারতও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্য কোন উপায় কি করা যায়না?—এই প্রশ্নের উত্তরে আপাততঃ হতাশায় নীরব থাকা ছাড়া আর কোন পথই আমরা দেখিতে পাইতেছিনা। কারণ, অন্তরের দিক দিয়া যতদিন পর্য্যন্ত ভারত "হিন্দুস্থান" হইয়াই থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তনের আশাই করা যাইতে পারেনা। পরিবর্ত্তন মাত্র সেদিনই সম্ভবপর হইবে, যেদিন ভারতীয় হিন্দু-সমাজ তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মনু, পরশুরাম ও শঙ্করের মানসিকতাকে সসম্মানে দূরে সরাইয়া দিয়া আসিয়া আজিকার প্রতিবেশী মোস্‌লেম-সন্তান শকী-শওকতের মতই উদার ও পরমত-সহিষ্ণু মানসিকতা এখিয়ার করিতে পারিবেন।

হতভাগ্য ভারতে একণ শুভ দিন সত্যই কোন দিন আসিবে কি?

দেশ-বিদেশের সংবাদ

ডগলাস হত্যার মামলা

আসামীর বিচার আরম্ভ

মেদিনীপুর, ১১ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, স্পেশাল ট্রাইবুনালের শুনানী আরম্ভ হইলে ডগলাস হত্যার মামলায় অভিযুক্ত আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে মোট চারিটি অভিযোগ গঠিত হয়।

(১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সহিত ১২০ (খ) ধারার পাঠ অনুসারে প্রথম অভিযোগ (২) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সহিত ৩৪ ধারার পাঠ অনুসারে দ্বিতীয় অভিযোগ।

(২) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সহিত ১১৪ ধারার পাঠ অনুসারে তৃতীয় অভিযোগ।

এবং (৪) অস্ত্র আইনের ১২ (চ) ধারানুসারে চতুর্থ অভিযোগ গঠিত হয়।

প্রথম অভিযোগমতে পরলোকগত মিঃ ডগলাসকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও সহযোগিতা করিবার সম্পর্কে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। একটি ছয়ঘরা গুলী ভরা রিভলভার, চারিটি অতিরিক্ত তাজা কার্ত্তুজ বিনাপাশে রাখার অভিযোগে চতুর্থ অভিযোগটি গঠন করা হইয়াছে।

অভিযোগ গঠনের পর উহা আসামীকে পড়িয়া শুনান হয় এবং উহার বিষয় বিশেষ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সকল অভিযোগ সম্বন্ধেই আসামী আপনাকে নির্দ্দোষ বলে। মামলা চলিতেছে।

নিখিল-বঙ্গ মোসলেম কনফারেন্স

কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশন

২৫শে ও ২৬শে জুন, শনি ও রবিবার

বাঙলার মোসলেম সমাজের সামনে ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার প্রাক্কালে বর্ত্তমানে যে জটীল রাজনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে জাতির পক্ষ হইতে সম্মিলিত দাবী দাওয়ার সবল প্রতিধ্বনি উত্থাপন করা অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাই, আমরা আগামী ২৫শে ও ২৬শে জুন তারিখে বেঙ্গল মোসলেম কন্‌ফারেন্সের এক বিশেষ অধিবেশন কলিকাতা টাউন-হলে আহ্বান করার মনস্থ করিয়াছি। বিশ্ব-কবি স্যার মোহাম্মদ ইকবালকে প্রস্তাবিত সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া দাওয়াৎ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, মফঃস্বলের প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আঞ্জুমানাদির প্রতি-নিধিগণ ডেলিগেট রূপে দলে দলে এই সভায় যোগদান করিয়া সম্মিলনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিবেন। ডেলিগেট ফী নির্দ্ধারিত হইয়াছে মাত্র দুই টাকা করিয়া। পূর্ব্বে সংবাদ দিলে ডেলিগেটদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমুদয় সংবাদ জ্ঞাপন করা হইবে।

বিনীত—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী,
সভাপতি অভ্যর্থনা সমিতি, বেঙ্গল মোসলেম কন্‌ফারেন্স আফিস, ৮ নং জেকারিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সেনাদলের সহিত বিপ্লবী দের লড়াই

কাপ্তেন ও ২জন বিপ্লবী নিহত

চট্টগ্রাম, ১৫ই জুনের এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সূত্রে খবর পাইয়া গত ১৩ই জুন সোমবার রাত্রিতে কাপ্তেন ক্যামেরণ অল্প কয়েকজন সেনার একটি দল লইয়া পটিয়াস্থ সেনানিবাসের শিবির হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর দিকবর্ত্তী ধলঘাট গ্রামের নবীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে হানা দেয়।

ঐ বাড়ীর মেঠো কোঠার উপর তলায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা ছিল। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে, একজন সশস্ত্র বিপ্লবী একজন হাবিলদারকে ধাক্কা দিয়া সিড়িতে হটাইয়া দেয় এবং কাপ্তেন ক্যামেরণকে গুলী করিয়া নিহত করে। পলায়ন করিতে থাকিলে ওখী সেনারা উক্ত বিপ্লবীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

ঐ বাড়ীটি সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাখিয়া হাবিলদার ঘাটিথাতে ছুটিয়া আসে এবং একটি নূতন কামানসহ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেনাদল ভোর পর্য্যন্ত বাড়ীর উপর গুলির বারিষে থাকে। ইতাবসরে রাত্রি দ্বিপ্রহরে শহরে খবর পৌঁছিলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মেজর গর্ডন একদল সেনাসহ ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করেন এবং ভোরবেলা তথায় পৌঁছেন।

বাড়ীর নীচতলা হইতে দুইটি স্ত্রীলোক এবং একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। উপরের ঘরে নির্ম্মল চন্দ্র সেনকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় যে দুইজন প্রধান আসামী ফেরারী ছিল, সে তাহাদের মধ্যে একজন।

কাপ্তেন ক্যামেরণের হত্যাকারীকে এখনও সনাক্ত করা যায় নাই। তাহার নিকট দুইটি রিভলভার ছিল। একটি রিভলভার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর হইতে ক্রীটর খোঁজ মিলিতেছিল না। মিঃ গার্লীককে যে ধরণের রিভলভার দ্বারা হত্যা করা হইয়াছিল, অপর রিভলভারটি সেই ধরণের।

কাপ্তেন ক্যামেরণের মৃতদেহ চট্টগ্রামে আনয়ন করা হয় এবং সামরিক সম্মান-সহকারে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

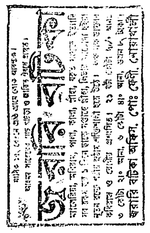

স্ত্রীর মুখভার

আর দেখতে হবে না; আমাদের বহু পরীক্ষিত "দন্তশান্তি" ব্যবহার করুন। বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় দুই দিনে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন দাদ, কোচদাদ, হরদাদ, মহিষাদাদ, হাজা, পাকুই, খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা নাই। আজন্মকালের ছাতাপড়া দাদও ২।১ বার ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ৷৵০, তিন কৌটা ।৵০, ডজন মাশুল সহ ২৷৵০ আনা মাত্র।

ক্ষত-শান্তি

এই তৈল যাবহারে ঘা, ফোড়া, পচা ঘা, বাগীর ঘা, ভগন্দর, পৃষ্ঠাঘাত, কাকবেড়ে, অণ্ডকোষ চুলকনা ঘা ক্ষত, আগুন লাগা, জ্বালা লাগা, হস্ত, পদ, মস্তক ও দাঁড়ীর ক্ষ রোগে এই তৈল সোদাতালার অনুগ্রহে আশ্চর্য্য উপকার করে। মূল্য ±তি শিশি মাশুল সহ ১৷৵০। কেবল মাত্র পাঠাইবার খরচ বাবত ৷৵০ ছয় আনার ডাক টিকিট খামের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইলে বিনামূল্যে এক শিশি নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হয়।

খোশ-পাঁচড়ার মলম

বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় ৩ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য; অনারোগ্যে মূল্য ফেরত। মূল্য প্রতি কৌটা ১০ টিন কৌটা ।৵০ আনা; ডজন মাশুল সহ ২৷০ আনা মাত্র।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—

ছা'দত ফার্ম্মেসী—পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

এস্, আহমদ আলী সাহেবের

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ। তিন দিন সেবনে উপশম ও দুই সপ্তাহ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্যাদি বড় কৌটা ১৷৵০ মাত্র ও ছোট কৌটা ৸০ আনা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ষোলসুধা কার্য্যালয়, ১১নং ফুলবাড়িয়া রোড,
পোঃ রমনা—ঢাকা।

LIFE TIME GUARANTEE
World's Greatest

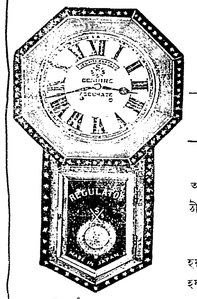

WELAITI CLOCK CO.
GENUINE
Accurate

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৷০, ১০ ইঞ্চি ডায়েল ২২৷০

মফস্বলে অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫্ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম-ঠীকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

অন্যান্য সমস্ত ঘড়ির ৫ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

লিমটন ওয়াচ কোং,
১৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোষ্টবক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH CO.
145 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

আনন্দ সংবাদ

বেহেশ্‌তের সোপান—ইহাতে আছে কি? আছে নামাজীর পুরস্কার, বেনামাজীর দণ্ড, পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য-কথা। আর আছে, বিমাতার, শ্বশুরের ও শরাবখোর প্রভৃতি পাপীষ্ঠ লোকের পরিণাম ফল। আরও আরও আছে, নবুয়ের মাহাত্ম্য, কবিরা গোণাহ ও কুফরী কালামের ধারা এবং বেহেশ্‌ত ও দোজখের বর্ণনা; তারপর কি কি কাজ করিলে কবর আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, মরণের পর মানবের আত্মা কোথায় থাকে, কোন্ কোন্ লোক কি কি ভাবে পুল-ছেরাৎ পার হইবা কোন্ কোন্ বেহেশ্‌তে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, এরূপ বহু পারলৌকিক তত্ত্বকথাও এই পুস্তকে পাইবেন; কোন্ কোন্ দোষা পাঠ করিলে এবং কি কি কাজ করিলে মানি, ধনী ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে এবং কোন্ কোন্‌টার দ্বারায় কুষ্ঠরোগ ও রোগমুক্ত হইতে পারা যায়, এরূপ বহুবিধ বিষয়ও ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক নর-নারীর ইহার একখানা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা সরল বাঙলা ভাষায় কোরাণ ও হাদিস অনুযায়ে লিখিত ও ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; দাম ১৲ টাকা মাত্র।

কাছাছুল কোরান—ইহাতে কোরান বিশুদ্ধ রূপে পাঠ করিবার যাবতীয় কাওয়ায়েদ ও মসলাদি বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিজে নিজেই ছহি কোরান পাঠ বা কেরাত শিখিয়া কারী হইতে পারা যায়। প্রত্যেক কোরান পাঠার্থীর পক্ষে এই পুস্তকখানি পাঠ করা আবশ্যক। দাম ৷৷০ আনা মাত্র, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ---কারী এম, এ, জব্বার,
বাঁশগাড়ী নূর হাউস, পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

পল্লীর কথা

গাইবান্ধা মহকুমায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ

গত বৎসর হইতে রংপুরের গাইবান্ধা মহকুমায় যে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী নৃত্য করিতেছে, সংবাদপত্র পাঠকগণ সকলেই জানেন। গত বৎসর হাফ ছাড়িয়া যেমন সময় মোর বন্যা আসিয়া দিয় মুছিয়া লইয়া যায়। জনসাধারণ মাথায় হাত দিয়া নিজের ঘরের করগেট টীন ও রূপা বিক্রয় করিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছে; এখন আর তাহাদের কোনই উপায় নাই। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে মাত্র কয়েক হাজার টাকার টেষ্ট-রিলিফ ওয়ার্ক করাইয়া শ্রমিক মুহুর-দিগকে বাচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে উহাও বন্ধ থাকায় মহুরদের কষ্ট চরমে উঠিয়াছে। তাহারা ৩৪ দিন পরও এক সন্ধ্যার আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ফিচ্ছ মাস হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষানও কেহই লইতেছে না। কৃষকদের কষ্টও চরমে উঠিয়াছে, তাহাদের বো-বেচির পরণে কাপড় নাই, রোগীর পথ্য পর্য্যন্ত জুটিতেছে না। এজন্য সরকার বাহাদুর ও রংপুর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমীপে নিবেদন,—অগৌণে কৃষিঋণ ও রিলিফের বন্দোবস্ত না করিলে দেশবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। আমি দেশীয় রিলিফ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মহোদয়গণের নিকটও আবেদন জানাই-তেছি — তাঁহারা দয়া করিয়া এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে একবার উপস্থিত হইয়া সকলের কষ্ট নিজ চোখে দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন।

বিনীত—গিয়াস উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেণ্ট চণ্ডীপুর নওজোয়ান রিলিফ কমিটী
পুর্বনগর, রংপুর।

সিলহেট গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাসা

সিলহেট গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাসাকে নিউ-স্কীম মাদ্রাসায় পরিণত করার জন্য প্রোফেসার মিঃ আবু লায়েস সাহেব ও আর কতিপয় লোক সম্প্রতি বিশেষভাবে চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া আমরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। কারণ নিউ-স্কীম মাদ্রাসার অভাব বর্ত্তমানে দেশে আদৌ নাই এবং প্রকৃত আলেম তৈরী করিতে হইলে ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা ব্যতীত কিছুতেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারেনা। যাহা হউক, আনন্দের বিষয়, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর আবু সঈদ আবদুন্নাহ এম-এ সাহেব এই ব্যাপারে নিউ-স্কীমপন্থীদের প্রচেষ্টার অনিষ্টকারিতার বিষয় কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা উপযুক্ত সময়েই করিয়াছেন। খান বাহাদুর সাহেবের এই সাধু প্রচেষ্টা দোষীয়া বিরুদ্ধবাদীদল হইতে নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার আয়োজনও হইয়াছে। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ কাহারও কথায় এই প্রাচীন ওল্ডস্কীম মাদ্রাসায় হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইবেন না।

বিনীত—এম, আবদুল হক এম-এম।

ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য

ঘুর্ণিবাত্যায় খাদেমুল ইনসান সমিতির কার্য্য

খান বাহাদুর মৌলবী আলীমুজ্জমান চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং রায় বাহাদুর এস, সি, বোস ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট (ফরিদ পুর), খাদেমুল ইন্‌সান সমিতিকে হাজীগঞ্জ অঞ্চলে ঘূর্ণীবাত্যায় বিপন্নদের সাহায্যার্থে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রিলিফ ফণ্ড হইতে ৪০০৲ চারি শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। হাজীগঞ্জ খাদেমুল ইন্‌সান সমিতি এবং কেন্দ্রীয় খাদেমুল ইন্‌সান সমিতি এক-যোগে হাজীগঞ্জ, হরিরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রথম হইতে ঘূর্ণীবাত্যায় বিপন্নদের সেবা ও সাহায্য কার্য্য যথারীতি চালাইয়া আসি-তেছে। মৌঃ মোঃ ওসমান গণি, অফিসার-ইনচার্জ, খাদেমুল ইন্‌সান রিলিফ ক্যাম্প (সেক্রেটারী, হাজীগঞ্জ খাদেমুল ইন্‌সান সমিতি) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ১০০৲ এক শত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাকী ৩০০৲ তিন শত টাকাও উক্ত বিপন্নদের সাহায্যের জন্য অচিরেই পাইবেন।

বৈদ্যন আবদুর রব, সেক্রেটারী,
কেন্দ্রীয় খাদেমুল ইনসান সমিতি।

আবুজহাটী ইউনিয়ন মোসলেম সমিতি

উদীয়মান কর্ম্মী ও বক্তা মৌলবী আলীনুর ইসলাম সিরাজী সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় হুগলী-বর্দ্ধমান জেলার প্রায় চল্লিশখানা গ্রাম লইয়া "আবুজহাটী ইউনিয়ন মোসলেম সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির বয়স ৬ মাস হইতে চলিল। ৩৮ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে ২১শে চৈত্র পর্য্যন্ত সমিতির মৌজুদ তহবিল ২৩৯৷৵১৫ দাড়াইয়াছে।

গৃহস্থের মুষ্টির চাউল ও কিছু কিছু টাকা, নূতন ফসলের সময় ফসল, কোরবানীর চামড়ার টাকা ও ফেংরার পয়সা তিন অংশের এক অংশ সমিতিতে গৃহীত হইবে, বাকি দান খয়রাত চলিবে ও বিবাহ সংক্রান্ত পয়সাদির দ্বারা বয়স্থল-মালের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। গত ৬ মাসের ধান মৌজুদ আছে ৭০০/ মণ; তাহা হইতে ১০০/ মণ স্থানীয় দরিদ্র হিন্দুদিগকে বিনা সুদে সাহায্য করা হইয়াছে। জন সাধারণের সহায়তায় সমিতি দিন দিনই আরো উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

বিনীত—মোহাম্মদ আইয়ুব, সেক্রেটারী।

ইসলাম গ্রহণ

(১) জিলা দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও টাউনে গত ৪ঠা বৈশাখ রবিবার কোরবানী ঈদের নামাজের মাঠে জনৈক পশ্চিমা হিন্দু (ছেদিয়া কুর্ম্মি পিতা মৃত কাত্তিক কুর্ম্মি) স্ব-ইচ্ছায় আমার নিকট পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মোসলমানী নাম আবদুল্লাহ রাখা হইয়াছে।

(২) মংকুমা ঠাকুরগাঁও টাউনের জুমা মসজিদে গত ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার বাদ নামাজ জনৈক হিন্দু স্ত্রীলোক (শ্রীমতি রমুয়া পিতা ধনামশহর) স্ব-ইচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মোসলমানী নাম রহিমা বানু রাখা হইয়াছে। পরদিন স্থানীয় কসিমদ্দিন খলিফার সহিত তাহার নেকাহ্ হইয়াছে। খোদাতা'লা তাহার ঈমান কায়েম রাখুন।

রিপোর্টার—কাজী আবদুল খালেক,
ম্যানেজ মেম্বিয়ার, ঠাকুরগাঁও।

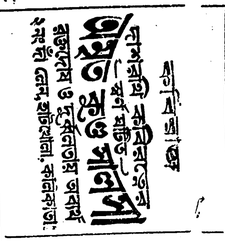

রেজেষ্ট্রীকৃত চিহ্ন মার্কা

শূলমুক্ত

অম্লপিত্ত, পিত্ত-শূল, যকৃৎশূল, অগ্নিমান্দ্য ও যাবতীয় দুরারোগ্য শূলবেদনার একমাত্র মহৌষধ। ইহা সেবনে এ ভয়ানক রোগীর কঠিন রোগ-যন্ত্রণা হইতে আশ্চর্য্য লাভ করতঃ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন। অনারোগ্যে মূল্য ফেরৎ। সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক। মূল্য ১৲ আনা। সোল এজেণ্ট—

ডাঃ এ, রহমান
রহমানীয়া ফার্ম্মেসী, পোঃ কেণ্ডা, নোয়াখালী

পদ্মমধু Seller's Lotus Honey

চক্ষুরোগে আসল পদ্মমধুই একমাত্র শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। সাবধান সস্তার ভুলে কুহকে নকল লইবেন না আসলের জন্য সেলাস বলিয়া চাহিবেন। ইহাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশেষ বিবরণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

স্মিথ ষ্টেনিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা

সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় সর্ব্বজন সমাদৃত অতুলনীয় গ্রন্থ

১। গুলিস্তার গল্প ১৲
২। সাদীর কালাম ।৵০

৪৭নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ হানাকী বুক এজেন্সীতে বা ৯১ নং আপার সারকুলার রোড, মোহাম্মদী বুক এজেন্সীতে প্রাপ্তব্য।

বিনামূল্যে

জলকষ্ট—ত্রিপুরেশ্বর রাজভবনে জনৈক জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর প্রদত্ত। যে কোন জটিল রোগীর হতাশে একমাত্র ভরসা। বহুরোগে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত রোগের নামসহ পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তি ভাণ্ডার (পানিহাটী) পোঃ আউটসিগবাদ, (শ্রীহট্ট)।

ডাঃ চৌধুরীর

গণো-মিক্‌শ্চার

৭ দিনে গণোরিয়া আরোগ্য

গণোরিয়া বা বিংশতি প্রকার মেহ ও প্রমেহ নূতন ও পুরাতন যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদায়ক পীড়া হউক না কেন এক মাত্রা। আমাদের গণো-মিক্‌শ্চার সেবনে সমস্ত কষ্ট শান্তি করিয়া দিবে এবং ৭ দিন সেবনে সম্পূর্ণরূপে চির জীবনের জন্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী,
৩৩৯ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিনামূল্যে—

রেজেষ্ট্রীকৃত দাদের ঔষধে সকল রকম দাদ ও পাঁচড়া ৩ দিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য প্রতি প্যাক ৵০, তিন ডজন ১৷৵০ আনা, ডোস ৷৷০। ।৵০ আনা মাশুলে ৬ ডজন ও ।০ আনা মাশুলে এক গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। বিক্রেতাগণ লিখিলে নমুনা পাঠান হয়।

বি, গোপ্পি এণ্ড কোং
বেনারস সিটি, (কাশী)।

দৈব আদুলী

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত। ৩টী ঔষধ পুরিয়া দিয়া থাকি। ধারণে সমস্ত রোগ এক সপ্তাহে উপসম, দুই সপ্তাহে, একেবারে নীরোগ করে। আর ১টি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। একটি সুতায় করিয়া কোমরে দারণ করিলে যে কোন অবস্থায় হউক শুক্রকে খলে নাশে ১টির দাম ১৲; ২টির দাম ২৲। এক সঙ্গে ৪টি লইলে দাম ৩৷০ আনা। ডাক মাশুল ।০ আনা, মোট ৪৷০ আনা।

মুনশী ফজের খাঁ—
পোঃ আমুলবাড়িয়া, জেলা নদীয়া।

এম, এ, টি, সাহেবের রেজেষ্টারী করা

"বোরাক মার্কা ঘৃত"

যাবতীয় ক্ষতনাশক মহৌষধ!

ইহার বিশেষ গুণ এই যে, নিয়মিত ব্যবহারে দুরারোগ্য ক্ষত, কোট দহল আপনা হইতে পাকিয়া ফাটিয়া অতি অল্প সময়ে নির্দ্দোষ হইয়া যায়। মূল্য প্রতি শিশি ৬৲, ।০ আনা, পাইকারী দর স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

ম্যানেজার—'বোরাক ঔষধালয়'
টোকবাজার, পোঃ উলুয়ারা, ঢাকা।

মহরম উপহার

বাঙ্গলা নেশকাত শরিফ ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে ২৷০ স্থলে ২।০, কোরআনের দোয়া ও আমালিয়াত ৪ খণ্ড একত্রে ১৷০ স্থলে ১।০, আল্লার নাম মাহাত্ম্য ৵১০ স্থলে ৵৹, বন্দাহুবাদ পাজেতুরা ৸০ স্থলে ৷৵০, বন্দাহুবাদ দোয়াগঞ্জল আরশ ও দরুদ আকবর ৸০ স্থলে ৷৵, মসলা-বিধান ৸০ স্থলে ৷৵০, হাসির তোড়া ৸০ স্থলে ৷৵০, বিধবার মুক্তি ৸০ স্থলে ৷৵০, পথের দেবা ১।০ স্থলে ৸০ আনা।

মীনার কোম্পানী -৩৩।৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

সভা-সমিতি

সৈয়দপুর—রংপুর

গত ২৪শে মার্চ মঙ্গলবার জেলা রংপুরের সৈদপুর দারুল-উলুম প্রাঙ্গনে এক বিরাট ধর্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২ সহস্রের অধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রংপুরের সুযোগ্য সমাজ হিতৈষী ধর্ম-প্রাণ জজ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নানা বিষয়ে বক্তৃতা হইবার পর শ্রদ্ধাস্পদ জজ সাহেব তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত ভাষায় এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় মুসলমানের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য, ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা ও শিল্পের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

—রিপোর্টার।

বোড়াগাড়ী—রংপুর

বিগত ২৭শে শুক্রবার সোনারায় আহ্‌মান মোয়াইল ইসলামের নেতৃত্বে ও স্থানীয় জমিদার জনাব এনায়েতুল্লা চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে বোড়াগাড়ী বন্দরে এক বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় হজ-বিলের তীব্র প্রতিবাদ পূর্ব্বক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—রিপোর্টার।

খোপদাহ—খুলনা

গত ২২শে মে রবিবার খুলনা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নে খোপদাহ গ্রামে স্থানীয় ডাঃ আবদুল বারি সাহেবের সভাপতিত্বে এক প্রজা-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রজা ১০০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। মৌঃ রজিবউদ্দীন তরফদার সাহেব প্রজাগণের উপর জমিদারের জুলুম, ঋণ-মুক্তি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সংবাদপত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে তিন ঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

রিপোর্টার—আবদুল হামিদ।

ঘরসাপাড়া—ময়মনসিংহ

গত ১৯ শে মে বৃহস্পতিবার দিন মক্তবের ছেলেদের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে ধানীখোলা মাদ্রাসার হেড মাষ্টার মৌঃ মোহাম্মদ গোলাম আকবর সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ছেলেদের আবৃত্তি ও রচনা ইত্যাদি পরিসমাপ্তির পর আবুল মনসুর সহর আলী সাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ রচনা পাঠ করেন। তৎপর রাত্রি ১২ টায় সভাপতি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

—রিপোর্টার।

চরপাড়া—ময়মনসিংহ

গত ৫ই জুন রবিবার দিন ধানীখোলা চরপাড়া মক্তব প্রাঙ্গণে ধানীখোলা হাপানিয়া নিবাসী খলিলপুর হাইস্কুলের হেড মৌলবী খন্দকার বৌলবী মোহাম্মদ আজগর আলী সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বেলা অপরাহ্ন ৩টা হইতে সভাপতি সাহেব স্বয়ং ও ধানীখোলা ঘরসাপাড়া নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব ও হাপানীয়া ঘরসাপাড়া এম-পি মক্তবের হেড পণ্ডিত ডাক্তার মোহাম্মদ ইছমাইল সাহেব শিক্ষা, একতা, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও বর্ত্তমান কৃষকগণের আর্থিক দুরবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সুদীর্ঘ ৩ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত জন সাধারণকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা ও সাবলম্বনের দিকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

রিপোর্টার—মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী।

চিঠি পত্র

কলিকাতা মাদ্রাসার হেড মৌলভী

জনাব সম্পাদক সাহেব,

বঙ্গীয় জমিয়তে-ওলামার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি আপনার কাগজে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন,—

"ওলামায় ইসলামিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট যে কলিকাতা মাদ্রাসার বিপুল ব্যয়ভার এ যাবৎ বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে হিন্দুস্থানী উলামাগণের দ্বারা উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে আরবি, পার্শী প্রভৃতি ধর্ম্ম ভাষাগুলির শিক্ষা দানের প্রয়াস পাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বাঙলার ছাত্রগণ এতকাল ঐ সকল ভাষায় তাহাদের সহপাঠী হিন্দুস্থানী ছাত্রগণের তুলনায় খুব কমই বুৎপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। এ-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে অনেকবার অনুরোধ করা হইয়াছে যে, এই মাদ্রাসাতে যাহাতে বাঙলার ও বাংলা ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা বাংলা ভাষার সাহায্যে আরবি, ফার্সি প্রভৃতি ধর্ম্ম-ভাষাগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় ছাত্রগণের এই করুণ আবেদনে গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কর্ণপাত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে আমরা জানিলাম যে, কলিকাতা মাদ্রাসার হেড মোদাররেস্ মাননীয় মৌলা সফি উল্লাহ সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার স্থলে সত্বরই একজন উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা হইবে। অতএব আমরা আশা করি, বঙ্গদেশীয় একজন উপযুক্ত মওলানা সাহেবকে এই সুযোগে গবর্ণমেণ্ট উক্ত পদে নিযুক্ত করিবারই ব্যবস্থা করিবেন। কারণ, তাহা হইলে বাঙালী ছাত্রগণের চির-অসুবিধার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে।"

—সেক্রেটারী, জমিয়তে-ওলামা।

আঞ্জমনে হক্কানী উর্দ্দুস্কুল কমিটী

বঙ্গীয় জমিয়তে-ওলামার পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত পত্রখানি মানিকতলাস্থিত আঞ্জমনে-হক্কানী উর্দ্দু-স্কুল কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে;—

"জনাব সেক্রেটারী সাহেব! আমরা বহুদিন হইতে আপনাদের পীর সাহেবের (আজানগাছীর পীর-সাহেব) কতিপয় কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া আসিতেছি। আমরা ইচ্ছা করি, যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে পীর নামে খ্যাত এবং নায়েবে-নবী ও অরাছাতোল-আম্বিয়া বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ শরিয়ত অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক; যেহেতু তাঁহারাই সাধারণের পথ প্রদর্শক। কিন্তু আপনাদের পীর সাহেবের কোন কোন মছলায় আমাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার নিকট ঐ মছলা-গুলির সদুত্তর শুনিয়া আমাদের সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত করিয়া লইতে আমরা ইচ্ছা করি। পীর সাহেবের শিষ্য-মণ্ডলীকে আমাদের অনেক আলেম বহুবার আহ্বান করিয়াও তাহাদের নিকট কোন সদুত্তরই প্রাপ্ত হই নাই; এমন কি তাঁহারা প্রত্যেক স্থানেই মোনাজেরা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা কলিকাতায় মোনাজেরা করিতে রাজি আছেন। আপনারা কোন্ তারিখে কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে মোনাজেরা করিতে রাজি আছেন, তাহা জানাইয়া সুখী করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, মোনাজেরার সভায় আপনাদের পীর সাহেবের উপস্থিত থাকা দরকার। আমরা তাঁহার নিজ মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের সংশয় দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

জমিয়তে ওলামার পক্ষ হইতে—
সেক্রেটারী—আফজার উদ্দিন আহমদ।

বহু চিন্তা ও গবেষার ফল

প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করুন। ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাস মহলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে ও দেশের অমঙ্গলের নিম্নস্থ কারণ বুঝিতে সমর্থ হউন। **সৎকথা** ২০০ নিত্য দরকারী হাদিস; মূল্য ৵১০ আনা। একতা ও কোরবানী—দুই আনা। হিন্দু-ধর্ম্মে গো-জাতির স্থান ৵১০।

WHY I AccEPTED ISLAM by a distinguished Hindu Scholar of India neatly bound. Price As. 12; THE ISLAMIC FAITH with a delightful introduction by Dr. Sheldrake of London. Excellent get-up. Price As. 6 only.

এস, কে, হামিদিয়া—নওয়াপাড়া, যশোহর,

ইসলামীয়া আর্ট প্রেসের নূতন বই নূতন বই

সম্পূর্ণ কোরান শরিফের বঙ্গানুবাদক
সুবিখ্যাত মৌঃ আবদুল করিম সাহেব লিখিত

পদ্যে আমপারা

পবিত্র আমপারার অবশ্য পাঠ্য ছুরা সমূহ সুমধুর বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ বাস্তবিকই বঙ্গ-সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ। আবালবৃদ্ধ-বনিতা ইহার অমৃত রস পানে পরিতৃপ্ত হইবেন। সুন্দরভাবে এক পৃষ্ঠায় সরল পদ্যানুবাদ ও টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। "বাঙ্গলার গৃহে গৃহে প্রত্যেক মোসলেমের ইহা নিত্য পাঠ্য হউক।" সুন্দর ছাপা ও উত্তম কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৸০ বারো আনা মাত্র।

তাপসী রাবেয়া (৩য় সংস্করণ) ৸০ আনা,
নির্ঝর (সৈয়দ এমদাদ আলী কৃত) ৸০;

প্রাপ্তিস্থান—
ইসলামিয়া বুক এজেন্সী
১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

চিকিৎসা কল্পতরু বা

সহজ কবিরাজি, ডাক্তারী
ও
ইনজেকসন শিক্ষা

আপনি যদি সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই পুস্তকখানি খরিদ করুন। এই পুস্তকের সাহায্যে আর না হউক মাসে একশত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানা অতি সহজ ভাষায় গুরু শিষ্যের কথোপকথনে লিখিত। ইহাতে নাড়ীজ্ঞান, মূত্র, জিহ্বা, চক্ষু ও তাপমান যন্ত্রদ্বারা জ্বর পরীক্ষা এবং প্রত্যেক রোগের নিদান ও ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজী, ডাক্তারী এবং ইনজেকসন বাটীর মেয়েরাও অনায়াসে কবিরাজী ডাক্তারী এবং ইনজেকসন শিক্ষাকরিয়া সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা মাশুল ।০ আনা

ডাঃ সরদার ফকির আহমদ
বীরধাটী মেডিক্যাল হল পোঃ বিধারী
২৪ পরগণা

আবেরহয়াত

ক্লোজিষ্টাভ
অনুপান ভেদে—

মাত্র ছয় আনায় ৪০ প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

কলেরা, বেদনা, সূতিকা, আমাশয়, মেহ, কাসি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়। বিন্দু ও খুরাক দর্শনে আশু উপকারী। বা সঙ্গে রাখিলে অতি মুক্তি পাইতে পারিবেন। আবেরহয়াত সেবনে আল্লাহর ফজলে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ রোগী রোগ মুক্ত হইতেছেন; আপনিও এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ভিঃ, পিঃ, তিন শিশির কম পাঠান হয় না। তিন শিশির মূল্য ১৷ মাঃ ৷৵০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের দাওয়াখানায় নানাবিধ ফলপ্রদ হেকিমী ঔষধ ও কেশ তৈল বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুদ থাকে। এজেন্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—**এস, কে, হামিদিয়া**
নওয়াপাড়া, যশোহর।

পণ্ডিত এস শর্ম্মার
"ধবলের তৈল"

বিনা ক্লেশে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্যের সুবিদিত ও সুপরিক্ষিত ঔষধ। এক শিশিতে ২ টাকি স্থান আরোগ্য হয়। মূল্য সডাক ৪৷৹ টাকা।

দেশবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ভবন
২৬৮ হারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য ফেরৎ

জর্জ্জ মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপ্যাল আর, সেনগুপ্ত, এম-ডি (আমেরিকা) আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট-রেজিষ্ট্রীকৃত (১) **বার্থ-কন্‌ট্রোলার** ইচ্ছানুযায়ী গর্ভ সঞ্চার ও বন্ধ করিবার, (২) **হেল্‌থ-রেগুলেটার**, শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি; (৩) **ব্লাড-পিওরিফায়ার** ব্রণোদ্গিরণ, গন্ধীর ও বাঁশীর; (৪) **হাইড্রোসিল্-হেমার** বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও একসিরার; (৫) **ফিমেইল্-ফ্রেণ্ড** সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগের; (৬) **এজ্‌মা-এনিমি** হাপানীর; (৭) **ওয়ারম-এনিমি** বিনা জোলাপে কৃমি রোগের; (৮) **ডায়েবিটীস :কিওর** বহুমূত্রের; (৯) **আই-ষ্ট্রেথ** যাবতীয়চক্ষু- রোগের; (১০) **পাইলস্-কিওর** অর্শরোগের; (১১) **সেইফ-ডেলিভারি** সুপ্রসবের; (১২) **ডিস-পেপ্‌সিয়া-ক্ষিওর** অম্ল ও ভিস-পেপসিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ প্রায় ১৫০ বড়ি। ১২ টাকা মাত্র—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। **এজেন্টস্**—বি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সোল-এজেণ্ট—**ক্রেণ্ডস্ হোমিও হোম**, ৬৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, (হেদুয়ার পাড়), কলিকাতা। **এক আনার** "ডাক-টিকিট" পাঠাইলে বিবিধ সঙ্গীত, সঠিক ভাগ্য-গণনা, মূলভ-চিকিৎসা ও অর্থ-বিচার পুস্তক **বিনামূল্যে** পাঠান হয়।

দেশব্যাপী প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডব

ময়মনসিং, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণীবাত্যা

সর্বত্র বহুলোক হতাহত, ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ

ময়মনসিংহে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত্যা

বহু লোক হতাহত—জেলখানা বিধ্বস্ত

ময়মনসিংহের ১০ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ,—গুরুদিন বিকাল বেলা-প্রায় চারি ঘটিকার সময় ময়মনসিংহের জেল খানার উপর দিয়া একটি ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায়। ইহার ফলে জেলখানা ভাঙ্গিয়া পড়ায় কয়েকজন ওয়ার্ডার ও কয়েদী নিহত হইয়াছে; অনেকে জখম হইয়াছে এবং কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছে। জেলখানা শহর হইতে মাইল খানেক দূরে অবস্থিত। জেলে প্রায় ২২ শত কয়েদী এবং অন্তরীণ ছিল। জেলখানার প্রাচীরগুলি প্রায় সবই ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অধিকাংশ ছাদই ঝটিকাবেগে উড়িয়া গিয়াছে। পাকা দেওয়ালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চ্যাংড়া এবং লোহার কড়িকাঠগুলি ঝটিকাবেগে বহুদূরে নীত হইয়াছে। অনেকে গাইলাম [illegible] ধ্বংসস্তূপের নীচে আছে বলিয়া [illegible] উদ্ধার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আহত ব্যক্তিদিগকে টাউন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বহু গ্রাম বিধ্বস্ত

রেওনবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনের আন্দাজ দুই মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্রের অপর পার হইতে এই ঘূর্ণিবাত্যার উদ্ভব হয়। ঘূর্ণিবাত্যা মুক্তাপাড়া, বড়চর, শ্যামরামপুর, শ্রীকুলদী এবং দুলালেরচর বিধ্বস্ত করিয়া কল্যাণপুরে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে, তৎপর কল্যাণপুর, কিসমেত, খোগদোহার ও চরজৈন্দা ধ্বংস করিয়া ভেলাপাড়ার উপর আসে এবং জেলখানা, কাসারা ও গোয়ালবান্দা পর্যন্ত দক্ষিণদিকে যায়। এখানেই ঘূর্ণিবাত্যার চোট থামিয়া গিয়াছিল। এই ঘূর্ণিবাত্যা প্রায় ৯০ মাইল স্থান জুড়িয়া অগ্রসর হইয়াছিল।

আটটি টেলিগ্রাফের থাম ভগ্ন

রেল-লাইনের ধারে অর্দ্ধ মাইল পরিমিত স্থানের ৮টি টেলিগ্রাফের থাম ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়াছে। বেওনবাড়ীর উত্তর দিকবর্ত্তী গোয়ালবান্দী হইতেআরম্ভ করিয়া ৮ মাইল পরিমিত স্থানে ঘূর্ণিবাত্যার গতিপথে যাহা কিছু পতিত হইয়াছে, সবই ধ্বংশ হইয়াছে। ঘর বাড়ী, ছোট-বড় বৃক্ষ কিছুই নাই।

বহুলোক হতাহত

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ঝড়ের গতিপথে ৭ মাইল পরিমিত স্থান মোটর যোগে পরিভ্রমণ করেন। কিসমিত গ্রামে তিনি ছয়জন লোকের মৃতদেহ দেখিতে পান এবং বহু সংখ্যক আহত ব্যক্তিকে দেখেন। তিনি খবর পান যে, চরজৈন্দা গ্রামে দুই জন লোক নিহত হইয়াছে এবং ৩জন জখম হইয়াছে। ঝটিকা-বিধ্বস্ত গঙ্গার গ্রাম হইতে যে সব লোক আসিতেছে, তাহারা ১২।২০ জন লোকের মৃত্যুর খবর দিয়াছে এবং বলিতেছে যে, বহু সংখ্যক লোক গুরুতর জখম হইয়াছে, অনেকের খোঁজ মিলিতেছে না। শত শত গৃহপালিত পশু নিহত হইয়াছে কিংবা পঙ্গু হইয়াছে। লোক-জনের কিছুই সম্বল নাই, রৌদ্রবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার আশ্রয়ও তাহাদের নাই।

২০ জনের মৃতদেহ বাহির

কুড়িটি মৃতদেহ জেলখানায় পাওয়া যায়। ৪।৫০ জন লোক জখম হইয়াছে। সদর হাস্পাতালে আসিবার পথেও ৯ জন লোক মারা গিয়াছে। নামডাকের সময় ২২০ জন কয়েদীর নাড়া পাওয়া যায় না। আশঙ্কা হইতেছে যে, ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও মৃতদেহ আছে এবং কতক-[illegible] নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা বলিতেছে যে, দুর্ঘটনার পর বহু সংখ্যক কয়েদী জেলখানা হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কয়েদী ব্রহ্মপুত্রে ঝাপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছে।

ধ্বংস স্তূপে মৃতদেহ

জেলের দৃশ্য অত্যন্ত ভীষণ। সমগ্র জেল-প্রাঙ্গণ ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন ভীষণ গোলা বর্ষণে ঐ স্থানটা বিধ্বস্ত হইয়াছে। জেল-খানার দোতলা বাড়ীটি ভীষণরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হইলেও এখনও দণ্ডায়মান আছে। ১২জন মুসলমান এবং ৯জন হিন্দু—এই ২০ জনের মৃতদেহ প্রথমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্থানীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দেওয়া হইয়াছে। ধ্বংসস্তূপের নিম্ন হইতে পরে আরও কয়েকটী মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জেলের কয়েকজন ওয়ার্ডারও মারা গিয়াছে। আহতদের সংখ্যাও খুব বেশী।

খুলনায় বহু লোক হতাহত

খুলনার ৪ঠা তারিখের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে খুলনা সদর হইতে ৯।১০ মাইল দূরবর্ত্তী বটিয়াঘাটা থানার অধীন নিজমায়ার ঠাকুরবাঁধ, হোগলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ফলে শিশু ও স্ত্রীলোকসহ ৮ জন মারা গিয়াছে। বহু গরু বাছুরও মারা পড়িয়াছে। ৪৫ লোক আহত হইয়াছে। বৃক্ষাদি উৎপাটিত, বাড়ীঘর ভূমিস্মাৎ ও শস্যাদি নষ্ট হইয়াছে। বহু লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, জেলার মফঃস্বলে প্রায় ৭।৮ মাইলব্যাপী স্থানে ভীষণ ঝড়ের মুখে যাহা পড়িয়াছে, তাহাই উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ইহার পথে কয়েকটি গ্রাম পড়িয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গাছপালা ভূমিস্মাৎ ও শস্যাদি একেবারে নষ্ট হইয়াছে। প্রকাশ যে, কামারবাড়ী নামক গ্রামের একটী পাকাবাড়ীর কতক অংশ ঝড়ের বেগে ধ্বসিয়া গিয়াছে।

হতাহতের সংখ্যা এখনও সঠীক জানা যায় নাই। তবে এরূপ বিশ্বাস যে, ১২।১৪ জন মারা গিয়াছে এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। অনেক লোকের খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না। কয়েক জনকে কাদায় কোমর পর্য্যন্ত প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

হতাহতের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী

এসোসিয়েটেড প্রেসের খুলনার সংবাদ-দাতা ঘূর্ণিবাত্যার গতিপথবর্ত্তী অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া উহার ভীষণতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঘূর্ণিবাত্যার ভীষণতার সম্পূর্ণ পরিমাপ করা এখন পর্য্যন্তও সম্ভব হইতেছে না। তবে উহা বুঝা যাইতেছে যে, দুই তিন মিনিটের মধ্যে সমগ্র স্থানগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু-সংখ্যা কত এখনও তাহা জানা যাইতেছে না, কিন্তু অনেক লোকের খোঁজ মিলিতেছে না।

সংবাদদাতা বলেন, আমি ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সামান্য অংশই পরিদর্শন করিতে সর্ব্ব হইয়াছি। তাহার মধ্যেই অন্ততঃ দশটি মৃতদেহ আমার দৃষ্টিতে পড়ে, শকুনীতে ঐগুলি ভক্ষণ করিতেছিল। ঘূর্ণিবাত্যা ৩ শত ফুটের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়; উহার গতি আঁকাবাঁকা ছিল।

ফরিদপুরে বজ্রপাতে ৬জন নিহত

ফরিদপুর, ৯ঠা মের সংবাদে প্রকাশ, জেলার একটী বড় কারবারের কেন্দ্র হাজীগঞ্জ ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ঝড় ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হইয়াছিল এবং ক্রীকেটের বলের মত বড় শিলাপাত হইয়াছে। জনৈক কৃষকের বাড়ীর প্রাঙ্গনে ফুটবলের মত বড় একটি শিলা পড়িয়াছিল। ঐ শিলাটী দেখার জন্য কৌতূহল বশতঃ ঐ বাড়ীর স্ত্রীলোক ও শিশুসহ প্রায় ১১ জন ঐ স্থানে দৌড়াইয়া যায়। সেই সময়ই হঠাৎ তাহাদের উপর বজ্রপাত হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই ৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাকী কয়েক জনের অবস্থাও সঙ্কটজনক।

ঐ সমস্ত অঞ্চলের বাড়ীঘরের বিষম ক্ষতি হইয়াছে। বহু গৃহের ঘর উড়িয়া গিয়াছে বা ভূমিস্মাৎ হইয়াছে এবং গরু-বাছুর মারা গিয়াছে। আরও অন্যান্য ফসলাদির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

আরো ৬ জনের মৃত্যু

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চরভদ্রাসন থানার এলাকায় গত ৩রা মে মঙ্গলবার দিবস বেলা ৩ঘটিকার সময় এক অস্বাভাবিক ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে। উক্ত বাত্যা মাত্র ২ মিনিট কাল ছিল। স্থানীয় তদন্তে জানা গিয়াছে যে, উক্ত ঘূর্ণিবাত্যা পদ্মানদী হইতে উঠিয়া বরাবর পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে ৪ মাইলব্যাপী উহার গতিমুখে যাহা পাইয়াছে সকলই উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ৬ জন মানুষ বায়ুমুখে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ৩০ জনের অধিক সাংঘাতিক রূপে জখম হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও ৫০ গজ, ১০০ গজ দূরে, কাহাকেও খেজুর গাছের মাথায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মাত্র দুই মিনিট কাল মধ্যে এরূপ ব্যাপার খুবই অস্বাভাবিক। ২২।২৩টীর অধিক গরু ঘোড়া ইত্যাদি মারা গিয়াছে। গরু-গুলি উড়াইয়া লইয়া কোনটীকে আছড়াইয়া মারিয়াছে, কোনটীর মাথার ভাগ মাটীর মধ্যে পুতিয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শিলা-বৃষ্টি ও ঝড় এত অধিক হইয়াছে যে, শিল পড়িয়াও ২৪ জন লোক জখম হইয়াছে। ঝড়ের পর দিবসও মাঠের মধ্যে একটী শিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহার ওজন তখনও ৩০ সের ছিল।

নেত্রকোণায় দুইজনের মৃত্যু

নেত্রকোণা ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, এই মহকুমার অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি গ্রামের উপর দিয়া এক সাংঘাতিক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। উহার ফলে উক্ত অঞ্চলের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। রামসীল গ্রামের কালী চক্রবর্ত্তী ঘূর্ণিবাত্যার কবলে পতিত হইয়া মারা গিয়াছে। দুর্গাপুর গ্রামে একজন স্ত্রীলোকও মারা গিয়াছে।

ঘূর্ণিবাত্যার পর পরে শিলাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে তিন ও গাট একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় ১ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত

কুষ্টিয়া, ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, শহরের উপকণ্ঠে বড়দী গ্রামের ১ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বজ্রপাতের ফলে আহত হইয়াছে। অপরাহ্নে যখন ঝড় বহিতেছিল, তখন একটী নারিকেল গাছের উপর বজ্রপাত হয় এবং তাহার ফলে আঘাত লাগাতে উহারা আহত হইয়াছে। জগতী গ্রামের ২ জন স্ত্রীলোকও ঐ সময় অনুরূপভাবে আহত হইয়াছে।

পাবনায় পিতা ও কন্যা নিহত

পাবনা, ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। শহরের উপকণ্ঠে নুরপুর গ্রামের একজন মুসলমান ও তাহার কন্যা যখন তাহাদের কুড়ে ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিল, তখন তথায় বজ্রপাত হয়। ইহার ফলে তাহাদের উভয়েই তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে!

শ্রিপুরায় ভীষণ ঝটিকা

আখাউড়ায় বহু ব্যক্তি গৃহহীন

আখাউড়া, ৫ই মের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্বদিন বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আখাউড়া ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ বড়মুড়া, চান্দনী, চাপঘর, আহমদাবাদ, নিদারবিল প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া একটা প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। বহু বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে ও অনেক ঘরবাড়ী, টীনের চালা ও কুটির ভূমিস্মাৎ হইয়াছে। ঝড়ের বেগ প্রায় ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে এরূপ প্রবল ঝটিকা দেখা যায় নাই। এখনও পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণ-হানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বহু লোক গৃহহীন হইয়াছে।

এলাহাবাদে ঝড়ের রুদ্রলীলা

১৩ জনের মৃত্যু ১২৫ জন আহত

এলাহাবাদ, ১০ই মের সংবাদে প্রকাশ, ১৩ জন লোক ঝড়ে মারা গিয়াছে এবং অনুমান ১২৫ জন আহত হইয়াছে। আম ফসল একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ঝড়ের বেগ এত বেশী হইয়াছিল যে, বহু লোককে কয়েক গজ পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। শিলাবৃষ্টির ফলে, সমস্ত ফসলের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

দেশ বিদেশের সংবাদ

জমিদারকে হত্যার অভিযোগ

মৃতদেহ নদীতে নিক্ষিপ্ত

রত্নগিরি, ৬ই মের সংবাদে প্রকাশ, রত্নগিরির দায়রা-জজের এজলাসে রত্নগিরি জেলার পারভূলী গ্রামের ১২ জন গ্রামবাসী ডাকাতি এবং নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগে প্রকাশ, আসামীরা গত ১২ই জানুয়ারী ঐ গ্রামের জমিদার এবং মহাজন নরহরি গ্রামচন্দ্র পেণ্ডসেকে হত্যা করে। হত্যার পর তাহারা মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। তাহারা অর্থ, বন্ধক, দলিল-চোপড় প্রভৃতিসহ প্রায় ৫ হাজার টাকার জিনিষ লুঠন করে।

প্রথম তিন জন আসামীর প্রতি ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৩নং আসামীর ৭ বৎসর করিয়া জেল হয়। ৯নং আসামীর প্রতি ২ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দায়রা জজ তাঁহার রায়ে বলেন, আসামীরা নিম্ন শ্রেণীর লোক, তাহারা স্বভাবতঃ অপরাধ প্রবণ নহে। নিহত ব্যক্তি তাহাদের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিত, তাহাতে তাহারা মরিয়া হইয়া উঠে। তাহারা নিহত ব্যক্তিকে তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য সাজা দিতে এবং তাহার দলিল-পত্র নষ্ট করিয়া ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই রাখিয়া উঠিয়া এই হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়াছিল।

পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ

অন্যূন বর্ষীয় বালকের দণ্ড

শ্রীহট্টের দায়রা জজ মিঃ এন, জি, মুখোপাধ্যায় জুরীদের সহিত একমত হইয়া রমণীমোহন দে কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা (নারী-ধর্ষন) অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রমণী মোহন দের পক্ষ হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ প্যাক্রিজ এর এজলাসে আপীলের আবেদন রুজু করা হয়। আবেদনকারী একটী অন্যূনবর্ষীয় বালক। তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে একটী ৬ বৎসরের বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং ফলে বালিকাটি পর দিন মরিয়া যায়। কয়েক দিন পরে বালিকার মৃতদেহে একটী গর্ত্তের মধ্যে পাওয়া যায়। দায়রা জজ আসামীকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে গিয়া বলেন যে, আসামী নাবালক। তাহার বয়স পনেরো বৎসরের নীচে; সুতরাং তিনি এই নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, কারাদণ্ড ভোগের পরিবর্ত্তে তাহাকে একটী সংশোধনী বিদ্যালয়ে আবদ্ধ রাখা হউক। এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারী হাইকোর্টে আবেদন পেশ করে। বিচারপতিদ্বয় আপীল মঞ্জুর করিয়া আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা-ঘটিত অপরাধের দায় হইতে মুক্তি দিবার নির্দ্দেশ দেন।

আমেরিকান বৈমানিক নিহত

হত্যার দায়ে ইংরাজ বৈমানিক

মিয়ামি, ৩রা মের সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকার অন্তর্গত ফ্লোরিডা রাজ্যের মিয়ামি শহর হইতে এই মর্ম্মে খবর আসিয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত বিমান-নাবিক মিসেস কীথ মিলারের প্রণয় ও পাণিপ্রার্থী বিমান-বীর মিঃ হ্যারল্ড মিল্‌স গত ২১শে এপ্রিল তারিখে নিহত হইয়াছেন। এই জন্য হত্যার অভিযোগে সৈমানিক ক্যাপ্টেন ল্যাম্বার্ট উইলিয়ম্স কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন ল্যাম্বার্টের উপর অভিযোগ বিমান-নাবিককে সঙ্গে লইয়া অনেকগুলি বিমান অভিযান করিয়াছিলেন। একবার তাঁহারা দুইজনে ক্যালিফোর্ণিয়ার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছিলেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, ইংরাজ বৈমানিক ও মার্কিন বৈমানিক উভয়েই রাত্রি বেলা অষ্ট্রেলিয়ান বৈমানিকের সহিত তাঁহার বাংলোতে অবস্থান করিয়াছিলেন। রাত্রি বেলা বৈমানিকদ্বয় সন্ধান চিত্তে আলাপের পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব স্ব কক্ষে নিদ্রার জন্য গমন করেন। কাপ্টেন ল্যাম্বার্টার বলিতেছেন যে, ইহার পর তিনি গভীর রাত্রে একটী শব্দ শুনিয়া উঠেন এবং দেখিতে পান যে, মিঃ ক্লার্ক রিভলবারের গুলীতে আহত হইয়া পড়িয়া আছেন। ইহাতে তিনি মিসেস কিথ মিলারকে ডাকিয়া জাগাইয়া তোলেন এবং আহত বৈমানিককে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন ও তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু পুলিশ এক্ষণে মিঃ ক্লার্ককে হত্যার অভিযোগে ক্যাপ্টেন ল্যাম্বার্টারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দশআনা চুরির দায়ে অভিযুক্ত

৩২ বার দণ্ডিত বৃদ্ধদেশে

দশ আনা নয় পাই দামের একটি থলে চুরি করার অভিযোগে হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, বক্সা, অদ্য সুধীকে সে আরও বিভিন্ন নামে ধৃষ্টতির হইয়া থাকে। দায়রায় সোপর্দ করিয়াছেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে জানা গিয়াছে যে, মধুরা সাহা বত্রিশটি বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন প্রদেশে ১০ বা বেত্রদণ্ড হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার বয়স অনুমান ৬৫ বৎসর এবং সে ২৬ বৎসর কাল জেলে কাটাইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র গরাইয়ের নিকট হইতে দশ আনা নয় পাই সমেত একটি থলে চুরি করার জন্য তাহাকে দোষবার হাওড়া ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। কৃষ্ণ বার টিকিট ঘরের জানালা দিয়া টিকিট ক্রয় করিবার সময় আসামী তাঁহার পকেট হইতে উক্ত থলেটী চুরি করে।

ধুবড়ী ডাকাতি মামলার রায়

৩ জনের ৭ বৎসর সশ্রম

ধুবড়ী, ৩রা মের সংবাদে প্রকাশ, অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আই, পি, বসুমল্ল ভূরীর সাহায্যে এক ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ৮ই অক্টোবর রাত্রিতে কেওকাডাঙ্গার আদায় অধিবাসী যোগা বোরোর বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সময় আসামী ঈশ্বান বোরো, বোগো মানসিং, দুতর বোরো এবং অন্য কয়েক বোরো, জোরিন বুরাগোহাঁর সাথে মিলে তার বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। একজন বে থার পর গুলী চালাইয়া বসে, একজন তাহাতে গুরু আঘাত লাভ করিয়াছিল। তাহার পর তাহাকে প্রহার করে। তাহার স্ত্রীকেও প্রহার করা হইয়াছিল। ইহারা নগদ ২৫ টাকা ও কতকগুলি কাপড় লইয়া যায়।

জুরিগণ আসামীদের সকলকে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে দোষী করিয়া স্থির করেন এবং এক জন তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়া জাম্বানী, মনসিং এবং দুতরকে ৭ বৎসর করিয়া এবং ফুলীকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ছাপড়া ষড়যন্ত্র মামলার রায়

৭ জন আসামীর সশ্রম কারাদণ্ড

পাটনা, ৪ঠা মের সংবাদে প্রকাশ, সরিনের ডিগ্রা ডেপুটী স্পেশ্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, এল, সেন ছাপড়া ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

মামলায় ১০ জন আসামী ছিল। তন্মধ্যে রাম ভবন সাড়ে ১০ বৎসর, রঘুনন্দন পাণ্ডে, কিষণ দেও পাণ্ডে এবং তেজ বাহাদুর প্রত্যেকে সাড়ে ৭ বৎসর এবং লক্ষণ ঘাতিক, মুরলীমনি কালোহার এবং ত্রিভুবন পাঠক প্রত্যেকে সাড়ে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর ৩ জন মুক্তি লাভ করিয়াছে। ২ জন সরকার পক্ষের সাক্ষী হওয়ায় ক্ষমা লাভ করিয়াছে। ৩ ব্যক্তি এখনও পলাতক রহিয়াছে।

রাজনাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

একজনের মৃত্যু—কয়েকজন আহত

মাদ্রাজ ৩রা মের সংবাদে প্রকাশ, রামনাদ জিলার অন্তর্গত কমুতাদে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। বিবরণে জানা যায় যে, মুসলমানদের একটী মিছিল হিন্দুদের পাড়ার নিকট দিয়া যাইবার সময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া যায়। ফলে একজন মুসলমান নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। জিলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছেন।

নিরুদ্দেশ

যারা আবদুর রহমান যেখানেই থাকে, সীঘ্রই একবার বাড়ী যাইয়া দেখা করিয়া আসিবে। বেলা তোমার জন্য কান্না-কাটা করিতেছে, আমাদিগকে আর কাঁদাইবে না।

আনয়ার গোল্লা, আবগারী দারোগা,
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

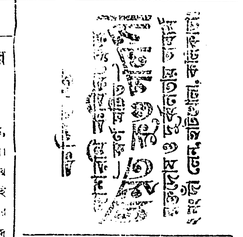

হোমিওপ্যাথিক ১ নং মাক

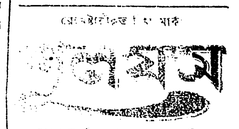

অল্প শুষ্ক, শিস্‌-খুলী, ফুলখুল, অগ্নিমান্দ্য ও যাবতীয় দুরারোগ্য শুলবেদনায় একমাত্র মহৌষধ। ইহা সেবনে একলক্ষ রোগী কঠিন যে পক্ষাঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করতঃ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন। অনারোগ্যে মূল্য ফেরত। সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক। মূল্য ১৷০ আনা। ডাঃ এজেন্ট—

ডাঃ এ, রহমান
রহমানীয়া ফার্মেসী, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

পদ্মমধু Seller's Lotus Honey

চক্ষুরোগে আসল পদ্মমধুর ব্যবস্থা
মহৌষধ "সাধনীন সন্ধার" হইতে নকল গইবেন না আসলের মত সেলাস বলিয়া চাহিবেন। ইহাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশেষ বিবরণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়
স্মিথ ষ্টোনষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা

সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় সর্ব্বজন সমাদৃত
অতুলনীয় গ্রন্থ
১। গুলিস্তার গল্প ১৲
২। সাদীর কালাম ।৵০
ডাকমাঃ ফ্রিসহ ইস্টার্ণ হানাফী বুক এজেন্সীতে বা ৯১ নং আমার সাকুলার রোড, ঢাকা হানাফী বুক ডিপোতে প্রাপ্তব্য।

শিক্ষক আবশ্যক
অবিলম্বে শিক্ষক—কলুকান্দি সাজ্জাদভবনে মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা। যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবে না। ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। যোগ্য শিক্ষকের নামের পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে পাইবেন ৪২। (ষ্ট্যাম্প আবশ্যক নাই।)
পোঃ আড়াইহাজার, ঢাকা।

বিচিত্রা

অন্যান্য সংবাদপত্রের মতামত

বর্ব্বরতার যুগ!—"বিক্রমপুরের ছইটি ছাত্রীর হাত কেহ, কেহবা ও ৩ অঙ্গুলি ছেদন হইয়াছে। কে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল, পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ হাঙ্গামার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। কি বর্ব্বরতার যুগ অতিক্রান্ত হইতেছে?"—"পল্লীবাসী"—২১।৪।৩২।

* * *

মানুষ পূজা।—"কলাগাছ প্রকাশ,—পুলিসের ইউনিয়ন-ইন্সপেক্টর 'ফতেহ্' উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে মেডেলোপহারে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। অথচ ডাকাতি, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, খোন মিরাকোরা ও নৈমাকান্দা, কয়েকটী মৃত্যুতদন্ত বিরোধ। তবে কি বৃষ্টির, সে মৃত্যুটি নিরাকার না হইয়া স্বয়ং নরাকার হয়, তাহা হইলে আপত্তি নাই?"—"পল্লীবাসী"—৩০।৪।৩২।

* * *

আমাদের সভ্য-যুগল।—"বঙ্গমানে কাউন্সিলে দুইজন মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের নিয়োগ কালে আমরা কতই না আশা-ভরসা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম! কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যই দেখিতে পাইলাম না; বৃষ্টি তাঁহাদের কার্য্যকাল বৃথা বিনষ্ট হইয়া আসিল বলিয়া আমরা মনে হয়। মিঞার নাজেমুদ্দীন শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা। তিনি যে কোন প্রকারে হউক, অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা বিলটি পাস করাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। উক্ত বিলটি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই না। আর আমাদের মাননীয় নবাব কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ ক'জন বন্ধুর উক্তরূপ দেখিয়া নিজের উন্নতি সাধক বক্তৃতাদি লিখিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"—"সাধনা মধুমতী"—২১।৪।৩২।

* * *

আত্ম-সর্ব্বস্ব নেতা।—"বঙ্গদেশের পথপ্রান্তে মুসলমান সমাজে নেতা বলিতে কেহ নাই। দুই একজন লোক যাহারা শতকরা পঞ্চাশের ঘুষ দবিয়া গজাইয়াছে কাঁধে তুলিয়া, তাহাদিগকে ঐ ঘুষ জনের ঘুষের জন্য কিছু করিতে দেখা যায় না। শতকরা পঞ্চাশের নামে যেসেবের সম্পত্তি দেশ জাড়াইয়া তাহারা দুই-একটি চাকরীর স্থান খালি করিয়া নিজেদের জামাই ও ভাগিনেয়কে ঢুকাইবার বেশ ফন্দী করিয়া বসিয়াছেন মাত্র। লাট দরবারে ও সভা-সমিতিতে ইহাদিগকে সমাজের নামে কুমীরের কান্না কাঁদিতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ পঞ্চার জন্য পঞ্চাশ জনকে অনাহারে সমিতে দেখিলেও ইহাদের কাহারও কোমরের পরনা একটি ঢুনিকে কে নদিল কেহ দেখিলনা! এই যে ভুক্ত রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা কার, ইহাদের ঐ নেতাদের একজনকেও কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতে দেখা গেলনা! এ অপরিচয় বেখানে, সে সমাজ বা সে দেশ যদি নহিবে, তবে মরিবে কে?"—"পল্লী-বান্ধব"—২।৪।৩২।

মোসলেম জগৎ

স্তাম্বুলে কামাল পাশা

গতকল্য তুরস্কের রাষ্ট্রনেতা গাজী মোস্তফা কামাল পাশা নগর ও গ্রাম ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পরিশেষে মহানগরী স্তাম্বুলে উপনীত হন। এখানে অবস্থান কালে তুরস্কের স্বরাষ্ট্র সচিব নাগরা জেমাল নামক প্রসঙ্গে সরকারী অতিথিরূপে তিনি বাস করিয়াছিলেন। তিনি অতি-প্রত্যুষে নূতন একটি ষ্টীম ইঞ্জিন রাখিয়াছিলেন, এজন্য নগর পরিভ্রমণে বেশ সময় দিতে পারেন নাই। এখানে এবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। কামাল পাশার অতি পুরাতন অস্ত্রের বন্ধু স্তম্ভরী বে, যিনি গত ত্রিশটী বৎসরের সমর সচিব তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিতেন এবং যাঁহাকে পরে কামালপাশা দৈন্য বিভাগ হইতে বরখাস্ত ও তুরস্ক হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, এবার কামাল পাশা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বহু দিন পরে বন্ধুদ্বয়ের মিলনে অনেক সুখ দুঃখের কথা হইয়াছে। কামাল পাশা রসময় লোক খুসরায় দৈন্য বিভাগ হইতে বরখাস্ত ও তুরস্ক হইতে বিতাড়িত হইয়া ঐ নিদারুণ আঘাত ও করিতে ওদাত্ত হইয়াছে। তাই, তাহারা সুখবাহুভবে স্থির করিয়াছে যে, পরস্পরে মন্ত্রিত্বে সমবেত হইয়া সভ কার্য্যে এবং সেখান হইতে মিছিল বাহির করিয়া সমগ্র পরিভ্রমণ করিবে। গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদ শুনিবামাত্র পুলিশ ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া মন্ত্রিত্বয়ের চারিদিকে পাহারা বসাইবে বলে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও তুরস্ক সেনা ঐ মন্ত্রিদ্বয় প্রত্যেক গৃহে নানাবিধ সভ করিয়াছে। তাহারা মিছিল বাহির করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলে পুলিস বাহিয়া বাহির হয়। ৪২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে—ইহার মধ্যে কয়েক জনের বয়স ১৮ বৎসরের কম।

দাসশতকে ছাত্র-আন্দোলন

মিসরেতে প্রত্যক্ষ দেশের যে আন্দোলন করিতেছে, তাহা বলাবাহুল্য। নিহিত গভর্ণমেণ্ট নানাপ্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন ও দেশ বিদেশ অধিবেশনে তাহা দেখা যায়। কেন বলে বড় কবিতে যা মিছিল বাহির করিতে পারিবে না। হইতে ও অনেকের ছাত্রদলের ভাড়াভাড়ি ঐ নিয়ে-আজ্ঞা ৬৮ করিতে ওদাত হইয়াছে। তাই, তাহারা সুখবাহুভবে স্থির করিয়াছে যে, পরস্পরে মন্ত্রিত্বে সমবেত হইয়া সভ কার্য্যে এবং সেখান হইতে মিছিল বাহির করিয়া সমগ্র পরিভ্রমণ করিবে। গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদ শুনিবামাত্র পুলিস ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া মন্ত্রিত্বয়ের চারিদিকে পাহারা বসাইবে বলে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও তুরস্ক সেনা ঐ মন্ত্রিদ্বয় প্রত্যেক গৃহে নানাবিধ সভ করিয়াছে। তাহারা মিছিল বাহির করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলে পুলিস বাহিয়া বাহির হয়। ৪২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে—ইহার মধ্যে কয়েক জনের বয়স ১৮ বৎসরের কম।

মোসাফের

ভ্রাম্যমানের পথ-স্মৃতি

ভূর্জ্জপত্র গঙ্গাধর

"গগণে গরজে মেঘ ঘনঘোর বরষা"—এই "বিরাটপর্ব্ব" মধ্য-প্রদেশের সুরম্য পর্ব্বত দেশেরও দোসর। এখান থেকে উত্তর দক্ষে একটা লাইন "আরেনী" পর্য্যন্ত গিয়ে তি-আই-পি রেলের সাথে মিশেছে। দেখলুম, ষ্টেশনটা যেমন বড়, শহরটাও তেমনি সুন্দর। নদী কিনারে বসানো বৃক্ষাচ্ছাদিত শহরের রাস্তা দিয়ে চলবার সময় মনে হয়, এমন সুন্দর "এভেনিউ" বুঝি ভারতে দুএক জায়গাই আছে।

রাজধানী মরাঠ একটা ঐতিহ্যের বিষয় শোনলুম, তখন প্রাচ্য আবহের নানাস্থের নমুনা চোখে এসেছে। তাজা-তাড়ি ওখু কোরে নামাজটা পেরে নিলুম এবং অন্যান্য মুসল্লিদের সহযত্ন পাকা প্রস্তরীয় বেদের নিম্নের অনুষ্ঠান কথা ভাবতে লাগলুম। সুন্দর ভদ্র-জীবনকে বহু পশ্চাতে ফেলে এসে আজ যে অনিচ্ছিত ভবিষ্যতের পথ বেয়ে চোলেছি, তার শেষ কোথা,—তা' ভাবতে গিয়ে বারম্বারই শিহরিয়া উঠিলুম। ক্ষণিক উত্তেজনায় শান্তিনীড় পুরের নব আনন্দ-সুর স্বেচ্ছায় ত্যাগ কোরে, ছুরের যে জয়টীকা কপালে এঁটে আজ পথে পথে ভেসে চোলেছি, কোনো দিন তা' সত্যিই জয়টীকার মর্য্যাদা কর্তৃদের মাথখানে অনু-ভূ কোরে জান উঠবে কিনা,—এ-বিষয়ে আজ মনে বিষম সন্দেহই জেগে উঠল। এক এক বার মনে হচ্ছিল,—বুঝি বিরাট ভুলই করেছি—ভবিষ্য বুঝি ব্যর্থতার পথেই জীবনকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি। ইংরাজ কবি বৈমানের মতেই নাজুক মনটিকে কঠিন কোরে তখন আমার সত্যি বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল,—

"চিরাচরিত-পথের যাত্রী মোরা—
নীড় উদার রচি তাই ?
মাড়া হয়ে নক্ষত্রারা—
ধরিনাকো তাকিয়ে রই।"

কিন্তু স্বদেশের জাতিয়তা বেন দীপ্ত উজ্জ্বল রেখায় নিশানাই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, John Ruskin এর মতোই যেন অমূল পাওয়ার বেদনায় তাঁর বাড়ীর দেয়ালে লিখে রাখি,—একদা ভারতের চারদিকে নব চিন্তার জাল বুনে মানুষকে তাঁর মাঝে আবার ফেরে বসে ও ও একটুকরো ঘরের মতো মনে-মনে কঁদিয়ে মতছিলুম, ঠিক এমনি সময়ে একটি বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে বয়স যুবক এসে মন্ত্রিত্বে চুকে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

যুবকের প্রথম অনেকে অনুযায়ী সেবে নিবেদন করে অভ্যাস মাথা নিচু এনে বেশে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বিদেশে প্রবাসীকে মোসাফের এবং সুদূরের বঙ্গ-জননীর সন্তান, একথা শুনেই যুবক আনন্দাতিশয়ে প্রণ জাগিয়ে ওঠে আমার হাত ধরে তাঁদের বাড়ীতে আমার জন্যে অনুরোধ করলেন। পরিচয় নিয়ে জানলুম, যুবক স্থানীয় ছেলেদের মাঝিষ্ট্রেট নন, সরকার মন্ত্রণী অবস্থার ই বিষ এসেছেন। এখানে দুই-তিন বছর স্থানীয় কলেজে বি এ, পড়েন। বাঙ্গা ও বিষয় মধ্য প্রবন্ধের এলাকায় হোলেও, নেশের প্রাইজ-প্রাপ্ত "ডাঃ টাগোরের" লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য যুবক বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলন করছিলেন। তাই, হকচকায় এ ভাবনী মোসাফেরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে "বিদেশের" সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য তিনি অতি সকাল হোতেই বসে ছিলেন। ফলে যুগ ঠাঁর এই বিষয়ের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান দেখে কোনোরূপ দ্বিরুক্তি না কোরেই মোক্ষা ঠাঁদের বাড়ীর দিকে রওনা কোরলুম।

ষ্টেশনের নিকটেই বড় রাস্তা টি পাশে সরকারী আফিসগুলির গুরুত্ব একটি বর্ণনা। যুবক আমার সঙ্গে কোরে এই রাস্তাতেই নিয়েই উপস্থিত হোলেন। ছিন্ন-মলিন বসন ভিখারী সদৃশ এই হতভাগাকে দেখে বাড়ীর অধবাপর লোক হয়ত ঘৃণার নাসিকা কুঞ্চিতই কোরেছিলেন, কিন্তু যুবক অতি সমাদরে আমায় তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং একটা চাকরকে দিয়ে বাড়ীর ছেলের খোকা' এসে নাস্তা আনলেন। চা খেতে খেতেই যুবক রবীন্দ্র-বিতোর আলোচনা শুরু করে দিলেন। এর রূপ কেতবের মাঝখান থেকে খুঁজে "ঐক্য তত্ত্ব", "বলাকা", "কথা ও কাহিনী" এবং "ডাকঘর"—রবীন্দ্রনাথের এই চারখানা বই বের কোরে এনে যুবক তাঁর ইংরাজী সুরে কবির কোন্ কোন্ কবিতার স্থান বিশেষ আবৃত্তি কর্ত্তে লাগলেন। যুবকটী কঠীন শব্দের মানেও তিনি আমায় কচ্ছে থেকে জেনে নিলেন। তাঁর কথা-বার্ত্তায় বুঝতে পারলুম, রবীন্দ্র সাহিত্যের তিনি একজন মস্তবড় ভক্ত এবং শুধু রবীন্দ্রনাথো জন্যেই যে বাংলা-সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যিক দরবারে সম্মানের আসন পেয়েছে,—এ-বিষয়েও তাঁর দৃঢ় ধারণা বিদ্যমান।

চা-খাওয়া শেষে গেলে পর বেরিয়ে দুজনায় মিলে 'কড়ুন সমুদ্রর রাস্তায় পায়চারী কোরে কাটালুম এবং অন্তপর মসজিদে গিয়ে মগরেব ও এশার নামাজ পড়ে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে দুজনায় এক সঙ্গেই আহার করলুম। আহারের পর আবার শুরু হলো সাহিত্য-চর্চ্চা। কেমন কোরে বাংলার বাইরে থেকেও বাংলা-ভাষার Mastery হওয়া যায়, খুব সহজ কাছে তাই জানতে চাইলেন। কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি নিকটে কোথাও থেক থাকেন, তবে তাঁর কাছে গিয়ে নিয়মিত ভাবে পড়ার জন্যে আমি তাঁকে উপদেশ দিলুম। যুবক জানালেন, ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী বাবু আসে ছিলেন এবং তাঁর কাছে বাংলা-ভাষার তু'চারটে কিতাব আছে, সে বাবুটি নাকি বাংলা হোতে অনুবাদ কোরে গেছেন। আর কোথায় দুরু হলো,—এমন উৎসাহী যুবক উপযুক্ত উপদেশের অভাবে বাংলা-ভাষার চর্চ্চা কোরে পারবেন না, মনে কোরে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া একরূপ বাহুল্য। অভিমান কিনে নিজে-নিজে পড়বারই প্রামর্শ দিলুম এবং যত শীঘ্র সম্ভব একবার বাংলা দেশে গিয়ে পড়ুয়া বিতরণ শুরু করতে অনুরোধ করলুম।

পরদিন সাকে তিন যুবকের সাথে ছেলেটী সাহেবের বাড়ীতেই কাটালুম। বিদেশের দিকে শহর বেরোতে বেরিয়ে আনন্দ-ধ্বনি বড় বড় মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকান দেখে স্থানীয় মুসলমানদের উন্নতিশীল অবস্থাই পরিচয় পেলুম। রাত্রিতে এশার নামাজ পড়তে গিয়ে মন্ত্রিদের মকাম্বল অঞ্চলের এক জমীদারের সাথে পরিচয় হলো। তিনি আমায় দাওয়াত করলেন, পরদিন সকালে তাঁর সাথে তাঁর গাঁয়ে যাওয়ার জন্যে। শহর থেকে গ্রামখানা মাত্র কয় মাইল দূরে—ঘনসুবে ভরেছে, মধ্য প্রদেশের পরিশোভা দেখবার ইচ্ছে নিয়ে সেই রাত্র জমীদার বাবুদের। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, চাই সে কেবল মাত্র, এক আমি ভুল (ক্রমশঃ)।

দাওয়াত গ্রহণ করলুম এবং মত্তব্য ভেপুটী সাহেবের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে আহারাদির পর শুয়ে পড়লুম। —ক্রমশঃ।

হানাফী/২য় বর্ষ/৩য় সংখ্যা/১৩৩৯/কলিকাতা-পৃ-১১-৭

আল্লহো আকবর

"তোমরা একত্রে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"—(কোরান)।

হানাফী

২রা চৈত্র, সোমবার—১৩৩৯ সাল

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মুসলমান।

—আমরা জানিতে পারিলাম, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় নাকি শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিতেছেন এবং বাঙলার মোসলেম সমাজের গৌরব বহু ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, ডি-লিট সাহেব এই পদের অন্যতম প্রার্থী। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে এ-পর্য্যন্ত বরাবরই শ্বেতাঙ্গভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে বাঙলার সংখ্যাধিক মোসলেম-সমাজের দাবী-দাওয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। এতদিন বলা হইত, উপযুক্ত মুসলমান পাওয়া যায় না বলিয়াই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় পদগুলি হিন্দু-সমাজের একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে। আজ ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মত সর্ব্ব-বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তির আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় সিনেটের কর্ত্তারা এই "যোগ্যতার" কথাটা বিস্মৃত হইবেন না এবং এই সুযোগে মুসলমান সমাজের বহুদিনের একটা অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা করিবেন, এরূপ আশা করা হয়ত দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নহে। তথাপি আমরা এই ব্যাপারের ভিতর দিয়াই সিনেটের হিন্দু কর্ত্তৃপক্ষের সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

খোদার গজব।

—উপর্য্যুপরি গত কয় বৎসর যাবত বন্যা-দুর্ভিক্ষের নিপীড়নে বাঙলার হতভাগ্য চাষী সম্প্রদায় একেই ত মরিয়া আছে, তাহার উপর সম্প্রতি আবার ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণী-বাত্যার আকারে দেশের উপর দিয়া খোদার গজবের এক নবীন প্রলয়-লীলার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ঘূর্ণী-বাত্যার প্রকোপে ময়মনসিংহ, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার কোন কোন অঞ্চলে যে মরণ-বিভীষিকা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং নিপীড়িত দেশবাসী যে চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, বাস্তবিকই তাহার তুলনা হয় না। কোন্ পাপে যে বাঙলার হতভাগ্য চাষী সম্প্রদায়ের উপর উপর্য্যুপরি এইরূপ নৈসর্গিক বিপদের ছায়াপাত হইতেছে, তাহা একমাত্র খোদাতালাই জানেন। কিন্তু এই সব আকস্মিক আঘাত সহিবার মত ক্ষমতা সত্যই দেশবাসীর আর নাই! বুভুক্ষা-পীড়িত, সর্ব্ব-স্বান্ত দেশবাসী আজিকার এই চরম বিপদে তাই একেবারেই দিশা-হারা হইয়া ঊর্দ্ধ আকাশে চাহিয়া কষ্ট বিধাতার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছে এবং তাহারই কাছে করুণা করিতেছে। খোদার যে-সব বান্দা সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী, বিপন্ন মানুষ করুণ নয়নে আজ তাহাদেরও মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। তাই, দেশের ধনিক সমাজের দৃষ্টি আমরা এই বিপন্ন মানবতার দিকেই আকৃষ্ট করিতেছি। মানুষ ভাইয়ের অধিকার এই চরম বিপদে ধনী তার ধন-দৌলতের সদ্ব্যবহার করুন এবং কর্ম্মী তার সেবা গইয়া বিপন্ন স্থান সমূহে অগ্রসর অভিযান করুন, ইহাই আমাদের আরজ।

বাঙলায় মোসলেম-শাসন।

—ভাবী শাসন তন্ত্রে বাঙলার সংখ্যাধিক মোসলেম সমাজ যাহাতে কিছুতেই তাহাদের স্বাভাবিক সংখ্যাধিক্যের অধিকার পাইতে না পারে, তজ্জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু-বাঙলা চারিদিকে যে হীন প্রোপাগাণ্ডা ও মিথ্যার অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আমরা তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং হিন্দুদের এই সব প্রচার কার্য্যের মূলে যে কোনরূপ যুক্তি ও সত্যেরই সমাবেশ নাই, তাহাও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু কথায় বলে,—দেখানে গরজ বড় হইয়া দেখা দেয়, সেখানে কোনরূপ যুক্তি-তর্কই স্থান পাইতে পারেনা। তাই বেসিডেন্সি পাই, মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জী নামক এক হিন্দু নেতা সম্প্রতি আবার এক খোলা চিঠি প্রকাশ করিয়া বাঙলার ভাবী কাউন্সিলে হিন্দু মুসলমানের সম-সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবের অনুকূলে মিঃ চাটার্জ্জী এই যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোনও সমাজকে আইন করিয়া সংখ্যাধিক্য প্রদান ঠিক হইবেনা; তাই হিন্দু মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব সমান সমান হওয়া উচিত।—মিঃ চাটার্জ্জী যে কত বড় গরজের খাতিরে এই প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা তাঁহার এই প্রস্তাব দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ, তিনি যেস্থলে বলিতেছেন, কোনও সমাজ সংখ্যাধিক হইলেও, আইনের বলে তাহাদের সংখ্যাধিক্য নিষ্ক্রিয়ণ ঠিক হইবেনা; সেই স্থলেই তিনি সংখ্যাধিক মুসলমানকে আইনের বলেই চিরকালের জন্য হিন্দুর সম-সংখ্যকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।—কিন্তু এরূপ খোদ্ গরজী প্রস্তাব-সমূহের কিছুতেই কাজ হইতে পারেনা। বিশ্ব মালেক খোদা যে মুসলমানকে বাঙলায় সংখ্যাধিক্য দিয়াছেন, সেই মুসলমানের শাসন বাঙলায় অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে—কোন বিরুদ্ধবাদী স্বার্থপর সমাজই বাধা দিয়া তাহাকে দমাইয়া রাখিতে পারিবে না।

দক্ষিণ-আফ্রিকার এজেন্ট-জেনারেল।

—দক্ষিণ-আফ্রিকার এজেন্ট-জেনারেল পদে স্যার কুর্শী রেহ্মীর স্থলে এবার যাহ্ [illegible] জন উপযুক্ত মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়, তজ্জন্য ভারতীয় মোস্‌লেম সমাজের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে দাবী করা হইয়াছে। পর্ত্তী সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে এ-যাবত যে দুইজন এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উভয়েই হিন্দু। কাজেই এবার যদি একজন যোগ্য মুসলমানকে পদটি দেওয়া হয়, তবে তাহা কিছুতেই অসঙ্গত হইতে পারে না। মোস্‌লেম-সমাজের দাবীর এই যৌক্তিকতা দেখিয়াই সরকার লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আবদুল কাদেরের নাম এই পদের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে স্যার আবদুল কাদের এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করায়, ব্যাপারটা কিছুদিনের জন্য ধামাচাপা ছিল। সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক গুজব প্রচারিত হইয়াছে যে, স্যার আবদুল কাদেরের পর নাকি স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের নিকট সরকার পদটি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং কোনও কারণে তিনিও ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায়, অবশেষে সরকার এক জন হিন্দু কেই এই পদে নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রচারিত এই গুজবটির মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা অবশ্য আমরা জানিনা; কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া ভারতীয় মোস্‌লেম সমাজে দক্ষিণ-আফ্রিকার এজেন্ট-জেনারেল পদের উপযুক্ত মুসলমান কি আর নাই? সরকার এই পদের জন্য পাঞ্জাব ব্যতীত আর কোন প্রদেশের কোনও উপযুক্ত মুসলমানকে খুঁজিয়া বাহির করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। আমাদের বিশ্বাস, বাঙলা, বিহার ও আসামে এমন অনেক উপযুক্ত মুসলমান আছেন,—যাঁহারা হয়ত এজেন্ট-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিতে অসম্মত হইবেন না। কিন্তু সরকার এ-সম্বন্ধে সত্যই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

আলোয়ার রাজ্যে মোস্‌লেম-নির্য্যাতন।

—অল্বোলার সুপ্রসিদ্ধ "তবলীগ" কর্ম্মী মওলানা সৈয়দ গোলাম ভিক নায়েক্ সাহেব সম্প্রতি লাহোরের "সাইট" পত্রে এক বিস্তৃত চিঠী লিখিয়া আলোয়ার রাজ্যের মোস্‌লেম প্রজা-সাধারণের শোচনীয় দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই সামন্ত-রাজ্যের হিন্দু শাসকের শাসনে বহু যুগ হইতে কিরূপে মোস্‌লেম প্রজাদের উপর অমানুষিক নির্য্যাতন চলিয়া আসিয়াছে এবং শাসক-কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমান প্রজাদের ধর্ম্মভাবেও অবিরত কিরূপে আঘাত করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ মওলানা সাহেব তাঁহার এই প্রকাশিত চিঠীতে অভিযোগ করিয়াছেন,—"(১) আলোয়ার শহরের বাহিরদ্দেশে কয়েকটী নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া রাজ কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় প্রাচীন মসজিদ ও গোরস্থান ধ্বংস করিয়াছেন, (২) সোলতান তারাদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমাধি-সৌধ ধ্বংস করিয়া সেখানে একটী গেট নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং সমাধির উপর জনৈক হিন্দু প্রাণকর্ত্তে একটী মন্দির নির্ম্মান করিতে দেওয়া হইয়াছে; (৩) বাদশাহ আকবরের শাসন-কালে তিরন্দুল মোহাম্মদ খান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন জোমা মসজিদটিকে একটি রাজকীয় গুদামে পরিণত করা হইয়াছে; (৪) নগাঁও নামক গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ নিলামে জনৈক হিন্দুর নিকট বিক্রী করা হইয়াছে; (৫) বাহরর নামক স্থানে বাদশাহ আকবরের শাসনকালে নির্ম্মিত একটী প্রাচীন মসজিদকে স্থানীয় হিন্দুগণ জোর করিয়া মন্দিরে পরিণত করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে রাজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মুসলমানদের অভিযোগ একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে; (৬) মোবারকপুর ও বাহাদুর-পুর নামক স্থানে অবস্থিত দুইটি মসজিদে সরকারী স্কুল স্থাপন করিয়া অ-মুসলমান ছাত্রদের দ্বারা স্থায়ীভাবে মসজিদ অব-মাননার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; (৭) "কাটিয়া" মসজিদ ও বুদ্ধ শা'র গোরস্থান ভাঙ্গিয়া রাস্তা করার জন্যও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ-ভাবে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমানগণ ঘটনাস্থলে দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়া প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ব্যাপারটা আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।"—এই সব অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গেই মওলানা সাহেব তাঁহার পত্রে এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, রাজ্য মধ্যে উদ্বৃদ্ধ ভাষা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া এবং মুসলমানদের মক্তব সমূহ বন্ধ করিয়া রাজ কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমান প্রজাদিগকে চিরকাল মূর্খ করিয়া রাখারই ব্যবস্থা করিয়াছেন; অধিকন্তু দাড়িবিশিষ্ট কোন মুসলমানকেই কোন প্রকার রাজকীয় চাকুরীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না।—ভারতের অধিকাংশ হিন্দু-শাসিত সামন্ত রাজ্যেই যে মোস্‌লেম প্রজা-সাধারণের ধর্ম্ম ও সাধারণ নাগরিক অধিকার লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরী আন্দোলনের ভিতর দিয়া তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ আলোয়ার রাজ্যের শাসনের সিরুকে উপরোক্ত মোসেব অভিযোগ আমন্ত্রন করা হইয়াছে, তাহা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাই, এই ব্যাপারের প্রতি আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতেছি এবং আশা করি কাশ্মীরী অনাচারের পরিণাম সুখকে চিন্তা করিয়া তাঁহারা অগৌণে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন।

নিদারুণ অর্থ-সঙ্কট।

—বিশ্বের চারিদিকেই আজ যে নিদারুণ অর্থ সঙ্কট নেহায়ত ধ্বংস মূর্ত্তিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, শীঘ্র যে তাহার অবসান ঘটিবে এবং নিপীড়িত মানবমণ্ডলী দীর্ঘ দিনের শত অভাব অনাটন ও দুর্ভোগের পর একটু শান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়টাকে একটু হাল্‌কা করিয়া লইতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা কোন দিক দিয়াই আজো দেখা যাইতেছে না। এমন যে কোটীপতির দেশ আমেরিকা, সেখানেও অর্থ সঙ্কট পীড়িত লক্ষ লক্ষ লোক বুভুক্ষার জ্বালায় অধীর হইয়া এক টুক্‌রা রুটীর জন্য দল বাঁধিয়া সরকারী দপ্তরখানার দ্বারে হামলা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না—ইহা হইতেই বুঝা যায়, আজিকার এই সঙ্কট কিরূপ ভাবে সমগ্র বিশ্বকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে এই অস্বাভাবিক অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য দেশের মালিক সমাজও যাহারপর পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বহু সংখ্যক রাজ-কর্ম্মচারীকে অসময়ে বিদায় দিয়া এবং প্রত্যেক কর্ম্মচারীর বেতন শত-করা ১৫্ টাকা হারে কমাইয়া দিয়াও, সরকার এই নিদারুণ অভাবের দিনে বাজেটের সমতা রক্ষা করিতে না পারিয়া নিত্য নূতন নূতন উপায়ে ব্যয়-সঙ্কোচ ও আয়-বৃদ্ধির পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। দেশের বড় বড় শহর নগরীর অধিকাংশ বড় বড় ব্যবসায়ী এই দুর্দ্দিনের ঝাপটা হয় করিতে না পারিয়া প্রায় দেউলিয়া হইতে চলিয়াছে! কিন্তু দুর্দ্দশার শেষ এখানেই নহে;—দেশের মেরুদণ্ড যে কৃষক-মণ্ডলী, তাহাদের অবস্থা আরো শোচনীয়তর। পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ-প্লাবন, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক আপদ বিপদে নিষ্পেষিত হইতে হইতে বাঙলার হতভাগ্য কৃষকের শরীরে যে সামান্য রক্তবও হাড় মাত্র অবশিষ্ট ছিল, গত প্রায় দুই বৎসর কালব্যাপী ভীষণ অর্থ-সঙ্কটের ফলে আজ এমনি অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বুঝি কৃষকের এই সামান্য রক্ত শুদ্ধ হাড়ের অস্তিত্বও আর থাকিবে না! সত্য বর্ণিতে গেলে, দেশের প্রায় শতকরা এই। কৃষক সমাজের আজিকার চরম দুর্দ্দশাই দেশের আর সকল কাজ-কারবার ও সরকারী গাজাঞ্চী খানার দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। কাজেই মতদিন পর্য্যন্ত পল্লী-কৃষকের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন দিক দিয়াই কোনরূপ শান্তি ও স্বস্তি আশা করা যাইতে পারেনা। কিন্তু কতদিনে যে খোদা দেশের প্রতি করুণা দৃষ্টি মেলিয়া চাহিবেন, তাহা কে বলিতে?

আমাদের কথা।

—অর্থ সঙ্কটের নিবারুণ চাপে যখন বিশ্বের সকল স্থানেই "সামাল সামাল" রব উঠিয়াছে, এই সময়ে যে কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করিয়া আমাদিগকে সমাজের একমাত্র সাচ্চা যাদেম "হানাফীকে" বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে, তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে বহুবার আমরা আমাদের প্রিয় পাঠক-মাতৃবৃন্দকে কতকটা আভাস প্রদান করিলেও, প্রকৃত অবস্থা অনেকাংশে গোপন রাখিয়াই আসিয়াছিলাম; আমরা মনে করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটটা হয়ত সাময়িক অভাব-অনাটন ছাড়া আর কিছুই নহে এবং অতি শীঘ্রই সম্ভবতঃ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। কিন্তু হায় আজ দুই বৎসর কালের মধ্যেও যখন দেশের কোন পরিবর্ত্তনই সাধিত হইলনা; বরং দিন দিনই যখন অবস্থা আরো শোচনীয়তর হইয়াই চলিয়াছে, তখন "হানাফীর" ঘরের কথা আজ তাহার প্রিয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও হিতৈষী পাঠক ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট খোলা-খুলিভাবে প্রকাশ না করিয়া আমরা আর পারিতেছিনা। আমরা জানি, দেশে এমন একদল ইমানদার মুসলমান আছেন, যাঁহারা প্রকৃতই "হানাফীকে" প্রাণ দিয়া ভালবাসেন এবং সমাজের এই সত্যিকার বান্ধবকে সর্ব্ব-প্রকার আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে তাঁহারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। এ-কথা বিশেষভাবে অবশ্যই আছি বলিয়াই, আজ আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কথাটা এমন খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না। দেশের বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তাহাতে ব্যবসায় বন্ধির দিকে না তাকাইয়া কেবল মাত্র "সমাজ-সেবার" মহান উদ্দেশ্য লইয়া সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে যাওয়া যে চরম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, গত সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তাহা বেশ ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। স্থায়ী বিশ্ব-খণ্ড ইসলামের পবিত্র শরিয়তের অনুসরণ করিতে যাইয়া "হানাফীকে" কোন প্রকার জীব-জন্তুর ছবি প্রকাশ করি না বলিয়া এবং বরাবরই আমরা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতী বর্জ্জন হইতে বাঙলার দুর্দ্দশ মুসলমান সমাজের স্বাধী-রক্ষার প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছি বিধায়—বিজ্ঞাপনের দিক দিয়া "হানাফী" আজ অতি দরিদ্র। সচিত্র বিজ্ঞাপন "হানাফীতে" প্রকাশিত হয় না বলিয়া বড় বড় ইউরোপীয় কাপড়ের বিজ্ঞাপন আমরা পাইতেছি না এবং আমরা নাকি "ভ্যানক-হিন্দু-বিদ্বেষী"(?), তাই অধিকাংশ হিন্দু-ব্যবসায়ীও আমাদিকে বিজ্ঞাপন না দিয়া "হিন্দু-সুহৃদ" মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র বিশেষের প্রতিই অধিক দেখাইয়া থাকেন। কাজেই আজ যে স্থলে আমাদেরই সমাজের কোনও কংগ্রেস-পোষক সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনের আয় মাসিক প্রায় তিন হাজার টাকা, সেই স্থলে "হানাফীর" বিজ্ঞাপনের আয় মাসিক তিন শত টাকাও নহে! অথচ বিজ্ঞাপনের আয়ই প্রকৃতপক্ষে সংবাদ-পত্রের প্রধান অবলম্বন। গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা বার্ষিক মূল্য বাবদ প্রতি বর্ষে যে সামান্য তিনটি টাকা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইতে ৬৯ সংখ্যা কাগজ পাঠানের ডাক-মাশুল বাবদই ৬৯ আনা বরচ হইয়া যায় এবং বাকী ২৷৷ টাকার মধ্যেই আমাদিকে কাগজ, ছাপাই, অফিস-খরচ, কর্ম্মচারীদের বেতন প্রভৃতি সব কিছু চালাইয়া নিয়মিত ভাবে গ্রাহকগণকে কাগজ সরবরাহ করিতে হয়। কিন্তু ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তাই প্রতি মাসে আমাদিকে বহুশত টাকা দেনাদার নিয়া আসিতে হইয়াছে এবং মাত্র গত দুই বৎসরের সঙ্কট কালেই আমাদের প্রায় নয় হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এরূপভাবে বরাবর ক্ষতি সহ্য করিয়া কেবলমাত্র সমাজ সেবার ব্রত লইয়া কাগজ পরিচালনা যে কিছুতেই সম্ভবপর নহে, পাঠকগণ নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং আজ আমরা নিজে-দের এই দৈন্যের করুণ কাহিনী লইয়া সমাজের সামনেই উপস্থিত হইয়াছি ও কণ্ডমের তরফ হইতে আরজ করিতেছি, বিশ্বব্যাপী আজিকার এই চরম দুর্দ্দিনে সমাজই তাহার সাচ্চা যাদেম "হানাফীর" রক্ষার ভার গ্রহণ করুন। "হানাফীর" যে-সব পুরাতন গ্রাহক আছেন, তাঁহারা সকলে যদি এই দুঃসময়ে প্রত্যেকে অন্ততঃ পক্ষে "হানাফীর" এক বৎসরের মূল্য অগ্রীম প্রদান করেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া "হানাফীর" জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করেন; অথবা নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সকলেই যদি "কল্কে হাসান;" বা "নিজাম" স্বরূপ যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে স্বয়ংসর হন, তবে বিশ্ব-মানের গোরা পাকের অনুগ্রহে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সকল আপদ-বিপদ অতিক্রম করিয়া পুনরায় আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব বলিয়া আশা করি। সকল ব্যথা-বেদনা ও বাধা-বিঘ্নের কাহিনী সমাজের সামনে পেশ করিয়া আমরা নিজেদের তরফ হইতে আমার যথাসাধ্য মনের বিষয়ে বাহ্য-সংযম করতঃ বর্ত্তমান ৬ সিট আকারের স্থলে আপাততঃ প্রতি সপ্তাহে ৩ সিট আকারে "হানাফী" প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া প্রতি মাসে প্রায় ২০৲ টাকা বায় সংকোচ করিলাম। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আকারেও যাহাতে পূর্ণের মতই পরিপূর্ণ বিষয় প্রকাশ হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা বহু বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দিয়া তৎস্থলে সংবাদাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করিলাম। কাজেই, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রা-কারেও "হানাফীতে" বিজ্ঞাপনের হারে জাকাতের কোন কোন বুহদাকার সংবাদ-পত্র অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ বিষয় পাইতে পারিবেন। আশা করি, দারুণ অর্থ-সঙ্কটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিতৈষী গ্রাহক অনু-গ্রাহক বন্ধুগণ আমাদের এই নূতন ব্যবস্থা অবশ্যই সমর্থন করিবেন এবং তাহার যেমন সাধ্যে তদনুযায়ী নানাভাবে সাহায্য করিয়া সমাজের সেবক "হানাফীকে" স্থায়ীভাবে সমাজ-সেবার সুযোগ দানেই অগ্রসর হইবেন। বলা বাহুল্য যোগ্য অর্থনি দিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা পুনরায় "হানাফীকে" ৬ সিট আকারে, এমন কি সম্ভবপর হইলে ৫ বা ৬ সিট আকারে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইব। সর্ব্বপ্রকার প্রাণ সাহায্যের প্রাপ্তি-স্বীকার আমরা অতি আনন্দের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে "হানাফীতে" প্রকাশ করিব।

মোহররম

কারবালার বিষাদ-স্মৃতি বহন করিয়া শোকাবহ মোহররম মাস মোস্‌লেমের দ্বারে আবার আসিয়াছে! মোহররমের এ আগমনে অতীতের কত করুণ স্মৃতিই না মনের কোণে ভাসিয়া উঠিতেছে! আজ মনে পড়িতেছে—জহুর ও গজবের করুণ বিসাদময় সে ভুলুমের কাহিনী! তাহা-দুর্ব্বের প্রাণঘাতি জহুর—আজ হইতে বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক মোহররম মাসে—কেমন করিয়া বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সে প্রিয়তম দৌহিত্র, নবী-নন্দনা বিবি ফাতেমার নয়নের মণি, শেরে-খোদা হজরত আলীর প্রেমের দুলাল হজরত এমাম হাসানের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, জহুরের বিষে হজরত হাসানের সুন্দর মুখ-খানা সেদিন কেমন করিয়া "নিল-শিখা" হইয়া উঠিয়াছিল,—আজ সে করুণ বিষাদ-ময় দৃশ্যই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে! আজ মোহররমের আগমনে মনের কোণে আরও ভাসিয়া উঠিতেছে,—সীমারের হাতের রক্তমাখা সেই নির্ম্মম গজবের ছবি! অতীতের এক মোহররম মাসের ১০ই তারিখে মরু-কারবালার প্রান্তর বুকে সীমারের খঞ্জরের ঘায় নবী-দুলাল হজরত এমাম হোসেনের পবিত্র বক্ষ-রক্ত কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, মরুর ধূলি সে পবিত্র খুনে রঙ্গিত হইয়া হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিলেন—সেই ইস্‌লামী সত্যের প্রীতি আমাদের মনে তিলমাত্রও নাই; মর্ম্ম আমরা মিথ্যা মাতমের অভিনয় করিয়া প্রতি বর্ষে মোহররম মাসটাকে একটা নাটকীয় অভিনয়ের আদর্শ করিয়া তুলি, ইহাপেক্ষা লজ্জা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে! কিন্তু হায়, আজিকার পতিত মোস্‌লেম—এ সত্যটা বুঝিবার বুঝিতে চাহেনা; তাহারা মিথ্যা অভিনয়কেই জীবনের সার করিয়া লইয়াছে—ইসলামী সত্যের পরশ আধুনিক মোস্‌লেম-জীবনে কুত্রাপি বেষ্টিতে পাওয়া যায় না। মর্ম্মীয়া মাতম দ্বারা যে আমরা প্রতি বর্ষে মোহররম শহীদানের স্মৃতির অবমাননাই করিব—তাহাতে আর বিচিত্র কি!

হজরত এমাম হাসান-হোসেন যে সত্যের মশালধারী ছিলেন, চরাচর এঋীদ ছিল সেই সত্যেরই তুমমঃ! এঋীদ এই ইস্‌লামী সত্যকে ফুৎকারে নিভাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এই সত্যের জন্য সংগ্রাম করিতে যাইয়াই জহুর ও গজবের মুখে এমাম হাসান-হোসেন ও কারবালার অন্যান্য অমর শহীদান শাহাদতের অমৃত পিয়ালা পান করিয়া এ দুনিয়ার বুক হইতে চির বিদায় লইয়াছেন! বর্ত্তমান যুগেও একদা এঋীদ ভুলুমের অভাব নাই। ইস্‌লামের মশালকে এই দুনিয়ার বুক হইতে নিভাইয়া দিবার জন্য আজও এঋীদের দল বিশ্বের চারিদিকে জহুর ও গজরের আস্ফালন করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আফ্রিকার আমরা—মোস্‌লেম নায়বারী আমরা—যাহারা প্রতি বর্ষে মোহররম মাসে এমাম হাসান-হোসেনের শোকে কৃত্রিম মাতম-রোলে বুক ভাসাইয়া থাকি—সেই আমরা, আফ্রিকার এঋীদী বজবয় বার্থ করিয়া ইস্‌লামী সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার কি করিয়াছি বা করিতেছি?—কিছুই না! আজ বিশ্ব-ভারতের চারিদিকে এঋীদী লস্করের যে অভিযান চলিয়াছে, তাহার গতিরোধের কোন ব্যবস্থাই আমরা করিতে পারি নাই বরং কাপুরুষের মত চুপ করিয়া থাকিয়া এই এজিদবলের আস্ফালন দিন-দিন বাড়াইয়াই দিতেছি। তাই, আজ আমাদের চোখের সামনে এজিদের দল যজ্ঞ-তন্ত্র আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার কালাম ও আল্লার ঘরের অপমান করিতে পারিতেছে। শুধু তাহাই নহে—ভারত হইতে ইসলামের আলোকটুকু নিঃশেষে নিভাইয়া দিবার জন্যই আজ দিকে-দিকে শত এঋীদের সহস্র খড়গ আস্ফালন করিয়াছে। কিন্তু এসব চোখের সামনে দেখিয়াও আমরা স্বপ্নীল-সুখভ ক্রন্দনের বিলাস লইয়াই নিজেদের ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছি; এ সবের প্রতিকারে কোন কিছু করার মত মনোবল আজিকার আমাদের আর নাই!

আজিকার মোহররম-বাসরে বিভ্রান্ত মোস্‌লেম-জগতের কাপুরুষোচিত মাতম-রোলের ধ্বনি শুনিতে শুনিতে এই সত্য-বাণীটাই কেবল আমাদের জন্যে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতেছে। সত্যিকার ইমানদার মুসলমান যে জহুরের পেছানো হাসিমুখে ওঠ তুলিয়া ধরিতে পারে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া অতি অবহেলায় গজরো আসতে বুক পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে যে মোস্‌লেম-বীরের স্বভাব— আজিকার মোহররম বাসরে গতিত মোস্‌লেম এই সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারুক এবং জহুর ও গজরের মিথ্যা ভীতিকে জয় করিয়া আধুনিক সত্যদ্রোহী এঋীদদের তাণ্ডব দূর্ণ করিবার মত শক্তিসঞ্জন করিতে তাহারা সমর্থ হউক—বারবার বিষাদ-স্মৃতি বিজড়িত মোহররম-বাসরে ইহাই মাত্র আমাদের কামনা। মোহররমের বিষাদ-স্মৃতির ভিতর দিয়ে যদি আমরা এসলামের শহীদী জীবনের সন্ধান পাইতে পারি এবং মানুষের মত করম ও ইস্‌লামের ইজ্জত রক্ষা করিতে সমর্থ হই; তবেই কাপ-বাসার শহীদানের অমর আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে—এই চিন্তাই যেন আমাদের জীবনের আলোক-বর্ত্তিকা হয়—একথা আজ প্রত্যেক মুসলমানকে বিশেষ-ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কাপুরুষের মত মার খাইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে জহুর পান করিয়া বা গজর বুকে ধরিয়া মৃত্যু বরণ করিবার মুসলমানের পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয় ও বাঞ্ছনীয়!

চিঠিপত্র

ইসলাম-প্রচারের হাস্যকর অভিনয়

কোন জাতি যখন অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হয় বা উহার চরম সীমায় যাইয়া পৌছে, তখন তাহার ভিতর যে-সব অনিষ্টকর, অবমাননাকর, হাস্যাস্পদ ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, অধঃপতিত বাঙলার মোসলমান তাহার প্রকৃত প্রমাণ।

এ-জাগরণের যুগে বাঙলার মোসলমানও তাহার বহুকালের কলঙ্ক অপনোদন করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের প্রেরণা, কর্ম্ম-শক্তি, ত্যাগ, আত্ম-বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় কোথায়ও দিতে পারে নাই। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, উন্নতি এক দিনে হয় না, সময় সাপেক্ষ এবং তাহার পূর্ব্বাভাষ বাঙলার মোসলমানের ভিতরও কতকাংশে পরিলক্ষিত হইতেছে।

আজ পক্ষকাল যাবত পার্ক-সার্কাস পার্কে ইসলামিক মিশন সোসাইটী-প্রচারক সমিতি প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিতেছে, ইহা অবশ্য শুভ লক্ষণ, বাঙলার মোসলমানের অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার বস্তু—পতিত ইস্লামের ত্রুটীগুলি দূর করিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে দুনিয়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান করা, বিধর্ম্মিকে ইস্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য যুক্তি-প্রমান দ্বারা প্রমাণ করিয়া তাহার হৃদয় জয় করিয়া ইস্লামের সুশীতল ছায়ায় আনয়ন করা, ইহা মুসলমান মাত্রেরই কাম্য জিনিষ। কিন্তু ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের পরিবর্ত্তে ইহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তোলা বোধ হয় মুসলমান মাত্রেরই অভিপ্রেত নহে।

উক্ত মিশন প্রকাশ্য সর্ব্বসাধারণ স্থানে যে-সব বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা দ্বারা ইসলামের ইস্লামত্ব প্রচারের স্থলে বরং ইস্লামকে ভিন্ন জাতির নিকট হাস্যাস্পদ করিয়া তোলাই হইতেছে।

যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারক হইবেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, ধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞান, বক্তৃতা শক্তি, দক্ষতা যাহাতে মানব-হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে জয় করার শক্তি রাখে, এইরূপ হওয়াই দরকার।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত মিশনের যে-সব বক্তা আছেন, তাঁহাদের ঐ সব গুণের কোনই নাই, আবল-তাবল যা ইচ্ছা হয় তাঁহারা তাহাই বলেন, ইহাদের কথায় না আছে কোন সামঞ্জস্য, না আছে ভাষা জ্ঞান।

পার্ক সার্কাস পার্কে উপর্যুপরি ৮।১০ দিন যাবত প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন, আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি, প্রথম প্রথম বিভিন্ন জাতির লোক উহাদের বাহিরের চাকচিক্য দর্শন করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইত; কিন্তু উহাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া মোসলমানের প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া আজকাল সকলে চলিয়া যান। এইরূপ প্রচার-কার্য্য একটী সুসভ্য জাতির পক্ষে কখনই শোভনীয় নহে।

খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা সাহেব—যিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া ইস্লামের অশেষ উপকার করিয়াছেন, তিনি এই মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা। এই সম্বন্ধে তাঁহার এবং অন্যান্য মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিনীত—কাজী আবদুল আজিজ,
পি ২৪০ কিমার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব ও "মোহাম্মদী"

গত ১৬ই বৈশাখ তারিখের সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" পত্রিকায় প্রকাশিত "পীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ" শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় মন্তব্যে ফুরফুরার জনাব হজরত হাদিয়ে জামান, আমিরোশ-শরিয়তে বাঙ্গালা, পীরকুলের শিরোমণি মৌলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেবের উপর এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে যে, তিনি নাকি বিগত ২২শে চৈত্র রংপুর জেলার ভোজুবাড়ী গ্রামে এক সভায় "আহলে হাদিস" সম্প্রদায়ের সহিত পানাহার, নামাজ পড়া, বিবাহশাদি ইত্যাদি হারাম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জনাব "মোহাম্মদী" সম্পাদক সাহেব এই ব্যাপারে উক্ত হজরতের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন এবং রংপুরের জনসাধারণকে "তামাদী যুগের ঐ সব তামাদী কথা শুনিয়া বিচলিত না হইতে" নিবেদন জানাইয়াছেন।

জনাব পীর কেবলা সাহেব উক্ত সভায় কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সঠিক জানা নাই। কিন্তু আমাদের মনে আছে, ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদনী টিকাটুলির মসজিদে 'মোহাম্মদীর' স্বত্বাধিকারী মওলানা আকরম খাঁ ও মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবদ্বয় জনাব পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি কি আহলে-হাদিসদের সহিত বিবাহ-শাদী, নামাজ পড়া ও পানাহার হারাম হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন? তদুত্তরে পীর সাহেব তখন বলিয়াছিলেন—"আমি কেন এরূপ বলিব? বরং আপনাদের মোহাম্মদীদেরই "কেফায়ে মোহাম্মদী" ও "দোররায় মোহাম্মদী" ইত্যাদি কেতাবে চারি মজহাবাবলম্বী লোকদিগকে মোশরেক বলা হইয়াছে। আর কোরআন শরীফে আছে:—মোশরেকেরা যতক্ষণ ঈমান না আনে, তাহাদের সহিত নেকাহ করিও না।'

"অন্যত্রও মোশরেকদিগের সহিত পানাহার ইত্যাদি সামাজিক ব্যবহারও নিষেধ করা হইয়াছে। সহিহ বোখারির একটি হাদিছ আছে,—কেহ নির্দ্দোষ লোককে কাফের বলিলে সে নিজেই কাফের হইয়া যায়। কাজেই হানাফী সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমানদিগকে মোহাম্মদী অনুসারিগণ কাফের বলিয়া নিজেরাই কাফের হইবেন না কেন? সুতরাং সুন্নি মুসলমানদিগকে কাফের বলিয়া মনে করে যাহারা, তাহাদের সহিত বিবাহ শাদী নামাজ সামাজিক ব্যবহার ইত্যাদি নাজায়েজ হইবেনা কেন?"

জনাব পীর সাহেবের এই মন্তব্য শুনিয়া মওলানা আকরম খাঁ সাহেব মওলানা আবদুল্লাহেলবাকী সাহেবকে তখন বলিয়াছিলেন,—"হে মওলানা, জনাব পীর সাহেবকে দোষ দেওয়া বৃথা, বরং দোষ আমাদের মৌলবীদিগেরই।"

আমি "মোহাম্মদী" সম্পাদক সাহেবকে মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের উক্ত উক্তি স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রকৃতপক্ষে দোষ কাহাদের এবং কোরাণ ও সহিহ হাদিছের বাক্যগুলি প্রকৃতই কি তামাদী যুগের তামাদী কথা?

—মোঃ বদরে ইস্হাক,
১৩নং গ্রান্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহিত্য জগতে যুগান্তর!

সাহিত্য, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থরাজির বিপুল আয়োজন।

সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সুবর্ণ সুযোগ।

আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ আমরা প্রতিশ্রুতি এবং পুস্তক বিক্রয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। নিম্নে কয়েকখানা পুস্তকের নাম দেওয়া হইল:

কবি নজরুল ইস্লামের—
রিক্তের বেদন ১॥০
পুবের হাওয়া ১০

সিরাজী সাহেবের—
ফিরোজা বেগম ১০
তারা বাই — ৸০
নূরউদ্দিন — ১৲
রায়নন্দিনী ১০
(ঐ বাঁধাই) — ১॥০

মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেবের—
মেসোপটেমিয়া ভ্রমণ — — ১॥০

বি. পাল ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের—
ছেলেদের [illegible]নামা — ১॥০

কবি গোলাম মোস্তাফা সাহেবের—
রক্তরাগ — — ১৲

আবু নছর সাইদুল্লা সাহেবের—
আফগান আমির চরিত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)
প্রতি ভাগ — — ২॥০

তুর্কি কাহিনী
(২য় খণ্ড) — — ১০
ভূপালের বিবরণ ।০
[illegible]কুঞ্জ — ২৲
তুর্কী উপকথা …
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনী ও [illegible]
([illegible]) … ১০

ডাক্তার আবুল খায়ের সাহেবের
[illegible] … ১৲
মোস্লেম কীর্ত্তি

"ইহা পাঠে বাস্তবিক মুসলমানের শিথিল প্রাণ বিবেকের তীব্র কষাঘাতে জাগাইয়া তুলিবে।"
আল্-মুস্লিম।

প্রথম খণ্ড ১০, ২য় খণ্ড ১০
তজ্‌কেরে আল্-মনসুর
"বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। মূল্য ৸০
ছোটদের — —
সোনার [illegible] ৸০
[illegible]দের আলী
৸০

টিপু সোলতান
৸০

আব্দুল কাদের সাহেবের—
হজরত বড়পীরের জীবনী — ৸০

ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেবের—
ছেলেদের কারবালা — ।৵০

রেয়াজ উদ্দিন সাহেবের—
হাজি ফাজেল মোহাম্মদ — ৸০

মৌলবী মুহম্মদ মনসুরুদ্দিন, এম-এ সাহেবের—
হারামণি — ১০

খান বাহাদুর কে, এ, সিদ্দিকী সাহেবের—
শান্তি সোপান ১০

মৌলবী [illegible] সাহেবের—
মোস্লেম কীর্ত্তি
(প্রথম খণ্ড) — — ১০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড — — ১০

চৌধুরী মোহম্মদ শামসুর রহমান সাহেবের—
ইমাম আজম [illegible] ৸০

সুকবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের—
আলমগীর
(২য় সংস্করণ) ১৷০
গুলিস্তাঁর গল্প
(প্রসিদ্ধ গুলিস্তার অনুবাদ) ১৲
সাদীর কালাম
(তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
পল্লীর কাহিনী
(সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ) ১৲
হাসির গল্প
(সচিত্র ৩য় সংস্করণ) ।।০
ভারত সম্রাট বাবর (২য় সংস্করণ) ।৵০
গুলশান অপূর্ব্ব কবিতা গ্রন্থ ১৲
আমার সাহিত্য-জীবন
মূল্য ।।০ ডাক ।০

ক্যালকাটা বুক ব্রাদার্স
পাব্লিশার্স, বুক সেলার্স এণ্ড ষ্টেশনার্স,
৯, আন্তনী বাগান, কলিকাতা।

জনমত

বাঙালী মুসলমানের জীবন সমস্যা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেরাদরে আজিজ। আপনারা হয়ত বিরক্ত হইয়া মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন যে, আমরা কাজ করিব কোন্ পথে? এ কথার উত্তর আমি পূর্ব্বেই আপনাদের নিকট আরজ করিয়াছি। অথাৎ "শুনতে হ'বে জগত-বীণা কোন্ সুরেতে বাজে।" জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে তদনুসারে কাজ করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, তাহা যেন কোন দিনই এবং কোন মতেই ইস্লামের বিরোধী না হয়। জগতের কোন্ নিপীড়িত জাতি কি ভাবে কার্য্য করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছে, প্রতিবেশী জাতিগুলি কেমনভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তৎপ্রতি খেয়াল আনিতে হইবে। মুসলমান আমরা, বর্ত্তমানে যেরূপ পশুরমত হীন জীবন যাপন করিতেছি, জাতিকে তাহার এই শোচনীয় পতন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া আবার ইস্লামের প্রাথমিক যুগের অনুরূপ গৌরবের আসনে অভিষিক্ত করিতে হইলে আমাদিগকে সকল মোহ-নিদ্রা ও ক্ষণিক আয়াস ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে কর্ম্ম-সাধনার কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। প্রতিবেশী জাতিগুলির কর্ম্মধারার স্বরূপ ইস্লামী ছাঁচে ঢালিয়া কার্য্য করিতে [illegible] জীবন [illegible] হিন্দু জাতির কর্ম্মধারাকে ইসলামী ভাবে লইয়া করিলেই যথেষ্ট হইবে। যেহেতু দেখা যাইতেছে, শত প্রকার সামাজিক এবং দলগত বিরোধ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও সমগ্র হিন্দু জাতি রাজনৈতিক মতবাদে এমন বিস্ময়কর একতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছে যে, তাহার তুলনা মিলেনা। নরম, গরম, গোঁড়া, উদার সকল দলের হিন্দুরই রাজনৈতিক লক্ষ্য হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার দিকে। মুঞ্জে-মালব্য হইতে সুরু করিয়া গান্ধি-মতিলাল প্রভৃতির ধ্যান এক। প্রতিবেশী হিন্দুর এই রাজনৈতিক মতবাদের তুলনায় মুসলমান সমাজে আমাদের ঘরে ঘরে বিরোধ; গণ্ডার গণ্ডায় দলের ছড়াছড়ি। আমাদের এই নীতি জাতির পতনের এক প্রশস্ত পথ। ভাই সকল! আমার মতে একতার দিক দিয়া আমাদিগকে এখন হিন্দুর নিকটে ছবক লইতে হইলেও, মনে রাখিবেন, ইস্লামের একতার ন্যায় জগতে কিছুই ছিল না ও নাই। আপনাদিগকে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কর্ম্ম-পদ্ধতি খাড়া করিতে হইবে। শিক্ষার পথে আমরা বহু দূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। অর্থ নীতিতে দেশের নানা সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের মাথা বিক্রয় হইয়া আছে। শারিরীক শক্তি চর্চ্চায় বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রতিবেশী হিন্দু ভাইগণ গায়ের জোরের দিক দিয়াও বীরের জাতি মুসলমানদিগকে আজ পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। এইসব ব্যাপারে হিন্দু ভাইদের কর্ম্মধারা অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে ইস্লামের মহানবী হজরত রসুলল্লার নির্দ্দেশমত বিদ্যাশিক্ষার জন্য চীন দেশ পর্য্যন্ত অভিযান করিতে হইবে। কোরানের কথামত পর্ব্বত-কন্দরে ও সাগর-গর্ভে লুক্কায়িত রত্ন-রাজির সন্ধান করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং হজরত আলী, হজরত আমীর হামজার আদর্শে শরীর চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া বীরের জাতি আমরা প্রকৃত বীরে পরিণত হইতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য পথ এবং ইহাই আমাদের একমাত্র করণীয় ব্রত বলিয়া আমি মনে করি। আপনারা আজ সকলে যখন এখানে সমবেত হইয়াছেন, তখন ভরসা করি, আমার সর্ব্বপ্রকার আরজ সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করিবেন এবং জাতিকে তাহা বেশ করিয়া সমঝাইয়া দিবেন।

আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে চাই না। আমার প্রাণের কথা বলিবার ভাষা নাই। যে দুঃখ, ক্ষোভ এবং অনুশোচনায় আমার অস্থি, পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবারও সুযোগ নাই। যেহেতু তজ্জন্য রাজ আইনের ধারালো খড়্গা আমাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। তারপর আমার প্রাণের কথাগুলি শুনাইব কাহাকে? যাঁহারা এখানে শুভাগমন করিয়াছেন, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, তাঁহাদের অনেকেরই দেহে প্রাণ নাই। তাহাদের অনেকেই "পরের কারণে স্বার্থ বলি দেওয়ার" শিক্ষাকে ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং কাহার নিকট অন্তরের দুঃখ-যাতনা নিবেদন করিব? কিন্তু ঘরের পাশে বনের মাঝে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহার প্রলয়ঙ্কারী শিখা সমূহ—হে আমার প্রাণের ভাই, আপনাদের জীর্ণ-শীর্ণ কুটীরখানি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আপনারা এখনও কপালের দোহাই, নছিবের ফের বলিয়া ঘুমের ঘোরে অচেতন রহিয়াছেন। আল্লার দোহাই দিয়া বলিতেছি, উঠুন, জাগুন, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন! ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদে তার সমুদয় চেষ্টা ক্ষমতা গর্ব্ব লইয়া, ভারতের পৌত্তলিকবাদীরা গুপ্ত ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের সমুদয় শক্তি লইয়া—আপনাদিগকে গ্রাস করিতে উল্কা-গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আপনাদের প্রকৃত নেতাও নাই-ই; তবু নেতা নামধারী আরাম কেদারার স্বার্থ শকুনেরা আপনাদিগকে সজাগ না করিয়া বরং অজ্ঞ ও চির অচেতন রাখিতেই প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। তাই ডাকিতেছি, ভ্রাতৃগণ—হে আমার একই পথের সাথী ও একই জান্নাতুল ফেরদৌসের সঙ্গী! সকলে আপনারা এখনও জাগ্রত হউন, সময় থাকিতে সাবধান হউন। ধর্ম্মের নামে—জাতির নামে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলে যে-খোদা একদিন মান্না এবং সালোয়া দ্বারা আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আপনাদের সহায় হইবেন। আর সময় নাই, আপনাদের জীবন আজ জগতের নূতন আলোকে দেখিবার সময় আসিয়াছে। ভয় নাই, মুসলমান ভয় নাই! আপনারা ভুলিয়া গিয়াছেন কি—আপনারা বিশ্বের কোন্ সিংহ-তনয়? আপনারা আজ যাহা বিঘ্ন মনে করিয়া ভয় পাইতেছেন, অন্তরায় মনে করিয়া অদ্ধপথে বসিয়া আছেন, অসম্ভব মনে করিয়া পলে পলে মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা আসলে কিছুই নয়—ইহা আপনাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ও দুর্ব্বল হৃদয়ের ছলনা মাত্র। ইটালির যুগ-মানব মুসোলিনী মাত্র ৬০ লক্ষ ফ্যাসিষ্ট লইয়া জগত জয়ের অভিলাষী হইয়াছিলেন, আর মুসলমান ভাই, আমরা মহামানব ওমর, খালেদ, তারেক, মুসা, মুরাদ, সালাহ-উদ্দীনের বংশধর হইয়াও সামান্য কাজ—জাতির কল্যাণ সাধনে সদা সঙ্কুচিত, আকুলিত ও ভয়ে বিহ্বল! ভাই সকল, আমাদের মরণের পথ ঘনাইয়া আসিতেছে! অতঃপর হুঁসিয়ার হওয়া আবশ্যক কিনা, আজ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া যাইবেন। যদি সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে আবশ্যক বলিয়া গৃহিত হয়, তবে রাজ-আইন মাথায় রাখিয়া শান্তির সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকুন।

হিন্দু মুসলমানের বিবাদ-বহ্নি শ্মশান-সম দেশের বুকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, অতঃপর দেশের মাটী হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে। হিন্দু-মুসলমানের ধ্বংসকর এই বিরোধের জন্য অধিকাংশ যে হিন্দুগণ দায়ী, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু অস্ফুট স্বর ভিন্ন জোর গলায় একথা প্রকাশ করিবার আমাদের উপায় নাই। বাঙলার প্রবীন রাজনৈতিক বাবু বিপিনচন্দ্র পাল গত দুই বৎসর পূর্ব্বে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে সত্য কথাই লিখিয়াছিলেন যে, "হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া গত শতাব্দির কথা আমার মনে পড়িতেছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কোন কথাই ছিলনা। পরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একদল হিন্দু গো-রক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াই এদেশে এই বীজ বপন করে।"—আপনাদের বোধ হয় মনে আছে, সাইমন কমিশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম-গত বিরোধ ও দুর্ব্বল মুসলমানদের উপর প্রবল হিন্দু-সমাজের অন্যায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রভাবকেই উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমি জোর করিয়া বলি, বাঙলা দেশের গত টালার মসজিদ ভাঙ্গার দাঙ্গা, টিটাগড় নৈহাটির দাঙ্গা, বরিশালের কুলকাঠী; নদীয়ার পলাশীপাড়া, কলিকাতা, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতির ব্যাপার চিন্তা করিলেই ইহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই ভীষণ দ্বেষা-দ্বেষী রেষা-রেষিতে মুসলমানের কি করা কর্ত্তব্য, আপনারা আজ তাহার বিচার মীমাংসা করিয়া যাইবেন।—ক্রমশঃ।

—খোন্দকার নজীর উদ্দীন অহমদ।

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং'র
[illegible]
জন্য:—
রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
৸০
[illegible]
৪০১/৩, অপার চিৎপুর রোড
ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি-পত্র

হুগলী মোস্লেম ট্রেনিং স্কুলের জন্য ৩১৲-২৲-৭৫৲-৫৲-৯০৲ টাকা বেতনে একজন "ভার্ণাকুলার" শিক্ষক প্রয়োজন। যাঁহারা মাদ্রাসা-ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেন নাই এবং উর্দ্দু, আরবী ও বাংলা ভাষায় যাঁহাদের ভালরূপ জ্ঞান নাই, তাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে না। কর্ম্মপ্রার্থীর বয়স আগামী ১লা জুলাই (১৯৩২) তারিখে যেন ২৫ বৎসরের বেশী না হয়। আগামী ৩১শে মে (১৯৩২) তারিখ পর্য্যন্ত নিম্ন-স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক আবেদন সমূহ গৃহীত হইবে।

বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের
ইন্সপেক্টরের পক্ষে—
(স্বাঃ) কাজী মাজেদ বখ্‌শ।

কামেল দরবেশের আশ্চর্য্য দান হাজী আহমদ আলী সাহেবের

শূলসুধা

পিত্তশূল, অম্লশূল ও কলিজা বেদনার মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। এক মাত্র সেবনেই বেদনা থাকে না ও সপ্তাহ কাল যথারীতি ঔষধ সেবন করিলে অসহ্য বেদনা সমূলে দূরীভূত হয়। পরীক্ষা করিলেই অব্যর্থ গুণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মূল্য বড় কৌটা ১০ আনা, ছোট কৌটা ৫০ আনা মাত্র।

ডাক্তার জে, আহমদ
শূল-সুধা ঔষধালয়—ঢাকা।
ব্রাঞ্চ অফিস:—৫৭ নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

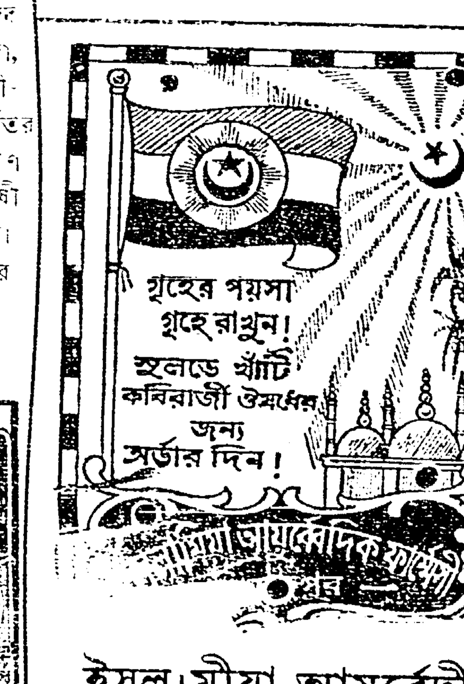

ইস্‌লামীয়া আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মেসী, দিনাজপুর

সংবাদিকা

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মসিয়ে ডুমারের মৃত্যু

রুশীয়ান আততায়ীর গুলী

লণ্ডন, ৭ই মের সংবাদে প্রকাশ, মঁসিয়ে ডুমার প্রত্যুষে ৪-৪০ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার পরিজনগণ এবং মসিয়ে তাদ্দিও (ফরাসীর প্রধান মন্ত্রী) ও অন্যান্য মণিগণ উপস্থিত ছিলেন। উষার অরুণচ্ছটা যখন পূর্ব্বাকাশে প্রতিফলিত হয়, তখন তাঁহার শব এলিসিনে স্থানান্তরিত করা হয়। শব স্থানান্তরিত করার সময় তাঁহার পরিজনগণ ও দেহরক্ষ সমযোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রধান সোপানাবলীতে সারি দিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মসিয়ে ডুমারকে গুলী করিয়া নিহত করায় জগতের সর্ব্বত্র ভীতি ও নিন্দা প্রকাশিত হইতেছে। জাতির প্রধান প্রধান রাজনীতিক এবং রাজন্যগণের নিকট হইতে প্যারিসে সমবেদনাজ্ঞাপক তার-সমূহ আসিতেছে।

গোগুল নামক একজন ধর্ম্মোন্মত্ত রুষীয় ডাক্তার যখন প্রেসিডেন্ট ডুমারকে গুলী করিয়াছিল, তখন ডুমার অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট যে সময় সালেমে সাহিত্য প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন, উন্মত্ত রাসিয়ান সেই সময়ই তাঁহাকে গুলী করিয়াছিল। নূতন নির্ব্বাচনের ফলে মসিয়ে লে-বার্থ নবীন প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

হাওড়ায় পুলিশের গুলী

ট্যাক্সিচালক ও গাড়োয়ানদের মধ্যে ঝগড়ার জের

হাওড়ার শ্যামপুর গ্রামের নিকট গত রবিবার রাত্রি বেড়টার সময় জনৈক পুলিশ অফিসারের "ব্যক্তিগত দেহরক্ষী" এক জনতার উপর গুলী করে। ফলে ১ জন নিহত এবং আরও দুইজন আহত হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, ২৬ পরগণা পুলিশের ইনস্পেক্টার শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য রাত্রি প্রায় ১০৩০ মিনিটের সময় তাঁহার পুত্রের বিবাহ উৎসব হইতে একখানি ট্যাক্সিযোগে হাওড়া ডোমজুর রোড ধরিয়া কলিকাতার দিকে আসিতেছিলেন। শ্যামপুরের নিকট আসিয়া তিনি দেখিতে পান যে, রাস্তা কতকগুলি গরুর গাড়ী দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকাশ, ইহাতে ট্যাক্সিচালক এবং গাড়োয়ান ও কতকগুলি বাহিরের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধে এবং জনতা বেগতিক দেখাইতে থাকে ও ট্যাক্সির উপর ইট ছুড়িতে থাকে। তখন ইন্‌স্পেক্টার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তাঁহার পিস্তলবার হইতে গুলী চালান। ইহার ফলে মহাদেব গোঁসাই নাক এক্‌জন হিন্দুস্থানী নিহত হয় এবং অম্বিকা রাউনি ও পনপাল সিং আহত হয়। প্রকাশ যে, দেহরক্ষী ৬ বার গুলী চালাইয়াছিল।

সরস্বতীর নিকট বালিকা-বলি

হিন্দুর শোচনীয় কুসংস্কার

লক্ষ্ণৌতে সুজাইন গ্রামে কতিপয় স্ত্রীলোক গান গাইতেছিল। হঠাৎ তাহাদের ১ জনের গলার আওয়াজ মোটা হইয়া যাওয়ায় সে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সরস্বতী সমীপে বলিদান দিবে বলিয়া স্থির করিয়া তদনুসারে একটি স্ত্রীলোকের ৮ বৎসরের একটি বালিকাকে হত্যা করে। মামলায় আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

সভা-সমিতি

নগাঁও—আসাম

বিগত ২০শে ও ২১শে মার্চ্চ রোজ রবি ও সোমবারে নগাঁও জিলা-সম্মিলনের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন সুচিত্রা মেজার অন্তর্গত মোনাই-বেষায় সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জিলার বিভিন্ন অংশ হইতে বহু প্রতিনিধি ও দর্শক যোগদান করিয়া সম্মিলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। সম্মিলনের প্রথম দিনের শিক্ষা-বিভাগের অধিবেশনে নগাঁও জেলার প্রবীন নেতা ও লোকেল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান খান বাহাদুর মৌলবী মুজাদ্দী আহমদ এম-এল-সি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে কৃষক-বিক্ষোভ অধিবেশনে সিলেটের প্রসিদ্ধ অসমাহস মৌলবী মনোয়ার আলী এম-এল-সি সাহেব সভা-পতির মত অলঙ্কৃত করেন। আসাম গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌ডিয়ান সিভিলিয়ান মেম্বার খান বাহাদুর মৌলবী মুজাম্মিল হোসেন সাহেব ও স্থানীয় বহু উচ্চপদ-মোক্তারের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার বহির্ভাগে ইসলামিকদিগের প্রতি আসাম গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রকার জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—এম, আলম আলী সরকার,
জেনারেল সেক্রেটারী, অভ্যর্থনা সমিতি।

বালারহাট—রংপুর

গত ২০শে ডিসেম্বর রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বালারহাট নামক স্থানে এক বিরাট কৃষক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মৌলবী রজিব উদ্দিন তরফদার সাহেব সভায় যোগদান করিয়া-ছিলেন। তরফদার সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় কৃষকের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ, জমিদারী প্রথা, অন্ন-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভায় হিন্দু মুসলমানে প্রায় বিংশপ্রাধিক কৃষকের সমাগম হইয়াছিল।

সংবাদদাতা—মোহাম্মদ তমিজ উদ্দিন, বগুড়া।

পাড়াকুড়া—রংপুর

গাইবান্ধা সোঃ কাছারীঘরের অন্তর্গত পাড়াকুড়া গ্রামে বিগত ২৯শে মার্চ্চ একটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দের সুচীর্ণ ও শ্রমে ও ব্যবস্থায় সভার পূর্ব নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ম একটী জমিদার বাড়ীতে স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে মুসলিম ছাত্রগণ নিজ দেশের অবহেলিত ইসলামের আদর্শ, কায়দা ও ধর্ম্ম-পরিচয় শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য স্থানীয় মৌলবী সুন্নী মসজিদ হইতে মুক্তি-ভিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

—সেখ, এবার উদ্দিন, শিক্ষক।

শিবপুর—হাওড়া

বিগত ৭ই মে শনিবার অপরাহ্ণে শিবপুর বস্তী খিলনসিপাল্ হিঃ স্কাউটমাষ্টী মক্তবের দ্বিতীয় বার্ষিক পরিতোষিক বিতরণী সভা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা জর্জ্জ-মেডিকেলের ভেপুটী মেডে ডাঃ ইকবাল এম-ডি, সি-এস সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বক্ত সভায় মিঃ এম, এফিক আহমদ বি-এল, মিঃ আজিজুর রহমান এমমাদী বি-এল, মিঃ এস, এ হুদা বক্ত বি-এল, শেখ মোঃ ইদ্রিস আলী, মিঃ আশরাফ আলী এম-এ, বিটী প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি অভিভাবণটী অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সংবাদদাতা—শেখ আবদুল ওহুদ

আরোগ্য

ডেন্টোফ্রেক্স

অনুপান ভেদে—

মাত্র ২৫ আনায় ৪০ প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

কলেরা, বেদনা, সূতিকা, আমাশায় মেহ, কাশি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সহজ আরোগ্য হয়। বিছু ও সর্পদংশনে, কুকুর দংশনে অতি উপকারী। ইহা ঘরে বা সঙ্গে রাখিলে অতি সহজে মুক্তি পাইতে পারিবেন। আবেহয়াত সেবনে মারাত্মক ফলে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ রোগী রোগ মুক্ত হইতেছেন। আপনিও এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ডিঃ পিঃ, ভিন্ন শিশির মূল্য না আসিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের দাওয়াখানায় নানাবিধ ফলপ্রদ হোমিও ঔষধ ও কেশ তৈল বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুদ থাকে। এজেন্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—এস, কে, হামিদিয়া
নওয়াপাড়া, যশোহর।

পণ্ডিত এস শর্ম্মার "ধবলের তৈল"

বিনা রোগে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্যের স্থবিদিত ও অব্যর্থ ঔষধ। এক শিশিতে ২ ইঞ্চি স্থান আরোগ্য হয়। মূল্য সডাক ৫৷৹ টাকা।

দেশবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ভবন
২৬৷৮ হারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য কেন্দ্র

জর্জ্জ মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপ্যাল আর, সেনগুপ্ত, এম-ডি (আমেরিকা) আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট-রেজিষ্ট্রিকৃত (১) বার্ধ-কন্‌ট্রোলার ইচ্ছামাত্রেই গর্ভ সঞ্চার ও বন্ধ করিবার, (২) হেল্‌থ-রেণ্ডলে-টার, শুক্রতারলা, প্রাবাকত্বঅল্পতা, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি; (৩) ব্লাড-পিওরি-ফায়ার গণোরিয়া, গণ্ডীর ও বাধীর; (৪) হাইড্রোসিল্-হেমার বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও একশিরার; (৫) ফিমেইল্-ফ্রেণ্ড সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগের; (৬) এজ্‌মা-এনিমি হাপানীর; (৭) ওয়ার্ম-এনিমি বিনা ঔষধেপেটে কৃমি রোগের; (৮) ডায়েবিটিস কিওর বহুমূত্রের; (৯) আই-ষ্ট্রেইথ যাবতীয় চক্ষুরোগ নাশ; (১০) পাইলস্-কিওর অর্শরোগের; (১১) সেইফ-ডেলিভারি সুপ্রসবের; (১২) ডিস-পেপ্‌সিয়া-কিওর অম্ল ও ডিস পেপসিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ প্রায় ১২০ বড়ি। ১৲ টাকা মাত্র—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ এজেন্টস্—বি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সোল-এজেণ্ট—ফ্রেণ্ডস্ হোমিও হোম, ৬৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, (হেদুয়ার পাশ), কলিকাতা। এক আনার "ডাক-টিকিট" পাঠাইলে বিধি সম্বাত, সঠিক ভাগ্য-গণনা, সুলভ চিকিৎসা ও স্বপ্ন-বিচার পুস্তক বিনামূল্যে পাঠান হয়।

বহু চিন্তা ও গবেষণার ফল

প্রত্যেক নারী ও শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করুন। ধর্ম্ম, সমাজ ও ইতিহাস মন্থনে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে ও দেশের অধঃপতনের নিগূঢ় কারণ বুঝিতে সমর্থ হউন। সৎকথা ২০৲ নিত্য দরকারী হাদিস; মূল্য ৵১০ আনা। একতা ও কোরবানী—দুই আনা। হিন্দু ধর্ম্মে গো-জাতির স্থান ৵১০।

WHY I AccEPTED ISLAM by a distinguished Hindu Scholar of India neatly bound. Price As. 12; THE ISLAMIc FAITH with a delightful introduction by Dr. Sheldrake of London. Excellent get-up. Price As. 6 only.

এস, কে, হামিদিয়া— নওয়াপাড়া, যশোহর,

ইসলামিয়া আর্ট প্রেসের নূতন বই নূতন বই

সম্পূর্ণ কোরান শরিফের বঙ্গানুবাদক স্থবিখ্যাত মৌঃ আবদুল করিম সাহেব লিখিত

পবিত্র আমপারা

পবিত্র আমপারার অবশ্য পাঠ্য ছুয়া সমূহ সুমধুর বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ বাস্তবিকই বঙ্গ-সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ। আবালবৃদ্ধ-বনিতা ইহার অমৃত রস পানে পরিতৃপ্ত হইবেন। সুন্দরভাবে এক পৃষ্ঠায় সরল পদ্যানুবাদ ও টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। "বাঙ্গলার গৃহে গৃহে প্রত্যেক মোসলেমের ইহা নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিত।" সুন্দর ছাপা ও উত্তম কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৸০ বারো আনা মাত্র।

তাপসী রাবেয়া (৩য় সংস্করণ), ৸০ আনা, নির্জ্জর (সৈয়দ এমদাদ আলী কৃত) ৸০;

প্রাপ্তিস্থান—
ইসলামিয়া বুক এজেন্সী
১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

চিকিৎসা শিক্ষা

সহজ কবিরাজি, ডাক্তারী
ও
হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা

আপনি যদি সামান্য লেখাপড়া শিখা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই পুস্তকখানি ক্রয় করুন। এই পুস্তকে সাহায্যে আর না হউক মফঃস্বলে একশত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানা অতি সহজ ভাষায় গুরু শিষ্যের কথোপকথনে লিখিত। ইহাতে নাড়ীজ্ঞান, মূত্র, জিহ্বা, চক্ষু ও তাপমান যন্ত্রদ্বারা জ্বর পরীক্ষা এবং প্রত্যেক রোগের নিদান ও ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজী, ডাক্তারী এবং ইনজেকশন ব্যতীর মেয়েরাও অনায়াসে কবিরাজী ডাকারী এবং ইনজেকস- শিক্ষাকরিয়া সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন।

মূল্য ৸০ আনা মাশুল ।০ আনা

ডাঃ সরদার ফকির আহমদ
বীরখাটা মেডিক্যাল হল পোঃ বিধারী
২৪ পরগণা

ডাঃ বিপিন গুপ্ত

ইঁদুরের কথা

—ডাঃ বিপিন বিহারী গুপ্ত এম-বি, ডি-টি-এম, ডি-পি-এইচ—

—:০:—

আজ আপনাদের ইঁদুর সম্বন্ধে কিছু বলিব। নিশ্চয়ই জানেন, এক মশাতে মানুষের কত রকমের ক্ষতি হয়। শুধু যে বঙ্গ-শত্রু ম্যালেরিয়া তা নয়—ডেঙ্গো জ্বর, গোদ, কুমড়, শ্লীপদ এবং ভারতবর্ষের আসন্ন বিভীষিকা পীতজ্বর এ সমস্তই মশা ভিন্ন সৃষ্ট করে। তাই মশাকে সামান্য মশা না বলে উড়ুক্কু গোখুরা বলিলেও উক্তি হয় না। তুল্যবিধ-ক্রিয়া মশকের দংশ হইতে তিন গুণ বেশী অর্থাৎ একটি সাপের ঠোঁটে যতটা পরিমান ওজনের বিষমাত্রা আছে, ঠিক মশককে দর্পের আকৃতিতে গণনা করিলে যে মাত্রায় মশক বিষ পাওয়া যায় তাহা প্রায় তিন গুণ। মানুষ ও ইঁদুর ইহাদের মধ্যে অতি ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ। মানুষ যখন প্লেগরূপ মহামারীতে শহরকে শহর পরিত্যাগ করিয়া মাঠে বসবাস করে, তখনও ইঁদুর মানব সঙ্গ ত্যাগ করে না। কারণ মানব-জীবন না থাকিলে ইঁদুরের জীবন-ধারণ অসম্ভব। মানুষ যখন এরোপ্লেনে উঠিয়া আকাশ মার্গে যায়, তখনও সেই ইঁদুর সঙ্গ লয়। এবারের একটি এরোপ্লেনে একটি ইঁদুর উড্ডীয়মান অবস্থায় নিশ্চিন্তমনে একটি অতীব প্রয়োজনীয় সংযোজক দড়ি কুট কুট করিয়া কাটিতেছিল। এরোপ্লেন চালক দেখিতেই বুঝিলেন অসন্ন বিপদ। তিনি তখন প্রাণপণে এরোপ্লেনকে উচ্চে চালনা করেন। ফল উক্ত গতিভাত হইতে নয়, ক্ষুদ্র, উত্তাপ-প্রবণ জীবরূপ মূষিক দেহ এক প্রকার জমিয়াই এরোপ্লেন ছাড়িয়া পড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পাখীদের যখন নীট হাওয়ে অতি মাত্রায় বাসা হইতে দূরতর গতিতে উক্ত আকাশে উড়িয়া যায়। তাহাতেই উক্ত কীটগুলির দংশন বন্ধ হইয়া যায়। ইঁদুর নীচে ভূমিয়া পক্ষী দেহাত্ত হইতে বাধ্য হয়। জাহাজেও ইঁদুরের উৎপাত কম নয়। জাহাজ যখন নোঙ্গর করিয়া মধ্য নদীতে অবস্থান করে, তখন শহর হইতে সওদা করিয়া নাবিক ইঁদুর জাহাজে গিয়া হামলা করে, ইহা প্রত্যেক নাবিকের অভিজ্ঞতা-প্রসূত-কথা। এজন্যভাবেই জাহাজ হইতেও সাত্তার নিয়া বৈদেশিক ইঁদুর শহরে প্রবেশ করে। যদি নাগরিক কিংবা বৈদেশিক ইঁদুরের মধ্যে কোনও রূপ সংক্রামক ব্যাধির বীজ থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাধির ব্যাপকতা সম্ভাবনা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই জন্য আন্তর্জ্জাতিক মেলামেশা যত বেশী হইবে—তাহা স্থলপথে রেলটর দ্বারাই হউক বা জলপথে জাহাজের সাহায্যে কিংবা আকাশপথে বায়-যানের দ্বারাই হউক, এই সকল সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপকত্ব ক্রম বৃদ্ধি হইবেই—

ভারতে জাতি-বৈষম্য এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আজ আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। ইহার ফলে আমরা হয়ত শুদ্ধমাত্র বাহ্যিক যোগ্যতা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নৈতিক-যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে শিক্ষা করিব; অথবা এই সমস্যা হইতে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, তাহা আমাদের প্রাণের স্পন্দনকে শৃঙ্খলিত করিয়া আমাদিগকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবে। প্রথম সাক্ষাতেই আমাদের মধ্যে ভাষা ও আচার প্রথাগত যে প্রভেদ এবং দৈহিক ক্ষমতার যে তারতম্য রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করি। ফলে আমাদের মধ্যে ভৌগোলিক বাধার পরিবর্ত্তে অনৈক্যের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভারতে ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতে জাতি-বৈষম্যের সমস্যা ঘটিল হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন অথবা ভোট বন্টন বিধা বিদেশের বাজার হইতে কতকগুলি রাজনৈতিক যন্ত্রপাতি আমদানী দ্বারা আমরা কখনও মুক্তিলাভের আশা পোষণ করিতে পারি না। নিখিল মানবের মৈত্রী-বন্ধনের নিগূঢ় তথ্য উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের মনকে যথার্থভাবে গঠন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আমরা আদর্শভ্রষ্ট হইব ও আমাদের সাফল্য-লাভের পথে প্রতি বন্ধকের সৃষ্টি হইবে। বিশ্ব-ভারতী এই মনোভাবের প্রতীক। মানুষের সাম্য-বন্ধনকে বিশ্ব-ভারতী শাশ্বত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। মানব ইতিহাসের কোন যুগে কখনো এরূপ নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, এরূপ বিশ্বব্যাপী হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া ও পারস্পরিক সন্দেহের ভাব ফেনোদ্গিত হইয়া উঠে নাই। দুর্ব্বল, শক্তিমান প্রত্যেক লোকই নিয়ত অপরের বিরুদ্ধে উদ্রেক করিবার স্বপ্নে নিমগ্ন রহিয়াছে। পার্থিব শক্তির দৈহিক-বল প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। মানুষ তাহার আত্মশক্তির মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিতে পারে "আমি ভীত নহি"। এরূপ শক্তি মানুষের আছে। পার্থিব শক্তিকে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আমাদের শক্তি প্রগাঢ়তা, নির্ভীক মনোভাব, সাহস এবং তাহার অন্তঃপ্রেরণা আমাদের অন্যান্য শক্তির পরিচায়ক। যে মানুষ ব্যাঘ্রীর দুগ্ধ পান করিতে, যে মানুষ গণ্ডার গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিত, যে মানুষ অত্যাচার ও লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সেই মানুষ নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ে আজ সভ্য হইয়া বৃদ্ধিতে পারিয়াছে যে, আত্মাকে বন্ধন-মুক্ত করিবার জন্য তাহার পশু-শক্তিকে বন্দীকৃত করিতে হইবে এবং ইহার মধ্যেই তাহার প্রকৃত শক্তির উৎস নিহিত রহিয়াছে।

কবি আবদুল কাদির

ফকীর-বিদ্রোহ

—আবদুল কাদির—

১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীদের পরাজয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া যায় সত্য; কিন্তু ১৭৬৬ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মারাঠা ও শিখগণ একেবারে নির্ব্বীর্য্য হয় নাই। ১৭৬৬ সালের যুদ্ধে শিখদের প্রধান সহায় ছিল সন্ন্যাসী ও ফকির সৈনিকগণ,—রামকিষণ গোসাঁই, উমরাও গিরি প্রভৃতি পরিচালিত সন্ন্যাসী-সেনা এবং ভট্টানন্দ মোহান্তের ফকীর বাহিনী। আর মহারাষ্ট্র-বাহিনীতে ছিল বুন্দেলখণ্ডের হিম্মৎ বাহাদুরের ৯ম কুমুপ-গিরির দেড় হাজার অশ্বারোহী গোসাঁই সৈন্য। এই ঊনষাট্টখানা গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীরা হোলকার, সিন্ধিয়া, জয়পুর-রাজ প্রভৃতির সেনা-বিভাগে বহুকাল নিয়োজিত ছিল। মোগল-সম্রাটের পতন-যুগে এই সন্ন্যাসী-ফকীররাই ছিল ভারতীয় রাষ্ট্র-নীতির প্রধান নিয়ন্ত্রা—ভারতের ভাগ্য অনেক অংশে নিজের করিয়াছে তাহাদেরই হাতে। ১৭৬৪ সালে নবাব মীর কাসিম বাঙলার মসনদ পুনঃ-প্রাপ্তির প্রয়াস পাইয়াছিলেন প্রধানতঃ এই সন্ন্যাসীদের সহায়তা অবলম্বন করিয়াই! অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, মীর কাসিম, সমরু, হিম্মৎ গিরি ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ বহু সৈন্যসহ মেজর কর্ণাকের কুটী আক্রমণ করেন। মীর কাসিমের সেই যুদ্ধাভিযানে ছিল তিন হাজার রোহিলা সৈন্য ও পাঁচ হাজার নাগা-সন্ন্যাসী। বৃটীশ সাম্রাজ্য পত্তনের প্রাক্কালে ভারতে এই ফকীর ও সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই যে প্রবলতর প্রাতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমিত হয়।

অষ্টম শতাব্দীতে স্বামী শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভগ্ন-ভিত্তির উপর হিন্দু-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন,—বৌদ্ধ মঠ ও ভিক্ষু ভিক্ষুনীর পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রভাবে গড়িয়া উঠে মহীশূরের শৃঙ্গেরী-মঠ, বদরীনাথের যোষী মঠ, দ্বারকার সারদা-মঠ ও পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ; এবং পুরী, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, বন, অরণ্য, তীর্থ, আশ্রম, অরসতী ও ভারতী এই দশজন শিষ্যের প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়। বিভিন্ন মঠের কর্ম্ম-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিত উক্ত দশটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত "দশনাম"-সভা। মুসলমান শাসনের প্রথম ভাগে মকানপুরে শাহ বদীউদ্দীন মাদারের প্রভাবে ভারতব্যাপী যে বিরাট ফকীর সম্প্রদায় দেখা দেয়, ষোড়শ শতাব্দীতে সেই সম্প্রদায়-ভুক্ত অগণিত ফকীরদের সাধারণ ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায় সমসাময়িক যুদ্ধাদিতে যোগদান এবং অন্য সময় নিজেদের আহার্য্যের জন্য লুট-তরাজ—বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সেবার নামে হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ। এই ফকীরদেরই নিদারুণ নিগ্রহে অরসতী-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত বধূসূদন অরসতী রাজ্যা বীরবলের সহায়তায় সম্রাট আকবরের নিকট হইতে সন্ন্যাসীদিগকে অগণ্য সংখ্য সনদ লাভ করেন। ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেই যে শুধু বিবাদ হইত এমন নয়; ১৭৬৭ সালে সম্রাট আকবর থানেশ্বরে পুরী ও গিরি এই দুই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যেই তীর্থ-স্থান নিয়া এক যুদ্ধ সংঘটিত হইতে দেখেন। ১৬৬০ সালে সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের মধ্যে সংগ্রাম হয়; নাগাদের সঙ্গেও জালালী ও মাদারী ফকীরদের এমনতর সংগ্রাম প্রায়শঃই হইত। শৈব-নাগা ও বৈরাগী-নাগাদের মধ্যকার বিবাদ এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, ফলে ১৭৮০ সাল হইতে বৃটীশ-শাসন পর্য্যন্ত হরিদ্বারে বৈষ্ণবদের তীর্থযাত্রা বন্ধ থাকে। ১৭৯৩ সালে ভাগুর পণ্ডিত তাহার বিপুল বর্গী-দল সমভিব্যাহারে যখন আলীবর্দ্দী-শাসিত বাঙলা হাঙ্গামা-সৃষ্টি করিতে আসে, তখন শুনিতে পায় যে, একদল সন্ন্যাসী বগুড়ার ভবানীপুর মন্দির লুণ্ঠন করিয়াছে। শুনিয়া বর্গীরা বাঙলা হইতে সন্ন্যাসী-বিতাড়নে ধাবিত হইয়াছিল। বাঙলার জন-সাধারণের উপর এই সন্ন্যাসী ফকীরদের দৌরাত্ম্য বৃটীশ-শাসনের বহু পূর্ব্ব হইতেই নানা ভৌগলিক কারণে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অত্যধিক হইতে দেখা যায়।

জয়পুর-রাজ দশ সহস্র দাদূ-পন্থী সন্ন্যাসীকে সৈন্যদলে রাখিয়াছিলেন; দেশীয় অন্যান্য রাজারাও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা-বিবেচনায় ফকীর ও সন্ন্যাসীদিগকে সৈন্যদলে রাখিতেন। কিন্তু ইংরেজদের ভারত-আগমন কালে প্রায় দেশীয় রাজাই এই সন্ন্যাসী-ফকীরদের সহায়তা শুধু যুদ্ধের সময়ই গ্রহণ করিতেন; সুতরাং অন্য সময় তাহাদের লুট-তরাজ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দেশ তখন বহুধা বিভক্ত, অরাজকতার ফলে দস্যুবৃত্তির সুযোগও প্রচুর; দলে দলে ধর্ম্মবেশী সন্ন্যাসীরা তাই তীর্থস্থান লুণ্ঠন-প্রিয় হইয়া উঠিল। এই লুণ্ঠনকারীদের হাতে ইংরেজ-দিগকে প্রাথমিক যুগে শৃঙ্খলা বিস্তারে যথেষ্ট প্রাতিবন্ধকতা লাভ করিতে হইয়াছে। বাঙলা দেশে নানা ঐতিহাসিক কারণে সন্ন্যাসী অপেক্ষা ফকীরদের দৌরাত্ম্যই বৃটীশ-সরকারকে ভোগ করিতে হইয়াছে বেশী।

জিন্দা শাহ মাদারের প্রবর্ত্তিত বদরাহা, তায়ফুরিয়া ও তাবাগতী প্রমুখ বিভিন্ন শাখার ফকিরগণ মকানপুরের মজনু শাহের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। মজনু শাহ ছিলেন বুরহানা ফকীরদের নেতা। কাজেই জিন্দা শাহ সূত্রে ১৬৫০ সালে বুরহান ফকির জনাব শাহ সুলতান হাসান মুর্ত্তজা বুরহানাকে সমগ্র ভারতে যথেচ্ছা ভ্রমণের ও অর্থ-গ্রহণের যে সনদ প্রদান করিয়াছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সনদ-প্রদত্ত ক্ষমতা মজনু শাহ লাভ করেন। মাদারী ফকিরদের তীর্থকেন্দ্র ছিল কানপুর জেলার মকানপুর; বর্ষা-ঋতুতে রেল-বিহারে যদৃচ্ছা যাতায়াতের অসুবিধা হেতু মজনু শাহের বিরাট দরবেশ বাহিনী মকান-পুরে সম্মিলিত হইত। বগুড়া জেলার মাদার-গঞ্জ ছিল তাহাদের বাঙলার রাজধানী।—১১৭৬ সালে মজনু শাহ মহাস্থানগড়ে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রতি বৎসর তিনি দলবল সহ পাণ্ডুয়া দরগাহে দর্শন দিতেন। মজনু শাহের "ভেলা" নামধেয় আগ্নেয়াস্ত্র হইতে চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত এমন অগ্নিক্ষেপ সম্ভব হইত যে, তাহারই ভয়ে বাঙলা-আসামের বহু শক্তি-মন্ত রাজা মহারাজা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মজনু শাহের নির্দ্ধারিত "নজরানা" দিতে না পারায় বহু জমিদার গৃহ-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন। এই "নজরানা" আদায়ের ব্যাপারে মজনু শাহ স্থানীয় দস্যুদের সহায়তাও গ্রহণ করিতেন। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী ছিল উক্ত সহায়কদেরই অন্য-তম। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "দেবী চৌধু-রাণী"তে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ আসলে মুষ্টিমেয় বৃটীশসৈন্য তাহাদিগকে অতি সহ জেই দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭৮৯ সালে রঙ্গপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জের নিকট মাত্র চব্বিশ জন ইংরেজ সৈন্যের হাতে ভবানী পাঠক তাহার পাঠান সহকারী সহ নিহত হয়, বরকান্দাজের মধ্যে আটজন আহত ও বিয়াল্লিশ জন অস্ত্র-পূর্ণ সাতটি ছিপ্‌ই ধৃত হয়,—ইংরেজ পক্ষে মাত্র দুইজন সিপাহী আহত হয়। কিন্তু মজনু শাহের উপদ্রব হইতে নিরাপদ হইতে গিয়া ইংরেজ সরকারের বহু শক্তি ও কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্র-কাননে বাঙলার ভাগ্য-রবি অস্তমিত হয়। কিন্তু ১৭৬০ সালেও ইংরেজের মাত্র মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও চট্ট-গ্রাম জেলার শাসন ও রাজস্বের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল—তাঁহাদের দৃষ্টি তখনও প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও অন্যান্য বাণিজ্য-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরীর উন্নতির দিকে। জমিদাররা রাজস্ব আদায় করিয়া নিষ্কৃতি পেলে দিতেন নওয়াব সরকারে, নওয়াবের ফৌজদারেরা করিতেন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা। বাঙলার এমনিতর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া জমিদার ও ফৌজদারেরা স্বার্থবশে প্রজাপীড়ক হইয়া দস্যু-দের প্রশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর ইংরাজরা প্রত্যক্ষ ভাবে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব বিভা-গের উপর প্রভুত্ব অর্জ্জন করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে-বৎসরই মুঙ্গের এলাহাবাদ ও বাঁকীপুরে তিনটি সৈন্যবাহিনী গঠিত করেন। এই বৃটীশ সৈন্য-বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নিখিত আদায়।—দেশের শৃঙ্খলা বিধা-নের ভার তখনও ছিল নায়েব-নাজিমের উপর এবং স্ব স্ব এলাকায় পাইক ও বর-কান্দাজের সাহায্যে জমিদাররা করিতেন শান্তি রক্ষা। জেলার কালেক্টরগণ খাজাঞ্চিখানার রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবে খাজানা প্রেরণের সময় প্রহরীর জন্য কয়েকজন পাইক ও বরকান্দাজ রাখিতেন, প্রয়োজন হইলে পরগণার সিপাহী-দের সাহায্য লইতেন।—সন্ন্যাসী ফকীরেরা শুধু নীতিই প্রজাদের উপরই হামলা করিতেন; ১৭৬৩ সালে একদল ফকীর ইংরাজদের ঢাকার ফ্যাক্টরী অবরোধ করে, ১৭৭৩ সালে সন্ন্যাসীরা রংপুর বোয়ালীয়ার ফ্যাক্টরী আক্রমণ করে। সরবে খাজানা প্রেরণের সময় পথে যে কতবার তাহারা উপদ্রব করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎকালীন কালেক্টর-গণ প্রজাদের ক্ষমতার প্রতি দৃকপাতও করি-তেন না; কিন্তু সন্ন্যাসী ফকীরদের দ্বারা বারবার উপদ্রুত প্রজাদের হইতে যখন খাজানা-আদায়ও আয়াস-সাধ্য হইয়া উঠিল, তখন বৃটীশ সরকার এই ভ্রাম্যমান লুণ্ঠনকারীদের দমনে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙলায় স্বাভাবিক অর্থ-প্রাচুর্য্য অথচ রাষ্ট্রীক ও প্রাকৃতিক কারণে বাঙলার ক্রম-বর্দ্ধমান অহিংস্রতা বৈদেশিক দস্যুদিগকে বাঙলার প্রতি প্রলুব্ধ করিত। সেই বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের দেশে উক্ত ফকীরদের বিভীষিকা ফাঁসী সময়কার বিপ্লবিকান-শক্তির তুল্য ব্যর্থ হইত, সেই দস্যু সর্দ্দারদের মর্য্যাদা জন-সাধারণের কাছে হইয়া ওঠে খাসকের তুল্য। সরকারের এমন সামর্থ্য ও প্রভাব তখন ছিলনা যে, জন-সাধারণকে আত্ম-রক্ষার্থেও সরকারের সহায়ক করা যাইতে পারে। কোন ফকীর-বাহিনী ঘটনা চক্রে কোন ইংরেজ-বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইলেও নেতানুবূর হইতনা, কেননা অসংখ্য নদীপথে বস্ত্র-বিহার উড়িষ্যা অনায়াসে উত্তরণ করিয়া তাহারা ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। মজনু শাহ্, জালালের বাইন হাজারী বড়া-দরগাহ্, হজরৎ নূর-নুর আলম ও আলাউল-হকের ছয় হাজারী ছোটা দরগাহ্, বগুড়ার মস্ত নগরের মেলা ও শাহ্ সুলতানের দরগাহ্, গায়ে পাহাড়ের পাদদেশে ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে শাহ্ কাঁসীলের দুই দরগাহ্, ইত্যাদি দর্শনের ছলে ফকীররা সমবেত হইত। প্রত্যেক দর-গাহে অনুষ্ঠিত মেলার তারিখ প্রত্যেক ফকীর জানিত, নির্দ্দিষ্ট দিনে মেলা-মণ্ডপে ফকীরদের পরামর্শ-সভা বসিত, তাহাদের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র বিতরিত হইত এবং অন্যান্য সংস্র সংস্র ফকীর যোদ্ধবেশে চারিপার্শ্বের গ্রামগুলিতে অর্থ-সঙ্গ্রহ নির্গমন করিত।

১৭৮১ সালের ২২শে মার্চ্চ মজনু শাহের তিন সহস্র ফকীর ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ হইয়া পূর্ণিয়ার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহারা যাহাতে মজবুত-গড় দুর্গে আশ্রয় লইতে না পারেন, সেজন্য লেফ্‌টেনাণ্ট টেইলার প্রহরায় থাকেন। অসুস্থতা-নিবন্ধন দ্রুত চলিতে না পারায় রোগাক্রান্ত মজনু শাহের পরিচারিত এক সহস্র ফকীরের সঙ্গে রঙ্গপুরের কাজীপাড়ায় বৃটীশ-সৈন্য মুকাবিলা করেন। যুদ্ধে মজনু শাহ্ পরাজিত ও প্রত্যাবৃত্ত হন। ইংরেজ-দের এই আচরণে উত্যক্ত হইয়া ১৭৭২ সালের প্রথম ভাগে মজনু শাহ্ নিজেদের বাঙলা ভ্রমণের চিরন্তন অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া এবং ইংরেজের অকারণে দেড়শত ফকীরকে হত্যা করার জন্য বিচার প্রার্থনা করিয়া দেশ-নেতৃ-হিসাবে মহারাণী ভবানীর নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। ১৭৭২ সালের জানুয়ারী মাসেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, মজনু শাহ্ কয়েক সহস্র ফকীর সম-ভিব্যাহারে খাট্টা-পরগনায় পদার্পণ করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বগুড়া জেলাই করতলস্থ করিয়াছেন। তিনশত ফকীর সরকারী খাজ-নায় এক হাজার টাকা লুটিয়া নিয়াছে এবং ৩য়সিদ্ধ-পরগণার কাছারীও লুট হইতে পারে। —এই সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর হইতে সরকারী সিপাহী প্রেরিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকটি গ্রাম ও কাছারী লুণ্ঠন করিয়া মজনু শাহ তাঁহার বিরাট পদাতিক ও অশ্বারোহী দলসহ কোম্পা-নির রাজস্বীমা ছাড়াইয়া বড়বাজু-পরগণায় উত্তরণ করে। ফকীরদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর জমিদারগণ তাড়াতাদের পরগনায় লুটতরা-জের কথা উল্লেখ করিয়া খাজানা কিছু কম নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু রেভেনিউ-বোর্ডিশন উত্তরে জানায় যে, ফকীরদের জন্য ১৭৮৮ সনের ৮৮৬৯ টাকার মতো ক্ষতি হইলেও সরকার সে-ক্ষতির অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না; কেন না কৃষকগণকে প্রতি বৎসরই ফকীরদের এহেন উপদ্রব সহ্য করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না।

দুইবারই বৃটীশ-সৈন্যের বাধা পাওয়ার ফলে ফকীররা পরবর্ত্তী দুই বৎসর বাঙলায় হানা দেয় নাই। এই দুই বৎসর সন্ন্যাসী-রাই বাঙলা-দেশে হানা দিতেছিল। কিন্তু ১৭৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মজনু শাহ বহু ফকীরসহ দিনাজপুরের মেসিরি পরগণায় পুনঃ পদার্পণ করে এবং পূর্ব্বের জমিদারের কাছে পাওনা স্বরূপ ১৫০০ টাকা দাবী করে। দিনু-বাজিয়া পর্য্যন্ত জমিদারের পশ্চাৎ ধাওয়া করিয়া ফকীররা ১০৫১ টাকা আত্মসাৎ করে এবং জমিদার বাড়ী, কাছারী ও কয়েকটি গ্রাম লুঠ করিয়া আরো ১৫০০ টাকা-সংগ্রহ করে। সে সময় ফকীরেরা সন্ন্যাসীদের যোগে শেল-

দরিদ্রের ভরসা স্থল অনাথের বন্ধু

প্রিয়জন বর্গের সংস্থান-ভাণ্ডার

ইণ্ডিয়া

এলায়েন্স এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড্ অফিস—৯৭নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞান-সম্মত, সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত লোক দ্বারা পরিচালিত।

বীমাকারীদের স্বার্থ সর্ব্বদাই সংরক্ষিত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য হেড্ অফিসে লিখুন।

উপযুক্ত বেতনে বা কমিশনে সুদক্ষ ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এজেন্ট আবশ্যক।

ইউনিভার্সেল ট্রেডিং সিণ্ডিকেট্

ম্যানেজিং এজেণ্টস

অতি - চিকিৎসা— মৃত্যু

সাবধান— ! !! !!!

এই কাগজটি সঙ্গে আনিবেন

(যাহারা ডাক্তারী বা কবিরাজীতে উপকার পান নাই)

আপনার জটিল অবস্থার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া দিব।

বমুনের মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্র-নদ পথে অগ্রসর হয়। নানা রাষ্ট্রনীতিক কারণে সন্ন্যাসীদের বাঙলা-প্রবেশ সুঅতঃপর সম্ভবপর হয় না। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ বারাণসীর রাজা চৈৎ-সিংহের ৫০০ শত অশ্বারোহী সৈন্যের সহায়-তায় বাঙলা হইতে সন্ন্যাসীদিগকে বহিষ্করণে সমর্থ হন। সে-বৎসরই রোহিল-খণ্ড অযো-ধ্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সন্ন্যাসীদের বাঙলা প্রবেশের পথে অন্তরায় সৃষ্টির সুবিধা হয়। ১৭৬০ সালে পেশোয়া মাধব রাও ভারতে মহারাষ্ট্র-শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ১৭৭১ সালে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রা দলে ভাঙ্গন ধরে—এক পক্ষে সিন্ধিয়া ও হোলকার এবং অন্যপক্ষে গাইকো-য়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি করেন। ফলে উভয় পক্ষই সৈন্যবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, এবং প্রথামতো সন্ন্যাসীদিগকে দলে দলে সৈন্যপদে নিয়োগ করিতে থাকেন। বুন্দেল-খণ্ডে হিম্মৎগিরি বুন্দেলা শক্তির বিরুদ্ধে তিষ্ঠিয়া থাকিবার জন্য শত শত সন্ন্যা-সীকে ১৭৯০ হইতে ১৮০২ সাল পর্য্যন্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত রাখিতে বাধ্য হন। ফতেহ্ সিংহ, দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া, বুরাণ দেও প্রভৃ-তির সৈন্যদলে সন্ন্যাসীদের নিয়োগ হয় বলিয়া এবং কোম্পানীর সীমানায় প্রবেশ আয়াস-সাধ্য হইয়া ওঠে বলিয়া সে সময় সন্ন্যাসীরা বাঙলায় বেশী পদার্পন করে নাই; বিশেষ ভাবে ফকীররাই তখন বাঙলা-লুণ্ঠর চেষ্টা করিতে থাকে।

১৭৭৬ সালের মার্চ্চ মাসে মজনু শাহ উত্তর বঙ্গে সদলবলে উপস্থিত হন এবং অ-নায়াসে মহাস্থানগড় মসজিদ আয়ত্বাধীন করিয়া লন। প্রাদেশিক কাউন্সিলের আদেশানুসারে ক্যাপ্টেন পথ্রাম লেপ্টেনাণ্ট বুজেস্তারকে দুই বেটালিয়ান সৈন্যসহ মজনু শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; কিন্তু ইতিমধ্যেই মজনু শাহ কুশী-নদী পার হইয়া গিয়াছে সংবাদ পাইয়া সিপাহীরা ফিরিয়া আসে। কিন্তু বহরমপুর হইতে প্রেরিত লেপ্টেনাণ্ট ব্রাউনের পরিচালিত সিপাহীদের তাড়নায় মজনু শাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তখনও বগুড়া ছাড়িয়া মজনু শাহের দল চলিয়া যায় নাই; দৈবযোগে উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত একদল নাগা-সন্ন্যাসীর সঙ্গে পূর্ব্ব শত্রুতা বশতঃ তাহাদের যুদ্ধ হয়,—সে যুদ্ধে ফকীররা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু ১৭৭৮ সালে এপ্রিল মাসে মজনু শাহ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হন। দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পরগণা এবং আল্লসিং পরগণার কয়েকটি মৌজা লুণ্ঠন করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। ১৭৭৮-৮০ সালে মজনু শাহ পুনরাবির্ভূত হন এবং রঙ্গপুরের আচার্য্য প্রভৃতির উপর এমন অত্যাচার করেন যে, আলসিং-জমিদাররা ময়মনসিংহ-শহরের নিকট মুক্তাগাছায় পলাইয়া আসেন। ১৭৮২-৮৩ সালে শেরপুরে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু অতঃপর দুই দল সম্মিলিত হইয়া লুট-তরাজ করিতে থাকে। সে সময় লেপ্টেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ডের হাতে সন্ন্যাসী-নেতা মোহনগিরি ও ফকীর নেতা মুসা শাহ ধৃত হন। মজনু শাহ ১৭৮৩ সালের প্রথম ভাগেই মৈমনসিংহের জাফরশাহী পরগণায় বিশাল বাহিনী সহ আসিয়া আবহের সৃষ্টি করিয়া তোলে। কিন্তু বৃটীশ-সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাহারা মালদহে পলাইয়া আসে; এবং রামনগোলার পাকুয়াহাট কাছারী, শিকারপুরের কাছারী ইত্যাদি লুট করিয়া সন্তানগড় হইয়া বর্ষা-সমাগম আসন্ন দেখিয়া অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ১৭৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মৈমনসিংহের জাফরশাহী, আলপসিং ও শেরপুরের জমিদারদের হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, মজনু শাহের ভ্রাতা মুসা শাহ উক্ত পরগণাগুলি লুট করিতেছে। অতঃপর মজনু শাহও মালদহ, বগুড়া, মৈমন-সিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলা লুট করিয়া ফিরিতেছিলেন; কিন্তু ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই হয় তাঁহার শেষ অভিযান। লেপ্টেনাণ্ট ব্রেনানএর সঙ্গে কালেশ্বরে মজনু শাহের যুদ্ধ হয়। তাহাতে মজনু শাহ তাঁহার টাট্টু হইতে পড়িয়া গিয়া যে'ওতর রূপে আহত হন; ফলে যুদ্ধ পর্য্যদস্ত হইয়া যমুনা-নদ পার হইয়া মকানপুরে প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৭৮৭ সালের মার্চ্চ (অথবা মে) মাসে মজনু শাহের অমর আত্মা লোকান্তর গমন করে।

মজনু শাহের দেহ-ত্যাগের পর সে বৎসরই তাঁহার চেলারা বিভিন্ন দলে বাঙলায় পদার্পণ করে। মাদার বক্স দিনাজপুরে ও মুসা শাহ পাণ্ডুয়ায় হানা দেয়। সে সময় মুসা শাহের সঙ্গে বৃটীশ সিপাহীদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে সরকার পক্ষ পরাস্ত হয়। ১৭৮৯ সালে পরাগলী শাহ ও চেরাগালী শাহ দিনাজ-পুরের তেঁতুলিয়ায়, পীর আক্কেল আলী ও জুমরু শাহ মালদহে, এবং মুসা শাহ বাইশ-হাজারী পরগণায় ও অন্যান্য জেলায় দলবল সহ অত্যাচার করিয়া ফিরিতে থাকে। ১৭৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে রৌশন আলী রঙ্গপুরের জাগিরহাটে এবং ১৭৯২ সালের জানুয়ারী মাসে মুসা শাহ ময়মনসিংহে উৎপাত করে।

মুসা শাহ, চেরাগ আলি শাহ, পরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বক্স, জোরিশাহ, করিম শাহ, জহুর শাহ প্রমুখ মজনু শাহের শিষ্যেরা নেপাল তেরাই-এ সাধারণতঃ অবস্থান করিত এবং কালেভদ্রে মকানপুরে তীর্থ করিতে যাইত। ১৭৯৪ সালে বডলাট ফকিরদের অব-স্থান সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেন, তাহাতে নেপালের জঙ্গলে চেরাগালী, জোরি শাহ, সোবহান শাহ ও শমশের শাহের ছাউনির সংবাদ পাওয়া যায়; ফকিরদের দলে প্রায় চারিশত সিপাহী এবং অন্যান্য নানা জাতীয় হাজার হাজার লোক আছে জানা যায়। যুদ্ধ-নিপুণতায় নেপাল রাজার যে সুখ্যা ছিল, ফকীররা লুটের মাল হইতে কিছুটা অংশ সেখানে নজরানা দিত। উক্ত ফকীর নেতারা অপহৃত ধন সমস্ত নিজেরা গ্রহণ করিত; দলস্থ লোকদের দিত নির্দ্দিষ্ট মাসহারা। জোরি শাহ ও শমশের শাহ লুণ্ঠনাভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের বাহিনীর প্রায় সকলকেই বেতন দিয়া বিদায় করিয়া দিত। জোরি শাহ ও চেরাগালি শাহ থাকিত রঙ্গপুরে এবং শমশের শাহ ও সোবহান শাহ থাকিত কাউনিয়ায়। তাহাদের ক্রিয়া-কাণ্ডের কথা নেপাল রাজার গোচর ছিল না। কিন্তু হরচন্দ্র গিরির সুখ্যা সব জানিত এবং ফকীরদের হইতে ঘোড়া, উট ও অর্থ প্রতি অভিযানের জন্য উপহার লাভ করিত। লুট-তরাজ ভিন্ন ফকীররা জিৎ, কাজীরহাট, বৈকুণ্ঠপুর ইত্যাদি এলাকা হইতে গ্রাম-প্রতি বাৎসরিক এক টাকা রসম্ বা ফি আদায় করিত। কুচবিহার, ভুটান প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশও তাহাদের উৎপাত হইতে অব্যাহতি পাইতনা।

চের গ আলী শাহ্ হিজরতের সন্ন্যাসী-সর্দ্দার মতি গিরির পাওনা টাকা যথাসময়ে না দেওয়ায় সোতিসিং উত্তাক্ত হইয়া ১৭৯৪ সালের এক রাত্রে সদলে গিয়া চেরাগ আলী শাহ্‌কে হত্যা করে। সে-সময় বৃটীশ-সরকার নেপাল রাজাকে ফকীরদা যাহাতে নেপালে অধিষ্ঠান করিতে না পারে, সেজন্য প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেন। করিম শাহ্, সোভান আলী শাহ্, সুখা শাহ্, আমোদ আলী শাহ্ প্রভৃ-তিকে যে লুণ্ঠন-ব্যাপারে নেপাল-রাজকর্ম্মচারী-দের মতন অনেক বৃটীশ রাজ কর্ম্মচারীও গোপনে সংবাদাদি সরবরাহ ক'রয়া সাহ'য্য করিয়া থ'কে, ইহা সরকার জানিতে পারে এবং সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। পূর্ণিয়া, ঘাবভাঙ্গা, দিনাজপুর ইত্যাদি স্থানে ইহা সত্তেও ফকীরদের উপদ্রব এত চলিতে থাকে যে, শেষে ১৭৯৮ সালের আগষ্ট মাসে বড়লাটের নির্দ্দেশানুসারে সোবহান আলী ও অন্যান্যকে নেপাল হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার জন্য নেপাল-রাজ তাঁহার কর্ম্ম-চারীদিগের নিকট গোপনে আদেশ জারী করেন। নেপাল-রাজের প্রতিশ্রুতি সত্তেও ফকীররা বাঙলার রাজস্ব যথেষ্ট আত্মসাৎ করিতে থাকে। তাই ১৮০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বুধু শাহ্, ইমাম বক্স শাহ্ ও নেওয়াজ শাহ্ এবং তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গকে ধরিয়া দিবার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেন; এবং পূর্ণিয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের পথে এমন ভাবে সৈন্য-সমাবেশ করেন যে, ফকীরদের উপদ্রব উত্তর-বঙ্গে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতঃপর নেপালের মোরঙ্গে, নিদানতারা প্রভৃতি স্থানে কখনও কখনও ছোট ছোট ভ্রাম্যমান ফকীর-দল দেখা গেলেও, অচিরেই তাহারাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। নেপালের জঙ্গলে যাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের অস্তিত্বও নেপালীদের কল্যাণে মিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেই ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী-ফকীরদের দৌরাত্ম্য হইতে বঙ্গদেশ অব্যাহতি লাভ করে।

—কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া যে ফকীর-বাহিনী বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-নেপাল-ভুটান ইত্যাদি প্রদেশে নিজেদের অসামান্য শক্তিলীলা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, তাহাদের রাষ্ট্র-নীতিক ও ধর্ম্ম-নীতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধেয় অভিমত ইংরেজের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে একেত্র তথ্য আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা-ভার তরুণ থাকুক—ভবিষ্যতের যোগ্য ঐতিহাসিকের উপর।

—ঈদের দিনে—

র নভে উঠিয়াছে শওয়ালের নয়া চাঁদ,
উল্লাসে প্রাণ নাচে মানেনা সে কোন বাধ।
বরষের পরে ফের আসিয়াছে ঈদ আজ,
বিশ্বের বুকে শোভে নিঃস্বেরও শিরে তাজ।
সাম্য মৈত্রীর বাণী বহিয়া সবার দ্বারে,
এমনি করিয়া ঈদ আসে যায় বারে বারে।
আমরা বুঝিতে নারি ঈদের মহিমা হায়,
ঈদের আনন্দ তাই দুদিনে মুছিয়া যায়।
ঈদের মহিমা বুঝে মুসলিম জাগিত যদি,
আজ [illegible] ভবে বহিত শান্তির নদী।
ঈদের উৎসব আজ সে স্মৃতি সরিতে গিয়া
শঙ্কা-পুলকেই মোর জাগিয়া উঠিছে হিয়া।

—কুমারী জাহান-আরা খাতুন।

ক্ষয়, মেহ, শূল

"মহাধন্বন্তরি সফলা"—ডাঃ বাঃ, লণ্ডন।

কবিরাজ—শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য এম এ

অধ্যক্ষ, বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদ কোম্পানী

১০নং ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা।

গয়টার কিওর

গলগণ্ড বা ঘাগে রোগের একমাত্র মহৌষধ।

যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘাগি হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২, দুই টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ডাক্তার কর্ণেল এণ্ড কোং

৯নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা

রেজিষ্টার্ড টাইগার ব্রাণ্ড ট্রেড মার্ক

দাদমারী পাউডার

দাদ, চুলকা, পাঙুই প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। একবার মাত্র প্রয়োগে আরোগ্য হইবেই। ইহাতে পারদ প্রভৃতি কোন দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ নাই। ব্যব-হারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রনা নাই। বড় শিশি ।৷০ আনা, ছোট শিশি ৵০ আনা, নমুনা ৵০ পয়সা। ৵০ আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অথবা দোকানে আসিলে বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

শীল এণ্ড কোং

ট্রেডী বাজার, রুম নং ১১৯, কলিকাতা

প্রোঃ—শ্রীবেচারাম শীল

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
মৌলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র

হানাফী

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

Regd. No. C-136

সোমবার—১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ইংরেজী ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৭ [১৮শ সংখ্যা

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগ
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসিত

শান্তির সালসা

যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্ট, দেহে নব বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত। দূষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত। সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয়।

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং।

হেড অফিস ঃ— ৪০।১৩ (গ) অপার চিৎপুর রোড } মূল্য ২।৷০ কলিকাতা। { ব্রাঞ্চ অফিস ঃ— ৩।১২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

"হানাফী" অফিস ঃ—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ২।৷০ আড়াই টাকা।
প্রতি সংখ্যা ১৫ তিন পয়সা।

ধর্ম্মী জাতীর আদর্শের জয়-পতাকা!

বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজের শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বজনপ্রিয়
মাসিক পত্র

ইসলাম-দর্শন

অভিনব বেশে ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইল।

পরিচালকঃ—মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
ও
কবি শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলি

লেখকগণ ঃ—ধর্ম্ম সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট দেশ-মান্য আলেম জনাব মওলানা মোহাম্মদ ম, বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সাহিত্যাকাশের দীপ্ত-সূর্য্য মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, া সমিতির সভাপতি মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ, (ক্যান্টাব) বার-এ্যাট্-ল, বাঙ্গালার হাফেজ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন, সুপ্রতিষ্ঠ কবি মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি-এ, তপূর্ব্ব যশস্বী সম্পাদক ও তেজস্বী লেখক মৌলবী ফজলুল হক সেলবর্ষী, জাতীয় কবি ম্মদ ইদরিস আলি, প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবি মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী, শ-মণি সুকবি মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক এম-এ, এবং ইসলামিয়া কলেজের প্রফেসর দুল মজীদ এম-এ,। তদ্ভিন্ন আরও বহু বিখ্যাত আলেম এবং প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণ নেন্স গৌরব ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন স্বীয় শক্তি নিয়োজিত করিবেন।

র প্রথম—কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইল। এবার "ইসলাম-দর্শন" প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে শিত হইবে।

গ্রাহকগণ আশ্বস্ত এবং নূতন গ্রাহকগণ সত্বর হউন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে; বিলম্বে ।

মূল্য পূর্ব্ববৎ বার্ষিক ২।৷০ টাকা, ৬ পিঃতে ২৸০ আনা; প্রতি সংখ্যা ৷০ আনা।

ম্যানেজার—ইস্‌লাম-দর্শন।
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষিত কোন প্রবীন প্রধান চিকিৎসক কর্ত্তৃক হাঁহার সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এবং যাবতীয় ডাক্তারগণ মোদিত ও প্রশংসিত, গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত

দেবেন্দ্র রস

য়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

র, সর্ব্বপ্রকার পুরাতন, পালা, পৈত্তিক, দৌকালীন, মজ্জাগত জ্বর ও া প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা ম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। দুগ্ধপোষ্য শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই সকল অবস্থাতেই ল্য আট আনা শিশি। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ক্লাইভ মেডিকেল হল
৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

বিজ্ঞ জেলেণ্ট আবশ্যক।

ব্য ঃ—বিনামূল্যে বিতরণ—"দেবেন্দ্র রস" সমাগত ানায় ও দিনে বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে :—
াহর রে ড, বেলগেছিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার, বেলা ৮টা
মডিকেল হল—প্রতি শনিবার বেলা ৯টা হইতে ১১টা।

আল্লার রহমত !! সুসংবাদ !!!
ারোগ্য রোগসমূহের আরোগ্যকারী
বালা-মহিবত বিনাশক

বজে শেফা

র বিশেষ বিশেষ আয়ত ছহি হাদিস্ শরিফে বর্ণিত খাস খাস দোওয়া গণের অব্যর্থ তাবিজাত ও তদ্‌বীর সমূহ একত্রিত করিয়া এই অমূল্য া আবিষ্কৃত হইয়াছে। হজরত পীর সাহেব কেবলা এবং ...ক্ষ নীলিত ও অব্যর্থ তাবিজ দুর্প্রায় সমস্তই ইহাতে সন্নিবিষ্ট দোত অথবা ঈমান-বিনাশকারী (রা বাজে তদ্‌বীরের নাম গন্ধও ার ফজলে ৪০ প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি, জেন-পরী ও ভূত-প্রেতের পশু প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আ াশঙ্কা, সর্প-বিষের প্রাণনাশব ভৃতি হিংস্র জীবজন্তুর উৎপাত উপদ্রব অচিরে আরোগ্য ও , সৌন্দর্য্য, সাহস ও ঈমান বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে কোন পীরের নিকট "তাবিজে শেফার" অন্তর্ভুক্ত এক একটী তাবিজ ১৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত নজর দিতে হইবে। কিন্তু ানের জন্য মাত্র ৷০ আনা হাদিয়া লইয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" মুসলমান ভাই-ভগ্নি অবিলম্বে ইহার এক একটী তাবিজ সংগ্রহ এবং উহার ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া নিজের এবং নর সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করুন।

নেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;
৪৭ (এ) নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থ বিপুল আয়োজন

ড়ান্ত, ৩ মাসের জন্য ৮৲ টাকার জিনিষ ৪৲ টাকায় পাইবেন। খিতে অতি সুন্দর, পশম মিশ্রিত, খুব নরম ও খাপি, ভদ্রলোকের যোগী, ইহার চারিধারে চারি আঙ্গুল চওড়া পাড় আছে। লম্বা ৬ ৩ হাত মূল্য ৪৲, জোড়া মাঃ সমেত ৮৲ টাকা। স্বদেশী খদ্দরের ানা ২৷০ টাকা, জোড়া মাশুল সমেত ৪৷০ টাকা। বিজ্ঞাপন লিখিত না হইলে মাশুল সহ মূল্য ফেরত দিব। দি বেনারস উইভিং ান, কলিকাতা।

অদ্ভুত রতি-শক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

পুরুষত্ব-হীনতার অমোঘ অস্ত্র

চূর্ণ—ইহা মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল শুক্র গাঢ় করে। ১ প্যাকেট ১৷০।

মালিশ অগ্রিম ১নং বটী—ইহা শিথিল খর্ব্বইন্দ্রিয় সতেজ, সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি করে। মালিশ ১৲ টাকা ১নং বটি ২৲ টাকা

২নং বটি—ইহা মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত করিয়া বহুক্ষণব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। এক কৌটা এক টাকা। মাশুল সতন্ত্র

হেকিম কাজি আফাজ উল্লা
২৬৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধারেও কেতাব বিক্রয়

হানাফীর গ্রাহক ও বিশ্বাসী লোককে পরে মূল্য পাইবার চুক্তিতে বহি দেই এবং ভিপিজিট রাখি। বিস্তারিত বিবরণ পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য। অগ্রিম মূল্য কিংবা ভি, পি,তে লইলে সিকি কমিশন দিই। ১। আবশ্যকীয় মসায়েল—২৭০০ শত মছলা সম্বলিত, ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলার অনুমোদিত, মূল্য ১৲ টাকা। ২। আওলিয়ার উপদেশ—৵০ আনা। ৩। পীর মুরিদী সমস্যা—।০ আনা। ৪। পকেট বাঙ্গালা মৌলুদ শরিফ—৵০। ৫। তাপস গীতি—৵০ আনা। মুন্সী আবদুল হামিদ, C/o. পোষ্ট মাষ্টার, পোঃ কাউখালী, বরিশাল।

দৈবপ্রাপ্ত ধবলের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন, ধোয়ায় ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে; বহু পরিক্ষিত মূল্য প্রতি দুই রকমের ঔষধ ২৷০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার "হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অদ্বিতীয় মসলার কেতাব
নছিহাতল গাফেলীন
একবার পাঠ করিয়া দেখুন। মূল্য বহুত কম। পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—
মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজের আলি
সাং আড়িয়তলা, পোঃ বাগাঘাট, জেলা নদীয়া।

পুরস্কার

পাঁচজন ডাক্তারের নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে হোমিওগ্রন্থ-চিকিৎসা বিনা-মূল্যে ও বিনা-মাশুলে দেওয়া হয়। অদ্যই লিখুন।
হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং
১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র কবিরাজ দাশরথি কবিরত্নের

ওজন হ্রাস বর্দ্ধিত

অমৃতকুণ্ড সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন।
দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।
ইহা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে এবং পারা ও গাঁজা, বিষ, বাত, চর্ম্মরোগ. রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আরোগ্য শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১৲ মাঃ ৷৷০, তিন শিশি ২৷৷০ টাকা; মাঃ ৸৵০ আনা।
কবিরাজ দাশরথি কবিরত্ন; ২নং দাঁড় লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিম বখ্‌শ ব্রাদার্সের
পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—২৮ নং কলুটোলা রোড, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ সাহিতিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।

রিক্তের বেদন—১৷০, পূবের হাওয়া—১৷০, ছেলেদের শাহ্‌নামা—১৷০, হজরত বড় পীর ৷৵০, রাজমুকুট ২৲, আরব জাতির ইতিহাস—১ম খণ্ড ১৷০, তৃতীয় খণ্ড ১৷০, রক্তরাগ—১৲, হজরত শাহ্ জালাল—১৷০, শুদ্ধিবিপ্লব—৵০।

বিফলে মূল্য দ্বিগুণ ফেরৎ
সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ এস, বি, পালের
৪০ বৎসরের পরীক্ষিত, লক্ষ রোগী দ্বারা চির প্রশংসিত

চণ্ডেশ্বর তৈল

রক্তদুষ্টি, পারা ও চর্ম্মরোগের একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়।

ইহা গাত্রস্থ অন্তরস্থ পারা, পারার ঘা, চাকা চাকা দাগ, রক্ত বিবর্ণ, গলিত কুষ্ঠ, পারাঘটিত গেঁটে বাত, খোস, দাদ, চুলকনা, ঘামাচি টেক ঘা, ইত্যাদি কুচুটিয়া রোগের মহৌষধি। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

কবিরাজ এস, বি, পাল ৯৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধবল ও কুষ্ঠ চিকিৎসা

চ্যবণপ্রাশ ৵১ সের ২৲ টাকা।
মকরধ্বজ বা স্বর্ণ-সিন্দুর ভরি ৩৲ টাকা।

প্রশংসাপত্র

ঢাকা হইতে স্বনামধন্য জনাব মোঃ মোঃ সাহাবুদ্দিন সেওয়ানসাহেব লিখিয়াছেন :—"আমি ১১ বৎসর যাবৎ নিম্নলিখিত কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিলাম যথা :—

১। শরীরে বিবিধ বর্ণের চাকা চাকা দাগ; ২। শরীরে পিপ্‌ড়া হাটিতেছে বোধ হইত; ৩। বাম হাতের তিনটী অঙ্গুলী বক্র হইয়াছিল; ৪। শরীরে অধিকাংশ স্থান অসাড় হইয়া গিয়াছিল; ৫। পায়ের তালুতে ৯ ইঞ্চি পরিমান ক্ষত ছিল; ৬। শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত ও দাদ পরিষ্কার হইত না; ৭। শরীরে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা হইত, মাঝে মাঝে শরীর হইতে ফুসুরি বাহির হইত ও তজ্জন্য জ্বর হইত; ৮। কুষ্ঠ রোগ হইবার পূর্ব্বে আমার উপদংশ রোগ হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি এই রোগের জন্য বহু চিকিৎসালয়ে বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে কুষ্ঠ চিকিৎসক কবিরাজ প্রবর শ্রীযুক্ত বিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বর্ত্তমানে আমি নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছি। আমি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় দিন দিন যশোন্নতি লাভ করুন।"

পৃথিবীর ধবল রোগের ভার লইয়াছেন, শ্বেতারিষ্টম্ বিফলে ১০০৲ টাকা পুরস্কার। মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

শালখা কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী
(কুষ্ঠ চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ্)
৪ নং হরগুজ রোড, পোঃ শালিখা, হাওড়া।

জর্জ্জ টনিক।

এই মহৌষধ সেবনে নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, দৌকালিন জ্বর, পালাজ্বর, ত্রাহিক জ্বর, কম্প জ্বর, বাত ও পৈত্তিক জ্বর, কুইনাইনের আটকান প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জীর্ণ ও জটিল জ্বর, সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

কুইনাইন ও বাজারের পেটেন্ট ঔষধ বার বার ব্যবহার করিয়াও যাঁহারা আরোগ্য লাভ করিতে পারেন না দীর্ঘকাল জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া যাঁহারা অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া ভীত হইয়াছেন; যাঁহারা জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া মৃত্যু কামনা করিতেছেন, "জর্জ্জ টনিক" তাঁহাদের পক্ষে অমৃত তুল্য।

ম্যালেরিয়া বিষে যাঁহাদের শরীর জর্জ্জরিত, প্লীহা ও যকৃতের জন্য যাঁহাদের শরীর বিবর্ণ ও ফ্যাকাশে হইয়াছে, অল্পবেগ ঘুসঘুসে জ্বর দিনরাত্রি যাহাদের শরীরে লাগিয়াই আছে, যাঁহাদের শরীর দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; তাঁহারা এই মহৌষধ কিছুদিন নিয়মিত সেবন করিলে অতি সহজেই নিরাময় হইয়া শতমুখে ঔষধের প্রশংসা করিতে থাকিবেন। ইহা বাজারের প্রচলিত বড় বড় নামজাদা ঔষধ অপেক্ষা গুণে ও উপকারিতায় কোন অংশে হীন নহে অথচ ইহার মূল্য সুলভ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। মূল্য ৸০ বার আনা, ডজন ৬৸০ বড় বোতল ১৷০ পাঁচ সিকা, ডজন ১১৲ টাকা। (জর্জ্জ টনিকের বহুল প্রচলনের জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক; এজেণ্টগণের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।)

হাকিম মোহাম্মদ জহির উদ্দিন, গোলজার ফার্ম্মেসী,
কাজশঙ্করপুর. পোঃ কুষ্টিয়া, নদীয়া।

সি, এইচ, মেডিকেল কলেজের

প্রিন্সিপাল স্বনামধন্য ডাক্তার আর, এল, শূর এম-ডি প্রণীত চিকিৎসা-রত্ন ১৮শ সংস্করণ ৯৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬৲ টাকা, মাশুল ৷৷৵০ আনা, পড়িলে ভারতের সর্ব্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক কলেজের এস-এম-এস, এম-বি, এম-ডি উপাধি পাওয়া যায়। ডাঃ শূরের ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে পাইবেন। গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়েরই বিশেষ আবশ্যক।

ডাঃ আর, এল, শূর
১০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

—:(*):—

"তোমরা একত্রে আল্লার রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"
(কোর্‌আন)

২রা জমাদিয়স্‌ সানি - ১৩৪৬ হিঃ
সোমবার,
১২ই অগ্রহায়ণ—১৩৩৪ সাল।

ষড়যন্ত্র আতঙ্ক।—পাঠকগণ অবগত আছেন, ইতিপূর্ব্বে লাহোরে নবী-নিন্দুক রাজপাল ও স্বামী সত্যানন্দ, দুইজন মুসলমানের হাতে ছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছিল এবং এই মামলায় আসামীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে ভারতীয় হিন্দু-সংবাদপত্র সমূহ ষড়যন্ত্র-আতঙ্ক রোগে ক্ষিপ্ত হইয়া এই মর্ম্মে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল যে, এই সব আক্রমণের পিছনে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। দিল্লীতে কাজী আবদুর রশীদের হস্তে শ্রদ্ধানন্দ নিহত হওয়ায় পরও হিন্দু সমাজ ষড়যন্ত্র-ফোবিয়ার আক্রমণে একদফা খুব হৈ চৈ চীৎকার করিয়াছিল। আবদুর রশীদের মামলার অনুসন্ধান করার পর গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে, এই ঘটনায় কোনরূপ ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আদৌ নাই—উহা ব্যক্তি-বিশেষেরই কাজ মাত্র। বিগত ২২শে নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায়ও এক প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, সত্যানন্দ-রাজপালের আক্রমণ ব্যাপারে বিশেষভাবে তদন্ত করিয়াও গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে হিন্দু-সমাজের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বোমার আড্ডা সমূহ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহারা যে বহু অনুসন্ধানেও মুসলমান সমাজে কোন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইলেন না, ইহার পরও কি কোন সন্দেহ থাকে যে, লাহোর ও দিল্লীতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিছক ব্যক্তি-বিশেষের কার্য্য—কোনরূপ ষড়যন্ত্রই এই সমস্তের পিছনে নাই। হায়, কবে হিন্দু-সমাজ দারুণ ষড়যন্ত্র-ফোবিয়া রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

—•—

সমর-সচীবের ভারতাগমন।—বৃটীশ পার্লামেণ্ট মহাসভার সমর-সচীব স্যার লেমিং ওয়ার্দিংটন ভারতে আসিতেছেন। সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শনই নাকি তাঁহার ভারতাগমনের উদ্দেশ্য। সীমান্তে এক্ষণে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই—তথাপি রয়েল কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে স্যার লেমিং কেন ভারতে আসিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয়! রয়েল কমিশনের অনুসন্ধানের পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতবাসীকে হয়ত আর এক দফা অধিকার দিতে হইবে—তাহার উপর, সীমান্তের ওপারে আফগান জাতির মধ্যে গাজী আমানুল্লাহর শাসনে যে দ্রুত উন্নতি দেখা দিয়াছে—যে জাগরনী-গানে আফগান জাতি মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বৃটীশ জাতির ভারত-শাসনের পক্ষে তত অনুকূল নহে; প্রভৃতি কারণেই কি সমর-সচীব মহোদয় সীমান্তের বেল্লাহ সমূহ দেখিবার জন্য ভারতে আগমন করিতেছেন! যে কারণেই স্যার লেমিং ভারতে আসুন না কেন, আমাদের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তবে, অনর্থক তাঁহার অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে গরীব ভারতবাসীর রক্ত-জল-করা পয়সার একদফা শ্রাদ্ধ হইবে—এই যা' দুঃখ!

—•—

মিঃ গান্ধী ও মুসলমান-সমাজ।—সম্প্রতি মিঃ (ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা) গান্ধী সিংহল-ভ্রমণে গিয়াছেন। কলম্বোর ২১শে তারিখের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, স্থানীয় জহিরা কলেজে তাঁহার অভিনন্দনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্বয়ং গান্ধীজী ও জহিরা কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট দুইখানা তার প্রেরণ করিয়াছেন। এই তারে মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে 'সিংহল মূর সমাজ-সঙ্ঘের' (Cylon Moor's social league) সভাপতি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিঃ গান্ধী মুসলমান সমাজের বিশ্বাস ও সহানুভূতি হারাইয়াছেন; কাজেই মুসলমানগণ তাঁহার অভ্যর্থনার বিরোধী। সিংহলের মুসলমান ভ্রাতৃগণ মিঃ গান্ধীর প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি হীনতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন কেন, এক্ষণে তাহাই ভাবিবার বিষয়! যে গান্ধীজী তিন বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সর্ব্বত্র 'মহাত্মা' বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছিলেন, যে গান্ধীজীকে সম্মান প্রদর্শন করিতে তিন বৎসর পূর্ব্বেও মুসলমান-সমাজ কোন দিনই কার্পণ্য করেন নাই—আজ কেন সেই গান্ধীজীকে সম্মান করিতে মুসলমানগণ অসম্মত—কোন কারণে গান্ধীজী মুসলমানদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। গান্ধীজীর বিগত তিন বৎসরের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার ব্যবহারে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কাজী আবদুর রশীদের হাতে শ্রদ্ধানন্দ নিহত হইলে পর মিঃ গান্ধী তাঁহার কাগজে (Young India) বিনা দ্বিধায় লিখিয়াছিলেন—"মুসলমান জাতটাই আততায়ীর জাত"। কিন্তু হিন্দু গুণ্ডার হাতে যখন মুফতি মহবুব আলী ও দারোগা জালাউদ্দিন শহীদ হইলেন—তখন গান্ধীজীর মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হয় নাই। চৌরিচৌরার সামান্য একটা ব্যাপারের ফলে গান্ধীজী চৌদ্দ দিন 'রোজা' রাখিয়া শোক করিয়াছিলেন কিন্তু কুলকাঠিতে তাঁহার জাত-ভাইদের অন্যায় জেদের ফলে এবং ব্রাক্ষিণ সঙ্গীনের খোঁচায় যখন এককুড়ি নিরীহ মুসলমান কৃষক নিহত হইল, তখন গান্ধীজীর মুখ হইতে কিন্তু একটাও সহানুভূতির শব্দ বাহির হয় নাই।

তারপর, যে গান্ধীজী তিন বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজ ও শুদ্ধি সংগঠনের নিন্দা করিয়াছিলেন—বিগত গুরুকুল কাংড়ীর বার্ষিক সম্মিলনীতে তিনি নিজেই আবার সেই শুদ্ধি-সংগঠনের তারিফে পঞ্চমুখ হইতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার এই সব ব্যবহার দর্শনে মুসলমান-সমাজ যে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এখনও যে সব মুসলমান 'মহাত্মা' বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সিংহলী মোস্‌লেম-ভ্রাতাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের চোখ ফুটিবে কি?

—•—

নিখিল ভারত মোস্‌লেম-লীগ।—আগামী বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় নিখিল ভারত মোস্‌লেম-লীগের অধিবেশন হওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল। মাননীয় স্যার আগা খাঁ লীগের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়াও স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ লীগের কর্ত্তৃপক্ষ মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং লাহোরে মিঞা স্যার মোহাম্মদ শফীর সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশন হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত কেন যে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। বর্ত্তমানে রয়েল কমিশন সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের সামনে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে মাননীয় আগা খাঁর মত বিচক্ষণ লোক যদি লীগের সভাপতিত্ব করিতেন, তবেই ঠিক হইত। অবশ্য, স্যার শফীর যোগ্যতাও অসাধারণ। আমরা আশা করি, লীগের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং স্যার শফীও মাননীয় আগা খাঁর জন্য স্বীয় মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিবেন। লীগের এই অধিবেশনে রয়েল কমিশন সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের কর্ত্তব্য স্থিরিকৃত হউক, আমাদের ইহাই কামনা।

—•—

বাঙলার কংগ্রেস।—আমরা বহুবার বলিয়াছি, বাংলায় কংগ্রেস বলিয়া যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা মহাসভার মতই একটা হিন্দু প্রতিষ্ঠান মাত্র। হিন্দু সভাওয়ালারা কোন রকম মোনাফেকী না করিয়া পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করে, 'সভা' হিন্দুদের একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালা 'বাবুদের' তাহা করিবার মত সৎসাহস নাই। তাই দু' চার জন নামকা-ওয়াস্তে অকর্ম্মণ্য মুসলমানকে নিজেদের দলে ভিড়াইয়া লইয়া কংগ্রেসওয়ালারা ঢাক পিটিয়া থাকেন যে, কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস কতদূর অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, যদি আমরা কংগ্রেসের বিগত নির্ব্বাচনের আলোচনা করি, তবেই তাহা দেখিতে পাইব। সেদিন কংগ্রেসের যে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন জেলা হইতে তাহাতে মোট ৩৬ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই ৩৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৪ জন মুসলমান। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সংসদের সদস্য সংখ্যা মোট ৬০ জন; এই ৬০ জনের মধ্যে মুসলমানদের ভাগ্যে মাত্র ৬ জন পড়িয়াছে এই ত কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িকতার নমুনা! আমরা বুঝিনা,—যেখানে হিন্দু 'বাবুগণ' মুসলমানগণকে এমন করিয়া কোনঠাসা করিয়া রাখিতে সতত সচেষ্ট, যেখানে মুসলমানদের কোন অধিকারই রক্ষিত হইতে দেখা যায় না, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মুসলমান 'কর্ম্মী' সাজার লোভে কোন্ লজ্জায় সেই কংগ্রেসের কাছ ঘেঁষে?—আশ্চর্য্য!

—•—

চীনের মুক্তি-সংগ্রাম।—বিগত বৎসরাধিক কাল হইতে চীনে যে মুক্তি-সংগ্রাম চলিতেছে, পাঠকগণের তাহা অবিদিত নহে। 'লোফেদ' সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব মুক্ত হইয়া স্বাধীন-আত্মার ভাবে জগতের সামনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার জন্য চীন এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল—জাতীয়-দলের সাধনার ফলে তাহা অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগা চীনাদের—তাই জাতীয়দলের নেতৃবর্গের মধ্যে দলাদলির উদ্ভব হয় এবং ফলে স্বদেশ দ্রোহী পরপরলেহী উত্তর-চীনের ধামাধরা দল প্রভাবশালী হইয়া পড়ে। চীনাদের এই ঘরোয়া ঝগড়ার পরিণাম দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি চীনের যে নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকটা আশার আলোক দেখা যাইতেছে। প্রকাশ যে, জাতীয়দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভিতরের সকল দলাদলি ও আত্ম-কলহ ভুলিয়া একত্রিভূত হইয়া উত্তরী দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে অভিযান করিয়াছেন। পরলোকগত চীন-সিংহ ডাঃ সান-ইয়াত-সেনের অনুগামিগণের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—•—

আবদুর রশীদের অন্তিম-বাণী।—শ্রদ্ধানন্দ হত্যা মামলার আসামী কাজী আবদুর রশীদের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ফাঁসীর পূর্ব্বদিন রশীদের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ জেলের ভিতরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সে হাসিমুখে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিল। পরদিন যে তাহার ফাঁসী হইবে, এ চিন্তাই যেন তাহার ছিল না। রশীদ তাহার আত্মীয়-স্বজনকে বলিয়াছিল,—"জন্মিলে মরিতে হইবে, এ কথা সুনিশ্চিত—কাজেই মৃত্যুর ভাবনায় ভীত হওয়া উচিত নহে।" যাহাতে তাহার আত্মীয়-স্বজনের সকলেই ইসলামের বিধান সমূহ পূর্ণভাবে আমল করিয়া চলে এবং যাহাতে কেহ নামাজ-রোজা তরক না করে, রশীদ সকলকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিল। সে হাসিতে হাসিতে স্বীয় বালক-পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে মাফ চাহিয়া বিদায় নিয়াছিল। সমাজের প্রতি তাহার কোন বাণী আছে কিনা, জনৈক আত্মীয় রশীদকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—"সম্মুখে বিপদ দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। দুষমন যতই অসত্যের ডঙ্কা বাজাউক না কেন, তাহার পতন পরিণামে অনিবার্য্য। ভারতের মুসলমান সমাজের সম্মুখে আজ ভীষণ বিপদ উপস্থিত; দুষমনদল চারিদিকে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ইসলামকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—কিন্তু ইহাতে ভীত হইলে চলিবে না।" আমরাও বলি, বিপদ দেখিয়া ভীত হওয়া মোস্‌লেম-বীরের পক্ষে শোভা পায় না।

ভারতে 'স্পেন'

—•—

"The Mussalmans are now perturbed at the Shuddhi. Besides, they are now feeling that if the Shuddhi tide goes on, they will have to suffer grievous consequences. It is possible that on account of the Shuddhi movement, there may not remain a single Mussalmann in India as it happened in Spain."

উপরোক্ত কথাগুলি আর্য্য-সমাজী নেতা ডাক্তার গোকুল চাঁদ নারাংএর উক্তি। বিগত ২৫শে অক্টোবর তারিখে লাহোর গুরুদাৎ ভবনে আর্য্য-সমাজের যে এক জল্‌সা হইয়া গিয়াছে, শুদ্ধির শক্তির পরিচয় দিতে যাইয়া ডাক্তার নারাং তাহাতে উপরোক্ত কথাগুলির অবতারণা করেন। ডাক্তার নারাংএর মতে—"এক্ষণে মুসলমানগণ শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে যে, শুদ্ধির স্রোত যদি অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে—তবে তাহাদিগকে শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহা খুবই সম্ভব যে, শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে **ভারতে একজন মুসলমানেরও অস্তিত্ব থাকিবে না—যেমন স্পেনে সংঘটিত হইয়াছিল।**"

ডাক্তার নারাংএর এই কল্পনা—ভারতে স্পেনের পুনরাভিনয়—যে আদৌ অসম্ভব নহে, আর্য্য-সমাজ ও সংগঠনীদলের ভারতব্যাপী কুটীল ষড়যন্ত্র ও আন্দোলনের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা একথা অম্লানবদনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। শুধু এক ডাক্তার নারাংই যে আজ এই ভাব পোষণ করিতেছেন, ভারতে পুনরায় স্পেনের অভিনয় করিবার কল্পনায় রত আছেন, তাহা নহে। ভারতব্যাপী বিরাট হিন্দু সমাজের বালক-বালিকা হইতে শুরু করিয়া স্বামী, সন্ন্যাসী, বাবু, মহাশয়, মহাত্মা পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নর-নারীই আজ অন্তরে অন্তরে এই ভাব পোষণ করিতেছে। ভারতকে স্পেনে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াই শুধু হিন্দু সমাজ ক্ষান্ত নহে। যাহাতে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, যাহাতে ভারত উপকূল একদিন স্পেনীয় সাগর-বেলার মতই হতাবশিষ্ট পলায়িত মোসলেম মেষ-শাবকদের জাহাজ বোঝাই পলায়ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সেই সাধনায় আজ আসমুদ্র-হিমগিরী হিন্দু-সমাজ তৎপর। সাধারণ হিন্দুদের প্রত্যেক নর-নারীর মনে এই ভাব জাগাইয়া দিবার জন্য আজ ভারতের গ্রামে গ্রামে মহাসভার গেরুয়াধারী প্রচারকগণ অভিযান করিয়াছে। হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর তরুণ-তরুণীদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য আজ দেশের সর্ব্বত্র 'আশ্রম-স্কুল' ও 'দয়ানন্দী-স্কুল' সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, সকল রকম সম্ভাব্য উপায়ে 'ভারতকে স্পেনের মত মোসলেম-শূন্য' করিবার সাধনায় হিন্দু ভারত আজ মনে-প্রাণে অগ্রসর হইয়াছে।

এই মহাসাধনাকে সাফল্যের বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে হইলে শক্তিশালী বিশাল এক-জাতীয়তার আবশ্যক। তাই, শতধা-বিচ্ছিন্ন বর্ণ-বিদ্বেষ জর্জ্জরিত হিন্দু ভারত আজ সকল রকম ব্রাহ্মণ শূদ্র, বাঙ্গালী-খোট্টা, আর্য্য সনাতনী ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্য মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এই ঐক্য-সাধনার ফলে আজ পৌত্তলিক সনাতনিগণ পুতুল ধ্বংসকামী আর্য্যদের সহিত বিনা দ্বিধায় গলাগলি করিতেছে—বাঙ্গালী 'বাবু' খোট্টা মেড়োর' প্রতি ঘৃণা পরিহার করিয়া তাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

এই সংগ্রামে বিজয়ী হইতে হইলে হয়ত এমন দিন একদিন আসিবে—যেদিন ক্ষাত্রশক্তির আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। তাই, আজ হইতেই হিন্দু তরুণদল ক্ষাত্রশক্তির সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। দেশের প্রতি নগরে-গ্রামে হিন্দু মহাল্লা সমূহে কুস্তি-কসরতের আখড়া সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—এমন কি, হিন্দু তরুণীকুল পর্য্যন্ত লাঠি-ছোরার কসরৎ হাসেল করিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। হিন্দু-ভারতকে ক্ষত্রিয়-ভারতে রূপান্তরিত করিবার জন্য তাণ্ডাবাজ মুঞ্জে মহাশয় দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত 'চরকীর মত' ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ সি-আই-ডি পুলিস নানাস্থানে বোমা-পিস্তলের কারখানা সমূহ আবিষ্কার করিতেছেন এবং এই সম্পর্কে এযাবৎ বহু হিন্দু তরুণ সাজাও পাইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, দেশে এক বিরাট রকম গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিরাজ করিতেছে এবং এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু যুবক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উপর্য্যুপরি কয়েক স্থানে বোমা-পিস্তলের কারখানা আবিষ্কার ও গভর্ণমেণ্ট কথিত ষড়যন্ত্রের কথা বিবেচনা করিয়া এরূপ অনুমান করা মোটেই অসম্ভব নহে যে, এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র—ভারতকে স্পেনে পরিণত করিবারই একটা কার্য্য-পদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় সংগ্রামে অস্ত্র সরবরাহের জন্যই বোমা-পিস্তলের কারখানা সমূহ স্থাপিত।

আর কত বলিব! যতদিক দিয়াই আলোচনা করা যায়, সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই—Hindustan for Hindus, হিন্দুস্থান (ভারত) হিন্দুর জন্যই, অন্য কাহারও এদেশে কোন অধিকার নাই—এই কথাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইবার জন্য হিন্দু-ভারত আজ সম্মিলিত সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে।

সত্য সত্যই কি একদিন ভারতে স্পেনের পুনরাভিনয় হইবে? ভারতীয় মুসলমানগণকে কি সত্য সত্যই একদিন—Shuddhi or bag and baggage-শুদ্ধি হও অথবা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া সরিয়া পড়—মহাসভার এই আদেশ অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে? এমন দিন কি ভারতের ইতিহাসে সত্য সত্যই একদিন আসিবে, যেদিন ভারত উপকূল অথবা 'খাইবার পাশ' পলায়িত পশ্চাদ্ধাবিত মোসলেম মেষপালের পলায়নকালীন হাহাকারে ভরিয়া উঠিবে? এমন দিন কি সত্য সত্যই একদিন আসিবে, যেদিন দিল্লীর জামে মসজেদের মীনার হইতে ইসলামের মোয়াজ্জেন আর আল্লাহর তৌহিদবাণী ফুকারিবে না, ভারতের 'তাজ' স্পেনীয় 'অ'ল্‌হামরার' মতই অতীতের সাক্ষী দিতে যমুনাকূলে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে?

—আসিবে, আসিবে। ভারতীয় মুসলমানগণ যদি গাফেল হইয়া মোহনিদ্রার ঘোরে এখনও পড়িয়া থাকে, তবে নিশ্চয় তাহাদিগকে সেই অশুভ দিন প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে বিরুদ্ধ পক্ষের সাজ-সাজ রব শুনিয়াও, চোখের সামনে তাহাদের বিরাট রণসজ্জা দেখিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাল-ঘুমের ঘোর কাটিল না, এখনও যে আমরা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল উপলব্ধি করিয়া তাহার গতি-রোধের ব্যবস্থায় তৎপর হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিতেছি না, আমাদের এই জাতীয় শৈথিল্য—এই অবসাদই—'ভারতে স্পেনের' পুনরাভিনয় দিবসকে ডাকিয়া আনিবে, সন্দেহ নাই। যদি আমরা এখনও সজাগ না হই, তবে সত্য সত্যই ডাক্তার নারাংএর কথামত আমাদের পরিণাম 'অতি শোচনীয় ভাবে দেখা দিবে।'

যাহাতে ভারতে পুনরায় স্পেনের অভিনয় হইতে না পারে—তজ্জন্য মোসলেম-ভারতকে সকল রকম ভেদাভেদ, দলাদলি, আত্ম-কলহ ভুলিয়া সম্মিলিত ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের তরুণদলকে 'হুজুগিরি' ও বৃথা গল্প-গুজব পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু তরুণের মতই প্রকৃত জাতীয় সৈনিকে পরিণত হইবার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে কুস্তি-কসরৎ ও লাঠি-ছোরা খেলার আখড়া সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মোসলেম যুবক-ভারতকে 'জঙ্গী-জোয়ানে' পরিণত করিতে হইবে। দেশের আলেম সমাজকে মজহাবী ঝগড়া-ফাসাদ পরিহার করিয়া সত্যিকার ভাবে ইসলামের বাণী লইয়া প্রতি মোসলেমের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে, মোসলেম জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, "যে জাতি নিজের উন্নতির প্রচেষ্টা নিজেরা না করে, আল্লাহ কোন দিনই তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না"—(কোরআন)। মোসলেম নেতৃবর্গকে নিজেদের ভিতরের সকল রকম দলাদলি ও ঝগড়া-কাজিয়া পরিহার করিয়া সম্মিলিত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, দেশের মোসলেম জনসাধারণকে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক হিসাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য যাহাতে প্রতি নগরে-গ্রামে স্কুল ও মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বিধর্ম্মী মহাজনের নিকট হইতে সুদী কর্জ্জ গ্রহণের রেওয়াজ বন্ধ হয়, সর্ব্বত্র জাতীয় দোকান-পাট খোলা হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানকে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান জমানায় দুনিয়ায় মানুষের মত সগৌরবে মস্তক উঁচু করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই 'শক্তি'। এই বিংশ শতাব্দীর বাণী হইতেছে, Survival for the fittest—অর্থাৎ "যোগ্যতমেরই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকার অধিকার আছে," অযোগ্য যাহারা তাহাদিগকে দুনিয়া চায় না। কাজেই ভারতে স্পেনের পুনরাভিনয়ের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার গতিরোধের জন্য মোসলেম-ভারতকে বাহুর তাকৎ, অর্থের জোর, বিদ্যার জোর প্রভৃতি সকল বিষয়ে শক্তিমান হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতের মুসলমান! আজ তোমার সম্মুখে যে মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—আত্ম-রক্ষার যে আহ্বান আসিয়াছে, সেই আহ্বানে তুমি সাড়া দাও। বীরবর 'তারেক' মুষ্টিমেয় সঙ্গীসহ স্পেন উপকূলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নির্ম্মমভাবে জাহাজে অগ্নি প্রদান করতঃ বিদেশ-বিভূঁইয়ে একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইউরোপ-খণ্ডে ইসলামের 'হেলাল' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মানব-জাতির ইতিহাসের সেই স্মরণীয় দিনের স্মৃতি মনে করিয়া তুমি মোহাম্মদ বিন কাসেমের বংশধর—আজ অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়। পরবর্তী কালে স্পেন-বিজয়ী মহাবীর তারেকের বংশধরগণই যেরূপ শোচনীয় ভাবে স্পেনের সেই উপকূলেই কুকুরের মত পলায়িত অবস্থায় জাহাজে আশ্রয় নিয়াছিল—যদি বিন-কাসেমের বংশধরদের ভাগ্যে প্রাচীন ইতিহাসের সেই শোচনীয় দিনের পুনরভিনয় করাইতে না চাও—হে মোসলেম-ভারত! উঠ—জাগো! চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ এবং আত্মোপলব্ধি কর।

কলিকাতা গেজেট

—•—

[কেবল মুসলমানদিগের নাম]

রংপুরের ডেপুটী মৌলবী তৌহিদুদ্দিন আহমদ নদীয়া জেলায় বদলী হইলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ সৈয়দ মোহাম্মদ মসীহ মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হইলেন। যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল মজিদ নড়াইল মহকুমার ভার পাইলেন।

ত্রিপুরার সাব ডেপুটী মৌলবী মীর হোসেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন মৌলবী আজিজুল ইসলাম ময়মনসিংহ সদরের মুন্সেফ হইলেন। মৌলবী আবিদ [illegible] রংপুরী মুন্সীগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

মিঃ প্র্যাটের মুক্তি

বোম্বাই ২৩শে নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ ফিলিপ প্র্যাট নামে জনৈক ব্যক্তি কমুনিষ্ট সন্দেহে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েন। অভিযোগ, তিনি "ভারতবর্ষ ও চীন" নামক পুস্তিকার লেখক, তাহাতে রাজদ্রোহাত্মক কথা আছে। পাঠকগণ জানেন, সরকার কর্ত্তৃক পুস্তক এই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

বিচারপতি ফসেটের এজলাসে জুরীগণের সাহায্যে প্র্যাটের মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। ৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জন মিঃ প্র্যাটকে নিরপরাধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারপতি অধিকাংশ জুরীর অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীকে মুক্তি দেন। রায় শুনিবার জন্য আদালত গৃহে লোকের খুব ভিড় হইয়াছিল। বিচারপতি রায় প্রকাশ করিবামাত্র তুমুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়। কোলাহল এত অধিক হইয়াছিল যে বিচারপতি জনতাকে সাবধান করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পরই মিঃ প্র্যাটকে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও স্থানীয় কম্যুনিষ্টগণ ঘিরিয়া ফেলেন এবং তাঁহার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেন।

রয়েল কমিশ

—

, রয়াল কমিশন
না হইয়া গঠিত হইয়
জাতীয় সম্মানে অ
ভারতে কমিশন
আন্দোলন উত্থিত হই
অধরাজী, নরম-গর
রাজনৈতিক নেতারা
বয়কট ঘোষণা করিয়া
কোন কোন জননা
সমর্থ করিলেও মু
জনমত আমাদের বি
হয় নাই। পক্ষান্তরে
বহু মুসলমান প্রতি
কমিশন বর্জ্জন সমর্থন
বিপক্ষেই মত প্রচার

মুসলমান জাতির
সমস্যা উপস্থিত হইয়া
বর্জ্জন ব্যপারে হিন্দু
করিয়া ধন্য হইবে, কি
করিয়া শাসন সংস্কার
করিয়া রাজনৈতিক অ
উত্তেজনা বা ব্যক্তিগত
সকল মুসলমান নেত
কোন সিদ্ধান্ত উপনী
কয়েক বার অনুষ্ঠিত
মুসলমান সমাজ অ
কিম্বা লাভবান হইয়া
আবশ্যক।

কমিশন নিযুক্ত
জন্য—ভারতবাসীর
সম্প্রসারণের নিমিত্ত
ভারতবাসীর জন্য র
অভাব অভিযোগ বি
জন্য ইংরাজ সরকার
ভারতবাসী হিন্দু-মুসল
একান্ত প্রয়োজন, তা
করি না এবং
ইংরেজ রাজনৈতিকদি
ছিল। ইহা কিছু দিন
সদস্যদিগের অনুষ্ঠিত
প্রস্তাব হইতে বেশ
গিয়াছিল। কিন্তু কার
নানা ভাবান্তরে পূর্ব্বে
খাঁটী পার্লামেণ্টারী ব
বিধিরূপে নিয়োগ
ভারতবাসীর পক্ষে
ছাড়া অন্য অসম্মান রক্ষার
ইহা অতি সত্য কথা।
কমিশন বর্জ্জন সর্ব্বতো
যদি তাহা না হইয়া
প্রদানের নিমিত্ত কতগু
যায়, তাহা হইলে ব
সিদ্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে
করিবে এবং কমিশনের
কারীদের স্বাক্ষ্য দ্বার
ভারতবাসীর মতামত
প্রচারে কোনই বিঘ
বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের
১৬ জন কমিশন সমর্থ
প্রকাশ করিয়াছেন।
১৬ জন মন্ত্রীর প্রত্যে
আছে নিশ্চয়; তাহা
ভারতের ৬টি বিশিষ্ট
পক্ষে পাওয়া যাইবে
সম্পর্কে মিশরের মিল
কথা নির্দ্দেশ করিয়া
প্রকাশ করিতেছেন
মিলনার কমিশন বর্জ্জ
ছিলেন এবং কমিশন
মনোরথ হইয়া মিসর
জগলুল পাশাকে আহ
দাবী অনুরূপ শাসন
দিকে বাধ্য করিয়া
কমিশন বর্জ্জন করিলে
বর্ত্তমান লর্ড বার্কেন হেড
বাসীর পরামর্শ গ্রহণ
পারিবে। যাহারা এ
তাঁহারা যেন স্মরণ
মিসরবাসী সাধারণ
রাজনৈতিক নেতাগণ
লইয়া গ্রহণ করিয়াছি
আমরা তাঁহাদিগকে
জগলুল পাশা কিতা
পরিচালনের সুব্যবস্থা
জানিতেন—স্বাবলম্বন
সব দেশের লোকমত
তাই যখন সেরূপ অ
হওয়া বর্ত্তমান অবস্থা
এবং আমাদের অ
আকাঙ্খা বিক্ষুব্ধ জনস
বার সুব্যবস্থা নাই,
জাতির পক্ষে লাভে
তাহা ভাবিয়া দে
নেতৃবর্গ [illegible]

দেশবাসীর অবগ
বয়কট সম্বন্ধে মুসলমা
জানাইয়া দিবার নিমি
প্রদেশের মুসলমান

কলিকাতার মো
বেশন হইয়াছিল, স্য
মুসলমান নায়কগণ
ছিলেন। সেই সভ
যে, ভারতবাসী দি
সভা পদে নিযুক্ত
রয়াল কমিশন তাঁ
হয় নাই। ইহারা
এইরূপ নির্দ্ধারণও
সেণ্ট্রাল নেশন্যাল
কমিশন বয়কট সমর্থ

লাহোর শহরে
এক অধিবেশন হ
শফী সভাপতি হ
নির্দ্ধারণ করিয়াছে
রয়াল কমিশনের
মুসলমানগণ দুঃখি
স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া
করিলে মুসলমানদি

বোম্বাইয়ে
সভা হইয়াছিল।
সিদ্দিক তাহার স
সভা নির্দ্ধারণ করি
করিলে মুসলমানদি

হায়দ্রাবাদের
নেতা মুসলমানদি
করিতে নিষেধ কর

অভাব-অভিযোগ

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার অন্তর্গত নং ইউনিয়ন বোর্ড রায়কালীর অধিকাংশ বাসাতাই কৃষিজীবি। ক্রমগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের এদিকে প্রধান ফসল ধান্য উপযুক্ত মত উৎপন্ন না হওয়ায় এবং চাষের গরু ও মহিষের মূল্য এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, আমরা দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইতেছি। বর্ত্তমানে চৌকিদারী ট্যাক্স পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ও কোন কোন স্থলে তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। জমিদারের খাজনা ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া নিজ নিজ উদরান্নের সংস্থান করাই আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে আমরা একেবারেই অক্ষম বিধায়, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে অত্র ইউনিয়ন বোর্ডের নিম্নলিখিত ১২নং বিষয় বাবদ অযথা খরচ কমাইয়া দিয়া, আমাদের চৌকিদারী ট্যাক্স হ্রাস করিতে ও নিম্নলিখিত তাগিদের বিষয়টি স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা হয়। যথা:—

১। আমরা অধিকাংশ পল্লীবাসী কৃষিজীবি। আমরা নিজ নিজ গ্রামের রাস্তা চলাফেরা ও গো-মহিষের যাতায়াতের জন্য নিজেরাই প্রতিবৎসর মেরামত করিয়া থাকি। কয়েক বৎসর যাবত যথাসময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায়, আমরা পুরাতন পুষ্করিণীগুলির জল সেচন করিয়া চষা অবাদ করিও উক্ত পুষ্করিণীগুলির পচা কাদা ও দল তুলিয়া জমিতে সার দিয়া থাকি, সুতরাং রাস্তা মেরামত ও পুরাতন পুষ্করিণী পরিষ্কারের কোনই আবশ্যক করে না।

২। চৌকিদার, দফাদার ও কেরাণীগণের খাটুনী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। অথচ প্রতি বৎসরই মাহিয়ানা বাড়িতেছে। তাহাদের বেতন কমাইয়া পূর্ব্বের মত কম বেতনে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

৩। চৌকিদারী ট্যাক্স নির্দ্ধারণ জন্য তিন ধার্য্যের ঢোল সোহরত দিলে আমরা প্রজাবর্গে উক্ত তারিখে বোর্ড আফিসে উপস্থিত হইলে, প্রেসিডেণ্ট মহাশয় প্রকাশ করিলেন যে, অসুখ বশতঃ আপনি ট্যাক্স নির্দ্ধারণে তিনি অক্ষম, পুনরায় তিন ধার্য্যের নিমিত্ত সোহরত দেওয়া হইবে। পরে কিন্তু উক্ত সোহরত না দিয়াই প্রেসিডেণ্ট মহাশয় নিজে নিজে ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে; ট্যাক্স ধার্য্যের পূর্ব্বে সোহরত দেওয়া ও বর্ত্তমান সনের ট্যাক্স পুনরায় অবস্থা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত করণের প্রার্থনা করা যাইতেছে।

৪। আমরা অধিকাংশ সময়ই চাষ আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকায় প্রায় অবসর পাই না। এস্থলে ইউনিয়ন বোর্ড আফিসে উপস্থিত হইয়া চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে আমাদের অসুবিধা হয়। মেম্বারী যথাসময়ে আমাদের গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়া ট্যাক্স আদায় করিলে ভাল হয়।

৫। আমরা অনেকেই ইংরেজী জানি না, চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের রশিদ বাংলাতে হইলে ভাল হয়।

৬। উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সভা করতঃ সভার মতানুসারে প্রায় ৬০০ শত করদাতা প্রজাবর্গের সাক্ষরিত ১ কপি অভিযোগ পত্র অত্র বিভাগীয় সার্কেল অফিসার, ২ কপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে ২২শে আশ্বিন তারিখে পাঠান হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ তাহার তদন্ত পর্য্যন্তও হইল না। এক্ষণে গরীব প্রজাগণের বিনীত প্রার্থনা এই যে, চৌকিদারী বিভাগের উপরস্থ কর্ম্মচারী মহোদয়গণ উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আজ্ঞা হয়।

নিবেদক—
মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল
মোহাম্মদ জহির উদ্দিন প্রামাণিক
মোহাম্মদ সাহেব উদ্দিন আকন্দ
মোহাম্মদ কায়েম উদ্দিন তালুকদার।

চিথলিয়ার

গরীব মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা!

আমরা চিথলিয়া গরীব শ্রমজীবি ও নিরক্ষর মুসলমানগণ দেশবাসী মুসলমান ভ্রাতাদের খেদমতে আরজ করিতেছি যে, গ্রামের শিক্ষিত ধনাঢ্য ও শক্তিশালী হিন্দুদের দ্বারা আমরা আজ প্রায় ১ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছি। তাহারা আমাদিগকে জব্দ হেয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ চেষ্টা ও মিথ্যা মোকদ্দমার আশ্রয় লইয়াছে ও লইতেছে। আমরা নিরক্ষর ও গরীব হইলেও জাতিব ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ-পণ করিয়া উক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবল হিন্দুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে জনৈক মুসলমান তাহার বাড়ীতে গিয়ি উপলক্ষে গরু জবহ করিয়াছিল ও আমরা একটি মক্তব প্রতি করিয়াছি বলিয়া হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল। এক্ষণে উক্ত মোকদ্দমার খরচ-পত্র বহন করা আমাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। যদি মর্ম্মভাবে আমরা চিথলিয়ার গরীব মুসলমানগণ জাতীয় মোকদ্দমা চালাইতে অপারক হওয়া ইসলামের ধর্ম্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, পরিণামে এই নজির অনুসারে হিন্দুগণ বাঙলার সমস্ত পল্লীর মসজিদের সম্মানহানী এবং গরু জবহ ও কোরবানীর অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে, আর সে সকলের চাপ বাঙলার মুসলমান জাতির ললাটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এজন্য দেশবাসী মুসলমান ভ্রাতাদের নিকট আমাদের দুরবস্থা জানাইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, দয়াময় আল্লাহতায়ালার ওয়াস্তে ধর্ম্ম ও জাতির সম্মান রক্ষার্থে স্ব স্ব সাধ্যমত আমাদিকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়া আল্লাহর ও রসুলের (দঃ) স্নেহের পাত্র হইবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক চিঠি পত্র ও অর্থ-সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন, আরজ ইতি—

খাকছার—
এম, হোসেন আলী
পোঃ চিথলিয়া, মিরপুর, নদীয়া

২৬০০০/
৪৬০০/
২৭২০০/
টাকা মণ।
৮৵০ টাকা

সভা-সমিতি

দিনাজপুর

দিনাজপুর সহরের দক্ষিণ অঞ্চলের পল্লীবাসী অনেক মুসলমান আজও ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছে। নামাজ, রোজ, ইসলামী আচার, ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া হাজার হাজার মুসলমান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পীর পূজা, দরগাহ পূজা ইত্যাদি শেরেকবেদাতের ভয়াবহ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। অনেক মুসলমান চাঁদা আদায় করিয়া গানের মজলিশ বসাইয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। জাতীয় শিক্ষার আদৌ চর্চ্চা নাই। ছোট খাট ব্যবসা যথা কামার, কুমার, নাপিত, গোয়ালার কার্য্য ইত্যাদিকে ইহারা ঘৃণার চোক্ষে দেখিয়া থাকে। এই ধর্ম্মান্ধ ভাইদিগকে আলোকের পথে টানিয়া আনিয়া তাহাদের অন্ধ হৃদয়ে ইমানের জ্যোতিঃ জ্বালাইয়া দিতে আমরা বাংলার মাননীয় নায়েবে নবীদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সুখের বিষয় এতদঞ্চলের কতিপয় সমাজহিতৈষী নবীন যুবকের আপ্রাণ যত্নের ফলে চেরাডাঙ্গী ময়দান, সবরনদিঘী, মথুরাপুর, বেন্তনগাড়ী, রাণীপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভাগুলিতে দিনাজপুরের তরুণ বক্তা মৌলবী ইউসুফ আলী ভাগলপুরী সাহেব তত্রিম ও তরজীম সম্বন্ধে জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এতদঞ্চলের সুপ্ত মোসলেম সমাজের ধর্ম্ম জীবনে একটা নবভাবের প্রেরণা জাগিয়াছে। অনেকে মৌলবী সাহেবের নিকট তওবা করিয়া পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। (আল্‌হামদো লিল্লাহ!)

রিপোর্টার—মোহাঃ ফজলে হক
সভ্য, চেরাডাঙ্গী নব্য সমিতি
দিনাজপুর।

ডাঁসা মাদ্রাসা—নদীয়া

বিগত কার্ত্তিক মাসের ২২শে রোজ মঙ্গলবার বেলা ২টার সময়ে নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন ডাঁসা ফুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মুন্সী সাখাওয়াৎ উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মুন্সী মোহাম্মদ গোলাম আলি ও বাছের আলি বিশ্বাস সাহেবদ্বয়ের চেষ্টাতেই সভা আহুত হয়। সভায় বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত ডাঁসা মাদ্রাসার হেড মৌলবী, সেকেণ্ড মৌলবী ও হেড পণ্ডিত সাহেবগণ শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করেন, পরে আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনের প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক জনাব মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব কোরআন হাদিস অবলম্বনে তাঁহার তেজঃপূর্ণ ভাষায় সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। উপসংহারে তিনি সংবাদপত্রের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন এবং সাধারণকে জাতীয় সংবাদপত্রের গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

রিপোর্টার—মোহাঃ এয়াকুব আলী।

ডোমকল—মুর্শিদাবাদ

গত ৯ই নবেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া গ্রামে তত্রত্য অধিবাসির সফিউদ্দিন আহমদ সাহেবের উৎসাহ ও উদ্যোগে এক বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ডোমকল হাই স্কুলের পার্সিয়ান শিক্ষক মৌলবী সইদুদ্দাহার সাহেব ইসলাম ও কোরানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

—সংবাদদাতা।

মাহিয়ারপুর—রংপুর

জেলা রংপুর, ষ্টেশন মিঠাপুকুরের অধীন মাহিয়ারপুর গ্রামে গোপালপুর সাকিনের জনাব মুন্সী মোহাম্মদ খবির উদ্দিন মিঞার সভাপতিত্বে গত ১২শে কার্ত্তিক শনিবার এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ ২ টার সময় হইতে সাঁতার কাটা আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ জনাব হাজী মোহাম্মদ খয়রুল্লাহ সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন; অতঃপর বঙ্গের অদ্বিতীয় স্বনামধন্য বক্তা, আলেম-কুল শিরোমণি মোহাদ্দেস জনাব মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় কোর-আন-হাদিস উল্লেখ করিয়া সমাজের উন্নতি ও এল্‌ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বিধর্ম্মীদিগের পূজা পার্ব্বণ ও শেরেকি মেলা প্রভৃতিতে যোগদান করা মুসলমানের জন্য যে হারাম; তাহা বুঝাইয়া দেন জনাব মওলানা সাহেব আরও বলেন, কামার, কুমার, ক্ষৌরকার, মুদি, সূত্রধর প্রভৃতির ব্যবসা মুসলমানের জন্য হালাল ও জায়েজ, এরূপ বৈধ ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন আদৌ অপমানজনক নহে। বরং সুদ, ঘুস ও হারাম-সংশ্লিষ্ট কার্য্য অপেক্ষা ইহা বহু গুণে উত্তম ও গৌরব-জনক। সভায় প্রায় ৩।৪ হাজার লোকের সংগম হইয়াছিল; মওলানা সাহেব দীর্ঘ ৩।৪ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ওয়াজে সমবেত জনমণ্ডলী বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে পূজা পার্ব্বণ ও মেলা প্রভৃতি শেরেক-বেদাত মূলক অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিবে বলিয়া হাত তুলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

রিপোর্টার—
মুন্সী মোহাম্মদ আক্কাছউদ্দিন মিঞা,
মাহিয়ারপুর।

ভেটিমাঝগ্রাম—রাজসাহী

বিগত ১৪ই নবেম্বর ভেটিমাঝগ্রাম নামক স্থানে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মৌলবী মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রায় ৪ সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান রায়ত প্রজার সমাবেশ হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রজা আন্দোলনের নায়ক বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব এম-এল-সি, মৌলবী মুজিবউদ্দিন তরফদার বাঙ্গালার রায়ত প্রজাদের দুঃখদৈন্যের কাহিনী প্রায় ২ ঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়া সভাস্থ লোকদিগকে মুগ্ধ করেন এবং নোয়াখালীর মৌলবী আবেফোর রহমান সুধারামী সাহেব হিন্দু-মুসলমানের একতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর রাত্রি ৯ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

—রিপোর্টার
মোহাম্মদ সাকিম।

সাময়িকী

সমর সচীবের ভারত আগমন:—পার্লামেণ্টের সমর সচীব সার লেমিং নথিংটন হুভানস্ সম্ভবতঃ আগামী ৯ই ডিসেম্বর বোম্বাই পৌঁছিবেন।

* * * *

তামাকের উপর আবগারী শুল্ক:—দিল্লীর ২৩শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অর্থনীতিক প্রতিনিধি-সম্মিলনীতে তামাকের উপর আবগারী শুল্ক স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। অতঃপর ঐ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

* * * *

চন্দ্রগ্রহণ ও কর্পোরেশনের ব্যবস্থা:—আগামী ৮ই ডিসেম্বর চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে যথারীতি অতিরিক্ত আলো, অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিবার জন্য চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহার জন্য কর্পোরেশন ৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

* * * *

বিশ্ব বিদ্যালয়ে ঈশান ইনষ্টিটিউশনের মামলা:—ফরিদপুরের ঈশান ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষককে উক্ত ইনষ্টিটিউশনের স্কুল কমিটি পদচ্যুত করায় উক্ত পদচ্যুত হেড মাষ্টার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এ মামলার বিচার শেষ হয় নাই।

* * * *

নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটী:—নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটী সিটি টাউন হলের নিকট ৪০০০৲ খরচ করিয়া একটি পার্ক প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

* * * *

ঢাকার মিছিল মামলার রায়:—মহকুমা হাকিম মিঃ ডি, এস, দে শিবাজী মিছিল মামলার রায় দিয়াছেন। গত শিবাজী উৎসবের সময় লাইসেন্সের শর্ত্ত না মানিয়া মিছিল বাহির করায় ৮৮ ধারা অনুসারে নগেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বিচার হইতেছিল। বিচারক আসামীকে নির্দ্দোষ স্থির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

* * * *

স্কাওহার্ট বৃত্তি:—দেরাদুনের রয়েল ইণ্ডিয়ান কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ আজম খাঁ ও মোহাম্মদ এফ্‌তে খাঁ প্রত্যেকে স্কাওহার্ট রয়েল মিলিটারী কলেজের প্রদত্ত "প্রতাপ সিং মেমোরিয়াল স্কলারশিপ" নামক ১০০ পাউণ্ডের বৃত্তি পাইয়াছেন!

* * * *

কাশীতে মোসলেম এতিমখানা:—বিগত ৯ই নবেম্বর তারিখে কাশী অনাথালয় সমিতির উদ্যোগে ও অনারেবল রাজা মত্তিচাঁদের সভাপতিত্বে কাশীতে একটী মুসলমান এতিমখানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

* * * *

কুলকাঠীর মামলা:—কুলকাঠীর গুলি বর্ষণের মোকদ্দমায় মৌলবী সাহাবুদ্দিনের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জেলাজজের এজলাসে যে আপীল দায়ের করা হইয়াছিল, তাহার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেব আপীলকারীর পক্ষে এবং মিঃ এ, কে বসু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে [illegible] মুলতুবী আছে।

* * * *

বলকান সীমান্ত রক্ষায় আয়োজন:—'সিইর' সংবাদপত্রে প্রকাশ, সিমান্ত কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, লিকসি হইতে নীরহাভেন পর্য্যন্ত মেশিনগানের সুদীর্ঘ আড্ডা নির্ম্মান করিবেন ও মিউজি দুর্গ পুনর্নির্ম্মান করিবেন। জানুয়ারী মাসে কার্য্যারম্ভ হইবে; সে জন্য মন্ত্রিসভাকে ১ কোটী ফ্রাঙ্ক ব্যয় মঞ্জুর করিতে বলা হইবে।

* * * *

মাদ্রাসে অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্ত্তন:—মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচারপতি ওয়েলায়ের নির্দ্দেশ মত পাচায়াপ্পা দাতব্য সম্পত্তির ট্রাষ্টিরা তাঁহাদের পরিচালনাধীন স্কুলসমূহ অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

* * * *

চীনে বোম্বেটে দমনের উদ্যোগ:—হংকংএর গভর্ণর সার সিসিল ক্লিমেণ্টাই এবং এখানকার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদিগের মধ্যে যে পরামর্শ হয়, তাহাতে বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী ও মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র মিলিয়া দক্ষিণ চীন-সাগরে বোম্বেটে দমনের উপায় অবলম্বনের এক চুক্তি করিয়াছেন।

* * * *

হাইকোর্টে নূতন বিচারপতি:—মিঃ ডব্লিউ, জি, গ্রেগরি ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * * *

লণ্ডনে দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের কংগ্রেস:—আগামী ১৯২৮ সালের নবেম্বর মাসে নিখিল ভূমণ্ডলের দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের একটি কংগ্রেস হইবে।

* * * *

চাঁদপুরে কলেরা:—চাঁদপুরে ভীষণ কলেরার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। মফঃস্বলের বহু লোক কলেরায় প্রাণত্যাগ করিতেছে।

* * * *

হায়দ্রাবাদে বিপুল উৎসব:—নিজামের উত্তরাধিকারী সাহাজাদা আজম খাঁ এবং রাজ্যের বড় বড় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উপস্থিতিতে মাদ্রাসার পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

* * * *

রশীদের জানাজা:—১৬ই নভেম্বর লুধিয়ানা "হরে মুসলমানগণ কাজী আবদুর রশীদের গায়েবানা জানাজা পড়িয়াছেন ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ম্মখালি

মৌলবী আবশ্যক

গবর্ণমেণ্ট ও ডি, বি, সাহায্যপ্রাপ্ত উচাই এম, ই, স্কুলে মৌলবীর পদে একজন আরবী, ফারসী এবং উর্দ্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ম্যাট্রিকুলেট মুসলমান ভদ্রলোকের আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০৲—১৫৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান ফ্রি, স্থানটি স্বাস্থ্যকর, পাঁচবিবি রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে ডি, বি, রাস্তার উপর অবস্থিত।

সেক্রেটারী, উচাই এম, ই, স্কুল,
পোঃ পাঁচবিবি, বগুড়া।

নানা কথা

ইসলাম-গ্রহণ

১। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিন লালগোলা থানার এলাকাধীন আইডমারী গ্রাম নিবাসী শ্রীদুখুচাঁদ নরসুন্দর নামক একব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৌলবী মতিয়র রহমান সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম দবিরুদ্দিন রাখা হইয়াছে।

২। ঐ জেলার লালগোলা থানার এলাকাভুক্ত ঐ গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী ঝারি দাসী নাম্নী এইটী রমণী—জাতিতে রাজবংশী নব-কন্যা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের সরাসরিয়তানুযায়ী রাধাকান্তপুর নিবাসী রমজান মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম হামিদা বানু রাখা হইয়াছে।

৩। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী থানা সাগরদীঘির এলাকাভুক্ত ঘুঘড়ী নিবাসী মহেন্দ্র নামক একব্যক্তি (জাতি বাগ্‌দি) স্বেচ্ছায় ভগবান গোলার অধীন আড়া গ্রামের মক্তব শিক্ষক মুন্সী সিদ্দিক হোসেন মীর সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ইসলামী নাম মহিউদ্দিন রাখা হইয়াছে।

৪। আরা জেলা নিবাসী অনন্ত নামক এক ব্যক্তি (জাতি ঘাটুয়ান) মুর্শিদাবাদ জেলায় [illegible] নিবাসী ভগবানগোলা গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার খানার ডাক্তার সাহেবের হস্তে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেরডাঙ্গা গ্রামের জনৈক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম দীন মহম্মদ রাখা হইয়াছে।

৫। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী ভগবানগোলা থানার অধীন খড়িগোলা নিবাসী [illegible] নক্ষর এর স্ত্রী ও তাঁহার এক বিধবা কন্যা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মেয়েটী পরমা সুন্দরী। পাইমারী দিয়াড়ের তালুক মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত এই মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েটির ইসলামী নাম লতিফারেসা রাখা হইয়াছে।

রিপোর্টার—এম, এ, সামাদ
[illegible] মবাগ—মুর্শিদাবাদ

৬। বিগত ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে নদীয়া জেলার ডুবাপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় পাঁচুবালা দাসী নাম্নী জনৈকা হিন্দু যুবতী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম হামিদা খাতুন রাখা হইয়াছে। সভাস্থলেই মোহাম্মদ শাহাদৎ আলী নামক জনৈক যুবকের সহিত নও-মোসলেম ভগ্নির বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

রিপোর্টার—চাঁদ মোহাম্মদ মণ্ডল
সাং ধর্ম্মখুত, পোঃ ভাঙ্গনঘাট, নদীয়া

৭। বিগত ১২ই আশ্বিন বাবু রামদাস নামক একটী হিন্দু যুবক উত্তর জাহুডাঙ্গায় মুঃ জেনাত উল্লাহ্ সরকার সাহেবের বাড়ীতে মুন্সী মোহাম্মদ আলী খোন্দকারের হস্তে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত মহফেলে তছির শেখের কন্যা ফিংউন্নেছার সহিত তাহার নেকাহ্ দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদদাতা—
মোহাম্মদ বক্কামিঞা শাহ ফকির
সাং বড়বাড়ী, পোঃ সাদুল্লাপুর, রংপুর।

৮। ত্রিপুরা জেলায় হোমনা থানার ভিটিভাসানিয়া নিবাসী রামধন সাহার ২৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী মনমোহিনী দেবী ১৭ই আশ্বিন স্বেচ্ছায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম ইসলামুন্নেছা রাখা হইয়াছে। নিলখি নিবাসী তোরাপ আলী নামক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আমরা তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।

রিপোর্টার
মোঃ ইয়াকুব আলি হেড্ পণ্ডিত,
নিলখি বোর্ড স্কুল। পোঃ বিজয় নগর, ত্রিপুরা

৯। বিগত ৯ই নভেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার এলাকাধীন ডোমকল নামক গ্রামে যে ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ঘুনথুপুর নিবাসী নগেন্দ্র নাথ সরকার নামক জনৈক বায়স্থ ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নসিরুদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছেন। এখানে আরও ৫।৭ জন বিধর্ম্মী শীঘ্রই ইসলাম গ্রহণ করিবেন।

রিপোর্টার—মোহাম্মদ আব্দুর রহমান
সাং আজিমগঞ্জ, পোঃ ডোমকল

আমারা উর্দ্দু, আরবী, পার্সী ও ইংরাজী

প্রশ্নপত্র

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতার সহিত ছাপিয়া যথাসময়ে সরবরাহ করিয়া থাকি পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিনীত—
ম্যানেজার—মুসলিম প্রেস,
২৮, ইসমাইল ষ্ট্রীট, ইণ্টালি, কলিকাতা।

সুলভতম সচিত্র মাসিকপত্র

তবলীগ

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ইসলামের মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা-মূলক সমালোচনা পাঠ করিয়া যদি তৃপ্ত হইতে চান, আজই 'তবলীগের' গ্রাহক হউন। বার্ষিক মূল্য সডাক মাত্র ১৷০ সিকা, ভিঃ পিতে ১৷৷০ টাকা। হানাফী মজহাবের এমাম হজরত 'এমাম-আজম' আবু হানিফা সাহেবের মনোরম জীবনী, সুন্দর ছাপা বাঁধাই মূল্য ৸৵০ আনা। 'তবলীগ' অফিসে পাইবেন।

ম্যানেজার—'তবলীগ' কার্য্যালয়।
৩৬নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মাসিক ১৫, রোগের প্রতি গ্রামে লোক আবশ্যক
আমেরিকান সাপ্লেমেণ্টারী ঔষধ ব্যবস্থা ও শারিরীবৃত্ত প্রচারে

জুবারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, অগ্নিমান্দ্য, পালা, জ্বরাম, প্লীহা যকৃত সংযুক্ত ইত্যাদি সমস্ত কুইনাইন ঘটিত সজাতে প্লীহা লিভার আক্রোশ প্রভৃতি সুচনে যকৃতে শক্তীয় সুস্টোম শক্তিশালী প্রকৃতি ফিরে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার কবিরাজ ও রোগীর প্রশংসিতে। ১১ বটি বোতল ৸৵০ আনা, ৩ বোতল ১৷০, ৬ বোতল ১৷৷০, ডজন ২৲ টাকা। মুফস্বলীয় বটিকা সরবিকার, পোষ্টেজ বোতল পিছু ৵০ আনা।

কালির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত বেঙ্গলী কার্বন ব্ল্যাক ও লাল কালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ১০০ শত ৷৷০ আনা, হাজার ৪৲ টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৸৵০ আনা, হাজার ৫৲ টাকা। মাশুল ৷৵০ আনা। এম, এন, উল্লা এণ্ড ব্রাদারস
পোঃ রাজগঞ্জ, নোয়াখালি।

আবে রহমত

(রেজিষ্টার্ড)

অনুপান ভেদে—

মাত্র ছয় আনায় ৪০ প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

ব্যবস্থাপত্র সর্ব্বত্র সঙ্গে রাখুন।

কলেরা, বেদনা, সূতিকা, আমাশয়, মেহ, কাসি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। বিচ্ছু ও ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর দংশনে আশু উপকারী। যিনি ইহা ঘরে বা সঙ্গে রাখিবেন, তিনিই নানাবিধ আপদ বিপদের হস্ত হইতে অতি সহজে মুক্তি পাইতে পারিবেন। আবে রহমত সেবনে আল্লাহর ফজলে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ রোগী রোগ মুক্ত হইতেছেন। আপনিও এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ভিঃ, পিঃ, তিন শিশির কম পাঠান হয় না। তিন শিশির মূল্য ১৸০ মাঃ ৷৵০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের দাওয়াখানায় নানাবিধ ফলপ্রদ হেকিমী ঔষধ ও কেশ তৈল বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এজেন্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—ম্যানেজার এস, কে, হামিদিয়া নওয়াপাড়া, যশোহর।

আসামের এণ্ডী ও মুগা

মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত। "মোহাম্মদী" বলেন, 'সস্তায় বিশুদ্ধ এণ্ডী নিম্ন ঠিকানায় পাইবেন'। বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। ৬ হাত × ৩ হাত এণ্ডী চাদর ৭৲ হইতে ২৪৲ টাকা, ৪৪ ইঞ্চি কোছা এণ্ডি চাদর (প্রমাণ) ১ খানা ৭৲ সাত টাকা।

আসাম হোম্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং
পোঃ কামাখ্যা, গৌহাটী।

বিশুদ্ধ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

• ড্রাম—৴৫ ও ৴১০ পয়সা •

বাইওকেমিক ঔষধ, পুস্তক, শিশি, কর্ক, সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউলস্ ও চিকিৎসার যাবতীয় দ্রব্য সুলভে পাইবেন পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
আর, বি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স, হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, পোঃ সালখিয়া, হাওড়া।

হাতে হাতে ফল

শক্তিসার চূর্ণ; এই ঔষধ সেবনে মেহ, প্রমেহ, বহুমূত্র, শুক্রতারল্য, পুরুষত্বহানী, প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয় ও ২ ঘণ্টাকাল শুক্রস্তম্ভ থাকে। মূল্য ৭ দিনের ১৪ মাত্রা ১।০, ১৫ দিনের ৩০ মাত্রা ২।০, এক মাসের ৬০ মাত্রা ৪৲ টাকা মাশুল ।৵০ আনা। বিফলে মূল্য ফেরত। হরগৌরী আশ্রম, ৫০ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্দ্ধমূল্যে

ধাতুপুষ্টি সালসা

এই সালসার এত আদর কেন?

ইহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত সকল ঋতুতেই সেবনীয়

অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ... হইয়াছে—সালসা ও ধাতুপুষ্ট। যদি শক্তি, পারা বা পূর্ব্ব ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছু দিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৸০ আনা।

স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—ধাতুপুষ্টি সালসার কারখানা
চৌধুরী ফার্ম্মেসী,
৩০।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, আনবাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে
রায় সাহেব ডাঃ কে, সি, দাসের

কাম বিজ্ঞান

খাদ্য সহায় ঔষধালয়
৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ খোসের মলম

বি, এইচ, সেন কৃত এবং বহু পরীক্ষিত খোষ, পাঁচড়া ও চুলকণা এবং সকল প্রকার চর্ম্ম-রোগে অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ১ কৌটা ।০, ৩ কৌটা ১৷০ মাশুল ৷০ আনা, তিন কৌটার কম ভি, পি, করা হয় না। সোল এজেন্ট বাগবাজার ষ্টোর্স, ২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শীতের বিরাট আয়োজন

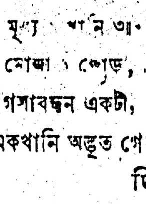

প্রমাণ ৬ হাত চেক আলোয়ান পশমী মিশ্রিত মতন, ইহা দারুন শীতে ১ খানি গায়ে থাকিলে মনে হইবে যেন রৌদ্রের উত্তাপে বসিয়া আছি। আর অন্য কাপড় আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ খানি ৩৷০ টাকা। উপহার পেণ্ট ১টি, মোজা ১ জোড়, ফ্যান্সি জুতা ১ জোড়া প্রমাণ গলাবন্ধন একটী, চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ঘড়ি ১টী, একখানি অদ্ভুত গোপাল ভাঁড় পাইবেন।

দি পাঞ্জাব কোং
১১২ নং (খ) অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

হাকিমী শাস্ত্রের অদ্ভুত আবিষ্কার

শান্তি তৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
খোস, পাঁচড়া, চুলকনী, দাদ, সাপড়ী, ফুস্কুড়ী, কানপাকা, নাকের ভিতর ঘা, মাথার ঘা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, গর্মী ও বাগীর ঘা, ব্রণ, মেচেতা, প্রভৃতি ক্ষতরোগের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ, সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত—মূল্য ছোট শিশি ।৵০ মাঃ ।৷০ তিন শিশি ১৷০ মাঃ ৸০ বড় শিশি ১, মাঃ ।৵০ তিন শিশি ২৷০ মাঃ ৸০
মৌলবী হাকিম মোহাঃ এ, হোসায়ন
গাজীভিলা, পোঃ তেঁতুলিয়া, ২৪ পরগণা।

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press. 47 Ripon St. Calcutta.

বিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত আবিষ্কার

মোরোটো

বা

অদ্ভুত ভৌতিক যন্ত্র

আর জ্যোতিষীর নিকট যাইতে হইবে না; এই যন্ত্র দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ইহকাল পরকাল সব জানা যাইবে, আরও বিশেষ এই যে, এই যন্ত্র দ্বারা মৃত আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। মূল্য ২৷০ টাকা।

দি মোরোটো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১৭০নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পি, আর, এস, সাহেবের

বসন্ত রোগের মহৌষধ

বসন্ত কুমারী বা স্বর্গীয় সুধা সেবন করণে বসন্ত রোগের জন্য আর ভয় নাই। ইহা সুস্থ শরীরে সেবন করিলে তাহার আর বসন্ত হয় না। বসন্তের জন্য জ্বর হইলে যদি ঔষধ নিয়মিত সেবন করা যায়, তবে বসন্তের জ্বর তৎসহ মাথা ও কোমরের বেদনা আদি নিবারণ হইয়া যায়, গায়ে একেবারেই বসন্ত উঠে না। মূল্য ১৷০ টাকা।

একমাত্র স্বত্বাধিকারী—
মোহাম্মদ এলাহি বখশ খাদেমুল
চর এসলামপুর, পোঃ মকামতলা, বগুড়া।

ম্যালেরিয়ার কথা

বঙ্গদেশের পাঁচজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "দেশবন্ধু বটিকা" ম্যালেরিয়ার একমাত্র অব্যর্থ চমৎকপ্রদ মহৌষধ! ৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। ইহাতে এরূপ অদ্ভুত তড়িৎশক্তি সংযোগ করা হইয়াছে যে, তিন বটিকা সেবনে ইহার ক্রিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন! বিবর্দ্ধিত প্লীহা যকৃৎ অল্পদিনেই কমিয়া যায়। মূল্য ২১ বটির প্রতি কৌটা ৸০ আনা, একত্রে ৩ কৌটা ২।০ আনা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—
ডাঃ শ্রীঅমূল্যকুমার চন্দ্র এম, ডি,
পোঃ ভাভানিয়া, জেলা—খুলনা।

নীরোগ থাকিবার উপায়

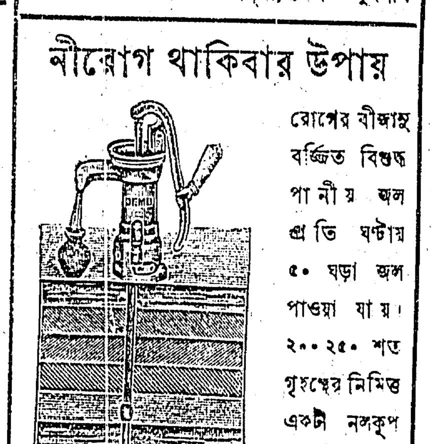

রোগের বীজাণু বর্জ্জিত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রতি ঘণ্টায় ৫০ ঘড়া জল পাওয়া যায়। ২০০—২৫০ শত গৃহস্থের নিমিত্ত একটী নলকূপ যথেষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী। ... অপেক্ষা সুবিধা দরে কল বসাইয়া থাকি। নিজে যাচুন এবং প্রতিবেশীকে বাঁচান। আজই পত্র লিখিয়া বিবরণ জানুন।

দি ইকনমিক টিউব ওয়েল সাপ্লাই কোং
জি, ৮০।৮০ মিউনিসিপাল মার্কেট, কলিকাতা।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া
পুরাতন ও নূতন সর্ব্বপ্রকার পুঁয ধাতু

সাত দিনে

আরোগ্য করা হয়। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন।

এক মাত্রায় জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

তিন মাত্রায় পুঁয বন্ধ হয়।

সাত দিনে সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হয়। ইহাতে পারা বা অন্য কোনরূপ বিষাক্ত ঔষধ নাই। ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলে সমান ভাবে সেবন করিতে পারে। অন্য ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বে এই মহা মূল্যবান ঔষধ সেবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩০।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একশিরা, কুরণ্ড, হার্ণিয়া

শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগের

দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধ।

১৫ দিনে অর্দ্ধেক উপকার ও একমাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আরোগ্য হইলে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া থাকি। এই ঔষধালয়ে সকপ্রকার বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পাওয়া যায়। কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকুমার সেন কবিরত্ন, ২০ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা (শিয়ালদহ)।

ডাক্তার গোপ্পির

দাদের ঔষধ

কাপড়ে দাগ লাগে না, যন্ত্রণা নাই। মূল্য ৴০ আনা, ডজন ।৵০ আনা।

পাচড়ার ঔষধ

মূল্য ৴০ আনা, ডজন ।৵০ আনা। তিন দিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।—।৴০ মাশুলে ৫ ডজন ও ।৴০ মাশুলে ১ গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ১ প্যাক পাঠান হয়।

বি, গোপ্পি এণ্ড কোং
পোঃ নাটোর (৬) রাজসাহী।

আর তিক্ত ঔষধ সেবন

করিবেন না

রেজিষ্টারী কৃত আরমানী

মিঠা-বড়ি

সেবন করুন।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং ভাত, টক, মিষ্ট, দধি, ঘোল ইত্যাদি ঔষধের পথ্য। সর্ব্বপ্রকার জ্বর ১ দিনে ছাড়ে, প্লীহা, যকৃৎ ৩ দিনে কমে, জ্বরে, বিজ্বরে সেবন চলে। জ্বরের এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ করিতে চাহি না, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্যও অতি সুলভ প্রতি বড়ি ৴১০ পয়সা, ২০ বড়ি প্যাকেট ।০ আনা, ১০০ শত ১৷০ টাকা।

ভারতের সোল এজেন্ট—
ডাঃ এ, এণ্ড আদাস
অবামৃত প্রলেপ কার্য্যালয়, পোঃ নড়াইল, যশোহর

কোর্‌আনের দোয়া ও আমালিয়াত

মূল্য ১ম খণ্ড ।৵০, ২য় খণ্ড ।৵০, ৩য় খণ্ড ।৵০, ৪র্থ খণ্ড ।৵০।

আল্লার নাম মাহাত্ম্য

মূল্য দশ পয়সা।

বঙ্গানুবাদ পাঞ্জেছুরা

পাঞ্জেছুরার কোন ছুরার কি মাহাত্ম্য এবং প্রত্যেক ছুরার মূল আরবি এবং আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ সহ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে তেলওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া যাইবে। মূল্য ৶০ আনা।

মসলা-বিধান

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইসলাম ধর্ম্ম বিধি ইহাতে ইসলামের বিধি, নিষেধ, আহকাম, আরকান, হালাল, হারাম, গোসল, হায়েজ নেফাস, নামাজ, রোজা, এক কথায় সকল বিষয় অতি সুক্ষ্ম সমালোচনার ও টীকা টিপ্পনীর সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা এমন সরল প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে যে, তরলমতি বালকও তাহা পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহার এক খণ্ড প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে থাকা উচিৎ। মূল্য মাত্র ।৵০ আনা; ১০ খানা একত্রে ৫৲।

প্রাপ্তিস্থান—মোহাম্মদ নকিব উদ্দিন খাঁ
৩৩।৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

To Let

বাদশাহী নবাবী মোদক

প্রতি মাত্রায় অফুরন্ত শিথিল ও নিস্তেজ ইন্দ্রিয় যুবকের ন্যায় সতেজ শক্তি ধারণা এবং রতিশক্তি দান করে। ২১ মাত্রা ১৷০ টাকা। বিফলে মূল্য ফেরৎ। উপাংশু চিকিৎসক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কবিরত্ন, ২৫৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

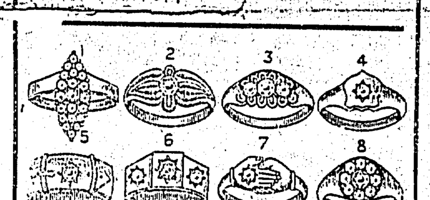

রোল্ড গোল্ড গিনি সোনার সঙ্গে কোনই তফাৎ নাই। চিরস্থায়ী, পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ। যে গ্রামে একটী আংটী যাইবে, গ্রামশুদ্ধ লোক লইবার জন্য অগ্রসর হইবেন। বিবাহ দিবার অতি অপূর্ব্ব জিনিষ ১টী ২৲, ডজন ১২৲, ৩টী ৪।০ টাকা, ৬টী ৮৲; বাইজি ইয়ারিং—দেখিতে অতি সুন্দর ঝুলে ঘরে আবৃত; কাণে পরিলে স্বর্ণের অলঙ্কারের মত ঝকমক করিতে থাকে। মূল্য ৩।০। আসল গিনি সোনার মত রং ও গঠন—অনন্ত ১ জোড়া ৩৲, বালা ২৲ তাবিজ ৪৲, বাজু ১টী ২৲, চিক ৩৲, সিঁথি ৩৲ পাঁচনর ৩৲, হেলে হার ১।০ কণ্ঠমালা ১।০ গহনা চুড়ি ১২ গাছা ২৲, চৌদানী ২।০ চন্দ্রহার ৫৲, বোতাম ১ সেট ১।০। আট আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে পাঠাই;

পি, এম, দাস
৪নং নূর মহম্মদ লেন
পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের

'গয়টার কিওর'

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। এই রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক সুন্দর নরনারী দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন এবং লোক সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। ইহার একমাত্র প্রতীকার "গয়টার কিওর"—যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রনা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ডাঃ কর্ণেল এণ্ড কোং
৯নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা।

২॥০ টাকায় আলোয়ান

প্রমান ৬ হাত না হইলে মূল্য ফেরৎ

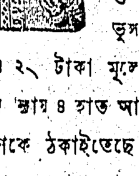

ভ্রাতৃগণের নিকট নিবেদন যে, আজ কাল অনেক লোক উপহারের লোভ দেখাইয়া ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে ভুলাইয়া ৬ হাত আলোয়ান ১৸০ ও ২৲ টাকা মূল্যে দিব বলিয়া পাতলা শালের ন্যায় ৪ হাত আলোয়ান দিয়া সরল হৃদয় ভ্রাতৃগণকে ঠকাইতেছে, কারণ তাহারা এত অল্প দামে প্রমাণ আলোয়ান দিতে পারে না। আমাদের নিজ কারখানায় তৈয়ারি বলিয়া মাত্র ।০ আনা লাভে ২॥০ টাকায় প্রমান আলোয়ান বিক্রয় করিতেছি। এই আলোয়ান পশমী, রঙ্গিন, খুব খাপি, দেখিতে সুদৃশ্য, ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযুক্ত এই দারুন শীতে ১ খানি মাত্র গায়ে থাকিলে গরম লাগিবে। মূল্য ২॥০ মাঃ।

আমেরিকান ট্রেডিং কোং
১৯ নং গোরাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণঘটিত

অমৃত স...

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত সবল ও নিরোগী হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির প... রক্ত দূষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ৮০ ... প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ... বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পা... গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত।

গুণের পরীক্ষা :—অমৃত সালসা ... দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র ... করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃ... এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলি ... আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে ... যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হই... বেশী সবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ ... ২।০ টাকা, ডজন ৮।০ আনা, ৬ শিশি ৪।০ টাকা। মা...

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনা...
অমৃত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। ১৪৪।১ নং ...

বঙ্গের ... নামা হাকিম মৌঃ ...

অদ্ভুত আবিষ্ক...

বাহু...

শাহী আমল ... হইতে ... পরীক্ষায় প... ক্ষীত

ভয় নাই, মর্ত্তের মানব শ...

ইহা হতাশের আশার আলো, বেহেস্তের সওগা... ভুক্তভোগীর অমিয় সুধা, বিলাসীর হৃদয়ের ধন। ... দ্রষ্টব্য। ২০ দিনের বড় কৌটা ১০৲ টাকা। ১০ দিনে...

মোক্তান নগর ...
পোঃ জো...

কলিকাতা

কু...

৯১বিড...

সর্ব্বপ্রকার কত, কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, গরমী, স্ত্রীরোগ, ... ও দুঃসাধ্য রোগ ... আরোগ্য করা হয়...

গর্ভ-নিয়মিত...

ইন্দ্রামতী পিল

... কর্ত্তব্য। কাজে এ ক্ষেত্রে আমাদের এই ইন্দ্রামতী ... তত দিন গর্ভ সঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারিবেন। গর্ভ ইচ্ছা... নাই। ইহা ঋতুর সময়ে সেবন করিতে হয়। যে ঋতুতে ... কিছুতেই হইবে না। অতএব আবশ্যকবোধে ইহা ঋতুকা... ক্ষতি হইবে না। কিম্বা অধিক অবস্থায় যতদিন ইচ্ছা বা আব... পারিবেন। আমার শরীর বুঝিয়া ঔষধ বন্ধ করিলেই পু... স্বাস্থ্যহানি হয় না। প্রতিবৎসর একটী করিয়া সন্তান ... এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ২।০ আনা ...

ফিনাস্ক হারবল হোম—(সি) ১২৭...

বিফলে ৫৲ পাঁচ টা...

বিশ্বজিৎ বর্ষের পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত ... এ, ডি, সাহেবের ক্রিমি কুঠারি এক মাত্রা সেবনে ছোট, ... রাক্ষের সহিত নির্গত হইয়া ক্রিমি জনিত যাবতীয় উপসর্গ ... ছয় পুরিয়ার কমে ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। সর্ব্বত্র এজে... কুড়ু মলম :—খোস, পাঁচড়া, কাটা পোড়া, গর্ম্মি... প্রতি কৌটা ।৵০, ডজন ৩৲ টাকা।

এ, বি, ...
পোঃ হাওড়া...

ইলেক্ট্রো ফি...

কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃত-সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বি... প্রায় ত্যাগ হয়। সপ্তাহে প্লীহা ও যকৃত বিলীন হয় ... সেবন করা চলে। পথ্যাপথ্যের বিচার নাই, এমন কি ... প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইকারী দর ডজন ৭৸০ আনা ...

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শরবতে ফোলাদ ও ...

ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা ও ধ্বজভঙ্গ রোগে যে স... বা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া নবীন বয়সে বার্দ্ধক্য আনিয়া... মহা তেজস্কর ঔষধ দুইটী সেবন ও মালিশ করুন। ইহা বিং... পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে, মেধা ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করি... অতুলনীয়। সেবন ও মালিশের মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

হেয়ার ডাই বা চুলে...

এই কলপ পাকা চুলে দাড়ি ও গোঁফে লাগাইবা মাত্র ... কৃষ্ণবর্ণ হইবে। একবার লাগাইলে অনেকদিন যাবত কেশ... ব্যবহার প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিটে নবযৌবন লাভ। ... উৎকৃষ্ট, মূল্যও অতি কম, প্রতি সেট ৮০ আনা মাত্র ...

ডাঃ মজু...
১১০, বৈঠক...

শীতবস্ত্রের বিপুল ...

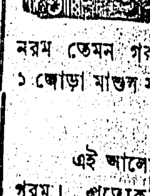

আমরা বঙ্গবাসীর সুবিধার জন্য বিশে... ভাল কস্তা ওয়ালা রঙ্গিন শাল আমদানি ... মহোদয়গণ আমাদের সহিত কার্য্য ক... ও জিনিষ কিরূপ, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ... হাত (নানাবিধ রংয়ের) দেখিতে যেম... নরম তেমন গরম, চারিধারে কস্তা ও চারি আঙ্গুল চওড়া পা... ১ জোড়া মাশুল সমেত ১৪৲ টাকা।

আলোয়ান প্রমাণ ...

এই আলোয়ান দেখিতে সুন্দর, নানাবিধ রংয়ের পাও... গরম। প্রত্যেক লোকেরই ব্যবহার উপযোগী, একখানি ক্র... ১ খানি আলোয়ান ক্রয় করিবেন তাঁহাকে বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট ... যাইবে, মূল্য ২৲ টাকা মাঃ ।০ আনা।

স্বদেশী খদ্দরের শ...

এই শাল খদ্দর হইতে প্রস্তুত, ইহার চারিদিকে হাসি... ইহা দেখিতে অতি সুন্দর যেমন নরম তেমন গরম ও খাপি, ... ২৸০ আনা মাঃ ।০, জোড়া ৫।০ মাশুল সমেত।

পশমী মিশ্রিত শ...

এই শাল পশমী মিশ্রিত, সকল রংয়ের পাওয়া যায়। ... বসান আছে। দেখিতে সুন্দর ও খাপি, যেমন নরম তেমন গ... মূল্য ৩৲ টাকা মাঃ ।০ জোড়া ৬৲ মাশুল সমেত।

Regd. No. C-136

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
মওলানা মোহাম্মদ ফজল আমিন সাহেব

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র
হানাফী

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

The HANAFI.
A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

৩য় বর্ষ] ২রা জমাদিয়স-সানি, ১৩৪৬ হিঃ সোম ২৮—১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ইংরেজী ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৭ [১৮শ সংখ্যা

"মোসলেম বিজয়" প্রণেতা নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য সরস্বতীর—

১৲ টাকায় তিনখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস।

১। সচিত্র "জালন্ধরী নাট্যে" না ভাঙ্গতে মোসলেম বাজার—৸৹। মহাবীরেন্দ্র সম্রাট আলাউদ্দীনের বিজয়োল্লাসের মধ্যে দেবসিংহ রাজ সুমারীর এবং পেশের খান ও দেবগা-দেবীর প্রেমের কাহিনী পাঠে পাঠক পাঠিকা আত্মহারা হইবেন।

২। "পুষ্পপ্রতিষ্ঠা"— ২৩৭ পাতা। ৷৷৹

সাহিত্য-সরস্বতীর এই পারিবারিক উপন্যাসখানি হাতে পড়িলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া ছাড়িতে পারিবেন না।

৩। "আত্মদান"— বিদ্যাবিনোদিনীর প্রাণের উচ্ছ্বাস। ৲

সত্য ঘটনা মূলক এই গ্রন্থখানির কথা বস্তু অনেকেরই চক্ষে অশ্রু ঝরাইবে। এই তিনখানি অবাধারই ঝক মাটিং ধরে মাত্র ১৲ টাকায় পাইবেন। উৎকৃষ্ট বাঁধান প্রত্যেকখানির মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র। দুই তিন সেট পুস্তক একত্রে লইলে ডাক মাশুল খুব কম পড়িবে।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—কাজী গোলাম মহম্মদ, সুবৃষ্টাই, শ্রীরামপুর।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগ
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসা

শান্তির সালসা

যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, ঘোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্ট দেহে নব বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ ঔষধালয়ে প্রস্তুত। দুষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত। সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয়।

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং।

হেড অফিস:— ৪০।১৩ (গ) অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা। মূল্য ৲।১০ ব্রাঞ্চ অফিস:— ৩।১ বৃন্দাবন ষ্টীট।

"হানাফী" অফিস:—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ৩।১০ আড়াই টাকা।
প্রতি সংখ্যা ১৫ ডিন পয়সা।

জগৎ বিখ্যাত স্বনামধন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক জনাব মৌলভী

হাকিম মসিহুর রহমান সাহেবের

আশ্চর্য্য আবিষ্কার হাকিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব টনিক

মোমেক বাটিকা

ইহাই পুরাতনে বাতব্যাধি ও বেদনমনিদের অতি আদরের সামগ্রী ও প্রিয় বস্তু ছিল, কারণ ইহার গুণ সত্য সত্যই পাওয়া যায়। এখনে যাহারা যৌবনের অতিরিক্ত অত্যাচারে প্রমেহ,শুক্রদোষ ও স্বপ্নদোষে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও শক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকার ও মৃত্যু কামনা করেন, যাহারা অত্যধিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে কাম পরিতার্থ্য করিয়া ধাতুদৌর্ব্বল্য হারাইয়াছেন, শরীর রক্তশূন্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ঘোরাত উপর নির্ভর করিয়া এই আশ্চর্য্য বৈদ্যোচিত শক্তিসঞ্চার হাকিমী মহৌষধ মোমেনেক নউজা ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য শক্তি সামর্থ্য লাভ করুন, স্বাস্থ্য, যৌবন আবার নবজীবনের অফুরন্ত উদ্যমে সজীব হইবে।

আপনি যদি ইন্দ্রিয় দুর্ব্বলতায় বিব্রত হইয়া থাকেন, তবে শয়ন কালে কেবল মাত্র একটী বটিকা সেবন করিলে ইহার আশ্চর্য্যফলে চিত্ত দৃঢ় ও চিত্তবল থাকিবেন। রজনি শাপনার শ্রিয়তমার মনস্তুষ্টি করিতে চান এবং তাঁহাকে চিরকাল প্রেম-পাশে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন তবে মোমেনক বটীকার সহিত মধুমীরণ তেলা, প্রেম রঞ্জন তেলা ও আশ্চর্য্য ঘরির ব্যবহার করুন। ইহা প্রেমিক প্রেমিকার চিরবন্ধু ও চির আদরের ধন। রক্তের এই সকল উপরের গুণ ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আপনি স্বয় পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন এবং মনে শান্তি ও স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ সেট ২৸৹, ভাই কোয়ালিটি শিশি ৷৷ ১ সেট ৪৸৹, রয়েল কোয়ালিটি শিশি ১৲ সেট ২৲, টাকা। মাশুল ৷৵৹।

প্রত্যেক শহরেরই সম্ভ্রান্ত ভাক্তারখানায় পাইবেন।

যদি আপনার নিকটবর্ত্তি স্থানে উপরিক্ত সদর না থাকে, তবে নিম্ন লিখিত ঠিকানায়ত্রম লিখিবেন।

ইউনানী মেডিক্যাল হল ও বেগম বাহার অফিস

৩০নং মুলজারীপাড়া লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "বেগম বাহার" কলিকাতা। টেলিফোন ২৬৩১ বড়বাজার।
পোষ্ট বক্স ৬৭০১ কলিকাতা।

অকৃত্রিম ও সুলভ

বিশ্বেশ্বর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

কবিরাজ—শ্রীনলিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তি কবিরত্ন

২৫ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিশ্বেশ্বর রসায়ন।

ইহা মহা ভয়ঙ্কর উপদংশ ও গরমি রোগের এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত, দুষ্টি, ঘোষ, পাঁচড়া, কফুজন্য প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা রক্ত পরিষারক, বর্ণ প্রসাদক, অগ্নিদীপক ও জীবনী শক্তি বর্দ্ধক। মূল্য দুই সপ্তাহ সেবনোপযোগী এক শিশি ১৲ আনা মাত্র; মাশুল স্বতন্ত্র।

হেমপ্লেন।

ইহা কেবল ২।৩ দিন সেবনে যে কোন প্রকার তীব্র জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয় বিরাম হইবে এবং মুখের ও পুরাতন অং, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ঔতাহিক ও ব্যাহিক প্রভৃতি জ্বরের পক্ষে অব্যর্থ মক্ষর। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা মাত্র, ডজন ৭৷৹ আনা মাত্র; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশুদ্ধ জবাকুসুমের মকরধ্বজ

চিকিৎসা ব্যবসে অত্যন্তব মহোপকার। মূল্য প্রতি ডরি ৷৷৲ টাকা, সপ্তাহ ১৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশুদ্ধ জবাকুসুম প্রাস।

সর্ব্বপ্রকার ভাল, খাস, খরজন্য, হাপানী, দ্বষা ও কফ-রোগের অব্যর্থমহৌষধ। সের ৩৲ টাকা, সপ্তাহ ১৷৹ আট আনা; মাশুল স্বতন্ত্র।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় ঘৃত, তৈল, আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, জারিত ধর্ণ, ভৌপ্য ও ধ্রুবনাথী প্রভৃতি সমস্ত ঔষধ সুলভমূল্যে ও যথাশক্তর শুদ্ধত মূল্যে পাইবেন।

ষ্ট্রা মফঃস্বল হইতে রোগের বিস্তৃত বিবরণ সহ পত্র লিখিলে যথা সময়ে ব্যবস্থা ও ঔষধ ভি, পিতে পাঠান হয়।

কয়েকখানি নূতন পুস্তক

১। মোসলেম পঞ্চসতী—(১) রাবেয়া, (২) রহিমা, (৩) আছিয়া, (৪) খোসেদা ও (৫) আয়েশার পবিত্র জীবন-কাহিনী। স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ পুস্তক, মূল্য ১৲।

২। নির্ব্বাসিতা হাজেরা—হজরত এব্রাহিমের স্ত্রী হজরত রাবেয়ার করুণ জীবনী, ।৹

৩। হজরত এব্রাহিম—এক্বখানা ও হানিফী ধর্ম্মের আদিম গুরু, অতীব বিশ্বাসকর আদর্শ-জীবন মূল্য ১৲।

৪। রমা ভঁড়ি।—পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় রসঃ, মূল্য ।৵৹ আনা।

ইসলামমিক পাবলাসিং হাউস, ১৩৩ নং সেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত

নূতন বড়ী

অরে-বিষমে-সেবন হয়। পথ্যের কোন বিচার নাই

দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম!

এই বড়ী সেবনে কুইনাইন ভয় হয়, তার বন্ধক, কেরানী আফিসে তর্ক বন্ধক, কাম রয়া-বাঁয়া নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিজ্ঞানের চমৎকার আবিষ্কার; অব আরাম হইলে আর ঘুষিয়া আসে না। মূল্য প্রতি ফৌটা ৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা, ৩ ফৌটা ২৲ টাকা।

দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে আরোগ্য লবণ রেজিষ্ট্রী করা।

অম্লপিত্ত, অম্লশূল আম রোগের মহৌষধ। ইহা সেবনে কুধাবৃদ্ধি ও হজম হয়। যাবতীয় উদর রোগে বিশেষ উপযোগী। হয়তা ডেল, পেটে ডাকা, গাতনা শাক অজীর্ণ শুল্ম ডেলুস, বুক আর, পেটে খুস বেদনা অম্লের মত বাহ্য হবে, মূল্য প্রতি শিশি ।৵৹ আনা, ডজন ৩৲ টাকা।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—ডাঃ এস্, আহমদ এণ্ড কোং

দি মোসলেম মেডিক্যাল ষ্টোর, শালমারী, পোঃ মহেশগুড়, জেলা রাজসাহী।

কি চাই ?

আমাদের দোকানে নানা রকম কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান, সুই, কম্বল, র‍্যাপ প্রভৃতি শীত বস্ত্র; ধুতি, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি দেশী ও বিলাতী কাপড়; বেনারসী, পার্শী, বোম্বাই, মাদ্রাজী চাকাই প্রভৃতি বিবাহের উপযুক্ত শাড়ী; কার্পেট, গালিচা, সতরঞ্চি, সুজনী, মশারী প্রভৃতি এবং সার্জ্জ ও সিল্কের চাদরাদি বিক্রিত হয়।

হাজী মোহাম্মদ নাকাউল্লাহ মল্লিক
২নং গ্রাণ্ড ষ্ট্রীট, (চীনাবী) কলিকাতা।

ইস্‌লামী জাতীয় আদর্শের জয়-পতাকা!

বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজের শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বজনপ্রিয়

মাসিক পত্র

ইসলাম-দর্শন

অভিনব বেশে ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইল।

সম্পাদকঃ—মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
ও
কবি শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলি

নিয়মিত লেখকগণঃ—ধর্ম্ম সাহিত্যের একমাত্র স্বনাম-ধন্য আলেম জনাব মওলানা মোহাম্মদ রহুল আমিন, বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সাহিত্যসমাজের প্রাণ-স্বরূপ মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ, (ক্যাণ্টাব) বার-এ্যাট-ল, মাননীয় হামেদ কবির, মৌলবী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন, সুকবিরত্ন কবি মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি, মোগলমারীর ভূতপূর্ব্ব যশস্বী সম্পাদক ও তেজস্বী লেখক মৌলবী ফজলুল হক সেলেন্দ্রী, প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবি মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী, গল্প-সাহিত্যের গবেষণাপূর্ণ সুকবি মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক এম-এ, এবং ইসলামিয়া বালেজের প্রফেসর মৌলবী আবদুল মজীদ এম-এ, প্রভৃতি আরও বহু বিখ্যাত আলেম এবং প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণ ইস্‌লাম-দর্শনের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্বন্ধে শক্তি নিয়োজিত করিবেন।

৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম—কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইল। এবার "ইস্‌লাম-দর্শন" প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

পুরাতন গ্রাহকগণ আশ্বস্ত এবং নূতন গ্রাহকগণ সত্বর হউন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে; বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে।

বার্ষিক মূল্য পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল—অগ্রিম ১৷৹ টাকা, ভিপিতে ১৸৹ আনা; প্রতি সংখ্যা ।৵৹ আনা।

ম্যানেজার—ইস্‌লাম-দর্শন।
৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জ্জন উপাধি ভূষিত কোন প্রবীন প্রধান চিকিৎসক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এবং যাবতীয় ডাক্তারগণ দ্বারা অনুমোদিত ও প্রশংসিত, গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারকৃত

দেবেন্দ্র রস

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্ব্বপ্রকার পুরাতন, পালা, দৈনিক, তৃতীয়ানিক, চতুর্থদিক জ্বর ও প্লীহা, যকৃৎ অতি ইনুপ্রেডো প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ শুদ্ধ সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা জ্বরের দ্বীতীয় আক্রমণের পূর্ব্বে সেবন করিলে নিশ্চয় বন্ধ হয়। এক শিশি ঔষধ সেবনেই সকল জ্বর সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ৵৹ আনা।

ক্লাইভ মেডিকেল হল

৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন কলিঃ—৯৭৫৪

মফঃস্বলে ১৷৹ টাকা ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

স্পেশাল দ্রষ্টব্য—বিনামূল্যে বিতরণ—"দেবেন্দ্র রস" সমগ্রত যোগীদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও দিনে বিনামূল্যে বিতরিত হইবেছে:—

দেবেন্দ্র ফার্মেন্—১৩।১৪ বে জু, বেণেপুকুরিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার, বেলা ৮টা হইতে ১০টা। ক্লাইভ মেডিকেল হল—প্রতি শনিবার বেলা ৯টা হইতে ১১টা।

সুসংবাদ! আল্লার রহমত!! সুসংবাদ!!!

জঙ্গীল ও দুরারোগ্য কোপসমূহের আরোগ্যকারী

বালা-সহিবক বিনাশক

তাবিজে শেফা

পবিত্র কোরান শরিফের বিশেষ বিশেষ আয়ত দ্বারা হাদিস শরিফে বর্ণিত খাস খাস দোয়া এবং জগদ্বিখ্যাত অতি-আশ্চর্য্য কবের অব্যর্থ আবিষ্কার ও তদ্বারা বহু একত্রিত করিয়া এই অমূল্য রত্ন তাবিজে শেফা আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুলনা জিলার সাহেব কেবলা এবং চেরাগাজ নিবাসী [illegible] সাহেব তাহার সদ্যই হইতে সাক্ষাতে ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। হইতে দেখি নাই। অথচ ইহাতে খোদার কুদরতে ৪০ প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি, যেমন—পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পেটের পীড়া, অম্বল, বলেরা, বাতের ও পেশী-প্রভৃতি সকল রোগের আ পাশয়, পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাতের ক্রিয়া এবং ব্যাঙ্গ, বুদ্ধির প্রভৃতি হিংসা জীবনদুর্ব্বহ উৎপাত, উপরন্ত অচিরে আরোগ্য ও দুষ্টাকৃত হইয়া জীবনের শক্তি, সৌন্দর্য্য, সাহস ও ইমান বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। যে কোন অভিজ্ঞ আলেম ও বোর্ডিং পরিচয় নিকট "তাবিজে শেফার" অন্তর্ভুক্ত এক একটী তাবিজ লিখাইয়া লইতে পেলে অন্যূন ১৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ দিতে হইবে। কিন্তু আমরা সর্ব্ব সাধারণের হিতসাধনের জন্য মাত্র ১৷৹ আনা হারিয়া লইয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" বিতরণ করিতেছি। প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভরি অবিলম্বে ইহার এক একটী তাবিজ সুএর ভরিয়া অতি সত্বর ব্যাধির হস্ত এবং উহার ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া নিজের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জীবনের সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করুন।

প্রাপ্তিস্থান:—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;
৪৭ (এ) নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

সস্তায় চুড়ান্ত, ৩ মাসের জন্য ৮৲ টাকায় কিনিয়ে ৪৲ টাকায় পাইবেন। এই শাল দেখিতে অতি সুন্দর, পশম মিশ্রিত, খুব নরম ও ঝাপি, ভদ্রলোকের ব্যবহার উপযোগী, ইহার চাহিদাতে চারি আঙ্গুল চওড়া গাত্র আছে। লম্বা ৬ হাত, চওড়া ৩ হাত মূল্য ৪৲, ছোড়া মাং সমেত ৪৲ টাকা। অদেশী খদ্দরের শাল—১ খানা ২৲ টাকা, ছোড়া মাশুল সমেত ৩৲ টাকা। বিজ্ঞাপন লিখিত মত জিনিষ না হইলে মাশুল সহ মূল্য ফেরত দিব। দি বেনারস ষ্টেইজিং কোং, ২২ নং নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

অদ্ভুত রতি-শক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

পুরুষত্ব-হীনতার অমোঘ অস্ত্র

ধ্বজ—ইহা দৃঢ়, প্রবল, স্বপ্নরোধ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল ধ্বজ গাঢ় করে। ১ শিশিতে ১৷৹।

মালিশ অগ্নিবর্দ্ধক নউ—ইহা সিদ্ধ বনৌষধির সংস্কৃত, সদৃঢ় ও বৃদ্ধি করে। মালিশ ১, টাকা ১সং বটী ২, টাকা

২নং নউ—ইহা সুস্থের শরীর উত্তেজিত করিয়া বহুকালস্থায়ী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। এক ফোটা এক টাকা। মাশুল সতন্ত্র

হেকিম কাজি আকাজ উল্লা
২৩৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধারেও কেতাব বিক্রয়

হানাফীর গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনী লোকের পত্রে মূল্য পাইবার চুক্তিতে বহি দেই এবং ডিলিভিরি রাখি। বিস্তারিত বিবরণ পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য। অগ্রিম মূল্য বিনা কি, পি,তে লইলে নিতি কমিশন দিই। ১। আবশ্যকীয় মসায়লে—২১০০ শত মছলা সম্বলিত, দুরারোগ্য পীর সাহেব কেবলার অনুমোদিত, মূল্য ১৲ টাকা। ২। আওলিয়ার উপদেশ—৵৹ আনা। ৩। পীর মুরিদী নমুনা—।৹ আনা। ৪। পকেট বাঙ্গালা মোসুদ শরিফ—৵৹।৫। তোপস রীতি—৵৹ আনা। মুন্সী আবদুল হামিদ, Cio. গোই মাস্টার, পোঃ কাউখালী, বরিশাল।

দৈবপ্রাপ্ত ধবলের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া সাধারণ, তাঁহারা একবার আমার তত্ত্ব লইবেন, খোরাক সকলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বহু প্রশংসিত মূল্য প্রতি ডজ বৃহৎমত্র ২৲ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার "হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অধিতীয় মলমের কেতাব

নছিহাতল গাফেলীন

একবার পাঠ করিয়া দেখুন। মূল্য বহুত কম।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা:—
মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজের আলি
পাং আঁকুতলা, পোঃ বাগাঘাচড়া, জেলা নদীয়া।

পুরস্কার

পাঁচজন ভাক্তারের নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে হোমিওগ্রন্থ-চিকিৎসা বিনা-মূল্যে ও বিনা-মাশুলে দেওয়া হয়। অদ্ভুত নিয়ম। হোমিওপ্যাথিক পাবলিসিং কোং
১৭৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র কবিরাজ বিশ্বনাথ কবিরত্নের

ওজন বর্দ্ধিত

অমৃতকুণ্ড সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন। দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে এবং পারা ও গাঁজা, বিষ, বাত, চর্ম্মরোগ, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আরোগ্য শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ।৹, ভি শিশি ২৷৹ টাকা; মাঃ ৵৹ আনা।
কবিরাজ বিশ্বনাথ কবিরত্ন; ২নং বাঁড় লেন, বেলেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিম বখ্‌শ ভাদার্সের

পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ

প্রতিষ্ঠান:—২৮ নং কলুটোলা রোড, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।

রিডার্স বেদন—১৷৹, পুথির হাওড়া—১৷৹, ছেলেদের শাহ্‌নামা—১৷৹, হজরত বড় পীর ৷৵৹, রাজমুকুট ২৲, আরব জাতির ইতিহাস—১ম খণ্ড ১৷৹, তৃতীয় খণ্ড ১৷৹, রক্তরাগ—১৲, হজরত শাহ্ জালাল—১৷৹, শুদ্ধিপত্রিকা—৵৹।

বিফলে মূল্য ফিরণ ফেরৎ

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ এস, বি, পালের

৪০ বৎসরের পরীক্ষিত, নব যৌগ, ধারা চির প্রশংসিত

চণ্ডেশ্বর তৈল

রক্তদুষ্টি, পারা ও চর্ম্মরোগের একমাত্র মৃত্যুবান।

ইহা গাত্রস্থ অরুষ পারা, পারার ঘা, চাকা চাকা দাগ, রক্ত বিকর্ষ, গরমি দুষ্টি, পারাঘটিত পেটে বাত, ঘোষ, দাদ, দুষ্টকন্যা, ঘামাচি ফৌ ফা, ইত্যাদি দুষ্টরা রোগের মহৌষধি। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।

কবিরাজ এস, বি, পাল ৯০ নং হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধবল ও কুষ্ঠ চিকিৎসা

জনপ্রিয়তা ।৵ সের ২৲ টাকা।

প্রশংসাপত্র বহুরকমের বা ধর্ম্ম-শিখুর ডরি ৲, টাকা।

ঢাকা হইতে স্বনামধন্য জনাব মৌ: মোঃ সাহারুদ্দিন বেপারীসাহেব লিখিয়াছেন :—"আমি ১১ বৎসর যাবৎ নিম্নলিখিত কুষ্ঠ রোগে কুষিতেছিলাম যথা :—

১। শরীরে বিবিধ বর্ণের চাকা চাকা দাগ; ২। শরীরে পিপুলা হাড়িতেছে ঘোষ হইত; ৩। বাম হাতের তিনটী অঙ্গুলী কয় হইয়াছিল; ৪। শরীরে অধিকাংশ স্থান অসাড় হইয়া গিয়াছিল; ৫। গায়ের আঙ্গুলে ২ ইঞ্চি পরিমাণ নক্ত ছিল; ৬। শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত ও হাত পরিমাণ হইত না; ৭। শরীরে স্থানবিশেষ বেদনা হইত, মাঝে মাঝে শরীর হইতে দুষ্টরি বাহির হইত ও কয়েক জয় হইত, ৮। দুষ্ট রোগ হইবার পূর্ব্বে আমার উপলক্ষণ হইত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি এই রোগের জন্য বহু চিকিৎসালয়ে বিস্তর মনোরথ হইয়া অবশেষে কুষ্ঠ চিকিৎসক কবিরাজ প্রবর শ্রীযুক্ত বিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাধীন থাকিয়া বর্ত্তমানে আমি নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছি। আমি ঐশ্বরাজাবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় দিন দিন যশোরাশি লাভ করুন।"

পুথিবীর যবন রোগের ভার সইয়াছেন, ধ্রুবলাক্ষম্ বিফলে ১০০৲ টাকা পুরস্কার। মূল্য ৩৷৵৹ আনা মাত্র।

শালপ্রাংশ কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী
(কুষ্ঠ চিকিৎসা-অধ্যক্ষ)
৯ নং হরকর রোড, পোঃ শালিখা, হাওড়া।

জর্জ্জ টনিক।

এই মহৌষধ সেবনে নূতন অং, পুরাতন ম্যালেরিয়া অং, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত অং, দৌকালিন অং, পালাজ্বর, ত্রাহিক অং, কাল অং, বাত ও দৈহিক অং, হুইনাইনের আইকান, প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার তীব্র ও জটীল অং, সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

হুইনাইন ও বাজারের পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া যাহাদের পিলে, যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারা একবার আমার ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন। ইহা সেবনে পিলে, যকৃৎ ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। ইহা সেবনে কুইনাইন ভয় হয়, তার বন্ধক, কেরানী আফিসে তর্ক বন্ধক, কাম রয়া-বাঁয়া নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিজ্ঞানের চমৎকার আবিষ্কার; অব আরাম হইলে আর ঘুষিয়া আসে না। মূল্য প্রতি ফৌটা ৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা, ৩ ফৌটা ২৲ টাকা।

দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে আরোগ্য লবণ রেজিষ্ট্রী করা।

অম্লপিত্ত, অম্লশূল আম রোগের মহৌষধ। ইহা সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও হজম হয়। যাবতীয় উদর রোগে বিশেষ উপযোগী। হয়তা ডেল, পেটে ডাকা, গাতনা শাক অজীর্ণ শুল্ম ডেলুস, বুক আর, পেটে খুস বেদনা অম্লের মত বাহ্য হবে, মূল্য প্রতি শিশি ।৵৹ আনা, ডজন ৩৲ টাকা।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—ডাঃ এস্, আহমদ এণ্ড কোং
দি মোসলেম মেডিক্যাল ষ্টোর, শালমারী, পোঃ মহেশগুড়, জেলা রাজসাহী।

সি, এইচ, মেডিকেল কলেজের

প্রিন্সিপাল স্বনামধন্য ডাক্তার আর, এল, গুহ এম-বি প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থ ১৩শ সংস্করণ ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲, টাকা, মাশুল ।৵৹ আনা, পড়িলে ভারতের সর্ব্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক কলেজের এল-এম-এস, এম-বি, এল-ডি উপাধি পাওয়া যায়। ডাং গুহের ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল, এই পুস্তকে পাইবেন। মূল্য ৩৲ টাকা উডবার্ণ ডিপোর অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা প্রস্তুত।

ডাঃ আর, এল, গুহ
১০৪ বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

—:(*):—

"তোমরা একত্রে আল্লার রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।" (কোরআন)

২রা জমাদিয়স্ সানি—১৩৪৬ হিঃ
সোমবার,
১২ই অগ্রহায়ণ—১৩৩৪ সাল।

ষড়যন্ত্র আতঙ্ক।—পাঠকগণ অবগত আছেন, ইতিপূর্ব্বে লাহোরে নবী-নিন্দুক রাজপাল ও স্বামী সত্যানন্দ, দুইজন মুসলমানের হাতে ছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছিল এবং এই মামলায় আসামীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে ভারতীয় হিন্দু-সংবাদপত্র সমূহ ষড়যন্ত্র-আতঙ্ক রোগে ক্ষিপ্ত হইয়া এই মর্ম্মে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল যে, এই সব আক্রমণের পিছনে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। দিল্লীতে কাজী আবদুর রশীদের হস্তে শ্রদ্ধানন্দ নিহত হওয়ার পরও হিন্দু সমাজ ষড়যন্ত্র-ফোবিয়ার আক্রমণে একদফা খুব হৈ চৈ চীৎকার করিয়াছিল। আবদুর রশীদের মামলার অনুসন্ধান করার পর গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে, এই ঘটনায় কোনরূপ ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আদৌ নাই—উহা ব্যক্তি-বিশেষেরই কাজ মাত্র। বিগত ২২শে নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায়ও এক প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, সত্যানন্দ-রাজপালের আক্রমণ ব্যাপারে বিশেষভাবে তদন্ত করিয়াও গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে হিন্দু-সমাজের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বোমার আড্ডাসমূহ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহারা যে বহু অনুসন্ধানেও মুসলমান সমাজে কোন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইলেন না, ইহার পরও কি কোন সন্দেহ থাকে যে, লাহোর ও দিল্লীতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিছক ব্যক্তি-বিশেষের কার্য্য—কোনরূপ ষড়যন্ত্রই এই সমস্তের পিছনে নাই। হায়, কবে হিন্দু-সমাজ দারুণ ষড়যন্ত্র-ফোবিয়া রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

সমর-সচীবের ভারতাগমন।—শীঘ্রই পার্লামেণ্ট মহাসভার সমর-সচীব স্যার লেমিং ওয়ার্দিংটন ভারতে আসিতেছেন। সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শনই নাকি তাঁহার ভারতাগমনের উদ্দেশ্য। সীমান্তে এক্ষণে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই—তথাপি রয়েল কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে স্যার লেমিং কেন ভারতে আসিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয়। রয়েল কমিশনের অনুসন্ধানের পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতবাসীকে হয়ত আর এক দফা অধিকার দিতে হইবে—তাহার উপর, সীমান্তের পরপারে আফগান জাতির মধ্যে গাজী আমানুল্লাহর শাসনে যে দ্রুত উন্নতি দেখা দিয়াছে—যে জাগরণী-গানে আফগান জাতি মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বৃটিশ জাতির ভারত-শাসনের পক্ষে তত অনুকূল নহে; প্রভৃতি কারণেই কি সমর-সচীব মহোদয় সীমান্তের কেল্লাহ সমূহ দেখিবার জন্য ভারতে আগমন করিতেছেন! যে কারণেই স্যার লেমিং ভারতে আসুন না কেন, আমাদের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তবে, অনর্থক তাঁহার অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে গরীব ভারতবাসীর রক্ত-জল-করা পয়সার একদফা শ্রাদ্ধ হইবে—এই যা' দুঃখ!

মিঃ গান্ধী ও মুসলমান-সমাজ।—সম্প্রতি মিঃ (ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা) গান্ধী সিংহল-ভ্রমণে গিয়াছেন। কলম্বোর ২১শে তারিখের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, স্থানীয় জহিরা কলেজে তাঁহার অভিনন্দনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্বয়ং গান্ধীজী ও জহিরা কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট দুইখানা তার প্রেরণ করিয়াছেন। এই তারে মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে 'সিংহল মূর সমাজ-সঙ্ঘের' (Cylon Moor's social league) সভাপতি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিঃ গান্ধী মুসলমান সমাজের বিশ্বাস ও সহানুভূতি হারাইয়াছেন; কাজেই মুসলমানগণ তাঁহার অভ্যর্থনার বিরোধী। সিংহলের মুসলমান ভ্রাতৃগণ মিঃ গান্ধীর প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি হীনতার কথা প্রকাশ করিতেছেন কেন, এক্ষণে তাহাই ভাবিবার বিষয়। যে গান্ধীজী তিন বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সর্ব্বত্র 'মহাত্মা' বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছিলেন, যে গান্ধীজীকে সম্মান প্রদর্শন করিতে তিন বৎসর পূর্ব্বেও মুসলমান-সমাজ কোন দিনই কার্পণ্য করেন নাই—আজ কেন সেই গান্ধীজীকে সম্মান করিতে মুসলমানগণ অসম্মত—কোন কারণে গান্ধীজী মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। গান্ধীজির বিগত তিন বৎসরের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার ব্যবহারে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কাজী আবদুর রশীদের হাতে শ্রদ্ধানন্দ নিহত হইলে পর মিঃ গান্ধী তাঁহার কাগজে (Young India) বিনা দ্বিধায় লিখিয়াছিলেন—"মুসলমান জাতটাই আততায়ীর জাত"। কিন্তু হিন্দু গুণ্ডার হাতে যখন মুফতি মহবুব আলী ও দারোগা জিয়াউদ্দিন শহীদ হইলেন—তখন গান্ধীজীর মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হয় নাই। চৌরিচৌরার সামান্য একটা ব্যাপারের ফলে গান্ধীজী চৌদ্দ দিন 'রোজা' রাখিয়া শোক করিয়াছিলেন কিন্তু কুলকাঠিতে তাঁহার জাত-ভাইদের অন্যায় জেদের ফলে এবং ব্রাণ্ডির সঙ্গীনের খোঁচায় যখন এককুড়ি নিরীহ মুসলমান কৃষক নিহত হইল, তখন গান্ধীজীর মুখ হইতে কিন্তু একটাও সহানুভূতির শব্দ বাহির হয় নাই। তারপর, যে গান্ধীজী তিন বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজ ও শুদ্ধি-সংগঠনের নিন্দা করিয়াছিলেন—বিগত গুরুকুল কাঙ্গীর বার্ষিক সম্মিলনীতে তিনি নিজেই আবার সেই শুদ্ধি-সংগঠনের তারিফে পঞ্চমুখ হইতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার এই সব ব্যবহার দর্শনে মুসলমান-সমাজ যে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এখনও যে সব মুসলমান 'মহাত্মা' বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সিংহলী মোসলেম-ভ্রাতাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের চোখ ফুটিবে কি?

নিখিল ভারত মোসলেম-লীগ।—আগামী বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় নিখিল ভারত মোসলেম-লীগের অধিবেশন হওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল। মাননীয় স্যার আগা খাঁ লীগের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়াও স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ লীগের কর্ত্তৃপক্ষ মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং লাহোরে মিঞা স্যার মোহাম্মদ শফীর সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশন হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত কেন যে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। বর্ত্তমানে রয়েল কমিশন সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের সামনে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে মাননীয় আগা খাঁর মত বিচক্ষণ লোক যদি লীগের সভাপতিত্ব করিতেন, তবেই ঠিক হইত। অবশ্য, স্যার শফীর যোগ্যতাও অসাধারণ। আমরা আশা করি, লীগের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং স্যার শফীও মাননীয় আগা খাঁর জন্য স্বীয় মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিবেন। লীগের এই অধিবেশনে রয়েল কমিশন সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হউক, আমাদের ইহাই কামনা।

বাঙ্গলার কংগ্রেস।—আমরা বহুবার বলিয়াছি, বাংলায় কংগ্রেস বলিয়া যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা মহাসভার মতই একটা হিন্দু প্রতিষ্ঠান মাত্র। হিন্দু সভাওয়ালারা কোন রকম মোনাফেকী না করিয়া পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করে, 'সভা' হিন্দুদের একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালা 'বাবুদের' তাহা করিবার মত সৎসাহস নাই। তাই দু' চার জন নামকা-ওয়াস্তে অকর্ম্মণ্য মুসলমানকে নিজেদের দলে ভিড়াইয়া লইয়া কংগ্রেসওয়ালারা ঢাক পিটিয়া থাকেন যে, কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস কতদূর অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, যদি আমরা কংগ্রেসের বিগত নির্ব্বাচনের আলোচনা করি, তবেই তাহা দেখিতে পাইব। সেদিন কংগ্রেসের যে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন জেলা হইতে তাহাতে মোট ৩৬০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই ৩৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৪ জন মুসলমান। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সংসদের সদস্য সংখ্যা মোট ৬০ জন; এই ৬০ জনের মধ্যে মুসলমানদের ভাগ্যে মাত্র ৬ জন পড়িয়াছে এই ত কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িকতার নমুনা! আমরা বুঝিনা,—যেখানে হিন্দু 'বাবুগণ' মুসলমানগণকে এমন করিয়া কোনঠাসা করিয়া রাখিতে সতত সচেষ্ট, যেখানে মুসলমানদের কোন অধিকারই রক্ষিত হইতে দেখা যায় না, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মুসলমান 'কর্ম্মী' সাজার লোভে কোন্ লজ্জায় সেই কংগ্রেসের কাছ ঘেঁষে?—আশ্চর্য্য!

চীনের মুক্তি-সংগ্রাম।—বিগত বৎসরাধিক কাল হইতে চীনে যে মুক্তি-সংগ্রাম চলিতেছে, পাঠকগণের তাহা অবিদিত নহে। 'লোফেদ' সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব মুক্ত হইয়া স্বাধীন-আজাদ ভাবে জগতের সামনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার জন্য চীন এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল—জাতীয়দলের সাধনার ফলে তাহা অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য চীনাদের—তাই জাতীয়দলের নেতৃবর্গের মধ্যে দলাদলির উদ্ভব হয় এবং ফলে স্বদেশ দ্রোহী পরপদলেহী উত্তর-চীনের ধাঁসাধরা দল প্রভাবশালী হইয়া পড়ে। চীনাদের এই ঘরোয়া ঝগড়ার পরিণাম দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি চীনের যে নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকটা আশার আলোক দেখা যাইতেছে। প্রকাশ যে, জাতীয়দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভিতরের সকল দলাদলি ও আত্মকলহ ভুলিয়া একত্রিভূত হইয়া উত্তরী দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে অভিযান করিয়াছেন। পরলোকগত চীন-সিংহ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের অনুগামিগণের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আবদুর রশীদের অন্তিম-বাণী।—শ্রদ্ধানন্দ হত্যা মামলার আসামী কাজী আবদুর রশীদের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ফাঁসীর পূর্ব্বদিন রশীদের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ জেলের ভিতরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সে হাসিমুখে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিল। পরদিন যে তাহার ফাঁসী হইবে, এ চিন্তাই যেন তাহার ছিল না। রশীদ তাহার আত্মীয়-স্বজনকে বলিয়াছিল,—"একদিনে মরিতে হইবে, এ কথা সুনিশ্চিত—কাজেই মৃত্যুর ভাবনায় ভীত হওয়া উচিত নহে।" যাহাতে তাহার আত্মীয়-স্বজনের সকলেই ইসলামের বিধান সুষ্ঠু পূর্ণভাবে আমল করিয়া চলে এবং যাহাতে কেহ নামাজ-রোজা তরক না করে, রশীদ সকলকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিল। সে হাসিতে হাসিতে স্বীয় বালক-পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে মাফ চাহিয়া বিদায় নিয়াছিল। সমাজের প্রতি তাহার কোন বাণী আছে কিনা, জনৈক আত্মীয় রশীদকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—"সম্মুখে বিপদ দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। দুষমন যতই অসন্তোষ ডঙ্কা বাজাউক না কেন, তাহার পতন পরিণামে অনিবার্য্য। ভারতের মুসলমান সমাজের সম্মুখে আজ ভীষণ বিপদ উপস্থিত; দুষমনদল চারিদিকে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ইসলামকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—কিন্তু ইহাতে ভীত হইলে চলিবে না।" আমরাও বলি, বিপদ দেখিয়া ভীত হওয়া মোসলেম-বীরের পক্ষে শোভা পায় না।

ভারতে 'স্পেন'

"The Mussalmans are now perturbed at the Shuddhi. Besides, they are now feeling that if the Shuddhi tide goes on, they will have to suffer grievous consequences. It is possible that on account of the Shuddhi movement, there may not remain a single Mussalmann in India as it happened in Spain."

উপরোক্ত কথাগুলি আর্য্য-সমাজী নেতা ডাক্তার গোকুল চাঁদ নারাংএর উক্তি। বিগত ২৫শে অক্টোবর তারিখে লাহোর গুরুদাৎ ভবনে আর্য্য-সমাজের যে এক জলসা হইয়া গিয়াছে, শুদ্ধির শক্তির পরিচয় দিতে যাইয়া ডাক্তার নারাং তাহাতে উপরোক্ত কথাগুলির অবতারণা করেন। ডাক্তার নারাংএর মতে—"এক্ষণে মুসলমানগণ শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে যে, শুদ্ধির স্রোত যদি অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে—তবে তাহাদিগকে শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহা খুবই সম্ভব যে, শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে **ভারতে একজন মুসলমানেরও অস্তিত্ব থাকিবে না—যেমন স্পেনে সংঘটিত হইয়াছিল।**"

ডাক্তার নারাংএর এই কল্পনা—ভারতে স্পেনের পুনরাভিনয়—যে আদৌ অসম্ভব নহে, আর্য্য-সমাজ ও সংগঠনীদলের ভারতব্যাপী কুটীল ষড়যন্ত্র ও আন্দোলনের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা একথা অম্লানবদনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। শুধু এক ডাক্তার নারাংই যে আজ এই ভাব পোষণ করিতেছেন, ভারতে পুনরায় স্পেনের অভিনয় করিবার কল্পনায় মত্ত আছেন, তাহা নহে। ভারতব্যাপী বিরাট হিন্দু সমাজের বালক-বালিকা হইতে শুরু করিয়া স্বামী, সন্ন্যাসী, বাবু, মহাশয়, মহাত্মা পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নর-নারীই আজ অন্তরে অন্তরে এই ভাব পোষণ করিতেছে। ভারতকে স্পেনে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াই শুধু হিন্দু সমাজ ক্ষান্ত নহে। যাহাতে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, যাহাতে ভারত উপকূল একদিন স্পেনীয় সাগর-বেলার মতই হতাবশিষ্ট পলায়িত মোসলেম মেষ-শাবকদের, জাহাজ বোঝাই পলায়ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সেই সাধনায় আজ আসমুদ্র-হিমগিরী হিন্দু-সমাজ তৎপর। সাধারণ হিন্দুদের প্রত্যেক নর-নারীর মনে এই ভাব জাগাইয়া দিবার জন্য আজ ভারতের গ্রামে গ্রামে মহাসভার গেরুয়া-ধারী প্রচারকগণ অভিযান করিয়াছে। হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর তরুণ-তরুণীদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য আজ দেশের সর্ব্বত্র 'আশ্রম-স্কুল' ও 'দয়ানন্দী-স্কুল' সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, সকল রকম সম্ভাব্য উপায়ে 'ভারতকে স্পেনের মত মোসলেম-শূন্য' করিবার সাধনায় হিন্দু ভারত আজ মনে-প্রাণে অগ্রসর হইয়াছে।

এই মহাসাধনাকে সাফল্যের বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে হইলে শক্তিশালী বিশাল এক-জাতীয়তার আবশ্যক। তাই, শতধা-বিচ্ছিন্ন বর্ণ-বিদ্বেষ জর্জ্জরিত হিন্দু ভারত আজ সকল রকম ব্রাহ্ম-শূদ্র, বাঙ্গালী-খোট্টা, আর্য্য-সনাতনী ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্য মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এই ঐক্য-সাধনার ফলে আজ পৌত্তলিক সনাতনিগণ পুতুল ধ্বংসকামী আর্য্যদের সহিত বিনা দ্বিধায় গলাগলি করিতেছে—বাঙ্গালী 'বাবু' 'খোট্টা মেড়োর' প্রতি ঘৃণা পরিহার করিয়া তাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

এই সংগ্রামে বিজয়ী হইতে হইলে হয়ত এমন দিন একদিন আসিবে—যেদিন ক্ষাত্রশক্তির আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। তাই, আজ হইতেই হিন্দু তরুণদল ক্ষাত্রশক্তির সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। দেশের প্রতি নগরে-গ্রামে হিন্দু মহাসভা সমূহে কুস্তি-কসরতের আখড়া সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—এমন কি, হিন্দু তরুণীকুল পর্য্যন্ত লাঠি-ছোরার কসরৎ হাসেল করিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। হিন্দু-ভারতকে ক্ষত্রিয়-ভারতে রূপান্তরিত করিবার জন্য ভাণ্ডারকর মুঞ্জে মহাশয় দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত 'চরকীর মত' ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ সি-আই-ডি পুলিস নানাস্থানে বোমা-পিস্তলের কারখানা সমূহ আবিষ্কার করিতেছেন এবং এই সম্পর্কে এযাবৎ বহু হিন্দু তরুণ সাজাও পাইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, দেশে এক বিরাট রকম গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিরাজ করিতেছে এবং এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু যুবক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উপর্য্যুপরি কয়েক স্থানে বোমা-পিস্তলের কারখানা আবিষ্কার ও গভর্ণমেণ্ট কথিত ষড়যন্ত্রের কথা বিবেচনা করিয়া এরূপ অনুমান করা মোটেই অসম্ভব নহে যে, এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র—ভারতকে স্পেনে পরিণত করিবারই একটা কার্য্য-পদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় সংগ্রামে অস্ত্র সরবরাহের জন্যই বোমা-পিস্তলের কারখানা সমূহ স্থাপিত।

আর কত বলিব! যতদিক দিয়াই আলোচনা করা যায়, সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই—Hindustan for Hindus, হিন্দুস্থান (ভারত) হিন্দুর জন্যই, অন্য কাহারও এদেশে কোন অধিকার নাই—এই কথাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইবার জন্য হিন্দু-ভারত আজ সম্মিলিত সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে।

সত্য সত্যই কি একদিন ভারতে স্পেনের পুনরাভিনয় হইবে? ভারতীয় মুসলমানগণকে কি সত্য সত্যই একদিন—Shuddhi or bag and baggage—শুদ্ধি হও অথবা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া সরিয়া পড়—মহাসভার এই আদেশ অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে? এমন দিন কি ভারতের ইতিহাসে সত্য সত্যই একদিন আসিবে, যেদিন ভারত উপকূল অথবা 'খাইবার পাশ' পলায়িত পশ্চাদ্ধাবিত মোসলেম মেষপালের পলায়নকালীন হাহাকারে ভরিয়া উঠিবে? এমন দিন কি সত্য সত্যই একদিন আসিবে, যেদিন দিল্লীর জামে মসজেদের মীনার হইতে ইসলামের মোয়াজ্জেন আর আল্লাহর তৌহিদবাণী ফুকারিবে না, ভারতের 'তাজ' স্পেনীয় 'অলহামরার' মতই অতীতের সাক্ষী দিতে যমুনাকূলে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে?

—আসিবে, আসিবে। ভারতীয় মুসলমানগণ যদি গাফেল হইয়া মোহনিদ্রার ঘোরে এখনও পড়িয়া থাকে, তবে নিশ্চয় তাহাদিগকে সেই অশুভ দিন প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে বিরুদ্ধ পক্ষের সাজ-সাজ রব শুনিয়াও, চোখের সামনে তাহাদের বিরাট রণসজ্জা দেখিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাল-ঘুমের ঘোর কাটিল না, এখনও যে আমরা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল উপলব্ধি করিয়া তাহার গতি-রোধের ব্যবস্থায় তৎপর হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিতেছি না, আমাদের এই জাতীয় শৈথিল্য—এই অবসাদই—'ভারতে স্পেনের' পুনরাভিনয় দিবসকে ডাকিয়া আনিবে, সন্দেহ নাই। যদি আমরা এখনও সজাগ না হই, তবে সত্য সত্যই ডাক্তার নারাংএর কথামত আমাদের পরিণাম 'অতি শোচনীয় ভাবে দেখা দিবে।'

যাহাতে ভারতে পুনরায় স্পেনের অভিনয় হইতে না পারে—তজ্জন্য মোসলেম-ভারতকে সকল রকম ভেদাভেদ, দলাদলি, আত্ম-কলহ ভুলিয়া সম্মিলিত ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের তরুণদলকে 'বাবুগিরি' ও বৃথা গল্প-গুজব পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু তরুণের মতই প্রকৃত জাতীয় সৈনিকে পরিণত হইবার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে কুস্তি-কসরৎ ও লাঠি-ছুরি খেলার আখড়া সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মোসলেম যুবক-ভারতকে 'জঙ্গী-জোয়ানে' পরিণত করিতে হইবে। দেশের আলেম সমাজকে মজহাবী ঝগড়া-ফাসাদ পরিহার করিয়া সঠিকার ভাবে ইসলামের বাণী লইয়া প্রতি মোসলেমের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে, মোসলেম জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, "যে জাতি নিজের উন্নতির প্রচেষ্টা নিজেরা না করে, আল্লাহ কোন দিনই তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না"—(কোরআন)। মোসলেম নেতৃবর্গকে নিজেদের ভিতরের সকল রকম দলাদলি ও ঝামড়া-কামড়ি পরিহার করিয়া সম্মিলিত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, দেশের মোসলেম জনসাধারণকে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক হিসাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য যাহাতে প্রতি নগরে-গ্রামে স্কুল ও মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বিধর্ম্মী মহাজনের নিকট হইতে সুদী কর্জ্জ গ্রহণের রেওয়াজ বন্ধ হয়, সর্ব্বত্র জাতীয় দোকান-পাট খোলা হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানকে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান জমানায় দুনিয়ায় মানুষের মত সগৌরবে মস্তক উঁচু করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই 'শক্তি'। এই বিংশ শতাব্দীর বাণী হইতেছে—Survival for the fittest—অর্থাৎ, "যোগ্যতমেরই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকার অধিকার আছে," অযোগ্য যাহারা তাহাদিগকে দুনিয়া চায় না। কাজেই ভারতে স্পেনের পুনরাভিনয়ের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার গতিরোধের জন্য মোসলেম-ভারতকে বাহুর জোর, অর্থের জোর, বিদ্যার জোর প্রভৃতি সকল বিষয়ে শক্তিমান হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতের মুসলমান! আজ সম্মুখে যে মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, আত্ম-রক্ষার যে আহ্বান আসিয়াছে, সেই আহ্বানে তুমি সাড়া দাও। বীরবর 'তারেক' মুষ্টিমেয় সঙ্গীসহ স্পেন উপকূলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হাতে জাহাজে অগ্নি প্রদান করতঃ বিদেশ-বিভূঁইয়ে একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইউরোপ-খণ্ডে ইসলামের 'হেলাল' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মানব-জাতির ইতিহাসের সেই স্মরণীয় দিনের স্মৃতি মনে করিয়া তুমি মোহাম্মদ বিন কাসেমের বংশধর—আজ অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়। পরবর্ত্তী কালে স্পেন-বিজয়ী মহাবীর তারেকের বংশধরগণই যেরূপ শোচনীয় ভাবে স্পেনের সেই উপকূলেই কুক্কুরের মত পলায়িত অবস্থায় জাহাজে আশ্রয় নিয়াছিল—যদি বিন-কাসেমের বংশধরদের ভাগ্যে প্রাচীন ইতিহাসের সেই শোচনীয় দিনের পুনরাভিনয় করাইতে না চাও—হে মোসলেম-ভারত! উঠ—জাগো! চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ এবং আত্মোপলব্ধি কর।

কলিকাতা গেজেট

[কেবল মুসলমানদিগের নাম]

রংপুরের ডেপুটী মৌলবী তৌহিদুদ্দিন আহমদ নদীয়া জেলায় বদলী হইলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ সৈয়দ মোহাম্মদ মসীহ মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হইলেন। যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল মজিদ নড়াইল মহকুমার ভার পাইলেন।

ত্রিপুরার সাব ডেপুটী মৌলবী মীর হোসেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। মৌলবী আজিজুল ইসলাম ময়মনসিংহ সদরের মুন্সেফ হইলেন। মৌলবী আবদুর রব্বানী মুন্সীগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

মিঃ প্র্যাটের মুক্তি

বোম্বাই ২৩শে নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ ফিলিপ প্র্যাট নামে জনৈক ব্যক্তি কম্যুনিষ্ট সন্দেহে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েন। অভিযোগ, তিনি "ভারতবর্ষ ও চীন" নামক পুস্তিকার লেখক, তাহাতে রাজদ্রোহাত্মক কথা আছে। পাঠকগণ জানেন, সরকার কর্ত্তৃক পুস্তক এই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

বিচারপতি ফসেটের এজলাসে জুরীগণের সাহায্যে প্র্যাটের মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। ৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জন মিঃ প্র্যাটকে নিরপরাধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারপতি অধিকাংশ জুরীর অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীকে মুক্তি দেন। রায় শুনিবার জন্য আদালত গৃহে লোকের খুব ভিড় হইয়াছিল। বিচারপতি রায় প্রকাশ করিবামাত্র তুমুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়। কোলাহল এত অধিক হইয়াছিল যে বিচারপতি জনতাকে সাবধান করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পরই মিঃ প্র্যাটকে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও স্থানীয় কম্যুনিষ্টগণ ঘিরিয়া ফেলেন এবং তাঁহার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেন।

রয়েল কমিশন ও মুসলমান

রয়াল কমিশন ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান না লইয়া গঠিত হইয়াছে, ইহাতে ভারতবাসীর জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগিয়াছে, তজ্জন্য ভারতে কমিশন বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে। হিন্দুদের স্বরাজী-অস্বরাজী, নরম-গরম প্রায় সকল দলের রাজনৈতিক নেতারা কমিশন বর্জ্জন অত্যাবশ্যক ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানদের কোন কোন জননায়ক ব্যক্তিগতভাবে বর্জ্জন সমর্থন করিলেও মুসলমান সমাজের প্রকৃত জনমত আমাদের বিশ্বাস, উহাদ্বারা ঘোষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু মুসলমান প্রতিষ্ঠান এবং জন নায়ক কমিশন বর্জ্জন সমর্থন করেন নাই, বরং বর্জ্জনের বিপক্ষেই মত প্রচার করিয়াছেন।

মুসলমান জাতির সম্মুখে বড়ই গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা কমিশন বর্জ্জন ব্যাপারে হিন্দুর সহিত সহযোগিতা করিয়া ধন্য হইবে, কিম্বা কমিশনের সহযোগিতা করিয়া শাসন সংস্কার প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে—এ প্রশ্নের মীমাংসা বড়ই কঠিন। ক্ষণিক উত্তেজনা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত না হইয়া সকল মুসলমান নেতা এ পক্ষে বা বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত উপনীত হইবার পূর্ব্বে ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার অনুষ্ঠিত বর্জ্জন-নীতি সমর্থন পূর্ব্বক মুসলমান সমাজ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিম্বা লাভবান হইয়াছে, তাহা খতাইয়া দেখা আবশ্যক।

কমিশন নিযুক্ত হইতেছে ভারতবাসীর জন্য—ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের নিমিত্ত। অতএব সে কমিশনে ভারতবাসীর জন্য রচিত শাসন-প্রণালী ও অভাব অভিযোগ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ইংরাজ সদস্যের সহিত তুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান সদস্যের নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন, তাহা আমরাও অস্বীকার করি না এবং কমিশন নিয়োগ সম্বন্ধে ইংরেজ রাজনৈতিকদিগের এইরূপই সিদ্ধান্ত ছিল। ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাকপুলে শ্রমিক সদস্যদিগের অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় গৃহীত প্রস্তাব হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে লর্ড বার্কেন হেড নানা ভাবান্তরে পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়া খাঁটি পার্লামেণ্টারী কমিশনই ভারতের ভাগ্য-বিধাতারূপে নিয়োগ করিলেন। এরূপক্ষেত্রে ভারতবাসীর পক্ষে কমিশন বর্জ্জন করা ছাড়া আত্মসম্মান রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই, ইহা অতি সত্য কথা! কিন্তু কথা হইতেছে, কমিশন বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে সফল হইবে কিনা? যদি তাহা না হইয়া কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য-প্রদানের নিমিত্ত কতগুলি ভারতবাসীকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কমিশন নিজের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবে এবং কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের সাক্ষ্য দ্বারা কমিশনের সিদ্ধান্ত ভারতবাসীর মতানুযায়ী হইয়াছে, এরূপ প্রচারে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ২০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৬ জন কমিশন সমর্থন করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশন সমর্থনকারী ১৬ জন মন্ত্রীর প্রত্যেকেরই এক-একটি দল আছে নিশ্চয়; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভারতের ১৬টি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল কমিশনের পক্ষে পাওয়া যাইবে। যাহারা কমিশন সম্পর্কে মিশরের মিলনার কমিশন বর্জ্জনের কথা নির্দ্দেশ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, মিসরবাসী যে ভাবে মিলনার কমিশন বর্জ্জন সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং কমিশন গঠন কর্ত্তাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া মিসরে জগলুল পাশা'কে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজনমান্য মহানেতার দাবী অনুরূপ শাসন প্রণালী গঠন করিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, ভারতবাসীও কমিশন বর্জ্জন করিলে রয়াল কমিশন নিয়োগ কর্ত্তা লর্ড বার্কেন হেড ও মিঃ বলডুইনকে ভারতবাসীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। যাহারা এরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন—কমিশন বর্জ্জন মিসরবাসী সাধারণ কৃষক হইতে সকল দলের রাজনৈতিক নেতাগণ কিরূপ অবিভাজ্য মত লইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বোপরি ইহাও আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, জগলুল পাশা কিভাবে বিদেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 'তিনি জানিতেন—স্বাবলম্বন বলিতে পৃথিবীর অন্য সব দেশের লোকমত পরিত্যাগ বুঝায় না'। তাই যখন সেরূপ বিদেশবাসী লোকমত গঠন হওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে সম্ভবপর নহে এবং আমাদের অভাব-অভিযোগ, জাতীয় আকাঙ্খা বিশুদ্ধ জনমত দ্বারা বিদেশীকে জানাইবার সুব্যবস্থা নাই, এরূপ ক্ষেত্রে কমিশন বর্জ্জন জাতির পক্ষে লাভের কি ক্ষতির কারণ হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে আমরা আমাদের দেশবাসীর অবগতির জন্য এবং কমিশন বয়কট সম্বন্ধে মুসলমানের অভিমত ঠিক, তাহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী প্রদেশের মুসলমান জনমত প্রদান করিলাম:—

কলিকাতার মোসলেম লীগের এক অধিবেশন হইয়াছিল, স্যার আবদুর রহিম প্রভৃতি মুসলমান নায়কগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় এই নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে, ভারতবাসীদিগকে রয়াল কমিশনের সভ্য পদে নিযুক্ত না করা অন্যায় হইয়াছে। রয়াল কমিশন তাঁহাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ইহারা রয়াল কমিশন বয়কট কর, এইরূপ নির্দ্ধারণও করেন নাই। কলিকাতার সেণ্ট্রাল নেশনাল মুসলমান এসোসিয়েশনও কমিশন বয়কট সমর্থন করেন না।

লাহোর শহরে পাঞ্জাবের মোসলেম লীগের এক অধিবেশন হইয়াছিল। স্যার মোহাম্মদ শফী সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীদিগকে রয়াল কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচিত না করাতে মুসলমানগণ দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, রয়াল কমিশন বয়কট করিলে মুসলমানদিগের ক্ষতি হইবে।

বোম্বাইয়ে সুন্নী মুসলমানগণের এক সভা হইয়াছিল। মোলানা আহমদ মোখতার সিদ্দিক তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, রয়াল কমিশন বয়কট করিলে মুসলমানদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।

হায়দ্রাবাদের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা মুসলমানদিগকে রয়াল কমিশন বয়কট করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মোসলেম জগৎ

ইরাকের অধিপতি

লণ্ডনের ১৮ই নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, স্যার হেনরী ডবসের সহিত নৃপতি ফৈজুল প্রতিদিনই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

জাফর পাশা ২১শে নভেম্বর তারিখে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কল অঞ্চলে পরিদর্শনে যাইবেন।

মরক্কোর নূতন সুলতান

রাবাটে ১৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, মরক্কোর সিদ্দিক আহমদ-নামে যে অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক সুলতান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক যাইতেছে। এই বালক তাঁহার পিতার চিন্তাবর্দ্ধক মূর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং মুসলমান সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন।

অদ্য এই নূতন সুলতান সমারোহে রাবাটে প্রবেশ করিবেন এবং আগামীকাই বংশের সিংহাসন যথারীতি অধিকার করিবেন। এই বংশ রসুলুল্লাহর জামাতা হজরত আলীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

জাঁকজমক সহকারে রাজধানীতে প্রবেশ

র‍্যাবাটের ২২শে নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, মরক্কোর নূতন সুলতান গতকল্য সকালে খুব জাঁকজমক সহকারে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি ফেজ হইতে মোটরযোগে আসিয়াছিলেন এবং একটি শ্বেত অশ্বে চড়িয়া শহরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একদল শেরিফিয়ান পার্শ্বচর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়াছিলেন। সুলতানকে আতপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন অশ্বারোহী তাঁহার মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড ছাতা ধরিয়াছিলেন। রাজপথের দুই ধারে দেশী সৈন্যগণ দাঁড়াইয়াছিল এবং রাস্তায় লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

ইরাক আক্রমণের আয়োজন

বসরার ২২শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ফয়জুল ইদোইস নামক জনৈক ওয়াহাবীর নেতৃত্বে ৫ হাজার উপজাতীয় সৈন্য সমবেত হইয়াছে। ইরাক প্রদেশ আরও ব্যাপকভাবে আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা বসরা হইতে ১১০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে একটি গ্রামে মিলিত হইয়াছে। এদিকে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা সীমান্তে গোলাবারুদ এবং কাঁটা তারের বৈদ্যুতিক বেড়া প্রেরণ করিয়াছেন। বোমা নিক্ষেপকারী বোমযান সমূহ সতত দৃষ্টি রাখিতেছে।

পারস্যের অর্থবিভাগ

জনৈক জার্ম্মাণকে নিয়োগ

বার্লিনের ২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, পারস্য সরকার জার্ম্মাণীর একটি ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার ডাঃ উইলহেলম বোয়েজকিককে পারস্যের অর্থবিভাগের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। ডঃ বোয়েজকিও এই নূতন পদ গ্রহণ করিয়া তেহরাণ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

আফগান রাজের ভারতাগমন

নয়া-দিল্লীর ২১শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আফগানিস্থানের আমীর গাজী আমানুল্লা খান ও তাঁহার বেগম আগামী ১০ই ডিসেম্বর প্রাতে চমন নামক স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিবেন এবং স্পেশাল ট্রেণে পরদিন করাচী পৌঁছিবেন। সেখানে তাঁহারা লাট-প্রাসাদে বাস করিবেন। তৎপরদিন ম্যানোলা জাহাজে চড়িয়া তাঁহারা ১৪ই ডিসেম্বর বোম্বাই উপস্থিত হইবেন। সেখানে তাঁহারা বড়লাটের আতিথি হইবেন। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর "রাজপুতনা" জাহাজে তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপলে সাম্যবাদীদল

কনষ্টাণ্টিনোপলের ২০শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, তামাকের কারখানার শ্রমিক দিগের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ ধরা পড়ার পর তদন্ত করা হয়, এই তদন্তের পর ৬৭ জন সাম্যবাদীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই ব্যাপারে আর্কস কোম্পানীর শ্রমিকগণও জড়িত আছে। একজন গ্রীক সাম্যবাদীই নাকি এই আন্দোলনের নেতা।

নিজামের কৃষি-প্রীতি

হায়দ্রাবাদ, ১৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর খলিল খাঁ নানজাহিয়া ও ভেঙ্কটকৃষ্ণকে কৃষি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষালাভের জন্য বিহার, উড়িষ্যা, ইন্দোর ও কয়ম্বাটুরে পাঠাইয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারে বিষম অগ্নিকাণ্ড

লণ্ডনের ২২শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ম্যাঞ্চেষ্টার ট্রাফোর্ড পার্কের একটি তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই গুদামে ৬ হাজার বেল তুলা ছিল, ইহার প্রায় সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

মেক্সিকোর উপদ্রব

মেক্সিকো সিটির ১৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, পাটমিরা ও আগুয়াস ক্যালিয়েন্টেসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহুসংখ্যক দস্যু এক যাত্রীগাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাতে একটি ছোট-খাট যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে সেনাপতি ও ১৮ জন সৈনিক নিহত হয় এবং ৩ জন সৈনিক ও ৬ জন যাত্রী জখম হয়, তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন শিশু ছিল। এঞ্জিন চালক ও ফায়ারম্যানকে দস্যুরা কাটিয়া ফেলে। পরে ট্রেণখানি আহত লোকদিগকে লইয়া আগুয়াস-ক্যালিয়েন্টেসে পৌঁছে।

৬ জন ফরাসী বন্দীর মুক্তি

প্যারিসের ২০শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ক্যানারা হইতে খবর আসিয়াছে যে, ৬ জন ফরাসী বন্দীকে মুক্ত করিবার জন্য ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। এই ৬জনের মধ্যে [illegible]

উন্মাদের শোচনীয় মৃত্যু

মোহাম্মদ আমিরের বয়স ৩০ বৎসর। সে বিকৃত মস্তিষ্ক লোক। বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা করোনার জুরীদের লইয়া গত ২২শে তারিখে ঐ মৃত্যু সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ মহাম্মদ আমীর মেসার্স হল এণ্ডারসন কোম্পানীর দোকানের সম্মুখে একটি গাছের উপর উঠিয়া গাছ হইতে নামিতে অস্বীকার করে। লোকে তাহাকে নামাইতে চাহিলে সে খুব সরু ডালে গিয়া বসিত। খাবার দিতে গেলেও খাইত না। সে এইরূপ সরু ডালে উঠিয়া তথা হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে চিকিৎসার্থে পাঠান হইয়াছিল। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। করোনার জুরীদের সহিত একমত হইয়া রায় দিয়াছেন যে, দৈব দুর্ঘটনায় আমীরের মৃত্যু হইয়াছে।

বৈদেশিকী

চীনের জাতীয় দলের বিজয় অভিযান

চিয়াং কাই সাকের জাতীয়দলে যোগদান

সাংহাইর ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, জেনারেল চিয়াং কাই-সাক প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ও জাতীয়দলের বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি কিউ-মিণ্টাংয়ের অর্থাৎ জাতীয়দলের সেণ্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটিতে যোগ দিবেন।

চাং সো-লীনের সৈন্যগণ পরাজিত

ক্যাণ্টনের সংবাদে প্রকাশ যে, নৌ-সেনাপতি ইয়াং-সু-চ্যাং ও অন্যান্য ২৯ জন সেনাপতি মিলিতভাবে একটী টেলিগ্রাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ টেলিগ্রামটি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছে এবং তাহাতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে:—

"ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের শেষ ইচ্ছা অনুসারে এবং তাঁহার স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী আমরা যে কর্ত্তব্য শির পাতিয়া লইয়াছি, তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ না করিয়া আমরা বিবিধ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতেছি। বর্ত্তমানে আমরা বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়াছি। একই সহযোগিতার ভাবে পরিচালিত হইয়া উত্তর পক্ষীয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছি। যাহারা স্বদেশের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া আমাদের বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ও নায়কগণের উচিত, আমাদের জাতীয়দলের বিপ্লবসাধনে যোগ দেওয়া এবং একটী নূতন চীনরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করা। ইত্যাদি"

কেং ইউ-সিয়াংয়ের প্রতি আনন্দজ্ঞাপন

উক্ত ঘোষণাকারিগণ কেং ইউ সিয়াংয়ের প্রতি নিম্নলিখিতভাবে আনন্দজ্ঞাপন করিয়াছেন:—

"শুনিলাম আপনি ও জেনারেল টয়েন সেক স্যান জাতীয়দলের শত্রু চ্যাংসোলীনের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য একত্রিত হইয়াছেন। এই শুভ সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি। যে সৈন্যদল সম্মুখভাগে আছে, তাহাদিগকে সু-চাউ ও হাই-চাউ আক্রমণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং পশ্চাৎভাগের সৈন্যগণকে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে বলা হইয়াছে। আমরা আশা করি, যাবৎ আমাদের শত্রুগণ বিলুপ্ত না হয়, আমাদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ না হয় এবং আমাদের স্বর্গগত নায়ক ডাঃ সান্ইয়াৎ সেনের ইচ্ছা পূর্ণ না হয়, তাবৎ আপনি যুদ্ধ করিতে থাকিবেন।"

নানাস্থানে জয়

নানকিংয়ের মিলিটারী কাউন্সিল সান্সি হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, সান্সি সৈন্যগণ কিংটিং দখল করিয়াছে এবং চ্যাংলেক আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

জেনারেল ইয়েন-সেক্-সান্ স্বয়ং টউন এবং ওয়ানট জেলা সমূহে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ঐ দুইটী স্থান দখল করিয়া প্যাওটি আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছেন। জাতীয় দলের সৈন্যগণ আরও দুই তিনটী স্থানে জয়লাভ করিয়াছে।

জেনারেল ইয়ান্ সেকসান্ ও জেনারেল কেং ইউ-সিয়াংয়ের নেতৃত্বে জাতীয় দলের সৈন্যগণ যেরূপ দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং চ্যাংসোলীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতেছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, পিকিং ও টিয়েন্‌সিন শীঘ্রই বিপন্ন হইবে। এই দুইটী কেন্দ্র দখল হইয়া গেলেই সমগ্র চীন জাতীয়দলের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে এবং একটি সুবৃহৎ স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে।

এদিকে সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাতীয়দলের জয়ে উৎসাহান্বিত হইয়া সুবিখ্যাত জেনারেল চ্যাং কাইসাক পুনরায় তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া বিপ্লব-আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

কৈসর-ভগ্নির বিবাহ

ভূতপূর্ব্ব কৈশরের ভগিনী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া ৬১ বৎসর বয়সে মিঃ জুবকফ নামক এক ২৬ বৎসর বয়স্ক রুষীয় যুবককে সিভিল আইন অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন। টাউন হলে এই বিবাহ কার্য্য গোপনে সম্পন্ন হয়।

অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই বিবাহের কথা ঘোষণা হইলে কৈশর অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বৃদ্ধার বিবাহ

বরের নাম মিঃ হলাহরিস, বয়স ৮৪ বৎসর; কন্যার নাম মিসেস ফোডায়েক, বয়স ৭৩ বৎসর। ইউরোপের ক্রমাগী নামক বিখ্যাত ভ্রমণ উদ্যানের বিশ্রাম-কক্ষে চা পান উপলক্ষে উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপ-প্রণয় হয়। ভালবাসা ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হইয়া পড়ে। শেষে মহাসমারোহে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের বিশেষত্ব এই যে, বিবাহের সভায় পাত্র-পাত্রীর পৌত্র-পৌত্রী, প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী এবং তাহাদের ছেলে-মেয়ে ও জামাই সকলেই দলে দলে হাজির ছিল। সকলেই বিবাহের আমোদে অংশী হইয়াছিল।

এরোপ্লান-দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

বসরার ২০শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, গত শনিবার গ্রিন বিমানপোত-বাহিনীর একখানি এরোপ্লেন ধ্বংস হওয়ার ফলে পাইলট ও মেকানিক কজন মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, এরোপ্লান খানির গতি কমিয়া যাইয়া হঠাৎ উহা পড়িয়া যায় ও ধ্বংস হয়। সামরিক আড়ম্বরের সহিত ইহাদিগকে সমাহিত করা হয়।

দেশের কথা

—:০:—

কাজী আবদুর রশীদের ফাঁসির হুকুম

আরো দশ জন মুসলমান গ্রেফতার

নয়াদিল্লীর ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আবদুর রশীদের শব লইয়া ১৯ই তারিখ দিল্লীতে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে পুলিস গত ২২শে নবেম্বর রাত্রিতে আরো দশ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করিয়াছে। তাহাদিগকে হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

আহত হিন্দুর মৃত্যু

আবদুর রশীদের শব লইয়া যাইবার সময় চৌরীবাজারে যুগলকিশোর নামক যে দোকানদার হাঙ্গামায় আহত হইয়াছিল, হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সম্পর্কে এপর্য্যন্ত তিন জন লোক মারা গেল।

আসামের জলবায়ু ও শস্যাদি

গত ২০শে নভেম্বরে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে জলবায়ু খুব শস্যের ভালই দেখা গিয়াছে। রবিশস্যের অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে।

বালুরঘাটে কলেরা

বালুরঘাটে কলেরার প্রকোপ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। বালুরঘাট শহরে এবং শহরের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতীরস্থ গ্রামসমূহে প্রত্যহই কলেরা রোগীর মৃত্যু হইতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নিযুক্ত স্যানিটারী ইন্স্পেক্টার নরেন্দ্র নাথ মুখুটি কলেরা আক্রান্ত পল্লীতে যথাসাধ্য গমন করিয়া প্রতিষেধক ঔষধাদি বিতরণ করিতেছেন। বালুরঘাটের স্যানিটেন বোর্ড পটাস পারম্যাঙ্গানেট বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন এবং দরিদ্র রোগীর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে যথাশীঘ্র আরও কয়েকজন স্যানিটারী ইন্স্পেক্টার বা ডাক্তার এখানে না আসিলে ব্যাপার আরও গুরুতর হইবে। —সংবাদদাতা।

"গুরুঘণ্টাল" ও "জমিদার" সম্পাদক

উভয়েরই কারাদণ্ড

লাহোর ২৩শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, উর্দ্দু সাপ্তাহিক "গুরুঘণ্টালের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল এবং উর্দ্দু দৈনিক "জমিদারের" সম্পাদক সৈয়দ লাল শাহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) ও ২৯২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। অদ্য সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফেরবাস উভয় মামলাতেই রায় দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় মামলায় উভয় আসামীকেই ২ দফা অভিযোগেই অপরাধী সিদ্ধান্ত করিয়া প্রত্যেককে ১৫৩(এ) ধারা অনুসারে ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং ২৯২ ধারা অনুসারে প্রত্যেককে প্রতি ৫ শত টাকা করিয়া জরিমানা অন্যথায় ৩ সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন।

পটুয়াখালীতে দারোগা খুন

পটুয়াখালি, ২৩শে নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, এসিষ্টেণ্ট সাব-ইন্সপেক্টর রমেশ চন্দ্র গুহকে কয়েকজন গুণ্ডা ছোরার আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম করিয়াছে। তিনি গতকল্য মারা গিয়াছেন।

অত্যাচারী জমিদারের সাজা

বর্দ্ধিত হারে ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এক দরিদ্রা বিধবা ভাড়াটিয়াকে অন্যায়ভাবে আটকাইয়া রাখিবার এবং তাহাকে গুরুতরভাবে মারপিট করিবার অভিযোগে একবালপুর রোডের জমীদার বাবু গোপেশ্বর আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট কে, কে, রায় চৌধুরীর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়া ৫৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

আসামী পক্ষ হইতে আলীপুরের দায়রা জজ মিষ্টার স্যাল্ডিং এজলাসে আপীল করা হইয়াছিল।

গত ২২শে নভেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন আপীলকারীর পক্ষে উকীল ইউ, সি, দাস গুপ্ত বলেন, মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই সে এই মিথ্যা মামলা রুজু করিয়াছে।

ফরিয়াদীর পক্ষে উকীল অভিজ্ঞপদ অধিকারী বলেন যে, উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার পূর্ব্বে এই ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল, পরে নহে।

বিচারক আপীল খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

জাতিভেদের অভিশাপ

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ওয়ালারের মীমাংসা মতে তত্রত্য পাচাইয়াপ্পা চ্যারিটির ট্রাষ্টিগণ তাঁহাদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে তথাকথিত ঘৃণিত জাতির সন্তানগণকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও একজন ব্রাহ্মণ সদস্য অসম্মত আছেন।

মেটিয়াবুরুজে ডাকাইতী

বিগত সোমবার রাত্রে মুদিয়ালি (মেটিয়াবুরুজ) নিবাসী কৃষ্ণচরণ ঘোষের বাড়ীতে এক ভয়ানক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে বলিয়া আলিপুর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ খবর পাইয়াছে। প্রকাশ, বাঙ্গালী ও পশ্চিমা লোক লইয়া গঠিত একদল ডাকাইত কৃষ্ণ বাবুর বাড়ীর সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও কৃষ্ণ বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও মাতাকে এমনভাবে প্রহার করে যে, তাঁহারা আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনীত হন। ডাকাইতগণ বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। টাকা পয়সা অলঙ্কার মোট কত টাকা তাহারা লইয়া গিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। পুলিস কাহাকেও গ্রেফতার করিতে পারে নাই।

গেরুয়াধারীর পৈশাচিক কীর্ত্তি

হায়দ্রাবাদ ১৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নরসিং বাই নাম্নী ২৫ বৎসর বয়স্কা একটি বিবাহিতা মহিলার শরীর হইতে ভূত ছাড়াইবার ছল করিয়া তাহার প্রতি বলাৎকার করিবার অভিযোগে সাধুপুরাণ দাস নামক এক সাধু কর্তৃক হাইকোর্টে মামলা সোপর্দ্দ হয়। বিচারপতি জীবন ইয়ার জং ঐ মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। বিচারপতি ঐ সাধুকে উক্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া মহিলার লজ্জাশীলতার হানি করিবার অভিযোগে তাহাকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আসামী ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে।

বিবিধ-সংবাদ

হিন্দু-বালিকার প্রণয়-লীলা

মিস্ত্রীর সহিত পলায়ন

সরস্বতী নাম্নী একটি হিন্দু স্ত্রীলোক কয়েক বৎসর আগে স্বামী সহ কাশীতে বাস করিত। তাহার একটি ছোট মেয়ে আছে; ৫ বৎসর বয়সেই স্থানীয় একটি লোকের সহিত মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটির স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর, সে তাহার কন্যা লছমিয়ার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত হর মদন দত্ত লেনে বাস করিতে থাকে। লছমিয়ার স্বামী তাহার স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর লইত না; খুব সম্ভব সে তাহাকে ত্যাগই করিয়াছিল। সরস্বতীকে তাহার এবং তাহার কন্যার ভরণপোষণের জন্য রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। ক্রমে তাহার কন্যা একটি সুশ্রী মেয়ে হইয়া উঠে এবং একটি প্রতিবেশী যুবকের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়। সরস্বতী রাতদিন পরিশ্রম করিত এবং ভরণ-পোষণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিত। তাহার কন্যা যে এদিকে প্রতিবেশী ইলেকট্রিক মিস্ত্রী গোবিন্দের সহিত পীরিত করিতেছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই। প্রেমিক যুগল এদিকে সুযোগ খুঁজিতে থাকে এবং গত ১৭ই নবেম্বর তারিখে কার্ত্তিক বিসর্জ্জন উৎসবের হৈ চৈ-তালে লছমিয়া তাহার মায়ের চোখে ধূলা দিয়া তাহার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাহারা উভয়ে মহা স্ফুর্ত্তিতে ভোলা মিস্ত্রীর সংসারে প্রথমে নবদ্বীপ পলাইয়া যায়, তাহার পর চুঁচুড়া হইয়া বৈদ্যবাটী চলিয়া যায়। কন্যার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে মাতা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সৌভাগ্যের বিষয় ইন্স্পেক্টর মেজ্জার সহায়তায় সে তাহার কন্যার সন্ধান লাভ করে। ইন্স্পেক্টর মেজা অনুসন্ধান করিয়া চুঁচুড়া যাইয়া লছমিয়াকে পাকড়াও করে। লছমিয়া তাহার পীরিতের লোকের সহিত তাহাকে থাকিবার অনুমতি দিবার জন্য ইন্স্পেক্টর মেজাকে অনুনয় করে এবং বলে যে, সে চিরকাল গোবিন্দের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত থাকিবে। কিন্তু ইন্স্পেক্টর মেজা তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেন এবং গোবিন্দ ও ভোলাকে গ্রেপ্তার করেন। আরও তদন্ত চলিতেছে।

ডিব্রুগড়ে গো-ভক্তদের বদমায়েসী

৯ জন আসামী দণ্ডিত

ডিব্রুগড়ের ২০শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, এন, দাস ডিব্রুগড় বক্স-হির হাঙ্গামার মামলায় রায় দিয়াছেন। নয় জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণটি এইরূপ,—গত বকর-ঈদের দিন শিবসাগর ও ডিব্রুগড়ের মধ্যবর্ত্তী সাপেন নামক স্থানের একজন মুসলমানের বাড়ীর অঙ্গিনায় কোরবানী করিবার জন্য একটী গরু বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। কয়েকজন মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীর সহিত ১১ জন হিন্দু ঐ গরুটী ছিনাইয়া লইয়াছিল। বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী কৈবল্যনাথ আগরওয়ালা, গুরুবক্স সিং, অর্জুন সিং, উদয় ব্রহ্ম ও পুরিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ও ১৪৩ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, জরিমানা অনাদায়ে আরও একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পরশুরাম সোনার, মহাদেব বানিয়া, তাতার বানিয়া ও শম্ভুর্ত্তা এই চারি জন আসামীর প্রত্যেককে এক মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং এই সকল আসামীদের প্রত্যেককে এক বৎসর শান্তিরক্ষা করিবার জন্য একশত টাকা করিয়া মুচলেকা দিতে আদেশ করেন। অবশিষ্ট দুইজন আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সন্দেহ বশে পত্নী হত্যা

হায়দ্রাবাদের ১৯শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ইয়াকুব মহল্লার রহিমন বিবি নাম্নী ১৫ বৎসর বয়স্কা একটী যুবতীকে তাঁহার স্বামী ঘাউস আলি খাঁ গতকল্য নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করে, তাহার ফলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত ঘাউস আলি খাঁ স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক খুনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সে ঐ মৃতদেহের কন্ঠে কোনও গাছের রস লাগাইয়া প্রকাশ করে যে, প্লেগরোগে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদে তাহার চাতুরী ধরা পড়ে এবং জানা যায়, স্কন্ধদেশ ও বক্ষস্থলে আহত হওয়ায় স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পাকস্থলীতে অবশ্য রক্ত দেখা গিয়াছিল। পুলিস আসামীকে ধৃত করিয়াছে।

মুসলমানকে ছোরা মারার মামলা

শিশির সেনের জামীন নামঞ্জুর

পটুয়াখালীর ২২শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, পটুয়াখালীর একজন মুসলমানকে ছোরা মারা মামলার আসামী সতীন সেনের ভ্রাতা শিশির সেন এতদিন জামীনে খালাস ছিল, ঐ দিন তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে জামীনে খালাস দিবার জন্য নূতন দরখাস্ত করা হইয়াছিল, উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ভূপালে মাদক বর্জ্জন আইন

ভিল্লার ২২শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ:— পূর্ব্বে মাদক দ্রব্যাদির ব্যবসায় চলার দরুণ ভূপাল রাজ-সরকারের বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা আয় হইত; কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভূপাল গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের হিতসাধন মানসে ১৯২১ সালের ১লা অক্টোবর হইতে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার চালাইতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন। পাঁচ বৎসর এই আদেশ দেশে সহজ ছিল। এই সময়ের মধ্যে ভূপাল রাজ-সরকারের ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এত ক্ষতি স্বীকার করায় কোন ফল হয় নাই। কারণ লোকেরা পূর্ব্ববৎ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। ভূপালে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন করার গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সুতরাং চুপে চুপে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাওয়া তেমন কঠিন নহে। সেজন্য রাজ-সরকার হইতে গত ১লা জুন (১৯২৭) হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সিংহলে শাসন-সংস্কার

রয়েল কমিশনের নিকট সাক্ষ্য

রয়েল কমিশনের নিকট কলম্বোর সেক্রেটারীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষ্য দেন। সিংহলে কি করিয়া বিল পাশ হয়, তাহা তিনি বর্ণনা করেন। বিভিন্ন কমিটির কার্য্য তিনি বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কতটা ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, শহরের কাউন্সিলগুলি সফল হইয়াছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করিতে কাউন্সিলগুলির সামর্থ্য নাই। পরিষদ দেশ কোন প্রকার দায়িত্ব লইতে রাজী নহে এবং টাকা তুলিতে মাত্রই রাজী নহে।

জনসাধারণ জনমত ব্যক্ত করে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, জনমত তাহা করিয়া থাকে। প্রশ্নক্রমে তিনি বলেন যে, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি জনমত গঠিত করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। ভোটাধিকার বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব করা হইয়াছে কি না অথবা ঐরূপ কোন প্রস্তাব কাউন্সিলে আলোচিত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে কিছু অবগত নহেন।

সেণ্ট্রাল জেলে হুলুস্থুল

দুই লক্ষ টাকা উধাও

দুই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সি, আই, ডি পুলিস সেণ্ট্রাল জেল ছাপাখানার ষ্টোরকিপার পুলিনবিহারী চন্দ্রর অনুসন্ধান করিতেছে।

ছাপাখানার কর্ম্মচারীদের হাজিরা রাখা, তাহাদের মাহিনার বিল তৈয়ারী করা এবং বাঙ্গালার একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের নিকট হইতে টাকা পাইবার পর তাহাদিগকে মাহিনা বাটোয়ারা করিয়া দেওয়াই ছিল ষ্টোরকিপারের কার্য্য। প্রকাশ, পুলিনবিহারী গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসে এই মর্ম্মে মাহিনার বিল পাঠাইয়া আসিতেছিল যে, কতগুলি স্থায়ী লোক ছুটিতে থাকায় তাহাদের স্থানে বদলী লোক লওয়া হইয়াছে। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিস হইতে টাকা পাইবার পর সে স্থায়ী লোকদিগকে তাহাদের মাহিনা দিত, ঐ সকল লোক ছুটিতে আছে বলে যেখানে দেখান হইত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, এবং অস্থায়ী বদলী লোকদের জন্য যে টাকা বিল করিত, তাহা আত্মসাৎ করিত। গত অক্টোবর মাসে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসের হিসাব পরীক্ষক হিসাব-বহিসমূহ পরীক্ষা করিবার সময় দেখেন যে, মাহিনার বিলে যে সকল অস্থায়ী লোকের নাম আছে, তাহা অন্য অন্য কাগজের সহিত মিলিল না। মাসিক হিসাবের জন্য মাহিনার বিলের সহিত আর দুইটি হিসাবের কাগজ তৈয়ারী করিতে হয়। হিসাব পরীক্ষক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পুলিনবিহারী বলে যে, সে পরে এই বিষয় বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু বুঝাইয়া দিবার পূর্ব্বেই সে ফেরার হইয়াছে। এই ব্যাপারে নানা রকম প্রকাশের সম্ভাবনা।

অবৈধ প্রেমে প্রাণনাশ

বসিরহাট থানার চণ্ডীগড়ের নিবাসী মধুসূদন ও তাহার মৃত্যু তাহাদের প্রতিবেশী মধুসূদন মিস্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিষ্টার মেয়ারের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

প্রকাশ, আসামীরা সন্দেহ করে যে, মধুসূদন আসামীদের বাড়ীর এক স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ প্রেম করিতেছে। ঘটনার দিন আসামীরা মধুসূদনকে তাহাদের সহিত মাছ ধরিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করে। মধুসূদন তাহাতে সম্মত হইয়া আসামীদের বাড়ীতে যাইলে, তথায় আসামীরা তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করে। ঘটনার সময় একজন প্রতিবেশী আসামীদের বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। সে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যায়, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আইসে। আরও প্রকাশ, আসামীরা মধুসূদনের গলা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মাথা ও দেহ পৃথকভাবে একটি থানায় ফেলিয়া দেয়।

গত ২২শে নবেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। জুরিগণ একবাক্যে আসামীদ্বয়কে নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় বিচারক জুরীদের সহিত একমত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের খামখেয়ালী

লাহোর ১৮ই নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার শাদিলাল মিঞা তাজ মাহমুদের আপীলের রায় প্রদান করিয়াছেন। মাহমুদ সপুর জেলার একজন [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছিল। সার মাইকেল ওডায়ারের শাসনকালে সারগোধার নায়েব তহশীলদার গ্রামের লোক কর্তৃক নিহত হয়। তাজ মাহমুদ সেই সময়ে তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া দেহের ৩৬টি স্থানে আঘাত পায় এবং তাহার হাতের দুই স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। পরে হত্যাকারীদের কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ড এবং কাহারও কাহারও নানাপ্রকার কারাদণ্ড ও কাহারও কাহারও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। বিচারপতি আপীলকারীকে মুক্তি দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আপীলকারীর বিরুদ্ধভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিচারাসনে বসিয়া সুবিচার করিতে পারেন নাই। রাত্রি ১টায় ম্যাজিষ্ট্রেট আপীলকারীকে জেলে পাঠান, ইহা কি বিচারকের কাজ হইয়াছে?

পাটের দর

আমদানী	২৬০০০/
রফতানী	৪৬০০০/
মজুত	২৭২০০০/

পাটের দর ৭, হইতে ১১।০ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ৬৸৹ টাকা হইতে ১৮, মণ।

অভাব-অভিযোগ

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার অন্তর্গত [illegible] নং ইউনিয়ন বোর্ড রায়কালীর অধিকাংশ বাসিন্দাই কৃষিজীবি। ক্রমে গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের এদিকে প্রধান ফসল ধান্য উপযুক্ত মত উৎপন্ন না হওয়ায় এবং চাষের গরু ও মহিষের মূল্য এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, আমরা দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইতেছি। বর্ত্তমানে চৌকিদারী ট্যাক্স পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ও কোন কোন স্থলে তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। জমিদারের রাজস্ব ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া নিজ নিজ উদরান্নের সংস্থান করাই আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে আমরা একেবারেই অক্ষম বিধায়, কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, অত্র ইউনিয়ন বোর্ডের নিম্নলিখিত ১২নং বিষয় বাবদ অযথা খরচ কমাইয়া দিয়া, আমাদের চৌকিদারী ট্যাক্স কমাইতে ও নিম্নলিখিত বিষয়ে অসুবিধা দূর করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। যথা:—

১। আমরা অধিকাংশ পল্লীবাসী কৃষিজীবি। আমরা নিজ নিজ গ্রামের রাস্তা চওড়া করা ও গো-মহিষের যাতায়াতের জন্য নিজেরাই প্রতিবৎসর মেরামত করিয়া থাকি। কয়েক বৎসর যাবত যথাসময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায়, আমরা পুরাতন পুষ্করিণীগুলির জল সেচন করিয়া চাষ আবাদ করি ও উক্ত পুষ্করিণীগুলির পচা কাদা ও দাম তুলিয়া জমিতে সার দিয়া থাকি, সুতরাং রাস্তা মেরামত ও পুরাতন পুষ্করিণী পরিষ্কারের কোনই আবশ্যক করে না।

২। চৌকিদার, দফাদার ও কেরাণীগণের খাটুনী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। অথচ প্রতি বৎসরই মাহিয়ানা বাড়িতেছে। তাহাদের বেতন কমাইয়া পূর্ব্বের মত কম বেতনে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

৩। চৌকিদারী ট্যাক্স নির্দ্ধারণ জন্য দিন ধার্য্যে ঢোল সোহরত দিলে আমরা প্রজাবর্গ উক্ত তারিখে বোর্ড আফিসে উপস্থিত হইলে, প্রেসিডেণ্ট মহাশয় প্রকাশ করিলেন যে, অসুখ বশতঃ ট্যাক্স নির্দ্ধারণে তিনি অক্ষম, পুনরায় দিন ধার্য্যের নিমিত্ত সোহরত দেওয়া হইবে। পরে কিন্তু উক্ত সোহরত না দিয়াই প্রেসিডেণ্ট মহাশয় নিজে নিজে ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে; ট্যাক্স ধার্য্যের পূর্ব্বে সোহরত দেওয়া ও বর্ত্তমান সনের ট্যাক্স পুনরায় অবস্থা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত করণের প্রার্থনা করা যাইতেছে।

৪। আমরা অধিকাংশ সময়েই চাষ আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকায় প্রায় অবসর পাই না। এস্থলে ইউনিয়ন বোর্ড আফিসে উপস্থিত হইয়া চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে আমাদের অসুবিধা হয়। আমাদের গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়া ট্যাক্স আদায় করিলে ভাল হয়।

৫। আমরা অনেকেই ইংরেজী জানি না, চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের রশিদ বাংলাতে হইলে ভাল হয়।

৬। উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সভা করতঃ সভার মতানুসারে প্রায় ৬০০ শত করদাতা প্রজাবর্গের সাক্ষরিত ১ কপি অভিযোগ পত্র অত্র বিভাগীয় সার্কেল অফিসার, ২ কপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে ২২শে আশ্বিন তারিখে পাঠান হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ তাহার তদন্ত পর্য্যন্তও হইল না। এক্ষণে গরীব প্রজাগণের বিনীত প্রার্থনা এই যে, চৌকিদারী বিভাগের উপরস্থ কর্ম্মচারী মহোদয়গণ উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আজ্ঞা হয়।

নিবেদক—
মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল
মোহাম্মদ জহির উদ্দিন প্রামানিক
মোহাম্মদ সাহেব উদ্দিন আকন্দ
মোহাম্মদ কায়েম উদ্দিন তালুকদার।

চিথলিয়ার

গরীব মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা!

আমরা চিথলিয়া গরীব অধিবাসী ও নিরক্ষর মুসলমানগণ দেশবাসী মুসলমান ভ্রাতাদের সেবায় আরজ করিতেছি যে, গ্রামের শিক্ষিত ধনাঢ্য ও শক্তিশালী হিন্দুদের দ্বারা আমরা আজ প্রায় ১ বৎসর যাবৎ উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছি। তাহারা আমাদিগকে জব্দ ও হেয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ চেষ্টা ও মিথ্যা মোকদ্দমার আশ্রয় লইয়াছে ও লইতেছে। আমরা নিরক্ষর ও গরীব বলিয়া জাতি ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ-পণ করিয়া উক্ত প্রবল হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে জনৈক মুসলমান তাহার বাড়ীতে নিজ উপলক্ষে গরু জবহ করিয়াছিল ও আমরা একটী মজব প্রতিষ্ঠা করিয়াছি বলিয়া হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল। একণে উক্ত মোকদ্দমার খরচ-পত্র বহন করা আমাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। যদি আমরা চিথলিয়ার গরীব মুসলমানগণ আমাদের মোকদ্দমা চালাইতে অপারক হওয়া হেতু ইসলামের ধর্ম্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, তবে পরিণামে এই নজির অনুসারে হিন্দুপ্রধান বাঙ্গালার সমস্ত পল্লীর মসজিদের সম্মানহানী এবং গরু জবহ ও কোরবানীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, আর যে কলঙ্কের ছাপ বাঙ্গালার মুসলমান জাতির কপালে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এজন্য দেশবাসী মুসলমান ভ্রাতাদের নিকট আমাদের দুরবস্থা জানাইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, দয়াময় আল্লাতায়ালার ওয়াস্তে ধর্ম্ম ও জাতির সম্মান রক্ষার্থে স্ব স্ব সাধ্যমত আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়া আল্লাহর ও রছুলের (দঃ) স্নেহের পাত্র হইবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক চিঠিপত্র ও অর্থ-সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন, আরজ ইতি—

খাকছার—
এম, হোসেন আলী
পোঃ চিথলিয়া, মিরপুর, নদীয়া।

সভা-সমিতি

দিনাজপুর

দিনাজপুর সহরের দক্ষিণ অঞ্চলের পল্লীবাসী অনেক মুসলমান আজও ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অঁাধারে হাবুডুবু খাইতেছে। নামাজ, রোজা, ইসলামী আচার, ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া হাজার হাজার মুসলমান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পীর পূজা, দরগাহ পূজা ইত্যাদি শেরেক-বেদ'তের ভয়াবহ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। অনেক মুসলমান চাঁদা আদায় করিয়া গানের মজলিশ বসাইয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। জাতীয় শিক্ষার আদৌ চর্চ্চা নাই। ছোট খাট ব্যবসা যথা কামার, কুমার, নাপিত, গোয়ালার কার্য্য ইত্যাদিকে ইহারা ঘৃণার চোক্ষে দেখিয়া থাকে। এই ধর্ম্মান্ধ ভাইদিগকে আলোকের পথে টানিয়া আনিয়া তাহাদের অন্ধ হৃদয়ে ইমানের জ্যোতিঃ জ্বালাইয়া দিতে আমরা বাংলার মাননীয় নায়েবে নবীদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সুখের বিষয় এতদঞ্চলের কতিপয় সমাজ-হিতৈষী নবীন যুবকের আপ্রাণ যত্নের ফলে চেরাডাঙ্গী ময়দান, সবরনদিঘী, মথুরাপুর, বেন্দুগাড়ী, রাণীপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভাগুলিতে দিনাজপুরের তরুণ বাগ্মী মৌলবী ইউছুফ আলী ভাণ্ডবী সাহেব তজিম ও তবলীগ সম্বন্ধে জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এতদঞ্চলের সুপ্ত মোসলেম সমাজের ধর্ম্ম জীবনে একটা নবভাবের প্রেরণা জাগিয়াছে। অনেকে মৌলবী সাহেবের নিকট তওবা করিয়া পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। (আলহামদো লিল্লাহ!)

রিপোর্টার—মোহাঃ ফজলে হক
সভ্য, চেরাডাঙ্গী নব্য সমিতি
দিনাজপুর।

ডাঁসা মাদ্রাসা—নদীয়া

বিগত কার্ত্তিক মাসের ২২শে রোজ মঙ্গলবার বেলা ২টার সময়ে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন ডাঁশা ভুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মুন্সী সাখাওয়াৎ উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মুন্সী মোহাম্মদ গোলাম আলি ও বাছের আলি বিশ্বাস সাহেবদ্বয়ের চেষ্টাতেই সভা আহুত হয়। সভায় বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত ডাঁশা মাদ্রাসার হেড মৌলবী, সেকেণ্ড মৌলবী ও হেড পণ্ডিত সাহেবগণ শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করেন, পরে আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনের প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক জনাব মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব কোরআন হাদিস অবলম্বনে তাঁহার তেজঃপূর্ণ ভাষায় সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। উপসংহারে তিনি সংবাদপত্রের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন এবং সাধারণকে জাতীয় সংবাদপত্রের গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

রিপোর্টার—মোহাঃ এয়াকুব আলী।

ডোমকল—মুর্শিদাবাদ

গত ৯ই নবেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া গ্রামে তত্রত্য দলিলার রহিমউদ্দিন আহমদ সাহেবের উৎসাহে ও উদ্যোগে এক বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ডোমকল হাই স্কুলের পার্সিয়ান শিক্ষক মৌলবী সইদুদ্দাহার সাহেব ইসলাম ও কোরানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

—সংবাদদাতা।

মাহিয়ারপুর—রংপুর

জেলা রংপুর, ষ্টেশন মিঠাপুকুরের অধীন মাহিয়ারপুর গ্রামে গোপালপুর সাকিনের জনাব মুন্সী মোহাম্মদ খবির উদ্দিন মিঞার সভাপতিত্বে গত ১৯শে কার্ত্তিক শনিবার এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ ২ টার সময় হইতে সাঁতার কাটা আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ জনাব হাজী মোহাম্মদ খয়রুল্লাহ সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন; অতঃপর বঙ্গের অদ্বিতীয় খনামধন্য বক্তা, আঞ্জুমানে-কুল শিরোমণি মোহাদ্দেস জনাব মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় কোর-আন-হাদিস উল্লেখ করিয়া সমাজের উন্নতি ও এলেম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বিধর্ম্মীদিগের পূজা পার্ব্বণ ও শেরেকি মেলা প্রভৃতিতে যোগদান করা মুসলমানের জন্য যে হারাম; তাহা বুঝাইয়া দেন জনাব মওলানা সাহেব আরও বলেন; কামার, কুমার, ক্ষৌরকার, মুদি, সূত্রধর প্রভৃতির ব্যবসা মুসলমানের জন্য হালাল ও জায়েজ, এরূপ বৈধ ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন আদৌ অপমানজনক নহে। বরং সুদ, ঘুষ ও হারাম-সংশ্লিষ্ট কার্য্য অপেক্ষা ইহা বহু গুণে উত্তম ও গৌরব-জনক। সভায় প্রায় ৬।৭ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল; মওলানা সাহেব দীর্ঘ ৩।৪ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ওয়াজে সমবেত জনমণ্ডলী বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে পূজা-পার্ব্বণ ও মেলা প্রভৃতি শেরেক-বেদাত-মূলক অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিতে বলিয়া হাত তুলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

রিপোর্টার—
মুন্সী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিঞা,
মাহিয়ারপুর।

ভেটিমাঝগ্রাম—রাজসাহী

বিগত ১৬ই নবেম্বর ভেটিমাঝগ্রাম নামক স্থানে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মৌলবী মীর হাশেম আলী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রায় ৪ সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান রায়ত প্রজার সমাবেশ হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রজা আন্দোলনের নায়ক বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব এম-এল-সি, মৌলবী রজিবউদ্দিন তরফদার বাঙ্গালার রায়ত প্রজাদের দুর্দ্দশার কাহিনী প্রায় ২ ঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়া সভাস্থ লোকদিগকে মুগ্ধ করেন এবং নোয়াখালীর মৌলবী আবেদোর রহমান মুখারামী সাহেব হিন্দু-মুসলমানের একতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর রাত্রি ৯ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

—রিপোর্টার
মোহাম্মদ সাকিম।

নানা কথা

সমর সচীবের ভারত আগমন:—পার্লামেণ্টের সমর সচীব সার লেমিং নর্থিংটন হ্‌ভানস্ সম্ভবতঃ আগামী ৯ই ডিসেম্বর বোম্বাই পৌছিবেন।

* * * *

তামাকের উপর আবগারী শুল্ক:—দিল্লীর ২৩শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অর্থনীতিক প্রতিনিধি-সম্মিলনীতে তামাকের উপর আবগারী শুল্ক স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। অতঃপর ঐ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

* * * *

চন্দ্রগ্রহণ ও কর্পোরেশনের ব্যবস্থা:—আগামী ৮ই ডিসেম্বর চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে যথারীতি অতিরিক্ত আলো, অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিবার জন্য চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহার জন্য কর্পোরেশন ৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

* * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশান ইনষ্টিটিউশনের মামলা:—ফরিদপুরের ঈশান ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষককে উক্ত ইনষ্টিটিউশনের স্কুল কমিটি পদচ্যুত করায় উক্ত পদচ্যুত হেড মাষ্টার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ মামলার বিচার শেষ হয় নাই।

* * * *

নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটি:—নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটি সিটি টাউন হলের নিকট ৪০০০, খরচ করিয়া একটি পার্ক প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

* * * *

ঢাকার মিছিল মামলার রায়:—মহকুমা হাকিম মিঃ ডি, এন, দে শিবাজী মিছিল মামলার রায় দিয়াছেন। গত শিবাজী উৎসবের সময় লাইসেন্সের শর্ত্ত না মানিয়া মিছিল বাহির করায় ১৮৮ ধারা অনুসারে নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বিচার হইতেছিল। বিচারক আসামীকে নির্দ্দোষ স্থির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

* * * *

স্যাণ্ডহার্ষ্ট বৃত্তি:—দেরাদুনের রয়েল ইণ্ডিয়ান কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ আজম খাঁ ও মোহাম্মদ এক্‌তে খাঁ প্রত্যেকে স্যাণ্ডহার্ষ্ট রয়েল মিলিটারী কলেজের প্রদত্ত "প্রতাপ সিং মেমোরিয়াল স্কলারশিপ" নামক ১০০ পাউণ্ডের বৃত্তি পাইয়াছেন।

* * * *

কাশীতে মোসলেম এতিমখানা:—বিগত ৯ই নবেম্বর তারিখে কাশী অনাথালয় সমিতির উদ্যোগে ও অনারেবল রাজা মতিচাঁদের সভাপতিত্বে কাশীতে একটী মুসলমান এতিমখানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

* * * *

কুলকাঠীর মামলা:—কুলকাঠীর গুলি বর্ষণের মোকদ্দমায় মৌলবী সাহাবুদ্দিনের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জেলাজজের এজলাসে যে আপীল দায়ের করা হইয়াছিল, তাহার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেব আপীলকারীর পক্ষে এবং মিঃ এ, কে বসু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে [illegible] মুলতুবী আছে।

* * * *

বলকান সীমান্ত রক্ষার আয়োজন:—'সিইর' সংবাদপত্রে প্রকাশ, সিমান্ত কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, লিকসি হইতে নীরহাভেন পর্য্যন্ত মেশিনগানের সুদীর্ঘ আড্ডা নির্ম্মান করিবেন ও মিউজি দুর্গ পুনর্নির্ম্মান করিবেন। জানুয়ারী মাসে কার্য্যারম্ভ হইবে; সে জন্য মন্ত্রিসভাকে ১ কোটী ফ্রাঙ্ক ব্যয় মঞ্জুর করিতে বলা হইবে।

* * * *

মাদ্রাজে অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্ত্তন:—মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচারপতি ওয়েলারের নির্দ্দেশ মত পাচাইয়াপ্পা দাতব্য সম্পত্তির ট্রাষ্টিরা তাঁহাদের পরিচালনাধীন স্কুলসমূহে অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

* * * *

চীনে বোম্বেটে দমনের উদ্যোগ:—হংকংএর গবর্ণর সার সিসিল ক্লিমেণ্টাই এবং এখানকার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদিগের মধ্যে যে পরামর্শ হয়, তাহাতে বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী ও মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র মিলিয়া দক্ষিণ চীন-সাগরে বোম্বেটে দমনের উপায় অবলম্বনের এক চুক্তি করিয়াছেন।

* * * *

হাইকোর্টে নূতন বিচারপতি:—মিঃ ডব্লিউ, জি, গ্রেগরি ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * * *

লণ্ডনে দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের কংগ্রেস:—আগামী ১৯২৮ সালের নবেম্বর মাসে নিখিল ভুবনের দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের একটি কংগ্রেস হইবে।

* * * *

চাঁদপুরে কলেরা:—চাঁদপুরে ভীষণ কলেরার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। মফঃস্বলের বহু লোক কলেরায় প্রাণত্যাগ করিতেছে।

* * * *

হায়দ্রাবাদে বিপুল উৎসব:—নিজামের উত্তরাধিকারী সাহাজাদা আজম খাঁ এবং রাজ্যের বড় বড় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উপস্থিতিতে মাদ্রাসার পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

* * * *

রশীদের জানাজা:—১৮ই নবেম্বর লুধিয়ানা শহরে মুসলমানগণ কাজী আবদুর রশীদের গায়েবানা জানাজা পড়িয়াছেন ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ম্মখালি

মৌলবী আবশ্যক

গবর্ণমেণ্ট ও ডি, বি, সাহায্যপ্রাপ্ত উচাই এম, ই, স্কুলে মৌলবীর পদে একজন আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ম্যাট্রিকুলেট মুসলমান ভদ্রলোকের আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০,—১৫, টাকা। আহার ও বাসস্থান ফ্রি, স্থানটি স্বাস্থ্যকর, পাঁচবিবি রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে ডি, বি, রাস্তার উপর অবস্থিত।

সেক্রেটারী, উচাই এম, ই, স্কুল,
পোঃ পাঁচবিবি, বগুড়া।

ইসলাম-গ্রহণ

১। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিন লালগোলা থানার এলাকাধীন আইডমারী গ্রাম নিবাসী শ্রীদুখুচাঁদ নরহন্দর নামক একব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৌলবী মতিয়র রহমান সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম দবিরুদ্দিন রাখা হইয়াছে।

২। ঐ জেলার লালগোলা থানার এলাকাভুক্ত ঐ গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী যারি দাসী নাম্নী একটী রমণী—জাতিতে রাজবংশী নব-কন্যা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের সরাশরিয়তানুযায়ী রাধাকান্তপুর নিবাসী রমজান মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম হামিদা বানু রাখা হইয়াছে।

৩। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী থানা সাগরদীঘির এলাকাভুক্ত মুগুড়ী নিবাসী মহেন্দ্র নামক এক ব্যক্তি (জাতি বাগদি) স্বেচ্ছায় ভগবান গোলার অধীন আড়া গ্রামের মক্তব শিক্ষক মুন্সী সিদ্দিক হোসেন মীর সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ইসলামী নাম মহিউদ্দিন রাখা হইয়াছে।

৪। আর জেলা নিবাসী অনন্ত নামক এক ব্যক্তি (জাতি ঘাটুয়াল) মুর্শিদাবাদ জেলার ডঃ [illegible] নিবাসী ভগবানগোলা গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার খানার ডাক্তার সাহেবের হস্তে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেকডাঙ্গা গ্রামের জনৈক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম দীন মহম্মদ রাখা হইয়াছে।

৫। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী ভগবানগোলা থানার অধীন খড়িগোলা নিবাসী রামস্বর্ণগরের স্ত্রী ও তাঁহার এক বিধবা কন্যা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মেয়েটী পরমা সুন্দরী। পাইমারী গ্রামের তালুক মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত এই মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েটির ইসলামী নাম লতিফান্নেসা রাখা হইয়াছে।

রিপোর্টার—এম, এ, সামাদ
রমবাগ—মুর্শিদাবাদ

৬। বিগত ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে নদীয়া জেলার ডুবাপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় পাচুবালা দাসী নাম্নী জনৈকা হিন্দু যুবতী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম হামিদা খাতুন রাখা হইয়াছে। সভাস্থলেই মোহাম্মদ শাহাদৎ আলী নামক জনৈক যুবকের সহিত নও-মোসলেম ভগ্নির বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

রিপোর্টার—চাঁদ মোহাম্মদ মণ্ডল
সাং ধর্ম্মপুর, পোঃ ভাকুরঘাট, নদীয়া

৭। বিগত ১২ই আশ্বিন বাবু রামদাস নামক একটী হিন্দু যুবক উত্তর জাহুডাঙ্গায় মুঃ জেনাত উল্লাহ সরকার সাহেবের বাড়ীতে মুন্সী মোহাম্মদ আলী খোন্দকারের হস্তে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত মহফেলে তছির শেখের কন্যা ফিরোজেহার সহিত তাহার নেকাহ দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদদাতা—
মোহাম্মদ বছামিঞা শাহ ফকির
সাং বড়বাড়ী, পোঃ সাদুল্লাপুর, রংপুর।

৮। ত্রিপুরা জেলার হোমনা থানার ভিটিভাসানিয়া নিবাসী রাধিকাম নন্দীর ২৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী মনমোহিনী দেবী ১৭ই আশ্বিন স্বেচ্ছায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম ইসলামুন্নেছা রাখা হইয়াছে। নিলখি নিবাসী তোরাপ আলী নামক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আমরা তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।

রিপোর্টার
মোঃ ইয়াকুব আলি হেড পণ্ডিত,
নিলখি বোর্ড স্কুল। পোঃ বিজয় নগর, ত্রিপুরা

৯। বিগত ৯ই নভেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার এলাকাধীন ডোমকল নামক গ্রামে যে ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে রঘুনাথপুর নিবাসী নগেন্দ্র নাথ সরকার নামক জনৈক বাবু ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নসিরুদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছেন। এস্থানে আরও ৫।৭ জন বিধর্ম্মী শীঘ্রই ইসলাম গ্রহণ করিবেন।

রিপোর্টার—মোহাম্মদ আব্দুর রহমান
সাং আজিমগঞ্জ, পোঃ ডোমকল

আমারা উর্দ্দু, আরবী, পার্সী ও ইংরাজী

প্রশ্নপত্র

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সর্তকতার সহিত ছাপিয়া যথাসময়ে সরবরাহ করিয়া থাকি পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিনীত—
ম্যানেজার—মুসলিম প্রেস,
২৮, ইসমাইল ষ্ট্রীট, ইণ্টালি, কলিকাতা।

সুলভতম সচিত্র মাসিকপত্র

তবলীগ

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ইসলামের মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা-মূলক সমালোচনা পাঠ করিয়া যদি তৃপ্ত হইতে চান, আজই 'তবলীগের' গ্রাহক হউন। বার্ষিক মূল্য সডাক মাত্র ১।০ সিকা, ভিঃ পিঃতে ১॥০ টাকা। হানাফী মজহাবের এমাম হজরত 'এমাম-আজম' আবু হানিফা সাহেবের মনোরম জীবনী, সুন্দর ছাপা বাঁধাই মূল্য ৸৵০ আনা। 'তবলীগ' অফিসে পাইবেন।

ম্যানেজার—'তবলীগ' কার্য্যালয়।
৪৬নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

জুরারি বটিকা

কালির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত বেগুনী কালি ও ব্ল্যাক ও লাল কালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ১০০ শত ॥০ আনা, হাজার ৪, টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৸৵০ আনা, হাজার ৮, টাকা। মাশুল ।/০ আনা। এম, এন, উল্লা এণ্ড ব্রাদার্স
পোঃ রামগঞ্জ, নোয়াখালি।

আবে রহমত
(রেজিষ্টার্ড)
অনুপান ভেদে—
মাত্র দুই আনায় ৪০ প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

ব্যবস্থাপত্র সর্বত্র সঙ্গে রাখুন। কলেরা, বেদনা, শূলবেদনা, আমাশয়, মেহ, কাশি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। বিচ্ছু ও বিষাক্ত শৃগাল কুকুর দংশনে আশু উপকারী। যিনি ইহা ঘরে বা সঙ্গে রাখিবেন, তিনিই নানাবিধ আপদ বিপদের হস্ত হইতে অতি সহজে মুক্তি পাইতে পারিবেন। আবে রহমত সেবনে আল্লাহর ফজলে প্রত্যহ শত শত রোগী রোগ মুক্ত হইতেছেন। আপনিও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ডিঃ পিঃ তিন শিশির কম পাঠান হয় না। তিন শিশির মূল্য ১৲, মাঃ ৵৹।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪—আমাদের কাওয়াখানায় নানাবিধ ফলপ্রদ হেকিমী ঔষধ ও তৈল প্রস্তুত থাকে। এজেন্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—ম্যানেজার এস, কে, হামিদিয়া নওয়াপাড়া, যশোহর।

আসামের এণ্ডী ও মুগা
মুক্তমান সমাজ কর্তৃক পুরস্কৃত।

ঠিকানায় পাইবেন। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। ৬ হাত×৩ হাত এণ্ডী চাদর ৭৲ হইতে ২৫৲ টাকা, ৪৪ ইঞ্চি কোছা এণ্ডি চাদর (প্রমাণ) ১ থানা ৭৲ সাত টাকা।

আসাম হোম্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোং
পোঃ কামাখ্যা, গৌহাটী।

বিশুদ্ধ
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
• ড্রাম—/৫ ও /১০ পয়সা •

বাইওকেমিক ঔষধ, পুস্তক, শিশি, কর্ক, সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউলস্ ও চিকিৎসার যাবতীয় দ্রব্য সুলভে পাইবেন পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
আর, বি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স, হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, পোঃ কাসুন্দিয়া, হাওড়া।

হাতে হাতে ফল
শক্তিসার চূর্ণ; এই ঔষধ সেবনে মেহ, গণোরিয়া, বহুমূত্র, শুক্রতারল্য, পুরুষত্বহানী, প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয় ও ২ ঘণ্টাকাল শুক্রস্তম্ভন থাকে। মূল্য ৭ দিনের ১৪ মাত্রা ১৷০, ১৫ দিনের ৩০ মাত্রা ২৷০, এক মাসের ৬০ মাত্রা ৪৲ টাকা মাশুল ।/০ আনা। বিফলে মূল্য ফেরত। ধন্বন্তরী আশ্রম, ৫৩ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণবটিত
ধাতুপুষ্টি সালসা
এই সালসার এত আদর কেন?
ইহা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রেজেষ্টারীকৃত সকল ঋতুতেই সেবনীয়

অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম যদি গর্মি, পারা বা পুঁয ধাতুর বিষ শরীরে বর্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছু দিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু দৌর্বল্য, প্রমেহ, মেহ, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৸০ আনা।

স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।
ঠিকানা—ধাতুপুষ্টি সালসার কারখানা
চৌধুরী ফার্ম্মেসী।
৩৩।১, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, জানবাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে
রায় সাহেব ডাঃ কে, সি, দাসের
কাম বিজ্ঞান
স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়
৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ খোসের মলম
বি, এইচ, সেন কৃত এবং বহু পরীক্ষিত খোষ, পাঁচড়া ও চুলকণা এবং সকল প্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ১ কৌটা ।০, ৩ কৌটা ১।০ মাশুল ।০ আনা, তিন কৌটার কম ভি, পি, করা হয় না। সোল এজেণ্ট বাগবাজার ষ্টোর্স, ২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শীতের বিরাট আয়োজন
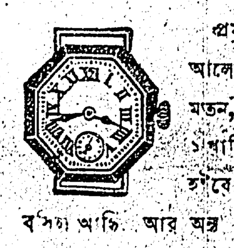

প্রমাণ ৬ হাত চেক আলোয়ান পশমী মিশ্রিত মতন, ইহা দারুন শীতে ১খানি গায়ে থাকিলে মনে হইবে যেন রৌদ্রের উত্তাপে বসিয়া আছি। আর অন্য কাপড় আবশ্যক হয় না। মূল্য খানি ৩৷০ টাকা। উপহার গেঞ্জি ১টি, মোজা ১ জোড়া, ফ্যান্সি জুতা ১ জোড়া প্রমাণ গলাবন্ধন একটী, চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ঘড়ি ১টী, একখানি অদ্ভুত গোপাল ভাঁড় পাইবেন।

দি পাঞ্জাব কোং
১১২ নং (খ) অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

হাকিমী শাস্ত্রের অদ্ভুত আবিষ্কার
শান্তি তৈল
যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
খোস, পাচড়া, চুলকনী, দাদ, সাপড়ী, ছুলী কানপাকা, নাকের ভিতর ঘা, মাথার ঘা, গোড়াঘা, কাটাঘা, গর্মী ও বাগীর ঘা ব্রণ, মেছেতা, প্রভৃতি ক্ষতরোগের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ, সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত—মূল্য ছোট শিশি ৷৵০ মাঃ৷০ তিনশিশি ১৷০ মাঃ৷৶০ বড়শিশি ১৲ মাঃ৷৵০ তিনশিশি ২৷০ মাঃ৷৵০
মৌলবী হাকিম মোহাঃ এ, হোসায়ন
গাজীভীলা পোঃ তেঁতুলীয়া ২৪পরগণা

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press, 47 Ripon St. Calcutta.

বিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত আবিষ্কার
মোরোটো
বা
অদ্ভুত ভৌতিক যন্ত্র
আর জ্যোতিষীর নিকট যাইতে হইবে না; এই যন্ত্র দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ইহকাল পরকাল সব জানা যাইবে। আরও বিশেষ এই যে, এই যন্ত্র দ্বারা মৃত আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। মূল্য ২৷০ টাকা।
দি মোরোটো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১১০নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

পি, আর, এস, সাহেবের
বসন্ত রোগের মহৌষধ
বসন্ত রোগে ও বসন্ত রোগ হইলেও এই ঔষধ সেবন করিলে বসন্ত রোগের ভয় আর থাকে না। ইহা যুদ্ধ শরীরে সেবন করিলে তাহার আর বসন্ত হয় না এবং যাহার বসন্ত হইয়াছে তাহার সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়। বসন্ত রোগের যেরূপ সাংঘাতিক মাথা ও কোমরের বেদনা আদি নিবারণ হইয়া যায়, গায়ে একেবারেই বসন্ত উঠে না। মূল্য ১৷০ টাকা।
একমাত্র স্বত্বাধিকারী—
মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন খানবাহাদুর
চর এনায়েতপুর, পোঃ মকামতলা, বগুড়া।

ম্যালেরিয়ার কথা
বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কর্তৃক আবিষ্কৃত "কেশবন্ধু বটিকা" ম্যালেরিয়ার একমাত্র অব্যর্থ চমৎপ্রদ মহৌষধ। ৪৮ ঘণ্টায় সর্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বর নির্দোষরূপে আরোগ্য হয়। ইহাতে এরূপ অদ্ভুত তড়িৎশক্তি সংযোগ করা হইয়াছে যে, তিন বটিকা সেবনে ইহার ক্রিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন! বিবর্দ্ধিত প্লীহা যকৃৎ অল্পদিনেই কমিয়া যায়। মূল্য ২১ বটির প্রতি কৌটা ৮/০ আনা, একত্রে ৩ কৌটা ২৷০ আনা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান:—
ডাঃ শ্রীঅমূল্যকুমার চন্দ্র এম, ডি,
পোঃ ডাভাসিমলা, জেলা—খুলনা।

নীরোগ থাকিবার উপায়
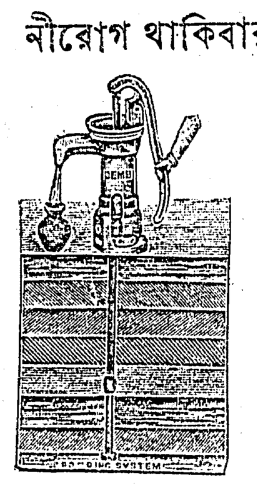

রোগের বীজাণু বর্জ্জিত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রতি ঘণ্টায় ৫০ ঘড়া জল পাওয়া যায়। ২০০-২৫০ শত গৃহস্থের নিমিত্ত একটী নলকূপ যথেষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী। বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে কল বসাইয়া থাকি। নিজে বাঁচুন এবং প্রতিবেশীকে বাঁচান। অদ্যই পত্র লিখিয়া বিবরণ জানুন।
দি ইকনমিক টিউব ওয়েল্স সাপ্লাই কোং
জি, ৮১।৮২ মিউনিসিপাল মার্কেট, কলিকাতা।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া
পুরাতন ও নূতন সর্বপ্রকার পুঁয ধাতু
সাত দিনে
আরোগ্য করা হয়। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন।
এক মাত্রায় জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।
তিন মাত্রায় পুঁয বন্ধ হয়।
সাত দিনে সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হয়।

ইহাতে পারা বা অন্য কোনরূপ বিষাক্ত ঔষধ নাই। ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলে সমান ভাবে সেবন করিতে পারে। অন্য ঔষধ সেবন করিবার পূর্বে এই মহা মূল্যবান ঔষধ সেবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা।
ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।১ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একশিরা, কুরণ্ড, হার্ণিয়া
শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগের
দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধ।

১৫ দিনে অর্দ্ধেক উপকার ও একমাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আরোগ্য হইলে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া থাকি। এই ঔষধালয়ে সর্বপ্রকার বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধ পাওয়া যায়। কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকুমার সেন কবিরঞ্জন, ২০ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা (শিয়ালদহ)।

ডাক্তার গোপ্পির
দাদের ঔষধ
কাপড়ে দাগ লাগে না, যন্ত্রণা নাই। মূল্য /০ আনা, ডজন ।৵০ আনা।

পাচড়ার ঔষধ
মূল্য /০ আনা, ডজন ।৵০ আনা। তিন দিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব ।৵০ মাশুলে ৫ ডজন ও ৷৵০ মাশুলে ১ গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ১ প্যাক পাঠান হয়।
বি, গোপ্পি এণ্ড কোং
পোঃ নাটোর (৬) রাজসাহী।

আর তিক্ত ঔষধ সেবন করিবেন না
রেজিষ্ট্রী কৃত জারমানী
মিঠা-বড়ি
সেবন করুন।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং ভাত, টক, মিষ্ট, দধি, ঘাম ইত্যাদি ঔষধের পথ্য। সর্বপ্রকার জ্বর ১ দিনে ছাড়ে, প্লীহা, যকৃৎ ৩ দিনে কমে, জ্বরে, বিজ্বরে সেবন চলে। জ্বরের এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ করিতে চাহি না, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্যও অতি সুলভ প্রতি বড়ি ৫০ পয়সা, ২০ বড়ি প্যাকেট ।০ আনা, ১০০ শত ১৷০ টাকা।
ভারতের সোল এজেণ্ট—
ডাঃ এ, এণ্ড ব্রাদার্স
অবারিত প্রদেশ কার্য্যালয়, পোঃ নড়াইল, যশোহর

কোরআনের দোয়া
ও
আমালিয়াত
মূল্য ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০।

আল্লার নাম মাহাত্ম্য
মূল্য দশ পয়সা।

বঙ্গানুবাদ পাঞ্জেসুরা
পাঞ্জেসুরার কোন্ সুরার কি মাহাত্ম্য এবং পাঞ্জেসুরার মূল আরবি এবং আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ সহ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে তেলওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া থাকিবে। মূল্য ৸০ আনা।

মসলা-বিধান
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইসলাম ধর্ম বিধি বিধান ইহাতে ইসলামের বিধি, নিষেধ, আহকাম, আরকান, হালাল, হারাম, গোসল, হায়েজ নেফাস, নামাজ, রোজা, এক কথায় সকল বিষয় অতি সূক্ষ্ম সমালোচনার ও টীকা টিপ্পনীর সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা এমন সরল প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে যে, অল্পমতি বালকও তাহা পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহার এক খণ্ড প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে থাকা উচিৎ। মূল্য মাত্র ৸০ আনা; ১০ খানা একত্রে ৫৲।
প্রাপ্তিস্থান—মোহাম্মদ নকিব উদ্দিন খাঁ
৩৩।৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

To Let

বাদশাহী নবাবী মোদক
প্রতি মাত্রায় ক্ষয়িষ্ণু ও শিথিল ও নিস্তেজ ইন্দ্রিয় যুবকের ন্যায় সবল ধারণা এবং রতিশক্তি দান করে। ২১ মাত্রা ১৷০ টাকা। বিফলে মূল্য ফেরৎ। উপাংশ চিকিৎসক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কবিরত্ন, ২৫৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

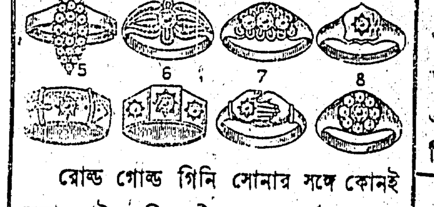

রোল্ড গোল্ড গিনি সোনার সঙ্গে কোনই তফাৎ নাই। চিরস্থায়ী, পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ। যে গ্রামে একটী আংটী লইবে, গ্রামসুদ্ধ লোক লইবার জন্য অগ্রসর হইবেন। বিবাহ দিবার অতি অপূর্ব জিনিষ ১টী ২৲, ডজন ১২৲ ৩টি ৪৷০ টাকা ৬টী ৮৲; বাইণ্ডি ইয়ারিং—দেখিতে অতি সুন্দর ফুলে ফলে আবৃত; কাণে পরিলে স্বর্গের অপ্সরিগণের মত ঝকমক করিতে থাকে। মূল্য ৩৷০। আসল গিনি সোনার মত রং ও গঠন—অনন্ত ১ জোড়া ৩৲ বালা ২৲ তাবিজ ৪৲ বাজু ১টী ২৲ চিক ৩৲ সিঁথি ৩৲ পাচনর ৩৲ ছেলে হার ১৷০ কণ্ঠমালা ১৷০ গথবি চুড়ি ১২ গাছা ২৲ চৌদানী ২৷০ চন্দ্রহার ৫৲ বোতাম ১ সেট ১৷০। আট আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে পাঠাই।
পি, এম, দাস
৪নং নূর মহম্মদ লেন
পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের
'গয়টার কিওর'
গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। এই রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক সুন্দর নরনারী দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন এবং লোক সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। ইহার একমাত্র প্রতীকার "গয়টার কিওর"—যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রনা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
ডাঃ কর্ণেল এণ্ড কোং
৯নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা।

২৷০ টাকায় আলোয়ান
প্রমান ৬ হাত না হইলে মূল্য ফেরৎ

ভ্রাতৃগণের নিকট নিবেদন যে, আজ কাল অনেক লোক উপহারের লোভ দেখাইয়া ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে ভুলাইয়া ৬ হাত আলোয়ান ১৸০ ও ২৲ টাকা মূল্যে দিব বলিয়া পাতলা শালের ন্যায় ৪ হাত আলোয়ান দিয়া সরল হৃদয় ভ্রাতৃগণকে ঠকাইতেছে, কারণ তাহারা এত অল্প দামে প্রমাণ আলোয়ান দিতে পারে না। আমাদের নিজ কারখানায় তৈয়ারি বলিয়া মাত্র ।০ আনা লাভে ২৷০ টাকায় প্রমান আলোয়ান বিক্রয় করিতেছি। এই আলোয়ান পশমী, রঙিন, খুব থাপি, দেখিতে সুদৃশ্য, ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযুক্ত এই দারুন শীতে ১ খানি মাত্র গায়ে থাকিলে গরম লাগিবে। মূল্য ২৷০ মাঃ।
আমেরিকান ট্রেডিং কোং
১১ নং পোল্লাখান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা
এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। সরল ও মুক্তহস্তে নবল ও নির্ম্মল রক্ত হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম দুষ্ট, সুতরাং যে কোন প্রকার রক্ত দূষিত উপদংশ কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্বেদীয় প্রণালীমতে তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মজ্জা ও স্বর্ণের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অত্রস্থ হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ও স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত।

অভ্রপ্রপন্ন পরীক্ষা:—অমৃত সালসা সেবনের পূর্বে এক দিন আপনার দেহ খানি রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আপনার বক্ষ ভরিয়া বাহিবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ২৷০ টাকা, এক ৮/০ আনা, ৬ শিশি ৫৷০ টাকা। মাশুল ১৷০ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
মহৎ স্বর্ণকৌষীর ঔষধালয়। ১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বঙ্গের খ্যাতনামা হাকিম মৌঃ সৈয়দ শাহ পীর সাহেবের
অদ্ভুত আবিষ্কার!
বাহার
শাহী স্বাদ হইতে পরীক্ষার পর প্রণীত
ইহা সহস্র সহস্র মুমূর্ষু রোগীর জীবন প্রদীপ

ভয় নাই, মর্ত্তের মানব শান্ত হও ভয় নাই,

ইহা হৃদয়ের আশার আলো, বেহেস্তের সওগাত, মর্ত্তের গৌরব, নির্জ্জীবের জীবন, দুঃস্থদেহীরমণীর সুধা, বিলাসীর হৃদয়ের ধন। বিশ্বাসিত প্রেমের আলো নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। ৭দিনের বড় কৌটা ১০৲ টাকা, ৩ দিনের ছোট কৌটা ৩৲ টাকা।

মোস্তান নন্দলাল ইউনানী ঔষধালয়।
পোঃ কোত্ওয়ালী চট্টগ্রাম (হ)

চিকিৎসালয়
কুণ্ঠ
৭১ বিডন ষ্ট্রীট
সর্বপ্রকার ক্ষত, কুষ্ঠ, গলৎ-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পারা, গরমী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

গর্ভ-নিয়মিত-করিবার
ইচ্ছামতী পিল
রুগ্ন বা পীড়িতাবস্থায় সন্তান উৎপত্তি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা প্রত্যেক পিতা মাতারই কর্তব্য। কাজেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ইচ্ছামতী পিল সেবনে যতদিন ইচ্ছা বা আবশ্যক ততদিন গর্ভ সঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারিবেন। গর্ভ ইচ্ছাধীনের পক্ষে এরূপ ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ঋতুসময়ে সেবন করিতে হয়। যে ঋতুতে সেবন করিবেন সে মাসে গর্ভ সঞ্চার কিছুতেই হইবে না। অতএব আবশ্যকবোধে ইহা ঋতুকালীন প্রতিমাসে সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হইবে না। দিয়া অসুস্থ অবস্থায় যতদিন ইচ্ছা বা আবশ্যক ততদিন গর্ভ সঞ্চার স্থগিত রাখিতে পারিবেন। আবার শরীর বুঝিয়া ঔষধ বন্ধ করিলেই পূর্ববৎ সন্তানাদি হইতে থাকিবে। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না বরং প্রতিবৎসর একটী করিয়া রুগ্ন সন্তান উৎপাদন অপেক্ষাও স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
রিসার্চ্চ হারবেল হোম—(সি) ১২৭নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিফলে ৫৲ পাঁচ টাকা দণ্ড দিব
বিংশতি বর্ষের পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রেজিষ্টারী কৃত এ, বি, সাহেবের ক্রিমি কুলারি এক মাত্রা সেবনে ছোট, বড়, চেপ্টা ও কদুদানা ক্রিমি তৎক্ষণাৎ দাস্তের সহিত নির্গত হইয়া ক্রিমি জনিত যাবতীয় উপসর্গ দূর হয়। প্রতি পুরিয়া ।০, ডজন ২৲; ছয় পুরিয়ার কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

কুণ্ডু দলন:—খোশ, পাঁচড়া, কাটা পোড়া, গর্মিঘার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রতি কৌটা ।৵০, ডজন ৩৲ টাকা।
এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং
পোঃ হাতীবান্ধা, ময়মনসিংহ।

ইলেক্ট্রো ফিভারিণ
কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত সর্ববিধ জ্বর তিন মাত্রা সেবনেই তড়িৎ শক্তির ন্যায় ত্যাগ হয়। সপ্তাহে প্লীহা ও যকৃত বিলীন হয়। জ্বরান্তে টনিকের কাজ করে, জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে। পথ্যাপথ্যের বিচার নাই, এমন কি স্নানাহারেও বাধা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, পাইকারী দর ডজন ৩৸০ আনা। টাকায় টাকা লাভ ব্যবসায় পত্র লিখুন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক
শরবতে ফোলাদ ও তেলায়ে বরাকি।
ধাতু দৌর্বল্য, পুরুষত্বহীনতা ও ধ্বজভঙ্গ রোগে যে সমস্ত নর-নারী দাম্পত্য সুখে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া নবীন বয়সে বার্দ্ধক্য আনিয়াছেন। তাঁহারা সত্বর এই স্বর্ণঘটিত মহা তেজস্কর ঔষধ দুইটী সেবন ও মালিশ করুন। ইহা বিংশতি প্রকার শুক্র রোগ দূর করিতে, পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে, মেধা ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং বাজিকরণাধিকারে জগতে অতুলনীয়। সেবন ও মালিশের মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

হেয়ার ডাই বা চুলের কলপ।
এই কলপ পাকা চুলে দাড়ি ও গোঁফে লাগাইবা মাত্র তাড়িৎ শক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। একবার লাগাইলে অনেকদিন যাবত কেশ কাল, নরম ও মসৃণ থাকে। ইহার ব্যবহার প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিটে নবযৌবন লাভ। আমাদের চুলের কলপ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মূল্যও অতি কম, প্রতি সেট ৸০ আনা মাত্র ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
ডাঃ মজুমদার এণ্ড কোং
১১০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
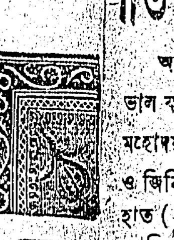

আমরা বঙ্গবাসীর সুবিধার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত নানা দেশ হইতে ভাল কল্কা ওয়ালা রঙ্গিন শাল আমদানি করিয়াছি। দোকানদার ও পল্লীবাসী মহোদয়গণ আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া দেখুন আমাদের দর কত সুবিধা ও জিনিষ কিরূপ, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। উল মিশ্রিত পশমী শাল প্রমান ৬×৩ হাত (নানাবিধ রংয়ের) দেখিতে যেমন সুন্দর কার্য্যেও সেইরূপ যেমন নরম তেমন গরম, চারিধারে কল্কা ও চারি আঙ্গুল চওড়া পাড় আছে। মূল্য ৭৲ টাকা মাঃ ৷০ ১ জোড়া মাশুল সমেত ১৪৲ টাকা।

আলোয়ান প্রমাণ ৬ হাত
এই আলোয়ান দেখিতে সুন্দর, নানাবিধ রংয়ের পাওয়া যায়। ইহা যেমন নরম তেমন গরম। প্রত্যেক লোকেরই ব্যবহার উপযোগী, একখানি ক্রয় করিলে ৩ বৎসর চলিবে। যিনি ১ খানি আলোয়ান ক্রয় করিবেন তাঁহাকে বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট গলাবন্দক ১টি, (কমফটার) দেওয়া যাইবে, মূল্য ২৲ টাকা মাঃ ৷০ আনা।

স্বদেশী খদ্দরের শাল
এই শাল খদ্দর হইতে প্রস্তুত, ইহার চারিদিকে ঝালরের ও সুন্দর চারিটী কল্কা আছে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর যেমন নরম তেমন গরম ও থাপি, লম্বা ৬ হাত চওড়া ৩ হাত। মূল্য ২৸০ আনা মাঃ ৷০ জোড়া ৫৷০ মাশুল সমেত।

পশমী মিশ্রিত শাল
এই শাল পশমী মিশ্রিত, সকল রংয়ের পাওয়া যায়। ৩টী সুন্দর কল্কা ও চারিধারে পাড় বসান আছে। দেখিতে সুন্দর ও থাপি, যেমন নরম তেমন গরম, ভদ্রলোকের ব্যবহার উপযোগী মূল্য ৩৲ টাকা মাঃ ৷০ জোড়া ৬৲ মাশুল সমেত।
দি ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স এণ্ড কোং
১৬ নং জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গবিখ্যাত আলেম মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত
গ্রন্থাবলী
১। আলক্‌ক্বামুল-ফিহ্ম গামার বিস্তারিত তফছির। ৫০ খানি প্রসিদ্ধ তফছির লিখিত, মূল্য ২৲ টাকা।

২। আমপারার বিস্তারিত তফছির নামাজের দৈনন্দিন ছুরাগুলির অর্থ ও মর্ম অতি সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

৩। সাইফুল মোক্তাদ্দীন গামার তফছির মূল্য ।০

৪। ওজাক্ত শিক্ষা—প্রথম ভাগ মূল্য ৷৵০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ।০ আনা ও ৩য় ভাগ ।০ আনা।

৫। তানকিহাত—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা।

৬। হানাফী ফেকাহ্-তত্ত্ব বা মলুলাখাত্তার—১ম খণ্ডের মূল্য ১৲, ২য় খণ্ড ।০ আনা।

৭। তকলিদে ফর্ষ। তাওয়ার মিলাদে মোস্তাফা—প্রথম তাগ, ইহাতে কোর-আন সহিহ সহিহ হাদিস হইতে মিলাদের-উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রফ ইয়া একেবারে নূতন বলিতে হইবে। মূল্য ।০।

বঙ্গানুবাদ খোৎবা—আরবীতে একবারে লিখিয়া তাহিরে দখ ভাষায় অর্থ লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

ছন্দ—তরিকত ও মারফতের সর্বশ্রেষ্ঠ কেতাব মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৮। জরুরী মসায়েল—১ম, ২য়, ৩য় ও তৃতীয় ভাগ। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

৯। এহকাকেল-হক—মওলানা হাসেম সাহেবের রচিত কেতাবের উত্তর, মূল্য দশ আনা।

১০। ইহজালোল-বেতেল—ইহাতে দিওয়ান মওলানা আহমদ নয়ীম গণ্ডিত সাহেবের কষ্ট কাবারার কষ্ট নত ওণ্ডন কষ্ট কাবারার উপদংশ কোলা হারাম হওয়ার অকাট্য প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

১১। লক্ষীপুরে হানফী ও মোহাম্মদীগণের বাহাছ—ইহাতে মোহাম্মদীগণের শোচনীয় পরাজয়ের অবস্থা দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। মূল্য ।০ চারি আনা।

১২। খানে খোয়াজী মূল্য ।৵০ আনা।

১৩। নবাবগঞ্জের হানাফী ও মোহাম্মদীদের বাহাছ—মূল্য ৷০ আট আনা।

১৪। হজ্জের মসায়েল—সাধারণ হাজীগণের পক্ষে ইহা পাঠ করা বিশেষ দরকার, মূল্য ৸০ বার আনা।

১৫। ছামেরা আমাচেল—মূল্য ।৵০ আনা।

১৬। খোতবাত ও তবলীগ মূল্য ।৵০ আনা।

১৭। ক্যাজাল্যাদ-কেলাম—১ম ভাগ, মূল্য ৵০ আনা, ২য় ভাগ, মূল্য ।৵০ আনা।

১৮। জয়াজে জোৎ—ইহাতে প্রচলিত ইয়াজিদগণের নামাজ সঠিক বিবরণ, মূল্য ।০ আনা।

১৯। খেকাদ্বয়-নারব—ইহাতে চারি মজহাবের মোতাবেক প্রমাণসহ আল্লাদন লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

২০। দেওয়ানী ও ফৌজদারী, মূল্য ।০ আনা।

২১। কেবলার দলিল—মূল্য ।০ আনা।

২২। আমাদের খোদার পক্ষায় দলিল—মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২৩। খাজা খোজদাতার মাসআলা ও রফ অনরকাবাত, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২৪। নেকাহ্‌ আনাজা ৪ চারি তাহিল নাকার নিন্দনীয় লোক ও মূল্য ৮ নোলের নাথ—মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

২৫। সাহীন ও স্বাধীনের মুঞ্চিতা—মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

২৬। আসরার খণ্ডন—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

২৭। মতামত ও হাকিমদের বাহাছ—লোহার বাহাছে ও হাকিমদের বাহাছ সরকারী ব্যবস্থার সংগ্রহ।

২৮। মোহাম্মদ পুরের হানাফি ও মোহাম্মদীদের বাহাছ—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

৩০। আখলাকে মোহাম্মদী—১ম ভাগ, (ছয়-কোর-মোহাম্মদীদের বাহাছ), মূল্য ৷০।

৩১। প্রামে ষষ্ঠা সহবে মক্কা শরীফ ও হিন্দুস্তানের সংশ্রয় মূল্য ।০ আনা।

মওলানা মহম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের অনুমোদিত পুস্তক।

১। সন্মুখ নামাজ শিক্ষা, ইহা নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মূল্য চারি আনা।

২। আমালিয়াত ও তাবিজাত—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

৩। মওলানার ফতোয়া মূল্য ।০ আনা।

৪। বেহেশত ও দোজখ—মূল্য ৵০ আনা।

৫। বেহেশত ও দোজখ ২য় ভাগ মূল্য ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—
অছিদী লাইব্রেরী
আল্লাবক্সপুর, পোঃ উজির, জেলা ২৪ পরগণা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ
৫৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা। ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে /৫, /১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য:—প্রিন্সিপাল [illegible]

বিনামূল্যে ১০০০০ হাজার রেলঘড়ি বিতরণ
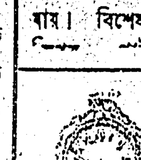

আমাদের ১২ কৌটা গোলাপ-গন্ধ তাম্বুলবিহার বা দাদের মলম লইলে ১টী ৩৬ ঘণ্টা সময় রক্ষক ৫ বৎসর গ্যারিণ্টী সহ রেলওয়ে রেগুলেটার ওয়াচ ঘড়ি পাইবেন। এই ঘড়ির কলকব্জা খুব মজবুত দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহারে খারাপ হয় না। উপহার:—অটোমেটিক একটী সোনার গিল্ট করা ইনফেণ্ট রিষ্ট ওয়াচ ঘড়ি একটি গেঞ্জি ১খানি রুমাল ১ খানি এসেন্স ১ শিশি সাবান ২ খানি আয়না ১ খানি চিরুণী ১ খানি মণিব্যাগ ১টি ১নং বল ১টি ফাউন্টেন পেন ১টি নিব ২০টী সূচ ২৫টী সূতা ২বাণ্ডিল মাথার কাঁটা ১০টী চসমা ১ জোড়া ব্ল্যাক কালীর ট্যাবলেট ১ গ্রোস ১৪৪টী পার্শি মাকড়ি ১ জোড়া পাথর বসান আংটী ২টি; উপহার সহ মূল্য ৩৲ মাঃ ।০ আনা।
ইণ্ডিয়ান ওয়াচ ষ্টোর, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

শীতের বিপুল আয়োজন!
প্রমাণ ৬ হাত আলোয়ান

আমরা বিদেশ অর্ডারের দ্বারায় প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি এবং বাজারের প্রতারক দোকানদারগণ ৬ হাত আলোয়ান দিব বলিয়া ৫ হাত দিতেছে, সে কারণে, অনেকে কম দরে দিয়া থাকে। এই আলোয়ান যেমন গরম ও মোটা, তেমনই মজবুত, এই দারুণ শীতে ১ খানি মাত্র গায়ে রাখিলে অন্য কোন কাপড় আবশ্যক হয় না। রঙ্গিন, দেখিতে সুন্দর, ভদ্রলোকের ব্যবহার উপযুক্ত ৬×৩ হাত ১ খানি ২৷০ টাকা, মাঃ ৷০ আনা। একত্রে দুই খানি লইলে মাশুল সহ ৪৸০ আনা।

১৲ টাকায় বিরাট উপহার
৪ কৌটা দাদের মলম কিম্বা গোলাপ গন্ধ তাম্বুল বিহার লইলে কিরূপ উপহার দেখুন:—ব্লুব্লাক কালির ট্যাবলেট ২৮৮টী, ফাউণ্টেন পেন ১টী, সূচ ২৫টী, ড্রপার ১টী, ক্লিপ ১টী, সেপ্টিপিন ১টী, সূতা ১ বাণ্ডিল, দন্তমঞ্জন ১৩ পুরিয়া, টিপিসে আলো জ্বলে ১টী, অটোমেটিক ব্রিজভার ১টী, রিয়েটার-সজ্জিত ১ খানি, এসেন্স ১ শিশি, রুমাল ১ খানি, নিব ৩টী, কাঁটা ৩টী, অষ্টধাতু আংটি ১টী, সাবান ১ খানি, পার্শি নাকড়ি ১ জোড়া, বোতাম ১২টী, বাঁশী ১টী, সুর ১টী।
সত্যনারায়ণ এণ্ড কোং, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

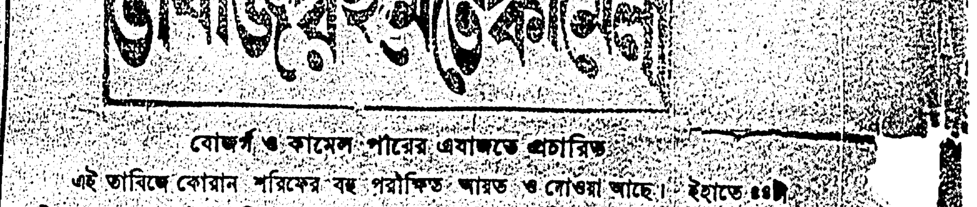

বোজর্গ ও কামেল পীরের এযাজতে প্রকাশিত

এই তাবিজ কোরান শরিফের বহু পরীক্ষিত আয়াত ও দোওয়া আছে। ইহাতে ৪৪টী তাবিজ একত্রে এক সঙ্গে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খোদার কালাম সে সর্ববিধ রোগমুক্তকারী তাহার বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। খোদার কালাম যে সর্ববিধ রোগমুক্তকারী তাহার বিশেষ পরিচয় স্বরূপ এই পবিত্র কোরানের প্রত্যেক আয়াত আশ্চর্য্যরূপ সুফল পাইয়াছেন। আরও জেন ও ভূতপ্রেত যাদু টোনা করিয়া হত্যা শরীর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। মওলানা রুহুল আমিন সাহেব ও মওলানা আহমদ আলি এনায়েতপুরী সাহেব এই তাবিজ দেখিয়া বহুত তারিফ ও দোওয়ায় খায়ের করিয়াছেন। কেবল মাত্র পীরের এযাজতে প্রত্যেক তাবিজের জন্য ।০ আট আনা হাদিয়া লইয়া প্রচার করিতেছি। ডাঃ মাঃ ৵০ সাত আনা। ২০টী পর্য্যন্ত এক মাশুলে পাঠান হয়।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান:—মৌলবী মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
৭০ নং মার্কাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিফলে ১০৲ টাকা দণ্ড দিব! বহু প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত!!
ডাঃ এস, ডি, সাহেবের
§§§ ক্রিমি কেশরী §§§
ইহার এক মাত্রা সেবনে সর্বপ্রকার ক্রিমি যথা:—ফিতার মত চেপ্টা, কেঁচোর মত লম্বা, সূতার মত সূক্ষ্ম ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিমি মরিয়া যথা সময় মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

মূল্য প্রতি পুরিয়া ।০ আনা, ডজন ২৲ টাকা। পাইকারী দরে আরও কমিশন আছে। মাশুল পৃথক।

ঠিকানা:—ম্যানেজার, সমছল ইসলাম ঔষধালয়,
থাপরা, পোঃ পাইকরা, ময়মনসিংহ।

সত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানী [illegible] আহমদ কহল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

নাম্বিক মূল্য ৩/ তিন টাকা।
প্রতি সংখ্যা ৴৹ এক আনা।

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office :—47 Ripon Street, Calcutta.

"হানাফী" অফিস ঃ—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩য় বর্ষ] ২৩শে জেলকদ ১৩৪৬ হিঃ সোমবার—৩১[illegible] বৈশাখ ১৩৩৫, ইংরেজী ১৪ই মে ১৯২৮ [৪০শ সংখ্যা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

মাসিক	প্রতি ইঞ্চি	প্রতি সংখ্যা	৸০ আনা।
সাপ্তাহিক	"	"	৵০ আনা।
বার্ষিক	"	"	৷৷০ আনা।

সাধারণ পৃষ্ঠা সাধারণ হারের দ্বিগুণ। কর্ম্মখালী, প্রতিস্বং প্রতি ইঞ্চি ১৲ টাকা।
বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিশেষ বন্দোবস্তের না মানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"হানাফী" নিয়মাবলী

১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।
২। মফঃস্বল মূল্য বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা। নমুনা মূল্য ৵৹।
৩। বৎসরে যত সংখ্যা "হানাফী" বাহির হইবে তাহার সংখ্যা ৫৮ সংখ্যা "হানাফী"।
৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম উল্লেখ করিয়া পত্রাদি লিখিবেন।
৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই-কার্ড লিখিতে হইবে।
৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখিতে হইবে।
৭। প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা-কড়ি, পয়সা ও ইত্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের প্রশংসিত

আমাদের বলিয়াছেন যে, ইহা ব্যবহার করিয়া তাঁহারা বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহা সত্যই অতি উপাদেয় ও বলকারক। ইহা ব্যবহারে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, শরীর সুস্থ ও সবল হয়। ইহা ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সবল হয়, রক্ত পরিষ্কার হয়, ধাতু পুষ্ট হয়, শরীরে নূতন রক্ত জন্মে, ইহা ব্যবহারে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যবহারে শরীরের সমস্ত বিষ বাহির হইয়া যায়, ইহা ব্যবহারে শরীরের সমস্ত অঙ্গ সবল হয়, ইহা ব্যবহারে শরীরের সমস্ত অঙ্গ সুন্দর

আল্লাহো আকবর

(তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইও না, চিন্তিত হইও না।)

২০শে জেলকদ—১৩৪৮ হিজরী, সোমবার

৩১শে বৈশাখ—১৩৩৭ সাল।

ও পল্লী বিরাণ হইয়া গেলেও তাঁহাদের মোটা মোটা বেতনের বিল আটকাইয়া থাকিবে না। দেশের জনমত কেন যে গবর্ণমেণ্ট ও আমলাতন্ত্রের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছে, এইসব ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। গবর্ণমেণ্টের এই হৃদয়হীনতা ও দুর্নীতি এবং আমলাতন্ত্রের অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনমত যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এই অসঙ্গত শাসন ও শোষণ-নীতি যে আর বেশী দিন চলিবে না, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আমরা দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

'সোনার বাঙ্গালার' বর্ত্তমান অবস্থা।—সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা দেশে কোন কিছুর অভাব ছিল না; বাঙ্গালার মাটিতে সোনা ফলিত, টাকায় ৮ মণ করিয়া ধান এই দেশেই বিকাইত—তাই সেকালের বাঙ্গালা 'সোনার বাঙ্গালা' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু 'তেহিনো দিবসা গতাঃ'—বাঙ্গালার সেদিন আর নাই! যেদিন হইতে ভারতে মোস্লেম শাসনের অবসান হইয়াছে, সাগর পার হইতে শাসক-জাতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার রাক্ষসী ক্ষুধা লইয়া আসিয়া যেদিন হইতে বঙ্গ-ভারতের বুকে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে—সে দিন হইতে 'সোনার বাঙ্গালা' কাঙ্গালিনী সাজিয়াছে।—ধন-ধান্যে পূর্ণ বাঙ্গালার ভাণ্ডার সেদিন হইতে নিঃশেষে শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাই, আজ চতুর্দ্দিক আর্ত্ত-নিপীড়িত অভাবগ্রস্তের হাহাকার, তাই আজ ক্ষুধিত মানবের ক্ষুধার্ত্ত আত্মার করুণ ক্রন্দনে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হওয়ায়, না খাইতে পাইয়া বাঙ্গালী আজ তিলে তিলে মরণ-পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—বাঙ্গলার পল্লী ক্রমে গোরস্থানে পরিণত হইতে চলিয়াছে! দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা আজকাল বাঙ্গলার ভাগ্যে অগণনীয় বিধিলিপির মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, প্রতি বৎসরই বাঙ্গালার কোন না কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসর উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট প্রভৃতি অঞ্চল, পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলা এবং পূর্ব্ব বঙ্গেরও কোন কোন স্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। বালুরঘাট অঞ্চল ও বীরভূমের কোন কোন স্থানে অবস্থা এরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অনেক স্থানে কেহ কেহ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে; পেটের দায়ে সন্তান-সন্ততি—এমন কি, স্ত্রী-বিক্রয় পর্য্যন্ত চলিয়াছে। সম্প্রতি বালুরঘাট হইতে এবম্বিধ কয়েকটি মানুষ বিক্রীর সংবাদ আসিয়াছে। আমরা এই প্রসঙ্গে দেশের মা-বাপ সরকার বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই;—সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার হইতে তোমরা যে ভারতবাসীর 'স্বাভাবিক' মুরুব্বী সাজিয়া এদেশে কর্ত্তাগিরী—(সঙ্গে সঙ্গে বেনিয়াগিরীও) জাহির করিতে আসিয়াছ, প্রজার প্রতি কি তোমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই? বিজিতের প্রতি বিজেতার, শাসিতের প্রতি শাসকের, প্রজার প্রতি রাজার যে কর্ত্তব্য, তাহা গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কেহ এদেশে আছে কি?

সীমান্তে শাসন-সংস্কার।—বিগত মণ্টেগু-চ্যামসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় ভারতের অন্য সকল প্রদেশকে শাসন-সংস্কার দেওয়া হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে তখন অন্যায় ভাবে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। সেই সময় হইতেই সীমান্তের অধিবাসিগণ শাসন-সংস্কার পাইবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। সীমান্ত প্রদেশ মুসলমান প্রধান স্থান এবং স্বাধীন মোসলেম রাজ্য আফগানিস্থানের সহিত সীমান্তের নির্ভীক পাঠান বাসিন্দাদের সকল দিক দিয়া ঘনিষ্টতর সম্পর্ক বিদ্যমান বলিয়া মহাসভাপন্থী কাবুলী-ফোবিয়াগ্রস্ত লালা-পাল ও মালবী-দলের হিন্দুগণ সীমান্তবাসীর এই শাসন-সংস্কার প্রাপ্তির দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে। মহাসভাপন্থিগণ এই সম্পর্কে এযাবৎ প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুগণ শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের বিরোধী; কাজেই তথায় সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে। বিগত ৪ঠা মে তারিখে পেশোয়ারে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের যে এক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেওয়ান দিবানাথ নামক জনৈক হিন্দু নেতা মহাসভাপন্থীদের উপরোক্ত মিথ্যা প্রচার-কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, সামান্য কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত সীমান্তের হিন্দু জনসাধারণ সকলেই শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। দেওয়ান দিবানাথের এই উক্তির পর ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সীমান্তবাসী প্রায় সকলেই শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী। আগামী ১৯৩১ খৃঃ হইতে নূতন করিয়া যখন ভারতের শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন সীমান্তবাসীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে, ইহাই আমাদের আশা।

শক্তি সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধায় যে সেই ধ্বংসকর অনল-শিখা নির্ব্বাপিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা চীনের পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। চীন-জাপানের এই যুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী যে জাপানীরাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, সিনানফু নগরী চীনের এলাকায় অবস্থিত; সেখানে জাপানী সৈন্যের অন্যায় অধিকার স্থাপন কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহ যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অতি সহজেই ইহা মনে করিয়া নেওয়া যায় যে, যদি দরকার হয়, তবে হয়ত বৃটিশ সরকার এই ব্যাপারে জাপানের সহিতই যোগদান করিবেন। অপর পক্ষে, চীনের সহিতও বলশেভিকদের যোগদানের সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, ব্যাপার ক্রমে যেরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে চীন-জাপান সমরের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অতি কঠিন। দেখা যাউক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়!

আর এক অবতার!—কলিকাতার বিদ্রোহী এবং ঢাকার ধর্ম্মদ্রোহী দল ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, তাহা সামলাইতেই দেশের চিন্তাশীল সুধী-ব্যক্তিরা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতা ও ঢাকার দেখাদেখি অধুনা মফঃস্বল হইতেও নূতন নূতন অবতারের আবির্ভাব আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি দিনাজপুর হইতে আমরা এইরূপ এক অবতারের অস্তিত্বের সংবাদ পাইয়াছি। এই অবতারটী নামে মুসলমান এবং বি-এ, উপাধিপ্রাপ্ত। ইনি স্থানীয় কতিপয় অর্দ্ধ-শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান পরিচালিত একখানি খিচুড়ী কাগজে [illegible] বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া [illegible] জাহির করিয়াছেন। ইহার মতে "জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য!" পবিত্র ইসলাম নাকি "জগতের সকল ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া মানিতে এবং ঐ সকল ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন ও সম্মান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন!" কিন্তু এই অবতারের মতে "মৌলবীরাই (নাকি) একমাত্র ইসলামের সত্যতার দাবী করিয়া এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে কাফের বলিয়া যত অনিষ্টের সৃষ্টি করিয়াছেন!" "কাফের" শব্দটী নাকি "মৌলবীদিগেরই মৌলিক আবিষ্কার!" ইহার মতে জগতের এই ধর্ম্ম-বিপ্লব, মতবিরোধ ও ভেদ-বৈষম্য দূর করিবার জন্যই "শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বরে "মত পথ"এর বাণী লইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর রূপে মনুষ্য-শরীর ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই নাকি এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার।" অতএব বি-এ, উপাধি-ধারী সেমী-অবতার মুসলমানটীর শেষ অভিমত এই যে, মোল্লা-মৌলবীদের কথা ছাড়িয়া বিশ্ববাসীর হিতের জন্য "শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বরে যে উদার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে।" অন্যথা "ভারতবাসী তথা মুসলমান জাতির কল্যাণ ও মুক্তির নাকি আর কোনই উপায় নাই!" আমরা এই সকল অপবিত্র উক্তির উত্তর দিয়া জাতির অপমানের ভার বৃদ্ধি করিব না। কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মহীন নাস্তিক্য শিক্ষা ও শয়তানী সভ্যতার প্রভাবে মুসলমান সন্তান বি-এ, এম-এ, পাস করিয়াও শের্ক-কোফরীর সুগভীর কলুষ-গর্ত্তে কিরূপ ভাবে ডুবিয়া যাইতেছে, সমাজকে তাহাই একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। আর এই সঙ্গে আমরাও একবার দেখিয়া লইতে চাই যে, আদর্শ-হীন, লক্ষ্যহারা মুসলমান যুবকের ধর্ম্মদ্রোহীতা, স্বেচ্ছাচার, অধঃপতন ও দুর্গতি কতদূর গড়াইয়া যাইতে পারে!

কলিকাতায় সংগঠনী শরারত

রাজরাজেশ্বরী মিছিলে হাঙ্গামা

একজন মুসলমান ভীষণ আহত

[নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট]

বিগত বুধবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলিকাতা বড়বাজার হইতে রাজরাজেশ্বরী মিছিল বাহির হয়। গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে হইলে সোজা পশ্চিম দিকে হ্যারিসন রোড ধরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু মিছিলকারী সংগঠনী হিন্দুগণ মসজেদের সামনে বাজনা বাজাইয়া মুসলমানদের মনে ব্যথা দিবার জন্য পশ্চিম দিকে সোজা রাস্তায় গঙ্গার দিকে না যাইয়া পূর্ব্বদিকে সেন্‌ট্রাল এভেনিওর দিকে অগ্রসর হয়। মিছিল দিহ্ মির্জ্জার মসজেদের সামনে উপস্থিত হইয়া বাদ্য-বাজনা বন্ধ করিয়া নীরবে চলিয়া যায়। কিন্তু সেন্‌ট্রাল এভেনিউতে অবস্থিত গেড়াতলার মসজেদের সামনে উপস্থিত হইয়া মিছিলকারিগণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বিকট-রোলে বাদ্য-বাজনা করতঃ বিষম হট্টগোল করিতে থাকে। এই সময়ে মসজেদ হইতে কয়েকটি লোক বাহির হইয়া মিছিলকারীদিগকে বিনীতভাবে বাজনা বন্ধ করিতে অনুরোধ করে। মিছিলকারীগণ মুসলমানদের এই অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া আরও বিকটরোলে বাজনা বাজাইয়া হল্লা করিতে থাকে। ফলে মসজেদ-সন্নিহিত মুসলমান বস্তী হইতে কয়েকজন মুসলমান সংগঠনীদের শরারত দমন করিতে অগ্রসর হন। তখন গতিক ভাল নয় বুঝিয়া মহাবীরদল পৈত্রিক প্রাণ লইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে। কাজেই গেড়াতলা মসজেদের সামনে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই।

গেড়াতলা হইতে পলায়ন করিয়া মিছিলকারীগণ সেণ্ট্রাল এভেনিউ ধরিয়া সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মিছিল বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের সন্নিকটে পৌছিলে পর হঠাৎ সংগঠনীদের মধ্যে ক্ষাত্র-শক্তি জাগিয়া উঠে এবং এক পথিক মুসলমানকে সম্মুখে পাইয়া তাহারা তাঁহাকে বেদম প্রহার করে। অতঃপর মিছিল বিডন ষ্ট্রীট, চীৎপুর রোড ও হ্যারিসন রোড হইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়া যায়। পথিমধ্যে আর কোথাও কোনরূপ হাঙ্গামা হয় নাই। প্রকাশ, আহত মুসলমানটীর অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন।

কংগ্রেস এই প্রস্তাবে বলিতেছেঃ—"The Congress resolves that without prejudice to the rights that the Hindus and the Musalmans claim, one to play music and conduct processions wherever they please and the other to slaughter cows for sacrifice or for food wherever they please, the Musalmans appeal to the Hindu feelings as much as possible in the matter of cow slaughter and the Hindus appeal to

প্রাচ্যে প্রলয়াশঙ্কা—চীনে রণ-দুন্দুভী

চীন-জাপানে ভীষণ সংঘর্ষ

বহু জাপানী ও চীনা সৈন্য হতাহত

গত বৎসর চীনের রাজ্যে লাগিয়া যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবার আবার উত্তর চীনের সিয়ানফু অঞ্চলে সেই ঘটনার সূত্রপাত হইতেছে। এবারেও ব্যাপারের সহিত গত বৎসরের ব্যাপারের পার্থক্য এই যে, এবার চীনের জাতীয় দলের সহিত বাহিরাগত জাপানীদের সহিত—ইংরেজের সহিত নয়। এতদ্‌সম্পর্কে উদ্রোহারা যে, উত্তর চীনের ঐ অঞ্চলের উপর জাপ-প্রভাব বিস্তমান।

শতাধিক মৃত্যুমুখে

রফিব বাহিনী জাপ অঞ্চল আগ করিতে অসম্মত হওয়ায়, জাপ সেনারা রফিব বাহিনীকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে এক তীব্র জাপ-চীন সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, রফিব বাহিনীর প্রায় ১৫ হাজার সেনা এই সম্পর্কে যোগ দিয়াছে। জাপসিন সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। চীনসিনের সংখ্যায় প্রকাশ, জাপ বাহিনির কর্তৃপক্ষ সিয়াংফুতে ট্রাম্পারী যোগাই করিয়া সেনা প্রেরণ করিতেছেন। প্রকাশ যে, চাংচোলীন জাপানী-দিগকে সাহায্য করার প্রত্যাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রত্যাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

সমরক্ষী প্রেরণ

সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, সিয়াংফুতে সম্প্রতি যখন প্রায় ১০ সহ চীনা বাহী পরিচালিত এবং বহু আহত হইয়াছে। বিশেষ-দূতের চীনারা সংবাদ দিয়াছে যে, জাপানী-দেরিনসান চানসান বলে, বহু হ-হইয়াছে।

নিরপেক্ষতার চেষ্টা

সিয়াংফু হাঙ্গা অঞ্চল স্থানে জাপ-বিরোধী আন্দোলন উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় জাপ রণ-বিভাগ ইয়াপী নদীর অঞ্চলে জাপ অঞ্চল এবং শক্তির চীনের জাপ অঞ্চল অভিযুক্ত রক্ষাবেষী প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন। সিয়াং-চৌতে আর ৭ খানি ডেষ্ট্রয়ার প্রেরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংহাই-এ যে সমর-শক্তি প্রেরিত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আরো কোরিয়া হইতে বিমান-শক্তির প্রেরিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মাইল 'মৌজিওমারু' সাগরে হইতে সিয়াংফুতে চীন কুলির জন্য আনিতেছে।

জাপানিদের আতঙ্ক

চৌকিওত ৪ই যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সিচীন হইতে দুইখানি 'ডেষ্ট্রয়ার' চড়ে ও হাংওান নামক স্থানে ৫ রওয়ানা হইয়াছে। এই দুই স্থানের অধিবাসী জাপানিদের ব্যাপারে খুবই বিপন্ন না হয়, তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিনানফুতে শুভ্রম কার্য্য

সিনানফু হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সেকিনফুতে অধ্যক্ষ স্থান দ্বারা অত্যন্ত স্থান জাপানী ও বৈদেশিকগণের মধ্যে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই বৃহ কয়েই বীজন। সিনানফুতে জাপানিদের আগও হয়েই মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জাপানী গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা

টোকিওত ৪ই যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বস্ত সূত্রের বহু সিনানফু হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুনরায় সামরিক বিভাগের কেতার 'বাজার সাহায্য সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। সে বাহাই হউক, সামরিক অথবা বিপদ্ধ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। সিনানফুর সিনানফু-তাহারা কোনই বিপদ আশঙ্কা করেন না।

সাহরের বিমান এই যে, সেই সময় কথা প্রকাশিত হইতেছে।

দুশংস হত্যাকাণ্ড

সাংহাই-এই যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, চৌকিংতে তাহাবোলে চীন পরাধ্বই সচিব প্রতিবাদ আদিয় পৌঁছিয়াছে। 'হোংক' বু ব্যু, সাংহাই-এ জাপ সৈন্য প্রেরণ চীনের আর

সেন্য প্রেরণের প্রতিবাদ-বক্তিয়াছেন, এবং জানাইয়া রাজ্যে যে, ইহার ফলাফলের জন্য জাপ সরকারই দায়ী হইবেন।

পরধ্বই সচিব জানাইয়াছেন :—

"বহুই আগস্টের ঘটনার পর, তত্ত্ব এবং তারিখে চোরবেলা সিনানের জাপ সেনাগণ বিনা চাকাইয়ে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনই ঘোনারেল চিয়াং কাইশেক এবং আমেরিকার কণ্সালগণ ও তাহাদের সেক্রেটারীরা নিরাপদ আছেন।

রেলপথ বিলম্বত

সিচীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, জাপানের রেলপথ নেতৃত্বে প্রায় ২০০০ হাজার জাপানী সৈন্য সিনানফুর দিকে রওয়ানা হইয়াছে।

কিন্তু ইহারা কেন্দী গাড়ীর দিয়া আইব পথে। এই খানী সিনানফু হইতে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রকাশ যে, সেখানকার জাপ সৈন্য বিলম্ব হইতেছে, তাই সেখানে বিশেষ সাহায্য করা হইতেছে না—এরূপ শোনা যাইতেছে।

জাপানী গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা

টোকিওত ৪ই যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বস্ত সূত্রের বহু সিনানফু হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুনরায় সামরিক বিভাগের কেতার 'বাজার সাহায্য সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। সে বাহাই হউক, সামরিক অথবা বিপদ্ধ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। সিনানফুর সিনানফু-তাহারা কোনই বিপদ আশঙ্কা করেন না।

সাহরের বিমান এই যে, সেই সময় কথা প্রকাশিত হইতেছে।

দুশংস হত্যাকাণ্ড

সাংহাইর এই যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, চৌকিংতে তাহাবোলে চীন পরাধ্বই সচিব প্রতিবাদ আদিয় পৌঁছিয়াছে। 'হোংক' বু ব্যু, সাংহাই-এ জাপ সৈন্য প্রেরণ চীনের আর

সেন্য প্রেরণের প্রতিবাদ-বক্তিয়াছেন, এবং জানাইয়া রাজ্যে যে, ইহার ফলাফলের জন্য জাপ সরকারই দায়ী হইবেন।

পরধ্বই সচিব জানাইয়াছেন :—

"বহুই আগস্টের ঘটনার পর, তত্ত্ব এবং তারিখে চোরবেলা সিনানের জাপ সেনাগণ বিনা চাকাইয়ে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনই ঘোনারেল চিয়াং কাইশেক এবং আমেরিকার কণ্সালগণ ও তাহাদের সেক্রেটারীরা নিরাপদ আছেন।

রেলপথ বিলম্বত

সিচীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, জাপানের রেলপথ নেতৃত্বে প্রায় ২০০০ হাজার জাপানী সৈন্য সিনানফুর দিকে রওয়ানা হইয়াছে।

কিন্তু ইহারা কেন্দী গাড়ীর দিয়া আইব পথে। এই খানী সিনানফু হইতে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রকাশ যে, সেখানকার জাপ সৈন্য বিলম্ব হইতেছে, তাই সেখানে বিশেষ সাহায্য করা হইতেছে না—এরূপ শোনা যাইতেছে।

নাসাকর্ব ছেদন

একবর জাপ বাহিনীকে সাংহাইএর পরধ্বই বিভাগের অধিনায়ক অনিল আজ্ঞা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, জাপানীরা যেন সাংহাই অভিমুখে আর অগ্রসর না হয়। উক্ত বাহিনী পরধ্বই বিভাগের অধিনায়কের নাসাকর্ব ছেদন করিয়াছে। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, জাপানীরা যেন সাংহাই অভিমুখে আর অগ্রসর না হয়। উক্ত বাহিনী পরধ্বই বিভাগের অধিনায়কের নাসাকর্ব ছেদন করিয়াছে। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, জাপানীরা যেন সাংহাই অভিমুখে আর অগ্রসর না হয়।

সেতু ধ্বংস

চীনসিনের হাতে সিচীন সিয়াংফুতে যে সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

চীনা-জাপানী যুদ্ধ

চীনসিনের হাতে সিচীন সিয়াংফুতে যে সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

জাপানী সৈন্য

চৌকিওত ৮ই যে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সিচীন হইতে দুইখানি 'ডেষ্ট্রয়ার' চড়ে ও হাংওান নামক স্থানে ৫ রওয়ানা হইয়াছে।

চীনসিনের হাতে

Regd. No. C-1353.

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

মাসিক	প্রতি ইঞ্চি	প্রাত সংখ্যা	৫০ আনা।
ষাণ্মাষিক	"	"	।৵০ আনা।
বার্ষিক	"	"	।০ আনা।

সংবাদ-পৃষ্ঠা সাধারণ হারের দ্বিগুণ। কর্ম্মখালী প্রতিসং প্রতি ইঞ্চি ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিশেষ বন্দোবস্তের ন্য ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

"হানাফী" অফিস ঃ—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
প্রতি সংখ্যা ৵০ এক আনা।

"হানাফীর" নিয়মাবলী
১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।
২। শহর মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা; মাশুল স্বতন্ত্র।
৩। বৎসরে চারি সপ্তাহ বন্ধ থাকে। হিসাবে ৪৮ সংখ্যা পাইবেন।
৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হইবে।
৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখিতে হইবে।
৭। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।
ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE HANAFI
A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office :—47 Ripon Street, Calcutta.

৩য় বর্ষ] ৮-ই জেলহজ্জ ১৩৪৬ হিঃ সোমবার—১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ইংরেজী ২৮-শে মে ১৯২৮ [৪২শ সংখ্যা

গুণের পরীক্ষা
দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত
অমৃতকুণ্ড সালসা
সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন। দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

"স্বর্ণঘটিত অমৃতকুণ্ড সালসা" [illegible] দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে। পারদ ও উপদংশ বিষ, বাত, কুষ্ঠদুষ্ট, খোষপাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।
মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ।।০, তিন শিশি ২।।০ টাকা; মাঃ ৫৵০ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং দাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

লক্ষ ব্যক্তির প্রশংসনীয়—চর্ম্ম-রোগের যম—'শ্রীগণেশ মার্কা'
নিমসার-তৈল
২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।
খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, দাদ, হাজা, পাকুই পর্ব্বী-ঘা, পারা-ঘা, শোষ, নালী ও পচা-ঘা অণ্ডকোষের চুলকণা, চটাচটা, নাকে ক্ষত ও দুর্গন্ধ, আলাপাকা, কাণচাটু, বসন্তের ঘা ও কাল দাগ, গলিত কুষ্ঠ, মরামাস ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্মব্যাধি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ।০, মাঃ ।৵০, তিন বোতল ১।০, মাঃ ।৵০ আনা। বড় বোতল ৫৵০, মাঃ ।৵০ আনা, ৩ বোতল ২।০ টাকা, মাঃ ৫৵০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান :—
আর. সি. কবিরত্ন—৬০ নং (২) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং
বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।
৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

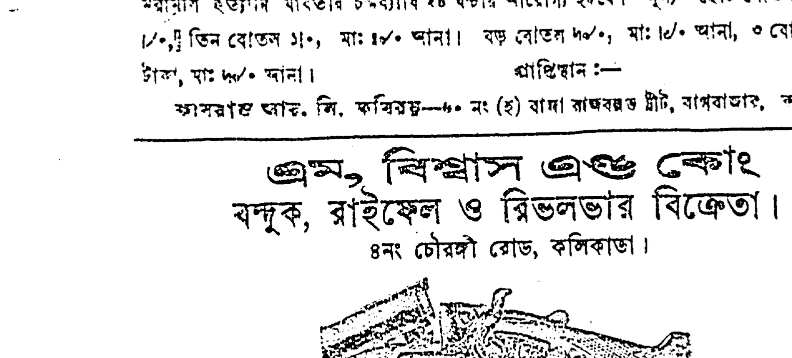

এক নলি ক্যাপদার দেশী বন্দুক ৩৫৲। বিলাতী ৬৫৲ ২ নলি ঐ ৫০৲, বিলাতী ৮০৲। এক নলি কার্টিজ বা টোটাদার বন্দুক ৫৫৲ হইতে ৭০৲। ২ নলি ঐ বেলজিয়াম ৭০৲, বিলাতী ১০০৲। ১২ নং কার্টিজ বা টোটা ১০৲, ১১৲, ১২৲ শত। বারুদ ৩৲ পাউণ্ড, ক্যাপ ৬৵০ শত। ছররা (ছিটা) ।০ পাউণ্ড। সকলপ্রকার বন্দুক ও মেরামত কর্ম্ম তৈয়ার করা হয়। হাওয়ার বন্দুক ৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

বিজ্ঞান জগতের নূতন আবিষ্কার

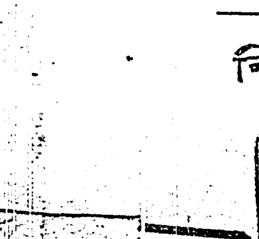

আপনি কি আমেরিকান "এভার রেডি" সার্চ লাইট দেখিয়াছেন? ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি অন্ধকারে চোর, ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর হাত হইতে বাঁচিতে চান, 'এভার রেডি' লাইট আপনার বন্ধুর কাজ করিবে। সুইস টিপিলে উজ্জ্বল আলো চতুর্দ্দিকে [illegible] পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়। অর্ডারের সহিত ২৲ অগ্রিম পাঠাইলে ভিঃ পিতে মাল পাঠাই।
মহানারা এজেন্সি, ৮২নং মছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা
তৃতীয় সার্টিফিকেট ঃ
সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দেশমান্য আলেম জনাব মৌলবী ইয়াছিন গাজি সাহেব লিখিয়াছেন :—
প্রিয় কবিরাজ মহাশয়,—
আপনার কথামত দুই মাস ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার শরীরের চাকা চাকা দাগ, কান ও নাসিকার ফুলা, গায়ে পিপিড়া হাটিতেছে অনুভব ও কীট দংশনের ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা এবং জালা ও অসাড়তা কিছুই নাই। নাসিকার ভিতর ক্ষতাদি ও হস্ত, পদ, কোমর, গ্রীবা, উরু, সন্ধিস্থলের ব্যাথা হইত, তাহা এখন কিছুই নাই ও চাকা চাকা দাগ সমূহ একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, এমন জিনিষ আমার নাই। আমি খোদাতায়ালার নিকট কায়মনবাক্যে আপনার মঙ্গল কামনা করি। ইতি—
বশম্বদ—
(স্বাক্ষর) ইয়াছিন গাজি।
বর্ত্তমানে কুষ্ঠ-চিকিৎসা লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন, কিসে ইহার প্রতিকার হয়, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, মরণোন্মুখী কুষ্ঠ রোগী, ভয়াবহ চর্ম্মরোগ, প্রবল বাতরক্তাদি রোগী যদি আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন, তিনি অবশ্য আরোগ্য হইবেন। শ্বেত-কুষ্ঠের নমুনা দেওয়া হয়, ডিঃ পিঃ খরচ পাঁচ আনা।
শালিখা কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি
৪নং হরগঞ্জ রোড, শালিখা (হাওড়া)

বকর—ঈদ উপহার
৩০শে জেলহজ্জ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দেওয়া হইবে।
১। বাঙ্গালা দেশকাত শরিফ ১।০ স্থলে ১৲ টাকা। ২। কোর-আনের দোয়া ও আমলিয়াত [illegible]
৩। মসলা বিধান ।৵০ আনা স্থলে ।০ [illegible]
[illegible]
গিনার কোম্পানী
৩৬নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

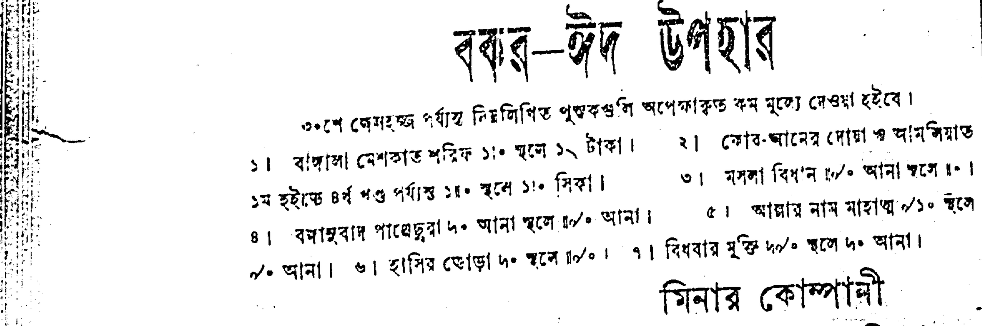

[illegible] পত্র লিখিলে বিনামূল্যে [illegible] ভিঃ পিঃ খরচ [illegible]
ম্যানেজার—নিজামুদ্দীন আহম্মদ বি, এ,
পোষ্ট ও জেলা দিনাজপুর।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের—
কেতকী কুসুম তৈল
সৌগন্ধে ও উপকারিতায়
কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।
যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে,
এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,
কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার
আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল"
ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরাৎ ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।।০ আনা, ৩ শিশি ২।।০ মাঃ ৫৵০ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,
২নং দাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি সুলতানোল ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ্ জনাব

মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস নেয়ামত, লায়লাতোল কাদরের সর্ব্বোত্তম দান

কোর-আন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি অনুবাদ ও তফসির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানাও নির্ভুল ও ইসলামী আকায়েদের মোয়াফেক নহে। [illegible] আমীর-উস-শরিয়তে বাঙ্গালা, আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে হানাফীয়ায় বাঙ্গালা—জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার সভাপতি, সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মনেতা পীর ও মোর্শেদ জনাব শাহ [illegible] মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে [illegible] তফসিরখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১। প্রথম পারা আলে লাম্ মিম্ক
দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।
ঝক্ঝকে কাগজে সুদৃশ্য কভারে ৩৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। যাহাতে গরীব দুঃখী সকলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য যথা সম্ভব কম মূল্যে অর্থাৎ নাম মাত্র ২৲ টাকা লইয়া এই বিরাট আকারের তফসিরখানি বিতরিত হইতেছে। মনে রাখিবেন—এই তফসির লিখিতে কয়েক সহস্র টাকার তফসির ও অন্যান্য কেতাব ক্রয় করিতে হইয়াছে, তাহার সমষ্টি মাত্র দুই টাকায় পাইবেন।

২। ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফসির
সুবৃহৎ ও সঠিক বঙ্গানুবাদ, নাম মাত্র মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

৩। আমপারার বিস্তারিত তফসির
যদি নামাজের সুরাগুলির মর্ম্ম ও বড় বড় তফসির লিখিত কোর-আন শরিফের বহু গবেষণা পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইবার আশা রাখেন, তবে ইহা পাঠ করুন। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ২।০ আড়াই টাকা মাত্র।

৪। ছায়েকাতোল মোসলেমিন
যদি চারি এমামের জীবনী ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মোহাম্মাদিদের গুপ্ত রহস্য জানিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

৫। তাছাওয়াফ তত্ত্ব বা তারকত দর্পন (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ২৲ টাকা।
এই কেতাবখানি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে এলমে তাছাওয়ফ শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। শরিয়ত, হকিকত, তরিকত ও মারফতের সমস্ত বিষয় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যদি জেকর আজকারের দলীল জানিতে চান, যদি নকশাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া তরিকার যাবতীয় জেকর আজকার ও তাহার নিয়ম, আসল নকল ফকির চিনিবার উপায় জানিতে চাহেন, তবে এখনই ইহার একখণ্ড ক্রয় করুন। বিরাট আকার ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ৪র্থ সংস্করণ মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৬। কলেমাতোল কোফর—মূল্য ৫০ আনা মাত্র।
কোন্ কোন্ কাজে বা কথায় মানুষের ঈমান নষ্ট হইয়া যায় বা কাফেরে পরিণত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে পাইবেন। ইহা একখানা ঘরে থাকিলে ও এই অনুযায়ী কার্য্য করিলে ঈমানে পরিপক্ক হইয়া পাক্কা ঈমানদার হইতে পারিবেন।

৭। কেরাত-শিক্ষা—মূল্য ।৵০ আনা
বিশুদ্ধরূপে কোর-আন শরিফ পড়িতে না পারিলে কোর-আনের আয়াতের উল্টা অর্থ হয়, ইহাতে নামাজে ব্যাঘাত জন্মায়। বিশুদ্ধরূপে কোর-আন পড়িবার কায়দা, কোন্ কোন্ স্থানে থামিতে হয়, কোন কোন কথা মিলিয়ে পড়িলে মানে উল্টা হইয়া মানুষ কাফের হয় [illegible]

৮। এজহারোল-হক বা কদমবুছির ফতোয়ার সমালোচনা
কদমবুছি কিভাবে জায়েজ বা নাজায়েজ তাহার বিস্তারিত সমালোচনা ইহাতে আছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৯। মিলাদে মোস্তাফা—১ম ভাগ, মূল্য ।।০ আট আনা।
ইহাতে কোর-আন ও সহিহ্ সহিহ্ হাদিস হইতে মিলাদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহা একেবারে নূতন বলিতে হইবে।

১০। বন্দে বেদআত—মূল্য ।।০ আনা।
পীরকে ছেজদা করা, গায়ের জানার দাবি করা, জেকেরের সময় চীৎকার করা, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, লাফালাফি করা, কামড়া-কামড়ি করা ও স্ত্রী-লোকের মোর্শেদের হাতে হাত দিয়া মুরীদ হওয়া, তাহার পা টিপিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ বেদয়াত ও হারাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে চক্ষে অঙ্গুল দিয়া দেখান হইয়াছে।

১১। দাজ্জাল ও জাল্লালের মামাংসা—মূল্য ।৵০ আনা
এই পুস্তক পাঠ করিলে দাজ্জাল ও জাল্লালের সমস্যা আপনা হইতে অপসারিত হইয়া যাবে আলোক প্রাপ্ত হইবেন।

১২। নাছরোল মোজতাহেদিন
এই প্রয়োজনীয় কেতাব তিন খণ্ডে সমাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৯০টি বিরোধজনক মসলা যাহা লইয়া লা-মজহাবিগণ দ্বন্দ্ব করিয়া থাকেন, তাহার অকাট্য দলীল দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ।।৵০ আনা, ২য় খণ্ড ।।৵০ আনা, ৩য় খণ্ড ।।৵০ আনা।

১৩। বঙ্গানুবাদ খোৎবা—মূল্য ।০ আনা
(জুমা, ইদল-ফেতর, ইদল-আজহা ও নিকাহের খোৎবা সম্বলিত।)
ইহাতে জুমার কয়েকটী, রমজানের একটি, দুই ঈদ ও নিকাহের খোৎবা লিখিয়া উহার অনুবাদ করা হইয়াছে, কোরআন ও হাদিস হইতে অতি জরুরী বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে [illegible] প্রত্যেক জুমাগৃহে রাখা আবশ্যক।

১৪। বাগমারার ফ্রোকাভঞ্জন
গানবাদ্য যে হারাম তাহা কোরআন হাদিস হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা।

১৫। সত্যপ[illegible] ও হাজীগঞ্জের বাহাস—মূল্য ।০ আনা।

১৬। [illegible] শিক্ষা
১ম ভাগ মূল্য ।।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।।০ আনা, [illegible] ভাগ ৫০ আনা, ৪র্থ ভাগ ।।০ আনা
বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম কেতাব; যাহারা মাত্র [illegible] পড়িতে জানেন, তাঁহারা এই কেতাবখানি পাঠ করিলে একজন উচ্চদরের ওয়ায়েজ হইতে পারিবেন। [illegible]

১৭। জরুরী মাসায়েল—প্রথম ভাগ মূল্য ।।০ আনা
টেলিগ্রামের সংবাদে রোজা বা ঈদ করা জায়েজ কি না? খোৎবার আজানের পরে মোনাজাত করা যায় কি না? মসজিদকে স্থানান্তরিত করা যায় কি না? ঈসালে-সওয়াবের শিরনি করা জায়েজ কিনা? বেনামাজীর জানাজা জায়েজ কি না? সর্প দংশনের তদবির প্রভৃতি ১৭টি জরুরী মসলা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

১৮। জরুরী মসায়েল, ২য় ভাগ মূল্য ।।০ আনা
[illegible] হারাম, হায়েজ ও [illegible] তদবির লিখিত হইয়াছে।

১৯। জরুরী মসায়েল, ৩য় ভাগ ।।০ আনা
ইহাতে আল্লাহতায়ালার স্বরূপ, আয়ু কম বেশী হয় কি না? মসজিদে খেরাত ও সুদের মসজিদের ব্যবস্থা কি? খোদার নূরে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নূর সৃষ্টি হওয়ার অসারতা, ভূত তদবির ইত্যাদি অনেকগুলি মসলা লিখিত হইয়াছে।

২০। মজহাব মীমাংসা ১৲ টাকা
বর্ত্তমান জামানায় লোকের পক্ষে যে চারি মজহাবের যে কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, তাহার ভূরি ভূরি দলীল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

২১। নেকাহ্ ও জানাজা তত্ত্ব, ।৵০ আনা
এই কেতাবের সাহায্যে নেকাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সহিহ মসলা অবগত হইতে পারিবেন।

২২। ফেরকাতোন নাজীন, ।।০ আনা
৭৩ ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা বেহেশতী ইহাতে তাহার অকাট্য প্রমাণ সহ সুমীমাংসা করা হইয়াছে।

২৩। গ্রামে জো'মা, ।৵০ আনা
ইহাতে অধিকাংশ গ্রামে জোমা ফরজ হওয়ার দলীল সহ প্রধান হিন্দুস্থানের একটি সম্পূর্ণ ফতোয়ার মর্ম্ম লিখিত আছে। ইহাতে সর্প বিষের তদবির লিখিত হইয়াছে।

২৪। কেয়াছের অকাট্য দলীল, ।।৵০ আনা
কেয়াসের শরিয়তের দলীল হওয়ার বহু দলীল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

২৫। এহকাকোল হক ।।৵০ আনা
মওলানা হামেদ সাহেব সেমা সম্বন্ধে ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলার বিরুদ্ধে যে ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য রহস্য এই কেতাবে দেখিতে পাইবেন।

২৬। আখেরে জোহর ।৵০ আনা
যাহারা আখেরে জোহর পড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ ইহাতে পাইবেন।

২৭। কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ ।৵০
হানাফী মজহাবের সত্যতা ও মোহাম্মদীদের পরাজয় বুঝিতে পারিবেন।

২৮। কামেয়োল মোবতাদেয়িন
প্রথম খণ্ড ৫০ আনা, ২য় খণ্ড ।।০ আনা, ৩য় খণ্ড ।।০ আনা।
মজহাব বিদ্বেষী দলের মৌঃ বাবর আলী লিখিত জেয়ানতোল মোমেনিনের দন্তচূর্ণকারী প্রতিবাদ।

২৯। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার
প্রথম খণ্ড মূল্য ১৵০ আনা, ২য় খণ্ড ।।০ আনা, ৩য় খণ্ড ।।০ আনা, ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ
হানাফী মজহাবের নিয়ম মত ওজু, গোসল, পাক, নাপাক হইতে শরীয়তের যাবতীয় জরুরী মসলা সমূহ বিস্তারিত রূপে ফেকহের বৃহৎ বৃহৎ কেতাব হইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩০। তাবিজাত
প্রথম ভাগ ।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।৵০ আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ আনা।
[illegible] এই কেতাবে প্রত্যেকটি তাবিজ ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা ও অন্যান্য বহু বোজর্গ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। কেতাবখানি ঘরে থাকিলে আপদে-বিপদে রোগে-শোকে বিশেষ কাজে লাগিবে।

৩১। তরদিদোল মোবতেলিন
প্রথম ভাগ মূল্য ।।০ আনা মাত্র।
মজহাব বিদ্বেষীগণের লিখিত 'ছয়ফোল মোহাম্মদীন' নামক অপবাদ পূর্ণ প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ।

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৫০ আনা
বাঙ্গালা ভাষী হাজীগণের আদরের ধন। অনেক হাজী কেবল বাঙ্গালা ভাষা জানেন, তাঁহারা [illegible]

৩৩। কারামতে আহমদিয়া মূল্য ।০ আনা
[illegible] এই কেতাবে তাহার অকাট্য প্রতিবাদ [illegible] লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩৪। লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ
মূল্য চারি আনা মাত্র
ইহাতে মজহাব বিদ্বেষীদের শোচনীয় পরাজয় দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

৩৫। সিরাজগঞ্জের বাহাছ মূল্য ।৵০ আনা
ইহাতে মৌলুদ, কেয়াম, আখেরে-জোহর, গ্রামে জুমা ও ইছালে-ছওয়াবের মীমাংসা করা হইয়াছে।

ইবতালোল-বাতেল মূল্য ।৵০ আনা
ইহাতে কটকবাজার উপস্বত্ব ভোগ হারাম হওয়ার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

৩৭। নবাবপুরে হানাফি মোহাম্মদিদের বাহাছ
মূল্য আট আনা মাত্র।
হুগলী জেলার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রামে দুই দিবস পর্য্যন্ত লা-মজহাবীগণের সহিত বাহাছ হয় তাহাতে মোহাম্মদীদিগের শোচনীয় পরাজয় পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন।

৩৮। গ্রামে জো'মা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া, ।০।

৩৯। রত্নখনি, সুমধুর গজলের কেতাব, মূল্য ৵০ আনা।

নিম্নোক্ত কেতাবগুলি যন্ত্রস্থ :—
মিলাদে মোস্তফা দ্বিতীয় ভাগ, জেলকদরুল রসুল, মসলা ভাণ্ডার চতুর্থ ভাগ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—অহিদি লাইব্রেরী—[illegible]পুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

ইস্লামী জাতীয় আদর্শের পতাকা।
বঙ্গীয় মোস্লেম সমাজের শ্রেষ্ঠতম ও জনপ্রিয়
মাসিক পত্র
ইসলাম-দর্শন
অভিনব বেশে ৬ষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইল।
সম্পাদক ঃ—মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
ও
কবি শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি
নিয়মিত লেখকগণ ঃ—ধর্ম্ম-সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট দেশ-মান্য আলেম জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বঙ্গীয় মোস্লেম-সাহিত্যাকাশে দীপ্ত-সূর্য্য মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব) বার-এ্যাট-ল, বাঙ্গালার হাফেজ কবিবর মৌলবী শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি মৌঃ গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি, মোহাম্মদীর ভূতপূর্ব্ব যশস্বী সম্পাদক ও তেজস্বী লেখক মৌলবী ফজলুল হক সেলবর্ষী, জাতীয় কবি শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি, প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবি মৌলবী মোহাম্মদ এমদাদ আলি, পারস্য-সাহিত্যের পরশ-মণি সুকবি মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক এম-এ, ইসলামিয়া কলেজের প্রফেসর মৌলবী আবদুল মজিদ এম-এ,। এতদ্ভিন্ন আরও বহু বিখ্যাত আলেম, প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণ ইসলাম-দর্শনের গৌরব ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে স্ব স্ব শক্তি নিয়োজিত করিবেন।
৬ষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইল। এবার ইসলাম-দর্শন প্রত্যেক মাসের প্রথমে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। পুরাতন গ্রাহকগণ আশ্বস্ত এবং নূতন গ্রাহকগণ সত্বর হউন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইয়াছে, হতাশ হইতে হইবে। বার্ষিক মূল্য পূর্ব্ববৎ ২।০ টাকা; ভিঃ পিঃতে ২৵০ আনা; প্রতি সংখ্যা [illegible]
ম্যানেজার ঃ—ইসলাম-দর্শন
৩৭নং [illegible], কলিকাতা।

নীরোগ থাকিবার উপায়

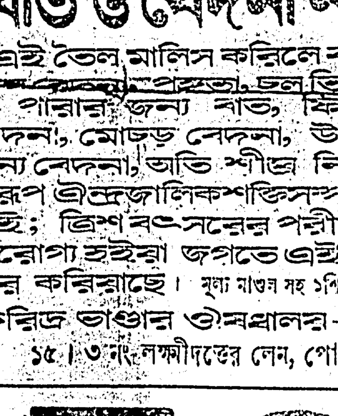

[illegible] বর্জ্জিত বিশুদ্ধ পানীয় জল [illegible] প্রতি ঘণ্টায় ১০০।১২৫ ঘড়া জল পাওয়া যায়। ২০০।২৫০ শত গৃহস্থের নিমিত্ত একটী নলকূপ যথেষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী। বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে কল বসাইয়া থাকি! নিজে বাঁচুন এবং প্রতিবেশীকে বাঁচান। ডজ্জই এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিয়া বিবরণ জানুন।
দি ইকনমিক টিউব ওয়েল সাপ্লাই কোং
জি, ৮১।৮২ মিউনিসিপাল মার্কেট, কলিকাতা

বিনামূল্যে দাদের ঔষধ
[illegible] উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব [illegible] মাশুলে ১ গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। ডাঃ গোপ্তির পাচড়ার ঔষধের মূল্য দাদের ঔষধের ন্যায়। নমুনার জন্য লিখুন।
বি গোপ্তি এণ্ড কোং,
পোঃ নাটোর (৩) রাজসাহী।

দৈবপ্রাপ্ত ধবলের মহৌষধ
ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন, খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে; বহু পরিক্ষিত মূল্য প্রতি দুই রকমের ঔষধ ২।০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।
মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার "হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসিত
শান্তিরস সালসা
যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্ট, দেহে নব বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত।
দূষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত। সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয়।
হেড অফিস ঃ- ৪০।১৩ (গ) অপার চিৎপুর রোড } মূল্য ১৷০ কলিকাতা { ব্রাঞ্চ আফিস ঃ— ৩।২(গ) দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট।

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের প্রশংসিত

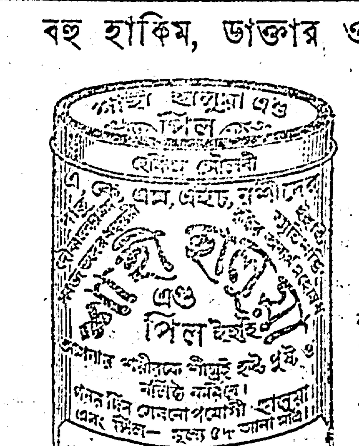

অযাচিত বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র এক খানি প্রকাশ হইল :—
বর্দ্ধমান বসিরহাট নিবাসী হেড মৌলবী মওলানা বজলর রহমান সাহেব বলেন,—"শাহী হালুয়া এণ্ড পিল" [illegible] পুষ্টিকর, নির্দ্দোষ ও দুর্লভ ইউনানী [illegible] বলিয়া আমি মনে করি। [illegible] নানা প্রকার স্ত্রীব্যাধিতেও ইহা বিশেষ কার্য্যকরী আধুনিক বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে ধর্ব্ব নহে। না করিয়া ইহা সেবন করিতে আমি জন-সাধারণকে অনুরোধ করি। মূল্য ১৲ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
এ, কে, এম, এইচ, কবীর মঙ্গলপুরী
পোঃ শিকড়া, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষিত [illegible] কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এবং যাবতীয় ডাক্তারগণ দ্বারা ব্যবস্থাপিত ও প্রশংসিত, গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারীকৃত
দেবেন্দ্র রস
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্ব্বপ্রকার পুরাতন, পালা, দৈহিক, ঘৌকালীন, মজ্জাগত জ্বর ও প্লীহা, যকৃৎ অরুচি ইনফুয়েঞ্জা প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা জ্বরাদির জীবাণু-নাশক ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। দুগ্ধপোষ্য শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করিতে পারে। মূল্য আট আনা শিশি। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
ক্লাইভ মেডিকেল হল
ফোন কলিঃ—১৭৫
৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মফঃস্বলে সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়
সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিনামূল্যে বিতরণ—"দেবেন্দ্র রস" ম্যালেরিয়া রোগীদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও দিনে বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে :—
দেবেন্দ্র কানন—যশোহর রোড, বেলগেছিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার, এবং রবিবার, বেলা ৮টা হইতে ১০টা। ক্লাইভ মেডিকেল হল—প্রতি শনিবার বেলা ৯টা হইতে ১১টা।

কুষ্ঠ
৭১ বিডন ষ্ট্রীট
সর্ব্বপ্রকার [illegible]
কুষ্ঠ, শ্বেত [illegible]
পক্ষাঘাত, স্ত্রীরোগ, [illegible]
ও দুঃসাধ্য রোগ প্যারাটিক চিকিৎসা
আরোগ্য করা হয়।

শরবতে ফোলাদ ও তেলায়ে বরকি
[illegible]
মেহ্নাশ [illegible]
এই রূপ [illegible] আর যোগ [illegible] ইহার ব্যবহার প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিট খৌন মাত্র। [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, প্রতি [illegible] আনা মাত্র [illegible]
[illegible]
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

জ্যামেকাসালসা রক্ত পরিষ্কারক পারা গর্ম্মি ও বাত নাশক বলবৃদ্ধিকারক সেবনকালে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১।৵০ ৩ শিশি ৪।৵০।
বাত ও বেদনা নাশক তৈল
এই তৈল মালিস করিলে বাত, গেঁটেবাত, সন্ধি-বাত, পক্ষাঘাত, চলতিবাত, জ্বালাবাত, গর্ম্মি ও পারার জন্য বাত, ফিকবেদনা, শ্লেষ্মাজন্য বেদনা, মোচড় বেদনা, উচ্চস্থান হইতে পতিত জন্য বেদনা, অতি শীঘ্র নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। এরূপ ঐন্দ্রজালিকশক্তিসম্পন্ন ঔষধ জগতে আর নাই; ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য হইয়া জগতে এই তৈল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মূল্য মাশুল সহ ১শিশি ১।৵০ আনা, ৩শিশি ৩।০ আনা।
দরিদ্র ভাণ্ডার ঔষধালয়—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল ঃ
১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

সূর্য্য ও চন্দ্র
[illegible]
আমাদের নিকট প্রতারণার কোন আশঙ্কা নাই। [illegible]
অথবা বিনামূল্যে নমুনা আমের জন্য আবেদন করুন।
এম, জে, কে, চৌধুরী
সত্বাধিকারী—খোলাবাড়িয়া কৃষিক্ষেত্র ও ফলবাগ,
নাটোর—রাজসাহী

ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে
গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোমিও কলেজে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া এম-বি, এম-এইচ-এস, উপাধি গ্রহণ করুন। নিয়মাবলীর জন্য সেক্রেটারী, ২৭নং হ্যারিসন রোডে পত্র লিখুন।
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ /২ পয়সা ৵১০ পয়সা ড্রাম। ক্রেতাদিগের প্রচুর লাভ। বিনামূল্যে বিস্তারিত ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন। বিদ্যাভেনিয়া ফার্ম্মেসী, ২৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হানাফী

"হানাফী প্রকাশে কভু আসিবে না
কপটতা প্রতারণা কভু আসিবে না
কলুষতার লিপ্সিকের
ছড়াই ও না।"
(কোরআন)

৭ই জেলহজ্ব—১৩৩৬ হিজরী,
মোতাবেক
৪র্থ ডিসেম্বর—১৯১৮ সাল।

ঈদ-অবকাশ।—আল্লাহতায়ালার রহমত ও বরকতের বিশ্বময়ী প্রবাহ স্বরূপ ছেলেরোজার পুণ্য তিথি হানাফী সাপ্তাহিক পত্রিকা উপলক্ষে আগামী ৭ই জেলহজ্ব মোতাবেক ১২ই ডিসেম্বর হইতে ১৩ই জেলহজ্ব মোতাবেক ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ "হানাফী"র সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকিবে। সুতরাং, আগামী ১২শে ডিসেম্বর তারিখের "হানাফী" প্রকাশিত হইবে না। তৎপর ইদ্গাহ্‌মাঠ্যাত্রী ২০শে ডিসেম্বর তারিখে "হানাফী" পুনরায় যথারীতি সকলের দেহেরও উপরিত হইবে।

বৃহস্পতিবার মৌলুদ্ শরীফের অনুষ্ঠান ও মিলাদ্ মাহফিল্ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। আগত নাম: গরু, ঘোড়া, হাগ, ঘেস ও দুধা প্রভৃতি। বৈধ শত্রু উৎসর্গ করিয়া আনন্দোৎসব করা এবং বাঁধনহিসে অভাব বিমোচন করিয়া আত্মোৎসর্গের অপূর্ব্ব ঘণ্টীর শিক্ষায় অগ্রসারিত হওয়াই এই বিরাট পর্য্যায়ী পর্ব্বোৎসবের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং, আগামী ১৩শে ডিসেম্বর তারিখে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এই বিরাট পার্ব্বণ উদ্‌যাপন করিবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে

দেশের কথা

কর্পোরেশনের খদ্দর কণ্ট্রাক্ট

কলিকাতা কর্পোরেশনের খদ্দর কণ্ট্রাক্ট বিবার ভার এবারে কাইস্রাস এক্টেট ও জেনারেল পারপাস কমিটির উপর দেওয়া হয়। একটী সাব কমিটির অনুমোদন মত ইহারা কাজ করে। সাবকমিটির সদস্য চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ এন, রাউত ও মিঃ চক্রবর্তী। এবার খদ্দর সরবরাহ করিবার জন্য (১) খাদি প্রতিষ্ঠান, (২) অভয় আশ্রম (৩) বিপ্লবী আশ্রম (৪) খাদি মণ্ডল (৫) খাদি প্রচার সমিতি (৬) গুড়চার্য এণ্ড ব্রাদার্স (৭) নন্দন ব্রাদার্স (৮) ক্যালকাটা সাপ্লাই এজেন্সি ও (৯) ওয়াছেল মোল্লা এণ্ড কোম্পানী টেণ্ডার দেন। সামান্য কিছু খদ্দর ছাড়া, বাকী সমস্ত খদ্দর ওয়াছেল মোল্লা এণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে লওয়া হইবে বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে।

বিরাট জুয়াচোর দল গেরেপ্তার

গতপূর্ব বুধবার গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর মিঃ কে, পি, মুখার্জি এবং পি, এন, মুখার্জি হঠাৎ মদনের এক জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত হইয়া একদল জুয়াচোরকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। দলের সর্দার ভূপেন্দ্রনাথ সরকারও মৃত হইয়াছে। গোয়েন্দা কর্মচারীগণ কয়েকটী বন্দুক, একটী রাইফেল, বহুসংখ্যক কার্তুজ, বহু চিঠিপত্র, ভারতীয় নৃপতি ও নবাবগণের গোপন কোম্পানীর কাগজ ও নগদে কয়েক হাজার টাকা ইত্যাদি পাইয়াছেন।

ছয়া পেরিবার একটী অদ্ভুত টেবিলও পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ সন্দেহ করে যে, বহু দিন যাবৎ এই লোকগুলি বাঙ্গলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের বহু স্থানে জীবন জুয়াচুরি করিয়া ফিরিতেছিল। পুলিশ মাসখানেক পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। জোর তদন্ত চলিতেছে।

ডাকাতের আড্ডায় পুলিস

গুপ্তীর আঘাতে দারোগা নিহত

গত ১৩ই মে তারিখে পেণ্ড জিলার (ব্রহ্ম) কবা থানার পুলিস সংবাদ পায় যে, এক বাড়ীতে একটী ডাকাতির ষড়যন্ত্র হইতেছে। দারোগা পুলিস ঐ বাড়ীতে যাইয়া ভিতরের লোকদিগকে ডাক দেওয়া মাত্র বন্দুকের গুলীতে নিহত হন এবং ঐ সঙ্গে একজন কনেষ্টবলও আহত হয়। ঐ আড্ডায় ৯ জন লোক ছিল। এপর্য্যন্ত মাত্র ১ জনকে গেরেফতার করা হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে একটী দেশী বন্দুক এবং ১৮টী কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। ১৫ই তারিখ প্রাতে ঐ বাড়ী হইতে একশত গজ দূরে একটী গোলার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় তাহার মধ্যে দুইটী কার্তুজই খালি ছিল।

ডেভিস হত্যার মামলা

চট্টগ্রামের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিসকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত কাজী রহমানের বিচার আগামী ১১ই জুন হইতে চট্টগ্রামে অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এ, পি, গোটিয়ের এজলাসে উঠিবে। প্রকাশ যে, আসামীর মানসিক অবস্থা প্রমাণের জন্য ও আসামীর পূর্ব্ব ইতিহাস অবগত হইবার জন্য ত্রিপুরা ও জলপাইগুড়ির বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং স্পেশাল লিঙ্গেল জুরীদিগকে আহ্বান করা হইবে। আসামীগণের প্রথম সাক্ষী হিসাবে নবাব মোশারফ হোসেনের নাম করা হইয়াছে।

ব্রিজপালের আত্ম-হত্যা

বোম্বাইয়ে ২২শে মের এক সংবাদে প্রকাশ, জুনাগড় ডবল খুনের অন্যতম আসামী ব্রিজপাল হরিলাল মাধবজী ভাট গত ২০ শে তারিখে ... আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

অভাব-অভিযোগ

সরকারী সাহায্য চাই

মুসলমান হাই স্কুল—খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। গত ৩০ বৎসর কাল এই স্কুল এতাঞ্চলে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করিয়া আসিতেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু ছাত্র স্কুলের কল্যাণে দেশে ও সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু দরিদ্র মুসলমান ছাত্র এই স্কুলে ফ্রি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। এমন এক দিন গিয়াছে, যখন ইহার ছাত্র সংখ্যা ৪১০ শতের অধিক ছিল। তৈরব নদের তীরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে স্কুলের সুন্দর পাকা বাড়ী অবস্থিত।

সময়ের চক্রে এই স্কুলের সেই গৌরবের দিন আর নাই। গত অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল আঘাতে ইহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ...

পুলিসের দুর্ব্ব্যবহার

নদীয়া মুসারফালী থানার জনৈক কনষ্টেবল এক হাটবারে কানাই নাম গ্রামনিবাসে নিকট সুদ পাইতে গিয়াছিল। ...

মফঃস্বল-সংবাদ

শূজানগরে নব-জীবন

পাবনা জেলার শূজানগরের ভূতপূর্ব্ব সবরেজিষ্ট্রার জনাব মৌলবী আহমদ আলী সাহেব ... মুসলমান সমাজের শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ...

ঢাকা সংবাদ

ঢাকা ওয়াকফ ষ্টেট মোকদ্দমা

নাগোরপুর মাদ্রাসা ও গবর্ণমেণ্ট

বিবিধ সংবাদ

আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৮ সনের আই-এ, এবং আই-এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ...

রসুল এস্কচেঞ্জে গোয়েন্দা পুলিস

শিক্ষিত যুবকের কাণ্ড

একজন নিহত পাঁচজন আহত

ব্যাঙ্ক মারার ব্যাঙ্ক-নিদ্র

বিবাদে খুন

পরলোকে নদীয়ার মহারাজা

মৌলানা মোহাম্মদ আলী

বোম্বাই সর্ব্বদল-সম্মেলন

শাসন-তন্ত্রের খসড়া-প্রণয়ন জন্য

কমিটি-গঠন

নানাস্থানে প্রবল ঝড়

বহু ঘরবাড়ী পতন ও কয়েকজনের মৃত্যু

মোসলেম এসোসিয়েশন

পত্র লেখকগণের প্রতি :—

নিরুদ্দেশ

বাঙ্গালার জলকষ্ট নিবারণ

সভা-সমিতি

সেনবাগ—নোয়াখালী

বিগত ১৩ই মে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সেনবাগ মধ্য ইংরাজী স্কুলে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ...

জোড়াগাছা—দিনাজপুর

... রজিব উদ্দিন তরফদার সাহেব ও মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল গফুর সাহেব জুলুম হইতে প্রজাগণ কিসে রক্ষা পাইতে পারে, তদসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি সাহেব প্রজাদের উপর এই অত্যাচার কাহিনী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ও বিভাগীয় কমিশনার সাহেবকে জানাইতে আদেশ করেন। রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

রিপোর্টার—
মোহাম্মদ নজমুল হক খাঁ
সেক্রেটারী, নবাবগঞ্জ প্রজা-সমিতি
পোঃ নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

জহিরাবাদ—ত্রিপুরা

গত ৩০শে বৈশাখ ত্রিপুরা জেলার মতলব থানার অন্তর্গত জহিরাবাদ মাদ্রাসা গোলজারে-ইসলামিয়ার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মওলানা আবদুল কাদের সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোরআন পাঠের পর ৩টার সময় ছাত্রগণকে মেডেল ও কেতাবাদি পুরস্কার দেওয়া হয়। অতঃপর মওলানা আবুল হোসেন ও মৌলবী মোহাম্মদ ইউছফ সাহেব বক্তৃতা করেন এবং মাদ্রাসার হেড মৌলবী সাহেব এক বৎসরের আয়-ব্যয় বুঝাইয়া দেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

রিপোর্টার—
মৌলবী আমীর হোসেন
জহিরাবাদ—ত্রিপুরা।

পৈলপাড়া—ত্রিপুরা

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ত্রিপুরা, মতলব থানার অন্তর্গত পৈলপাড়া মাদ্রাসার ২য় বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। মৌলবী মোহাম্মদ রেজা সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করতঃ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। স্থানীয় মৌলবী মফিজ উদ্দিন পাটওয়ারী ও মৌলবী ওসমান গণি সাহেবান সুমধুর বক্তৃতায় শিক্ষার গুণাগুণ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

রিপোর্টার—
আবু মোহাম্মদ মফিজ মিঞা
সেক্রেটারী, মক্তব মাদ্রাসা—ত্রিপুরা।

সাতক্ষীরা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

বিগত ১৭ই মে তারিখে কলারোয়া গুরুট্রেনিং স্কুলে সাতক্ষীরা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১ম অধিবেশন হয়। এই সভায় সমগ্র সাতক্ষীরা মহকুমার বহু-সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক, বহু ভদ্রলোক ও অফিসার বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা জেলা-বোর্ডের সুযোগ্য মেম্বর বাবু অন্নদা প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাতক্ষীরা সার্কেলের সর্ব্বজন প্রিয় স্কুল সাবইনস্পেক্টর মৌলবী মোহাম্মদ দাউদ আলি বি, এ, সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় মোট ১৪টি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়; তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব নিম্নে উল্লেখিত হইল :—

৪। যাহাতে সত্বরই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়, তজ্জন্য এই সমিতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে। ৫। যখন ইউনিয়ন বোর্ডগুলির উপর প্রাইমারী শিক্ষার ভার অর্পিত হইতেছে, তখন প্রাইমারী শিক্ষকগনের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ অন্ততঃ দুইজন প্রাথমিক শিক্ষককে নমিনেশন দ্বারা প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর নিয়োগ করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে। ... প্রাথমিক শিক্ষকগণের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। যাহাতে অবিলম্বে বোর্ডের সাহায্য ও ট্রেনিং স্টাইপেণ্ডের টাকা বর্দ্ধিত করা হয়, তজ্জন্য অত্র সমিতি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে। ৭। যাহাতে প্রাথমিক স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র স্বহস্তে ক্ষেত্র রচনা করিয়া কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করে, নির্ব্বাচিত দেশীয় ক্রীড়াদির দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিতে পারে, ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য অত্র সমিতি প্রত্যেক প্রাইমারী শিক্ষককে অনুরোধ করিতেছে।

সৈয়দ ইব্রাহিম হোসেন জালালী
মতোওয়াল্লী জালালাবাদ ওয়াকফ ষ্টেট।

ক্রীড়া-সমিতি

নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া কলিকাতা কলু অঞ্চলের যুবক ও বালকগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সম্প্রীতির ভাব সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে ২১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে "রাউড-নোতো" নামে একটী ক্রীড়া-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তৃগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি :—মোঃ রফিকুর রহমান এম-এ, বি-এল। সহঃ সভাপতি :—অধ্যাপক মৌলবী কাসেমুদ্দিন এম, এ। সম্পাদক :—মৌলবী এ, জেনী। ক্যাপ্টেন :—ডাক্তার মোহাম্মদ মোক্তার এইচ, এম, বি। সহঃ ক্যাপ্টেন :—এম, ওয়াদুদ। সদস্যগণ :—ফজলুল করিম খাঁ, মফিজর রহমান আহমদ হাসান, আমিনর রহমান, আব্দুস সালাম, ফতেহ আলী খান লোহানী প্রভৃতি।

খুচরা-খবর

মেদিনীপুর ঘাটাল মহকুমায় বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে। প্রতিদিন বহু লোক মারা যাইতেছে।

মিঃ চারুচন্দ্র রায় গত ২০শে মে চন্দননগরের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আইন অনুসারে তিনি তিন বৎসর ঐ পদে থাকিবেন।

গোয়াই'র একটী কারখানায় আগুন লাগিয়া প্রায় ৪১০ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হায়দরাবাদে সামান্য একটী গাই পয়সা লইয়া পরস্পর দুই জন এমন মারামারি করিয়াছে যে, এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বহু ধার্মিক শ্রেণীর অনেক মুসলমান ছাত্র ফরমিন হইতে একখানি ঢালাও শ্রেণীর খাতার পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে সর্ব্বদল-সম্মিলন গঠিত মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, আগামী ৪ঠা জুন এলাহাবাদে তাহার ১ম অধিবেশন বসিবে।

বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থান পরিদর্শন করার জন্য গবর্ণর সাহেব মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মতিহারী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিস্তা নদী দ্বিতীয়বার ... পাওয়া গিয়াছে।

বড়বাজারে একটী দোকানে চুরি করিবার অভিযোগে পুলিশ খাণ্ড নামক এক যাত্রাপাতিক গোলেরক জাব করিয়াছে। সে চুরির অপরাধে ইতিপূর্ব্বে ২৮ বার জেল খাটিয়াছে।

যাঁহারা প্রাচ্য শিল্পের অনুরাগী, তাঁহাদের অবিদার জন্য ইণ্ডিয়ান ইষ্টইন্ডিয়ানগিরি বোর্ড একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচ্যশিল্প সম্বন্ধে সবিস্তার জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্ত দেশগুলিকে শীঘ্রই যুদ্ধ-নিবারণী সন্ধিতে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে। কানাডা, আইরিশ ফ্রিষ্টেট, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষকে নিমন্ত্রণ করা হইতেছে।

২৩শে মে প্রাতে জিদ্দিকেন সহরে বেলওয়ের ১১৪ জন মারাঠা পদাতিকের বিগ্রাণ-বাদক জি, মোজেস তাহার স্ত্রী ইভালিন মোজেস ও ৩টি সন্তানকে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ অপরাধীকে গ্রেফতার করিয়াছে।

রেঙ্গুনের অধ্যাপক ব্রজগোপাল কাবেরী নদীতে স্নান করিবার সময় জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। তিনি গ্রীষ্মাবকাশে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর বয়স মাত্র ১১ বৎসর।

পাতিয়ালার মহারাজার ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্রের বিবাহ ছাতারপুরের মহারাজার ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যার সঙ্গে স্থির হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এই বিবাহের টীকা উৎসব হইয়া গিয়াছে। ছয় বৎসর পরে এই বিবাহ হইবে।

প্রেমগলি নরহত্যার মামলায় গুরুবক্স সিং, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ ও অপর ৩ ব্যক্তি বিজড়িত হইয়াছে। স্থানীয় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জিনকলনের এজলাসে ঐ মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কন্ট্রাক্টর মিঃ স্বামীনাথ পিল্লের তিনটি পুত্র একখানি মোটরে করিয়া তাঞ্জোরের দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময় মোটরখানি একটি গাছের সহিত ধাক্কা লাগে। দুইটি পুত্র তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে এবং আর একটি মরণাপন্ন।

গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে সাধারণ ব্যবসায়িগণ মোট ২১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার বেদেশী মাল আমদানী করিয়াছে এবং যে সমস্ত আমদানী করা মাল পুনরায় রপ্তানী করা হয়, তাহা লইয়া মোট ২৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকার মাল ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করিয়াছে।

বিচিত্র

ইংলণ্ডের বেরোভিস পর্ব্বতের একাংশের ৮ ক্রোশ পথ একটানা সুড়ঙ্গরূপে নবোদ্ভাবিত ড্রিল নামক খননযন্ত্র দ্বারা ভেদ করা হইয়াছে। সুড়ঙ্গটা শেষ করিতে ব্যালফুর বেটি এণ্ড কোম্পানী নামক এক কন্ট্রাক্টর দেড় বছরের বেশী সময় লইয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গ পথই সব চেয়ে লম্বা হইবে।

শীতের দিনে একটা কম্বলে শীত ভাঙ্গে না অথচ কতকগুলি কম্বল জড়াইয়া বা মোটা লেপ চাপাইয়া অযথা গাত্রভার বৃদ্ধিও কষ্টকর। সম্প্রতি তাই, বৈজ্ঞানিকেরা বিদ্যুৎ দ্বারা কম্বল গরম করিয়া নিশীথের নিদ্রায় আরাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। কম্বলের ভাঁজে ভাঁজে বিদ্যুতের তার জড়াইয়া অভিনব পদ্ধতিতে কম্বল গরম করা হয়।

রাস্তার পাশে যাহাদের বাড়ী পথের চিৎকার ও রাস্তার গাড়ীর শব্দে তাহাদের অনেকেরই রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে এমন লোকও আছেন, যাহাদের নিদ্রা ঐরূপ কোলাহলে একটুকুও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। দেহতত্ত্ববিদরা বলেন, পথযাত্রীদের মৃদু কল-গুঞ্জন আমাদের স্নায়ুর উপকার করে। রাস্তায় হঠাৎ পটকার শব্দ বা কর্ণ-বিদারক তীব্র শব্দ মানবের স্নায়ুকে খারাপ করিয়া দেয়। তাঁহাদের মতে একেবারে নীরবতা হইতে একঘেয়ে গোলমালের ...

হেন্‌রি ফোর্ড উচ্চ শিক্ষালাভের তেমন সুযোগ লাভ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই কামার ও মিস্ত্রিদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। পৌঢ়ত্বের সীমারেখায় ফোর্ড বিজ্ঞানের যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে। বিজ্ঞানের বিদ্যুততত্ত্ব শিক্ষা করিবার পর, হেন্‌রি ফোর্ড ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ফোর্ড' নামক নূতন গাড়ী আবিষ্কার করেন। তারপর, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টুয়ার সিডান গাড়ী আবিষ্কার করিয়া আজ জগতে ক্রোড়পতি হইয়াছেন।

দৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, মদ্যপায়ীর দৃষ্টিশক্তি নানা রকমে অপূর্ব্ব। ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা, চোখে ছানিপড়া, জলপড়া প্রভৃতি মদ্যপানের মধ্যে বেশী দেখা যায়। মস্তিষ্কের পীড়াও মদ্যপানের বিষময় ফল—মস্তিষ্কের পীড়া হইতে মস্তিষ্কের বিকৃতি পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। চোখের যে বড় স্নায়ু দুইটা মগজ হইতে বাহির হইয়া চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, মদ্য সর্ব্বাগ্রে তাহার উপর বিক্রিয়া দেখায়। ধীরে ধীরে তাহা বিকৃত হইয়া চক্ষু খারাপ হইয়া পড়ে।

যন্ত্রযোগে যে গুণ-ভাগ করা যায়, ইহা বিজ্ঞানের বহু পুরাতন আবিষ্কার। বড় বড় গুণভাগ যন্ত্রবিশেষে টাইপরাইটারের মত বোতাম টিপিলেই পাওয়া যায়। গুণভাগ ছাড়া, গণিতের জটিল অঙ্কও আজকাল কলের বোতাম টিপিলেই পাওয়া যাইতেছে। গণিতের কতকগুলি বিষয় বাঁধা-ধরা আছে, বুঝিয়া সুঝিয়া সেইগুলিকে যন্ত্রযোগে—সাজানো বিশেষ বাহাদুরী নহে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের পরিচালনা দরকার, সেখানে বৈজ্ঞানিকগণ আজ পর্য্যন্ত কোন কলের উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

ইসলাম গ্রহণ

আজ কয়েকদিন হয় নবাবপুরস্থ এক ধনী বসাকের পুত্র বৃন্দাবন বসাক বংশাল বড় মসজিদে তৌবা করতঃ পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নাম গ্রহণ করিয়াছে। নব-দীক্ষিত ভ্রাতাকে খোদাতায়ালা যেন ঈমানে-আমানে কায়েম রাখেন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। তাহার সঙ্গে আরও একজন নও-মোসলেম মসজিদে থাকিয়া ইসলামের শরা-শরিয়ত শিক্ষা করিতেছে।

রিপোর্টার—
এম, বদরুদ্দিন আহমদ বি-এ,
১১নং বংশাল ষ্ট্রীট, ঢাকা।

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারে শ্রীমতী প্রভা সুন্দরী নাম্নী জনৈকা মহিলা পবিত্র ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া আমার নিকট মুসলমান হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার নাম শামসুন্নেসা বিবি রাখা হইয়াছে এবং নদীয়া জেলার ভেগল প্রামানিকের সহিত তাহার নেকাহ দেওয়া হইয়াছে।

মৌলবী আলিম উদ্দিন আহমদ
কুরসা কাজিপাড়া স্কুল
পোঃ শ্যামগঞ্জ, রংপুর।

"আমি বিগত ২২শে বৈশাখ বরিশাল জেলার অধীন পাথরঘাটা থানার অন্তর্গত পশ্চিম লাঠীমারা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক মুন্সী ফয়েজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের নিকট তওবা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। আমার পূর্ব্বনাম ছিল গুরুচরণ, বর্ত্তমান নাম মোহাম্মদ ..."

রিপোর্টার—মোঃ ঈমান উদ্দিন খাঁ
সাং লাঠীমারা, থানা পাথরঘাটা, বরিশাল।

খুলনা জেলার অধীন পাইকগাছার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে দুর্গাচরণ মালো নামে একব্যক্তি গত মঙ্গলবার ১৫ই মে স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার নাম দীন মোহাম্মদ রাখা হইয়াছে। উক্ত দিবস রাত্রিকালে নিকটবর্ত্তী মৌখালী গ্রামের কয়েকটী বিশেষ ভদ্রলোকের সহিত একটী প্রীতিভোজ দেওয়া হয়। দীন মোহাম্মদ বর্ত্তমানে কমলাপুর গ্রামে একজন লোকের বাড়ীতে ধর্ম্ম-শিক্ষা করিতেছে। খোদাতায়ালা এই নও-মোসলেম ভাইয়ের ঈমান কায়েম রাখুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এম, রুহুল আমিন
মৌখালী, পোঃ চাঁদখালী, খুলনা।

কর্ম্মখালি

অস্তিগ্রাম নিউস্কিম জুনিয়ার মাদ্রাসার জন্য অভিজ্ঞ অফিসিয়াল কার্য্যদক্ষ একজন মুসলমান আই, এ, পাশ হেড মাষ্টারের আবশ্যক। বেতন আপাততঃ ২৫—৩০৲ টাকা, আহার ও বাসস্থান ফ্রি, স্থানটী অতিশয় স্বাস্থ্যকর। কর্ম্মপ্রার্থীগণ পাশ সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রের নকল সহ সত্বর সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, অস্তিগ্রাম জুনিয়ার মাদ্রাসা
পোঃ রায়গাঁও, জেলা রাজশাহী।

পবিত্র কোরাণ মজিদ ভাল পড়িতে পারে, উর্দ্দু জানেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা ফেল, সচ্চরিত্র একজন উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষকের আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে ১০—১২৲ টাকা, আহার ও বাসস্থান দেওয়া যাইবে। স্থানটী স্বাস্থ্যকর, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিকটবর্ত্তী।

জমিদার মোহাঃ আবদুল লতিফ গাজী
সাং চাঁদপাশা, পোঃ মথুরাপুর, ২৪ পরগণা।

সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা কলেজের উচ্চ শ্রেণীসমূহে শিক্ষা-প্রদান জন্য ইংরাজী ও গণিতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ জনৈক মুসলমান গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বিশেষ আবশ্যক। সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে সাত মাসের জন্য এই নিয়োগ কার্য্য সাধিত হইবে। বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা। প্রশংসাপত্রের নকলসহ আগামী ৩০শে জুনের (১৯২৮ ইং) মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন বা ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করুন। দরখাস্তে বয়সের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

খান সাহেব এম, অলি উল্লাহ
প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা কলেজ
সিরাজগঞ্জ—পাবনা।

... টাকা বেতন দেওয়া যাইবে, পরে কার্য্যানুসারে বেতন বৃদ্ধি করা হইবে। আহার ও বাসস্থান ফ্রি। স্থানটী স্বাস্থ্যকর এবং প্রসিদ্ধ বন্দর। বংশীয় পরহেজগারের দরখাস্ত অগ্রগণ্য। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মৌলবী খোন্দকার আহমদ আলী
টিচার, আতাইকুলা এম, ই, স্কুল
পোঃ আতাইকুলা, পাবনা।

ছাত্র চাই

খুলনা জেলার অন্তঃপাতী বটিয়াঘাটা থানার অধীন কুটীর হাটে (ওল্ড স্কিম) পুরাতন নেছাবের একটী মাদ্রাসা খোলা হইয়াছে। মাদ্রাসার কার্য্যের জন্য হিন্দুস্থানের দেওবন্দ মাদ্রাসা পাশ জামরিল ডাঙ্গা নিবাসী জনাব মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইংরাজি, বাঙলা পড়াইবার জন্য মাষ্টার ও পণ্ডিত এবং কোরাণ শরিফ পড়াইবার নিমিত্ত জনৈক কারী রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাদ্রাসার কার্য্য ভাল ভাবে চলিতেছে, দরকার হইলে আরও মোদারেস রাখা যাইবে। উক্ত মাদ্রাসার প্রত্যেক জামায়াতের ছাত্র সাদরে গ্রহণ করা হইতেছে। যায়গীরের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। উচ্চ শ্রেণীর বালকদের প্রাইভেট টিউশনিতে যথেষ্ট আয়ের আশা আছে। স্থানটী স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। নদীর পশ্চিম তীরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। খুলনা ঘাট হইতে কুটীরহাট, গহনার নৌকায় যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে।

সেক্রেটারী—কুটীরহাট মাদ্রাসা
পোঃ পিলজঙ্গ, খুলনা।

বিজ্ঞাপন

উদীয়মান তরুণ ছাত্র-কবি মোহাঃ হাবিবুর রহমান আল্ মনসুরের কবিতা-কাননের সোহাগ-ডালি "রেণুকণা" মূল্য ।৵০ আনা ও "রওশনারা" মূল্য ।০ আনা। পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন।

প্রাপ্তিস্থান—মাগুরা মাসুর উদ্দীন ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পোঃ পচাগড়, জলপাইগুড়ী এবং কলিকাতা ও ঢাকার মুসলমান পুস্তকালয়।

নানা কথা

কলিকাতার বাজার দর

সোনা ও রূপা—প্রতি ভরি	
ইংলিশ বার	২১৮/১৫
টাঁকশালের বার	২১৮/১০
বড়ালের বার	২১৷১০
চিনাপাত	২১৷৶০
গিনি (প্রতিখানা)	১৩৷/১৫
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৬৩/০
ঐ খুচরা	৬৩৮/০

চাউল—প্রতি মণ	
বাঁক তুলসী	৭৸০—৮৷০
চিনিশক্কর	১১৲—১৩৲
বালাম (ঢেঁকি ছাটা)	১০৷০—১১৲
ঐ (আড়ং ছাটা)	৮৷০—৯৷০
দাউদখানি	৮৸৶০—১০৷০
নাগরা	৭৸০—৯৷০
কামলা	৫৷০—৬৲
দুধ কামলা	৬৸০—৭৸০
পাটনাই আতপ	৮৸০—৯৷০
ঐ সিদ্ধ	৭৷০—৮৲
সীতাভোগ	৮৷০—৯৷০

ডাল—প্রতি মণ	
মাষ কলাই	৭৲—৭৸০
অড়হর দেশী	৭৷০—৭৸০
ঐ কানপুর	৮৲—১১৷০
ছোলার ডাল	৬৸০—৭৷০
মসুর দেশী	৭৷০—৮৲
ঐ পাটনাই	৭৷০—৭৸৶০
ঐ খাড়ী	৮৲—৯৷০
মুগ	১১৷০—১৪৷০
সোনামুগ গোটা	১৩৸০—১৪৷০
কৃষ্ণ	৮৷০—৮৸০

মাছ-মাংস—প্রতিসের	
গোমাংস	।৵০—৷০
খাসীর মাংস	৮০—৸০
মাছ	৷০—১৲

মসলা—প্রতি মণ	
হরিদ্রা (মসলি পত্তন)	৮৷০—৮৸০
ঐ (মাদ্রাজ বা গোপালপুরী)	৮৷০—১০৲
ঐ (পাবনা বা কুষ্টিয়া)	৮৷০—১২৲
সুপারী (ছোট দানা)	১০৸০—১১৸০
ঐ (বড় দানা)	১২৲
লাল লঙ্কা	১৪৲—১৫৲
গোল মরিচ	৭৭৷০
ধনিয়া	১৫—১৫৷০
এলাচি (বড়)	৭৬৲
এরারুট	৮৸৲
কিসমিস্	২৪৲—২৬৲

আটা, ময়দা ও সুজী	
পেটেণ্ট ময়দা—প্রতি মণ	৭৸৶০—৮৲
মিহি	৭৷৶০—৭৸০
গৃহস্থী (হাউসহোল্ড)	৭৷৶০—৭৷০
সুজী	৭৸৶০—৮৲
আটা "বি"	৭৷৶০—৭৸০
ঐ ২নং	৭৷০—৭৷৶০
ঐ ৩নং	৫৶০—৫৷০

সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ

১৯২৮—২৯ সন

১৯২৮ সালের ৩রা জুলাই হইতে কলেজের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। সিরাজগঞ্জ সহরটী যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত থাকায় অতিশয় স্বাস্থ্যকর। যাতায়াতের জন্য রেল এবং ষ্টীমারের বিশেষ সুবিধা আছে। দরিদ্র ছাত্রগণ সহজেই জায়গীরের সংস্থান করিতে পারে; শতকরা প্রায় ৭০ জনের উপর ছাত্র জায়গীরে বাস করে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ যে সকল দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র এই কলেজের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের জন্য কলেজ ... এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত বিবেচিত হইলে কলেজও তাহাদিগকে বেতন সম্বন্ধে সাহায্য করা যাইতে পারে। ছাত্রদের জন্য অন্যান্য সুবিধাও রহিয়াছে যথা—ডিবেটিং ক্লাব, ফ্রী রিডিং রুম এবং স্কাউট শিক্ষা। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস এবং হকি প্রভৃতি খেলারও সুবন্দোবস্ত আছে। ঢাকা বোর্ডের নিয়মানুসারে কলেজ খোলার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি হইতে হইবে।

খান সাহেব মোহাম্মদ অলি উল্লাহ
প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা কলেজ
পোঃ সিরাজগঞ্জ, জেলা পাবনা।

গোপালনগর টী কোং লিঃ

... আবশ্যক।

এই চা বাগান গত ৮ বৎসর যাবৎ সুচারুরূপে অতি গৌরবের সহিত কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে ... দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমরা আশা করি, ডিরেক্টরগণ অতি শীঘ্র এই কোম্পানীর অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থাবলী

১। আলমগীর—দ্বিতীয় সংস্করণ ১৷০
২। সাদীর কালাম—দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০
৩। সুন্দর বনে ভ্রমণ কাহিনী ৸০
৪। আমার সাহিত্য জীবন ৷০

প্রাপ্তিস্থান—মখদুমী লাইব্রেরী, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, বা ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৩৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জরারি বটিকা

জরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেনী, নোয়াখালী।

কালির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী করা ব্ল্যাক ও লালকালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। বড় ১০০ শত ১৲ টাকা, ছোট ১০০ শত ৷০ আনা, বড় হাজার ৮৲ টাকা, ছোট হাজার ৪৲ টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৸৶০ আনা, হাজার ৮৲ টাকা মাশুল ।৵০ আনা।

এম, এন, উল্লাহ এণ্ড ব্রাদার্স

সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহা সেই যুগান্তকারী ভোজরাজ-মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্খিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় কোকা পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও যুবতীবৃন্দ তাহাকে পাইবার জন্য পাগলিনী প্রায় হইয়া রূপবান ভোজরাজকেও উপেক্ষা করিয়াছিল—ইহাতে সেই কোকা পণ্ডিতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা জগতের স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব আকাঙ্খাদির বিবরণ, সতী, অসতী নিরূপণের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার কারণ ও ইচ্ছামত পুত্র-কন্যা লাভ, সহবাস-রীতি পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, রতিক্রিয়া সম্যক উপভোগের পন্থাদি—কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোকা পণ্ডিতের ন্যায় কামশাস্ত্রকে আয়ত্ব করিয়া রমণীরঞ্জন হইয়া দীর্ঘজীবন লাভের আশা করিলে, এই সুদুর্ল্লভ লজ্জতন্নেছা পাঠ করিতে ভুলিবেন না। মূল্য একখানি পুস্তক ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।০।

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি, শীল—১৫।৩, লক্ষ্মী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

মজার ধূমপানে বাত ব্যাধি নিরাময়

নিশ্চয় ৮০ বৎসর হইতে আমাদের বৈদ্যিক মধ্য আমাদেরও সহিত দুরপনেয় বন্ধিয়া রহিয়াছে। ইহার ফলে যেমনি জীবন ব্যাপী-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বহু প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। ইহাতে যাবতীয় বাতরোগ ইত্যাদির ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে—উহাদের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আপনারা মুগ্ধ হইবেন। ১ শিশি মূল্য ৷৷৷ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত আশুতোষ সাহা।
পোষ্ট অফিস—পোষ্ট নিবাস ঢাকা।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বেতি)

রোগের অবাধ্য সমাধান। ১৯০১ সালে পাইকিয়া ইহাদের ভগ্ন আশ্রমে ধবল রোগীদের আরোগ্য হইয়াছে। এই পর্যন্ত রোগীর নিকট হইতে যত টাকা লওয়া হইয়াছে তাহা দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে যাহাদের ধবল রোগ আরোগ্য হইয়াছে তাহাদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিলে পুনরায় রোগ উৎপন্ন হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। ঔষধ সেবন ও পথ্যাদির নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হয়। ঔষধ সেবনে কোন কুপথ্যের আবশ্যক হয় না। ঔষধ সেবনে কোন আশঙ্কা নাই। ঔষধ সেবনে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না

সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.

Office :—47 Ripon Street, Calcutta.

৩য় বর্ষ] ২২শে জেলহজ্জ ১৩৪৬ হিঃ সোমবার—২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ইংরেজী ১১ই জুন ১৯২৮ [৪৩শ সংখ্যা

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

মাসিক	প্রতি ইঞ্চি	প্রতি সংখ্যা	৵০ আনা।
ষাণ্মাসিক	"	"	৷৵০ আনা।
বার্ষিক	"	"	৷০ আনা।

সংবাদ-পৃষ্ঠা সাধারণ হারের দ্বিগুণ। কর্মখালী প্রতিসংখ্যা প্রতি ইঞ্চি ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিশেষ বন্দোবস্তের ন্য ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"হানাফীর" নিয়মাবলী

১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।
২। শহর মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা; মাশুল স্বতন্ত্র।
৩। বৎসরে চারি সপ্তাহ বন্ধ বাদে গ্রাহকগণ ৪৮ সংখ্যা পাইবে।
৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হইবে।
৬। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্বে পত্র লিখিতে হইবে।
৭। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

ম্যানেজার—'হানাফী'
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুণের পরীক্ষা
দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত
অমৃতকুণ্ড সালসা
সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন। দেখিবেন ওজন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

"স্বর্ণঘটিত অমৃতকুণ্ড সালসা" সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে। পারদ ও উপদংশ বিষ, খাজ, রক্তদুষ্টি, খোষপাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, রক্তহীনতা কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ৷০, তিন শিশি ২৷০ টাকা, মাঃ ৸৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং রাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

নিমসার-তৈল
২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং
বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।
৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা

শান্তিশ্রী কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি

বকর-ঈদ উপহার
সিনহা কোম্পানী
৩৩৩নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের
কেতকী কুসুম তৈল
সৌগন্ধে ও উপকারিতায় কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে, এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না, কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল" ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ৷০ আনা, ৩ শিশি ২৷০ মাঃ ৸৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,
২নং রাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ষ্টুডেন্ট লিভার ওয়াচ
জুবিলিয়ান ওয়াচ ষ্টোরস্

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি সুলতানোল ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ জনাব

মওলানা মোহাঃ রুহল আমিন সাহেব কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস নেয়ামত, লায়লাতোল কাদরের সর্ব্বোত্তম দান

কোর-আন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি অনুবাদ ও তফসির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিও নির্ভুল ও ইসলামী আকায়েদের মোয়াফেক নহে। তাই বঙ্গের আউলিয়া কুল শ্রেষ্ঠ শায়খোল-মিল্লাতে-অদ্দীন, এমামোল হোদা, আমীর-উস-শরিয়তে বাঙ্গালা, আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে হানাফীয়ায় বাঙ্গালা ও জমিয়তে-ওলামায়ে বাঙ্গালার সভাপতি, সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মনেতা পীর ও মোর্শেদ জনাব শাহ সূফী হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে এই বিরাট তফসিরখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১। প্রথম পারা আলে লাম্ মিম্ক
দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

২। ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফসির

৩। আমপারার বিস্তারিত তফসির

৪। ছায়েকাতোল মোসলেমিন

৫। তাহওয়াক্তফ তত্ব বা তারনরক দর্পন (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ২৲ টাকা।

৬। কলেমাতোল কোফর—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

৭। কেরাত-শিক্ষা—মূল্য ।৵০ আনা।

৮। এজহারোল-হক্ক বা কারামতিয়া মতের সমালোচনা।

৯। মিলাদে মোস্তাফা—মূল্য ।০ আট আনা।

১০। রদ্দে লেকহাত—মূল্য ।০ আনা।

১১। কোরান ও কালামের মাসায়েল—মূল্য ৷৵০ আনা।

১২। নাছরোল মোজতাহেদিন

১৩। নকছুদবীন মোকাম—মূল্য ।০ আনা।

১৪। নাসমানীয় মোকাওন

১৫। সতাপথ ও হাজীশতের বাহাস—মূল্য ।০ আনা।

১৬। ওয়াজ শিক্ষা

১৭। জরুরী মাসায়েল—প্রথম ভাগ মূল্য ৷০ আনা

১৮। জরুরী মসায়েল, ২য় ভাগ মূল্য ৷০ আনা

১৯। জরুরী মসায়েল, ৩য় ভাগ ৷০ আনা

২০। মজহাব মীমাংসা ১৲ টাকা

২১। নেকাহ ও জানাজা তত্ব, ।৵০ আনা

২২। ফেরকাতোন নাজীন, ৷০ আনা

২৩। গ্রামে জোম্'মা, ।৵০ আনা

২৪। কেয়াছের অকাট্য দলীল, ৷৵০ আনা

২৫। এহ্‌কাকোল হক ৷৵০ আনা

২৬। আখেরে জোহর, ।৵০ আনা

২৭। কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ ।৵০

২৮। কাসেয়োল মোবতাদেয়িন

২৯। হানাফী ফেকহ তত্ব বা সনলা ভাণ্ডার

৩০। তারিজাত

৩১। তরদিদোল মোবতেলিন

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৸০ আনা

৩৩। কারামতের অচুম্বিক্যা মূল্য ৷০ আনা

৩৪। লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ

৩৫। সিরাজগঞ্জের বাহাছ মূল্য ।৵০ আনা

৩৬। ইনকালাব-বাতেল মূল্য ।৵০ আনা

৩৭। নবাবপুরে হানাফি মোহাম্মদিদের বাহাছ

৩৮। গ্রামে জোম্'মা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া, ।০

প্রাপ্তিস্থান :—অহিদি লাইব্রেরী—বসন্তপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

শান্তিরস সালসা
খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসিত

যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্ট, দেহে নব রক্ত সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত।

হেড অফিস ৪০।১৩ (গ) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ৸১০। ব্রাঞ্চ অফিস ৩১২(গ) ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের প্রশংসিত
শাহী হালুয়া

দেবেন্দ্র রস
ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।
ক্রাইভ মেডিকেল হল
৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুষ্ঠ
৯৭ বিডন ষ্ট্রীট
সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পারা, গরমী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

শরবতে ফোলাদ ও তেলায়ে বরকী
হেমার ভাই বা চুলের কলপ।
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বাত ও বেদনা নাশক তৈল
ফরিদ ডাক্তার ওবেদুল্লা—শ্রীঅভিলচন্দ্র শীল।
১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

সব্জী ও ফলবৃক্ষ
এম্, জে, কে, চৌধুরী
স্বত্বাধিকারী—গোলাবাড়ী কৃষিক্ষেত্র ও ফলবাগ, নাটোর—রাজসাহী

বিনা মূল্যে বিনা মাশুলে

বেকারের উপায়

ভাক্তার ওয়াজিদের আবিষ্কৃত ফিলামাশ টনিক
ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
লোকে ব্যবহার করে কেন?
কবির বাদ্য
৭৬ নং আইস্ ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের পিত্ত-শূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।
শূলসুধা
Tell.—Sula-Shudha.
ডাঃ জালাল উদ্দিন এস, এ, এস,
"শূলসুধা" অফিস—রমনা, ঢাকা।

ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে

ইসলামিয়া কোতবখানা
নূতন পুস্তক!
"সৌন্দর্য্য" ও "মানব জীবন"
মৌলবী মোহাম্মদ শরফুল ইসলাম প্রণীত

আল্লাহো আকবর

হানাফী

"তোমরা একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।" (কোরআন)

২২শে জেলহজ্জ—১৩৪৬ হিজরী, সোমবার
২৮শে জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫ সাল।

রক্তোৎসব।—পবিত্র রক্তোৎসব কোরবানীর ঈদ রক্ত-তর্পণের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান দিন দিন নপুংসক ক্লীবে পরিণত হইতে চলিয়াছে, রক্তরঞ্জিত জেহাদ-ক্ষেত্র বাঙ্গালী মুসলমান বহুদিন দেখে নাই; সামান্য এক বিন্দু রক্ত দর্শনে আমরা আজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের দরিয়ায় সাঁতার দেওয়া ছিল যাহাদের কাজ—সেই মোস্লেম-শার্দ্দুলদের বংশধর বাঙ্গালার মুসলমান আমরা—আজ রক্তের নাম শুনিলেই মূর্চ্ছা যাই—এমন অধঃপতন হইয়াছে আমাদের! কাজেই, এমন রক্ত-ভীতু বাঙ্গালী জীবনে রক্তোৎসব কোরবানীর ঈদের যে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈদ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান কোরবানীর রক্ত-ধারা হইতে যদি সাহস-শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়া থাকে, এই রক্তোৎসবের রক্ত-ধারা যদি আমাদের রক্ত-ভীতি সামান্য পরিমাণেও দূর করিতে পারিয়া থাকে, তবেই ঈদের আগমন সার্থক হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া বীরের মত জাগিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

দুর্ভিক্ষ ও বাঙ্গালার মুসলমান।—এবার চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট, হিলি প্রভৃতি অঞ্চল ও পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। অন্নাভাবে মানুষ না খাইতে পাইয়া সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিতেছে, পুত্র-কন্যা-স্ত্রী বিক্রয় অবাধে চলিতেছে—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর আর্ত্ত-চীৎকার হয়ত আল্লাহর আরশ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমানের প্রাণে এই করুণ চীৎকার কোনও প্রকার অনুভূতি জাগাইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ রিলিফ কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া যে আশু কর্ত্তব্য, বাঙ্গালার মুসলমান যে এখন পর্য্যন্তও এই সত্য বুঝিতে পারিল না, ইহাপেক্ষা দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা আল্লাহর নামে, মানবতার নামে বঙ্গ-মোসলেমকে রিলিফ কার্য্যে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি।

মহৎ প্রস্তাব।—দিনাজপুর অঞ্চলের মোস্লেম নেতৃবর্গ কোরবানীর চামড়ার মূল্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থ দান করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। অনাহার-ক্লিষ্ট নর-নারীকে অন্নদান করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য-জনক [illegible] দুর্ভিক্ষ-সাহায্যে দান করার প্রস্তাব করিয়া নেতৃবর্গ সৎপথে অর্থ-ব্যয়ের জন্যই যে পরামর্শ দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সব মুসলমানের হাতে এখন পর্য্যন্তও কোরবানীর চামড়ার অর্থ মউজুদ আছে এবং যাঁহারা এই অর্থ ব্যয়ের কোনও সৎপথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না, আমরা তাঁহাদিগকে দুর্ভিক্ষ-সাহায্যে সেই অর্থ দান করিতে পরামর্শ দিতেছি।

সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন।—কোরবানীর চামড়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দুর্ভিক্ষ-সাহায্যে দান করিলে হিন্দুগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সহযোগী 'বাঙ্গলার কথায়' জনৈক ছদ্মবেশী পত্র-লেখক এক সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সঙ্গে-সঙ্গে পত্র-লেখক একথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি কেবল মুসলমানদের মধ্যে এই অর্থ বিতরিত হয়, তবে রিলিফ কার্য্যেও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে—ইত্যাদি। আমাদের বিবেচনায় রিলিফ কার্য্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় না দিয়া জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমভাবে সাহায্য করা উচিত। কোরবানীর চামড়ার অর্থ হিন্দুগণের পক্ষে গ্রহণ না করার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না! আমরা দেখিতে পাই, গরুর চামড়া—এমন কি চর্ব্বি ও, মাংসের ব্যবসায় করিয়া অসংখ্য হিন্দু অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ট্যানারী, জুতার দোকান প্রভৃতি ব্যবসায়ে হিন্দুগণ আজ আর মোটেই পশ্চাদপদ নহেন; তারপর চর্ব্বী ও বিদেশে গো-মাংস (Raw meat) রফ্তানীর কারবার ও গো-ভক্ত মাড়োয়ারী বণিকদেরই একচেটিয়া। এই-সব দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, গরুর চামড়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ গ্রহণে প্রকৃত পক্ষে হিন্দুদের কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, সাম্প্রদায়িকতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি কোন হিন্দু এই অর্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে [illegible] চালাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, কোরবানীর চামড়ার অর্থ [illegible] যে সব লোক এই অর্থ [illegible] তাহাদের [illegible] বিতরণ করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

চীনের সুদিন আসিল কি?—চীনের ঘরোয়া যুদ্ধের পরিণাম কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য এতদিন ধরিয়া জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, দেশদ্রোহী উত্তরীদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত হইয়াছে এবং দক্ষিণ চীনের জাতীয়দল রাজধানী পিকিন দখল করিয়া লইয়াছে। উত্তর চীনের সেনাপতি চ্যাংসোলিনের মৃত্যু সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক, চীন হইতে স্বদেশদ্রোহী উত্তরীদলের প্রতিপত্তি যে সমূলে বিনষ্ট হইল এবং জাতীয়দল যে গৌরবের সহিত রাজধানী অধিকার করিতে পারিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। চীন-সমরের বর্ত্তমান পরিণতি দেখিয়া আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতেছে, 'তবে কি সত্য সত্যই চীনের সুদিন আসিল?'

শুদ্ধি ও শিখ-সমাজ।—পঞ্জাবে শিখ সমাজ ও শুদ্ধিবাদী হিন্দুদের মধ্যে শুদ্ধি-সমস্যা লইয়া সম্প্রতি এক গোলযোগ বাধিয়াছে। প্রকাশ, শুদ্ধি-ওয়ালাগণ কয়েকজন শিখকে শুদ্ধি করাতেই এই গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে। সংগঠনীগণ নিজেদের মতলব হাসেল করিবার জন্য অর্থাৎ মোস্লেম-দলন ক্রিয়া ষোল কলায় পূর্ণ করিবার জন্য শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি অহিন্দু সমাজকে সাময়িক ভাবে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করতঃ তাহাদের সহিত কৃত্রিম প্রীতির অভিনয় করিলেও, এতদিনে নানা কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের আসল স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা সিটি কলেজে পুতুল-পূজার ব্যাপারে ব্রাহ্ম-সমাজ শুদ্ধি সংগঠনী ও মহাসভা-ওয়ালাদের প্রীতির প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন। এবার শুদ্ধি-ব্যাপারে শিখগণও সেই পরিচয় পাইল। শিখ-সমাজ হিন্দুদের প্রীতির অভিনয়ে ভুলিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া এযাবৎ বহু স্থানে মুসলমানদের উপর তাণ্ডবলীলা করিতে কসুর করেন নাই। আমরা আশা করি, বর্ত্তমানে শুদ্ধি ব্যাপারে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে শিখগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন এবং বিশেষভাবে দোস্ত-দুষমন চিনিতে সমর্থ হইবেন।

মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল।—আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত শামসুল-ওলামা খান বাহাদুর ডাক্তার হেদায়েত হোসেন সাহেব কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার সাহেব এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা শামসুল-ওলামা মরহুম বেলায়েত হোসেন সাহেব সর্ব্বজন পরিচিত এক জন আলেম ছিলেন। ডাক্তার হেদায়েত হোসেন পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় মনীষী পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। [illegible] বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ইনি "ডাক্তার" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও পারসী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং [illegible] করেন। ডাক্তার সাহেব আরবী ও পারসী ভাষায় কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আগামী ৭ই জুলাই তারিখে ইনি মাদ্রাসার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত, এবম্বিধ শিক্ষায় ছাত্রদের প্রকৃত জ্ঞানলাভ যে আদৌ হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। ডাক্তার হেদায়েত হোসেন সাহেবের অধ্যক্ষতায় যদি এই শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার হয় এবং কলিকাতা মাদ্রাসা আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে, তবেই এই নিয়োগ সুখের বিষয় হইবে।

আলোয়ার ও যোধপুর।—বিগত কোরবানীর ঈদে আলোয়ারের মহারাজা বাহাদুর যে মহদ্দৃষ্টান্ত ভারতের দুই যুধ্যমান জাতি—হিন্দু-মুসলমানের সামনে পেশ করিয়াছেন, সকল ভারতবাসী যদি এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইত, তবে ভারতের পক্ষে কত বড় সুখের দিন হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রকাশ, ঈদের দিন আলোয়ারের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার সকল মুসলমান কর্ম্মচারী ও আবু পর্ব্বতের মুসলমান প্রজাবৃন্দের সহিত একসঙ্গে ভোজন করিয়া অপূর্ব্ব মিলন-মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর ভোজের পর সমাগত হিন্দু-মুসলমান প্রজাবৃন্দকে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পর মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। আলোয়ারের হিন্দু মহারাজা যেদিন এবম্বিধ উদারতা প্রদর্শন করিলেন, ঠিক সেই দিনই ভারতের অন্যতম হিন্দুরাজ্য যোধপুরের শাসক-কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমান প্রজাবৃন্দের ন্যায়-সঙ্গত ধর্ম্মাধিকার অন্যায় ভাবে পদদলিত করিয়াছেন। গো-কোরবানী ত দূরের কথা, সংগঠনী হিন্দুদের [illegible] হইতেও যোধপুর কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ ভাবে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং মুসলমানগণ সরকারী কর্ম্মচারীদের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিলে পর বর্শাধারী, সরকারী ফৌজ নির্ম্মমভাবে বর্শা চালাইয়া যেরূপ ভাবে বহু লোককে আহত করিয়াছে, আলোয়ারের মহারাজার উদারতার কথা আলোচনা করিতে গেলে যোধপুরের এবম্বিধ ব্যবহার বিশেষ ভাবে মনকে পীড়িত করিয়া তোলে! যোধপুরের মহারাণার সহিত মুসলমানদের জাতি-হিসাবে যে নৈকট্য বিদ্যমান, আকবরী বিবাহের ফলে যোধপুরের সহিত মুসলমানদের যে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে, যোধপুরের মহারাণার পক্ষে মুসলমানদের ন্যায়-সঙ্গত ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পর্কে আরও অধিকতর উদার হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বকর-ঈদের দিন যোধপুর সরকার যে ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দ্বারা 'রক্ত-সম্পর্কের' মর্য্যাদা [illegible] রক্ষিত হয় নাই, আমরা এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি। আমাদের মতে, ভারতের সকল সামন্ত নৃপতিকে আলোয়ারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত এবং হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের পক্ষেও আলোয়ারের মহারাজার উপদেশ মত মিলন-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য।

সাইমন কমিশনের সহায়ক কমিটির ক্ষমতা।—সাইমন কমিশনের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া সহায়ক কমিটি গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশে এবম্বিধ এক কমিটী নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। লাহোরের ৩রা জুন তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার এই সাইমন-সহায়ক কমিটীর এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, 'কমিটীর ক্ষমতাও সাইমন কমিশনের অনুরূপ হওয়া উচিত; নতুবা কমিটীর সদস্যদের পক্ষে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন করা কষ্টকর হইবে।' গভর্ণমেণ্ট যে প্রাদেশিক সহায়ক কমিটীগুলিকে সাইমন কমিশনের সমান [illegible] প্রদান করিবেন, আমাদের এরূপ মনে হয় না। কিন্তু সাইমন কমিশন দ্বারা যদি সত্যিকার কাজ কিছু আদায় করিতে হয়, তবে তদন্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য সহায়ক কমিটিগুলির ক্ষমতাও যে মূল কমিশনের সমান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট পঞ্জাবী সাইমন-সহায়ক কমিটির সমান-অধিকার দাবী প্রস্তাবের কতদূর সম্মান করেন, একণে তাহাই দেখিবার বিষয়!

পঞ্জাব ও বাঙ্গালা।—পঞ্জাবের কয়েক-স্থানে এবার অজন্মা দেখা দিয়াছে। ফলে পঞ্জাব সরকার একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, গুজরানওয়ালা, শেখপুরা, লায়ালপুর, ঝঙ্গ ও গুজরাট জেলায় সম্পূর্ণভাবে খাজানা ও সেচকর রেহাই দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত লাহোর জেলায়ও আংশিকভাবে খাজানা রেহাই দেওয়া হইয়াছে। পাঞ্জাব সরকার অজন্মার সময়ে খাজানা রেহাই দিয়া যে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে যাইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গালা আর পঞ্জাবের পার্থক্যের কথাই বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে। জমিদারী-প্রথার কল্যাণে বাঙ্গালায় সরকারের খাস মহল এক রকম নাই বলিলেও চলে। চতুর্দ্দিকের এই অন্ন-সমস্যার দিনে গবর্ণমেণ্ট ত কয়েক হাজার টাকা সাহায্য করিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। বাঙ্গালার জমিদারগণ এই সম্পর্কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমরা তাহা জানিতে চাই!

কোরবানীর হাঙ্গামা

পবিত্র কোরবানী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। একদল সংগঠনী গো-ভক্ত হিন্দুর শয়তানির ফলে প্রায় প্রতি বৎসরই কোরবানীর সময় যেরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অনাচারের অভিনয় হইয়া থাকে, এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অন্যান্য বারের মত এবারও ভারতের কয়েক স্থানে পবিত্র মনুষ্য-রক্তে ধরিত্রী রঞ্জিত হইয়া গো-ভক্তদের পশুত্বের চরম পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সামান্য ইতর প্রাণী পশুকে রক্ষা করিতে যাইয়া আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অমূল্য প্রাণ নষ্ট করা [illegible] নামের অমানুষ [illegible] তাহার উত্তর [illegible] গো-ভক্তরা [illegible] তাহাই বিবেচনা [illegible] প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

কোরবানী লইয়া প্রতি বৎসরই যে সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে গো-মাতার উৎকট ভক্তদের শয়তানি দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠে, প্রায় প্রত্যেক হাঙ্গামার মূলেই যে হিন্দুদের অত্যাচার ও অন্যায় ভাবে পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপের অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়া আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এবারও যে কয় স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ফলে পুলিসের গুলীতে বা হাঙ্গামায় বহু অমূল্য জীবন নষ্ট হইয়াছে, [illegible] রাজনৈতিক দল—[illegible] কাজ করিয়াছে, আমরা [illegible] আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিব [illegible] প্রমাণ পাইব।

এবারকার কোরবানী-হাঙ্গামার প্রধান রণক্ষেত্র পাঞ্জাব প্রদেশের গুড়গাঁও জেলার সোফ্‌তা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে জাঠ-হিন্দু ও শিখদের বসতি। সোফ্‌তার মুসলমানগণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে এবারও একটী গরু কোরবানী করিতে মনস্থ করে এবং তদনুসারে কোরবানী কার্য্যের জন্য একটী গরু মনোনীত হয়। মুসলমানগণ গো-কোরবানী করিবে জানিতে পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জাঠগণ তাহাতে আপত্তি করে এবং ভয় দেখায় যে, যদি কোরবানী করা হয় তবে তাহারা সমগ্র গ্রামটি জ্বালাইয়া দিবে। জাঠদের এই অন্যায় আবদারে ভবিষ্যৎ অশান্তি আশঙ্কা করিয়া মুসলমানগণ শান্তি-রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের শরণাগত হয়। ফলে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করতঃ পার্শ্ববর্ত্তী ৮ খানা গ্রামের জাঠদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, "গো-কোরবানীতে মুসলমানগণ ন্যায়-সঙ্গতভাবে অধিকারী। কাজেই, কোরবানী ব্যাপারে যদি কোন অনর্থ ঘটে তজ্জন্য হিন্দুগণই দায়ী হইবে।" কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। পুলিশ সাহেবের যুক্তি-পূর্ণ উপদেশে কোনও কাজ হইল না। প্রায় দুই হাজার জাঠ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সোফ্‌তায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট দাবী করিল যে, কোরবানীর গরুটী তাহাদের হাতে অর্পন করা হউক। বেগতিক দেখিয়া এবং কোন অনর্থ ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তেজিত হিন্দুদিগকে শান্ত করিলেন যে, কোরবানীর জন্য মনোনীত গরুটীর পরিবর্ত্তে অপর একটী গরু কোরবানী করা হইবে। জাঠগণ কিন্তু পুলিস সাহেবের এই ব্যবস্থায়ও রাজী হইল না এবং বীরদর্পে ঘোষণা করিল যে, তাহারা আদৌ গো-কোরবানী [illegible] জ্বালাইয়া দিবে। কোন প্রকারেই জাঠগণকে বুঝাইতে না পারিয়া শেষে পুলিস-সাহেব ও তহশিলদার জাঠদিগকে সোফ্‌তা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। জাঠগণ কর্ত্তৃপক্ষের এই আদেশে উন্মত্তবৎ হইয়া পুলিসদলকে আক্রমণ করে এবং শেষে বাধ্য হইয়া পুলিসকে গুলী বর্ষণ করিতে হয়। এই গুলী-বর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলে ৮ জন এবং পরে বিভিন্ন হাসপাতালে আরও ৪।৫ জন লোক নিহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আহতের সংখ্যাও অনেক। এই ত সোফ্‌তা কোরবানী-হাঙ্গামার প্রকৃত ঘটনা। সোফ্‌তা গ্রামটী মুসলমানদের গ্রাম, সেই গ্রামে কোন হিন্দুর বাস নাই; তথাপি যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের হিন্দুগণ গায়ে পড়িয়া আসিয়া ঝগড়া বাধাইল এবং গো-রক্ষা করিতে আসিয়া নিজেদের অন্যায় ধৃষ্টতার ফল হাতে-হাতে ভোগ করিল, তজ্জন্য দায়ী প্রকৃতপক্ষে কাহারা, পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। গো-ভক্ত হিন্দু-সমাজ কথায়-কথায় নাগরিক অধিকারের কথা জোরগলায় প্রচার করিয়া থাকেন, মুসলমানদের মসজেদের সামনে বাজনা বাজাইবার বেলায় তাহাদের তথাকথিত "নাগরিক অধিকার" যথায়-তথায় গায়ের জোরে আদায় করিতে নব্য-হিন্দুয়ানী আবদার দিন দিন সীমা ছাড়াইয়া চলিয়াছে! কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি,—সোফ্‌তা গ্রামের মুসলমানদের কি কোন নাগরিক অধিকার নাই? তা' ছাড়া যে সোফ্‌তা গ্রামে এক ঘরও হিন্দুর অস্তিত্ব নাই, সেই স্থানে দূরবর্ত্তী গ্রাম-সমূহ হইতে আসিয়াও কোন অদ্ভুত 'নাগরিক অধিকারের' বলে হিন্দুগণ মুসলমানদের ধর্ম্ম-সঙ্গত গো-কোরবানীতে বাধা দিতে অগ্রসর হইল, সত্য সত্যই এই রহস্য অবোধ্য! অদ্ভুত হিন্দুয়ানী আবদার!

বকর-ঈদ হাঙ্গামার অন্যতম কুরুক্ষেত্র-অভিনয় হইয়া গিয়াছে—পাঞ্জাবের মালিকপুর নামক স্থানে। সেখানেও হাঙ্গামার মূল কারণ শিখ ও হিন্দুদের অন্যায়ভাবে মুসলমানদের কোরবানী-কার্য্যে বাধা প্রদানের হীন প্রচেষ্টা। মালিকপুরে [illegible] ডেপুটী কমিশনারের আদেশানুসারে মুসলমানগণ কোরবানী সমাধা করে। এবারও যথানিয়মে কোরবানীর ব্যবস্থা হইলে শিখ ও হিন্দুগণ আসিয়া তাহাতে গায়ের জোরে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার প্রয়াস পায়। মুসলমানগণ শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া এবারেও পুলিসের শরণাপন্ন হয় এবং নিজেরা কোন প্রকারেই শান্তিভঙ্গের কারণ হইবে না বলিয়া স্থানীয় মোসলেম নেতৃবর্গ পুলিসের নিকট মুচলেকায় আবদ্ধ হন। নিজেদের অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মকার্য্য পবিত্র কোরবানী ক্রিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পালন করিতে পারে, তজ্জন্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য-প্রার্থী হয়। শাসক-কর্ত্তৃপক্ষ তখন হিন্দু ও শিখ নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া শান্তি-রক্ষার জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ হইতে আদেশ করেন। কিন্তু হিন্দু ও শিখদের মনে পূর্ব্ব হইতেই দুরভিসন্ধি ছিল বলিয়া এবং তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইতে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল বিধায়, হিন্দু ও শিখ নেতৃবর্গ কোনরূপ জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হন। ঈদের দিন এবম্বিধ গোলমালে অতিবাহিত হয় এবং ঈদের পরদিন যথাবিধি মুসলমানগণ কোরবানী ক্রিয়া সমাধা করে। মুসলমানগণ কোরবানী করিয়াছে জানিতে পারিয়া শিখ ও হিন্দুগণ দলবদ্ধ ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রয়াস পায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিস তখন গুলী চালায় এবং ফলে ১০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মালিকপুরের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ইহাই। এই দুর্ঘটনার পর পাঞ্জাবের কয়েকজন শিখ ও হিন্দু নেতা ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করিয়া [illegible] করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে কখনও [illegible] কোরবানী হইত না। [illegible] গ্রামে গ্রামে কসাইখানা স্থাপন করাতে [illegible] এই তথাকথিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে [illegible] সত্যাসত্য নিহিত আছে, তাহা [illegible] আমরা গো-ভক্ত হিন্দু [illegible] শুধু এ কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, [illegible] গ্রামে স্থাপিত সরকারী কসাইখানা সমূহে [illegible] যে অসংখ্য গো-বৎস [illegible] তোমাদের [illegible] অথচ এ বৎসরের মধ্যে [illegible] মাত্র একটী [illegible] তোমরা গো-রক্ষার নামে নর-রক্ত [illegible] হইয়া উঠ কেন? সংগঠনী হিন্দুর শিশু-সমাজ এই প্রশ্নের [illegible] পারেন কি?

মালিকপুরের পরই উল্লেখযোগ্য লাহেরিয়াসরাইয়ের কথা। [illegible] দিন মুসলমানগণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-বিধান কোরবানী ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিল মাত্র। প্রায় ৩০০ হিন্দু দলবদ্ধ ভাবে [illegible] নামক গ্রামের কয়েকজন মুসলমানের [illegible] আক্রমণ করে এবং [illegible] করিয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। [illegible] ইহা [illegible] তাহাও সম্ভবপর হইতেছে এবং লুণ্ঠনকারী গুণ্ডাদল চুরির উপর আবার সিনাজুরী করিয়া মুসলমানদিগকেই অন্যায়কারী প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে!

উপরোক্ত স্থানগুলি ছাড়া দ্বারভাঙ্গা জেলার কয়েক স্থান, আলীগড় জেলার বারলা, জলন্ধর জেলার মাদোপুর প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে কোরবানী উপলক্ষে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই সব স্থানেরও প্রত্যেক হাঙ্গামার জন্য মূলতঃ গো-ভক্তদলই দায়ী, তাহাদের অনধিকার বাড়াবাড়ির জন্যই এই সব অঘটন সম্ভবপর হইয়াছে। হিন্দুগণ যে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইতে কতদূর ওস্তাদ, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে কোরবানীর দিন কয়েক স্থানে মসজেদে গোপনে শূকর নিক্ষেপ এবং মৃত শূকর-ছানা নিক্ষেপ করিতেও তাহারা পশ্চাদপদ হয় নাই। দ্বারভাঙ্গার একটি মসজেদে এবং কলিকাতার মুন্সী সদরুদ্দিন লেনের একটি মসজেদে বরাহ-অবতারের পূজারীদের দ্বারা ঝগড়া বাধাইবার এবম্বিধ হীন উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। হায়, নারদের জাত!

কোরবানী-ব্যাপারে সংগঠনী শয়তানী সব-চেয়ে শোচনীয় ভাবে প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে যোধপুরে। কয়েকজন মুসলমান কোরবানীর জন্য একটি ছাগল লইয়া যাইবার সময় গো-ভক্ত হিন্দুরা হঠাৎ ছাগ-ভক্ত হইয়া উঠে এবং মুসলমানদের হস্ত হইতে ছাগলটি কাড়িয়া লইয়া গিয়া থানায় প্রেরণ করে। মুসলমানগণ হিন্দুদের এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার প্রার্থনায় থানায় গমন করে এবং ছাগলটী ফেরত চাহে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু সংগঠনীদের অন্যায় আবদার রক্ষার্থ মুসলমানদের অধিকার অস্বীকার করে এবং একদল সরকারী ফৌজ [illegible] উপস্থিত হইয়া বর্শাদ্বারা সমবেত [illegible] দেয়। যোধপুরের এই ব্যাপারে হিন্দুদের যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অদ্ভুত ও অভিনব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদিন আমরা জানিতাম, গো-মাতা ও বৃষ-পিতার প্রাণ-হানিতে হিন্দুদের মনে শোকের সমুদ্র উথলিয়া উঠে বলিয়াই, মাতৃ-পিতৃভক্তির প্রাবল্যে কোরবানীর সময় মুসলমানদের মাথায় লাঠি মারিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন! কিন্তু যোধপুরের ব্যাপারে দেখা গেল—শুধুই তাহা নহে, মুসলমানদের ছাগ-কোরবানীতেও হিন্দুদের মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগের মতই শোকের যথেষ্ট কারণ আছে! হিন্দুদের মনে হঠাৎ এবম্বিধ ছাগ-ভক্তির ভাব কেন উথলিয়া উঠিল, আমরা বহু চিন্তা-চিন্তিয়াও তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হইতেছে, কালী-মন্দিরে বা শিব-লিঙ্গের সামনে পাঁঠা বলি দিবার সময় নব্য-সংগঠনী ছাগ-ভক্তগণের মনে ছাগ-ভক্তির কোন লক্ষণ আদৌ দেখা যায় না কেন? প্রত্যহ যজ্ঞ-স্থলে মন্দির-সমূহে যূপকাষ্ঠে যে সহস্র-সহস্র পাঁঠা বলি দেওয়া হইতেছে, কোন ছাগ-ভক্ত হিন্দুকে ত তজ্জন্য একটুও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না; অথচ মুসলমানের মাথায় লাঠি মারিতে তাহারা আদৌ পশ্চাদপদ নহে! হিন্দুদের এই মনোবৃত্তি কোন্ জাতীয় মনোবৃত্তি, এবম্বিধ মনোবৃত্তি দেশে যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমান মিলন—তথা স্বরাজ লাভ কোন প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে কিনা, পাঠকগণ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

কোরবানীর হাঙ্গামা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমরা হিন্দু সমাজের যে 'নারদীয়' মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহা যে কোন প্রকার পক্ষপাত-দুষ্ট বা অতিরঞ্জিত নহে, যে কোন হিন্দু-পরিচালিত সংবাদপত্র—তথা হিন্দু-প্রধান সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রী-প্রেস ও এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট পাঠ করিলেই তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। দেশের প্রকৃত মঙ্গল যাঁহারা চাহেন, হিন্দু-মোসলেম মিলিত বিরাট মহা-ভারতের মুক্তি যাঁহাদের কাম্য—এমন সব হিন্দু নেতৃবর্গের [illegible] কোরবানী ব্যাপারে নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দু-মেণ্টালিটির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবম্বিধ দূষিত মনোবৃত্তি দূরীকরণে তাঁহারা সচেষ্ট হউন; নতুবা ভারতের মুক্তির আশা আকাশ-কুসুম কল্পনায়ই পর্য্যবসিত হইবে মাত্র।

জনাব মওলানা সাহেবের ভ্রমণ-তালিকা।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—দুহালি, পোঃ ও ষ্টেশন নিলফামারা, রংপুর। মৌঃ কুদরত উল্লাহ।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ—হলদীবাড়ী একরামিয়া-মাদ্রাসা, পোঃ ও রেল-ষ্টেশন হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ী। মুঃ মোহাম্মদ হাকিম উদ্দিন সরকার সাহেব।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—খালপাড়া, পোঃ চেঙমারী, ষ্টেশন নাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

মুঃ সরফরাজ হোসেন আহমদ।

এই সভার পর জনাব মওলানা সাহেব যতনপুরহিয়া, পোঃ পঁচাগড় (জলপাইগুড়ি) রওয়ানা হইবেন।

বেন্ নেভিস বৃটেনের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, ইহার ভিতর ১৫ মাইল লম্বা জলপূর্ণ এক সুড়ঙ্গ আছে। পৃথিবীতে ইহার অনুরূপ দৃশ্য আর কোথাও নাই।

কাঁধ হইতে মাটী পর্য্যন্ত ব্যবধান ধরিয়া ঘোড়ার মাপ হয় এবং ৪ ইঞ্চিতে এক হাত ধরা হয়। এই প্রথাটি বহু প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

টীকা ও প্রসঙ্গ

হস্তী-শিকার ও হস্তীদন্তের ব্যবসায়

আরব্যোপন্যাসে পড়া যায় যে, নাবিক সিন্দবাদ এমন একস্থানে একবার উপস্থিত হয়, যেখানে বহু যুগ ধরিয়া মৃত হস্তীদের দন্ত সঞ্চিত হইয়া ছিল। সেই স্থানকে মৃত হস্তীদের কবর বলা চলে। এখনও অনেকের ধারণা যে হস্তীরা বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, একটি বহুযুগের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া প্রাণত্যাগ করে। সেখানে এইভাবে মূল্যবান হস্তীদন্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহারা হস্তীদন্তের ব্যবসায় করে, তাহারা এই সব স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেস্থান হইতে হস্তীদন্ত সরবরাহ করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। এরূপ কোন স্থান নাই। বৃদ্ধ হস্তিরা মরিবার জন্য এরূপ কোন স্থানে যায় না। তাহারা বরং তখন লোকালয়ের নিকট আসিয়া চাষ আবাদ ধ্বংস করিতে সুরু করে।

হস্তীদন্তের মূল্য

তা'ছাড়া হস্তীদন্তের ব্যবসায়ীরা সভ-নিহত হস্তীর দন্তই কিনিয়া থাকেন। এই দন্ত ৩০।৩৫ টাকায় একসের হিসাবে বিক্রয় হয়। ভাল হস্তীদন্ত এখন আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়। সেখানে শিকারী প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে হস্তী শিকার করিয়া ফেরে। অধিকাংশ শিকারীই শ্বেতাঙ্গ।

হস্তীর বিলোপ

হস্তী জাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আবিসিনিয়া দেশের লোকেরা একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া হস্তীযুথকে তাড়া করিয়া একেবারে হয়রাণ করিয়া দিয়া অবশেষে নির্ম্মমভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে হত্যা করে। কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকার হস্তী-শিকারের আইন কানুন খুব কড়া। সেখানে হস্তী বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাক, এমন বাড়িয়াছে যে কৃষকেরাই ধনপ্রাণ শস্য রক্ষার জন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ শাসিত পূর্ব্ব আফ্রিকায় অন্ততঃ ৫০০০০ হাতী আছে।

হস্তী শিকার নীতি

হস্তী শিকারের সময় এই হস্তী-যুথের খোঁজ পাওয়া বিশেষ কঠিন নয়। তাহাদের খবর গ্রামের লোকেরা সব সময়েই দিতে পারে। তাহারা যেখান দিয়া যায় তাহার এক মাইলেরও বেশীদূর হইতে তাহাদের শব্দ পাওয়া যায়। শুধু চলার শব্দ নয়, তাহাদের জঠরে এক প্রকার শব্দ হয়, তাহাও অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা যায়। কিন্তু হস্তীযুথের দেখা পাইলেই হয় না। ভাল দাঁতী হাতী শিকার করা বিশেষ [illegible]। কারণ, মাদি হাতী শিকার করিলে [illegible], তাহাদের দাঁতের ওজন কম এবং তাহাদের মারাও নিষিদ্ধ।

শিকারীর বিপদ

এইজন্য শিকারীকে বিশেষ সাবধানতায় হস্তী-যুথের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া হাতী মারিতে হয়। এরূপভাবে শিকার কিরূপ বিপজ্জনক তাহা সহজেই বোঝা যায়। কোন প্রকারে হাতীর দল গন্ধ বা শব্দের দ্বারা মানুষের আভাস পাইলে উর্দ্ধশ্বাসে ভয়ে বন গ্রাম মাঠ লণ্ডভণ্ড করিয়া পলায়ন করে, নতুবা শিকারীকে শুঁড়ে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পা দিয়া থেৎলাইয়া একেবারে মারিয়া ফেলে। এই বিপদ মাথায় লইয়া শিকারীকে হস্তীদন্ত আহরণ করিতে হয়।

শিকারের অসুবিধা

হস্তীকে গুলি করাও সহজ নয়। [illegible] তাক করিয়া তোলা হয় মাত্র। শীত ও [illegible] হস্তী যে কি ভীষণ হইতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না।

হস্তীর মর্ম্মস্থল

হাতীর শরীরে মাত্র দুটি স্থান আছে, যেখানে গুলি লাগিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। এই স্থানে গুলি মারা কিন্তু সহজ নয়। একে আফ্রিকার হাতীর কান খুব বড়, তা'র উপর সেই বড় কান সে অনবরত মাছি তাড়াইবার জন্য নাড়িতে থাকে। কানগুলি আবার ছিন্নভিন্ন। সেই ছিন্নভিন্ন কান নাড়ার ভিতর দিয়া তাহার মর্ম্মস্থলে গুলি করাও শক্ত। মর্ম্মস্থল দুটিই হাতীর মাথায়। একটি তাহার চোখ ও কাণের মাঝে, অপরটী তাহার শুঁড়ের উপরিভাগের তৃতীয় থাকে। এই দুই জায়গার কোনটিতে গুলি মারিতে পারিলে হাতী তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

হাতী মারা যাইবার পর তাহার দাঁত উপড়াইয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ, দাঁতের তৃতীয়াংশ তাহার মাথার খুলির মধ্যে প্রথিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে হস্তী এখনও দুষ্প্রাপ্য নয়। চট্টগ্রামের উত্তরে ও বর্ম্মায় প্রচুর হাতী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ হাতী খেদা করিয়া ধরা হয়। দাঁতের জন্য [illegible] শিকার বড় হয় না।

—বাদলার কথা।

বাঙ্গলার মুসলমান সাহিত্য-সেবী

আজ কুড়ি বৎসর গত হইতে চলিল, আশা [illegible] যে, বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্যিক [illegible] একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ লিখিব। [illegible] মোসলেম হিতৈষী সাপ্তাহিক সংবাদ [illegible] জানাইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ [illegible] করিতে পারি নাই। [illegible]

মোসলেম জগৎ

মক্কা শরীফে হজ্জযাত্রীর ভিড়

অতিরিক্ত চিকিৎসালয় স্থাপন

মক্কা হইতে প্রাপ্ত একটি তারের সংবাদে জানা যায় যে, হজ্জযাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এবার যাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ হইয়াছিল। তাহাদের চলাচলের জন্য, চিকিৎসার জন্য এবং পানীয় জলের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মক্কা ও আরাফাতের মধ্যে অস্থায়ী ভাবে ৭টি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটী স্থায়ী চিকিৎসালয়ও আছে। সাধারণতঃ জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার অতিরিক্ত আরও ১২টা ষ্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে। ফলে এবার জল বিতরণের প্রয়োজন হয় নাই।

এবার বিশেষ কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। সর্দ্দি-গর্ম্মিতে খুব কম লোক মারা যাইতেছে।

হজ্জ

মক্কা শরীফ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, মঙ্গলবারে মক্কা শরীফে হজ্জব্রত সম্পন্ন হইয়াছে।

এবনে-সউদের সঙ্গে সন্ধি

জেরুজালেমের ১লা মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, স্যার গিলবার্ট ক্লেটন সেখানে আসিয়া গত ৩রা জুন তারিখে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এবনে-সউদের সঙ্গে সন্ধির সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন যে, ফল সন্তোষজনক হইবে।

নিজামের স্বাধীনতার দাবী

পারস্য ও আফগানিস্থানের অনুরূপ স্বাধীনতা

বাটলার কমিটির নিকট মেমোরেণ্ডাম

ইণ্ডিয়া অফিস কর্ত্তৃক স্যার হারকোর্ট বাটলারের সভাপতিত্বে যে দেশীয় রাজ্য তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর এই মর্ম্মে 'মেমোরেণ্ডাম' পাঠাইয়াছেন যে, নিজাম বর্ত্তমানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের অনুরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত নিজামের রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক সম্বন্ধ স্বাধীন শক্তি পারস্য বা আফগানিস্থানের অনুরূপ হওয়া উচিত। বৃটিশের সহিত নিজামের যে সর্ত্তাদি আছে এবং ভারতে বৃটিশের সহিত নিজাম বংশের সম্বন্ধের পর হইতে নিজাম যে মর্য্যাদা উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ঐরূপ দাবী করা হইতেছে বলিয়া 'মেমোরেণ্ডামে' উল্লিখিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদের সর্ব্বত্র সভা হইতেছে এবং তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে নিজামের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে ও তাঁহাকে "হিজ এক্জল্টেড্ হাইনেসের" পরিবর্ত্তে "হিজ ম্যাজিষ্টি" উপাধি দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। অন্যান্য দেশীয় নৃপতিদের উপাধি "হিজ হাইনেস্" কিন্তু গত মহাসমরে নিজাম বৃটিশকে সাহায্য করায় তাঁহার উপাধি "হিজ হাইনেসের" স্থানে "হিজ এক্জল্টেড্ হাইনেস্" হইয়াছে।

ইটালী ও তুর্কী সন্ধিপত্র

৩০শে মের সংবাদে প্রকাশ, ইটালী ও তুর্কীর মধ্যে নিরপেক্ষতা ও মধ্যস্থতামূলক [illegible]

পারস্যের মধ্য দিয়া ব্যোমপথ

"ইম্পিরিয়েল এয়ার ওয়েস"এর জেনারেল ম্যানেজার হাওয়াই জাহাজ যোগে বসরা হইতে করাচী পর্য্যন্ত হাওয়াই জাহাজের পথ খুলিবার জন্য পারস্য গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য তেহরাণ যাত্রা করিয়াছেন।

তুরস্ক ও আফগানিস্থানে সন্ধি

তুরস্ক ও আফগানিস্থানের মধ্যে বন্ধুত্বজ্ঞাপক একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অতঃপর উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতার সূত্রপাত হইবে।

যুদ্ধবিদ্যা, আইন-বিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী কতিপয় ব্যক্তিকে আফগানিস্থানে পাঠাইবার জন্য তুরস্ক রাজী হইয়াছেন।

তুরস্ক ও পারস্যে সন্ধি

মস্কো নগরীর তুরস্কের রাজদূত তৌফিক পাশার ভ্রমণ বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি কাবুলের মহামান্য আমীর ও বেগমের সহিত তেহরাণ আসিতেছেন। প্রকাশ যে, তিনি এইখানে তুরস্ক পারস্যের সীমান্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। কয়েক মাস ধরিয়া ইহার প্রস্তাব চলিতেছে।

আফগান বাদশাহের সফর

কনষ্টান্টিনোপলের ১লা জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহ এবং বেগম এক জাঁক-জমকপূর্ণ সামরিক কুচ-কাওয়াজ দেখিতে যান। পরে তাঁহারা "আজমীর" জাহাজে বাটুমের দিকে রওয়ানা হন। রুশিয়ার কৃষ্ণ সাগরের যুদ্ধ জাহাজ শ্রেণী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাটুম পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

পারস্য পরিদর্শন

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাদশাহ আমানুল্লাহ এবং তাঁহার পরিষদবর্গ আগামী ১০ই জুন তেহরাণে পৌঁছিবেন।" পারস্য পরিদর্শন শেষ হইবার পর বাদশাহ ও বেগম হিরাট ভ্রমণ করিবেন [illegible] মোটর যোগে কাবুলে গমন করিবেন। তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে।

তুর্কীনার আয়োজন

৬ই জুন তারিখে আফগানরাজ ও রাজমহিষী সোভিয়েট সমরপোতে পাহলবী পৌঁছিয়াছেন। সভাসমী তৈমুর তাশ শাহের পক্ষ হইতে পাহলবীতে তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। বাদশাহ পাহলবী রেশতে ও কাজভিনে রাত্রি যাপন করিয়া ৯ই তারিখে তেহরাণ পৌঁছিবেন। এদিকে সহস্র সহস্র মজুর রাজধানীর রাস্তা নির্ম্মাণ ও বিস্তার এবং যে যে রাস্তা দিয়া বাদশাহ ও বেগম আসিবেন সেগুলির উপরে বিজয়-তোরণ নির্ম্মাণে ব্যস্ত। উপরন্তু মিউনিসিপ্যালিটি হইতে সহরের প্রধান-প্রধান রাস্তার উপরের গৃহগুলির দেওয়াল চুণকাম করিবার জন্য বাড়ীর মালিকদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আফগান বিমানপোতের দুর্দ্দৈব

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে পরাচিনার নামক স্থানে এক খানি আফগান বিমানপোত হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, উক্ত উড়োজাহাজখানি ২৪শে মে তারিখে খাইবার পাশ অতিক্রম করিয়াছিল। উহাতে দুইজন রুশীয় দেশীয় নাবিক, একজন আফগানী মাঝি ও আর একজন আফগানী মেকানিক ছিলেন।

বিধ্বস্ত উড়োজাহাজের এঞ্জিন ও অন্যান্য ভগ্নাংশ মোটরলরী যোগে পেশোয়ার হইতে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছে।

কোরবানী উৎসবে ফেরাউনী লীলা

ভারতের নানাস্থানে সংগঠনী গুণ্ডামী

পুলিসের গুলীতে বহুলোক হতাহত

সোফতায় সংগঠনী অনাচার

পুলিসের গুলীতে ১০ জন হিন্দুর মৃত্যু

দিল্লীর ৩১শে মের সংবাদে প্রকাশ :—

পাঞ্জাবের সোফতা নামক একটী গ্রামের মুসলমানগণ বকর-ঈদ উপলক্ষে গরু কোরবানী করিবার জন্য পুলিসের অনুমতি প্রার্থনা করে। ইহাতে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আটটী গ্রামের মোড়লদিগকে একত্র করিয়া হিন্দুদিগকে শাসায় যে, কিছু গোলমাল হইলে তাহারাই দায়ী হইবে।

কোরবানীর দিন সকালে কয়েক শত হিন্দু সোফতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেখানে সশস্ত্র উপস্থিত। হিন্দুরা আবার তাঁহার নিকট গরু কোরবানী বন্ধ করিবার জন্য আবদার করে। তাহারা গরুটী উপযুক্ত মূল্যে কিনিতেও চায়। কিন্তু পুলিস সাহেব তাহাদের কথা শুনিতে চাহেন না। এই সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুগণ পুলিসকে আক্রমণ করে এবং শেষে পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। দশ মিনিট গুলী চলে, ফলে আট জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়। তখন তাহারা পলায়ন করে।

পরবর্ত্তী ঘটনা

দিল্লীর ১লা জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, অম্বালা ডিভিশনের কমিশনার পাঞ্জাবের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিসকে লইয়া সোফতায় গিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ নাকি চারিটী মেশিন গান ও এক দল অশ্বারোহী সৈনিকদল পাঠাইয়াছেন। পুলিসের তদন্ত এখনও আরম্ভ হয় নাই।

আরও দুই জনের মৃত্যু

দেশবন্ধু গুপ্ত তিনজন আহত হিন্দুকে সিভিল হাসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইজন মারা গিয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থাও শঙ্কাজনক।

সরকারী ইস্তাহার

গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন :—

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট গুড়গাঁও জেলার সোফতা নামক গ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পুলিসের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে এইরূপ সংবাদ পাইয়াছেন। সোফতা গ্রামটী দিল্লী হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণে গাড়ীর রোডের ধারে অবস্থিত। বিগত ঈদ-পর্ব্ব উপলক্ষে উক্ত গ্রামের মুসলমানগণ একটী গরু কোরবানী করিতে ইচ্ছা করে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের জাঠগণ এই কারণে বিশেষভাবে এই গরুটীর কোরবানীতে আপত্তি করে যে, ইহা জাঠ কৃষকদের ক্ষেতে চরিয়া বেড়াইত। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিরোধের সংবাদ পাইয়া ৩০শে মে সকালবেলায় একটী ক্ষুদ্র পুলিসবাহিনীসহ ঘটনাস্থলে গমন করেন। গরুটীকে হেফাজত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বেলা ৮টার পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি গ্রামের প্রায় দুই হাজার জাঠ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সোফতায় আসিয়া সমবেত হয়। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং তহশীলদার তাহাদিগকে জানান যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট গরুটী কোরবানী করা হইবে না। জাঠগণ দাবী করে যে, গরুটী তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ভয় দেখায় যে, যদি [illegible] কোন গরু কোরবানী করা হয় [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই [illegible] করিলে, জনতা ভীষণ [illegible] দেখায় এবং পুলিসের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে সতর্ক করেন, কিন্তু কোনই ফলোদয় হয় না। তখন তিনি স্বয়ং একবার গুলী নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায়, তিনি পুলিসদলকে গুলীবর্ষণ করিতে আদেশ করেন। তাহারা পর পর গুলী ছোড়ে। ফলে এ পর্য্যন্ত দুইজন জাঠ নিহত এবং ৭৮ জন আহত হইয়াছে। জাঠগণ অনেক আহত ব্যক্তিকে সরাইয়া ফেলিয়াছে কাজেই আহতদের সংখ্যা এখনও সঠিক নিরূপণ করা যায় নাই। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সিমলার ছোট আদালতের জজ মিঃ এস, সি, ম্যাটেলকে ঘটনার তদন্তের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

১০ জন নিহত—৪০ জন আহত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোফতার দাঙ্গার ফলে ৮ হইতে ১০ জন জাঠ নিহত এবং ৪০ জন আহত হইয়াছে। আহতগণকে দিল্লী ও অন্যান্য গ্রামে লইয়া যাওয়ায় সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে হতাহতের যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহাও অনুমান মাত্র। গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণকে যথাসাধ্য প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে হাসপাতালের ম্যানেজার এবং ডাক্তারগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

জমিয়াৎ-উল ওলামার বিবৃতি

জমিয়াৎ-উল ওলামার সম্পাদক মৌলানা আহমদ সৈয়দ জানাইতেছেন,—গুড়গাঁও জেলার সোফতায় দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া জমিয়াৎ-উল ওলামার প্রতিনিধিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত তদন্ত করেন। সত্যকথা বলিতে গেলে, এই গ্রামের অধিবাসীগণ বরাবরই পরম সহিষ্ণু ছিল। এই বৎসর চারিপাশের গ্রামের জাঠেরা জোর করিয়া মুসলমানদের গো-কোরবানী বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। যদিও হিন্দুদের বিশেষ [illegible] পুলিস সাহেব নিজেই ইসলাম-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোরবানীর গরু পরিবর্ত্তন করেন; শাস্ত্রের নির্দ্দেশ না জানার জন্য মুসলমানেরাও ইহাতে সম্মত হয়।

প্রায় দেড় হাজার হিন্দু লাঠি ও বল্লম লইয়া সোফতা আক্রমণ করে এবং পুলিস সাহেবের অনুরোধ ও সতর্কবাণী অবহেলা করিয়া গ্রাম পোড়াইয়া দিতে ও গ্রামবাসিদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তাহারা ইট ছুড়িতে ছুড়িতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে পুলিস সাহেব দেখেন, মুসলমান ও তাঁহার দলের সমূহ বিপদ; তখন গুলী ছোড়ার আদেশ হয়। তিনবার গুলি ছোড়ার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। একদল জাঠ সুযোগ বুঝিয়া অন্য দিক দিয়া গ্রামে প্রবেশ করে এবং গ্রাম লুঠ করিতে আরম্ভ করে। নায়েবদারদের এক চাপরাশ এবং আরও কয়েকজন মুসলমান আহত হয়। তাহারা গ্রাম দগ্ধ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় পলায়ন করে।

তদন্তে যতদূর জানা গিয়াছে, ৬জন লোক খুন ও ২০ জন জখম হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

তদন্ত-কমিটির কার্য্যারম্ভ

গত বকর-ঈদের সময় সোফতায় গো-কোরবানী লইয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া পুলিস তরফ হইতে গুলী চালান হইয়াছিল। ফলে বহু লোক হতাহত হয়। পুলিসের এই কার্য্য লইয়া তথায় বিশেষ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় ঐ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্প্রতি মার্টিন কমিটী নামে একটী কমিটী সংগঠিত করা হইয়াছে। গত ৩রা জুন হইতে কমিটীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পাঞ্জাব-লাটের নিকট মুসলমানদের তার

দিল্লীর যুবক মুসলমান এসোসিয়েশন পাঞ্জাবের গবর্ণর ও আম্বালার কমিশনারের নিকট তার করিয়াছেন যে, এই এসোসিয়েশন ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছেন যে, সোফতা গ্রামে ৪ জন মুসলমানকে আক্রমণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র হিন্দু সমবেত হইয়াছিল এবং স্মরণাতীত কাল হইতে তাহারা তথায় যে গরু কোরবানী করিয়া আসিতেছে, হিন্দুরা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই কোরবানী হইতে নিরস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পুলিস [illegible] মুসলমানদের জীবন রক্ষার জন্য এই এসোসিয়েশন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের খুব সুখ্যাতি করিতেছেন। ঐ হাঙ্গামা সম্পর্কে সাব ডিভিশনাল অফিসারের আচরণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য এবং মুসলমানদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করিতে দিবার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

মালিকপুরে ১১ জনের মৃত্যু

বকর-ঈদ উপলক্ষে পঞ্জাবের মালিকপুরে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত বৎসর ডেপুটী কমিশনারের নিকট কোরবানীর অনুমতি-প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি কেবল বকর-ঈদের দিনই ঐরূপ কোরবানী করা চলিতে পারিবে বলিয়া অনুমতি দিয়াছিলেন।

ঈদের পরদিন মালিকপুরে বহু লোক আসিয়া জড় হয় এবং শিখ ও হিন্দুগণ কোরবানী বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু পুলিসও মোতায়েন করা হয়। ঐ জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য পুলিশ গুলী চালাইতে শুরু করে। খাদপাড়ার নিকটে খুব মারপিট হয়। ফলে ৩ জন মুসলমান ও ১৭ জন হিন্দুকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রকাশ যে, দুইজন মুসলমান, একজন খ্রীষ্টান, ৫ জন শিখ ও দুইজন হিন্দুর মৃত্যু হইয়াছে। আরও অনেক মারপিট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আলীগড় বারলায় একজন নিহত

আলীগড় জেলার বারলা হইতে বকর-ঈদ সম্পর্কিত গোলযোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ গুলী চালাইয়াছিল। ফলে একজন লোক মারা গিয়াছে।

লাহেরিয়া-সরাইয়ে হিন্দু-অনাচার

৩১শে মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রায় ৯৷৷টার সময় প্রায় তিনশত হিন্দু দলবদ্ধ হইয়া ধারসোনা নামক গ্রামের কয়েকজন মুসলমানের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠতরাজ করে। কর্পূরের সাব ইন্সপেক্টর উক্ত গ্রামেই উপস্থিত ছিলেন; তিনি দাঙ্গাকারীদের দুষ্কর্ম করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এরও প্রকাশ যে সমস্তিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সংবাদ পাইয়া তড়িত পদে ঘটনাস্থলে আগমন করেন এবং কয়েকজন দাঙ্গাকারীর নিকট হইতে লুঠের মালের কতক ফেরত করিতে সক্ষম হন। প্রকাশ কয়েকজন মুসলমান নাকি শরীরে আঘাত পাইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

যোধপুরে সংগঠনী গুণ্ডামী

ছাগল কোরবানীতেও বাধা

বকর-ঈদ উপলক্ষে যোধপুর হইতে এক ভীষণ হাঙ্গামার সংবাদ "তরুণ রাজস্থান" পত্রে পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ কয়েকজন মুসলমান বাজার দিয়া কোরবানীর জন্য একটী ছাগল লইয়া যাইতেছিল, কতিপয় হিন্দু ব্যবসায়ী ছাগলটী তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া থানায় প্রেরণ করে। ফলে মুসলমানগণ থানায় গিয়া ছাগল ফেরতের জন্য দাবী করে। একদল সরকারী অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া বর্শা দ্বারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রায় ৪০ জন আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

আরও নানাস্থানে দাঙ্গা

দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সিমরাওয়ারা নামক স্থানেও একটী দাঙ্গা হইয়াছে। দাঙ্গার ফলে একজন মুসলমান নিহত, একজন গুরুতর আহত এবং তিনজন সামান্য আহত হইয়াছে।

গয়া সহর হইতেও একটী দাঙ্গার সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, আপনা-আপনি মারামারি করিয়া একজন মুসলমান ও দুইজন হিন্দু গুরুতর জখম এবং আরও চারিজন সামান্য জখম হইয়াছে। পুলিস আসিয়া পড়ায় উভয় পক্ষই সরিয়া যায়। দ্বারভাঙ্গা জেলার কমলাপুর থানা হইতে আর একটী দাঙ্গার খবর আসিয়াছে। ৫ জন লোক সামান্য জখম হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার একটী মসজিদে শূকর মাংস পাওয়া যায়। ইহাতে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ আসিয়া দাঙ্গা নিবারণ করে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ দ্বারভাঙ্গার উত্তেজনার ভাব কমিয়া আসিতেছে।

কলিকাতায় মসজেদে মৃত-শূকর

এবার কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে কোরবানী পর্ব্ব সমাধা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে হিন্দুগণ গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইবার প্রয়াস পাইলেও সৌভাগ্য বশতঃ কোন হাঙ্গামা হয় নাই। ঈদের পূর্ব্ব রাত্রে মেছুয়া বাজারের মুন্সী সদরুদ্দিন লেনের মসজেদের ভিতর কে বা কাহারা একটী মৃত শূকর ছানা রাখিয়া যায়। মসজেদের এমাম সাহেব পরে ইহা দেখিতে পাইয়া এই বিষয় লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনর্থ ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া স্থানীয় মোসলেম জনসাধারণকে ঘটনার বিষয় কিছু না জানাইয়া পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ দেন। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] যে, তাহারা পরে ইহার যথোচিত প্রতীকার করিবেন এবং এখন যেন বিষয়টী মুসলমানগণের কানে তোলা না হয়। তিনিও তাহাই করেন। শূকরের মৃতদেহটী ইতিপূর্ব্বেই মসজেদ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

কলিকাতা গেজেট

[কেবল মুসলমানদিগের নাম]

নিয়োগ ও বদলী

সাবডেপুটী কালেক্টার মৌলবী কবিরুদ্দিন আহমদ বর্দ্ধমান বিভাগে বদলী হইলেন। সাব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রউফ রাজসাহী বিভাগে বদলী হইলেন। হুগলীর ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী আমির মোহাম্মদ অস্থায়ীভাবে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। বাখরগঞ্জের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোলন্দাজ কজলে সোবহান হাওড়া পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী

সাব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মোহাম্মদ তাহেরুদ্দিন ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন। পাবনার সাব ডেপুটী মৌলবী মোহাম্মদ গোলাম মওলা ১১ই জুন হইতে ২ মাসের ছুটী পাইলেন। সাব ডেপুটী মৌলবী তমিজুদ্দিন আহমদ তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট

মৌলবী গোলাম পাঞ্জাতন ৩ বৎসরের জন্য ২৪ পরগণার তৃতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

চিকিৎসা বিভাগ

বগুড়ার সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার শাহজাহান আলি রংপুরে বদলী হইলেন।

স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ

বাঙ্গলা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী মুন্সী আহাদবক্স মণ্ডলকে নদীয়া বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার মনোনীত করিয়াছেন।

বৈদেশিকী

মেরুযাত্রী নিরুদ্দেশ

'ইটালিয়া' বিমানপোতের বিপদাশঙ্কা

যে কয়জন ইটালিয়ান মেরুযাত্রী সেনাপতি নোবিলের নেতৃত্বে ইটালিয়া জাহাজে উত্তরমেরু যাত্রা করেন, উত্তরমেরুতে পৌঁছিয়া তাঁহারা বেতারে পৌঁছান সংবাদ জানান। স্পিজবার্জেন হইতে যাত্রা করিয়া উত্তরমেরুতে পৌঁছাইয়া তাঁহারা আবার নিরাপদে ফিরিতেছেন এই সংবাদ পাওয়ার পরে আবার সেই বিমানপোত হইতে বেতারে সংবাদ আসে যে, সম্মুখে প্রবল বায়ুবেগের ফলে পথ ঠিক রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! তাহার পর আর তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। চারদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের স্পিজবার্জেন ফিরিয়া আসার কথা। অথচ চারদিন হইয়া গেলেও তাঁহাদের কোন সন্ধান নাই। তাহাদের সঙ্গে এক মাসের উপযুক্ত আহার থাকিলেও মাত্র দুই দিনের উপযুক্ত পেট্রোল ছিল। সুতরাং তাঁহাদের পেট্রোল ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

সেনাপতি নোবিল উত্তরমেরু হইতে ফিরিবার সময় স্পিজবার্জেন হইতে তাঁহাকে বেতারে আসন্ন দুর্য্যোগের কথা জানান হয়। ঝড় জল ইত্যাদি ভয়ানক বাড়িয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা বাড়িয়াছে। যদি ঝড় জলে তাহারা বিপথে চলিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধারের আর আশা নাই। এখন একমাত্র আশা এই যে, তাঁহারা হয়ত কোন তুষার ভূমিতে নামিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে আশাও করা কঠিন। কারণ এখন বরফ সমুদ্র গলিতে ও ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছে। তাহার উপর এই দুর্য্যোগে সে সমুদ্রের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হইবেই। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহারা নামিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের সঙ্গে ক্যানভাস নৌকা ছিল কিন্তু সমুদ্রের এই অবস্থায় তাহা ব্যবহার করাও অসম্ভব।

দেশীয় রাজ্য তদন্ত-কমিটী

২০টি রাজ্যের অভিমত

হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর প্রমুখ মাত্র ২০টি দেশীয় রাজ্য তাহাদের মন্তব্য বরাবর বাটলার কমিটীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আর কোনও দেশীয় রাজ্যই তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন নাই।

কাশ্মীর, ভূপাল, গোয়ালিয়র, বিকানীর ও পাতিয়ালা প্রমুখ প্রায় ১৮০টি রাজ্য কমিটীর নিকট কোনও লিখিত মন্তব্য পেশ করিবেন না। ইহাদের বক্তব্য পেশ করার ভার সার ...

...

নিস্তব্ধতা নাই।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ওয়াং-সি-চেনকে ডাকাইয়া আনিয়া জেনারেল চ্যাংসোলিন সহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দিয়াছেন।

উত্তরপক্ষীয় দলের পলায়ন

টিয়েনসিনের সংবাদে প্রকাশ যে, টিয়েনসিন ও পাকো রেলপথের উপর থাকিয়া উত্তরপক্ষীয় দলের যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগকে হটিয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

দক্ষিণী দলের প্রবেশ

চীনের জাতীয় দল এখন নগরে প্রবেশ করিবে বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব তাহারা হৈ চৈ করিয়া পিকিনের শান্তি ভঙ্গ করিবে না। কতিপয় সৈন্য প্রেরিত হইবে এবং তাহারা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নগরে প্রবেশ করিবে।

প্রকাশ যে, প্রবীন রাজনীতিকগণ এখন সহরের শান্তিরক্ষার ভার লইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ওয়াং-সি-চেন তাহাদের পরিচালক হইয়াছেন।

দক্ষিণী দল কখন নগরে প্রবেশ করিবে তাহা এখনও জানা যায় নাই, তবে সাধারণের বিশ্বাস এই যে, সান-সির গবর্ণর মিঃ ইয়েনের উপর এই কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি নগরী অধিকার করিয়া শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন।

পিকিংএর পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ট্যানসালিদের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণীয় সৈন্যগণ পিকিং প্রবেশ করিয়াছে।

চ্যাংসোলিনকে হত্যার চেষ্টা

টোকিওর ৪ঠা জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানের সামরিক কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে প্রকাশ, সেনাপতি চ্যাংসোলিন যে ট্রেণে যাইতেছিলেন, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলের পিকিং ও মুকদেনের মধ্যবর্ত্তী কোন জংশন ষ্টেশনে সেই ট্রেণের উপর কয়েকজন শাদা পোষাকপরা চীনা বোমা নিক্ষেপ করে। উহার ফলে সেনাপতি চ্যাংসোলিন এবং হেইলুং কিয়াং প্রদেশের গভর্ণর উচুন-সেং অল্প আহত হয়েন এবং চ্যাংসোলিনের অনুচরগণের ভিতর কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। চ্যাংএর শরীর-রক্ষী সৈন্যগণ বোমানিক্ষেপকারীদের উপর গুলী চালাইয়াছিল। অপর এক বোমা-নিক্ষেপের ফলে চ্যাংসোলিনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী

বৃদ্ধ ও যুবকের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

আমেরিকার নিউজার্সি অ্যাটলান্টিক সিটি হইতে একটি অপূর্ব্ব প্রণয়দ্বন্দ্বের খবর পাওয়া গিয়াছে। চার্লস হ্যাট ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ, তাহার নাতি-নাতিনী বর্ত্তমান। সে এবং উইলিয়াম বাণ্টান্ নামে এক কুড়ি বৎসরের যুবক মেরী রাইস নামে একটি সুন্দরী বিংশবর্ষীয়া যুবতীর প্রণয়প্রার্থী। উভয়ের এই সূত্রে মনোমালিন্য ক্রমশঃ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। একদিন তাহারা পিস্তল লইয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে। কিন্তু দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যুবকটিই পেটে ও হাতে গুলি খাইয়া আহত হইয়াছে। বৃদ্ধের কিছু হয় নাই।

যুগোশ্লাভ দূতাবাস আক্রান্ত

বেলগ্রেড ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীয় ফ্যাসিষ্টগণ জারার যুগো-শ্লাভের দূতাবাস আক্রমণ এবং কর্ম্মচারিগণের উপর মারপিট করিয়াছিল। কন্সাল সিমিচ জখম হইয়া চিকিৎসার্থ হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

দেশের কথা

সম্রাটের জন্মদিনের উপাধি-তালিকা

[কেবল মুসলমানদের নাম]

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবার বহু সংখ্যক উপাধি বিতরিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় উপাধির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কে, সি, আই-ই,

যুক্ত-প্রদেশের স্বরাষ্ট্র-সচিব নবাব মোহাম্মদ সৈয়দ খান।

নাইট (সার)

মাদ্রাজ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য খান বাহাদুর মোহাম্মদ ওসমান সাহেব, আসামের মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্, নিজাম সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী হায়দর নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ এ, কে, গজনবী।

নবাব (ব্যক্তিগত)

পাতিয়ালার স্বরাষ্ট্র-সচিব খান বাহাদুর সর্দ্দার লিয়াকত হায়াত খান।

খান বাহাদুর

বিজাপুর জেলার জমীদার খান সাহেব সৈয়দ সাহেবজি, চট্টগ্রাম বিভাগের সমবায় সমিতির এসিষ্টান্ট রেজিষ্ট্রার খান সাহেব মৌলবী আবদুল জলিল খান, বাঙ্গালার রেজিষ্ট্রারী অফিস সমূহের ইন্‌স্পেক্টার খান সাহেব মৌলবী ফজলুল কাদের, পাটনা ইসলাম সংক্রান্ত শিক্ষা-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মোহাম্মদ মোবারক করিম, পাটনার সরকারী উকীল মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন এম-এল-সি, দিল্লী হাইকোর্টের উকীল মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান।

খান সাহেব

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদ, নওগাঁ গাঁজা চাষীদের সমবায় সমিতির ডেপুটী চেয়ারম্যান মৌলবী হামিদর রহমান, কুমিল্লার সাব-ডেপুটী কাজী মোহাম্মদ মহীউদ্দিন, আলিপুরের সাব রেজিষ্ট্রার মৌলবী মোহাম্মদ মফিজুস সালেহীন, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার অস্থায়ী প্রিন্সিপাল মৌলবী আবু মোহাম্মদ আসাদ, ফরিদপুরের অন্তর্গত হাসিরদি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আবদুল গফুর।

পরলোকে পাদুকোটার রাজা

প্যারিসের ২৮শে মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজের অন্তর্গত পাদুকোটা নামক দেশীয় রাজ্যের রাজা শ্রীমার্ত্তণ্ড ভৈরব টোণ্ডিমান বাহাদুরকে কয়েক দিন পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল; সেদিন সকালে ১১ টার সময় তিনি ...

...

পরলোকগত রাজার মাতামহের (দত্তক-গ্রহীতার) ভ্রাতার পৌত্র। সুতরাং তিনি বলিতেছেন যে, পাদুকোটার সিংহাসনে তাঁহার দাবীই ন্যায্য।

এদিকে পরলোকগত রাজার পুত্র সিডনী মার্ত্তাণ্ডের পক্ষ হইতেও সিংহাসনের দাবী করা হইতেছে। (সিডনী মার্ত্তাণ্ড অষ্ট্রেলিয়ান স্ত্রীর গর্ভজাত)।

আলিগড় মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়

আলিগড় মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান সমিতি তাহার রিপোর্টে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সকল মুসলমান নেতা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। বিশেষতঃ উক্ত সমিতি একজন ইউরোপীয়ান প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগের যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না বলিয়া কোন কোন মুসলমান নেতা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ এ, ই, ইউসফ আলী সি-বি-ই, সম্প্রতি লণ্ডন হইতে এতৎসম্পর্কে নওয়াব সার মোজাম্মেল উল্লাহ খানকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"অনুসন্ধান সমিতি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-কলাপের উন্নতির জন্য যে সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করার প্রস্তাব করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা সমিতির নিকটে ঋণী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাদির বন্দোবস্তের জন্য আমরা যদি আমাদের বর্ত্তমান অভাব দূরী-করণার্থে কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুসলমানকে ৩ বা ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত না করিয়া কোন এক কমিটির হাতে কার্য্যভার অর্পণ করি, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইবে।

মালেরকোটা দাঙ্গা-মামলার রায়

বহু আসামীর দণ্ড

লাহোরের ২৮শে মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মালেরকোটা রাজ্যের স্পেশাল জজ মির্জা মোহাম্মদ ইজাজ হোসেন ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে কোথালার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলেই এই মামলার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে দরবার হইবে, এ সম্পর্কে সরকারী এশ্‌-তেহার জারী করা হয়। এই মামলার আসামী ১২৫ জন এবং সাক্ষী ৩৪৫ জন; কাজেই মামলা বহুদিন ধরিয়া চলে। বিচারকালে ৩০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, একজন মারা যায় এবং বাকী ৯৪ জনের নামে চার্জ্জ গঠন করা হয়। এই ৯৪ জনের মধ্যে বিচারক মুক্তি দেন ও বাকী লোকের প্রতি দণ্ডাদেশ হয়। ৫ জনের দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর এবং ৪৩ জনের বিভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানা হইয়াছে; ৩ বৎসরের জন্য সদাচরণের মুচলেকায় ৩৮ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

বাঙ্গালা সরকারের দফতর হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি ইশতাহার জারী করা হইয়াছে,—

"আগামী ৯ই জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে দুই দিন মাত্র কাজ হইবে। সেই ২ দিনের অধিবেশনে সরকারী কাজ হইবে অর্থাৎ সাইমন কমিশন সম্বন্ধে সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে। পুনরায় ৩১শে জুলাই তারিখে ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে সরকারী এবং বে-সরকারী উভয়বিধ কার্য্যেরই ব্যবস্থা থাকিবে।

বিবিধ সংবাদ

সাইমন কমিশনের সহায়ক

...

করায় আসামী ভাল ব্যবহারজীবির সাহায্য পাইতেছে না। এই কারণে মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদনের নিমিত্ত এক মাস সময় দেওয়া হউক। তাহা ছাড়া, এ স্থানে লোকমত তাহার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য আসামী পক্ষপাত-শূন্য জুরী পাইতে পারে না। আসামী সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যবাক্যের পুরা নকল পাইতেছে না এবং উকীলদিগকে ঠিক ভাবে উপদেশ দিতে পারিতেছে না।

জজ আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, উহাতে সাক্ষী ও জুরীদিগকে অযথা কষ্ট দেওয়া হইবে। পক্ষপাতশূন্য জুরী পাওয়া যাইবে না, এ কথার কোন অর্থ নাই। তাহার পর সাক্ষ্যের নকল পাওয়ার এখনও যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। আগামী ১১ই জুন মামলার শুনানীর দিন স্থির হইয়াছে।

কারাকোরাম অভিযান

ডিউক অব স্পোলেটোর আগমন

বোম্বাইয়ের ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর ডিউক অব স্পোলেটো সেদিন প্রাতে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি আগামী বসন্ত ঋতুতে কারাকোরাম অভিযান করিবেন। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি সিমলা যাইবেন এবং সেখানে তিনি অভিযানের সকল বন্দোবস্ত করিবেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, ডিউক সিমলায় গিয়া বড়লাটের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এলাহাবাদে বাঙ্গালী খুন

এলাহাবাদের ৩১শে মের সংবাদে প্রকাশ, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হেডক্লার্ক মিঃ এস, কে, মিত্রকে সেদিন সকালে এলাহাবাদ কাছারী পোষ্টাফিসের নিকট একজন বরখাস্ত জিলাদার গুলী করিয়া খুন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জিলাদারের নামে মিঃ মিত্র রিপোর্ট করায় তাহার চাকরী গিয়াছিল বলিয়া মিঃ মিত্রের ...

সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীদের পদত্যাগ

নৈনীতালের ২রা জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। রায় রাজেশ্বর বালী, কুনোয়ার রাজেন্দ্র সিংহ এই দুই জন মন্ত্রী সংযুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে দিন সাইমন কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেদিন নিরপেক্ষ ছিলেন। প্রকাশ যে, এই দুই জন মন্ত্রী দুই এক দিনের মধ্যেই পদত্যাগ করিবেন। ইহাদের পদে রাজা জগন্নাথ বক্স সিংহ, মহারাজ কুমার মহাজিৎ সিংহ, রাজা কুশলপাল সিংহ, রাজা কালীচরণ মিশ্র ও ছে, পি, শ্রীবাস্তব এই ৫ জনের মধ্য হইতে বাছিয়া দুই জনকে নিয়োগ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রানারের উপর অত্যাচার

কুমিল্লার ৩১শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৭ই মে তারিখে গগনচন্দ্র মালী নামে একজন রানারকে পথের মধ্যে আক্রমণ করিয়া ডাকাতেরা ১০০০০৲ টাকার দুইটি ইনসিওর করা চিঠি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেফতার হয় নাই।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর

লণ্ডনের ২রা জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, "ডেলি মেল" পত্রের রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য সার ফ্রেডারিক সাইক বোম্বাইয়ের গবর্ণর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্ণর সার লেসলী উইলসনের পরবর্ত্তী গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন।

চট্টগ্রাম নাজীরহাট রেলওয়ে

চট্টগ্রামের ২রা জুনের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইতে ভারতীয় রেলওয়ে রাজস্ব কমিটির সভায় যে ৮টি বিলের আলোচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে চট্টগ্রাম নাজীরহাট রেলপথ নির্ম্মাণ একটি। এই প্রস্তাবে আসাম বেঙ্গল রেলপথ ২৭ মাইল বিস্তৃত হইবে। রেলওয়ে বোর্ড নাকি এক বৎসরের বাজেটে এই বাবদ ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন ... আরম্ভ হইয়াছে।

হাঙ্গরের অত্যাচার

যুবক-যুবতীর অঙ্গহানি

কলিকাতা রিপন ষ্ট্রীটের অধিবাসী মিঃ স্মিথ ও মিস ষ্টানমোর নামক অনেক শ্বেতাঙ্গ যুবক ও যুবতী অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে গত ১লা জুন ডায়মণ্ডহারবারে বনভোজনে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া ইহারা দুই জনেই নদীতে সাঁতার কাটিতে নামেন। সাঁতার কাটিয়া মিঃ স্মিথ কিছুদূর গিয়াছেন, এমন সময় একটা হাঙ্গর তাঁহার ডান হাতখানি সম্পূর্ণ ও বাম হাতের কয়েকটি আঙ্গুল কাটিয়া লইয়া যায়। হাঙ্গরটা তারপর মিস ষ্টানমোরকে আক্রমণ করে; কিন্তু তাহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। মিঃ স্মিথের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহাকে এখন প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

পশ্চিম ভারতে ট্রেণ সংঘর্ষ

করাচীর ৪ঠা জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ঐ দিন ভোর ৫৷৷০ টার সময় কটরাই ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার কালে ৪৫ নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণের একখানি এঞ্জিনের সহিত সংঘর্ষ হয়। তৃতীয় শ্রেণীর ৫৬ জন যাত্রী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আহত ব্যক্তিগণ সামান্য চিকিৎসাতেই পুনরায় পথ চলিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছিল। গার্ডকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

শোচনীয় হত্যাকাণ্ড

কটকের ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় বলঙ্গা থিয়েটারের মালিক ও বিখ্যাত ধনী মিঃ বনমালী পাতি আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

সভা-সমিতি

...

প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে প্ররোচিত করান জন্য আমাদের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তির এক ডেপুটেশন অত্র সভার প্রস্তাবলীসহ তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হউক।

(৩) এই সভার সিদ্ধান্ত সমূহ যথারীতি ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা হউক।

—রিপোর্টার।

রাখালিয়া—নোয়াখালী

২৬শে মে অপরাহ্ণ ৫টার সময় নোয়াখালী জেলার রাখালিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার পুরস্কার বিতরণী সভা বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রায়পুরের সব-রেজিষ্ট্রার মৌলবী ফজলুল করিম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী বৎসরের পরীক্ষায় ফলানুসারে অনেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

লোকের শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। যে কয়টী কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছিল, তাহা বেশ প্রীতিপদ হইয়াছিল। লোকের স্থানাভাব বশতঃ সভার কার্য্য নীরবে সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। মোটের উপর, সভার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

নিবেদক—খলিলর রহমান

পোঃ ও গ্রাম রাখালিয়া, নোয়াখালী।

নামুজা—বগুড়া

গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার নামুজা মক্তব মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বগুড়া জেলা শিক্ষক সম্মিলনীর সেক্রেটারী জনাব মৌলবী কাজেম উদ্দিন আহমদ সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টায় একটি বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইয়াছিল ... ইউছুফ আলী ভাগবী সাহেব বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ৬ ঘণ্টা যাবত ধর্ম্ম, শিক্ষা, প্রজা-বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ ও সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী বিশদভাবে জলন্ত ভাষায় লোকজনকে বুঝাইয়া বিমোহিত করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলা প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ৪র্থ কোয়াটারের টাকা না দেওয়ায় সভায় তাহার প্রতিবাদ করা হয়।

সৈয়দ নওয়াজেস আলী মিঞা

নামুজা মক্তবের শিক্ষক।

বগুড়া জেলা শিক্ষা সম্মিলনী

গত ২০শে মে রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় বগুড়া জেলা শিক্ষা সম্মিলনীর অফিস গৃহে উক্ত সম্মিলনীর এক বিশেষ সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি, মৌলবী রজিব উদ্দিন তরফদার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহুসংখ্যক শিক্ষক এবং নিমন্ত্রিত অবস্থায় নিখিল-বঙ্গ-প্রজা-সমিতির মেম্বরগণ যোগদান করিয়া সভার সৌষ্ঠব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রজাবাহিনী পত্রিকার নব নিয়োজিত সম্পাদক মৌলবী ইউছুফ আলি ভাগবী সাহেব ওজস্বিনী এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রাইমারী শিক্ষকগণের ৪র্থ কোয়াটারের টাকা বন্ধ করার প্রতিবাদ স্বরূপ অনেকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হওয়ার পর অপরাহ্ণ ৬টার সময় সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

বিনীত—

কাজেম উদ্দিন আহমদ

সেক্রেটারী

শ্যামগঞ্জ—খুলনা

উদ্দারা মুসলমান ভ্রাতাগণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালের ১১ই আষাঢ় সোমবার অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় শ্যামগঞ্জ গ্রামে বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় ফুরফুরার আলা—বঙ্গের অদ্বিতীয় পীর তাপস-কুল-তিলক শাহ সুফী মওলানা হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব ও নওয়া পাড়া মোকামের জনাব পীর মোহাম্মদ আলী শাহ ইরাণী এবং বঙ্গ-বিখ্যাত আলেম মহাদ্দেস-কুল-তিলক সুলতানোল-ওয়ায়েজীন মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী বিখ্যাত ওয়ায়েজীন বহু হাদিসতত্ত্ববিদ শরিয়তে ইসলাম সম্পাদক মওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী ও খুলনা কলারোয়ার দেশপ্রাণ স্বজাতী বৎসল প্রসিদ্ধ বাগ্মী মওলানা মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দিন হামিদী এবং অন্যান্য অনেক আলেম সাহেবান কোরান হাদিসের প্রমাণসহ ইসলামের স্বরূপ, বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ ও তাহার কর্ত্তব্য এবং শরা-শরিয়ত বিষয়ে নানারূপ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতৃগণ উক্ত সভায় যোগদান পূর্ব্বক অসীম পুণ্যের অধিকারী ও সভার বিরাটত্ব বৃদ্ধি করতঃ ইসলামের লুপ্ত একতা উদ্দীপ্ত করিয়া সমাজের মুখ উজ্জল করিতে মর্জ্জি হয়। ইতি—

যাতায়াতের কথা

খুলনা কিম্বা দৌলতপুর হইতে ষ্টীমারযোগে সন্ন্যাসীর হাট ষ্টেশন নদীর পশ্চিমপার (পদব্রজে) খুলনা হইতে সাত ও দৌলতপুর হইতে দুই মাইল।

আরজবন্দ—

শ্যামগঞ্জ ইসলাহোল কওমের প্রেসিডেণ্ট

মোহাম্মদ রাজা আলি

আলাইপুর, খুলনা।

...

কর্ম্মখালি

সিটী কলেজ

কলিকাতা

বর্ত্তমান বর্ষে আই-এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষায় সিটী কলেজের ছাত্র ইউনিভারসিটীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন হইতেই আগামী সেশনের জন্য ছাত্র ভর্ত্তি করা হইতেছে। ...

মজার খুমণ বে
বাত ব্যাধি নিবারণ

ম্যানেজার—শাহী হালুয়া

মনের বিষাদ

অ স্বাস্থ্য ও অজ্ঞাস্বাস্থ্যের অব্যর্থ হাকমী মহৌষধ

শাহী মোমছেক গুলি

ম্যানেজার—"শাহী মোমছেক গুলী"

ইসলামি আর্ট প্রেসের
নিত্য আবশ্যকীয় পুস্তকাবলী

উর্দ্ধ শিক্ষক।

ইসলামীয়া আর্ট প্রেস

কিনামূল্যে সিন্ধের চাদর ঘড়ি

১৩৩৭ সালের পঞ্জিকা

মিঠাবড়ি

ডাক্তার এস, কে, রায়ের কৃত

ম্যাগনেটিক পিল

ভারতের সর্বজন প্রশংসিত

জি, কে, নাগ এণ্ড কোং
পেটেন্ট ঔষধের ...

২৯/১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আমেরিকান বিশুদ্ধ ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /০

আছান এলমে কারায়েজ
বা
সরল কারাজ (হানাফী মতে)

কঙ্কিন লক্ষ্মণ ব্রাদার্স
পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ

প্রাপ্তিস্থান:—২৮ নং কলুটোলা রোড, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী সাহিত্যবিদ কার
এম, এ, জব্বার সাহেবের
বা
ইহ-পরকাল-মুক্তি-বিজ্ঞান

কাছিউল কোরআন

গণোরিয়া

কবিরাজ জি, পি, ভট্টাচার্য্য বৈদ্য

২২৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ক্ষি চাই ?

১নং জঙ্গি আরক

মহাবল বটিকা
THE GREAT NERVE-V...

কাম বিজ্ঞান

গণোরিয়া আরোগ্য

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বেতি)

বাদশাহী ...

আকসী তৈল

আবে রহমত
(মোক্তাবা)
অনুপান ভেদে—

নীরোগ থাকিবার উপায়

বিনামূল্যে দাদের ঔষধ

বিলাতের নও-মোসলেম মহাত্মা
ইসলাম প্রচার

খ্রীষ্ট-ইসলাম

সচিত্র ইসলামী মাসিকপত্র
অবলম্বন

'গুরুচাঁদ কিওর'

সাহিত্য-জগতে বিজয় দুন্দুভি!

মোসলেম হিতৈষীর প্রবীণ সম্পাদক

জনাব মুন্সী আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত

বঙ্গ-সাহিত্য-মালার মধ্যমণি

হজরত মহম্মদের
জীবনচরিত ও ধর্মনীতি

প্রাপ্তিস্থান:—মখদুমী লাইব্রেরী, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

তাবীজ রহস্য বা কোর্আন

আল্লাহো আকবার

১। নাফেউল মোছলেমিন বা মসায়েল তত্ত্ব

২। নাড়ী কাটার ফৎওয়া

জিমোনা

সুসংবাদ! আল্লার রহমত!! সুসংবাদ!!!

তাবিজে শেফা

প্রাপ্তিস্থান:—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়; ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার খ্যাতনামা আলেম ও মোহাদ্দেস কফরুল-মোহাদ্দেসীন জনাব মওলানা

মোহাম্মদ মোয়েজুদ্দিন হামিদী ছাহেব প্রণীত
জাতীয় গ্রন্থমালা

পুস্তক-প্রাপ্তির ঠিকানা:—

হামিদিয়া লাইব্রেরী,

সাং হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

ডাঃ এস ডি, সাহেবের বহু প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেন্ট রেজিষ্টারী কৃত কতিপয় জগৎ বিখ্যাত ঔষধ।

বিফলে ১০, টাকা দণ্ড দিব।

ক্রিমি কেশরী

পেইন কিউর

মহা বাত রাক্ষসী তৈল

বিফলে ৫, পুরস্কার

গণরীন কাম কিন্নরী মোদক

জ্বর মকরধ্বজ

শ্বাস কেশরী

সর্প দষ্ট কেশরী

অনল

গরিমলোথ

বিখাইজের ঔষধ

ম্যানেজার—সমজুল ইসলাম কার্ম্মেসী

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক স্কুল

৫৭।২ নিৰ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজেষ্টী করা

করফরার হজরত পীর ছাহেব কেবলার
অভিমত:

আমাদের নিকট বিবিধ পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত

মুসলিম প্রাকৃতিক লাইব্রেরী

টোল এণ্ড কোম্পানির
দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম

প্রাপ্তিস্থান:—টোল এণ্ড কোং, বড়বাজার, কলিকাতা।

অমৃত ...

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কতকগুলি আবশ্যকীয় কেতাবের বিজ্ঞাপন।

আমলিয়াত ও তামিয়াত

নেয়ামতুল কোরআন বর্ণনা ও কেয়ামতের সংবাদ।

নতুন নামাজ শিক্ষা।

পাপ পুণ্যের ফলাফল ও কেয়ামতের সংবাদ।

মওলানা মওলোৱা ও জ লঙ্ঘন মীমাংসা।

চারি এমামের জানাযা নক্সা।

মোহাম্মদ শুকুর আলি

৩৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press, 47, Ripon St. Calcutta.

রেজিঃ নং সি-১৬১৬

সত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

"হানাফী" অফিস ঃ—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।
প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা।

৩য় বর্ষ] ২৯শে জেলহজ্জ ১৩৪৬ হিঃ সোমবার—৪ঠা আষাঢ় ১৩৩৫, ইংরেজী ১৮ই জুন ১৯২৮ [৪৪শ সংখ্যা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

মাসিক	প্রতি ইঞ্চি	প্রতি সংখ্যা ৫০ আনা।
ষান্মাষিক	"	" ৷৵০ আনা।
বার্ষিক	"	" ৷০ আনা।

সংবাদ-পৃষ্ঠা সাধারণ হারের দ্বিগুণ। কর্ম্মখালী প্রতিসংখ্যা প্রতি ইঞ্চি ১্ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"হানাফীর" নিয়মাবলী

১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।
২। শহর মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা; মাশুল স্বতন্ত্র।
৩। বৎসরে নগদ সপ্তাহ বন্ধ থাকে। [illegible] ৫০ সংখ্যা পাইবেন।
৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হইবে।
৬। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পত্র লিখিতে হইবে।
৭। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি সুলতানোল ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ, জনাব

মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস মেহেরবানিতে তাহা আজ কাদেরের দরবার হইতে দান

কোর-আন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা ভাষা [illegible] এবং ইংরাজী সাহায্যে [illegible] ইহা আবশ্যক। মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে এই বিরাট তফসিরখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১। প্রথম পারা আলে লাম্ মিম্

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ২্ টাকা মাত্র।

বঙ্গদেশে কাগজে সুদৃশ্য কভারে ৩৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। যাহাতে গরীব ধনী সকলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য যথা সম্ভব কম মূল্য অর্থাৎ নাম মাত্র ২্ টাকা লইয়া এই বিরাট আকারের তফসিরখানি বিতরিত হইতেছে। মনে রাখিবেন—এই তফসির লিখিতে কয়েক সহস্র টাকার তফসির ও অন্যান্য কেতাব ক্রয় করিতে হইয়াছে, তাহার সমষ্টি মাত্র দুই টাকায় পাইবেন।

২। ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফসির-

সুবৃহৎ ও সঠিক বঙ্গানুবাদ, নাম মাত্র মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

৩। আমপারার বিস্তারিত তফসির

যদি নামাজের সূরাগুলির মর্ম্ম ও বড় বড় তফসির লিখিত কোর-আন শরিফের বহু গবেষণা পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইবার আশা রাখেন, তবে ইহা পাঠ করুন। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

৪। ছায়েকাতোল মোসলেমিন

যদি চারি এমামের জীবনী ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মোহাম্মদিদের গুপ্ত রহস্য জানিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। তাছাওয়াফ তত্ত্ব বা তারকজ্জ দর্পন (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ২্ টাকা।

এই কেতাবখানি বাঙ্গালা ভাষায় সাহায্যে এলমে তাছাওফ শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফতের সমস্ত বিষয় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যদি জেকের, আজকারের দলীল জানিতে চান, যদি নকশাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া তরিকার যাবতীয় জেকর আজকার ও তাহার নিয়ম, আসল নকল ফকির চিনিবার উপায় জানিতে চাহেন তবে এখনই ইহার একখণ্ড ক্রয় করুন। বিরাট আকার ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ২্ দুই টাকা মাত্র।

৬। কলেমাতোল কোফর—মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

কোন্ কোন্ কাজে বা কথায় মানুষের ঈমান নষ্ট হইয়া যায় বা কাফেরে পরিণত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে পাইবেন। ইহা একখানা ঘরে থাকিলে ও এই অনুযায়ী কার্য্য করিলে ঈমানে পরিপক্ক হইয়া খাঁটি ঈমানদার হইতে পারিবেন।

৭। কেরাত-শিক্ষা—মূল্য ।৵০ আনা।

বিশুদ্ধরূপে কোর-আন শরিফ পড়িতে না পারিলে কোর-আনের আয়াতের উল্টা অর্থ হয়, ইহাতে নামাজে ব্যাঘাত ঘটায়। বিশুদ্ধরূপে কোর-আন পড়িবার কায়দা, কোন্ কোন্ আয়াতে থামিতে হয়, কোন্ কোন্ কথা মিলিত করিলে মানে উল্টা হইয়া মানুষ কাফেরে পরিণত হয়, [illegible]

৮। এজহারোল-হক বা কদমবুছির কতোয়ার সমালোচনা।

কদমবুছি কিভাবে জায়েজ বা নাজায়েজ তাহার বিস্তারিত সমালোচনা ইহাতে আছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৯। মিলাদে মোস্তাফা—১ম ভাগ মূল্য ।০ আট আনা।

ইহাতে কোর-আন ও সহিহ সহিহ হাদিস হইতে মিলাদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহা একেবারে নূতন বলিতে হইবে।

১০। রদ্দে বেদয়াত—মূল্য ।০ আনা।

পীরকে ছেজদা করা, গায়ের আমায় দাবি করা, জেকেরের সময় চীৎকার করা, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, লাফালাফি করা, কামড়া-কামড়ি করা ও স্ত্রী-লোকের মোরশেদের হাতে হাত দিয়া মুরীদ হওয়া, তাহার পা টিপিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ বেদয়াত ও হারাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে চক্ষে অঙ্গুল দিয়া দেখান হইয়াছে।

১১। কালাম ও জালালের মামাংসা—মূল্য ৵০ আনা।

এই পুস্তক পাঠ করিলে দালীন ও জ্বালীনের সমস্যা আপনা হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত আলোক প্রাপ্ত হইবেন।

১২। নাছরোল মোজতাহেদিন

এই প্রবন্ধে কেতাব তিন খণ্ডে সমাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৬০টী বিরোধমূলক মসলা যাহা লইয়া লা-মজহাবিগণ বহু তর্ক করিয়া থাকেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ সহ সমাধান করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ।৵০ আনা, ২য় খণ্ড ।৵০ আনা, ৩য় খণ্ড ।৵০ আনা।

১৩। বক্কাবুধাজ মোস্তাফা—মূল্য ।০ আনা

(মূলা, ঈমান-বেকার, ঈমান-আমানত ও বিরোধ ... [illegible])

ইহাতে দুআর দরুদ, মফসবরে একটী, দুই টি, ও বিবিধ দেশ-বিদেশ উচ্চ [illegible] মজহাব করা হইয়াছে, বোর্ডমান ও হাদিস হইতে অতি স্কলী বিবদমান উত্তম করা হইয়াছে, যাহা হানাফীদের অবশ্য মুজাহাদে রাখা আবশ্যক।

১৪। বাগমারার ফেরেকাভঙ্গন

খানবাজ যে হারাম তাহা কোরআন হাদিস হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

১৫। সত্যপথ ও হাজীগঞ্জের বাহাস—মূল্য ।০ আনা।

১৬। ওয়াজ শিক্ষা

১ম ভাগ মূল্য ॥৵০ আনা, ২য় ভাগ ॥০ আনা, ৩য় ভাগ ॥০ আনা, ৪র্থ ভাগ ॥০ আনা।

বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম কেতাব; যাঁহারা মাত্র কোর-আন শরিফ পড়িতে জানেন, তাঁহারা এই কেতাবখানি পাঠ করিলে একজন উচ্চদরের ওয়ায়েজ হইতে পারিবেন। কোর-আন হাদিস সমত খাঁটি ওয়াজ করিতে পারিবেন।

১৭। জরুরী মাসায়েল—প্রথম ভাগ মূল্য ॥০ আনা

টেলিগ্রামের সংবাদে তোলা বা জিম করা জায়েজ কি না? গোলোর আজানের পরে নামাজ আদায় করা যায় কি না? মসজিদে খুৎবাবর্ত্তিত করা যায় কি না? ইহুদিদের মালাপো সামান্য ব্যক্তির জন্য মোনাজাত করা যায় কি না? সর্প ডংশনের তদবির ইত্যাদি ১৩টী জরুরী মাসলা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

১৮। জরুরী মসায়েল, ২য় ভাগ মূল্য ॥০ আনা

[illegible] ও গোসল করিবার নিয়ম, গান বাজনা, তাবিজ ও ১৪টী জরুরী মাসলা লিখিত হইয়াছে।

১৯। জরুরী মসায়েল, ৩য় ভাগ ॥০ আনা

ইহাতে আজানের পূর্বে দরুদ পাঠ, আযান কম বেশী হয় কি না? মসজিদে কেতাব ও খুৎবার অসারতা, মসজিদের ব্যবস্থা কি? গোলার মূল হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মূল সৃষ্টি হওয়ার অসারতা, নাচ অন্যায় ইত্যাদি, অনেকগুলি মসলা লিখিত হইয়াছে।

২০। মজহাব মীমাংসা ১্ টাকা

বর্ত্তমান জামানার লোকের পক্ষে যে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহার দুই দুই দলীল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

২১। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব, ।/০ আনা

এই কেতাবের সাহায্যে নেকাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সহিহ মসলা অবগত হইতে পারিবেন।

২। ফেরকাতোন নাজীন, ॥০ আনা

৭৩ ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা বেহেশতী ইহাতে তাহার অকাট্য প্রমাণ সহ সুমীমাংসা করা হইয়াছে।

২। গ্রামে জো'মা, ।৵০ আনা

ইহাতে অধিকাংশ গ্রামে জোমা ফরজ হওয়ার দলীল সহ প্রমাণ হিন্দুস্থানের একটি সম্পূর্ণ ফতোয়ার রদ লিখিত আছে। ইহাতে দপ বিদেঃ তদবির লিখিত হইয়াছে।

২৪। কেয়াছের অকাট্য দলীল, ॥৵০ আনা

কেয়াসের শরিয়তের দলীল হওয়ার বহু দলীল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

২৫। এহ্কাকোল হক ॥৵০ আনা

মওলানা তাহের সাহেব সেবদা দম-মুদ্রাবাদ হরকত পীর সাহেবের কেতাব বিরুদ্ধে যে ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য রদ এই কেতাবে দেখিতে পাইবেন।

২৬। আখেরে জোহর, ।৵০ আনা

যাহারা আখেরে জোহর পড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ ইহাতে পাইবেন।

২৭। কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ ।/০

হানাফী মজহাবের সত্যতা ও মোহাম্মদীদের পরাজয় বুঝিতে পারিবেন।

২৮। কামেয়োল মোবতাদেয়িন

প্রথম খণ্ড ৫০ আনা, ২য় খণ্ড ॥০ আনা, ৩য় খণ্ড ॥০ আনা।

মজহাব বিদ্বেষী দলের মৌঃ বাবর আলী লিখিত জেয়ামোল মোমেনিনের দন্তচূর্ণকারী প্রতিবাদ।

২৯। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার

প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ আনা, ২য় খণ্ড ॥০ আনা, ৩য় খণ্ড ॥০ আনা, ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ

হানাফী মজহাবের নিয়ম মত ওজু, গোসল, পাক, নাপাক হইতে শরীয়তের যাবতীয় জরুরী মসলা-সমূহ বিস্তারিত রূপে দেওবন্দের বৃহৎ বৃহৎ কেতাব হইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩০। তাবিজাত

প্রথম ভাগ ।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।৵০ আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ আনা।

এক কেতাবে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু বিধ ফলপ্রদ তাবিজ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কেতাবের প্রত্যেকটি তাবিজ ফুরফুরার পীর সাহেবের কেবলা ও অন্যান্য বহু লোকের দ্বারা পরীক্ষিত। কেতাবখানি ঘরে থাকিলে আপদে-বিপদে রোগে-শোকে বিশেষ কাজে লাগিবে।

৩১। তরদিদোল মোবতেলিন

প্রথম ভাগ মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

মজহাব বিদ্বেষীদের লিখিত 'তায়েফাল মোহাক্কেকীন' নামক অপবাদ পূর্ণ প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৫০ আনা

বাঙ্গালা ভাষী হাজীগণের আদরের ধন। অনেক হাজী কেবল বাঙ্গালা ভাষা জানেন, তাঁহারা কোন উর্দু আরবী কেতাব পড়িতে পারেন না এবং সেই জন্য অনেক বিষয় ভুল করিয়া পবিত্র হজ্জকে নষ্ট করিয়া দেন। এই কেতাবখানি সঙ্গে থাকিলে বিনা মোয়াল্লেমে হজ্জের যাবৎ সমাধা করিতে পারিবেন। জিয়ারতগাহ সমূহের দোওয়া আরবী ও উর্দু বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

৩৩। কারামতে আহমদিয়া মূল্য ৷৷০ আনা

মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরিলীর জীবনী। জনৈক গোলাম আহমদ সাহেবের বিরুদ্ধে একদল লোক অপবাদ পূর্ণ বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়াছেন, এই কেতাবে তাহার সমস্ত অকাট্য রদ এবং মোজাদ্দেদ সাহেবের অলৌকিক ঘটনাবলী ও সংক্ষেপ জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩৪। লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ

মূল্য চার আনা মাত্র

ইহাতে মজহাব বিদ্বেষীদের গোড়ামীর স্বরূপ দর্শন অধিক [illegible]

৩৫। সিরাজগঞ্জের বাহাছ মূল্য ।/০ আনা

ইহাতে মৌলুদ, কেয়াম, গান বাজনা, দাড়ি মুন্ডানো ও ইহাদের সম্বন্ধে [illegible] হইয়াছে।

ইছবাতোল-নাবতেল মূল্য ।৵০ আনা

ইহাতে ফতোয়ার উত্তর ও ফতোয়ার সমর্থন লিখিত হইয়াছে।

৩৭। নবাবপুরের হানাফি মোহাম্মদিদের বাহাছ

মূল্য আট আনা মাত্র।

হুগলী জেলার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রামে দুই দিবস ব্যাপী লা-মজহাবীগণের সহিত বাহাছ হয়। ইহাতে মোহাম্মদীদিগের গোড়ামীর পরাজয় পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন।

৩৮। গ্রামে জো'মা সম্বন্ধে সন্ধা খরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া ।০।

৩৯। মহানুর, সুন্দর গজলের কেতাব, মূল্য ৵০ আনা।

নিম্নোক্ত কেতাবগুলি যন্ত্রস্থ :—

মিলাদে মোস্তফা দ্বিতীয় ভাগ, ফেলকেবল রাহুল, মসলা ভাণ্ডার চতুর্থ ভাগ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—অহিদি লাইব্রেরী—নারায়নপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত নববর্ষে হাকিমের প্রশংসিত

শান্তিরস সালসা

যাবতীয় বাত, বেদনা, মূল্য, পক্ষাঘাত, পারদ ও পারদির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোস, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও বাতদূষ্টি বেদে নব রক্ত সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত।

হেড অফিস ঃ— মূল্য ৬০০ ব্রাঞ্চ অফিস ঃ—
৪০১৩ (খ) অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা। ৩১২(গ) মর্ক্তজা ষ্ট্রীট।

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং
বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।
৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

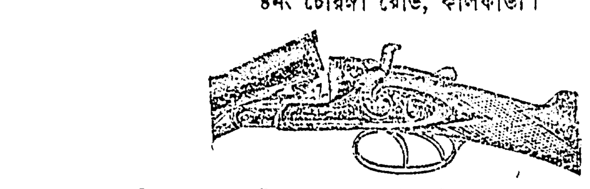

এক নলি ক্যাপিনার দেশী বন্দুক ৩৫্। বিলাতী ৮০্। ২ নলি ৭০্। বিলাতী ৮০্। এক নলি কার্টিজ বা টোটার বন্দুক ৫৫্, হইতে ১০০্। ২ নলি ঐ বেলজিয়ান ১০০্ বিলাতী ১০০্। ১২ নং কার্টিজ বা টোটা ১০্, ১১্, ১২্, শত। বারুদ ৩্ পাউণ্ড, ক্যাপ ৷৵০ শত। দরুরা (ছিটা) ৷ পাউণ্ড। সকলপ্রকার বন্দুক ও মেরামত করা হয়। হাওয়ার বন্দুক ৫্, হইতে ২০্ টাকা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা

তৃতীয় সার্টিফিকেট ঃ

সওগাত পত্রের অন্তর্গত বেগমাজ আলেম মুনার মৌলবী ইমাদিন বাশি সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

প্রিয় কবিরাজ মহাশয়,—

আপনার ঔষধ দুই মাস ব্যবহার করিয়া আমার শরীরের চাকা চাকা দাগ, কাল ও নারিকেল মূলা, গায়ে ফিপিঙ্গ হইয়াছে অত্যন্ত ও কৌট রংগের তায় অসহ্য যন্ত্রণা এবং জ্বালা ও অসাড়তা কিছুই নাই। নাসিকার ভিতর কষ্টাদি ও মুখ্য, কাণ, কোট, গ্রীবা, উরু, পদিষ্ঠমের সাধা হইত, তাহা এখন কিছুই নাই ও চাকা চাকা দাগ সমূহ একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, এমন জিনিষ আমার নাই। আমি খোদাতায়ালার নিকট কায়মনবাক্যে আপনার মঙ্গল কামনা করি। ইতি—

বশম্বদ—

(স্বাক্ষর) ইমাদিন বাশি।

বর্ত্তমানে কুষ্ঠ-চিকিৎসা নহে বৃদ্ধির পরবর্তী পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন, বিশেষ ইহার প্রতিকার হয়, তিন্তু প্রথম পর্য্যন্ত কুষ্ঠকায়া হইতে পারেন নাই। আমি অভিনব সহিত বলিতে পারি, মহাদেবপূর্বী দুই রোগী, ভয়ানক চর্ম্মরোগ, প্রবল বাতবতারোগী রোগী যদি আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন, তিনি অবশ্য আরোগ্য হইবেন। শ্বেত-কুষ্ঠের নমুনা দেখান হয়, ডিঃ পিঃ খরচ পাঁচ আনা।

শালিখা কুষ্ঠাশ্রম

কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বিদ্যাশাস্ত্রী বাচস্পতি
১৪নং হরের রোড, শালিখা (হাওড়া)

প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী
কবিরাজ—এস, এন, ইব্রাহিম আহ-মদ

হাদিস নিষিদ্ধ সিম্বল ও অধ্যাত্মিক [illegible] প্রেরণে অনুভূতি উচ্চ টি: পি:
যাঁহারা—ফিজ্জামুদ্দীন আহ্ম্মক শিং, ৪০, পোষ্ট ও জেলা দিনাজপুর।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের—

কেতকী কুসুম তৈল

সৌগন্ধে ও উপকারিতায় কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে,
এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,
কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার
আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল"
ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরাৎ ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য ১ শিশি ১্ টাকা মাশুল ৷০ আনা, ৩ শিশি ২৷০ মাঃ ৷৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,
১নং ধীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ষ্টুডেণ্ট লিভার ওয়াচ

এই ঘড়ী দেখিতে অতি সুন্দর, কলকজা খুব মজবুত, 'নিকেল কেস', ওপন ফেস, জুয়েল সংযুক্ত, এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চালব, সেকেণ্ড কাঁটা সংযুক্ত। এই ঘড়ি ছাত্র ব্যক্তিদের ও অফিসার-গণের উভয়ের আবশ্যকীয়। মূল্য ৩৷০ টাকা, গ্যারাণ্টি ২ বৎসর এবং ইহার সহিত বিনামূল্যে ৮ দফা উপহার পাইবেন যথা :—১ সেট রোল্ড গোল্ডের চেন, ক্লিপ ও ড্রয়ার সমেত ১টি ফাউণ্টেন পেন, খাপ সমেত ১টি রোল্ড গোল্ডের [illegible]

জুবিলিয়ান ওয়াচ ষ্টোরস্
৪২।১।৮, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার ওয়ালিজের আবিষ্কৃত
কিলজারম টনিক

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

লোকে ব্যবহার করে কেন?

যেহেতু ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজাণু নাশক, কম্পজ্বর, পালাজ্বর, ঘোকালীন জ্বর, পৌষ্টিক জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, বাদামের কাসজ্বর, মেহঘটিত জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। [illegible] এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ইহা বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্যকরী।

একবার ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

মূল্য—এক শিশি ৫০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

কবির ব্রাদার্স
৭৬ নং আইস্ ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

ইসলামিয়া কোতবখানা

মৌলবী মোহাম্মদ শরফুল ইসলাম প্রণীত

সৌন্দর্য্য—৷০ মানব-জীবন—১্

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ও হৃদীমতে গভীর গবেষণায় লিখিত; কলিকাতার প্রধান প্রধান মুসলমান পুস্তকালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ শরফুল ইসলাম ও বেরাদরান
২নং বাগমারী রোড, পোঃ নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষিত কোন প্রবীন প্রধান চিকিৎসক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজ তত্বাবধানে প্রস্তুত এবং যাবতীয় ডাক্তারগণ দ্বারা অনুমোদিত ও প্রশংসিত

দেবেন্দ্র রস

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্ব্বপ্রকার পুরাতন, পালা, পৈত্তিক, ঘোকালীন, মজ্জাগত জ্বর ও প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা ম্যালেরিয়া বীজাণু-নাশক ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। দুগ্ধপোষ্য শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করিতে পারে। মূল্য ছোট আনা শিশি পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ফোন কলি:—৯৭৫ ক্লাইভ মেডিকেল হল
৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মফঃস্বলে সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক :

ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট রোগীদের জন্য ঃ—বিনামূল্যে বিতরণ—"দেবেন্দ্র রসের" নমুনা রোগীদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৫ দিনে বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে :—

দেবেন্দ্র কানন—যশোহর রোড, বেলঘরিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার, বেলা ৮টা হইতে ১০টা। ক্লাইভ মেডিকেল হল—প্রতি শনিবার বেলা ৯টা হইতে ১১টা।

শরবতে ফোলাদ ও তেলায়ে বরকি

ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা ও প্রমেহ রোগে যে সমস্ত নরনারী অল্প বয়সে ব্যাধি বা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ও যৌবন হারাইয়াছেন; তাঁহারা সত্বর এই দুটা ঔষধ সেবন ও মালিশ করিয়া পূর্ণ শক্তি লাভ করুন। [illegible] উপযোগী ঔষধ ২্ টাকা মাত্র।

হেয়ার ডাই বা চুলের কলপ।

এই কলপ পাকা চুলে দাড়ি ও গোঁফে লাগাইবা মাত্র তাড়িৎ [illegible] কৃষ্ণবর্ণ হইবে। একবার লাগাইলে অনেকদিন যাবত কেশ কাল, নরম ও [illegible] থাকে। ইহার ব্যবহার প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিটে যৌবন দান। আমাদের [illegible] উৎকৃষ্ট, প্রতি শেট ৫০ আনা মাত্র মাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ডাক্তার [illegible] এণ্ড কোং
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

সবুজ কল্পবৃক্ষ

আবাদে তখনই মনমত ফল পাওয়া যায় যখন বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে আসল বংশ চারা ও বীজ লইয়া বপন করা যায়। আমাদের বিশ্বস্তার এই প্রমাণ দিতে পারি যে, গভর্ণমেণ্টের কৃষি কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা আমাদের বাগান ও কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের উপ দশ মত আছে কৃষিক্ষেত্রের মালিকগণ আমাদের নিকট হইতে বীজ ক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের নিকট প্রতারণার কোন আশঙ্কা নাই। সুলভে সকল প্রকার কলম, চারা ও বীজের জন্য অথবা বিনামূল্যে নমুনা আদেশের জন্য আবেদন করুন।

এম, জে, কে, চৌধুরী
সত্বাধিকারী—খোলাবাড়িয়া কৃষিক্ষেত্র ও ফলবাগ,
নাটোর—রাজসাহী

জামেকাসালসা রক্ত পরিষ্কারক পারা গর্ম্মি ও বাত নাশক বলবৃদ্ধিকারক সেবনকালে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৷৵০ ৩ শিশি ৪৷৵০।

বাত ও বেদনা নাশক তৈল

এই তৈল মালিস করিলে বাত, গেঁটেবাত, সন্ধি-স্থলে বেদনা, পঙ্গুতা, চলতিবাত, জ্বালাবাত, গর্ম্মি ও পারার জন্য বাত, ফিকবেদনা, শ্লেষ্মাজন্য বেদনা, মোচড় বেদনা, উচ্চস্থান হইতে পতিত জন্য বেদনা, অতি শীঘ্র নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। এরূপ ঐন্দ্রজালিকশক্তিসম্পন্ন ঔষধ জগতে আর নাই; ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য হইয়া জগতে এই তৈল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মূল্য মাশুল সহ ১শিশি ১৷৵০ আনা, ৩শিশি ৩৷০ আনা।

দরিদ্র ভাণ্ডার ঔষধালয়—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল।
১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত

"স্বর্ণ [illegible] পরিষ্কার"

খোষপাচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১্ মাঃ ৷০, তিন শিশি ২৷০ টাকা; মাঃ ৷৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং ধীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

লক্ষ ব্যক্তির প্রশংসনীয়—চর্ম্ম-রোগের যম—'শ্রীগণেশ মার্কা'

নিমসার-তৈল

২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।

খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, দাদ, হাজা, পাঁকুই পর্ব্বী-ঘা, পারা-ঘা, শোথ, নালী ও পচা-ঘা অণ্ডকোষের চুলকণা, চটাউঠা, নাকে ক্ষত ও দুর্গন্ধ, কানপাকা, কাণচটু, বসন্তের ঘা ও কাল দাগ, গলিত কুষ্ঠ, মেচতা ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্মব্যাধি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ।০, মাঃ ৵০, তিন বোতল ১৷০, মাঃ ।৵০ আনা। বড় বোতল ৷৵০, মাঃ ।৵০ আনা, ৩ বোতল ২৷০ টাকা, মাঃ ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

কবিরাজ আর, সি, কবিরত্ন—৮০ নং (২) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের পরীক্ষিত ও প্রশংসিত

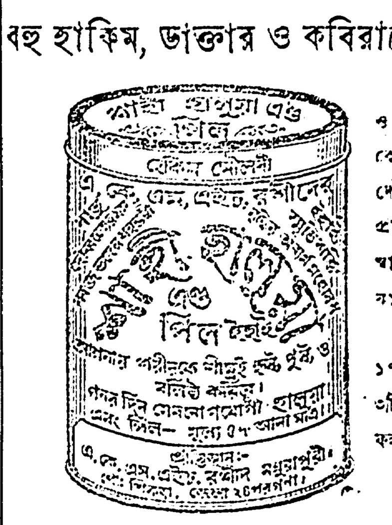

শাহী হালুয়া—ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের অব্যর্থ মহৌষধ। মাত্র এক কৌটাতেই আপনার শরীরের যাবতীয় ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া আপনাকে স্বাস্থ্যবান করিবে। যাবতীয় স্ত্রী-রোগে বিশেষ কার্য্যকরী।

বিখ্যাত ডাঃ এম, রহমান বলেন,—'আমি ১৭টি ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীর প্রত্যেককে পর পর ৩টি "শাহী হালুয়া" সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সোল এজেণ্ট—আফলাতুন ফার্ম্মেসী
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের পিত্ত-শূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ

শূলসুধা

শূল বেদনা কি প্রকার কষ্টদায়ক তাহা যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। যাতনায় রোগী ছটফট করিতে থাকেন সংসারের যাবতীয় সুখ তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হয়। আত্মহত্যা রূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়া রোগী শূল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে চান। হতাশ হইবেন না, খোদার উপর নির্ভর করিয়া "শূলসুধা" সেবন করুন আপনার পিত্ত-শূল অম্ল শূল, অম্ল পিত্ত, কলিজা দরদ, কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত উদরের ও বক্ষের ব্যথা অচিরে ইনশাআল্লাহ সারিয়া যাইবে। শূলসুধা কোন ডাক্তারী কবিরাজী বা হেকিমী ঔষধ নহে, ইহা জনৈক কামেল দরবেশ প্রদত্ত অমৃত বিশেষ। ইহার প্রচারক হাজী সাহেব দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রাণান্তকর বেদনায় ভুগিয়া খোদার রহমতে "শূলসুধা" সেবন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন এবং অন্যান্য শত শত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। হাজী সাহেব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা টাকা খরচ করিয়া ও ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ খাইয়া কোন ফল পান নাই—তাঁহারা খোদার নাম লইয়া "শূলসুধা" একবার পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন। [illegible] মূল্য [illegible] ।৵০ আনা, ছোট কৌটা ৫০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র। পাইকারী দর পৃথক, পত্র লিখিলে ক্যাটালগ ও এজেণ্টের নিয়মাবলী পাঠান হয়।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাইবেন।

ডাঃ জালাল উদ্দিন এস, এ এম,
Tell.—Sula-Shudha. "শূলসুধা" অফিস—রমনা, ঢাকা।

কুষ্ঠ
৯১ বিডন ষ্ট্রীট

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, কুষ্ঠ, গলৎ-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পারা, গর্ম্মি, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

এমেরিকান কিং টনিক পিলিউলস্

এই পিলিউল্স এর এত আদর কেন?

ইহা বিশুদ্ধ এমেরিকার ঔষধ, যাহারা প্রমেহ, বাতরোগ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় নিতান্ত কষ্ট পাইতেছেন ও জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহারা এই বিখ্যাত সত্ত্ব-ফলপ্রদ ও স্থায়ী ফলদায়ক কিং টনিক পিলিউলস ঔষধ ব্যবহার করিলে, অতি সত্বর প্রমেহ ও যাবতীয় ধাতুরোগের করাল কবল হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। একদিনে জ্বালা-যন্ত্রণা ও রক্তস্রাব পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে।

তিন দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন; বীর্য্য গাঢ় হইবে, অধিকক্ষণ স্ত্রী-সহবাসেও বীর্য্যপাত হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৩্ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। এই সঙ্গে আমাদের মালিশ ব্যবহার করা আবশ্যক।

প্যারিস প্লাষ্টার

যাঁহাদের জননেন্দ্রিয় সরু, দুর্ব্বল, বক্র কি ক্ষুদ্র হইয়াছে, যাহারা কোন ঔষধে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মাত্র এক শিশি এই মালিশ ব্যবহার করিলেই জননেন্দ্রিয় শক্ত, মোটা ও দৃঢ় কার্য্যক্ষম হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩্ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। উভয় ঔষধ একত্রে পাঁচ টাকায় পাইবেন।

দি এমেরিকান ফার্ম্মেসিউটিকাল হাউস
৪২নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে

শ্রেষ্ঠ ইণ্ডিয়ান হোমিও কলেজে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া এম. এইচ. এম. উপাধির জন্য [illegible] নিয়মাবলীর জন্য সেক্রেটারী, ২৭নং কালিন রোডে পত্র লিখুন।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ /৫ পয়সা ২১০ পয়সা ড্রাম। ক্রেতাদিগের প্রচুর লাভ। বিনামূল্যে বিস্তারিত ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। হিমালয়ান হোমিও ফার্ম্মেসী, ২৭ নং কালিন রোড, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

"আল্লাহো আকবর ... বিচ্ছিন্ন হইও না।" (কোরআন)

২৯শে জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৬ ... ৪ঠা আষাঢ়—১৩৩৫ ...

সিটী কলেজ ও মুসলমান ছাত্র।

মোস্‌লেম লীগ ও রয়েল কমিশন

পাঞ্জাবের দেশমান্য নেতা সার মোহাম্মদ শফি ও সার মোহাম্মদ একবাল পরিচালিত মোস্‌লেম লীগের পক্ষ হইতে সাইমন কমিশনের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মর্ম নিম্নে লিখিত হইল :—

মোস্‌লেম লীগের লক্ষ্য

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনই মোস্‌লেম লীগের লক্ষ্য এবং এই শাসন-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিধিমূলক হওয়া আবশ্যক।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব

ভারতবর্ষ একটা মহাদেশের অনুরূপ। উহার আকৃতি রুসিয়া বাদ দিলে সমগ্র ইউরোপের সমান। উহার অনেকগুলি প্রদেশই ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির মত। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩১ কোটী। উহাতে নানাজাতি নানাভাষাভাষী, নানাধর্ম্মের লোকের বাস। সুতরাং ভিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা ও অন্যান্য স্বায়ত্ব শাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি না থাকে তাহা হইলে ভারতের শাসন-পদ্ধতি কখনও প্রতিনিধিমূলক হইবে না।

ভোটা-ধিকারের বিস্তৃতি

বর্ত্তমানে ব্যবস্থা, পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা সমূহে ভোটদান করিতে হইলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা খুব বেশী; সুতরাং অধিকাংশ লোকেই নির্ব্বাচনে ভোট দিতে না পারায় ব্যবস্থাপক সভাগুলি প্রতিনিধি-মূলক হয় না। বিশেষতঃ আদম সুমারিতে খৃষ্টান ও মুসলমান ছাড়া অন্য সমস্ত লোককে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সকলেরই বিশেষতঃ প্রাক্‌-আর্য্য যুগের অহিন্দু অধিবাসীগণেরও প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অল্পসংখ্যক ব্যক্তির অন্যায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভোট দানের অধিকার

ভোটদান সম্বন্ধে লীগ প্রস্তাব করেন যে, (১) ব্যবস্থা পরিষদে যাহারা ভোট দিতে পারিবেন তাহারা রাষ্ট্র পরিষদেও ভোট দিবেন; (২) যাহারা এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ভোট দানের অধিকারী, তাহারা ব্যবস্থা পরিষদে ভোট দিবারও অধিকারী হইবেন এবং (৩) যাহারা এখন মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলাবোর্ডে ভোট দিতে পারেন, তাহারা কাউন্সিল নির্ব্বাচনেও ভোট দিতে পারিবেন।

সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন

মোস্‌লেম লীগের সুদৃঢ় মত এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রথায় এমন সুফল হইয়াছে যে, সংযুক্ত প্রদেশের কাউন্সিলে অধিকাংশ সদস্য হিন্দু হইলেও তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলাবোর্ড প্রভৃতিতে পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুডিম্যান কমিটীতে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে, পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর গুণেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ কমিতেছে; সুতরাং উহার জন্য ভেদ বৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতেছে- এ কথার কোনই মূল্য নাই।

কাউন্সিলে প্রতিনিধি-সংখ্যা

লীগের মতে বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যে পরিমাণ সদস্য নির্ব্বাচন করা হয় তাহা খুব কম। এজন্য লীগ প্রস্তাব করেন যে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্র-পরিষদে ৫০ জন, ব্যবস্থা পরিষদে ৪০০ শত জন এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল গুলিতে প্রতি এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়া দরকার। কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্র-পরিষদে কমের পক্ষে শতকরা ৩৩টি পদ মুসলমানদের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব

এই সম্পর্কে লীগ একটি বিষয়ের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চান। ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে পাঞ্জাব ও বাঙ্গালায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। এই দুই প্রদেশের কাউন্সিলে মুসলমানদিগকে শতকরা

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের নিদারুণ হাহাকার!

দেশের চতুর্দ্দিকে আজ সমস্বরে হাহাকার উঠিয়াছে! দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত, রোগ-জর্জ্জরিত আর্ত্ত-মানবকুলের হাহাকার ধ্বনি হয়ত বা আল্লাহর আর্‌শ্‌ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে! কিন্তু দেশের যাঁ'রা মালিক, অসহায় ভারতবাসীর যাহারা 'স্বাভাবিক মুরুব্বী' (Natural Guardians), সুদূর সাগরপার হইতে যাহারা ভারতবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষার পবিত্র (?) ব্রত লইয়া এদেশে তশ্‌রিফ আনিয়াছেন, সেই সরকার বাহাদুরের কর্ণে দরিদ্রের এ কাতর ক্রন্দন আজও যাইয়া পৌছে নাই! দুর্ভিক্ষের কঠোরতা দিন দিন যতই বাড়িতেছে, গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা যেন ততই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে! সংবাদপত্র সমূহে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা সম্পর্কে যে সব রিপোর্ট প্রকাশিত হইতেছে, অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্ট নানারূপ বাজে কথার অবতারণা পূর্ব্বক প্রকৃত ঘটনার উপর চুণকাম করিয়া নিজেদের অক্ষমতা ও কুশাসনের কলঙ্ক গোপন করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। লাট সাহেব দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু এই পরিদর্শনের ফলে প্রজার অবস্থার যে কোনও প্রতিকার হইয়াছে, সেরূপ মনে হয় না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া লোকদিগকে মজুরী খাটিবার সুযোগ দিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তির ঘরে আট দশজন পোষ্য, তাহার পক্ষে সামান্য [illegible] আসিতেছে না। কোন কোন স্থানে সরকার পক্ষ হইতে কৃষিঋণ দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু এই ঋণের পরিমাণ অধিকাংশ স্থলেই মাত্র সাত আট টাকার বেশী নহে। দুর্ভিক্ষের কল্যাণে দরিদ্র কৃষক তাহার হালের গরু বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে, এমন কি অধিকাংশ কৃষকেরই বীজ ধান পর্য্যন্ত নাই। এরূপ অবস্থায় কৃষিঋণের সামান্য সাত আট টাকা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কৃষকের কোন উপকারই হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে বলেন,—"কৃষকগণ যাহাতে বীজধান ক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্যই কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা হইয়াছে।" কিন্তু যাহারা দু'বেলা পোষ্যবর্গ সহ উপবাসে কাটাইতেছে, যাহাদের হালের গরুগুলি পর্য্যন্ত বিক্রী হইয়া গিয়াছে, তাহারা শুধু বীজ কিনিয়া কি করিবে? শুধু বীজ হইলেই যে কৃষিকার্য্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে হালের গরু এবং ক্ষেতে খাটিবার জন্য কৃষকের পেট পুরিয়া আহারও যে একান্ত আবশ্যক, সরকার বাহাদুর কি তাহা জানেন না?

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শুধু এইটুকু করিয়াই যেন সব কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন! প্রায় সমগ্র দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের জন্য মাত্র কয়েক হাজার টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াই সরকার তাঁহাদের 'স্বাভাবিক মুরুব্বীয়ানার' দায়ীত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন।

"দুর্ভিক্ষের ভীষণতা তত প্রবল নহে—মাত্র সামান্য অন্নকষ্ট", "মানুষ বিক্রীর কথা মিথ্যা", প্রভৃতি কথার চুনকাম করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিবার যতই চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃত অবস্থা প্রত্যহ নূতন নূতন ঘটনার মধ্য দিয়া দিবালোকের মত দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে! পেটের দায়ে সন্তান বিক্রয় করিয়া হতভাগ্য পল্লীবাসী কেমন করিয়া বিক্রয়-কবালা রেজেষ্টী করিবার জন্য রেজেষ্টী অফিসে গিয়াছিল, কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় সে তাহার স্নেহের-পুত্তলী পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল, প্রভৃতি বিবরণ সম্বলিত বালুরঘাট অঞ্চলের এক অতি করুণ কাহিনী পাঠকগণ স্থানান্তরে পাঠ করিবেন। বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান সমূহ হইতে সম্প্রতি যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ :—

(১) ২১টি গ্রামে ৩৮ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে।

(২) একজন অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।

(৩) একজন বৃদ্ধ স্বামী তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীকে খাইতে দিতে না পারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।

(৪) পিতা অনাহারের জ্বালায় পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে।

কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। জন-সাধারণের উপরোক্তরূপ অবস্থায়ও গবর্ণমেণ্ট কিরূপ উদাসীন আছেন, বিশেষতঃ সরকারী কর্ম্মচারীদের হৃদয়হীন উদাসীনতা কিরূপ মর্ম্মন্তুদ, তৎসম্বন্ধে বিদেশী পাদ্রী মিঃ নিদ্‌দিনী যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারাই প্রকৃত ব্যাপার অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। মানুষ যাহাতে "একটু একটু জীবিত থাকে" তজ্জন্য জনপ্রতি সপ্তাহে মাত্র ।৹ আনা করিয়া সাহায্যদানের ব্যবস্থা! দুই দিনের অনাহার-কাতর হতভাগ্যকে সাহায্য করা যায় কিনা, পরে তাহা তদন্ত করা হইবে বলিয়া কর্ত্তব্য সমাপন ও দেড়টার সময় সাহায্যের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর নিদ্রাসুখ উপভোগ প্রভৃতি বিবরণ অবগত হওয়ার পরও সরকার তথা সরকারী কর্ম্মচারীদের নিদারুণ ঔদাসীন্য সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে কি? জানি না, সরকার এই সম্পর্কে কি কৈফিয়ত দিবেন!

উপরে বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের অবস্থার বিবরণ যাহা উল্লেখিত হইল, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সকল স্থানের অবস্থাই প্রায় একই প্রকার। যশোহরের চাপাকোলা নামক স্থানে অনাহারে জনৈক ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রী-পুত্রসহ কয়েক দিন উপবাস করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া শেষে সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য এই ব্রাহ্মণ আত্মহত্যার শরণ লয়। খুলনা জেলারও কোন কোন অঞ্চলে অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়! গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত যশোহর ও খুলনা এই উভয় জেলার দুর্ভিক্ষের [illegible]

বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহের অবস্থাও অতি শোচনীয়। এই সব স্থানে গভর্ণমেণ্ট সামান্য তাগাবী ঋণ ও নূতন রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সাহায্য সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতই অকিঞ্চিৎকর। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানও এই সব স্থানে সাহায্য কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু অভাব যেরূপ ভীষণ তাহার তুলনায় এই সব সাহায্য-ব্যবস্থাও নেহায়েত অকিঞ্চিতকর বলিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কোন কোন স্থান হইতেও দুর্ভিক্ষের হাহাকার শোনা যাইতেছে। চারিদিকেই অবস্থা ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দেখা দিয়াছে! দেশের এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে কেবল গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে হইবে না। দেশের লোক মরুক-বাঁচুক সেজন্য বিদেশী সরকারের বিশেষ কিছু আসে যায় না। সুতরাং অনাহার-কাতর দেশবাসীর করুণ আহ্বানে আমাদিগকেই সাড়া দিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষের এই দেশব্যাপী হাহাকারের মধ্যে এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের যে কোনও সাড়া পাওয়া যায় নাই, তাহার কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা গত সপ্তাহে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতির সময় রিলিফ কার্য্যে বাঙ্গালী মুসলমানের কোনও কার্য্যকারিতা প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া প্রতিবেশী হিন্দু জাতি সর্ব্বদাই আমাদিগকে খোটা দিয়া থাকেন। সত্য সত্যই এবম্বিধ ঔদাসীন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয়! আজ বাঙ্গালী মুসলমানের সামনে এই লজ্জা অপনোদনের সময় আসিয়াছে। যদি আমরা আজ নিজেদের অর্থ ও সেবা লইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের সামনে উপস্থিত হইতে পারি, তবেই আমাদের সকল লজ্জার কারণ দূরীভূত হইবে, প্রতিবেশীদের পক্ষে এই কথা উপলক্ষ করিয়া কথায় কথায় আমাদিগকে খোটা দেওয়াও আর সম্ভবপর হইবে না। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান ইসলামে মহাপুণ্যের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান বর্ত্তমান দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে তাহাদের [illegible] হাসেল করিবেন, ইহাই আমাদের আশা। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালার মোসলেম নেতৃবর্গকে আমরা অবিলম্বে একটি রিলিফ ফণ্ড খুলিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নর-নারিগণের সাহায্যার্থ আবেদন

আজ বোধ হয় বালুরঘাটের অনাহার-ক্লিষ্ট নর-নারীর করুণ ক্রন্দন বগুড়া জেলার প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ণে পৌছিয়া থাকিবে।

বিবিধ সংবাদ

বালুরঘাটে ভীষণ ডাকাতি

বালুরঘাট মহকুমায় লুঠ এবং ডাকাতি এখন সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অমির বংশ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি তপন থানায় এজাহার দিয়াছে যে, গত ২রা জুন সকাল বেলায় প্রায় ২৪ জন অজ্ঞাত লোক লাঠী এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহার বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি করিয়াছে। ডাকাতগণ তাহার গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং পরিবারস্থ সকলকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া নগদ ১৪৯৫০ টাকা, সোনার গহনায় ৪৬৯২৲ টাকা, রূপার গহনায় ৪১৩৷৷০ আনা, সর্ব্বসমেত ২০০৫৮৷৷০ আনা লইয়া প্রস্থান করে। এ সমস্ত ছাড়া অনেকগুলি কাপড়, মূল্যবান দলিলপত্র এবং অন্যান্য জিনিষও অপহৃত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

পলাতক ডাকাত গ্রেফতার

নোয়াখালীর ৯ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ফেণী ডাকাতি মামলার পলাতক আসামী রহমতুল্লাহকে ঐ দিন সশস্ত্র পুলিস পাহারায় ধরিয়া আনা হইয়াছে। সে নোয়াখালী জেল হইতে জানালার শিক কাটিয়া অন্যান্য ৪ জন আসামীর সহিত পলাইয়াছিল, এই জন্য দায়রার বিচার এক পক্ষকাল স্থগিত ছিল। রহমতুল্লাহ ঢাকায় তাহার স্বগ্রামেই ধরা পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে ইতিপূর্ব্বে গাইবান্ধা জেল, ফেণী জেল এবং ত্রিপুরা রাজ্যের দৈ জেল হইতে পলাইয়া গিয়াছিল।

দিয়াশলাইর কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

গত ৭ই জুন রেঙ্গুনস্থ মালাগাওয়ের আদমজী হাজী দাযুদের দিয়াশলাইর কারখানায় আগুন লাগিয়াছিল। ফলে, বহু যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যাদির ক্ষতি হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা হইবে। প্রকাশ, কতকগুলি দিয়াশলাইর কাঠির বারুদের সহিত পুরাতন ধাতুর ঘর্ষণের ফলে যন্ত্রগৃহে প্রথমতঃ আগুন লাগে এবং ক্রমে উহা ছাদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া যায়। দমকলের লোকেরা দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিবাইতে সমর্থ হয়। একটা টিন পড়িয়া দমকলের একজন লোক আহত হইয়াছে।

জেলের ভিতর হত্যাকাণ্ড

দুই জনের প্রাণদণ্ড

মেদিনীপুরের সেণ্ট্রাল জেলের কয়েদী জাফর আলী ও আইনুদ্দীন, শামশের নামক অপর এক কয়েদীকে লাঠিপেটা করিয়া মারিয়া ফেলিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী দুই জন জেল আইনানুসারে স্বতন্ত্র জায়গায় শয়ন না করিয়া একত্র শয়ন করিত, শামশের এ কথা কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া দেওয়ায় তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেলে স্থানান্তরিত হয়। ঐ রাগেই তাহারা এরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করে। হত্যাপরাধেই তাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নাকলা গ্রামে মুসলমান ও হাড়ীদের মধ্যে কিছুদিন হইতে বিবাদ চলিতেছিল। উক্ত গ্রামে সপ্তাহে একদিন খুব বড় হাট বসে। কোন সূত্রে বিবাদের ফলে যোগেন্দ্র হাড়ী নামক এক ব্যক্তি একজন মুসলমানকে পদাঘাত করে। ইহাতে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং পরবর্ত্তী হাটের দিন উহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করে। পরবর্ত্তী হাটের দিন দুই দলে মারামারি হয়। ফলে, এক জন মুসলমান নিহত ও কয়েক জন আহত হয়। এই অপরাধে যোগেন্দ্র হাড়ীকে ৩০২ ধারা অনুসারে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল। ২ জন [illegible] বিচারক তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

নোয়াখালীতে নৌকাডুবি

নোয়াখালী শহরের উত্তরে নন্দীরগোনা খালে খেয়া নৌকা চলে। গত ২৯শে মে বেলা ১০ ঘটিকার সময় ঝড়ে সেই খেয়া নৌকাখানি ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকায় প্রায় ৭৮ জন লোক ছিল। স্রোতের বেগে বহুলোক দূরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় ডাঙ্গা পাইয়া কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছে। ৭৮ জন বালকের কোনই খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

কলিকাতায় ধরপাকড়

৫০ জন গ্রেফতার

চুরী, ডাকাতি ও রাহাজানি প্রভৃতি সম্পর্কে বিগত ১০ই জুন রাত্রিতে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগ হইতে পুলিস প্রায় ৫০ জন লোককে গ্রেফতার করিয়াছে। এই সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের অনেক বাড়ীতে এবং বস্তীতে খানাতল্লাসও হইয়া গিয়াছে। গত ১১ই জুন ধৃত লোকদিগকে লালবাজারে ডেপুটী কমিশনারের সমক্ষে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি সকলকেই বিচারার্থ প্রেরণ করিবার হুকুম করিয়াছেন।

সরকারী রেলপথের এক সপ্তাহের আয়

গত ২৬শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত সমস্ত রেলপথে মোট ২ কোটী ৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে এবং গত বৎসর এই সপ্তাহে ইহা অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল। ২৬শে মে পর্য্যন্ত এই সব রেল লাইনে মোট আয়ের পরিমাণ ১৭ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের তুলনায় এই আয়ের পরিমাণ ৬৮ লক্ষ টাকা বেশী।

ঘূর্ণীবাত্যায় ছাত্রের মৃত্যু

জিরাট্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি তথায় এক ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। ফলে, একটী মাধ্যমিক স্কুলগৃহ পড়িয়া গিয়া ৪ জন ছাত্র নিহত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

অলঙ্কারের লোভে বিষ-প্রয়োগ

মাদ্রাজের অমলপুরের ধনী জমীদার মিঃ বেঙ্কট মারাসি মারালু তাঁহার স্ত্রীর জন্য মাদ্রাজে গহনা কিনিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কলিকাতা মেলে ফিরিবার সময় গত ১০ই জুন প্রথম শ্রেণীর কামরায় কে বা কাহারা বিষের সাহায্যে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া তাঁহার উক্ত সোনা-রূপার গহনা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বিষক্রিয়ার ফলে ইহার পরদিন তিনি মারা গিয়াছেন। পুলিস মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠাইয়াছে।

নোটীশ

ফরিদপুর জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তা সমূহ বিগত বর্ষণের পর হইতে মোটর চলাচলের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। এই রাস্তাসমূহ মূলতঃ মোটর চলাচলের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। কাজেই, জনসাধারণের পক্ষে এই সব রাস্তা ও তদুপরিস্থ পুল সমূহের উপর দিয়া মোটরযোগে চলাচল করা খুবই বিপজ্জনক। এই জন্য সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, অতঃপর যে কেহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ও পুলসমূহের উপর দিয়া মোটর চালাইবে বা মোটরযোগে ভ্রমণ করিবে, সে সম্পূর্ণভাবে নিজের দায়ীত্বে তাহা করিবে এবং যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তজ্জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আদৌ দায়ী হইবে না। জন-সাধারণকে এতদ্বারা নিষেধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ও পুল সমূহের উপর দিয়া মোটর চালনা বা মোটরযোগে ভ্রমণ না করে।

এ, চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড।
জে, সেন
ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড।

বিচিত্রা

বৃটিশ রাজ্যে ৪,৪৫,৫৩০ জন কুষ্ঠ রোগী আছে।

* * *

আড়াইশত বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ডবল হয়।

* * *

স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে গুরুপাক খাদ্য হজম হয়।

* * *

লণ্ডনের টাকশালে এখন ৭ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সোনার থান আছে।

* * *

টমাটো (বিলাতী টক বেগুন) অষ্ট্রেলিয়ায় ফলের মধ্যে ধরা হয়।

* * *

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, দীর্ঘজীবিরা চাষি হাতের অধিক লম্বা হয়।

* * *

ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোকসংখ্যা ১৮৩৮ সালের অপেক্ষা এখন ডবল হইয়াছে।

* * *

পাখীদের মধ্যে একমাত্র কণ্ডর পাখীর বাচ্চা এক বৎসর পার না হইলে উড়িতে পারে না।

* * *

সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ গরমের দিনে প্রত্যহ মৃত্তিকা হইতে দুই পাইট করিয়া জল শোষণ করে।

* * *

পৃথিবীর মধ্যে কেবল মাত্র এক ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের বিয়ার মদ বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে।

* * *

প্যারিসের ইফেল টাওয়ার হইতে ১৯০৯ সালে সর্ব্বপ্রথম বেতার-বার্ত্তায় কথা বলা হইয়াছিল।

* * *

শতকরা ৫১ জন ডান হাতে, ৩৩ জন বাম হাতে বেশী এবং ১৬ জন দুই হাতেই সমান বল পায়।

* * *

মিঃ ব্রায়ার নামে ব্রাইটনের এক পুস্তক বিক্রেতা ১৮৩০ সালে প্রথম এনভেলপ তৈয়ারী করেন।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ লক্ষ ৬০ হাজার স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে চাষ আবাদের কাজে নিযুক্ত আছে।

* * *

বিলাতে যত মটর গাড়ী তৈয়ার হয়, উহার এক দশমাংশ কানাডায় এবং তিন ভাগের এক ভাগ অষ্ট্রেলিয়ায় কাটতি হয়।

* * *

উত্তর-দক্ষিণ প্রসারিত রেল লাইন পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রসারিত লাইন অপেক্ষা অধিক দিন কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে।

* * *

মানুষের খের ৪৪টী বিভিন্ন রকমের 'মাসল'কে কাজ করিতে হয়।

* * *

একশত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ ৭০ হাজার সংবাদপত্র বিক্রয় হইত, এখন উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটী ৫০ লক্ষ।

* * *

একটী মোমবাতির আড়াই শত গজ দূরে যতখানি উত্তাপ পাওয়া যায়, পূর্ণচন্দ্র হইতে আমরা ততখানি উত্তাপ পাই।

* * *

সাইবেরিয়ার নদীতে এমন সব বরফ আছে, যাহা কোন কালেই গলে না এবং ইহা এত শক্ত যে কঠিন প্রস্তরও ইহার কাছে হার মানে।

* * *

বৃটিশ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী লণ্ডন সহরের নাম দুইটী কেলটিক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'লাড়ন' অর্থে 'লেক্' বা হ্রদ এবং 'ডান' অর্থে 'ফোর্ট' বা দুর্গ।

—সম্মিলনী।

ঘর-সংসার

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধির উপায়

(১) কাঁচা ঘাস যত খাওয়াবেন গরুর দুধ তত বাড়বে।

(২) বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, পাথর কুচির পাতা ও মৌরী ৬৷০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩।৪ সের থাকতে নামাইবে ও সেই জলের সহিত এক পোয়া তিল মিশাইয়া খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(৩) দুই কুমড়া এক ছটাক, মুগ আধ পোয়া, আতপ চাউল এক পোয়া একত্র তিন সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় সের থাকিতে নামাইয়া খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(৪) বন চাসতার পাতা, আতা পাতা, বন আদা, তিল, ক্ষুদের সহিত খাওয়াইলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(৫) খেসারী ভিজাইয়া খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(৬) হাড়জোড়া গাছ খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(৭) কেশুরের পাতা, কিরাই পাতা কুলের সঙ্গে খাওয়াইলে গরুর দুধ বাড়ে। এই ব্যবহার পর বাড়ে এক সের ছোল ভিজান খাইতে দিবেন।

(৮) প্রত্যহ কিছু যব, রাঙ্গা আলু, মোচা এক সঙ্গে খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(৯) প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় ৮।১০ সের জলে আধ পোয়া লবণ ও আধপোয়া বন মুগের পাতার রস মিশাইয়া খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

(১০) নারিকেল আধখানা, কোরা গুড় এক পোয়া ও এক ভরি মরিচ একত্র খাওয়াইলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

১১। কতকগুলি বাঁশপাতা লইয়া খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিছু যমানী ও আধ পোয়া ইক্ষুগুড় মিশাইয়া খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

১২। মাদারের গাছ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া বিচালীর সঙ্গে খাওয়াইলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

১৩। প্রত্যহ রাত্রে মাসকলাই সিদ্ধ আধসের, ভাতের মাড় আধসের, গুড় একপোয়া, পিপুল চূর্ণ আধ ভরি, [illegible] এক ছটাক একত্র খাওয়াইলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

১৪। পিপুল কুল, চালতের ভিতরের শাঁস, শতমূলী, ঢাকুলের পাতা, মানকচু এইগুলি একত্র খাওয়াইলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

১৫। ৫।৭টা ভেরাণ্ডের পাতা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ পাতা কিছু গরম থাকিতে থাকিতে গরুর পালানের উপর দিয়া কাপড় বাঁধিয়া দিবেন এবং আধ ঘণ্টা পরে উহা খুলিয়া দোহন করিলে অত্যন্ত দুধ বৃদ্ধি হয়।

১৬। কতকগুলি ভেরাণ্ডার পাতা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিছু গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ বর্দ্ধিত হয়।

১৭। ঘাসের সঙ্গে কুলের পল্লব ও কার্পাস বীজ খাইতে দিলে গরুর দুধ বাড়ে।

১৮। ঝাঁজিতে গুড় ভিজাইয়া সেই খড়ের সঙ্গে কিছু কুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিলে গরুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

—বাঙ্গলার কথা।

কর্ম্মখালি

কলিকাতা মাদ্রাসা

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, আগামী ২২শে জুন (১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত পদসমূহের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন। প্রার্থীগণ স্ব স্ব শিক্ষা, অধ্যাপনা কার্য্যে অভিজ্ঞতা, বয়স এবং বাড়ীর ঠিকানা উল্লেখ করতঃ আবেদন করুন:—

আধুনিক আরবী ভাষার অধ্যাপক—(Lecturer in modern Arabic) বেতন ১৫০-১০-৪০০৲ টাকা।

উর্দ্দু ভাষার অধ্যাপক—বেতন ১৫০-১০-৪০০৲ টাকা।

ইংরাজী ভাষার শিক্ষক—বেতন ১৫০-১০-৪০০৲ টাকা।

ফেকাহ্ ও ওছুলের অধ্যাপক—বেতন ২৫০৲ টাকা। এই পদটি এক বৎসরের জন্য মাত্র।

আরবী ভাষার শিক্ষক—বেতন ৭৫-৫-২০০৲ টাকা।

উর্দ্দ ভাষার শিক্ষক—বেতন ৫০-২-৮০-৩-১১০৲ টাকা।

প্রিন্সিপাল—কলিকাতা মাদ্রাসা।

সিটী কলেজ কলিকাতা

বর্ত্তমান বর্ষের আই-এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষায় সিটী কলেজের ছাত্র ইউনিভারসিটীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন হইতেই আগামী সেশনের জন্য ছাত্র ভর্ত্তি করা হইতেছে। নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ এই কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা:—ইংরাজী, দর্শন (Philosophy), সংস্কৃত, ইতিহাস, গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্রে (Chemistry) অনার। তাহা ছাড়া, অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের সহিত বি-এ, ক্লাশের জন্য এডিশন্যাল বাংলা ভাষা এবং আই-এ ও আই-এস-সি ক্লাশের জন্য উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany) এবং সিভিক্স (Civics) শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। বহু সংখ্যক বিষয়ের কম্বিনেশন এর ব্যবস্থা আছে (A large number of combinations allowed)। ১৫৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের ২০টি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে ৬৲ টাকা হিসাবে আরও ৫টি বৃত্তি প্রদত্ত হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এবং অন্যান্য মেধাবী ছাত্রদিগকে ফ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মহিলা ছাত্রীদের জন্য এবং যে সকল ছাত্র ফেল করিয়াছে তাহাদের জন্য—বিশেষ ক্লাশের বন্দোবস্ত আছে। স্থায়ী অধ্যাপক-সঙ্ঘ ব্যতীত স্যার পি-সি রায়, ডাঃ সুনীতি কুমার চাটার্জ্জী ডি-লিট, ডাঃ হীরালাল হালদার পি-এইচ-ডি, ডাঃ এস, কে, মিত্র ডি-এস-সি, ডাঃ কালীদাস নাগ ডি-লিট, মিঃ ডব্লু-সি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এম-এ, সি-আই-ই, মিঃ অশোক চাটার্জ্জী এম-এ (ক্যাণ্টাব) মিঃ এস, সি, সরকার এম-এ, বি-এ (অক্সন) এবং মিঃ অমিয় কুমার সেন এম-এ প্রমুখ মনীষীবর্গ নিয়মিতভাবে অধ্যাপনা কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। খেলাধূলার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। প্রসপেক্টাস ও ভর্ত্তি হইবার ফর্ম্ম অফিসে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাবে বা পত্র দ্বারা আবেদন করুন।

প্রিন্সিপাল—সিটী কলেজ
কলিকাতা।

হাদল সিনিয়ার মাদ্রাসার জন্য একজন সিনিয়ার পাশ মৌলবীর ও একজন নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ পণ্ডিতের আবশ্যক। উভয় পোষ্টের মাসিক বেতন ২০৲ টাকা; আহার ও বাসস্থান ফ্রি। স্থানটী স্বাস্থ্যকর, ভাঙ্গুড়া রেল ষ্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণে। নিজ নিজ প্রসংশাপত্রের নকলসহ সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

মোহাম্মদ এব্রাহিম
সেক্রেটারী, হাদল মাদ্রাসা
পোঃ পার্থডাঙ্গা, পাবনা।

বঙ্গীয় মোসলেমের অমৃত-সঞ্জিবনী

সম্রাট পয়গম্বর

সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফের অনুবাদক, সাহাবিয়া, প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা, মৌলুদ নফিসা প্রভৃতির লেখক খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তস্‌লিমুদ্দিন আহম্মদ বি-এল এর শেষ [illegible]

ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারক, ইসলাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনচরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস গ্রন্থ অবলম্বনে এবং হাদিসের উল্লেখসহ নূতন ধরণের বহু নূতন বিষয়সহ। ৫ খানি মনঃমুগ্ধকর হাফটোন চিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয়া আর্ট প্রেস
১৩৮নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

গোপালনগর টী কোং লিঃ

৩নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশনে কয়েকজন শিক্ষিত এজেণ্ট আবশ্যক।

এই চা বাগান গত ৮ বৎসর যাবৎ সুচারুরূপে অতি গৌরবের সহিত কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। ইহা হিন্দু ও মুসলমান ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমরা আশা করি, ডিরেক্টরগণ অতি শীঘ্র এই কোম্পানীর অংশীদারদিগকে সন্তোষজনক লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের

অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থাবলী

১।	আলমগীর—দ্বিতীয় সংস্করণ	১৷৷০
২।	সাদীর কালাম—দ্বিতীয় সংস্করণ	৷৷/০
৩।	সুন্দর বনে ভ্রমণ কাহিনী	৷৷০
৪।	আমার সাহিত্য জীবন	।০

প্রাপ্তিস্থান—মখদুমী লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, বা ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৩৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জরুরি বটিকা

ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, পালা, [illegible] প্রভৃতি যে কোন রকম জ্বর ৩ দিনে সারাইয়া দেয়। [illegible] জরুরি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী।

কালির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী করা ব্ল্যাক ও লালকালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। বড় ১০০ শত ১৲ টাকা, ছোট ১০০ শত ।০ আনা, বড় হাজার ৮৲ টাকা, ছোট হাজার ৪৲ টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৮/০ আনা, হাজার ৮৲ টাকা মাশুল ।/০ আনা।

এম, এন, উল্লাহ এণ্ড ব্রাদার্স
পোঃ রামগঞ্জ, নোয়াখালী।

সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহা সেই যুগান্তকারী ভোজরাজ-মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্খিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় কোকা পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও যুবতীবৃন্দ তাহাকে পাইবার জন্য পাগলিনী প্রায় হইয়া রূপবান ভোজরাজকেও উপেক্ষা করিয়াছিল—ইহাতে সেই কোকা পণ্ডিতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা জগতের স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব আকাঙ্খাদির বিবরণ, সতী, অসতী নিরূপণের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার কারণ ও ইচ্ছামত পুত্র-কন্যা লাভ, সহবাস-রীতি পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, রতিক্রিয়া সম্যক উপভোগের পদ্ধতি—কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোকা পণ্ডিতের ন্যায় কামশাস্ত্রকে আয়ত্ব করিয়া রমণীরঞ্জন হইয়া দীর্ঘজীবন লাভের আশা করিলে, এই সুদুর্লভ লজ্জতন্নেছা পাঠ করিতে ভুলিবেন না। মূল্য একখানি পুস্তক ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।০

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি, শীল—১৫।৩, লক্ষী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ইসলামি আর্ট প্রেসের
নিত্য আবশ্যকীয় পুস্তকাবলী

সম্রাট পয়গম্বর (খান বাহাদুর মরহুম মৌলভী তসলিমুদ্দীন আহমদ বি-এল,) ১।০
সাহাবিয়া (ঐ ঐ) ১।০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
হজরত ওমর (মোঃ সৈয়দ আবদুর রউফ) ২৲
সম্রাট আলাউদ্দীন (মোঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ) ১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ) ৷০
গুলদাস্তা (মি এস, ওয়াজেদ আলী, বার-এট-ল) ১৲
তাপসী রাবেয়া (মোঃ সৈয়দ এমদাদ আলী) ৸০
হাফেজা (ঐ ঐ) ৸০
মোসলেম পাক-প্রণালী (সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ) ১।০

উর্দ্দূ শিক্ষক। বাংলা ভাষার সাহায্যে বিনা শিক্ষকে উর্দ্দূ শিখিবার বহি, ৩য় সংস্করণ সুদৃঢ় বাঁধাই মূল্য ৸০, ধনের সন্ধান ।০, কৃষক বন্ধু, হজরত মোহাম্মদ ।০, পাক নাম /৫ পয়সা, নামাজ শিক্ষক /৫, তাকিদে নামাজ /৫, মোসলেম জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ৵০, সুদ ও ঋণমুক্তি ।০, হক নছিহৎ ৵০, কলিকাতার হাঙ্গামা ।০, পতি-ভক্তি (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৷৵০।

ইসলামীয়া আর্ট প্রেস
১।৮নং করেয়া রোড, কলিকাতা।

মজার ধূমপানে
বাত ব্যাধি নিরাময়

বিগত ৮০ বৎসর হইতে আমাদের হেকিমী মসলা তামাকের সহিত ধূমপান করিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী ভীষণ বাত-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বহু প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। যাঁহারা বাত ব্যাধিকে দুরারোগ্য বলিয়া হতাশ হইয়াছেন—তাঁহাদের একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। ১ শিশি মসলা ৩।০, মাশুল স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্ট—আফলাতুন ফার্ম্মেসী
পোঃ খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

মনের বিষাদ

হইবার প্রধান কারণই হচ্ছে শুক্রতারল্য; ঐ দোষ জন্মিবার পূর্ব্বে এবং পরে কোন কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় একখানি কার্ড লিখিয়া বিনামূল্যে বিস্তারিত গ্রন্থখানি লইয়া পাঠ করুন। ডাকে লইতে মাশুলও লাগে না। ঐ গ্রন্থখানি "কামশাস্ত্র" নামে অভিহিত।

প্রাপ্তিস্থান—বৈদ্যশাস্ত্রী,
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আছান এলমে ফারায়েজ
বা
সরল ফারাজ (হানাফী মতে)

১। কুড়িগ্রামের উকীল আর, এম, [illegible] কৃত ইং ১৯২৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটের এ্যাপেণ্ডিক্স দ্রষ্টব্য।

২। অতি সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত ফারাজের পুস্তক। এই পুস্তকে যাবতীয় কথার সমস্ত নিয়ম অতি সুন্দর ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণতঃ যত রকম ফারাজের প্রয়োজন হইতে পারে ঐ সমস্ত রকম ফারাজ কষিয়া দিয়া এক বৃহৎ উদাহরণমালা দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ফারাজের খুটি-নাটী পড়িতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা উদাহরণমালা দেখিয়া সকল রকম ফারাজ জানিতে পারিবেন।

৩। মাত্র উদাহরণমালা হইতে ফারাজ বাহির করার নিয়ম—মনে করুন কোন মৃত ব্যক্তির মাত্র কন্যা, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রী ওয়ারিশ আছেন, আপনি ইহাদের অংশ জানিতে চাহেন। সূচীপত্র দেখিয়া কন্যা, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রীর হেডিং ও উদাহরণমালার পাতা বাহির করুন। দেখিবেন যে ঐ ওয়ারিশগণের সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন ফারাজ পর পর সজ্জিত রহিয়াছে। আপনাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না একেবারে তৈয়ারী ফারাজ পাইবেন।

সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে মূল্য ১৲ স্থলে ৷৵০ করা গেল। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ৷৶১০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পুস্তক পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—মুন্সি জমির উদ্দিন আহমদ,
ম্যানেজার, ফারাজ অফিস, পোঃ কুড়িগ্রাম, জেলা রংপুর।

জি, কে, নাগ এণ্ড কোং
হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

২৯৭।১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
আমেরিকান বিশুদ্ধ ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /, /১০ পয়সা মাত্র।

কলেরা বাক্স, পুস্তক, ড্রপার, ফোটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬৮, ৬০ শিশি ২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬৸০ আনা। গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ফোটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১০৪—২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬৸০, ৯৲, ১১।০ টাকা। ঔষধের অকৃত্রিমতা ও তৎপরতায় এই ঔষধালয় সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

গৃহ-চিকিৎসা—৩০০ পৃষ্ঠার উপর বিলাতীর ন্যায় বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, মাঃ ।৵০। বৃহৎ কলেরা চিকিৎসা—উৎকৃষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, ঐ সংক্ষিপ্ত মূল্য ।৵০ আনা, মাশুল ।০ আনা।

অশ্বগন্ধান—দারুণ পরিশ্রমের পর ১ মাত্রা সেবনে অবসন্ন প্রাণে স্ফূর্তি পাইবেন। মূল্য ১৲।

এন্টিগনোরিন—সর্ব্বপ্রকার মেহনাশক মহৌষধ। ১২ ঘণ্টায় জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়, মূল্য ১৲

এজমা-ড্রপ—হাঁপানীর উৎকৃষ্ট মহৌষধ, ২।৩ মাত্রা সেবনে হাঁপের দারুণ কষ্ট উপশম হইবে। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

সার্সাভাইটো—স্বর্ণঘটিত পারাদোষ নাশক, রক্ত পরিষ্কারক, উত্তেজক মহৌষধ, মূল্য ১৲, ইহাতে কোন পারাদির সংস্রব নাই; রোগী ও নিরোগী সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

ইম্পিরিয়াল হেয়ার ডাই—ইহা ব্যবহারে পাকা চুল ঠিক কাঁচা চুলের ন্যায় পরিণত হইবে কলপ লাগাইয়া চুল কাল হইয়াছে সহজে বুঝিতে পারিবেন না। মূল্য সরঞ্জামাদি সহ ১৲ টাকা

নারভিগার—যৌবনের অভাবে যাঁহারা ভুগিয়া ভুগিয়া বিবাহিত জীবনকে নষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও উত্তেজক। মূল্য ১৲ টাকা।

মেডিকা লিনার—ইহা বাধক বেদনা দূর করিয়া রজঃ সরল করে, প্রসবান্তে অসাবধানতা রোগ সমূলে নষ্ট করিয়া শরীরকে সবল লাবণ্যযুক্ত করে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

ম্যালেরিণা—আমাদের এই ম্যালেরিণা সেবনে কুইনাইনের আটকান জ্বর, সবিরাম জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি একদিনে আরোগ্য হয়। মূল্য ।০ আনা।

মাথাধরা মহৌষধ—যাঁহারা শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা এই ঔষধ ১ ফোটা মাত্র ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

ম্যাগনেটিক বাম—বাতের মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে তরুণ ও পুরাতন বাত ২।৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ২৲ টাকা।

এ্যালোপ্যাথিক বিভাগ—বিশুদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ [illegible]

ডাঃ এস, ডি, সাহেবের বহু প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী কৃত কতিপয় জগৎ বিখ্যাত ঔষধ।
বিফলে ১০৲ টাকা দণ্ড দিব।

ক্রিমি কেশরী
।৹য় মাত্রা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি যথা ফিতার মত বড় ও চেপ্টা—কেঁচুর মত বড় সূতার মত ক্ষুদ্র ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। মূল্য প্রতি পুরিয়া ।০ চারি আনা ডজন ২৲ টাকা ডাকমাশুল পৃথক, অধিক লইলে পাইকার ও এজেন্টদিগকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পেইন কিউর
৫ মিনিটে ফল—সর্ব্বপ্রকার ভীষণ অসহ্য বেদনায় সেবন মাত্র ৫ মিনিটে উপশম হয়, দীর্ঘকাল সেবনে নির্দ্দোষ হয়। মূল্য ২৫ বড়ী মাশুলাদি সহ ১৲ টাকা।

মহা বাত রাক্ষসী তৈল
সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন স্থায়ী বাতের বেদনার জন্য অতি আশ্চর্য্য তৈল। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

বিফলে ৫৲ পুরস্কার
উপাস্থ ডাক্তার সাহেব নিম্নলিখিত ঔষধগুলি জন্য বিফলে ৫৲ পুরস্কার দিবার জন্য অঙ্গীকৃত আছেন। অঙ্গীকার পত্র ঔষধের সঙ্গে প্রেরিত হয়। এই সকল ঔষধ ১৲ কমে ভিঃ পিঃ করা হয় না। ৫৲ টাকা মূল্যের ঔষধ লইলে অর্ডার সঙ্গে ১৲ অগ্রিম পাঠাইতে হয়। আমি যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অতি সুলভে বিক্রয় করি। /০ আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র পাঠাই।

গণরীন ও কাম কিশরী মোদক
গণরীয়া অর্থাৎ প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত-পূজ পড়া, জ্বালা-বেদনা নাশক ও সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, শুক্রমেহ অর্থাৎ বাহ্য-প্রস্রাবের সঙ্গে শুক্রপাত স্বপ্নদোষ ধ্বজভঙ্গাদি ও স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদরাদি রোগ নাশক সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ। মূল্য ২ সপ্তাহ ৫৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শ্বাস কেশরী
শ্বাসের ন্যায় দুরারোগ্য রোগও অচিরে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। মূল্য মাশুলাদি সহ ২।৵০ আনা মাত্র।

জ্বর মকরধ্বজ
১২ ঘণ্টায় ফল—জ্বরে বিজ্বরে সেব্য—পথ্যাপথ্যের বিচার নাই—নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃত ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ—২১ বড়ী মাশুল সহ ১৸০ আনা অধিক লইলে মূল্য কম পড়িবে।

সর্ব দদ্রু কেশরী
সর্ব্বপ্রকার দাদ বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা। মাশুলাদি পৃথক।

আকর্ষণ—ভোজনের পর ১ বটী সেবন মাত্র খাদ্য জীর্ণ হইয়া পুনরায় প্রবল ক্ষুধা উপস্থিত হয়। যাবতীয় অজীর্ণ, উদরাময়, গ্রহণী ও ভীষণ কলেরার আক্রমণে উহা আশু আরোগ্যকারী অদ্বিতীয় মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

পাঁচড়া, চুলকণা, কাটা ঘা, ক্ষুদ্র ঘা, নালী, গর্ম্মী ও পারদ বিকৃতির মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ আনা মাশুল পৃথক।

বিখাইজের ঔষধ
(ইংরেজি একজিমা) অর্থাৎ কাউরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য মাশুল সহ ১৲ টাকা।

ম্যানেজার—সমজুল ইসলাম ফার্ম্মেসী
খাগরা, পোঃ পাইকরা, ময়মনসিংহ।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বেতি)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১৮৮৭ সালে আবিষ্কৃত হইয়া কত অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যাহার যত দিনের রোগ হউক না কেন এক সপ্তাহেই লাল হইয়া ক্রমেই শরীরের স্বাভাবিক রং হইতে থাকে অক্লেশে শীঘ্র নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই, মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২।০ টাকা। বসু এণ্ড সন্স, ১০।১এ বকুলবাগান, ১ম লেন, ভবানীপুর।

৯নং জঙ্গি আরক

সর্ব্বপ্রকার কাশ যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ ও হাঁপানি প্রভৃতি যাবতীয় কাশ রোগ এককালিন দূরীভূত হয়, এবং ইহা একমাত্র মহৌষধ।

আমাশা, রক্ত আমাশা, অম্লপিত্ত, বুকজ্বালা পেটফাঁপা, বদহজম, দমকা দাস্ত ও বমন হওয়া, পেটবেদনা, অতিসার, রক্তাতিসার, কৃমিদোষ নাক রক্তস্রাব এবং স্ত্রীলোকের কাপড়ে দাগ লাগা, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর অনিয়মিত ঋতু, (হায়েজ) বাধাদোষ ও বাধক রোগের জন্য পেটে ভয়ানক দরদ এবং হায়জা (কলেরার উপসর্গ সকল দূর করিতে ইহার তুল্য ঔষধ জগতে আর হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আট আনা, তিন শিশি ১৲৵০, ৬ শিশি ২।০ টাকা, ১২ শিশি ৪৸০ আনা; মাশুল স্বতন্ত্র।

অর্ডার কালীন হানাফী কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন—

খা কোম্পানী,
হেকিমী দাওয়াখানা, হেড অফিস, অ টুয়া পাবনা

সাত দিনে গণোরিয়া আরোগ্য

অনারোগ্যে মূল্য ফেরৎ। ১নং শিশি ৩৲ ২নং শিশি ২৲

চৌধুরী ফার্ম্মাসী
৩৩।৯ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'গয়টার কিওর'

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। এই রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক সুন্দর নরনারী দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন এবং লোক সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। ইহার একমাত্র প্রতীকার "গয়টার কিওর"—যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ডাঃ কর্ণেল এণ্ড কোং
১নং আডনী বাগান লেন, কলিকাতা।

রাক্ষসী তৈল

মাত্র একদিন মালিশ করিলে বাত ব্যাধি যেরূপ দিন বেদনাই হউক দূর হইবেই হইবে। গাত দিনে একাঙ্গ বাত, পেটে বাত, ঝিঝি-বাত, হাত পা অবশ হওয়া, এমন কি সর্ব্বপ্রকার কঠিন ও দুরারোগ্য বাত ব্যাধি আরোগ্য হইবে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা। একত্রে ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ ফজল এণ্ড কোং,
পোঃ মনোহরগঞ্জ, জিলা ত্রিপুরা।

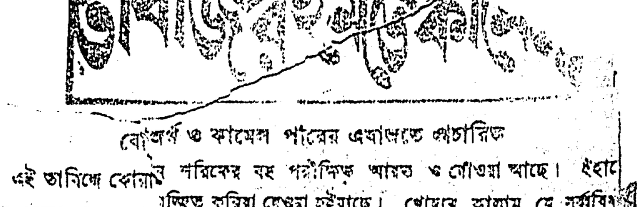

বোজর্গ ও কামেল পীরের এবাদতে প্রচারিত

এই তাবিজে কোরআন শরিফের বহু পরীক্ষিত আয়াত ও দোওয়া আছে। ইহার [illegible] খোদার কালাম যে সর্ব্ববিধ [illegible] পরিচয় দিতে হইবে না। খোদার ফজলে এ পর্য্যন্ত বহু [illegible] অনেক জেন ও ভূতপ্রেত বহু রোগীও আরোগ্য লাভ [illegible] পাগলগণ সুফল পাইয়াছে। [illegible] শরীর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। মওলানা রুহল আমিন সাহেব ও মওলানা [illegible] এনায়েতপুরী সাহেব এই তাবিজ দেখিয়া সহস্র তারিফ ও দোওয়াতে খায়ের করিয়াছেন। মাত্র পীরের এবাদতে প্রত্যেক তাবিজের জন্য ১০ আট আনা হাদিয়া লইয়া প্রচার করিতেছি মাঃ ।৵০ সাত আনা। ২০টী পর্য্যন্ত এক মাশুলে পাঠান হয়।

প্রচারক প্রাপ্তিস্থান:—মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
২নং গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট, চাঁদনী, কলিকাতা।

[illegible] ব্রাদার্সের
পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ

প্রাপ্তিস্থান:—২৮ নং কন্ভেণ্ট রোড, কালকাতা।
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।

রিক্তের বেদন—১।০, পুবের হাওয়া—১।০, ছেলেদের শাহ্‌নামা—১।০, হজরত বড় পীর ৷৵০, রাজমুকুট ২৲, আরব জাতির ইতিহাস—১ম খণ্ড ১।০, তৃতীয় খণ্ড ১।০, [illegible]—১৲, [illegible]—১।০, [illegible]—৵০।

জাতীয় গ্রন্থমালা

বাংলার খ্যাতনামা আলেম ও মোহাদ্দেছ ফখরুল-মোহাদ্দেছীন জনাব মওলানা
মোহাম্মদ মোয়েজুদ্দিন হামিদী ছাহেব প্রণীত

১। **বঙ্গানুবাদ খোৎবাহ**:—বাংলা ভাষার সাহায্যে খোৎবার মর্ম্ম বুঝিবার সুন্দর কেতাব। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে যেমন খোৎবার মহান্ ও ভাবপূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে লোকদিগকে সদুপদেশ দান করিতে পারিবেন। মূল্য ।৵০ আনা।

২। **স্বাস্থ্য-সুহৃদ** বা তাবিজের কেতাব, প্রথম ভাগ:—কোর-আন, হাদিছ ও বোজর্গানদিগের কেতাব সমূহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া ইহাতে হায়জা, বসন্ত ও সর্পদংশনের তদ্‌বীর, মোকদ্দমায় জয়ী হওয়ার তদ্‌বীর, পরীক্ষায় পাশ করিবার তদ্‌বীর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি হওয়ার তদ্‌বীর প্রভৃতি ১৬৬ প্রকার পরীক্ষিত তদবীর সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। খোদার কালামের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করুন, মূল্য ।৵০ আনা, ভি, পি,তে ৷৵০ আনা।

৩। **ঐ দ্বিতীয় ভাগ**:—ইহাতেও প্রায় দেড় শত রোগের পরীক্ষিত তদবীর লিখিত আছে, মূল্য ।৵০ আনা, ভি, পিতে ৷৵০ আনা। দুই খণ্ড এক সঙ্গে ভি, পিতে লইলে ১৲ টাকায় পাইবেন।

৪। **আনওয়ারোল-মাজ্বালেল**:—নামাজ ও মছলা শিক্ষা করিবার চূড়ান্ত পুস্তক। ৮৬ খানি প্রামাণ্য কেতাব অবলম্বনে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় মাছায়েল ভরপুর। মূল্য ১ম খণ্ড ৸০ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ।০ আনা, তৃতীয় খণ্ড ।০ আনা।

কাজের কথা:—দেশের এ হেন ঘোর দুর্দ্দিনে অন্ন-সমস্যার সমাধান, বেকার-সমস্যার উপায়—ধনবান হইবার বহু সহজ-সাধ্য পন্থা ইহাতে লিখিত হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা।

ধূমপানের অপকারিতা: (৩য় সংস্করণ) নামেই পরিচয়, মূল্য ৵০।

সমাজ-উন্নতি—পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, মূল্য /১০ দেড় আনা।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা:—
হামিদিয়া লাইব্রেরী,
সাং হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৩৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা।

ইহার সঙ্গের ডিস্পেন্সারিতে /৫, /১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য—প্রিন্সিপাল ডাক্তার এস, খান ৩৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলার
অভিমত।

আমি অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, মৌঃ খোন্দকার ফজুদ্দিন আহমদ কৃতিত্বের সহিত এম-এ, পাশ করিয়া একটী পুস্তকের দোকান খুলিয়াছেন। তিনি যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন তদ্দ্বারা অতি সহজেই উচ্চ বেতনে কোন ভাল চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া হালাল রুজি অর্জ্জনের জন্য হজরত রসুলে মকবুল (দঃ)এর সুন্নত অবলম্বনে ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যে দ্বিধা বোধ করেন নাই এজন্য তিনি প্রশংসার উপযুক্ত। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উন্নতির জন্য দোয়া করিতেছি এবং সর্ব্বসাধারণকে তাঁহাকে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার দোকান ৮৪ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। তথায় স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসার (নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম) সকল পাঠ্য ও অন্যান্য পুস্তক পাওয়া যায়।

(স্বাক্ষর) মোহাম্মদ আবু বকর।

আমাদের নিকট বিবিধ পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত
কয়েকখানি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ

১। সুরা ফাতেহার তফছীর—খোন্দকার ফজুদ্দিন আহমদ কৃত, ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ৸০
২। বঙ্গানুবাদ সুরা— ঐ কৃত ৵০
৩। তরীকুল ইছলাম, ১-৮ খণ্ড—ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও উচ্চ-প্রশংসিত ৸০
৪। হজ-দর্পণ—হজ সম্পাদনের সহায়তায় জন্য অদ্বিতীয় গ্রন্থ ৸০, বাঁধাই ১৲
৫। ভারতের প্রতি আক্ষেপ মোঃ [illegible] কর্ত্তৃক মোঃ [illegible]
৬। একাচারের পন্থা বা ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্ন— ৵০
৭। মুসলমান বিবি শওহরের কর্ত্তব্য—মোঃ সুফী ছদরুদ্দীন আহমদ প্রণীত ১৲
৮। ওলী বিবির কাহিনী—।০, ৯। বোজর্গ-নামা—৵০

আহকার—কমরুদ্দীন আহমদ এম্-এ,
মুসলিম গ্রাজুয়েটস লাইব্রেরী
৮৪নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনামূল্যে সিল্কের চাদর ঘড়ি

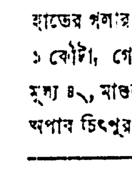

আমাদের ১৬ শিশি সুগন্ধযুক্ত কমলা কেশ তৈল কিম্বা ১৬ কৌটা দাদের মলম লইলে রেশমি আচল ওয়ালা সিল্কের চাদর ১ খানি, ফ্যান্সি টাইম পিস ঘড়ী একটী, সুন্দর পাথর বসান আংটি ১টী, ফ্যান্সি রুমাল ১ খানি, ফ্যান্সি হাতের গলার বোতাম এক সেট, পানের মসলা ১ কৌটা, গোলাপ ফুলের আতর ১ শিশি সহ মূল্য ৪৲, মাশুল ।৵০। এস, সি, শীল ১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, হাটখোলা, কলিকাতা।

আবে রহমত
(রেজিষ্টার্ড)
অনুপান ভেদে—
মাত্র ছয় আনায় ৪০ প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

ব্যবস্থাপত্র সর্ব্বত্র সঙ্গে রাখুন।

কলেরা, বেদনা, সূতিকা, আমাশয়, মেহ, কাসি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। বিছু ও ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর দংশনে আশু উপকারী। যিনি ইহা ঘরে বা সঙ্গে রাখিবেন, তিনিই নানাবিধ আপদ বিপদের হস্ত হইতে অতি সহজে মুক্তি পাইতে পারিবেন। আবে রহমত সেবনে আল্লাহর ফজলে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ রোগী রোগ মুক্ত হইতেছেন। আপনিও এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ভিঃ, পিঃ, তিন শিশির কম পাঠান হয় না। তিন শিশির মূল্য ১৲, মাঃ ।৵০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আমাদের দাওয়াখানায় নানাবিধ ফলপ্রদ হেকিমী ঔষধ ও কেশ তৈল বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এজেণ্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—ম্যানেজার এস, কে, হামিদিয়া
নওয়াপাড়া, যশোহর।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী সাহিত্যবিদ্ ক্বারী
এম, এ, জব্বার সাহেবের
বেহেশ্‌তের সোপান
বা
ইহ-পরকাল-মুক্তি-নিদান

ইহাতে নামাজের ফজিলত, আমলপরায়ণ মুসল্লি ও বে-নামাজির দণ্ড, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী-স্ত্রীর হক, প্রতিবেশী ও মুসলমানের কর্ত্তব্য, জিনা, জুলুম, সাওয়াতাৎ, সুদ, শরাব, বিপদে বিলাপ করিবার পরিণাম ফল, ছবুরের মাহাত্ম্য, কবিরাহ গোনাহ ও কুফরি কালামের ধারা, পারলৌকিক দণ্ড, বেহেশত, দোজখ এবং কোন্ কোন্ দোয়া পাঠে ধনী হওয়া যায় ও রুজী-রোজগার বাড়ে এবং কোন দোয়া পড়িলে ঋণমুক্ত হওয়া যায় ইত্যাদি বহু রকম দোয়া এবং নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় কোর-আন এবং হাদিস অবলম্বনে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যদি পিতা পুত্র, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের হক আদায় করিয়া স্বর্গের নন্দন-কাননে পরিণত করিতে চান, যদি ইহ-পরকালের সকল বিষয়ের সৌভাগ্য সোপান অতিক্রম করিয়া মানবতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চান, তবে এই পুস্তকখানা পাঠ করুন। ইহা ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য এক টাকা মাত্র।

কান্‌জুল কোরআন

ইহাতে কোরআন শরিফ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করিবার যাবতীয় কাওয়ায়েদ ও তৎসম্পর্কীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য ও মছলাদি বাংলা ভাষায় [illegible] লিখিত হইয়াছে। যদি ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ছহিহ কোরআন পাঠ না-জেনেও [illegible] কারী হইতে চান, যদি কোরআন [illegible] জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নামাজ দুরস্ত ও [illegible] তেলাওয়াতের [illegible] লাভ করিয়া বেহেশতের অধিকারী হইতে চান, তবে এই পুস্তকখানা পাঠ করুন। ইহা ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য আট আনামাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—কারী এম, এ, জব্বার, পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।
অথবা ম্যানেজার—হানাফী, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুসংবাদ! আল্লার রহমত!! সুসংবাদ!!!
কঠিন ও দুরারোগ্য রোগসমূহের আরোগ্যকারী
বালা-মছিবত বিনাশক
তাবিজে শেফা

পবিত্র কোরআন শরিফের বিশেষ বিশেষ আয়াত ছহি হাদিস শরিফে বর্ণিত খাস খাস দোওয়া এবং জগদ্বিখ্যাত অলি-আল্লাহগণের তাবিজাত ও তদ্‌বীর সমূহ একত্রিত করিয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" [illegible] হইয়াছে। হজরত পীর সাহেব কেবলা এবং [illegible] মওলানা সাহেবের বহু পরীক্ষিত ও অব্যর্থ তাবিজ সমূহ প্রায় সমস্তই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে শের্ক, বেদাত অথবা ঈমান-বিনাশকারী বে-শরা বাক্যে তদ্‌বীরের নাম গন্ধও নাই। অথচ ইহাতে খোদার ফজলে ৫০ প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি, জেন-পরী ও ভূত-প্রেতের আছর, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণাশঙ্কা, সর্প-বিষের প্রাণনাশক ক্রিয়া এবং ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত উপদ্রব অচিরে আরোগ্য ও দূরীভূত হইয়া জীবনের শক্তি, সৌন্দর্য্য, সাহস ও ঈমান বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে কোন অভিজ্ঞ আলেম ও বোজর্গ পীরের নিকট "তাবিজে শেফার" অন্তর্ভুক্ত এক একটী তাবিজ লিখাইয়া লইতে গেলে ন্যূনপক্ষে ১৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত নজর দিতে হইবে। কিন্তু আমরা সর্ব্ব সাধারণের হিতসাধনের জন্য মাত্র ।০ আনা হাদিয়া লইয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" বিতরণ করিতেছি। প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভগ্নি অবিলম্বে ইহার এক একটী তাবিজ সংগ্রহ করিয়া অতি সত্বর ব্যাধির হস্ত এবং উহার ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া নিজের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জীবনের সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করুন।

প্রাপ্তিস্থান:—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টোল এণ্ড কোম্পানির
দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম

বিনা যন্ত্রণায় যাবতীয় দাদ, কাউর ঘা, গরল, জলহাজা ও পাঁচুই প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ ও পারাবর্জ্জিত না হইলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিব। মূল্য এক কৌটা ।০, ভিঃ পিতে ।৵০ আনা, একত্র ৩ কৌটায় মাশুল লাগে না ও ১২ কৌটা মাশুল সহ ২।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—টোল এণ্ড কোং, বরানগর, কলিকাতা।

১০৬৭ নং রেঃ কৃত ভারম্যান
মিঠাবড়ি

ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। দিনে জ্বর ছাড়ে, ৩ দিনে প্লীহা ও যকৃৎ কমে। জ্বরে, বিজ্বরে সেবন চলে। প্যাকেট ।০ আনা, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲ টাকা। সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই।

ভারতের সোল এজেণ্ট—
ডাঃ এ, এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ নড়াইল, যশোহর।

নীরোগ থাকিবার উপায়

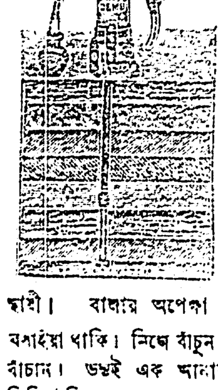

রোগের বীজাণু বর্জ্জিত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রতি ঘণ্টায় ১০০।১২৫ ঘড়া জল পাওয়া যায়। ২০০।২৫০ শত গৃহস্থের নিমিত্ত একটী নলকূপ যথেষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী। বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে কল বসাইয়া থাকি। নিজে বাঁচুন এবং প্রতিবেশীকে বাঁচান। ডবল এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিয়া বিবরণ আনুন।

দি ইকনমিক টিউব ওয়েল সাপ্লাই কোং
১৫নং মার্কেট ষ্ট্রীট, (দ) কলিকাতা।

শাহী মোমছেক গুলি

জনাব! আপনারা যার বিজ্ঞাপনী ঔষধ সহ খর্চ ব্যয় করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার আমাদের "শাহী মোমছেক গুলী" ব্যবহার করিয়া দেখুন। ইন্শা আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই হাতে হাতে ফল পাইবেন। যাহারা অধিক্ষণ ইন্দ্রিয় পরিচালনের সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছুক, ইহা তাঁহাদের বড়ই আদরের সামগ্রী ও পরম বন্ধু। ইহা সুখ সময় বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ১ কৌটা ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার—"শাহী মোমছেক গুলী"
১১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দৈবপ্রাপ্ত ধবলের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন, খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে; বহু পরিক্ষিত মূল্য প্রতি দুই রকমের ঔষধ ২।০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার "হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কালকাতা।

সচিত্র ইসলামী মাসিকপত্র
তবলীগ
দ্বিতীয় বর্ষ।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় বর্ষে 'তবলীগের' আকার প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রবন্ধ ছবি প্রভৃতির দিক দিয়াও ইহা অতুলনীয় হইবে। দ্বিতীয় বর্ষে তবলীগের মূল্য বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ভি, পিতে ২।০ টাকা লাগিবে। বিধর্মীদের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম পবিত্র ইস্লামের প্রচারে যাঁহারা সাহায্য করিতে চাহেন, এখন হইতেই পত্র লিখিয়া দ্বিতীয় বর্ষের 'তবলীগের গ্রাহক হউন।

ম্যানেজার—তবলীগ কার্য্যালয়।
৩৮নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press, 47, Ripon St. Calcutta.

ড্রাম /৫ ড্রাম /১০
বিশুদ্ধ আমেরিকান
হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর্স

যাবতীয় ঔষধাদি বাজার অপেক্ষা সুলভে পাওয়া যায়। বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

পি, কে, দত্ত এণ্ড কোং
১নং বটকৃষ্ট লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে
রায় সাহেব ডাক্তার কে, সি, দাসের
কাম বিজ্ঞান
স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়,
৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ডাক্তার এস, কে, রায়ের কৃত
ম্যাগনেটীক পিল

(স্বপ্নদোষ, মানসিক দৌর্ব্বল্য, শুক্র মেহ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ধাতু পীড়ায় অব্যর্থ ফলপ্রদ।)

ইহা উৎকৃষ্ট রসকারক ও স্নায়ুবিধানের পরিপোষক উপাদানে প্রস্তুত, সুতরাং ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিকৃতি দূর করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও যৌবনোচিত শক্তি ও সামর্থ প্রদান করিতে অদ্বিতীয় মহৌষধ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩০ বটিকা ১।০ দেড় টাকা।

প্রোপ্রাইটর—ডাক্তার এস, কে, রায়
পোঃ অমৃতবাজার, (বেঙ্গল)

মহাবল রসায়ন
THE GREAT NERVE-VIGIOR.

যৌবনের চাঞ্চল্য যাহাদিগকে অকালে বার্দ্ধক্যে পরিণত করিয়াছে, আল্লার রহমতরূপে মহাবল রসায়ন তাহাদিগের নষ্টস্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিবে। ধ্বজভঙ্গ, শুক্র-তারল্য, মেহ, প্রমেহ, রক্ত-হীনতা রোগে ইহা আবেরহমত স্বরূপ। মাত্র এক মাত্রা সেবনে সহবাসশক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়াকে তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শঙ্কর ঔষধালয়,
১৬১ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বঙ্গবিখ্যাত হাকিম মৌলবী বজলুল করিম সাহেব কৃত স্বর্ণঘটিত
বাদশাহী হালুয়া

তরল শুক্র গাঢ় এবং বীর্য্য উৎপাদন ও বাজি করণের মহৌষধ। স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, কোমরের ধরা, অল্প সময়ে রেতপাত ও স্ত্রীলোকের সুতিকা, গ্রহণী, বাধক এবং প্রদর রোগ এক মাত্রাতে উপশম। এক টীন ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। তিন টীন ব্যবহারে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধও যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল ঋতুতে সেব্য। মূল্য ৪০ তোলা ৩৲ টাকা, মাঃ ।৵০ আনা। তিন টীন ৮৲ টাকা, মাঃ ।।০ আনা।

মৌলবী হাকিম বজলর রহমান
(দক্ষিণ মস্জিদ লোকমানি মেডিকেল হল)
পোঃ—শুভপুর, জেলা—নোয়াখালি।

গণোরিয়া, পারা ও গর্ম্মী

ধাতু দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া ও কাল জ্বর, বাত, বাধক প্রভৃতি রোগ অল্পদিনের মধ্যে নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য করিয়ে দেওয়া হয়। রোগের বিবরণ পাঠাইলে ব্যবস্থাপত্রসহ ঔষধ পাঠান হয়।

বৃথা ইনজেক্শন ও পিচকারীর জন্য সময় নষ্ট না করিয়া শীতল বিন্দু ব্যবহার করুন, স্ত্রী ও পুরুষের নূতন, পুরাতন মেহ ও গণোরিয়ার ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা ২৪ ঘণ্টায় উপশম হয়। ৩।৪ দিনে পুঁজ পড়া প্রভৃতি ভাল হয় এবং ৭ দিনে রোগ আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ১।০, ডাঃ মাঃ ।০, ৩ শিশি ৪৲, ডাঃ মাঃ ৸৵০ আনা।

কবিরাজ জি, পি, ভট্টাচার্য্য বৈদ্যশাস্ত্রী,
২২৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কি চাই ?

আতরের দোকানে নানা রকম কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান, ধুতি, [illegible]

খাজা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আসক
[illegible] ষ্ট্রীট, (চিৎপুর) কলিকাতা।

বিনামূল্যে দাদের ঔষধ

সকল রকম দাদ তিনদিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। প্যাক /০, ডজন ।৵০, ।/০ মাশুলে, ৩ ডজন ৩।৵০ মাশুলে ১ গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। ডাঃ খোস্নির পাঁচড়ার ঔষধের মূল্য দাদের ঔষধের ন্যায়। নমুনার জন্য লিখুন।

বি খোশা এণ্ড কোং,
পোঃ নাটোর (৩) রাজসাহী।

আমাশয় ও রক্তামাশয়ের
অব্যর্থ হাকিমী মহৌষধ

প্রতি কৌটায় ৬ মাত্রা ঔষধ থাকে। সাধারণ ৪ মাত্রাতেই আরোগ্য হয়। প্রতি কৌটার মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র। ৪ কৌটা একত্র লইলে ১৲ টাকায় দেওয়া হয়। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র—ব্যবস্থাপত্র কৌটার সঙ্গে থাকে।

আফাজ্জল হোসেন খাঁ
পোঃ [illegible], খুলনা।

বিনা মূল্যে বিনা মাশুলে

চিঠী লিখিলে "নূতন আলো" নামক উপন্যাস পুস্তক বিনা খরচায় পাঠান হয়। ইষ্টার্ণ এজেন্সী, ১০নং কলিন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ব্ল্যাক কালী

১টী ট্যাবলেটে এক ছটাক উৎকৃষ্ট কালী হয়। অবিশ্বাসে ফ্রি নমুনা লউন। মূল্য এক গ্রোস বা ১৪৪টী ট্যাবলেট ১৲, মাশুল ।৵০। ১টি ট্যাবলেট এক পয়সায় বিক্রয় হয়; [illegible]

দি ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ৬।১।৩, [illegible] লেন, কলিকাতা।

শান্তি তৈল

হাকিমী শাস্ত্রের অদ্ভুত আবিষ্কার
শান্তি তৈল
যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, দাদ, পাপড়ী, চুলী কানপাকা, নাকের ভিতর ঘা, মাথার ঘা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা, গর্মী ও বাগীর ঘা ব্রণ, মেচেতা, প্রভৃতি ক্ষতরোগের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ, সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত— মূল্য ছোট শিশি ।।৵০ মাঃ ।।০ তিন শিশি ১।।০ মাঃ [illegible] বড় শিশি ১ মাঃ ।।০ তিন শিশি ২।।০ মাঃ ১
মৌলবী হাকিম মোহাঃ এ. হোসায়েন
গাজীভীলা পোঃ তেঁতুলীয়া, ২৪পরগণা।

ইস্লাম প্রচার

বিলাতের নও-মোসলেম মনীষী হাজী আল-ফারুক লর্ড হেডলী প্রণীত
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিগত বৎসরের মধ্যে দিল্লী নগরীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত তবলীগ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি রূপে মাননীয় লর্ড হেডলী ফারুক সাহেব ইংরাজী ভাষায় যে মূল্যবান অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, এই পুস্তক তাহারই বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ। বঙ্গ-ভাষাভাষী মুসলমান ভ্রাতৃগণ যাহাতে লর্ড হেডলীর অমূল্য অভিভাষণ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই অনুবাদ (ইসলাম প্রচার) প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তকে লর্ড হেডলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার একখানি পূর্ণাবয়ব হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ।০ মাত্র চারি আনা। যাঁহারা এই পুস্তক একখানা পাইতে চান, তাঁহারা নিম্নঠিকানায় পাঁচ আনার ডাকটিকেট পাঠাইয়া নাম রেজেষ্টারি করিয়া রাখুন।

বিনীত—
ম্যানেজার—'তবলীগ'
৩৮নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শরিয়তে-ইসলাম

গত তিন বৎসর হইতে প্রতি মাসে নিয়মিত বাহির হইতেছে। কোর্-আন, হাদিস, তফসির, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদ, পুরাণ, বাইবেলের বিষয় আলোচনা সহ এসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শুদ্ধি, খৃষ্টান প্রভৃতি এসলাম বিদ্বেষিগণের ভ্রান্তি প্রকাশে "শরিয়তে-এসলাম" শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব ইহাতে [illegible] ও ফতোয়া এবং মওলানা হাজী রুহল আমিন সাহেব বহু মসলার উত্তর প্রকাশ করিয়া থাকেন। মওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী ইহার সম্পাদক ও পরিচালক। সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার্থে বাৎসরিক মূল্য মাত্র ১৲ টাকা, ভিঃ, পিঃ, তে ১।০ সিকা। আজই ইহার গ্রাহক হউন।

ম্যানেজার—শরিয়তে-এসলাম
১৬, গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেকারের উপায়

আমাদের "কেশোয়া ফুড" বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এক আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী ও নমুনা পাঠান হয়। প্রস্তুত কারক:— রায় ব্রাদার্স (এইচ পি) লিমিটেড, ৬নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা।

বিকৃত-বীর্য্য ও পুরুষত্বহানি দূর করিবার
জিমোনা একমাত্র মহৌষধ।

অতিরিক্ত ধাতুস্রাব জনিত দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিতে এবং অপরিমিত ধারণাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। অত্যধিক এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রতারল্য, শীঘ্র শুক্রস্খলন কাপড়ে দাগ লাগা, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, প্রস্রাবের সহিত খড়ির ন্যায় ঘোলা রেতপাত হইলে, এবং মেহ, প্রমেহ, অজীর্ণ, স্বপ্নদোষ, শুক্রক্ষয় জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা, হাত পায়ে ব্যথা হওয়া প্রভৃতি পুরুষ রোগের এবং প্রদর, স্বল্পরজঃ ও অতিশয় রজঃস্রাব প্রভৃতি স্ত্রী-রোগের এই "জিমোনা" আশু ফলপ্রদ। এক কথায় "জিমোনা" মৃত্যুগামী মুমূর্ষু রোগীকেও সর্ব্বপ্রকার শুক্র সম্বন্ধীয় রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া নব-যৌবনের উদ্দামশক্তির প্রবল হিল্লোলে মাতাইয়া তোলে। মূল্য প্রতি কৌটা দেড় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ঠিকানা:—জিমোনা ফার্ম্মেসী
৭৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, পার্শিবাগান, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবার

বঙ্গবিখ্যাত আলেম জনাব মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক সংশোধিত ও জনাব মোহাম্মদ এবরাহিম সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। **নাফেউল মোছলেমিন বা মসায়েল তত্ত্ব**
যদি যাবতীয় শেরক, বেদাত নারকী ও কুফরী হইতে বাঁচিয়া বেহেশত খরিদ করিবার আশা থাকে, বে-শরা পত্তিদের সহিত তর্কযুদ্ধে জয়ী হইতে চান, তবে এই পুস্তক পাঠ করুন, বেহেশত ও দোজখের রাস্তা দেখিতে পাইবেন। পুস্তকের শেষভাগে সর্প দংশনের বহুবিধ চিকিৎসা সরল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ মাত্র ।০ আনা।

২। **নাড়ী কাটার [illegible]**
নিজেরা নাড়ী কাটা দোরস্ত কিনা? বিপক্ষদলের তীব্র প্রতিবাদ, নিজ সন্তানের নাড়ী নিজে কাটিলে অন্যকে হাড়ি বলে কিনা? তাহাদের সহিত বিবাহ শাদি করা জায়েজ কিনা? প্রসবে বাধা হইলে কিম্বা ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে তাহার তদবির ও ঔষধ আছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র। পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে ২ খানা পুস্তক একসঙ্গে লইলে একখানা বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
মদিনাবাদ, পোঃ বেদকাশী, খুলনা।

সুধাকর সালসা
রেজিষ্টার্ড

এই সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরে নূতন বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন, নববলের সঞ্চার, শরীর সবল, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। পারা সেবন জন্য গায়ে চাকা চাকা দাগ, উপদংশ কর্ত্তৃক হস্ত পদে, লিঙ্গে কিম্বা অন্য কোন স্থানে ঘা, শরীরে ছুলির ন্যায় সাদা অথবা কাল দাগ, পৈতৃক রক্তদোষ জন্য শরীরে নানা প্রকারের বিকৃত চিহ্ন এবং বাত বেদনা আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে শরীরের কৃশতা ও দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া শরীর সবল, কর্ম্মক্ষম হয় এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেহের কান্তি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১।।০ দেড় টাকা, মাশুল ।৵০ আনা; তিন শিশি ৩৸০ আনা, মাশুলাদি ৸৵০ আনা, ডজন ১৫৲ টাকা।

হাকিম মোহাম্মদ জহির উদ্দিন আহমদ
গোলজার ফার্ম্মেসী—কালী শঙ্করপুর, পোঃ কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
নূতন বড়ী
জ্বরে-বিজ্বরে সেবন হয় পথ্যের কোন বিচার নাই
দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম!

এই বড়ী সেবন করুন হাল চাষ করুক, কেরানী অফিসে কর্ম্ম করুক, কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার; জ্বর আরাম হইলে আর ঘুরিয়া আসে না। মূল্য সুলভ, প্রতি কৌটা ৷৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ৩ কৌটা ২৲ টাকা।

ডাঃ এস, আহমদ এণ্ড কোং, দি মোসলেম মেডিক্যাল হল।
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। সবল ও দুর্ব্বলাঙ্গে সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম দুষ্ট, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দূষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ৮০ প্রকার শোনিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যায় হাতুড়ে কবিরাজদের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত।

শুভফলের পরীক্ষা:—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুল টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আপনার বক্ষ ভারিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ২।০ টাকা, মাশুল ৸৵০ আনা, ৮ শিশি ৫।০ টাকা। মাশুল ১।০ টাকা

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কতকগুলি আবশ্যকীয় কেতাব

আমালিয়াত ও তাবিজাত।
ইহাতে ৮০ প্রকার মোজার্‌ব তদবীর আছে। এই কেতাব আমালিয়াত শিক্ষা করিবার পক্ষে অতি উত্তম। বহু পরীক্ষিত ও জানিত দোওয়া দাওয়া এই কেতাবে স্থান পাইয়াছে। ইহা একখণ্ড ঘরে থাকিলে বেতরিক ওঝার বাড়ী দৌড়িতে হইবে না ও পেরেকী মন্ত্র পাঠকারীর সাহায্য করিয়া ঈমান-রত্ন নাশ করিতে হইবে না। মূল্য ৵০ আনা।

বেহেশত দোজখের বর্ণনা ও কেয়ামতের সংবাদ:
এই কেতাবখানি পাঠ করিলে মানুষ পাপের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে। কিরূপে চারি ফেরেশতার জান কবজ হইবে, কিরূপে আজাজিলের জান কবজ হইবে, কিরূপে আজরাইল (আঃ) এর জান কবজ হইবে, খোদাওয়ান্দ করিম কি বলিবেন, কেয়ামত কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় সুন্দর ভাবে লিখিত আছে। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

সরল নামাজ শিক্ষা।
নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উত্তম কেতাব; বহু মসলা ও নামাজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে কেতাব পূর্ণ করা হইয়াছে। বাঙ্গলায় সুরাগুলির উচ্চারণ [illegible] লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে বিশেষ আবশ্যকীয় কতকগুলি দোওয়া লিখিত আছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পাপ পুণ্যের ফলাফল ও কেয়ামতের সংবাদ:
এমন কেতাব বাঙ্গালায় অদ্যাবধি বাহির হয় নাই! কেতাবের মূল্য কম বলিয়া সামান্য মনে করিবেন না। বহুমূল্যবান বাক্যাবলীর দ্বারা কেতাবের কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে। কোন গোনাহতে কিরূপ শাস্তি, কোন নেকীতে কিরূপ আরাম; তাহা সামনে দেখান হইয়াছে। একদল লোক নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাৎ, করিয়া দোজখ যাইতেছে। সুদখোর, শরাবখোর ঘুষখোর ও জেনাকারের [illegible] দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাইবেন। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

মওলানার ফতোয়া ও [illegible] মসলার মীমাংসা:
বঙ্গের অদ্বিতীয় আলেম মওলানা, শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক উত্তর লিখিত। ২০০ শত মছলায় কেতাবের কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে। এই কেতাব পাঠ না করিলে মসলা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে হইবে। ।।০ আনা মাত্র।

চারি এমামের জীবনী [illegible]

নিম্ন ঠিকানায় কেতাব পাইবেন:—
মোহাম্মদ শুকুর আলি
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কিম্বা আহিদো লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.

Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

৩য় বর্ষ] ৬ই মহরম ১৩৪৭ হিঃ সোমবার—১১ই আষাঢ় ১৩৩৫, ইংরেজী ২৫শে জুন ১৯২৮ [৪৮শ সংখ্যা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

মাসিক	প্রতি ইঞ্চি প্রতি সংখ্যা	৫০ আনা।
ষাণ্মাসিক	" "	॥৵০ আনা।
বার্ষিক	" "	।০ আনা।

সংবাদ-পৃষ্ঠা সাধারণ হারের দ্বিগুণ। কর্মখালী প্রতিসং প্রতি ইঞ্চি ১, টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার—"হানাফী"

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"হানাফী" অফিস:—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা।

প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা

"হানাফীর" নিয়মাবলী

১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।

২। শহর মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা; মাশুল সমেত।

৩। বৎসরের যদি সপ্তাহ বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ৪৮ সংখ্যা পাইবে।

৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখিতে হইবে।

৬। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্বে পত্র লিখিতে হইবে।

৭। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে, এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

ম্যানেজার—"হানাফী"

৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

৬৩ বৎসরের পরাক্ষিত বঙ্গ হাকিমের প্রশংসিত

শান্তিরস সালসা

বাতরোগ বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোস, পাঁচড়া ও চর্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্টি, দেহে নব বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ-উপাদানে প্রস্তুত।

দূষিত পদার্থ বিবর্জিত। সর্ব ঋতুতে সেবনীয়।

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং।

হেড অফিস:— মূল্য ৮৷১০ ব্রাঞ্চ অফিস:—

৪০।১৩ (খ) অপার চিৎপুর রোড কালকাতা। ৩১।২(গ) ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং

বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।

৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

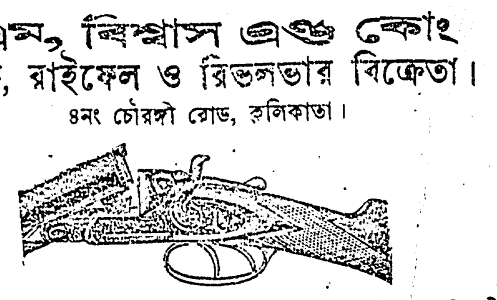

এক নলি ক্যাপদার দেশী বন্দুক ৩৫,। বিলাতী ৪৫,। ২ নলি ঐ ৫০,। বিলাতী ৮০,। এক নলি কার্টিজ বা টোটাদার বন্দুক ৫৫, হইতে ১০০,। ২ নলি ঐ কেমিক্যাল ৭০, বিলাতী ১০০,। ১২ নং কার্টিজ বা টোটা ১০, ১১, ১২, শত। বারুদ ৩, পাউণ্ড, ক্যাপ ৸০ শত। ছররা (ছিটা), পাউণ্ড। সকলপ্রকার বন্দুক ও মেরামত কর্ম্ম তৈয়ার করা হয়। হাওয়ার বন্দুক ৫, হইতে ৩০, টাকা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা

ডৃতীয় সার্টিফিকেট।

সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দেশমছ আজম নগর মৌলবী ইব্রাহিম শাহি সাহেব লিখিয়াছেন:—

প্রিয় কবিরাজ মহাশয়,—

আপনার ঔষধ দুই মাস ব্যবহার করিয়া আমার শরীরের চাকা চাকা দাগ, নাসিকার ফুলা, গায়ে পিশিড়া হাটিতেছে অনুভব ও হাঁটু দংশনের ন্যায় অবস্থা যন্ত্রণা এবং জ্বালা ও অসাড়তা কিছুই নাই। নাসিকার ভিতর ক্ষত ও রক্ত, জ্বর, ঘোরা, ক্ষীণ, উদর, শরীর ইত্যাদি সকল সময় আক্রান্ত; কিছুই নাই। ৩ চাকা চাকা দাগ সমুহ একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, এমন কিছুই আমার নাই। আমি খোদাতায়ালার নিকট কায়মনবাক্যে আপনার মঙ্গল কামনা করি। ইতি—

বশম্বদ—

(স্বাক্ষর) ইব্রাহিম শাহি।

বর্তমানে দুই-চিকিৎসা শহিত ঘৃণিত গর্ভমেন্ট প্রধান চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার প্রতিকার হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফলকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি শ্রদ্ধার সহিত বলিতে পারি, মহাগোরুচী শুষ্ক রোগী, তাহার চর্ম্মরোগ, শ্বেত বাতরক্তাদি রোগী যদি আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন, তিনি অবশ্য আরোগ্য হইবেন। শ্বেত-কুষ্ঠের নমুনা দেওয়া হয়, ডিঃ পিঃ খরচ লাগে।

শানিখা কুষ্ঠাশ্রম

কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি

৪নং হরগঞ্জ রোড, শালিখা (হাওড়া)

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি সুলতানোল ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ জনাব

মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস মেহেরবানী, আয়াতোল কাদেরের সর্বোত্তম দান

কোর-আন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাবধি অনুবাদ ও তফসির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিও নির্ভুল ও ইসলামী আকায়েদের মোয়াফেক নহে। তাই বঙ্গের আটবিয়া কুল শ্রেষ্ঠ শামসোল-মিল্লাতে-অদ্বীন, এসলামের গৌরব, আমীর-উল-শরিয়তে বাঙ্গালা, অশ্রমনে অমায়ীকীন হাদীকায় বাঙ্গালা ও অমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার সভাপতি, সর্বজনমান্য ধর্মনেতা পীর ও মোর্শেদ জনাব শাহ সুফী হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে এই বিরাট তফসিরখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১ প্রথম পারা আলে লাম্ মিম্ক

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ২, টাকা মাত্র।

... ৩২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ... মূল্য অর্থাৎ নাম মাত্র ২, টাকা ... এই বিরাট ... যাহাতে সকল শ্রেণীর লোক ... মূল্য দুই টাকায় পাইবেন।

২। ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফসির

সুবৃহৎ ও সঠিক বঙ্গানুবাদ, নাম মাত্র মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

৩। আমপারার বিস্তারিত তফসির

যদি নামাজের সুরাগুলির মর্ম ও তফসির জানিতে চাহেন ... কিনিয়া পাঠ করুন। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

৪। ছায়েকাতোল মোসলেমিন

যদি চারি এমামের মজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মোহাম্মদিদের ভ্রম দেখিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। আহওয়াকতত্ত্ব বা তারকত দর্পণ (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ২, টাকা।

এই কেতাবখানি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে এদেশে তাছাওফ শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফতের সমস্ত বিষয় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ... তবে এখনই ইহার একখণ্ড ক্রয় করুন। বিরাট আকারে ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ২, দুই টাকা মাত্র।

৬। কলেমাতোল কোফর—মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

কোন্ কোন্ কাজে বা কথায় মানুষের ঈমান দূর হইয়া যায় বা কাফের পরিণত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে পাইবেন। ...

৭। কেরাত-শিক্ষা—মূল্য ৷০ আনা।

বিশুদ্ধভাবে কোর-আন শরিফ পড়িতে না পারিলে কোর-আনের আয়াতের উল্টা অর্থ হয়। ...

৮। এজহারোল-হক বা কসমরুছির ফতোয়ার সমালোচনা।

বসমপুরির ফিতনার জন্য বা নাস্তাবেক তাহার বিস্তারিত সমালোচনা ইহাতে আছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৯। মিলাদে মোস্তফা—১ম ভাগ মূল্য ।০ আট আনা।

ইহাতে কোর-আন ও হাদিস হইতে মিলাদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহা একেবারে নূতন রকমের হইবে।

১০। রদ্দে বেদয়াত—মূল্য ।০ আনা।

পীরকে সেজদা করা, গায়ের জানায় দাবি করা, কেশেরের সময় চীৎকার করা, ... চক্ষে স্পষ্ট বিদয়াত হইয়াছে।

১১। কাজান ও জালালের মামাংসা—মূল্য ৵০ আনা।

এই পুস্তক পাঠ করিলে রাজীন ও কাজীনের মামলা আপনা হইতে অপসারিত হইবে।

১২। নাহজোল মোজতাহেদিন

এই প্রয়োজনীয় কেতাব তিন খণ্ডে সমাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৩০টি বিরোধজনক মসলা ... ১ম খণ্ড ৮০ আনা, ২য় খণ্ড ।০ আনা, ৩য় খণ্ড ।৵০ আনা।

১৩। বক্সুরবাদ খোৎবা—মূল্য ।০ আনা

(জুমা, ইদল-ফেতর, ইদল আজহা ও নিকাহর খোৎবা সম্বলিত)

ইহাতে জুমার খোৎবা, রমজানের একটি, দুই ঈদ ও নিকাহর খোৎবা বিশিষ্ট ...

১৪। বাগমারার প্রোণ্ডাভঞ্জন

শানবাঙ্কের হাঙ্গামা প্রহ্লাদের জন্ম হইতে ...

১৫। সত্যপথ ও হাজীগঞ্জের বাহাস—মূল্য ।০ আনা।

১৬। ওয়াজ শিক্ষা

১ম ভাগ মূল্য ॥৵০ আনা, ২য় ভাগ ॥০ আনা, ৩য় ভাগ ॥০ আনা, ৪র্থ ভাগ ॥০ আনা।

বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম কেতাব। ... তাঁহারা এই কেতাবখানি পাঠ করিলে একজন উৎকৃষ্ট ওয়ায়েজ হইতে পারিবেন। কোর-আন হাদিস সম্বন্ধে ইহা অবশ্য পাঠ্য।

১৭। জরুরী মাসায়েল—প্রথম ভাগ মূল্য ।।০ আনা

... মূল্য ।০ আনা।

১৮। জরুরী মসায়েল, ২য় ভাগ মূল্য ।।০ আনা

১৯। জরুরী মসায়েল, ৩য় ভাগ ।।০ আনা

২০। মজহাব মীমাংসা ১, টাকা

২১। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব, ।৵০ আনা

২। ফেরকাতোন নাজীন, ॥০ আনা

২। গ্রামে জোম্মা, ।৵০ আনা

২৪। কেয়াছের অকাট্য দলীল, ।৵০ আনা

২৫। এহকাকোল হক ।৵০ আনা

২৬। আখেরে জোহর ।৵০ আনা

২৭। কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ ।৵০

২৮। কামেয়োল মোবতাদেয়িন

প্রথম খণ্ড ৮০ আনা, ২য় খণ্ড ।০ আনা, ৩য় খণ্ড ।০ আনা।

২৯। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার

প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ আনা, ২য় খণ্ড ॥০ আনা, ৩য় খণ্ড ॥০ আনা, ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ

৩০। তারিজাত

প্রথম ভাগ ।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।৵০ আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ আনা।

৩১। তরদিদোল মোবতেলিন

প্রথম ভাগ মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৫০ আনা

৩৩। কারামতে আহমদিয়া মূল্য ৷০ আনা

৩৪। লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ

মূল্য চারি আনা মাত্র

৩৫। সেরাজগঞ্জের বাহাছ মূল্য ।৵০ আনা

ইছবাতোল-নাতেল মূল্য ।৵০ আনা

৩৭। নবাবপুরে হানাফি মোহাম্মদিদের বাহাছ

মূল্য আট আনা মাত্র।

৩৮। গ্রামে জোম্মা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও মদিনার ফৎওয়া, ।০।

৩১। রফয়ুল ইয়াদায়ন মক্কা শরিফের কেতাব, মূল্য ৵০ আনা।

মিলাদে মোস্তফা দ্বিতীয় ভাগ, তেলকর রছুল, মসলা আকরার চতুর্থ ভাগ।

প্রাপ্তিস্থান:—অহিদি লাইব্রেরী—নারায়ণপুর, পোঃ ডাকী, ২৪ পরগণা।

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত

অমৃতকুণ্ড সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন। দেখিবেন ওজন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

"স্বর্ণঘটিত অমৃতকুণ্ড সালসা" সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে। পারদ ও উপদংশ বিষ, বাত, রক্তদুষ্টি, খোসপাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ, রক্তহীনতা কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১, মাঃ ।০, তিন শিশি ২॥০ টাকা, মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।

২ নং ধীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের পরীক্ষিত ও প্রশংসিত

শাহী হালুয়া—ইঞ্জিন দৈনিক, বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের অব্যর্থ মহৌষধ। মাত্র এক কৌটাতেই আপনার শরীরের যাবতীয় ধাতুদৌর্বল্য, অজীর্ণ, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ প্রভৃতি সমূলে নির্মূল হয়। নিয়মমত ব্যবহার করিলে আপনাকে সাহায্য করিবে। ইহাতে ভাল ঔষধ কার্য্যকরী।

বিখ্যাত ডাঃ এন্‌, এন্‌ ঘোষ বলেন,—"আমি ১২টি হালুয়ার কৌটা ... এই 'শাহী হালুয়া' সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সোল এজেন্ট—আফতাবুল কারখানা

গোলাবাড়ী, ২৪ পরগণা।

কুষ্ঠ

ডিস্পেন্সারি

৯১ বিডন ষ্ট্রীট

সর্বপ্রকার ক্ষত, দুষ্ট, গলৎকুষ্ঠ, শ্বেত ধাবল্য, বসন্ত, পারা, শ্লেষ্মী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

এমেরিকান কিং টনিক পিলিউলস্

এই পিলিউলস্ এর এত আদর কেন?

ইহা বিশুদ্ধ এমেরিকার ঔষধ, যাহারা প্রমেহ, বাতরোগ ও স্নায়বিক দুর্বলতার নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ... সকল প্রকার শারীরিক ক্লান্তি, রক্তহীনতা প্রভৃতি দূর করিয়া আরোগ্য হইবে।

তিন দিন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন; বীর্য গাঢ় হইবে, ... মূল্য প্রতি শিশি ৩, টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। এই সঙ্গে আমাদের মালিস ব্যবহার করা আবশ্যক।

প্যারিস প্লাষ্টার

...

দি এমেরিকান ফার্মেসিউটিকাল হাউস

৪২নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ভূষিত ডাক্তার প্রধান চিকিৎসক কর্তৃক আবিষ্কৃত ও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এবং যাবতীয় ডাক্তারগণ দ্বারা প্রশংসিত ও প্রচারিত, সর্বশ্রেষ্ঠ পেটেন্ট ঔষধ

দেবেন্দ্র রক্ত

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, দৌর্বল্য ... সম্পূর্ণ নির্দোষ। ... মূল্য আট আনা মাত্র।

ক্রাইভ মেডিকেল হল

৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন কলি:—১৭৫

সর্বত্রই সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

সর্বজন্ত্রের এজেন্ট আবশ্যক।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের

কেতকী কুসুম তৈল

সৌগন্ধে ও উপকারিতায় কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে, এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,

কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল" ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরাৎ ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য ১ শিশি ১, টাকা মাশুল ।০ আনা। ৩ শিশি ২॥০ মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,

২নং ধীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে

...

কতকগুলি আবশ্যকীয় কেতাবের বিজ্ঞাপন।

আমালিয়াত ও তাবিজাত

ইহাতে ৮০ প্রকার মোজারব আমলের তাবিজ আছে। ... মূল্য ।০ আনা।

বেহেশ্ত ও দোজখের বর্ণনা ও কেয়ামতের সংবাদ।

... মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সরল নামাজ শিক্ষা।

... মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পাপ পুণ্যের ফলাফল ও কেয়ামতের সংবাদ।

... মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

মওলানার ফতোয়া ও জন মসলার মীমাংসা।

... ।০ আনা মাত্র।

চারি এমামের জানানা মজহব

যোহাম্মদ শুকুর আলি

৪১ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিঃ অহিদী লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, পোঃ ডাকী, ২৪ পরগণা।

সুধাকর সালসা রেজিষ্টার্ড

এই সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরে নূতন বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন, নবরক্তের সঞ্চার, শরীর সবল, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ... মূল্য প্রতি শিশি ১। ৫০ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র। তিন শিশি ৩৫০ আনা, মাশুলাদি ৸০ আনা, অর্ধডজন ১৫, টাকা।

হাকিম মোহাম্মদ কবির উদ্দিন আহমদ

গোলাভাঙ্গা কার্যপী—কাজী পাড়াশুর, পোঃ কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের পিত্ত-শূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ!

শূলসুধা

শূল বেদনা কি প্রকার যন্ত্রণাদায়ক ... শূলসুধা ... সেবন করিলে ... আরোগ্য হয়। ... কোটা ৮০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র। ... পাঠান হয়।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাইবেন।

ডাঃ জালাল উদ্দিন এম, এ এস,

"শূলসুধা" অফিস-রমনা, ঢাকা।

Tell.—Sula-Shudha.

সুজী ফলবৃক্ষ

আমাদের অতুলনীয় সকল ফল পাওয়া যায় ... চারা ও বীজ বৎসর ব্যাপী বপন করা যায়। ... অথবা বিনামূল্যে নমুনা আমাদের নিকট আবেদন করুন।

এম, জে, কে, চৌধুরী

সত্ত্বাধিকারী—গোলাবাড়িয়া কৃষিক্ষেত্র ও ফুলবাগান,

নাটোর—রাজসাহী।

জ্যামেকা সালসা রক্ত পরিষ্কারক পারা গর্মি ও বাত নাশক বলকারক নাতি কারক সেবনকালে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৸৵ ৩ শিশি ৪৸৵।

বাত ও বেদনা নাশক তৈল

এই তৈল মালিস করিলে বাত, গেঁটে বাত, সন্ধি স্থলে বেদনা, পক্ষাঘাত, জলবিবাত, জালাবাত, শির ও পায়ের জন্য বাত, কিঙ্কবেদনা, শ্লেষ্মাজ জন্য বেদনা, মোচড় বেদনা, উচ্চস্থান হইতে পতিত জন্য বেদনা, অতি শীঘ্র নিরোগ আরোগ্য হয়। ... আরোগ্য হইয়া জগতে এই তৈল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মূল্য মাশুল সহ ১ শিশি ১।৵০ আনা, ৩ শিশি ৩। আনা।

দরিদ্র ভাণ্ডার ঔষধালয়—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শীল,

১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী কৃত

নূতন বড়ী

অন্ন-বিজ্ঞারে সেবন হয় পথ্যের কোন বিচার নাই

দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম!

এই বড়ী সেবনে জ্বর হইবে না ... মূল্য বড়ী ৬ হইতে ... ডাঃ মাঃ ।০ আনা, ৩ কৌটা ২, টাকা।

ডাঃ এম, এ, খাদ্য এণ্ড কোং, ট্রি সেন্ট্রাল মেডিক্যাল হল।

শাহজাদপুর, পোঃ মহেশপুর, রাজশাহী।

প্রতিষ্ঠাতা ও সত্ত্বাধিকারী

নাসিরুদ্দীন—এম, এল্‌ম, ইব্রাহিম আফসারুল।

খাঁটি ...

... এবং গভর্ণমেন্ট আমুয়াল ... ডাঃ জিঃ পিঃ

গোদা পুরাতন প্রসিদ্ধ নাসিরুদ্দীন আফসারুল শিঃ ...

শোকাস্থুর—চিড়াডাঙ্গা দিনাজপুর।

ইসলামিয়া কোতবখানা

মৌলবী মোহাম্মদ শরফুল ইসলাম প্রণীত

সৌন্দর্য্য—॥০ মানব-জীবন—৩,

... কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ... নিকট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ শরফুল ইসলাম ও বেরাদরান

২নং বাগমারী রোড, পোঃ নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

"তোমরা একত্রে আল্লার রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।" (কোরআন)

৬ই মহরম—১৩৪৭ হিজরী, সোমবার
১১ই আষাঢ়—১৩৩৫ সাল।

কাউন্সিলে কমিশন-সহায়ক প্রস্তাব।—আগামী ৯ই জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইবে, উক্ত অধিবেশনে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের সদস্য অনঃ নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সি, আই, ই, ষ্ট্যাটুটরী রয়েল কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ৭ জন সদস্য সমবায়ে এক কমিশন-সহায়ক কমিটি গঠন করিবার জন্য যথারীতি দুইটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। স্বরাজ্য দল এই প্রস্তাবদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সহিত যদি কাউন্সিলের মুসলমান মেম্বরগণ সম্মিলিত হন, তবে অতি সহজেই উক্ত প্রস্তাবদ্বয় পাশ হইয়া যাইবে। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুসলমান মেম্বরই ইতিপূর্ব্বে যেরূপ চপলমতিত্ব, স্বজাতি-দ্রোহিতা ও দৈন্যভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নওয়াব সাহেবের উক্ত প্রস্তাবদ্বয় পাশ হইবে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, আমরা উক্ত প্রস্তাবের ফলাফল দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে হিন্দু-সংগঠন।—পত্রান্তরে প্রকাশ, দার্জ্জিলিংয়ের পাহাড়িয়া এবং খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খাসিয়াদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তথায় "সনাতন হিন্দুত্ব" সংঘ স্থাপিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই নাকি অনেক পার্ব্বত্য নরনারী "সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে" দীক্ষিত হইয়াছে! ঐ সকল অঞ্চলে ঈছায়ী মিশনারীরা পূর্ব্বেই প্রচারের জন্য তুমুল উদ্যোগ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। পার্ব্বত্য জাতি সমূহ যেরূপ কর্ম্মঠ, সেইরূপ দৈহিক শক্তিসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে পবিত্র ইস্লাম প্রচার করা খুবই সহজ। [illegible] পাঠাইতে পারিলে অতি সহজেই লক্ষ লক্ষ পাহাড়িয়া নর-নারীকে স্বর্গীয় ইস্লামের সুশীতল ছায়ায় আনয়ন করা যাইতে পারে। আমাদের বাঙ্গালার আঞ্জুমানে ওলামা ও আঞ্জুমন সমূহের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে কি?

—:•:—

পার্লিয়ামেণ্ট ও ভারতীয় মুসলমান।—সাইমন কমিশন সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদিগের অভাব অভিযোগ ও প্রকৃত অভিমত জানাইবার জন্য [illegible]

তবলীগের নূতন প্রচ্ছদপট [illegible] দৃশ্য অতি সুন্দর হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় কবি মৌলবী গোলাম মোস্তফার "অতীতের স্মৃতি" শীর্ষক কবিতা তবলীগের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। 'অতীত' নামে অতীব অবোধ্য হেয়ালী কবিতার অবাধ আমদানীর যুগে এইরূপ তেজোপূর্ণ জাতীয় কবিতা জাতির প্রাণে শক্তি সঞ্চারে বিশেষ সাহায্য করিবে। প্রবন্ধগুলি সমস্তই সুলিখিত ও সুচিন্তিত। তন্মধ্যে মৌলবী হাফিজুল হাসানের "বাইবেলে মোহাম্মদ", মিঃ আবদুল্লাহ ফ্রান্সিসের "আমার ইস্লাম গ্রহণ" ও মৌলবী আবদুল কাদের সাহেবের "ইস্লাম ও বহু বিবাহ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে এই উন্নত জাতীয় পত্রিকাখানির গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করি।

—•—

শিবাজী-স্মৃতি।—মোগল বাদশাহগণ কর্ত্তৃক পার্ব্বত্য মুষিক বিশেষণে বিশেষিত মারাঠা-সর্দ্দার শিবাজীর এক স্মৃতি-মূর্ত্তি সম্প্রতি পুণা নগরীতে স্থাপিত হইয়াছে। শিবাজী যে মারাঠা-জাতির জাগরণের অগ্রদূত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাহাড়ে-পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকিয়া দস্যুতা করাই ছিল যাহার জীবন-ব্রত, পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস-ঘাতকতার দুরপনেয় কলঙ্ক যাহার ললাটে দেদীপ্যমান, তাহাকে কিছুতেই প্রকৃত বীরপুরুষ বলা যায় না। বিশেষতঃ শিবাজী অত্যন্ত মোসলেম-বিদ্বেষী ছিল, ভারতের বুক হইতে মুসলমানদের অস্তিত্ব মিটাইয়া দিয়া মোসলেম-ভারতকে হিন্দু-ভারতে পরিণত করাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—এই জন্যই নব্য সংগঠনী হিন্দু-সমাজ শিবাজীর নামে আজ আত্মহারা হইয়া নাচিয়া উঠে; তাই দস্যু-সর্দ্দার শিবাজীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য হিন্দু-জাতির আজ এত আগ্রহ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শিবাজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও সংগঠনীদের সহিত সমস্বরে শিবাজী-বন্দনার কোরাস-গানে যোগদান করিয়াছেন! ভারতের বড় লাট, প্রধান সেনাপতি, বোম্বাইর গবর্ণর, এমন কি বিলাত হইতে তার করিয়া স্বয়ং বৃটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ পর্য্যন্ত এই উপলক্ষে শিবাজী-মহিমা কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! শিবাজীর মত বিশ্বাসঘাতক, মোসলেম-বিদ্বেষী পার্ব্বত্য-দস্যুর প্রশংসা করা যে প্রকারান্তরে নব্য-সংগঠনী হিন্দু-সমাজকে মোসলেম-দলনে উৎসাহিত করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্ট হয়ত তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। মোটের উপর, শিবাজী স্মৃতি-রক্ষায় গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ যে আদৌ সমর্থনীয় হয় নাই এবং ভারতীয় মোসলেম সমাজ যে সরকারের এই আচরণকে কখনই প্রীতির চক্ষে দেখিবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এইরূপ সাম্প্রদায়িক শক্তি-পূজায় গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

—•—

যুক্ত-প্রদেশে মুসলমান গবর্ণর।—[illegible]

—•—

নারী হরণে হিন্দু-সম্প্রদায়।—[illegible] দেখিতে পাইতেন যে, নারী-হরণ ও নারী-ধর্ষণ তাহাদের স্বজাতীয় "ভদ্রলোকদেরই" একচেটিয়া ব্যবসায়! কচিত দুই একজন অশিক্ষিত নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমান "ভদ্রলোক"দিগের দেখাদেখিই ঐ সকল অবৈধ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। সহযোগীরা ধনবল, জনবল ও আইন বলের সাহায্যে যে সকল মুসলমান-সংশ্লিষ্ট নারী-হরণ ব্যাপারকে আদালতে ও সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত ভাবে প্রমাণিত ও বিবৃত করিয়া মুসলমান জাতিকে কলঙ্কিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই যে চরিত্রহীন হিন্দু বিধবা এবং কুলত্যাগিনী কুলটাদিগের প্রবৃত্তি-পূজা ও প্রলোভনের ফল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। "নারী-রক্ষা সমিতি" ও অন্যান্য সংগঠনী প্রতিষ্ঠান সমূহ যে ঐ সকল কুল-কলঙ্কিনীদিগকেই ছলে বলে কৌশলে করায়ত্ত করিয়া তাহাদিগকেই নাটকীয় ধরণে অপাপবিদ্ধা সতী-সাধ্বী সাজাইয়া আদালতে অশিক্ষিত ও দরিদ্র মুসলমানদিগকে বিড়ম্বিত করিয়া থাকেন, বহু ঘটনায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, কোন মুসলমান যদি ইস্লামের শিক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া শুধু পাশবিক প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনের জন্য কুলত্যাগিনী অপবিত্রা হিন্দু-নারীর সহিত হারাম কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আদালতে শাস্তিভোগ করে, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। বরং প্রকৃতপক্ষে কোন মুসলমান ঐরূপ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহার শাস্তি হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নারীহরণ ব্যাপারে কোন মুসলমান আসামী আদালতে দণ্ডিত হইলে হিন্দু সহযোগীরা যেরূপ আনন্দোল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠে, স্বজাতি বদমায়েশদিগের বেলায় তাহাদের সে উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় না কেন? গত সপ্তাহে নারী-হরণ, নারী-ধর্ষণ ও রমণীর শ্লীলতা হানির যে সকল সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই হিন্দু বদমায়েশদিগের অনুপম কীর্ত্তি। ২৪ পরগণার রাজারহাট নিবাসী অমূল্য কর্ম্মকার জটারাম, ননীগোপাল ও শ্যাম ডাক্তারের সহযোগিতায় তাহার প্রতিবেশী যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া পাষণ্ডেরা যেরূপ পশুর মত তাহার সতীত্ব-নাশ করিয়াছে এবং পরে উক্ত রমণীকে কলিকাতায় আনিয়া যেরূপভাবে বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করাইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার রাধারাণী হরণে হরেকৃষ্ণ, ট্যাক্সি যোগে সুবাসিনী হরণে মদন দাস ও জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ এবং হুগলীর বিধবা-ব্রাহ্মণী-হরণে মনোমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ "ভদ্র"লোকেরা যেরূপভাবে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে এবং জনৈক মুসলমান মহিলার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবার অভিযোগে একজন "ভদ্র"-হিন্দু টিকেট কলেক্টর যেরূপভাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল "ভদ্রলোক" তথা বদমায়েশদিগের স্বজাতিগণের লজ্জায় নতশির হওয়া উচিত ছিল। মুসলমান গুণ্ডাদিগের কুকার্য্য প্রচারে নারী-রক্ষা সমিতি ও হিন্দু-সহযোগীদের যেরূপ অফুরন্ত উদ্যম ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়, এই সকল স্বজাতীয় 'ভদ্র' বদমায়েশদিগের কীর্ত্তি-প্রচার ও দুষ্কার্য্য-দমনে তাঁহাদের সে উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যাইবে কি?

—•—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার।—আগামী আগষ্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের কার্য্যকাল শেষ হইবে। পত্রান্তরে প্রকাশ, তাঁহার কার্য্যকাল আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি একথা সত্য হয়, তবে অধ্যাপক সরকারের যোগ্যতা ও কার্য্য-কলাপের সমালোচনা না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য ঠিক হয় নাই। কারণ বিগত কয়েক বৎসর যে সকল লোক ভাইস চ্যান্সেলার হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মত লোক হিন্দু-মুসলমান সমাজে যথেষ্ট আছেন। এ অবস্থায় একজনের কার্য্যকাল অকারণে বাড়াইয়া দিবার কোনই প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত একজন মুসলমানও উহার ভাইস-চ্যান্সেলার হন নাই। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুর খাস মহলে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং মুসলমানের জাতীয় স্বার্থ তথায় নানারূপে উপেক্ষিত হইতেছে। এ অবস্থায় এবার একজন মুসলমানকে ভাইস চ্যান্সেলার করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং অধ্যাপক সরকারের কার্য্যকাল না বাড়াইয়া আমরা স্যার আবদুর রহিম, মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক, স্যার জাহেদ সোহরাওয়ার্দ্দী অথবা ডাঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দ্দীকে ভাইস চ্যান্সেলার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

—•—

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ।—জেলা হুগলীর অন্তর্গত খানাকুল থানার অধীন বালিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বরগণ উক্ত বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত অভিযোগ লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিল। অভিযোগের মূল মর্ম্ম এই যে, উক্ত বালিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আট নয় বৎসর যাবত উহার প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্টের বাসস্থান ২।৩নং ওয়ার্ডেই বোর্ডের সমস্ত টাকা ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। ১নং ওয়ার্ডের আবেদন-নিবেদন ও অভাব-অভিযোগের প্রতি বোর্ডের কর্ণধারেরা আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না। আমরা উক্ত অভিযোগ পত্রখানি হুগলীর ন্যায়পরায়ণ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, হালদার আই-সি-এস, মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। আশা করি, তিনি বালিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ১নং, ২নং ও ৩নং ওয়ার্ডের সমস্ত মেম্বরকে ডাকিয়া প্রকাশ্যভাবে তদন্ত করিয়া উক্ত অভিযোগের প্রতিকার সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

—:•:—

তবলীগ।—দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫। সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ শামসুর রহমান চৌধুরী ও শেখ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। অফিস ৩৬নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

তবলীগ উন্নতভাবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজী "ইস্লামিক রিভিউ"র ন্যায় "তবলীগ"ই একমাত্র ইস্লামী মাসিকপত্র। আলোচ্য সংখ্যায় কবিতা, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় নিবেদন সহ মোট ৯টী সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে।

যুদ্ধ-ঘোষণা

"নিখিল ভারত আর্য্য-লীগ" এই মর্ম্মে এক এশ্‌তেহার বাহির করিয়াছেন যে, "মসজেদের সমক্ষে বাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বিরাট সত্যাগ্রহ চালাইবার জন্য যে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক আবশ্যক, তাহা পাওয়া গিয়াছে। ৩০ হাজারের অধিক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামীর সভাপতিত্বে আর্য্য আত্মরক্ষা কমিটির এক অধিবেশনে শীঘ্রই সত্যাগ্রহের স্থান নির্ব্বাচিত হইবে।"—এই সংবাদটী বিগত ১৬ই জুন তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক দিল্লী হইতে প্রচারিত হইয়াছে।

আর্য্য-সমাজের পরিচয় দিতে যাইয়া বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী ডাক্তার ফারকোহার তাঁহার Religious Movement in India (ভারতে ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলন) নামক গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত আর্য্য-প্রোপাগ্যাণ্ডার বহু ব্যাপারে তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবং উপরোক্ত সংবাদটীও নিঃসন্দেহে তদ্বিষয়ক আর একটী নূতন প্রমাণ। ডাক্তার ফারকোহার বলিয়াছিলেন,—"তাহারা (আর্য্য সমাজীরা) যেখানেই যায়, সেই খানেই রাস্তা-ঘাটে ঝগড়া বাধায়।" ডাক্তার ফারকোহারের এই মন্তব্যের সত্যতা তথা আর্য্য-সমাজিদের কলহ-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য গভীর গবেষণা বা বিশেষ অনুসন্ধানের আদৌ আবশ্যক করে না। তাহাদের শরারতি সর্ব্বত্রই এরূপ দিবালোকের মত প্রতিভাত যে, একটু মাত্র চোখ মেলিয়া চাহিলেই যে কোন লোক অতি অনায়াসে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সমূহের বিবরণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আসিয়াছেন এবং কিরূপ শোচনীয় ঘটনার মধ্য দিয়া এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ডাঃ ফারকোহারের বর্ণিত আর্য্য-সমাজীদের ঝগড়া-প্রিয়তার কথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। বিগত কয় বৎসর ধরিয়া সারা ভারতময় সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে অনল-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং যে অনলের দাহনে ভারতের শান্তি চিরতরে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইতে চলিয়াছে, এই অনল-শিখার প্রজ্জ্বলনকারী অবতার যে আর্য্য-সমাজিগণ ছাড়া আর কেহই নহে, এ কথা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে কলিকাতার দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া শান্তিপূর্ণ বাঙ্গালা দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই দাঙ্গাও আর্য্য-সমাজীদেরই কলহ-প্রিয়তার ফল মাত্র। আর্য্য-সমাজীদের বার্ষিক মিছিল উপলক্ষ করিয়াই শান্তিপূর্ণ বাঙ্গালায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এক অশুভ সন্ধ্যায় এই বিষ সংক্রামিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে মফঃস্বলের সুদূর পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত আজ ভ্রাতৃ-বিরোধের অনল-শিখা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। দিল্লী, সাহারানপুর, আজমীর, ইন্দোর, বরদা, সক্কর (সিন্ধু) প্রভৃতি স্থানের অতীত দাঙ্গা-হাঙ্গামাগুলিও বাঙ্গালার মতই আর্য্য-সমাজী শরারতিরই পরিচয় দেয়। মোটের উপর, ভারতের সাম্প্রদায়িক-বিরোধের জন্য আর্য্য-সমাজীদের কৃতীত্বই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারাই যে প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রাতৃ-বিরোধের জন্য দায়ী, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বিগত কয় বৎসর যাবৎ নিজেদের অনিষ্টকর প্রচার-কার্য্যে নানাস্থানে সাফল্য লাভ করায়, দিন দিন আর্য্য-সমাজীদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে এবং সেই জন্যই আজ তাহারা মোসলেম-দলন কার্য্যে প্রকাশ্য ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে! দিল্লী হইতে প্রচারিত 'নিখিল ভারত আর্য্য-লীগের' উপরোক্ত এশ্‌তেহার পাঠে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, খোলা-খুলি ভাবে মুসলমানদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার জন্যই 'আর্য্য-লীগ' 'দশ হাজার' স্বেচ্ছাসেবক ও 'ত্রিশ হাজার' টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আর্য্য-সমাজীদের এই তথাকথিত 'সত্যাগ্রহ' যে ইসলাম—তথা ভারতীয় মোসলেম-সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 'যুদ্ধ-ঘোষণা'—তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সংবাদের শেষাংশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোথায় প্রকৃত রণক্ষেত্র রচনা করা হইবে, আর্য্য-রক্ষা সমিতির এক সভায় শীঘ্রই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। মুসলমানদিগকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যেই আর্য্য-লীগ পূর্ব্ব হইতে সংবাদপত্রে তাহাদের আয়োজনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, একথা বলাই বাহুল্য। আর্য্যদের এই সমরাহ্বানে মুসলমান সমাজ কিরূপ ভাবে সাড়া দেয়, তাহাদের যুদ্ধ-ঘোষণার ভূমিকা-রূপ প্রচারিত সংবাদটীকে মুসলমানগণ কিরূপভাবে গ্রহণ করে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আবশ্যকানুযায়ী রণ-সম্ভার সহ যাহাতে প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আর্য্য-লীগের সুচতুর নেতৃবর্গ পূর্ব্ব হইতে তাহাদের আয়োজনের বিবরণ সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছেন। এক্ষণে মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে এই সমরাহ্বানে কিরূপ ভাবে সাড়া পাওয়া যায়, আমাদিগকে সতর্কতার সহিত সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে।

আর্য্য-সমাজ মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য করিবার তথাকথিত অধিকার স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত 'সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করিবেন বলিয়া তাহাদের এশ্‌তেহারে প্রকাশ করিয়াছেন। মসজেদের সামনে রাজপথে গীত-বাদ্যের অধিকার কাহারও আছে কিনা, গীত-বাদ্যের নামে মসজেদ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম-প্রাণ মুসল্লীদের একাগ্র উপাসনায় বিঘ্ন উৎপাদনার্থ পৈশাচিক তাণ্ডব প্রদর্শন ও হট্টগোল করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। রাজপথ সাধারণের সম্পত্তি; সকলেই নিজেদের প্রয়োজন মত অনায়াসে রাজপথ ব্যবহার করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রয়োজনের 'সংজ্ঞা' কিরূপ হইবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। যাহাতে জন-সাধারণের চলাচলের সুবিধা হয়, তজ্জন্যই সর্ব্বত্র রাস্তা সমূহ নির্ম্মিত হয় এবং বিনা-বাধায় স্বচ্ছন্দে চলাচল করিতে পারাই রাজপথ সম্পর্কে সাধারণের একমাত্র 'অধিকার'। যদি কেহ এই অধিকারের নাম করিয়া রাজপথে বিছানা পাতিয়া শুইবার ব্যবস্থা করে, তবে তাহার পক্ষে যেমন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা হইবে, তদ্রূপ মিছিলের নামে রাজপথে গান-বাদ্যের আসর জমকানও যে অধিকারের অপব্যবহার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু—তথা আর্য্য-সমাজিগণ দাবী করে, রাজপথে গান-বাদ্যসহ মিছিল পরিচালনার অধিকার তাহাদের আছে; কিন্তু এই দাবীর পূর্ব্বে তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, 'চলাচল' আর মিছিলের নামে রাস্তায় গান-বাদ্যসহ উৎকট তাণ্ডবের অভিনয় করা, এক জিনিস নহে। তারপর, যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে, রাজপথে গান-বাদ্যসহ মিছিল পরিচালনার অধিকার সত্য-সত্যই হিন্দুর আছে, তথাপি একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, 'অধিকারের'ও একটা সীমা আছে। যেখানে 'নিজের অধিকার' রক্ষার নামে 'পরের অধিকারে' অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়, সেখানে অধিকার স্থাপনের প্রয়াস পাওয়া প্রকৃতপক্ষে অশান্তিকর অনধিকারচর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই নহে। রাজপথে মসজেদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য-বাজনাসহ মিছিল পরিচালনার জন্য আজ আর্য্য-সমাজ যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রত্যুত্তরে মুসলমানও যদি রাজপথে মন্দিরের সম্মুখ দিয়া কোরবানীর গরু বা গো-মাংস লইয়া যাইতে চায়, অথবা মন্দির পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথের পার্শে নিজের জায়গায় প্রকাশ্য ভাবে গো-জবেহ করে, নীতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, তাহাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদনে হিন্দুর কোনও অধিকার থাকিতে পারে কি? কিন্তু এরূপ শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা সমস্যার সমাধান ত হইবেই না, বরং দিন দিন হিন্দু-মোস্লেম সম্পর্ক আরও অধিকতর সঙ্গীন হইয়া উঠিবে মাত্র।

মসজেদ ও বাদ্য-সমস্যার মীমাংসায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষেই যে যথেষ্ট ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত মিলন-প্রস্তাবানুযায়ী উভয় সমাজ যদি আদান-প্রদানের মনোভাব লইয়া এই সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর হয়, তবেই ভারতের বুক হইতে ভ্রাতৃ-বিরোধের অনলশিখা নির্ব্বাপিত হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেও এ কথা বলিয়াছি এবং আজও 'আর্য্য-লীগের' যুদ্ধ-ঘোষণার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আবার তাহাই বলিতেছি। মোটের উপর, হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই এই ব্যাপারে একে অপরের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। মসজেদের সম্মুখে বাদ্য-বাজনার অভিনয় দ্বারা মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগে এবং তাহার নামাজে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই কথা ভাবিয়া যদি হিন্দু ও আর্য্য সমাজ মসজিদের সমক্ষে বাদ্য বাজাইতে বিরত হয়, তবে মুসলমানও মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রতিদানে হিন্দু-মন্দিরের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া প্রকাশ্য ভাবে কোরবানীর গরু ও গো-মাংস লইয়া যাওয়া হইতে বিরত হইবে, সন্দেহ নাই। এরূপ ভাবেই আদান-প্রদানের মধুর ভাব দ্বারা উভয় সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব অনায়াসে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু নব্য-সংগঠন মহিমায় প্রভাবান্বিত হিন্দু ও আর্য্য-সমাজ যদি আদান-প্রদানের ভাব লইয়া মীমাংসার সন্ধানে অগ্রসর না হইয়া 'আর্য্য-লীগের' ঘোষণানুযায়ী সত্য-সত্যই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে আমাদের সম্মুখে এক অতি কঠোর দায়িত্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে। ফলতঃ এরূপ হইলে মীমাংসার পথ যে চিরতরে রুদ্ধ হইবে এবং ভারতের ভাগ্যে যে এক শোচনীয় দুর্দ্দিনের অমানিশা ঘনাইয়া আসিবে, তাহাতে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। মুসলমানগণকেও তখন বাধ্য হইয়া যুযুৎসু আর্য্য ও হিন্দু-সমাজের সমরাহ্বানে বীরের মত সাড়া দিতে হইবে। কারণ যুদ্ধাভিলাষী প্রতিপক্ষের আহ্বানে বীরের মত রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়াই স্বর্গীয় ইসলামের নির্দ্দেশ। কোরআনের অনুবর্ত্তক মুসলমান তাহার পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থের বিধানানুযায়ী প্রথমে কাহাকেও আক্রমণ করে না সত্য; কিন্তু আক্রান্ত হইয়া সে আত্মরক্ষা এবং শত্রু-দর্প চূর্ণ না করিয়া চুপ করিয়াও বসিয়া থাকে না। শত্রু কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হইয়া যে কাপুরুষের মত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, তাহার প্রতি আল্লাহর বজ্র অভিশাপ নিপতিত হয় এবং মৃত্যুর পরও সে অনন্তকাল দোজখের আজাব ভোগ করিতে বাধ্য হয়। জেহাদ সম্পর্কে ইহাই ইসলামের মূলনীতি। ইসলামের জেহাদ সর্ব্বপ্রকারে আত্ম-রক্ষারই স্বর্গীয় সাধনা মাত্র। যে বীর এই সাধনা করিতে যাইয়া স্বীয় বুকের তপ্ত খুনে রণক্ষেত্র রঞ্জিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইসলাম তাহাকেই মহা গৌরবময় "শহীদ" বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাহার জন্য অনন্ত কাল জান্নাত-সুখের ব্যবস্থা দিয়াছে। "জেহাদ"-বিজয়ী বীরও ইসলামের চোখে মহা-পুণ্যবান—ইহকালে ইসলাম তাহাকে 'গাজী' উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছে। কাজেই, প্রতিপক্ষের সমরাহ্বানে বীরের মত রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে মুসলমানের মত সাহস-শৌর্য্য ও নির্ভীক-হৃদয় লইয়া জগতে আর কোন জাতিই অগ্রসর হইতে পারে না।

আজ 'আর্য্য-লীগ' ভারতীয় মোসলেম সমাজকে যে সমরাহ্বান জানাইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে মুসলমানদিগকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। মসজেদের সম্মুখে বাদ্য-বাজনার অনাচার অনুষ্ঠানের জন্য 'আর্য্য-লীগ' দশ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক ও ত্রিশ হাজার টাকা লইয়া যে অভিযানে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার গতিরোধের জন্য, আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজেদের শান্তি, সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য—ভারতীয় মোসলেম সমাজকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি মুসলমান এই ব্যাপারে এখনও 'গাফেল' হইয়া থাকে, যদি আবরাহা-দলের আক্রমণ হইতে আল্লার ঘরের ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে এখন হইতেই তাহারা তৎপর না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের ভাগ্যে এই ভারতে স্পেনের অতীত অভিনয় যে অবশ্যম্ভাবী, একথা বলাই বাহুল্য। সংগঠনীদল ভারতের বুক হইতে ইসলামের 'চেরাগ' নিবাইয়া দিবার জন্য যে অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে, যদি মুসলমানগণ তাহাদের এই অভিযানকে উপেক্ষা করে, তবে আর্য্যগুরু শ্রদ্ধানন্দের স্বপ্ন সত্য-সত্যই যে সফল হইবে, ভারতোপকূলে যে সত্য-সত্যই একদিন স্পেনীয় সাগর-বেলার পুনরাভিনয় হইবে, হতাবশিষ্ট পলায়িত মোসলেম-মেষপালের কাতর আর্ত্তনাদে আরব-সাগরের বেলাভূমি অথবা খাইবারগিরী-সঙ্কট যে সত্য-সত্যই একদিন মুখরিত হইয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব হে ভারতীয় মুসলমান, যদি তুমি মানুষের মত ভারত-বক্ষে তোমার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাও, তবে উঠো, জাগো, প্রস্তুত হও; প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তোমার প্রতি যে সমরাহ্বান আসিয়াছে, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া আত্ম-রক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা ও মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হও।

'আর্য্য-লীগের' সমরাহ্বানে কোন্ পদ্ধতিতে আমাদিগকে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের বিবেচনায় আর্য্য-লীগের সমরাহ্বানের প্রত্যুত্তর দিবার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় শহরে এক "নিখিল ভারত মসজেদ-রক্ষী মোজাহেদ বাহিনী" অবিলম্বে গঠিত হওয়া আবশ্যক। এই বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক ভাবে যোগদানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বর্ত্তমানে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার যুবককে এই মোজাহেদ বাহিনীতে নাম লিখাইয়া আহ্বান মত ভারতের যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে মসজেদ-রক্ষার কার্য্যে [illegible] থাকিতে হইবে। যখন প্রকৃতই এবম্বিধ মোজাহেদ বাহিনীর জন্য ভারতের কোথাও কর্ম্মক্ষেত্র রচিত হইয়া যাইবে, তখন যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশ্বাসযোগ্য নেতৃবর্গের সমবায়ে একটী শক্তিশালী তহবিল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই তহবিলের অর্থ যাহাতে কোন প্রকারে অপব্যয়িত হইতে না পারে, তজ্জন্য কোনও বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ককে খাজাঞ্চি করিয়া একটী বোর্ড-অব-ট্রাষ্টির হাতে অর্থ ব্যয়ের ভার দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে। আমরা এতদ্‌প্রতি সমাজের প্রকৃত হিতৈষী নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

'আর্য্য-লীগের' ঘোষিত তথাকথিত সত্যাগ্রহের আক্রমণ-মূলক আয়োজনের প্রতি আমরা উপসংহারে গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাই যে, যদি গবর্ণমেণ্ট আর্য্য-সমাজী ও সংগঠনী হিন্দুদের এই অনাচার দমনে এখন হইতেই অবহিত না হন, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশময় এমন এক বিপ্লব উপস্থিত হইবে, যাহা দমন করা হয়ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িবে। উগ্রপন্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠনী শক্তি ও সত্যাগ্রহের উপদ্রব অবিরত প্রশ্রয় পাইয়া কিরূপ অদম্য হইয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ বারদৌলী ও পটুয়াখালীর ব্যাপারে তাহার পরিচয় ভাল মতই পাইয়াছেন। সুতরাং শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক সরকার বাহাদুর এই সংগঠনী অনাচার দমনের কি ব্যবস্থা করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। শেষে মুসলমান সমাজের প্রতি আমাদের নিবেদন, তোমরা গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া না থাকিয়া নিজেদের আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে অবহিত হও। কারণ অপরের অন্যায় আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার স্বাভাবিক ও বিধিসঙ্গত অধিকার সকলেরই আছে। মনে রাখিও—যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহার রক্ষার দায়ীত্ব জগতে কেহই গ্রহণ করে না।

হজরতের জীবনী আলোচনা

এলবার্ট হলে সভায়
স্যার পি, সি, রায়ের বক্তৃতা

গত ১৭ই জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার এলবার্ট হলে ইস্লাম-প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) জীবনী আলোচনার জন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে সভাপতি স্যার পি, সি, রায়, ডাঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক, ডাঃ আবদুল্লাহ সুহ্রাওয়ার্দ্দী, প্রফেসার মৌলবী সানাউল্লাহ, মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল, অধ্যাপক সত্যনাথ সরকার, ডাঃ নরেশ, স্বামী বিশ্বানন্দ, হাকিম নেসার আহমদ খান ও মিসেস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির বক্তৃতা

কোরআন আবৃত্তির পর সভার কার্য্য শুরু হয়। প্রথমে সভাপতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি ইসলামের সার্ব্বজনীনতার কথা বলিতে গিয়া এ সম্বন্ধে কারলাইলের কথা উল্লেখ করেন—"Islam is Perfect equaliser of mankind."—ইস্লাম মানবজাতির মধ্যে সাম্য স্থাপনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ধর্ম্ম।"

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইস্লামের উদারতাই পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের একমাত্র কারণ—তরবারি তাহার কারণ নহে। [illegible] কথা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন, [illegible] ইস্লাম প্রচারিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি? [illegible] কথায় বলে—

"বার রাজপুত, তের হাঁড়ি"

বারজন হিন্দুর ভাত পাকাইতে হইলে তেরটী হাঁড়ীর দরকার! ইস্লাম মানুষকে এরূপ ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয় না। এরূপ ঘৃণা করার কারণ কুসংস্কার বা Prejudice. অতঃপর বক্তা বলেন; তিনি বাল্যকালে Study of word নামক একখানি পুস্তকে Prejudice (কুসংস্কার) শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পড়িয়াছিলেন। Pre অর্থাৎ পূর্ব্বে এবং judice অর্থাৎ বিচার বা বিশ্বাস। ইহার শব্দগত অর্থ কোন কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে একটী স্থির ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করা। [illegible]

ইহার পর মুফতী মোহাম্মদ সদেক প্রভৃতি কয়েকজন বক্তার বক্তৃতার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

কলিকাতায় আত্মহত্যা

[illegible]

মেদিনীপুরে সহ মজুরের লড়াই

[illegible]

আমেরিকায় বিপত্তি

[illegible]

টীকা-প্রসঙ্গ

'লা-তাফাররাকু'

ইস্লামের মহাবাণী পবিত্র কোরআন জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে 'লা-তাফার্রাকু'—বিচ্ছিন্ন হইও না, পৃথক হইও না। [illegible]

মহানবীর (দঃ) উম্মত মুসলমান আমরা, আজ ভাইকে খাইতে না দিয়া পরের গোলায় ধান রাখি। ভাই-বোনের ন্যায্য অংশ আমরা দিতে পারি না, বড় কষ্ট হয়। প্রতিবেশীর ন্যায্য হক আদায় করা দূরে থাকুক, গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি করতঃ সমাজকে শতধা-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে আজ আমরা অদ্বিতীয় কর্ম্মী! মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের মহাবাণী 'লা-তাফার্‌রাকু'র অবমাননা আমরা এমনি করিয়া করিতেছি! বাঙ্গলার মুসলমান কবে যে খোদার এই অমৃত-বাণীর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে, কবে যে তাহারা নিজেদের ভিতরের সমুদয় ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া একযোগে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবে, কবে সেই শুভদিন আসিবে,—তাহা কে বলিবে?

—মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ভার্গবী।

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের ভীষণতা

দিনাজপুর কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিশীথনাথ কুণ্ডু তারযোগে জানাইয়াছেন:—দুর্ভিক্ষ সাহায্য অফিসের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করিয়া বালুরঘাট কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির প্রেসিডেণ্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্বাস্থ্যের আশায় কালিম্পং যাত্রা করিয়াছেন। বালুরঘাট কংগ্রেস-সাহায্য অফিসের সেক্রেটারী মিঃ চক্রবর্ত্তীর নিকট যে তার করিয়াছিলেন, তাহা আমিই গ্রহণ করিয়াছি। তাহা এই:—"যত টাকা সম্ভব পাঠাইবেন, অবস্থা ভীষণ। মৃত্যুহার ভয়ঙ্কর রকম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। অনুসন্ধান কমিটির এক দল ফিরিয়া আসিয়াছে। বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের অবস্থা যে কি ভীষণ, তাহা যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে বাক্য হার মানে, এই টেলিগ্রাফ হইতে তাহা অনেকটা উপলব্ধি হইবে। দুর্ভিক্ষের করালকবলে পতিত হইয়া যাহারা গো-মহিষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মহানুভব জনসাধারণকে তাঁহাদের সেই দুর্ভাগ্যপীড়িত ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের কোমরবন্ধ কিঞ্চিত শিথিল করিতে অনুরোধ করিতেছি।' সরকার যখন ৪ হাজার টাকা সাহায্যার্থে মঞ্জুর করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তখন দেশ জাগ্রত হইয়া তাহার সময়োচিত কর্ত্তব্যপালন করুন। যেখানে প্রায় দেড় লক্ষ লোক অতি শোচনীয় ভাবে পীড়িত এবং যাহাদের সাহায্যার্থ ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, সেখানে এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর অযাচিত সাহায্যদান করায় মনুষ্যত্বের অবমাননাও তাহার প্রতি ব্যঙ্গ করাই বুঝায়। এ পর্য্যন্ত অর্থসংগ্রহের ফলে যে ৫ হাজার টাকা উঠিয়াছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

মৃত্যুসংখ্যা প্রতি দিন বাড়িতেছে

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির সেক্রেটারী সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি, পি, সি, সি-র দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার জে, এম, দাসগুপ্তকে নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন:—"যত টাকা সম্ভব তারযোগে পাঠাইবেন। অবস্থা ভীষণ, মৃত্যুসংখ্যা ভয়ঙ্কর রকম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অনুসন্ধান কমিটির এক দল ফিরিয়া আসিতেছে।"

মোসলেম জগৎ

আফগান বাদশাহের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

২৩শে জুন হইতে ২রা জুলাইয়ের মধ্যে আফগান-বাদশাহ কাবুলে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া আশা করা যায়। হেরাত পর্য্যন্ত বাদশাহ-বেগম কতক পথ মোটর যোগে আগমন করিবেন। হেরাত সীমান্তে রাজা-রাণীর প্রত্যাগমন উপলক্ষে তাঁহাদিগকে দেশের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করা হইবে। এই অভ্যর্থনায় আফগানিস্থানের রাষ্ট্র-পরিষদের অনেক সদস্য এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধি স্বরূপ জনৈক মন্ত্রী উপস্থিত থাকিবেন। দেশে পদার্পণের পর বিরাট সমারোহে তাঁহাদিগকে রাজ-তোরণে ও উদ্যান-তোরণে আপ্যায়িত করা হইবে।

হেরাত হইতে বাদশাহ-বেগম কন্দাহার, মুকুর ও গজনীর ভিতর দিয়া গমন করিবেন। বাদশাহ-বেগমের কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই তাঁহাদিগকে [illegible] রাজ-তোরণে আপ্যায়িত করা হইবে; তৎপর তাঁহাদিগকে মিউনিসিপ্যাল উদ্যান-তোরণ প্রদান করা হইবে। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বিতীয় দিবসে বৈদেশিক মন্ত্রীগণ তাঁহাদিগকে এক বিপুল ভোজে আপ্যায়িত করিবেন।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সরকারী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। কাবুলে তিন দিবস ব্যাপিয়া আনন্দ-উৎসব চলিবে। এই তিন দিবস সরকারী অফিসাদি বন্ধ থাকিবে। কাবুল ব্যতীত দেশের অপরাপর স্থানে মাত্র একদিন অফিসাদি বন্ধ থাকিবে।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আফগান-রাজকে এরোপ্লেন উপহার

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের বাদশাহ আমানুল্লাহকে ১০ জন আরোহী বহিবার উপযুক্ত যে একখানি এরোপ্লেন উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা বারলিন হইতে কাবুল অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে। আফগান গবর্ণমেণ্ট তথায় যে আরও দুই খানি জঙ্গী এরোপ্লেন খরিদ করিয়াছেন, তাহাও ঐ সঙ্গে আসিতেছে।

হাজীদের প্রত্যাবর্ত্তন

জেদ্দা হইতে গতপূর্ব্ব রবিবারে "আকবর" নামক ষ্টীমারে ১৪৯১ জন হাজী ফিরিয়া আসিয়াছেন। ৫ জন যাত্রী আমাশয় রোগে মারা গিয়াছে। মোটর হওয়ায় ও বহু সংখ্যক উট থাকাতে এবার যাত্রীদের হজ করিতে সুবিধা হইয়াছিল। বেদুইন চোরের উপদ্রবও এবার হয় নাই।

ইরাক পালিয়ামেণ্টে বিদেশাগত যন্ত্রপাতির শুল্ক হ্রাস

ইরাক পার্লিয়ামেণ্ট আইন পাশ করিয়াছেন যে, বাড়ীঘর তৈয়ারীর উপকরণ, দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি সাধন জন্য আবশ্যকীয় বিবিধ কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ছাপাখানার দ্রব্যাদি, কৃষি-কার্য্যোপযোগী যন্ত্রপাতি ও সমাধিস্থানের জন্য প্রস্তর-ফলক, এ সকল বিদেশাগত দ্রব্যের উপর কোন শুল্ক ধার্য্য হইবে না। মোটর-গাড়ীর উপর শুল্ক কমান হইল।

তুর্কী-সোভিয়েট গোলযোগ

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এশিয়াস্থিত তুর্কী সওদাগরগণকে নির্য্যাতন করিতেছেন বলিয়া খবর আসিয়াছে। এজন্য তুর্কী সরকারী কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী মহলে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নাকি তুর্কীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। [illegible]

মক্কায় মুসলমানদের সভা

নিজাম বাহাদুরের জন্য প্রার্থনা

লাহোরের ১৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, মওলানা ইসমাইল গজনবী (অমৃতসর), মোঃ কাসেম হোসেন (হায়দরাবাদ), মৌলবী মোহাম্মদ খান (করাচী) এবং মোঃ শাহ সানাউল্লাহ (বোম্বাই) প্রমুখ কয়েকজন লোক মক্কা হইতে লাহোরের "জমিদার" পত্রিকায় একখানি সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। এই টেলিগ্রামে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, কাবাতে গত ১১ই জুন তারিখে প্রায় ৫০ হাজার মুসলমানের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় সমবেত সকল মুসলমানই হায়দরাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনেকেই নিজাম বাহাদুরের দয়া দাক্ষিণ্য ও জনহিতকর কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করেন।

তুরস্কে ঐতিহাসিক বিজয়-স্তম্ভ আবিষ্কার

কনষ্টাণ্টিনোপলের ১৩ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, কনষ্টাণ্টিনোপল নগরের প্রাচীন অংশের এক স্থান খনন করিয়া সম্রাট থিওডোসিয়াসের আমলের একটি বিজয়স্তম্ভের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মার্ব্বেল পাথরের নির্ম্মিত দুইটি শবাধার এবং কয়েকটি বাঁকা স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কাবুলে ভীষণ রেল-দুর্ঘটনা

১ জন হত, ২ জন আহত।

পেশাওরের ১৩ই জুনের এক সংবাদে প্রকাশ—আফগানিস্থানে একমাত্র রেলওয়ে লাইন কাবুল হইতে দারুল-আমান নামক বাদশাহ আমান উল্লাহ নির্ম্মিত নূতন শহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই লাইনটী একটী ছোট সাইজের (Narrow Guage) রেল লাইন। সম্প্রতি এই লাইনে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। ফলে ১ জন হত ও ২ জন আহত হইয়াছে।

এঞ্জিন উল্টিয়া যাওয়ায় এই বিপৎপাত ঘটিয়াছিল। এঞ্জিন-চালক ছিল একজন পাঠান। সে সামান্য আঘাত পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

পারস্য-আফগান সন্ধি

তেহরাণের ১৭ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, নির্ব্বিঘ্নতা বন্ধুত্বরক্ষার জন্য পারস্য ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটী মাত্র দফা আছে। যথা, (১) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী এক পক্ষের সহিত অপর কোন শক্তির যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, অপর পক্ষ তাহা আপোষে মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, (২) অর্থনীতির দিক দিয়া উভয় পক্ষ পরস্পরকে সাহায্য করিবে, (৩) উভয় রাজ্যের মধ্যে স্থলপথে যাতায়াতের সৌকর্য্য এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ সম্বন্ধ স্থাপন, বিনা শুল্কে মালামাল যাতায়াত এবং উভয়রাজ্যের বাসিন্দা প্রজাগণের প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্য সুবিধা প্রদান এবং (৪) রাজনৈতিক অপরাধী ভিন্ন অন্যান্য অপরাধী ধৃত করিয়া পরস্পরের হস্তে প্রদান।

তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে ১৯২৬ সালে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত ৪টি সর্ত্তের শেষোক্তটি ভিন্ন অপর ৩টি সর্ত্ত সংযোজিত হইয়াছিল।

মিশর মন্ত্রীসভার সঙ্কট

কাইরোর ৮ই জুনে এক সংবাদে প্রকাশ যে, লিবারেল দলভুক্ত সচিব পদত্যাগ করিয়াছেন এবং মন্ত্রী-সভায় গুরুতর মত-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে মিশর গবর্ণমেণ্টের ধ্বংস হইবে আশঙ্কা হইতেছে।

"অল্ আহ্‌রাম" পত্রিকা বলিতেছেন যে, ওয়াফদ বা জাতীয়দলই এখন সমস্ত দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন।

বিদেশিকী

চীনের সমর-সংবাদ

কেন্দ্রের সৈন্য প্রত্যাহৃত

লণ্ডনে ১৭ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর চীনের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইয়া আসিতেছে। পিকিং ও টিয়েণ্টসিনের নিকট জেনারেল ফেং-যু-শিয়াং-এর যে সকল সৈন্য ছিল, তিনি তাহাদিগকে পাওটিংফু হইতে প্রত্যাহৃত করিতে আদেশ করিয়াছেন। দক্ষিণ টিয়েণ্টসীনের জাতীয় সৈন্যগণও পশ্চাদপসরণ করিতেছে। তাহারা চিহলীর শাসনভার জেনারেল ইয়েন-সি-শানের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। উক্ত জেনারেল শাণ্টুং সৈন্যদলকে তাঁহার সৈন্যদলের সহিত মিলিত করিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ প্রধান নগর

চীনের ভবিষ্যৎ প্রধান নগর পিকিংয়ে হইবে কি ন্যানকিংয়ে হইবে, পিকিংয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা এই প্রশ্নের বিবেচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তবে সকলেরই বিশ্বাস, ন্যানকিংয়েই শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

চ্যাংশো-লীনের পুত্র

মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেন হইতে ১৮ই জুন সংবাদ আসিয়াছে যে, চ্যাংশো-লীনের পুত্র চ্যাংশু-লিয়াং তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ফেংটিনের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(পরবর্ত্তী সংবাদ)

লণ্ডনের ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, চীন হইতে সরকারীভাবে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, [illegible] এবং অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ফ্রান্সে দ্বিতীয় "চীনা প্রাচীর"

প্যারিস ২১শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, জগতের ইতিহাসে চীন এবং রোমের পরেই বর্ত্তমানে ফরাসিগণ জার্ম্মানের সীমান্তে এক সুবৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার আয়োজন করিতেছেন। উত্তর সাগর হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত ফরাসী সীমান্তের সমগ্র ভূভাগের উপর একটী সুবৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মিত হইবে এবং এই দৃঢ় প্রাচীর লোহা, পাথর ও অন্যান্য শক্ত মাল-মসলা দ্বারা প্রস্তুত হইবে।

এই কার্য্যের জন্য ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা ইতি-মধ্যেই ২০ লক্ষ পাউণ্ড বা আড়াই কোটি টাকার অধিক মঞ্জুর করিয়াছেন। জুলাই মাস হইতে এই প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হইবে এবং বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা মার্শাল পেটিন এই নির্ম্মাণ কার্য্যের তদারক করিবেন। মার্শাল পেটিনের অধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে। মাটির নীচে দুর্গ সমূহ নির্ম্মিত হইবে এবং এই দুর্গগুলি সুদৃঢ় প্রাচীরের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইবে। সরকার এই প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য পরে আরও টাকা দিবেন।

৫০০ শত ফিট উর্দ্ধ হইতে পতন
৩টী বৈমানিকের শোচনীয় মৃত্যু

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, একটি বিমানপোত আকাশ হইতে উল্টাইয়া গিয়া নিম্নে একটি রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। রাস্তাটি তখন লোকের ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। বিমানপোতের মধ্যে উহার চালক এবং বিমান-বিদ্যা-শিক্ষার্থী দুইটি ছাত্র ছিল। ইহারা তিন জনেই অতি [illegible] হইয়াছে। এই বৈমানিকগণ [illegible] ব্যতীতই পতনশীল পোত হইতে লম্ফপ্রদান করে। ফলে, একজন রাস্তার উপর এবং অন্য দুইজন একটি বাড়ীর ছাদের চূড়ায় পতিত হয়। ইহাদের দেহগুলি এমনভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, উহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই।

বিমানপোতটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহার ইঞ্জিনটি এখনও বালকদের একটা খেলার মাঠে রহিয়াছে। ঐ মাঠটি বৃষ্টি নামিবার ফলে খালি ছিল।

স্ত্রীলোক বিক্রয়ের ব্যবসা

লণ্ডন ১৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ ল্যান্সবারী জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীতে স্ত্রীলোক ও শিশু বিক্রয় ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যার অনুসন্ধান লইবার জন্য জাতি-সঙ্ঘের পরামর্শ পরিষদ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে প্রাচীর অন্যান্য স্থানে যেমন অনুসন্ধান লওয়া হইবে, ভারতবর্ষেও সেইরূপ লওয়া হইবে কি না? যদি তাহা হয়, তবে ভারতবর্ষে যে সকল সভা-সমিতি ঐ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, বা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, অনুসন্ধানে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে কি না?

কমাণ্ডার লকার ল্যাম্পসন প্রত্যুত্তরে বলেন, স্ত্রীলোক ও শিশু বিক্রয় ব্যবসা সংক্রান্ত কমিটির অনুসন্ধানের প্রণালী ও কার্য্যক্ষেত্র কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে এখন পর্য্যন্তও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। ইহাতে মিঃ ল্যান্সবারী জিজ্ঞাসা করেন, যদি কোন অনুসন্ধান কমিটী নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার উপায় অবলম্বিত হইবে কি না? কমাণ্ডার লকার ল্যাম্পসন বলেন, পরামর্শ সমিতি যে সে বিষয় বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রীসে বিষম শ্রমিক-অশান্তি

ধর্ম্মঘটিদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ

এথেন্সের ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, তামাকু কারখানার শ্রমিকগণ ১১ই জুন হইতে ধর্ম্মঘট করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই ধর্ম্মঘট দ্রুতবেগে সমগ্র কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই ধর্ম্মঘটের অবস্থা দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। পুলিশের সহিত বিষম সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং একজন ধর্ম্মঘটি নিহত এবং ১ জন আহত হইয়াছে।

৮ হাজার শ্রমিক সহরের ফটকের বাহিরে মিলিত হইয়াছিল এবং সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সৈন্যগণ তাহাদিগকে রাইফেল লইয়া আক্রমণ করে। ধর্ম্মঘটকারীরাও ইট-পাথর ছুড়িয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে, অনেক হতাহত হইয়াছে।

ফরাসী যুবকের জন্য
ইংরাজ যুবতীর প্রাণদান

ফ্রান্সের অন্তর্গত বোলোনার ১৭ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈক ফরাসী যুবকের রক্ষার্থ মিস মেরী লেজার নাম্নী ১৯ বৎসর বয়স্কা একটি ইংরাজ তরুণী বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুবতী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জমান ফরাসী যুবককে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই ফরাসী যুবকের নাম ক্রিসপ।

ক্রিসপ বোলোনের অন্তর্গত 'উইমেরাক্সের' সমুদ্র তটে একটি কুকুর সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একটি সমুদ্র তরঙ্গ আসিয়া ঐ কুকুরটীকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ক্রিসপ কুকুরটিকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু পদস্খলিত হইয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। তখন ইংরাজ যুবতী কুমারী মেরী লেজার যুবকের উদ্ধারার্থ ঝম্প প্রদান করিয়া জলে পতিত হন, কিন্তু সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ তাঁহাদের উভয়কে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তরুণীর মাতা চক্ষের সম্মুখে এই দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া তিনিও লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হন, কিন্তু তাঁহাকে অতিকষ্টে ধরিয়া রাখা হয়। যুবক ও যুবতী উভয়েই নিমজ্জিত হইয়াছে।

অপর একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তরঙ্গের আঘাতে আহত হইয়া তিনিও ফিরিয়া আসেন।

দেশের কথা

পরলোকে

যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর

নৈনীতালের ১৭ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ইনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং এই জন্য তাঁহার আলমোড়া ভ্রমণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সরকারী ও বে-সরকারী মহল অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে।

অস্থায়ী গবর্ণর পদে

স্যার আহমদ সৈয়দ খান

নৈনীতালের ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের স্থলে অন্য ব্যক্তির নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট-অব-ইণ্ডিয়া এক্টের ব্যবস্থা অনুসারে যুক্ত-প্রদেশের শাসন-পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যার আহমদ সৈয়দ খান অস্থায়ী ভাবে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুক্ত-প্রদেশের নূতন মন্ত্রী

রায় রাজেশ্বর বালী এবং কুনওয়ার রাজেন্দ্র-সিংহের স্থলে মহারাজকুমার মেজর মহিজিৎ সিং এবং রাজা জগন্নাথ বক্স সিং যুক্ত-প্রদেশের নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার লাটের সফর

বাঙ্গালার গভর্ণর আগামী ২৯শে জুন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় রওয়ানা হইবেন। ৩রা জুলাই তিনি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত মুক্তি-ফৌজের নূতন বাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন এবং ৬ই জুলাই কলিকাতার একচেঞ্জ বিল্ডিংএর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। ৯ই জুলাই সকাল ৮ ঘটিকার সময় তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। ১২ই তারিখে তিনি লালগোলা ঘাটে রওয়ানা হইবেন এবং তথায় রোটাস জাহাজে চড়িয়া ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদী দেখিবেন। ১৪ই তারিখে তিনি সরদহ পুলিস ট্রেনিং কলেজ পরিদর্শন করিবেন। ১৫ই তারিখ সিরাজগঞ্জে গমন পূর্ব্বক যমুনা নদীর ভাঙ্গন বন্ধ করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল দেখিবেন এবং ১৭ই তারিখে ঢাকা পৌছিবেন। ২৩শে জুলাই সেখানে একটি দরবার হইবে।

সতীন সেনের মামলা

জামীন অগ্রাহ্য

বরিশালের ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহের অগ্রনায়ক সতীন সেনের নামে আনীত ১০৭ ধারার মামলায় বারলাইব্রেরীর সেক্রেটারী নগেন্দ্রবিহারী সেন ও মোক্তার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী বিহারীলাল সেনকে জামীন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা—সেই সম্বন্ধে মহকুমা হাকিমের তদন্ত হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা জামীন হইবার যোগ্য নহেন বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

একসঙ্গে তিনটি বালিকা জলমগ্ন

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামের একটি পুষ্করিণীতে একত্রে পাড়ার তিনটি হিন্দু বালিকা স্নান করিতে যাইয়া, কে কতক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া তিনটিই পানিতে ডুবিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে একটি বালিকা অন্য একজন স্নানার্থীর পায়ে ঠেকায় তিনি তাহাকে পানি হইতে তুলেন এবং স্থানীয় লোকগণের শুশ্রূষায় তখনই সে চৈতন্য লাভ করে। চৈতন্য হইয়া সে বলে যে, পানিতে আরও দুইটি বালিকা আছে। [illegible] দুইটি বালিকাকে পানি হইতে তোলা হয়। কিন্তু তুলিয়া দেখে যে, বালিকা দুইটী মরিয়া গিয়াছে। সকলগুলি বালিকাই বিবাহিতা ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার মামলা

আসামী পাগল

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিসের হত্যা-ব্যাপারে অভিযুক্ত কাজী বজলর রহমানের বিচার চট্টগ্রামের দায়রা জজের আদালতে চলিতেছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। নওয়াব মোশাররফ হোসেন সাহেবের সাক্ষ্যের পর বিভাগীয় কমিশনার এবং ইত্যাকার আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাদের সাক্ষ্যে আসামীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির কথা সমর্থন করিয়াছেন। সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আসামী নিজেকে একজন বড় কবি বলিয়া মনে করিত এবং সে তাহাকে 'ভারতের শেলী' বলিয়া পরিচয় দিত। আসামী নির্জ্জন কামরায় কল্পিত লোকের সামনে প্রায়ই বক্তৃতা দিত। এক সাক্ষ্যে আসামীর সোলতান এবনে সউদ ও লর্ড লীটনের নিকট কৈফিয়ত তলবের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। আসামী নিজেকে 'ইমাম মেহেদী' বলিয়াও মনে করিত। মামলা চলিতেছে।

মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধ

বাঁকুড়ায় ১৪৪ ধারা

বাঁকুড়ায় মসজিদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য করিয়া যাইবার বিষয়ে যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারার নোটীশ জারী করিয়া মসজিদের ২০০ শত গজের মধ্যে সকল প্রকার বাদ্য ও লাঠী লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সশস্ত্র পুলিস ঘটনাস্থলে এবং বাজার অঞ্চলে কড়া পাহারা দিতেছে। গোলমালের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষে আপোষের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি দুই দলের নেতাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু এখনও কোন শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে।

মহীশূরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা

মাদ্রাজের ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, "মাদ্রাজ মেলের" মহীশূরস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে আলান্দুর নামক স্থানে পরিবর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পরিবরেরা একটি বিবাহের শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার সময় কোন মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ গমন করে এবং মুসলমানরা আপত্তি করিলে তাহারা বাদ্য থামায়। কয়দিন পরে মুসলমানগণ এক মন্দিরের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ গমন করে। ফলে দুই দলে তুমুল সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং অনেকে জখম হয়।

বরিশালে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বরিশালের ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক শায়েস্তাবাদের নবাব ষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী সেদিন রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় প্রকাশ্য রাজপথে ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কাছারীর কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন; ঐ সময় একজন আততায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার পেটে ছোরা বসাইয়া দেয়। ইহাতে তিনি আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বহু লোক সেখানে জড় হয় এবং তাঁহার চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালীন তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল। পুলিস একজন যুবককে গ্রেফতার করিয়াছে। নরেন বাবুর বয়স ২৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

অনুন্নত জাতির দাবী

মাদ্রাজ প্রদেশের অনুন্নত জাতি সাইমন কমিশনের নিকট যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহাতে চাহিয়াছেন যে, বড় লাটের মন্ত্রণা-সভায় তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন মেম্বর থাকিবেন এবং প্রাদেশিক মন্ত্রণা সভায় অন্ততঃ দুইজন মেম্বর থাকিবেন। নির্ব্বাচন-পদ্ধতি দ্বারা ইঁহাদের নিযুক্ত করিতে হইবে। সৈন্য ও নৌ-বিভাগে এবং সিভিল বিভাগে তাঁহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৫০ জনকে লইতে হইবে। বড় লাটের মন্ত্রণা সভায় ও প্রাদেশিক গভর্ণরের যে অনুন্নত জাতীয় মন্ত্রী থাকিবেন, অনুন্নত জাতির উন্নতি সাধন জন্য তাঁহার একটি পৃথক দপ্তর থাকিবে। উহাদের উন্নতির জন্য রাজস্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে।

অস্পৃশ্যের মন্দির প্রবেশ-সমস্যা

১৪৪ ধারা জারি

ত্রিচিনাপল্লীর ১৬ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জে, এন, রামনাথন কাম্মাপ্পার ও দণ্ডপানি পিল্লেকে রুকফোর্ট মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া সাব-ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে একটি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। ঐ আদেশে প্রকাশ, তাঁহারা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে আদি দ্রাবিড় ও অহিন্দুগণকে সঙ্গে লইয়া উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

জে, এন, রামনাথন কাম্মাপ্পার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করায় কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

২২ টাকার সুদ ২৬০০০৪৫ টাকা

শতকরা ১২০৲ টাকা হারে ১৩৷০ বৎসরে মোট ২২ টাকার সুদ ২৬০০০৪৫ টাকা দাবী করিয়া চাঁদপুরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে এক মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। হাজীগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী সারকল নামক স্থানের অধর চন্দ্র সাহা এই মর্ম্মে এক মামলা রুজু করে যে, আসামী নসিরুদ্দীন ১৯১৫ সনের ২৮শে মে তারিখে শতকরা ১২০ টাকা সুদে ও প্রত্যেক ৬ মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দানের সর্ত্তে তমসুক দিয়া ২২ টাকা ধার লয়। উহা একণে সুদে-আসলে ২৬০০০৪৫ টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে ফরিয়াদী তাহার সুদ হইতে ২৫,৯৯,৭৭০ টাকা ছাড়িয়া দেয় ও মাত্র ৬১০ টাকা দাবী করে। আসামী পক্ষের কথা ছিল এই যে, আসামী ফরিয়াদীর নিকট হইতে ৩ মণ রেঙ্গুণ চাউল ১৯ টাকায় খরিদ করিয়া ২২ টাকার তমসুক দিয়া আসে। ফরিয়াদী যে সুদ দাবী করিয়াছে, ঐ হারে সুদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। গত ১৯শে মে এই মামলার শুনানী উঠিয়াছিল। আসামী দুই দফায় ফরিয়াদীকে ৪৩১ টাকা দিতে সম্মত হওয়ায়, মামলা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

আবার ট্রেণ-সঙ্ঘর্ষ

২ জন হতাহত ও ২ জন নিরুদ্দেশ

ই, আই, রেলের হাওড়ার বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১৮ই তারিখে বেলা ১০টার সময় তালিত ষ্টেশনে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ৩২৫৬নং ও ১৬৫২নং মালগাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে, ৩২৫৬নং মালগাড়ীর ইঞ্জিন ও কয়েকখানা মালগাড়ী পড়িয়া আপ ও ডাউন মেন-লাইন বন্ধ হইয়া যায়। ৩২৫৬নং মালগাড়ীর চালক নবাব মারা গিয়াছে, দ্বিতীয় ফায়ারম্যান নিরুদ্দেশ। ১৬৫২নং মালগাড়ীর [illegible] নিরুদ্দেশ। [illegible]

আগরায় ভীষণ ডাকাতী

ইংরেজী পোষাকে সজ্জিত ডাকাত

আগরার ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আগরার বিখ্যাত মণিকার মেসার্স ছোটেলাল এণ্ড ব্রাদার্সের দোকানে এক ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী পোষাকে সজ্জিত জনৈক ভারতবাসী প্রায় ১১ হাজার টাকা মূল্যের গহনাপত্র লইয়া চম্পট দিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতটি ভদ্রলোকের ন্যায় প্রবেশ করিয়া গহনাপত্র দেখিয়া কয়েকটি জিনিষ পছন্দ করে। অতঃপর বলে যে, দোকানের একজন লোক যদি তাহার সঙ্গে ঐ সমস্ত জিনিষ লইয়া গমন করে, তবে সে বাড়ী পৌছিয়া মূল্য দিয়া সমস্তই রাখিয়া দিবে। সেই অনুসারে প্রায় ১১০০০৲ টাকার ৩৬টী আংটি ও মুক্তার তিনখানি নেকলেস সঙ্গে লইয়া উক্ত কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী উপরোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে গমন করে। ভদ্রলোকটি লালবাজার বাজারের একটী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীয় কর্ম্মচারীকে এক ঘরের ভিতর লইয়া যায়। এই সময় হঠাৎ সে একটি রিভলভার বাহির করিয়া কর্ম্মচারীকে ভীতি প্রদর্শন করিলে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই অবসরে ইংরাজী পোষাকে সজ্জিত ভদ্রলোকটী তাহাকে একখানি বিছানার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া গহনাপত্র লইয়া চম্পট দেয়। অতঃপর কর্ম্মচারীটি কোন প্রকারে পলাইয়া আসে।

যে আসামীকে ধরিয়া দিতে পারিবে এবং অপহৃত গহনা-পত্র উদ্ধার করিতে পারিবে তাহাকে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সমিতিতে আগা খাঁ

মহামান্য আগা খাঁ স্যার এ, কে, গজনবীর নিকট তার করিয়া জানাইয়াছেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের সম্পর্কে সম্প্রতি যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তিনি তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে রাজী আছেন, কিন্তু শীতকাল ভিন্ন অন্য সময় তিনি সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন না।

মাদ্রাজে দাবানল

মাদ্রাজের ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্ত্তী মুসিরি নামক স্থানে দাবানলের ফলে ২৫০ খানা বাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

সোফতা গুলী মারার জের

গত ১৮ই জুন দিল্লীর ফতেপুরী মসজিদে মুসলমানদের একটি সভা হইয়াছিল। এই সভায় জমিয়ত-উল-ওলামা তদন্ত সমিতির রিপোর্টের সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে যে, সোফতাতে চিরকালই গো-কোরবানী হইত। যে সব জাঠ গো-হত্যা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে মারধর করিয়াছিল, সরকার হইতে তাহাদিগকে যেন সাজা দেওয়া হয়। এই মর্ম্মেও অপর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রেমে বাধা

এসিড নিক্ষেপের মামলা

অনন্তমোহন দাস নামক জনৈক উকীলের মুহুরী চারুবালা দাসী ও আর একজন স্ত্রীলোককে এসিড নিক্ষেপ করিয়া আহত করিয়াছে বলিয়া আলিপুরের একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ১৮ই জুন এই মামলার এক দফা বিচার হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কোন এক প্রেম-ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে আসামীর সহিত স্ত্রীলোক দুইটীর মনান্তর ছিল। ঘটনার দিন স্ত্রীলোক দুইটী তাহাদিগের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময় আসামী অতর্কিত ভাবে সেখানে আসিয়া হাজির হয় ও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এসিড নিক্ষেপ করে। ফলে তাহারা এমন ভাবে আহত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

মফঃস্বল-সংবাদ

পাবনা-বেড়ায় গো-কোরবানী

পাবনা জেলার বেড়া থানার অন্তর্গত বিড়া গ্রামে কয়েক ঘর গরীব মুসলমান এবং বহু অবস্থাপন্ন হিন্দুর বাস। গত বকর-ঈদের নামাজান্তে মুসলমানেরা চির-প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গোপন স্থানে একটা গরু কোরবানী করে এবং তাহার হাড়গোড় অতি গোপন স্থানে ফেলিয়া দেয়। ঐ গ্রামে তুষ্টলাল মিস্ত্রী নামে একটি লোক বাস করে। ঐ মিস্ত্রির কয়েকটি কুকুর আছে। মুসলমানেরা কোরবানী অন্তে হাড়গোড় ফেলিয়া দিলে, উক্ত মিস্ত্রির কুকুরগুলি উহা টানিয়া লইয়া মিস্ত্রির বাড়ীর উঠানের মধ্যে রাখিয়া দেয়। পরদিন প্রাতঃকালে উক্ত মিস্ত্রী অন্যান্য হিন্দুদিগকে ডাকিয়া আনিয়া দেখায় এবং মুসলমানেরা রাখিয়াছে মনে করিয়া থানায় এজাহার দেয়। ঐ তারিখে পাবনা সদরের S. D. O. সাহেব উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুরা তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করে। S. D. O. সাহেব স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত দ্বারায় মুসলমানদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। মিস্ত্রির কুকুরগুলি যে হাড় লইয়া বাড়ীর উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হয় এবং হিন্দুদের মিথ্যা চক্রান্ত সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়।

—রিপোর্টার।

অভিমানে বালিকার আত্মহত্যা

টাঙ্গাইল নিবাসী উকীল বাবু দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ১৩শ বর্ষীয়া কন্যা নাগরীবালা দেবী দিঘপাইত গ্রামে তদীয় মাতামহীর বাড়ীতে বাস করিত। তাহার বিবাহ জনৈক বয়স্ক দ্বিতীয় পক্ষের বরের সহিত স্থিরিকৃত হওয়ায়, গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় উক্ত বাড়ীতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করতঃ আত্মহত্যা করিয়াছে।

রিপোর্টার—
মোহাঃ কুতুবউদ্দিন সরকার
গোপীনাথপুর, পোঃ দিঘপাইত, মৈমনসিংহ।

প্রচার সংবাদ

বগুড়া জেলা-জমিয়তের সেক্রেটারী মৌলবী মজহার হোসেন সাহেব গত জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত স্থানে সভায় ধর্ম, শিক্ষা, একতা, ব্যবসা, সংবাদপত্রের আবশ্যকতা ও ইসলামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার উপদেশানুসারে পল্লী-গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যথা:— ১) তন্নীহাট যুবক সমিতি, (২) মালিয়ানডাঙ্গা, (৩) শোন্দাবাড়ী মাদ্রাসা, (৪) তিস্তা জংশন (রংপুর), (৫) চণ্ডিপুর (রাজসাহী), (৬) মালিয়ানডাঙ্গা, (৭) বগুড়া টাউন, (৮) সুতরাপুর, (৯) নামুদি, (১০) লক্ষ্মীপাড়া।

রিপোর্টার—মোঃ আবদুল গফুর।

নিরুদ্দেশ

(১)

আমার একটি ৬ বৎসরের পুত্র, নাম—মোহাঃ ইছা—পাতলা চেহারা, শ্যামবর্ণ—আজ ১৫ দিন রেল গাড়ীতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে বনারপাড়া ষ্টেশনে গিয়া জানিতে পারিলাম, পরবর্ত্তী ট্রেণে উঠিয়া পার্ব্বতীপুরের দিকে আসিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও এ যাবৎ ছেলেটির কোন সন্ধান পাইতেছি না। আমি নিতান্ত গরীব লোক, দৈনিক উপায় না করিলে সংসার চলে না। কয়েক দিবস যাবৎ ট্রেণে ট্রেণে ঘুরিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিলাম, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলাম না। দয়া করিয়া কেহ ছেলেটির সন্ধান দিতে পারিলে অতিশয় বাধিত হইব। আমার বাড়ী চরকই রেল-ষ্টেশনের নিকটে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান দিলে বড়ই উপকৃত হইব। ছেলে নিজের নাম ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারে না।

[illegible] পোঃ বিরামপুর, দিনাজপুর।

(২)

বামনডাঙ্গা জহুরুল ইসলাম জুঃ মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবী মোহাঃ আবদুল গফুর সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারুণর রশিদ মিঞা (বয়স ৮৷৯ বৎসর, রং গৌরবর্ণ, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ থানার অধিন নাগমুদ গ্রাম নিবাসী) তাহার জায়গীর বাড়ী বামনডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী জামালপুর গ্রাম হইতে গত ১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে এ পর্য্যন্ত তালাস করিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমার বিশ্বাস যে, কোন স্কুল বা মাদ্রাসায় থাকিতে পারে। যদি উল্লিখিত ছেলেটী কাহারও সন্ধানে থাকে, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া অসীম সওয়াবের অংশী হইবেন। প্রকাশ থাকে যে, সন্ধানকারীকে ১০ টাকা পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করা যাইবে।

খাদেম
মোশাররফ উদ্দীন আহমদ
সাং কাটগড়া, পোঃ বামনডাঙ্গা, রংপুর।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গলা

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

এবার অনাবৃষ্টির দরুন অজন্মা হওয়াতে বাঙ্গলার ৮টি জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বহুবিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া এই দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কাজেই বহুসংখ্যক নরনারী দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়াছে। বালুরঘাট প্রভৃতি কতিপয় স্থানে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর অজন্মা হওয়ায় ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসিদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বহু পরিবার এবারে সহায়-সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে। অন্নাভাবে অনেকের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতেছে। অর্থের অভাবে মানুষ-বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত স্থানের লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দিনাজপুর, মালদহ, বাঁকুড়া, বীরভূম, বগুড়া এবং নদীয়া জেলারও কোন কোন স্থান আক্রান্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার জনসাধারণের এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য আশানুরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য বে-সরকারী ভাবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিকাংশই হিন্দু ভ্রাতৃগণের দ্বারা পরিচালিত। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সমবেত চেষ্টাও দুর্ভিক্ষের ভীষণতার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আবশ্যকানুযায়ী রিলিফের কার্য্য করিতে হইলে দেশবাসীকে এদিকে আরও অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে এবং আরও অর্থব্যয় করিতে হইবে।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, মুসলমানদের অতি অল্প লোকই দুর্ভিক্ষ-নিবারণে নিজেদের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই, আমরা বিশেষ ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের দানশীল মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকট এই নিবেদন উপস্থিত করিতেছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মোসলেম লীগের তত্ত্বাবধানে একটী রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, মুসলমান ভ্রাতৃগণ এই তহবিলে সাধ্যানুসারে দান করিয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-কাতর দেশবাসীর অন্নাভাব দূরীকরণের পুণ্য অর্জ্জন করিবেন।

বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব কমিয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে; কিন্তু ইহা সত্য নহে। এই বৃষ্টির ফলে এবার যদি ফসল ভাল হয়, তবে কোথাও কোথাও আগামী শীত পর্য্যন্ত অবস্থার এক-আধটু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং আরও অন্ততঃ ৬,৭ মাস কাল রিলিফের কার্য্য চালাইতে হইবে। বালুরঘাট প্রভৃতি কতিপয় স্থানের লোকদের অনেকেই তাহাদের হালের গরু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে। তাহাদের সকলের পক্ষে এবারের ফসল না পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

আমরা আশা করি, যাঁহাদের অবস্থা খোদার ফজলে একটু স্বচ্ছল, তাঁহারা অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র মুক্তহস্তে দান করিবেন। সমস্ত টাকা-কড়ি মোঃ মুজিবর রহমান সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, মোস্লেম লীগ রিলিফ কমিটি, ১১১৫নং কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

নিবেদক—
আবদুর রহিম (স্যার), আবদুল করিম, আহসানুল্লাহ (খানবাহাদুর), হেদায়েত হোসেন (শামসুল ওলামা, পি-এইচ-ডি), মুজিবর রহমান ইত্যাদি।

সভা-সমিতি

তন্নীহাট

ইয়ং মোসলেম এসোসিয়েশন

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার বগুড়া জেলার গাবতলী থানার অধীন তন্নীহাট যুবক সমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশন অতীব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঘোড় দৌড়, সাইকেল রেস, সন্তরণ, হাইজাম্প, লাঠী খেলা ইত্যাদি বিশুদ্ধ আমোদ-জনক ক্রীড়া কৌতুকের বন্দোবস্ত ছিল। বাদ মগরেব, ফুলবাড়ী নিবাসী স্বজাতিবৎসল জনাব মোঃ নছিরউদ্দিন ফকির সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বগুড়া জেলা-জমিয়তের সেক্রেটারী জনপ্রিয় মজহার হোসেন সাহেব স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ সুললিত ভাষায় এই সমিতির মহান উদ্দেশ্য জন-সাধারণকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। যুবকগণ এই অল্প সময়ের মধ্যে ২২।২৩ নম্বর মামলা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়াছেন ও অফিস ঘর তৈয়ার করিয়াছেন। তাহারা যে কোন বিপদে গরীবের সহায়তা করিতে প্রস্তুত। দেশবাসী তরুণদের এই সব কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইতেছেন। সমিতির প্রত্যেক কর্ম্ম প্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়াছে। জনহিতকর প্রত্যেক কার্য্যে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে অতীব গৌরবের [illegible] আগামীতে সমিতির প্রোগ্রাম মত কাজ হইলেই আমরা সুখী হইব।

রিপোর্টার -
মোহাম্মদ আবদুল গফুর

অবৈধ বিবাহ-বিলের প্রতিবাদ

সাওড়াতলী—ঢাকা

অসবর্ণ ও বাল্য-বিবাহের পাণ্ডুলিপি সমালোচনার জন্য ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাওড়াতলী গ্রামে ডাক্তার কালীচরণ সাহা মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমানের বহু জনপূর্ণ এক সভার অধিবেশন হয়। এই বিল দুখানি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ধর্ম্মের বিরোধী কিনা, এবং সমাজের যথার্থ অপকারী কিনা, ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মের শাস্ত্রমত ব্যাখ্যায় এবং নিরপেক্ষ যুক্তির প্রাধান্যে এবং সমাজ ও ধর্ম্ম জিনিসটা বালকের ক্রীড়নক নহে যে, তাহা কোন কাঠির আঘাতে যে দিকে ইচ্ছা গড়াইয়া দেওয়া যায় কতিপয় বক্তা ইত্যাদি স্পষ্ট ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলে পর, যাঁহাদের মতভেদ ছিল তাঁহারাও তাহাদের মোট ভুল বুঝিয়া এই বিল দু'খানি সমাজের ঘোর অনিষ্টকারী এবং উভয় ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সর্ব্ববাদী-সম্মত ভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। যথা—

১। দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, এবং উন্নতি-অবনতির সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়াদীর মাননীয় জমিদার খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের দৃষ্টি এই সমাজ ও ধর্ম্ম-বিরোধী পাণ্ডুলিপি দু'খানার দিকে পতিত হইয়াছে দেখিয়া এবং দেশবাসীর তরফ হইতে নানা জনসভা তাঁহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া এ গুরুতর সমস্যা মিটাইতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছে জানিয়া, এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং এই সভা তাঁহার চেষ্টা দ্বারা দেশ ও সমাজে আপনার উন্নতি প্রবাহ অব্যাহত রাখিবে বলিয়া আশা করে। তিনি দেশের প্রাণের স্পন্দন যথার্থ ভাবে অনুভব করিয়া স্বীয় প্রতিভা, কর্মতৎপরতা ও নির্ভীক ব্যবহার দ্বারা সমাজকে এই [illegible] সভা সম্পাদনকরণে ইহাই কামনা করিতেছে। সমস্যা যেরূপ গুরুতর আয়োজনও তাঁহাকে তদনুরূপ করিতে হইবে। তিনি অনেক দিন হইতেই এদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, সত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিকতা দেখিয়া এই সভা মুগ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার এই কার্য্যের সফলতা কামনা করিতেছে।

২। এই সভার প্রস্তাব উক্ত মাননীয় খান বাহাদুর সাহেব সমীপে ও যথারীতি সংবাদপত্রাদিতে প্রেরণ করা হউক।

রিপোর্টার—রাধাবল্লভ সাহা
সাওড়াতলী, পোঃ বালিয়াদহ, ঢাকা।

গোবিন্দপুর—ফরিদপুর

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত মুকসুদপুর থানার অধীন গোবিন্দপুর গ্রামে একটি বিরাট ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় জোনাসুর নিবাসী সমাজহিতৈষী মৌলবী আবদুল গনি সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় স্থানীয় বেদাতীদিগকে ডাকা হয়, কিন্তু বেদাতীদলের পীর প্রকাশ্য সভাস্থলে উপস্থিত হয় নাই। প্রায় দেড় হাজার লোক সভাস্থলে ছিলেন। প্রথমে নওপাড়া নিবাসী মৌলবী আবদুর রশিদ এবং মৌলবী আবদুল আলীম সাহেব ওয়াজ-নছিহত করেন। অতঃপর পারৈহাটী নিবাসী সুবিখ্যাত বক্তা মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব কোরআন-হাদিস দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ সহ বেশরা মত এবং ঐ ভণ্ড পীরের জাল ফতোয়া রদ করিয়া দেন।

রিপোর্টার—মুন্সী আবদুল হামিদ মিঞা
সাং দুর্গাপুর, ফরিদপুর।

রাজপাট—খুলনা

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ খুলনা জেলার অন্তর্গত রাজপাট জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে স্থানীয় মোহাম্মদ ইসহাক মিঞার উদ্যোগে একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বিখ্যাত বাগী গৌরা নিবাসী মুন্সী মোজহার উদ্দিন সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় অন্যূন সাত হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় পাঁচশত নমঃশূদ্র। সাতক্ষীরার স্বনামধন্য আলেম মওলানা আহমদ আলী সাহেব সুললিত কণ্ঠে মহাগ্রন্থ কোর-আন আবৃত্তি করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমোহিত করেন। অতঃপর খ্যাতনামা বক্তা মৌলবী আবদুল হাকিম, মুন্সী খলিলর রহমান, ডাঃ এমাম হোসেন ও বাবু রাইচরণ মোক্তার প্রভৃতি বক্তাগণ ওজস্বিনী ভাষায় সমাজ-সংস্কার, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক স্থাপন ও স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারকল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাস্থলে ১০০৲ শত টাকা আদায় হয়, তন্মধ্যে নমঃশূদ্র ভাইগণ ১০০৲ শত টাকা দেন।

রিপোর্টার
মাদ্রাসার হেড পণ্ডিত, সিরাজ উদ্দিন আহমদ।

খড়িওর—মুর্শিদাবাদ

খড়িওর নিবাসী নামে মাত্র মুসলমান চুলিগণ (অর্থাৎ যাহারা কেবল মুসলমানের নিকট মুসলমান বলিয়া দাবি করিত) আজ প্রায় এক বৎসর হইতে ইসলামের শরাহ মতাবেক চালিত হইতেছে এবং চলিতেছে। তজ্জন্য উক্ত গ্রামস্থিত নও-মোসলেম কমিটির সম্পাদক শীতলপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা সাহেবের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় সাধারণের জ্ঞাতার্থে এবং উক্ত নও-মোসলেমগণের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পার্শ্বস্থ ২৭ খানি গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়া সভার গুরুত্ব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্থানীয় সকল মৌলবী সাহেবান ও হাফেজ সাহেবান যোগদান করিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

অতঃপর হড়হড়ী নিবাসী মোঃ মোঃ এমরান সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথমে 'হামদ-সানা' পরে আনন্দপ্রকাশ, উৎসাহপ্রদান, ওয়াজ নছিহত ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার পর সভা ভঙ্গ হয়।

রিপোর্টার—ডাঃ সৈয়দ নূর মোহাম্মদ
শীতলপাড়া পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

বঙ্গীয় মাদ্রাসা সমূহের পরীক্ষার ফল

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এই বৎসর কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে টাইটেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ফাখরুল মোহাদ্দেসীন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

প্রথম বিভাগ

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মোঃ ওবায়দুল হক, মোঃ আবদুল হক, মোঃ ফজলুল করিম, সোলতান মহমুদ।

দ্বিতীয় বিভাগ

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল কইয়ুম, আবু সালেহ মোহাম্মদ আবদুল কাদের।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থিগণ

দ্বিতীয় বিভাগ

সরফুদ্দিন, হাজি মোঃ নূরুল হক।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষায় (জামাতে-উলা) উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

কলিকাতা মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

মোহাম্মদ আবদুন নূর (ইং), শাহাবুদ্দিন আহমদ (ইং), দীন মোহাম্মদ, মোঃ আবদুল আহাদ, মোঃ আবদুল মজীদ খান, সৈয়দ মোস্তফা, মোঃ আবদুল গনি (ইং), মোহাম্মদ এহসান, আবুল বরকত মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (ইং), মোহাম্মদ আবুবকর (ইং), মোঃ কেরামত আলী, মোস্তফিজর রহমান, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ (ইং), সৈয়দ কবিরুল্লাহ (ইং), মোঃ আবুল হাসিম, আবু সইদ মোহাম্মদ আবদুল মজীদ খান।

দ্বিতীয় বিভাগ

গোলাম মোহাম্মদ মহীউদ্দীন, মোঃ আবদুল বারী (ইং), সোলতান আহমদ, আবুল হাসান আবদুর রহমান খান, আবুল বশর মোহাম্মদ নূরল হক (ইং), আমিনুদ্দীন আহমদ, আবুল মোকাররম মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, শামসুল হোদা মোহাম্মদ এনায়েতুল্লা (ইং), মোহাম্মদ ইমান আলী, আবু নসর মোহাম্মদ মকবুল আহমদ, মোহাম্মদ সফীউল্লা, মোঃ শাহাদত হোসেন (ইং), আবুল খয়ের মোহাম্মদ ফজলুল হক, আবু সালেহ মোহাম্মদ সিরাজুল হক, আবদুল লতিফ (১), মোঃ হালিমুজ্জমান (ইং), মোঃ বাশারত উল্লা (ইং), নূর মোহাম্মদ, মোঃ আনসারুল্লা, আবু তাহের মোহাম্মদ ইসহাক, সুলতান হোসেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ নূরল আলম (ইং), মোহাম্মদ এয়াকুব, মোঃ সেকেন্দার আলী, মোঃ নূরল আনওয়ার (ইং)।

তৃতীয় বিভাগ

নূরল হোসেন, আহমদ আলী (ইং), মোহাম্মদ ইসমাইল, আবুল ফতাহ মোহাম্মদ এয়াকুব, আবুল ফজল মোহাম্মদ বোরহানদ্দিন, মোঃ আবদুর রশিদ, আবুল বশর মোহাম্মদ নজিবল হক, মোঃ আবদুল খালেক, মোঃ আবদুল জব্বার, মোঃ ইয়াকুব হোসেন, মোঃ আজিজর রহমান (ইং), আবুল হাসান মোহাম্মদ সিরাজুল হক (ইং), মোঃ ফজলুর রহমান, মোঃ আবদুল লতিফ (২), আবুল খায়ের আবদুল আজিজ, মনসুর আহমদ, মোঃ হবিবর রহমান (ইং), মনির আহমদ।

কলিকাতা সেণ্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থিগণ

দ্বিতীয় বিভাগ

রশিদ আহমদ, মোঃ আবদুল করিম।

তৃতীয় বিভাগ

মোঃ লুতফর রহমান (১ইং), মোঃ লুতফর রহমান দরগাপুরী (২)।

[illegible] মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

আবুল হোসেন মোহাম্মদ হায়েস উদ্দীন।

দ্বিতীয় বিভাগ

আবুল ফজল মোহাম্মদ সইদুল ইসলাম।

ঢাকা দারুল উলুম মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

আবু সঈদ মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, আবুল মোকাররম মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, আবু সঈদ মোহাম্মদ আবদুর রহমান।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোঃ হাফিজুদ্দিন, মোঃ তমিজুদ্দীন।

তৃতীয় বিভাগ

মোঃ হাসেম আলী খান, মোঃ আবদুল গনি, আবুল বশর মোহাম্মদ শামসুল হক, মোঃ আসলেহ উদ্দী।

ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

মোঃ মোহাম্মদ উল ইসলাম, নাসমুদ্দিন আহম্মদ খোন্দকার (ইং)।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোঃ আবদুল ওয়াহাব, মোহাম্মদ উল্লা, হাফিজুদ্দীন আহমদ খান, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ আয়েত আলী।

তৃতীয় বিভাগ

মোঃ আবদুল হক, আবুল ফজল মোহাম্মদ মোমতাজুল করিম, হাফেজ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আবুল মকররম মোহাম্মদ জিয়াত আলী, মফিজুদ্দীন আহমদ, আবুল কালাম মোহাম্মদ, মোঃ আবদুর রহমান (১), মোঃ [illegible]লীউদ্দীন, মোঃ আবদুল বারী, মোঃ আবদুল খালেক (ইং), মোঃ হোসেন আলী (২), মোঃ আবদুল মজীদ।

চট্টগ্রাম দারুল-উলুম মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

[illegible] আবদুল খালেক (১), আবদুল খালেক (২), ফয়েজুল্লা, লুতফর রহমান।

[illegible]

সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা—চট্টগ্রাম

তৃতীয় বিভাগ

মোঃ হবিবর রহমান, মোঃ আলি আকবর।

তৃতীয় বিভাগ

মোঃ মুজিবুল হক, সোলতান আহমদ, বদিউর রহমান।

চট্টগ্রাম সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

[illegible]

আবুল [illegible] মোহাম্মদ বজলুল করিম।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ জামাতে হশ্‌তম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন [illegible]

প্রথম বিভাগ

[illegible], মোঃ হবিবর রহমান চৌ, মোঃ নজিবুল্লাহ, আবদুস সালাম, মোহাম্মদ খবির, [illegible] মোঃ আহমদ আলী খাঁ, খোন্দকার বদরুদ্দিন; মোঃ ইমামুদ্দিন; [illegible] মোঃ ইউসুফ আলী [illegible] মহিবুর রহমান (ইং); আলি আহমদ [illegible]

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাম্মদ আলী মোল্লা (পার্শী ও ইংরেজী), সৈয়দ গোলাম মোরতজা; মোঃ আজিজুল হক (ইং); মোঃ সালামত উল্লা; মোঃ আবদুল মঈন (ইং); মোঃ ওবায়দুর রহমান; আবু সঈদ মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (ইং); মুজিবুল হক (Sec A)

তৃতীয় বিভাগ

মোঃ মহীউদ্দীন (পার্শী ও ইংরেজী); মোঃ আবদুল করিম (ইং); আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল মান্নান; মোঃ আবদুল কুদ্দুস; মোঃ শামসুদ্দীন (Sec B); মোঃ নূরল হক (ইং); শাহ মোঃ আবুল খায়ের (ইং); মোঃ শামসুদ্দীন (পার্শী এবং ইংরেজী); মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আনসারী (ইং); আবু নাসার মোহাম্মদ আতাউর রহমান (পার্শী ও ইংরেজী); মোঃ আবদুর রাজ্জাক (ইং); মোঃ বজলুর রহমান; রফি উদ্দীন আহমদ; মোঃ রুহুল আমিন; মোঃ শামসুল হোদা (ইং); সৈয়দ মোঃ আবদুল হাই; মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ; ইসমাইল হোসেন; আবু সইদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন; মোঃ নূরল হোদা; মোঃ আবদুল হাকিম; সৈয়দ শাহ মোঃ মজহারুল হক; মোঃ আবদুল ওদুদ (১); মোহাম্মদ ইবরাহিম (ইং); আবুল ফজল মোহাম্মদ সেকেন্দার আহমদ; আবদুল লতিফ; মোঃ ইউসুফ হোসেন (ইং); মোঃ আবদুর রশিদ; মোঃ আজিজ উল্লা (পার্শী এবং ইংরেজী); মোহাম্মদ উল্লা; মোমতাজ উদ্দীন (১ Sec B); মোহাম্মদ আলী; মোঃ আবদুল জব্বার; আবদুল ফাত্তিন মোহাম্মদ সায়ফুল হক; মোঃ আবদুস সামাদ (১ ইং); আবদুল মতিন মোহাম্মদ মইনুদ্দীন খান।

কলিকাতা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

প্রথম বিভাগ

মোঃ গওহর আলী।

দ্বিতীয় বিভাগ

আবদুস সোবহান; গোলাম আহমদ।

তৃতীয় বিভাগ

ফজলুর রহমান; মোহাম্মদ বেনি আমিন (ইং), মোহাম্মদ আলী (ইং), আবুল হায়াত মোহাম্মদ কেরামত আলী, আবুল হাসান মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আবুল ফজল মইন উদ্দীন।

ফুরফুরা মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

আবুল হোসেন (পারশি এবং ইংরাজি)

দ্বিতীয় বিভাগ

আব্বাস আলি।

তৃতীয় বিভাগ

আশরাফ আলী (ইং), মোহাঃ সোলায়মান (ইং), আবুল আজাম মোহাম্মদ ইরফান উদ্দিন আবুল খয়ের আবদুল জব্বার (ইং), আবদুল আজিজ (ইং)।

সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

মোহাঃ আবদুল আলিম (ইং), মোহাঃ সাবেত আলী, মোহাঃ আবুল হাসান।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাঃ এফাজ উদ্দিন (ইং), মোহাঃ মইজ উদ্দিন।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ আবুল বাশার, মোহাঃ রাকিবুদ্দিন, মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম।

কলিকাতা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

দ্বিতীয় বিভাগ

শামসুল হক।

তৃতীয় বিভাগ

গাজি আবদুল জব্বার, কফিল উদ্দীন, আবদুল হাকিম।

ঢাকা দারুল-উলুম মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

মোহাঃ আলী আকবর, মোহাঃ আইয়ুব, মোহাঃ সেকান্দর খান, মোহাঃ এসহাক (১)।

দ্বিতীয় বিভাগ

আবুল বশর মোহাম্মদ ইউনুস।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ রমিজ উদ্দিন, আবদুল মজিদ, তমিজ উদ্দিন আহমদ, আবু সাবেক মোহাম্মদ ফজলুল করিম, মোহাঃ আশরাফদ্দিন খান, মোহাঃ ইদরিস (ইং), আবু নঈম মোহাম্মদ ফজলুল হক।

ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

মোহাঃ নূরর রহমান, মোহাঃ মহিবুর রহমান, আবু বকর মোহাম্মদ আবদুল হালিম, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আবদুল লতিফ (১), আবদুল কাদের।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাঃ ফজলুল হক, মোহাঃ আবদুল গনি (১), কাজি আমির হোসেন (ইং), মোহাঃ আবদুস সামাদ, মোহাঃ আবদুল্লা, মনসুরর রহমান, মোহাঃ কাসেম উদ্দিন, মোহাঃ এসহাক (২), মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ, মোহাঃ এসহাক (১) আবুল বশর মোহাম্মদ আবদুল গফুর, মোহাঃ ফজলুল করিম।

তৃতীয় বিভাগ

আবুল মোহসেন মোহাম্মদ ফজলুল হক, মোহাঃ আবদুল আজিজ খান, আবুল হোসেন মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন, মোহাঃ ইস্মাইল, আবু মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আবুল বশর মকবুল আহমদ, মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোহাঃ সইদুর রহমান (১ ইং), মোহাঃ সেকান্দর আলী, মোহাঃ আদম আলী, মোহাঃ আবদুর রহিম খান, মোহাঃ আবদুল মান্নান ভূঁয়া, মোহাঃ ফয়জুল হক, মোহাঃ এরফান উদ্দিন (ইং), মোহাম্মদ আবদুস সালাম।

ঢাকা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

মোহাঃ আবদুল হাই।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাঃ আবদুল জব্বার।

ময়মনসিংহ কাতলাসিন মাদ্রাসা

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ তাহের।

কলিকাতা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

দ্বিতীয় বিভাগ

আবদুল গফুর (ইং)।

তৃতীয় বিভাগ

আবদুল গনি।

ঢাকা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

প্রথম বিভাগ

মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ রমিজ উদ্দিন, মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম মোহাঃ আফতাবুদ্দিন মোহাঃ আশরাফ উদ্দিন মোহাঃ মনিরুজ্জামান।

ঢাকা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

তৃতীয় বিভাগ

সফি উদ্দিন।

চট্টগ্রাম দারুল-উলুম মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

আলী আজম, সোলতান আহমদ (১), আবদুস সামাদ শামসুল হোদা, আবদুর রহমান, আবু মোহাম্মদ, আবদুল কাদের।

দ্বিতীয় বিভাগ

বেলায়েত হোসেন মোনতাসের আহমদ, সোলতান আহমদ (১), ফয়জুল কবির, হাফিজ আহমদ (১), মোহাঃ খেজের, মোহাঃ আবদুল হক।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ এসহাক (২) ফায়জুল বখ্‌ত, আবদুল মান্নান, আহমদ হোসেন, আবদুল করিম, নূরল হক, গোলামুর রহমান, সৈয়দ আবদুল মতিন, আলম।

চট্টগ্রাম—সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা

দ্বিতীয় বিভাগ

ফয়জুল কবির, আবদুল ওয়াহাব খোরশেদ আলম।

তৃতীয় বিভাগ

গনি আহমদ, সালামত উল্লা, আবদুল মজিদ আবদুল হক, মোহাঃ তইয়েব, নূর আহমদ, সানাউল্লা বেগ।

চট্টগ্রাম সেণ্টরের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

প্রথম বিভাগ

নূর আহমদ।

দ্বিতীয় বিভাগ

ফয়জুল্লাহ।

তৃতীয় বিভাগ

সৈয়দ আহমদ।

আবুরহাট মুনিরুল ইসলাম মাদ্রাসা (চট্টগ্রাম)

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাম্মদ শুজায়াত আলী।

তৃতীয় বিভাগ

বজলুর রহমান।

চট্টগ্রাম সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

প্রথম বিভাগ

মোহাম্মদ নূরল হক, সিদ্দিক আহমদ, আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইলিয়াস, হবিবুর রহমান (১), রায়হানুদ্দিন।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাম্মদ হাফিজুদ্দিন (ইং)।

তৃতীয় বিভাগ

আবদুল লতিফ (২, ইং), মোহাঃ ওয়ালি উল্লা, মোহাঃ ইউনুস (১, ইং), মোহাঃ উমর, আবদুর রহমান (১, ইং), আবু খালেদ মোহাঃ সেকেন্দার, মোহাঃ আবদুল কাদের, আবুল ফরাহ মোহাঃ হেদায়েত উল্লা, আবুল খায়ের অলি উল্লা, মোহাঃ হবিবুল্লা, মোহাঃ আমিন উল্লা, মোহাঃ হাসান আলি, নূর মোহাম্মদ।

নোয়াখালি ভবানিগঞ্জ কেরামতিয়া মাদ্রাসা

প্রথম বিভাগ

মোহাঃ তাজাম্মল হোসেন খান, মোহাঃ আবদুল গফুর।

দ্বিতীয় বিভাগ

মোঃ বেলায়েত হোসেন, মোহাঃ গোলাম রহমান খান।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ রহিম বখশ, মোহাঃ মোমতাজুল করিম।

নোয়াখালী ফেনী মাদ্রাসা

দ্বিতীয় বিভাগ—মোহাঃ এসহাক।

তৃতীয় বিভাগ

সিদ্দিকুর রহমান।

নোয়াখালি বসুরহাট ইসলামিয়া মাদ্রাসা

দ্বিতীয় বিভাগ—আলি আজম।

তৃতীয় বিভাগ

আহমদ করিম, মোহাঃ এসহাক, বদিউর রহমান।

চট্টগ্রাম সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

প্রথম বিভাগ

আবু নইম মোহাম্মদ আবদুল করিম, মোহাঃ সইদুর রহমান।

দ্বিতীয় বিভাগ

নূর আহমদ (২), মোহাঃ মজিবুর রহমান, মোহাঃ এয়ার আলি, সৈয়দ আহমদ আবদুল গনি, মোহাঃ হাসান, হাফিজদ্দিন আহমদ, আহমদ উল্লা।

তৃতীয় বিভাগ

আবদুল খালেক, ওয়ালি উল্লা, মোহাম্মদ ইসহাক, আবদুল ওয়াদুদ (১), আমিনুল হক, বসিউল্লা, আবদুল হক, সিদ্দিক আহমদ, নূরল হক, নওয়ার আলি, সিদ্দিক উল্লা।

চট্টগ্রাম সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

দ্বিতীয় বিভাগ—সামসুদ্দিন।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাম্মদ জহুরুল হক, আবু নসর মোহাম্মদ শামসুল হক।

নোয়াখালী সন্দীপ বশিরিয়া আহমদিয়া মাদ্রাসা

দ্বিতীয় বিভাগ—মোহাঃ মুজিবুল্লা মুনির।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ আবদুল মাজেদ, সোলতান আহমদ।

চট্টগ্রাম সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থিগণ

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ আমিনুদ্দীন।

ঢাকা সেন্টারের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ

দ্বিতীয় বিভাগ

মোহাঃ আবদুল হালিম।

তৃতীয় বিভাগ

মোহাঃ আবদুল আজিজ।

—কে, আহমদ
প্রিন্সিপাল, কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেঙ্গল মাদ্রাসা সমূহের পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার।
১৪ই জুন, ১৯২৮।

অভাব-অভিযোগ

পোষ্টাফিসের অভাব

রাজশাহী জেলার রাণীনগর থানার অন্তর্গত রাতোয়াল একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী বিভাগীয় কাছারী আছে। বিদেশী একজন ম্যানেজার, অন্যান্য কর্মচারী ও পাইক বরকন্দাজ অবস্থান করেন। তৎসংলগ্ন ঠাকুর ষ্টেটের সাহায্যকৃত একটী বিরাট দাতব্য ডাক্তারখানা ও একটী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটী বালিকা মক্তব বিদ্যমান আছে। তাছাড়া স্থানীয় জমীদার আকন্দ পরিবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদঞ্চলের পল্লীগ্রামের মধ্যে রাতোয়াল একটী ভদ্র-গরিষ্ঠ স্থান এবং বিদেশীয় লোকের সংখ্যা এখানে খুব বেশী। এই গ্রামখানি পতিসর পোষ্টাফিসের অধীন। এই গ্রামে ১২ খানা সাপ্তাহিক, ৬ খানা পাক্ষিক ও প্রচুর পার্শ্বেল চিঠি-পত্রাদি আমদানী হয়। পতিসর পোষ্টাফিস এই গ্রাম হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তাহে মাত্র ২ দিন চিঠিপত্র বিলি হয়। ইহাতে স্থানীয় লোকের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অত্র গ্রাম হইতে রঘুরামপুর, রাণীনগর, পাঁচুপুর, চাম্পাপুর, কুজহী ও আত্রাই পোষ্টাফিস ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত। বিশেষ জরুরী কার্য্যের আবশ্যক হইলে মহা-বিপদে পড়িতে হয়। কয়েক বৎসর হইল পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট [illegible] করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। [illegible] স্থানীয় জমিদার মৌলভী মোহাঃ [illegible] আলী আকন্দ সাহেব পোষ্টাফিসের প্রাথমিক ব্যয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের স্বীকারোক্তি পত্রসহ দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল পান নাই। ইহা অতীব দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। রাতোয়াল গ্রামে অনায়াসে একটী পোষ্টাফিস খুলিবে সন্দেহ নাই। স্থানটী রাণীনগর হইতে আবাদপুকুর পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার মধ্যবর্ত্তী কুজহী গ্রাম হইতে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। রাণীনগর হইতে ডাক যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। এক্ষণে পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, ভদ্র-গরিষ্ঠ স্থানে উদ্যোগী ও ত্যাগশীল জমিদার মৌলবী মোহাম্মদ হযরত আলী আকন্দ সাহেবের প্রাথমিক ব্যয়ভার গ্রহণের স্বীকারোক্তি পত্র গ্রহণ করিয়া একটী পোষ্টাফিস স্থাপন করতঃ এতদঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের ডাক বিভাগের অভাব দূর করিতে আজ্ঞা হয়।

বিনীত—ডাক্তার শ্রীশশীকান্ত সেনগুপ্ত
রাতোয়াল দাতব্য চিকিৎসালয়, রাজশাহী।

ইসলাম গ্রহণ

১। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার অন্তর্গত বৈয়ারী গ্রাম নিবাসী হরিরাম শঙ্কর দাসের প্রথম পুত্র হরিশচন্দ্র দাস বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে উগ্রা গ্রাম নিবাসী মৌলবী শাহ্ মোহাম্মদ হোছায়েন সাহেবের নিকট উক্ত গ্রামের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার ইসলামী নাম দীন মোহাম্মদ রাখা হইয়াছে ও উপস্থিত মজলিসে মিছিরজো নামী এক বিধবা রমণীর সহিত তাহার শরিয়ত মত কার্য্য সমাধা করা হইয়াছে। তাহারা যেন ঈমান আমান বহাল রাখিয়া সংসার ধর্ম পালন করিতে পারে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রিপোর্টার—
শাহ্ মোহাঃ আবদুল আলী তালুকদার
উগ্রা কবিরবাড়ী, পোঃ ভালুকা, ময়মনসিংহ।

২। যশোহর জেলার অন্তর্গত মুন্সীনগর নিবাসী কৈবল্যচন্দ্র তাঁতীর মেয়ে পাঁচি দাসী ওরফে আশমণ্ড গ্রাম নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ কাসেম আলি সাহেবের নিকট স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সেই দৈবেই তেতুলিয়া গ্রাম নিবাসী মোহাঃ জিয়াউদ্দীনের সহিত তাহার নেকাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। তাহার মুসলমানী নাম জোহরা খাতুন রাখা হইয়াছে।

রিপোর্টার—সাজ্জাদ হোসেন
পোঃ মনিরামপুর, যশোহর।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহের হানাফীতে প্রকাশিত প্রেসিডেন্সি পাথিক পরীক্ষার ফলে মুদ্রা-প্রমাদ বশতঃ সামান্য কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। এইচ-এস-বি পরীক্ষার ফলে নওয়াব রুস্তম পাল (হাবনার হাট) এবং এইচ-এস-এম-এস পরীক্ষার ফলে হাসমত আলী শিকদার (পাইকহাট) ও অহিদ উদ্দিন সরকার (বোয়ালিয়া) হইবে। গত সপ্তাহে উল্লেখিত স্থানে যাহা ছাপা হইয়াছিল, তাহা ভুল।

কর্ম্মখালি

সিটী কলেজ—কলিকাতা

আই-এ এবং আই-এস-সি এই উভয় পরীক্ষায় সিটী কলেজ ইউনিভারসিটীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন হইতেই ছাত্র ভর্ত্তি করা হইতেছে। বি-এ এবং বি-এস-সি ক্লাশে ইংরাজী, দর্শন (Philosophy), সংস্কৃত, ইতিহাস, গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্রে (Chemistry) অনার আছে। বি-এ, ক্লাশের জন্য এডিশনাল বাংলা ভাষা এবং আই-এ ও আই-এস-সি ক্লাশের জন্য উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany) এবং সিভিক্‌স্ (Civics) শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। বহু সংখ্যক বিষয়ের কম্বিনেশন এর ব্যবস্থা আছে (A large number of combinations allowed)। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও কলেজের পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদিগকে কয়েকটী বিশেষ বৃত্তি প্রদত্ত হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এবং অন্যান্য মেধাবী ছাত্রদিগকে ফ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মহিলা ছাত্রীদের জন্য এবং যে সকল ছাত্র ফেল করিয়াছে তাহাদের জন্য—বিশেষ ক্লাশের বন্দোবস্ত আছে। গোঁড়া হিন্দু ছাত্রদের জন্য কলেজ-সংশ্লিষ্ট মেস্ আছে। ডাকযোগে দরখাস্ত করিলে বা অফিসে আসিলে প্রসপেক্টাস ও ভর্ত্তি হইবার ফর্ম্ম পাওয়া যায়।

প্রিন্সিপাল—সিটী কলেজ
কলিকাতা।

বঙ্গীয় মোস্‌লেমের অমৃত-সঞ্জিবনী

সম্রাট পয়গম্বর

সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফের অনুবাদক, সাহাবিয়া, প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা, মৌলুদ নফিসা প্রভৃতির লেখক খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তস্‌লিমুদ্দিন আহমদ বি-এল এর শেষ দান [illegible]

ইসলামধর্ম প্রচারক, ইসলাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনচরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস গ্রন্থ অবলম্বনে এবং হাদিসের উল্লেখসহ নূতন ধরণের বহু নূতন বিষয়সহ। ৫ খানি মনঃমুগ্ধকর হাফটোন চিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয়া আর্ট প্রেস
১৩৮নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

গোপালনগর টী কোং লিঃ

৩নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশনে কয়েকজন শিক্ষিত এজেণ্ট আবশ্যক।

এই চা বাগান গত ৮ বৎসর যাবৎ সুচারুরূপে অতি গৌরবের সহিত কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। ইহা হিন্দু ও মুসলমান ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমরা আশা করি, ডিরেক্টরগণ অতি শীঘ্র এই কোম্পানীর অংশীদারদিগকে সন্তোষজনক লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের

অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থাবলী

১। আলমগীর—দ্বিতীয় সংস্করণ ১৷৵০
২। সাদীর কালাম—দ্বিতীয় সংস্করণ ।৶০
৩। সুন্দর বনে ভ্রমণ কাহিনী ৸০
৪। আমার সাহিত্য জীবন ৷০

প্রাপ্তিস্থান—মখদুমী লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, বা ইসলামিয়া প্রিন্টিং হাউস, ১৬২নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible]

জরারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, অগ্নিমান্দ্য, পালা, জ্বর, প্লীহা, যকৃত সংযুক্ত ইত্যাদি [illegible] ১ দিনে ছাড়ে, সপ্তাহে প্লীহা, লিভার আরোগ্য হইয়া নূতন রক্তে শরীর অতীব শক্তিশালী হয়ে উঠে। [illegible] কবিরাজ ও রোগীগণ প্রশংসিত। ২১ বটী কৌটা ৸৵০ আনা, ৩ কৌটা ২৷০ আনা, ৬ কৌটা ৪৷০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।
জরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেনী, নোয়াখালী।

কালির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী করা ব্লাক ও লালকালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। বড় ১০০ শত ১৲ টাকা, ছোট ১০০ শত ৷০ আনা, বড় হাজার ৮৲ টাকা, ছোট হাজার ৪৲ টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৸৵০ আনা, হাজার ৮৲ টাকা মাশুল ।৵০ আনা।

এম, এন, উল্লাহ এণ্ড ব্রাদার্স
পোঃ তামগঞ্জ, নোয়াখালী।

সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহা সেই যুগান্তকারী [illegible] পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্খিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র [illegible] কোকা পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও যুবতীবৃন্দ তাহাকে পাইবার [illegible] রূপবান ভোজরাজকেও উপেক্ষা করিয়াছিল—ইহাতে সেই কোকা [illegible] সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা জগতের স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব [illegible], অসতী নিরূপণের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার [illegible] লাভ, সংসার-নীতি, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, রতিক্রিয়া [illegible]—কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোকা [illegible] আয়ত্ব করিয়া রমণীরঞ্জন হইয়া দীর্ঘজীবন লাভের আশা করিলে, এই [illegible] করিতে ভুলিবেন না। মূল্য একখানি পুস্তক ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।০
[illegible]স, সি, শীল—১৫৩, লক্ষ্মী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈবপ্রাপ্ত ধবলের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন, খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে; বহু পরিক্ষিত মূল্য প্রতি দুই রকমের ঔষধ ২।০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার "হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কালকাতা।

বিনা মূল্যে বিনা মাশুলে

চিঠী লিখিলে "নূতন খবর" নামক উপন্যাস পুস্তক বিনা খরচায় পাঠান হয়।
ইষ্টার্ণ এজেন্সী, ১০নং কলিন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

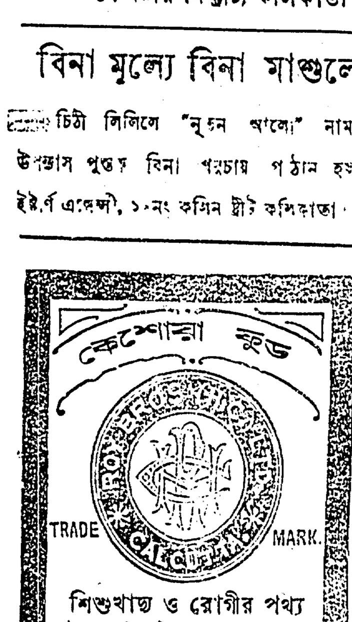

শিশুখাদ্য ও রোগীর পথ্য
ইহা এমনি পুষ্টিকর খাদ্য যে, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের লোক ভাত রুটীর পরিবর্তে শুধু ইহা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। বালক, বৃদ্ধ, যুবক সুস্থ বা অসুস্থাবস্থায় সকল সময়েই ইহা ব্যবহার যায়। এক আনার টিকেট পাইলে নমুনা দেওয়া হয়। উচ্চ কমিশনে সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
রায় ব্রাদার্স (এইচ, সি,) লিমিঃ
৬নং ওয়েলেস্লি স্কোয়ার, কলিঃ।

মজার ধূমপানে
বাত ব্যাধি নিরাময়

বিগত ৮০ বৎসর হইতে আমাদের হেকিমী মশলা তামাকের সহিত ধূমপান করিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী ভীষন বাত-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বহু প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। যাঁহারা বাত-ব্যাধিকে দুরারোগ্য বলিয়া হতাশ হইয়াছেন—তাঁহাদের একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। ১ শিশি মসলা ৩।০, মাশুল স্বতন্ত্র।
সোল এজেন্ট—আফলাতুন ফার্মেসী
পোঃ খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

দৈনিক ৫৬ উপার্জ্জন

বানি কোম্পানীর অর্ডার দিয়া কাজ করিলে দৈনিক ৫।৬ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। নিয়মাবলী দেখিয়া সর্ব্বসাধারণেই কাজ করিতে পারিবেন। পাঁচ আনার ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন। বিনা টিকিটে নিয়মাবলী পাঠান হয় না।
ম্যানেজার—বানি কোং
২১১ চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিনামুল্যে কোহিনুর বিতরণ

ইহা প্রাপ্ত হইতে চাহিলে একখানি পোষ্টকার্ডে নিজ নাম ধামসহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন। পত্র পাইলেই বুকপোষ্টে উহা আপনার সমীপে উপস্থিত হইবে। ইহা সর্ব্ব সাধারণকে তের লক্ষের উপর বিতরণ করা হইয়া গিয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—বৈদ্যশাস্ত্রী,
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোরআনের দোয়া ও ...

কোরআন শরিফ এর মহামূল্য রত্ন ইহার—কোন আয়েত আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায়, সে সমস্ত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণের উপকারার্থে মূল আরবী আয়েতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা অতি সহজে কামালিয়াত হাছেল করা যায়। সমস্ত দোয়া আয়েত পরীক্ষিত।
মূল্য ১ম খণ্ড ।৵০, ২য় খণ্ড ।৵০, ৩য় খণ্ড ।৵০, ৪র্থ খণ্ড ৵০।

আল্লার নাম মাহাত্ম্য

মূল্য দশ পয়সা।

পাঞ্জেছুরা

পাঞ্জেছুরার কোন ছুরার কি মাহাত্ম্য এবং প্রত্যেক ছুরার মূল আরবি এবং আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বলোক হইয়া যাইবে। মূল্য ৵০ আনা।

... বিধান

... ইসলাম ধর্ম বিধি ইহাতে ইসলামের বিধি, নিষেধ, আরকান, আহকাম, হালাল, হারাম, গোসল, তায়েম্মোম, নামাজ, রোজা, এক কথায় সকল বিষয় অতি সূক্ষ্ম সমালোচনার ও টীকা টিপ্পনীর সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা এমন সরল ও মধুর হইয়াছে যে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। ইহার ...
মূল্য সাত ।৵০ আনা; ১০ খানা একত্রে ৫৲।

বাঙ্গলা মেশকাত শরিফ

প্রথম ভাগ—১।০ আনা।

হাসির তোড়া—৵০ আনা

বিধবার মুক্তি—৵১০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—মোহাম্মদ নবির উদ্দিন খাঁ
৩৩৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

সচিত্র ইসলামী মাসিকপত্র
ভবদীপ

দ্বিতীয় বর্ষ।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় বর্ষে 'ভবদীপের' আকার প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রবন্ধ ছবি প্রভৃতির দিক দিয়াও ইহা অতুলনীয় হইবে। দ্বিতীয় বর্ষে ভবদীপের মূল্য বার্ষিক সডাক ২৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ভি, পিতে ২।০ টাকা লাগিবে। বিশ্বাসীদের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম পবিত্র ইসলামের প্রচারে যাঁহারা সাহায্য করিতে চাহেন, এখন হইতেই পত্র লিখিয়া দ্বিতীয় বর্ষের 'ভবদীপের' গ্রাহক হউন।
ম্যানেজার—ভবদীপ কার্য্যালয়।
৬নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press, 47, Ripon St. Calcutta.

ইসলামি আর্ট প্রেসের
নিত্য আবশ্যকীয় পুস্তকাবলী

স্বাট পয়গম্বর (খান বাহাদুর মরহুম মৌলবী তসলিমুদ্দীন আহমদ বি-এল,)	১।০
সাহাবিয়া (ঐ ঐ)	১।০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
হজরত ওমর (মোঃ সৈয়দ আবদুর রউফ)	২৲
সম্রাট জালাউদ্দীন (মোঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ)	১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	৷০
গুপ্তকথা (মি এস, ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)	১৲
তাপসী রাবেয়া (মোঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৵০
গাফেলা (ঐ ঐ)	৵০
মোসলেম পাক-প্রণালী (সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)	১।০

উর্দ্দ শিক্ষক। বাংলা ভাষার সাহায্যে বিনা শিক্ষকে উর্দ্দু শিখিবার বহি, ৩য় সংস্করণ প্রকৃত বাঁধাই মূল্য ৵০, ধনের সন্ধান ।০, কৃষক বন্ধু, হজরত মোহাম্মদ ।০, পাক নাম ৵৫ পয়সা, নামাজ শিক্ষক ৵৫, তা'লিমে নামাজ ৵৫, মোসলেম জগতে বিজ্ঞান-চর্চা ৵০, সুদ ও ঋণমুক্তি ।০, হক নছিহৎ ৵০, কলিকাতার হাঙ্গামা ।০, পতি-ভক্তি (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৷৵০।

ইসলামীয়া আর্ট প্রেস
১৮নং করেয়া রোড, কলিকাতা।

বঙ্গবিখ্যাত হাকিম মৌলবী বজলুল করিম সাহেব কৃত স্বর্ণঘটিত

বাদশাহী হালুয়া

তরল শুক্র গাঢ় এবং বীর্য্য উৎপাদন ও বাজি করণের মহৌষধ। স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, কোমরের ব্যথা, অল্প সময়ে বেতপাত ও স্ত্রীলোকের সুতিকা, গ্রহণী, বাধক এবং প্রদর রোগ এত মাত্রাতে উপশম। এক দিন ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। তিন দিন ব্যবহারে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধও যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল ঋতুতে সেব্য। মূল্য ৪০ তোলা ৩৲ টাকা, মাঃ ৷৵০ আনা। তিন টিন ৮৲ টাকা, মাঃ ।০ আনা।
মৌলবী হাকিম বজলুর রহমান
(দক্ষিণ মহিয়া লোকমানি মেডিকেল হল)
পোঃ—গুড়পুর, জেলা—নোয়াখালি।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বেতি)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ১৮৮৭ সালে আবিষ্কৃত হইয়া কত অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যাহার যত দিনের রোগ হউক না কেন এক সপ্তাহেই দাগ হইয়া ক্রমেই শরীরের স্বাভাবিক রং হইতে থাকে আক্রান্ত শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দূর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই, মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২।০ টাকা। বসু এণ্ড সন্স, ১০।১এ বকুলবাগান, ১ম লেন, ভবানীপুর।

নীরোগ থাকিবার উপায়

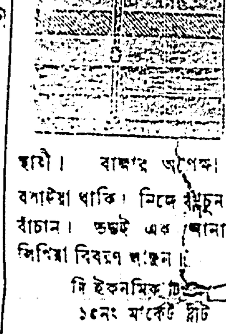

রোগের বীজাণু বর্জ্জিত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রতি ঘণ্টায় ১০০।১২৫ ঘড়া জল পাওয়া যায়। ২০০।২৫০ শত গৃহস্থের নিমিত্ত একটী নলকূপ যথেষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী। বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে কল বসাইয়া থাকি। নিজে বাঁচুন এবং প্রতিবেশীকে বাঁচান। অদ্যই এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিয়া বিবরণ লউন।
দি ইকনমিক টিউব ওয়েল কোং
১৫নং মার্কেট ষ্ট্রীট (·) কলিকাতা।

শাহী মোমছেক গুলি

অনার! আপনারা যাঁহারা বিজ্ঞাপনী ঔষধে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার আমাদের "শাহী মোমছেক গুলী" ব্যবহার করিয়া দেখুন। ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই হাতে হাতে ফল পাইবেন। যাহারা অধিকক্ষণ ইন্দ্রিয় পরিচালনের সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছুক, ইহা তাঁহাদের পক্ষেই আদরের সামগ্রী ও পরম বন্ধু। ইহা সুখ সময় বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ১ কৌটা ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
ম্যানেজার—"শাহী মোমছেক গুলী"
১১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরিয়তে-ইসলাম

গত তিন বৎসর হইতে প্রতি মাসে নিয়মিত বাহির হইতেছে। কোর্-আন, হাদিস, তফসির, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদ, পুরাণ, বাইবেল এর সহিত আলোচনা সহ মোসলমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভক্তি, খৃষ্টান প্রভৃতি এসলাম বিদ্বেষিগণের যুক্তি খণ্ডনে "শরিয়তে-এসলাম" নিয়মিত বাহির হইতেছে। ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব ইহাকে মতামত ও ফতোয়া এবং মওলানা হাজী রুহুল আমিন সাহেব প্রয়োজনীয় বহু মসলার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। মওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী ইহার সম্পাদক ও পরিচালক। সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার্থে বাৎসরিক মূল্য মাত্র ১৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ১।০ দিবা। আজই ইহার গ্রাহক হউন।
ম্যানেজার—শরিয়তে-এসলাম
১৩, গ্রান্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাশয় ও রক্তামাশয়ের
অব্যর্থ হাকিমী মহৌষধ

প্রতি কৌটায় ৬ মাত্রা ঔষধ থাকে, সাধারণ ৪ মাত্রাতেই আরোগ্য হয়। প্রতি কৌটার মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র। ৪ কৌটা একত্র লইলে ১৲ টাকায় দেওয়া হয়। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ব্যবস্থা পত্র কৌটার সঙ্গে থাকে।
তাফাজ্জল হোসেন খাঁ
পোঃ ভাঙ্গারিমনা, খুলনা।

বিনামূল্যে দাদের ঔষধ

সকল রকম দাদ তিনদিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। প্যাক ৵০, তিন প্যাক ৷৵০, ।৵০ মাশুলে। ১২ প্যাক ৩৲ মাশুলে ১ গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। ডাঃ শেমিল পাউডার ঔষধের মূল্য দাদের ঔষধের দাম। নমুনার জন্য লিখুন।
বি গোপাল এণ্ড কোং,
পোঃ নাটোর (৬) রাজসাহী।

'প্যস্টার কিওর'

পসপঁও বা ঘা পাল রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।
পসপঁও বা ঘা পাল অতি ভীষণ রোগ। এই রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক সুন্দর নরনারী দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন এবং লোক সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। ইহার একমাত্র প্রতীকার "প্যস্টার কিওর"—যে কোন প্রকার পসপঁও বা ঘা রোগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রনা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
ডাঃ কর্ণেল এণ্ড কোং
৩নং আস্তনী বাগান লেন, কলিকাতা।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া
সাত দিনে প্লেগোরিয়া আরোগ্য
অনারোগ্যে মূল্য ফেরৎ। ১নং শিশি শিশি ৩৲, ২নং শিশি ২৲
চৌধুরী ফার্ম্মাসী
৩৩।১ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার ওয়াল্টিজের আবিষ্কৃত
কিলজারম টনিক

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
লোকে ব্যবহার করে কেন?
যেহেতু ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজাণু নাশক, কম্পজ্বর, পালাজ্বর, ঐকাহিক জ্বর, দ্বৈকালিক জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, মেহঘটিত জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ... বিভুত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।
একবার ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
মূল্য—এক শিশি ৵০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান:—

কবির ব্রাদার্স

৭৬ নং আইস ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

ডাঃ এস, ডি, সাহেবের বহু প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী কৃত কতিপয় জগৎ বিখ্যাত ঔষধ।

বিফলে ১০৲ টাকা দণ্ড দিব।

ক্রিমি কেশরী

এক মাত্রা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি যথা—ফিতার মত বড় ও চেপ্টা—কেঁচুর মত বড় সূতার মত সূক্ষ্ম ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিমি মলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। মূল্য প্রতি পুরিয়া ।০ চারি আনা ডজন ২৲ টাকা। ডাকমাশুল পৃথক। অধিক লইলে কমিশন দেওয়া হয়।

পেইন কিউর

৫ মিনিটে ফল—সর্ব্বপ্রকার ভীষণ অসহ্য বেদনার সেবন মাত্র ৫ মিনিটে উপশম হয়, ... মূল্য ২৫ বটী মাজমাদি সহ ১৲ টাকা।

বিফলে ৫৲ পুরস্কার

উপরোক্ত ডাক্তার সাহেবের নিম্নলিখিত ঔষধগুলির অব্যর্থ গুণ প্রকাশ ... অধিক লইলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

মহা বাত রাক্ষসী তৈল

সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন স্থায়ী বাতের বেদনার অব্যর্থ আশু ঔষধ। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি পৃথক।

গণরীন কাম কিশোরী মোদক

গনোরিয়া অর্থাৎ প্রমেহের সকল রকম পূঁজ পড়া, জ্বালা-যন্ত্রণা নাশক, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ ... মূল্য ২ সপ্তাহ ৫৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অর মকরধ্বজ

শ্বাস কেশরী

সর্ব্ব শুক্র কেশরী

পরিমলোধ

অনল

বিখাউজের ঔষধ

ম্যানেজার—সমরুল ইসলাম ফার্মেসী
খাগড়া, পোঃ গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ।

বেহেশতের সোপান

এই পুস্তকে নামাজের পূর্ব্ব করণীয় ... সর্ব্ব প্রকার শিক্ষা বিষয় বিস্তারিতভাবে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল কোরআন

ইহাতে আরবী অক্ষর ... কোরআন শরিফ পাঠ করিতে পারে ... মূল্য ।০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—কারী এম, এ, জব্বার, পোঃ মাদারগঞ্জ, ঢাকা।
অথবা ম্যানেজার—হানাফী, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টরী কৃত

ইলেক্ট্রো ফিভারিন

কম্পজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর ... মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা ...

শ্বেতাঙ্গ অতি দ্রুত কুন্তলের কল্পতরু!

এই কথা শুনিয়া ... চুল উঠিয়া যাওয়া ... মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা মাঃ ।০ আনা।
আর, আজমল এণ্ড কোং
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

মহাবল রসায়ন

THE GREAT NERVE-VIGIOR.

যৌবনের চাঞ্চল্য যাহাদিগকে অকালে বার্দ্ধক্যে পরিণত করিয়াছে, আল্লার রহমতরূপে মহাবল রসায়ন তাহাদিগের নষ্টস্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিবে। ধ্বজভঙ্গ, শুক্র-তারল্য, মেহ, প্রমেহ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে ইহা অমৃত স্বরূপ। মাত্র এক মাত্রা সেবনে সঙ্গমশক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিবাহকে সুখ ও পবিত্রতা করিতে পারিবেন। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।
শঙ্কর ঔষধালয়,
১৬১ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

ডাক্তার এস, কে, রায়ের কৃত

ম্যাগনেটীক পিল

(অপ্রাপ্য বয়সে ... ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ধাতু পীড়ায় অব্যর্থ ফলপ্রদ।)
ইহা উৎকৃষ্ট বলকারক ও স্নায়ুবিধানের পরিপোষক উপাদানে প্রস্তুত, সুতরাং ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ ও শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিকৃতি দূর করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও যৌবনোচিত শক্তি ও সামর্থ প্রদান করিতে অদ্বিতীয় মহৌষধ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩০ বটিকা ১।০ দেড় টাকা।
প্রোপ্রাইটর—ডাক্তার এস, কে, রায়
পোঃ অমৃতবাজার, (বেঙ্গল)

বিনামূল্যে সিল্কের চাদর ঘড়ি

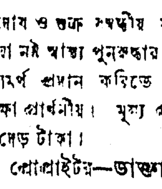

আমাদের ১৬ শিশি সুগন্ধযুক্ত কমলা কেশ তৈল কিম্বা ১৬ কৌটা দাদের মলম লইলে রেশমি আচলা ওয়ালা সিল্কের চাদর ১ খানি, ফ্যান্সি টয় রিষ্ট ঘড়ী একটী, সুন্দর পাথর বসান আংটি ১টী, ফ্যান্সি রুমাল ১ খানি, ফ্যান্সি হাতের কলার বোতাম এক সেট, পানের মসলা ১ কৌটা, গোলাপ ফুলের আতর ১ শিশি সহ মূল্য ৪৲, মাশুল ।৵০। এস, সি, শীল ১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, হাটখোলা, কলিকাতা।

১০৬৭ নং রেঃ কৃত আরমার

মিঠাবড়ি

ইহার আশ্চর্য্যত এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং রুচিকর অথচ ইচ্ছাধীন ঔষধের পথ্য। দিনে জ্বর ছাড়ে, ৩ দিনে প্লীহা ও যকৃৎ কমে। অরে, বিজ্বরে সেবন চলে। প্যাকেট ।০ আনা, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲ টাকা। সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই।
ভারতের সোল এজেণ্ট—
ডাঃ এ, এণ্ড আ ঘোষ, পোঃ নড়াইল, যশোহর।

মধ্যে একদিন মালিশ করিলে বাত ব্যাধি যেরূপ দিন রোগেরই হউক ভাল হইবে। মাত দিনে একশিরা বাত, গেঁটে বাত, ঝিঁঝিঁ বাত, হাত পা অবশ হওয়া এমন কি সর্ব্বপ্রকার কঠিন ও দুরারোগ্য বাত ব্যাধি আরোগ্য হইবে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, একত্রে ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।
ডাঃ ফকরুদ্দিন কোং,
পোঃ মনোহরপুর, জিলা ত্রিপুরা।

ড্রাম /৫ ড্রাম /১০

বিশুদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

যাবতীয় ঔষধাদি বাজার অপেক্ষা সুলভে পাওয়া যায়। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।
পি, কে, দত্ত এণ্ড কোং
১নং বটকৃষ্ণ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে
রায় সাহেব ডাক্তার ... সি, দাসের

কাম বিজ্ঞান

স্বাস্থ্য সহায় ...
৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আবে রহমত
(রেজেষ্টারী)

অনুপান ভেদে—
মাত্র ছয় আনায় প্রকার পীড়ার মহৌষধ
ব্যবস্থাপত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত।

কলেরা, নেবনা, শূলবেদনা, হাঁপানি, মেহ, কাসি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আরোগ্য হয়। বিছু ও বিষাক্ত পোকার দংশনে আশু উপকারী। যিনি ইহা ঘরে না রাখিবেন, তিনিই নানাবিধ আপদ বিপদ হইতে অতি সহজে মুক্তি পাইতে পারিবেন। আবে রহমত সেবনে আল্লাহর ফজলে ৫ লক্ষ লক্ষ রোগী রোগ মুক্ত হইতেছেন। পুনিও এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
ভিঃ, পিঃ, তিন শিশির কমে হয় না।
তিন শিশির মূল্য ১৲, মাঃ ৷৵০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪।০ আনার ঔষধ খাওয়াবাদীর নানাবিধ কলপের তৌ ঔষধ ও কেশ তৈল বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা থাকে। এজেণ্টদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দেয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন
ঠিকানা—ম্যানেজার এস, যোগিনিয়া
... যশোহর।

তাবিজে শেফা

সুসংবাদ! আল্লার রহমত!! সুসংবাদ!!!
জটিল ও দুরারোগ্য রোগসমূহের আশুপ্রতিকারক বালা-মছিবত বিনাশক

তাবিজে শেফা

পবিত্র কোরান শরিফের বিশেষ বিশেষ আয়েত দ্বারা এই তাবিজ প্রস্তুত ... পীর সাহেব কেবলা এই তাবিজ ... কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষা, রক্ত আমাশয়, সর্প-বিষের প্রতিষেধক ... মূল্য ১৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা ...
প্রাপ্তিস্থান:—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিকৃত-স্বাস্থ্য ও পুরুষত্বহানি দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ!

জিমোনা

অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনা বা অত্যাচারে অকালে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন ... এই "জিমোনা" ব্যবহারে ... মূল্য প্রতি কৌটা ১।০ মাঃ ।০।
ঠিকানা:—জিমোনা ফার্মেসী
৮০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, পার্শিবাগান, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবার

মোজেজা আমাদের হুজুর আলা মওলানা হাজী মোহাম্মদ কসম আমিন সাহেব কর্তৃক ... প্রস্তুত।

১। নাফেওল মোছলেমিন বা মসায়েল তত্ত্ব

যাহাতে কোরান হাদিস ও ফেকার মতে সর্ব্বপ্রকার ... মূল্য ১।০ আনা।

২। নাড়ী কাটার ফৎওয়া

নিজেরা নাড়ী কাটা হারাম কিনা? ... মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
মনিরামপুর, পোঃ লেবুতলী, খুলনা।

ষ্টুডেণ্ট লিভার ওয়াচ

এই ঘড়ী দেখিতে অতি সুন্দর, মজবুত ও সঠিক সময় দেয়, ... মূল্য প্রতিটি ... ছয় বৎসরের গ্যারাণ্টি ...
জুবিলিয়ান ওয়াচ কোং
৪৫।১৩, বৌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৫৭।২ নিৰ্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টী করা

এখানে ঘরে বসিয়া ... ৪ বৎসরে পরীক্ষা দিতে পারা যায় ... ডিপ্লোমা প্রদান করা হয় ... মূল্য ৩৲ টাকা। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য ... নিৰ্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন।

আছান এলমে ক্বারায়েজ
বা
সরল ফারাজ (হানাফী মতে)

১। সুবিখ্যাত উকীল আঃ এম, সাহান কৃত ইং ১৯২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটের গ্যাজেটেড বহিখানা।
২। অতি সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ফারাজের পুস্তক। এই পুস্তক পাঠ করিয়া সহজ নিয়ম অতি সুন্দর ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণ যত রকম ফারাজের প্রশ্ন হইতে পারে এই গ্রন্থে সেই সকল ফারাজ করিয়া দিয়া এক বৃহৎ উদাহরণমালা দেওয়া হইয়াছে। ...
৩। মাত্র উদাহরণমালা হইতে ফারাজ বাহির করার নিয়ম—মনে করুন কোন মৃত ব্যক্তির মাতা বধু, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রী ও ভগিনী আছেন, আপনি ইহাদের মধ্যে অংশ জানিতে চাহেন। ...
সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে মূল্য ১৲, মাঃ ।৵০ করা গেল। ডাঃ মাঃ সমেত ।৵৩০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পুস্তক পাইবেন।
প্রাপ্তিস্থান:—মুন্সী ফজির উদ্দিন আহমদ,
ম্যানেজার, ফারাজ অফিস, পোঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলা রংপুর।

তাবীজুররহমতোলআলামিন

মোহর্রম ও আদেশ পাকের জন্য প্রচারিত
... এই তাবিজ বিশেষ কার্য্যকর ... মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা।
প্রাপ্তিস্থান:—মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
২নং গ্রান্ট ষ্ট্রীট, চাঁদনী, কলিকাতা।

কফিলুদ্দীন মখলুম প্রাদার্সের
পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ

প্রাপ্তিস্থান:—২৮ নং কলুটোলা রোড, কলিকাতা।
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।
বিক্রম বেগম—১।০, পুরের হাওয়া—১।০, ছেলেদের শাহনামা—১।০, হজরত বড় পীর ৷৵০, রাজমুকুট ২৲, আরব জাতির ইতিহাস—১ম খণ্ড ১।০, তৃতীয় খণ্ড ১।০, বক্তা—১৲, চমৎকার জামানা—১।০, তাপসিকরণ—৷০।

গণোরিয়া, পারা ও গর্ম্মী

... দূষিত হয় ... শীতল বিন্দু ব্যবহার করুন ... মূল্য ১ শিশি ১।০, ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা।
কবিরাজ জি, পি, ভট্টাচার্য্য বৈদ্যশাস্ত্রী,
২২৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কি চাই?

আমাদের দোকানে নানা রকম কাপড়ি শাল, আলোয়ান, লুঙ্গি, ফ্যাক্স, মার, প্রভৃতি শীত বস্ত্র; ঘুড়ি, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি দেশী ও বিলাতি কাপড়, বেনারসী শাড়ী, দোপাট্টা, ঢাকাই প্রভৃতি বিলাতের উৎকৃষ্ট কাপড়, জাপানী, গালিচা, সতরঞ্চি, চুমকী, শাল প্রভৃতি ... বিক্রয় হয়।
ছাজা মোহাম্মদ সাকরউল্লা আতিক
... (চিৎপুর) কলিকাতা।

হজরত পীর সাহেব কেবলার অভিমত।

আমি ভাই আবদের সহিত শুনিলাম যে, মৌঃ মোহাম্মদ শরফুদ্দিন সাহেব বঙ্গীয় ... কোন ... প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে দীর্ঘ পরিশ্রম করিয়াছেন ... আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করি ... তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি ... পাঠ করিয়া দেখুন।
(স্বাঃ) মোহাম্মদ আবুবকর।

আমাদের নিকট বিবিধ পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত
কয়েকখানি নমুনাস্বরূপ প্রদত্ত

১। মূলা ফরেছ ও তৎজীব—মোহাম্মদ ... ৷০
২। রমজানের খুতবা— ... ৵০
৩। তনবীরুল ইমান, ১৮ খণ্ড—হজরত শরফুদ্দিন সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত ও উর্দু-বঙ্গানুবাদ ... ১৲
৪। হজ-সর্ব্ব—হজ সম্বন্ধে ... ১৲
৫। মহিলাদের ... ৵০
৬। এন্তেখাব ... ৵০
৭। মুসলমান বিধি ... ৵০
৮। শাফায়াত ... ৵০

প্রাপ্তিস্থান—কফিলুদ্দীন আহমদ এণ্ড কোং
মুসলিম প্রাবলেটেড লাইব্রেরী
৬৮নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

টেল এণ্ড কোম্পানির দাদও কাউরের অব্যর্থ মলম

বিনা যন্ত্রণায় পাঁচড়া, চুলকানি, দাদ, কাউর, ... একদিনে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। মূল্য এক কৌটা ।০, তিন কৌটা একত্রে ৷৵০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান:—টেল এণ্ড কোং, বরানগর, কলিকাতা।

অমৃত লালসা

এই বর্ণ্মান অদ্ভুত লালসা সেবনে দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ... সকল রোগ ... মূল্য প্রতি শিশি ... ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
১৩।১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সর্ব্ব ব্যক্তির প্রশংসনীয়—চর্ম্মরোগের যম—ত্রিশূল মার্কা

নিমসার-তৈল

২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।
খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, দাদ, হাজা, পাঁজরে গর্মী-ঘা, গাছ-ঘা, গোড়, নালী ও পচা-ঘা ... আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ।০, মাঃ ।৵০, বড় বোতল ৷৵০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান:—
কারবার আর, সি, কবিরত্ন—৮০ নং (৩) বাগ বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

মাসিক	প্রতি ইঞ্চি	প্রতি সংখ্যা	৮০ আনা।
ষাণ্মাসিক	"	"	।৶০ আনা।
বার্ষিক	"	"	।০ আনা।

সংবাদ-পৃষ্ঠা সাধারণ হারের দ্বিগুণ। কর্মখালী প্রতিইঞ্চি ১৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা।

"হানাফী" নিয়মাবলী

১। হানাফী—প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।
২। সহর মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা; মাশুল স্বতন্ত্র।
৩। বৎসরে যদি সপ্তাহ বন্ধ থাকে, তাহা ছাড়া ৪৮ সংখ্যা পাইবেন।
৪। গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
৫। পত্রোত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।
৬। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ পূর্বে পত্র লিখিতে হইবে।
৭। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

ম্যানেজার—"হানাফী"
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুক্ল বর্ষ] ২৭শে মহরম ১৩৪৭ হিঃ | সোমবার—৩২শে আষাঢ় ১৩৩৫ | ইংরেজী ১৬ই জুলাই ১৯২৮ | [৪৮শ সংখ্যা

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের পরীক্ষিত ও প্রশংসিত

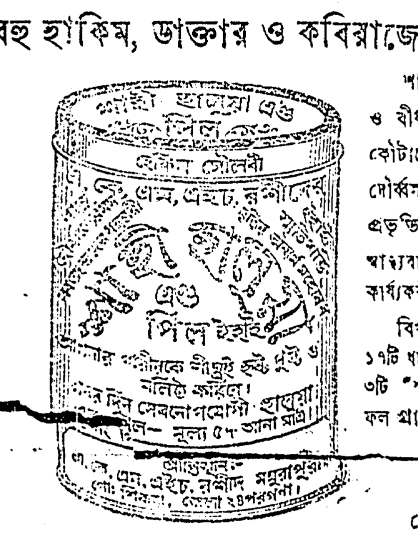

শাহী হালুয়া—ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য, বাজীকরণ ও বীর্যস্তম্ভনের অব্যর্থ মহৌষধ। মাত্র এক কৌটাতেই আপনার শরীরের যাবতীয় ধাতুদৌর্বল্য, অজীর্ণ, স্বপ্নদোষ, অম্লিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া আপনাকে বলবান করিবে। যাবতীয় স্ত্রী-রোগে বিশেষ কার্য্যকরী।

বিখ্যাত ডাঃ এম, রহমান বলেন,—"আমি ১টি ধাতু-দৌর্বল্য রোগীর প্রয়োগের পর পর ৩টি "শাহী হালুয়া" সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"

ম্যানেজার—শাহী হালুয়া
কারখানা—মধুপুর।
পোঃ শিকড়া কুলীনগ্রাম, ২৪ পরগণা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ভূষিত কোন প্রবীন প্রধান চিকিৎসক কর্তৃক আবিষ্কৃত ও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এবং ভারতীয় ডাক্তারগণ দ্বারা অনুমোদিত ও প্রশংসিত, গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারিকৃত

দেবেন্দ্র রস

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্বপ্রকার পুরাতন, পালা, ঐকাহিক, দোকালীন, মজ্জাগত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি নির্দোষরূপে ও সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই সমান উপকৃত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ...

কোন কবিরাজ—সাইন্স মেডিকেল হল
৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মফঃস্বলে সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

মহারাজ দেবেন্দ্র রস ... আলাপচারী ...

খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ডাক্তার "দেবেন্দ্র রস" সম্বন্ধে বলিয়াছেন ...
দেবেন্দ্র কানন—শ্যামপুর রোড, বেহালা।
ক্লাইভ মেডিকেল হল—প্রতি শনিবার বেলা ৩টা হইতে ১১টা।

কোরআন শরীফ

উর্দ্দু তরজমা সহ
বঙ্গানুবাদ

চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে

প্রথমে একলাইন আরবী ও আয়েতের নিম্নে উর্দ্দু তরজমা ও তাহার নিম্নে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং হাশিয়ায় তফসির দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৫, ৬ টাকা।

আলজাহারী বুক এজেন্সী
৩০ নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।

৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

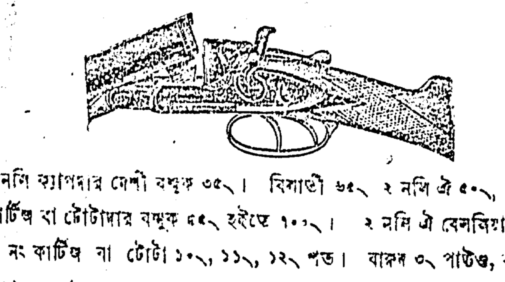

এক নলি ও দুই নলি বন্দুক ... বিলাতী ৮০৲ ... রিভলভার ... টাকা।

সুধাকর সালসা

রেজিষ্টার্ড

এই সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরে নূতন বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন, নবযৌবন লাভ, শরীর সবল, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ... মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

হাকিম মোহাম্মদ জমির উদ্দিন আহমদ
মোলস্তার কার্যালয়—নারী পরশপুর, পোঃ কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু ডাক্তারের প্রশংসিত

শান্তিরক্ষা সালসা

যাবতীয় বাত, বেদনা, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোস, পাঁচড়া ও চর্মরোগ বিনাশ করিতে ও থাতুপুষ্টি, দেহে বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা বহু দিন হইতে বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত। স্বরাই বিবর্জিত। সর্বঋতুতে সেবনীয়।

হেড অফিস:— | মূল্য ৩৲ | ব্রাঞ্চ অফিস:—
৪০১৩ (খ) অপার চিৎপুর রোড | কালকাতা। | ৩১২ (খ) বর্দ্ধমান ষ্ট্রীট।

কি চাই?

আমাদের দোকানে নানা রকম কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান, দুই, র‍্যাপার, মফঃস্বল মুৎসুদ্দীর জন্য বাজার অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রয় হয়। ...

হাজী মোহাম্মদ নাজাত উল্লাহ মালিক
১নং ক্রাউট ষ্ট্রীট, (টিমবা) কলিকাতা।

গুণের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-মাহিত

অমৃতকুণ্ড সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন। দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

'স্বর্ণঘটীত অমৃতকুণ্ড সালসা' সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে। পারদ ও উপদংশ বিষ, বাত, রক্তদুষ্টি, খোসপাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ।০, তিন শিশি ২।০ টাকা, মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং ধীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা

চতুর্থ সার্টিফিকেট।

রংপুর জেলার অন্তর্গত ... মৌলবী মোহাম্মদ বশিরুজ্জামান সাহেব লিখিয়াছেন,—"আমি কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ..."

শালিখা কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি
৬নং হরগঞ্জ রোড, শালিখা (হাওড়া)।

ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলার অভিমত।

আমি অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মোঃ খোন্দকার আব্দুল জব্বার সাহেবের ... আমি তাঁহার উন্নতি কামনা করিতেছি।

(স্বাক্ষর) মোহাম্মদ আবুবকর

সত্বাধিকারী—মসলিম আহমদ এম-এ,
মুসলিম আক্‌মেটিক লাইব্রেরী
৮৮ নং আহমেদশেখী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেতাব

ক্ষুদ্র ও কামেল পীরের এজাজতে প্রকাশিত

এই তাবিজের যোগ্য সম্পর্কে নানা ধরণের প্রমাণিত ... হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের তিন শত বছর ধরে বড় বড় আলেম, ফাজেল, পীর সাহেব, গওছ, কুতুব প্রভৃতি দ্বারা ... পরীক্ষিত।	আল্লার কালামের কেরামত জালালী তাবিজ	আল্লাহের বাক্য বা কালাম হইতে রচিত। অব্যর্থ ফলপ্রদ।

এই পাক তাবিজ হিন্দুস্থানের ৩০০ শত বছর ধরে বড় বড় আলেম, ফাজেল, গওছ, কুতুব, পীর, দরবেশ ... দ্বারা পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ...

প্রতি তাবিজের হাদিয়া ১৷০, তাবিজ সহ ২৷০ ...

প্রাপ্তিস্থান :—
খাদেম—জালালী তাবিজ
কারখানা ৪—৩।১ নং বিদ্যাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ !! সুবর্ণ সুযোগ !!!

৪৲ টাকায় ৫টি পেটেণ্ট লিভার ওয়াচ

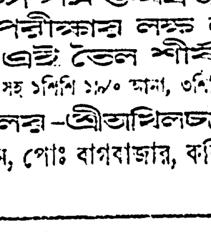

এই ঘড়ি ৫ বৎসর গ্যারাণ্টী। ... সম্পূর্ণ নূতন প্যাটার্ণ ... মূল্য ৪৲ টাকা, মাঃ ।৵০ আনা।

সমালাবান এণ্ড কোং
১৫ নং অমবিয়া ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ইউনানী চিকিৎসার পুনরুজ্জীবন

হেকিমী ঔষধের বিনা আশ্চর্য্য ফল।
রোগীর স্বাস্থ্য ও ব্যবসায়ীর ধনলাভ।

হুবেন আজম—ইহা সর্বপ্রকার ধাতুরোগের শক্ত বিরুদ্ধে ...

হোসেন স্মৃতি—সর্বপ্রকার দাদ কাউর চুলকানি ...

সুপ্রাপ্তরাল ... হামেদ-কান্দাফিল ... যৌবনবাহার তৈল ... মহাশক্তি ... সমস্ত অপরিমিত ...

ঠিকানা
হাকিম. তাহিরপুর

সন্দকার এণ্ড সন্স
পোঃ আহেরপুর, রাজসাহী।

সর্বজন মনোরঞ্জন সচিত্র গ্রন্থাবলী

দেশ-প্রসিদ্ধ প্রবীন সাহিত্যিক মৌলবী শেখ ফজলুল করিম—
সাহিত্য-বিশারদ, কাব্য-রত্নকর, নীতি-ভূষণ প্রণীত

১। লায়লী-মজনু—সর্বজন প্রশংসিত মির্জা হাফেজ ... মূল্য ১৲ ...
২। পথ ও পাথেয়—(২য় সংস্করণ)। ...
৩। হাফেজের কবিতার বঙ্গানুবাদ ... মূল্য ৷০ আনা।
৪। সোনার বাতি। ...
৫। চিন্তার চাষ। ...
৬। বিবি রাহিমা। ...
৭। বিবি ফাতেমা। ...
৮। আফগানিস্থানের ইতিহাস। ...
৯। শ্রীশ্রী-উজাজ ...
১০। বেন মুসলমান হইলাম। ...
১১। বেহেশতের ... মূল্য ৷৶০ আনা।

মজিদিলা লাইব্রেরী—ঢাকা।
কলিকাতা ও চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে।

জ্ঞানকোলানাড়ক পরিষ্কারকপারাগর্মিও বাত নাশক বলবৃদ্ধিকারক লেবনকালে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৷৵০ ৩ শিশি ৪৷৵০।

বাত ও বেদনা নাশক তৈল

এই তৈল মালিস করিলে বাত, গেঁটেবাত, সন্ধি-স্থলে বেদনা, পক্ষাঘাত, ফিকবেদনা, কোমর ও পায়ের জন্য বেদনা, উরুস্তম্ভ হইতে পতিত জন্য বেদনা প্রভৃতি অতি শীঘ্র নিরোগ্য আরোগ্য হয়। ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য হইয়াছেন ...

কবিরাজ ডাক্তার শ্রীঅম্বালালদ্র শ্রীল।
১৫। ৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে

এই ইজিনে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থ পত্রীকা দিয়া এল-এম-এস, উপাধি প্রাপ্তির ... বিশেষ বিবরণের জন্য ... মাত্র।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭/২ বিবেকানন্দ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী কৃত

এমেরিকান কিং টনিক পিলিউলস

এই পিলিউলস এর এত আদর কেন?

ইহা বিশুদ্ধ এমেরিকান ঔষধ, যাহারা প্রমেহ, বাতরোগ ও মানসিক দুর্বলতায় নিতান্ত ... ধাতুদৌর্বল্য ... আরোগ্য হইবে।

প্যারিস প্রাষ্টার

দি এমেরিকান ফার্মাসিউটিকাল হাউস
৪২নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বেহেশতের সোপান

এই পুস্তকে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ... প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে। ... মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল কোরআন

ইহাতে আরবী অক্ষরের সহিত উচ্চারণ ... মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—কারী এম, আ, জব্বার, পোঃ মধুনগর, ঢাকা।
অথবা ম্যানেজার—হানাফী, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্ণ-ফলবৃক্ষ

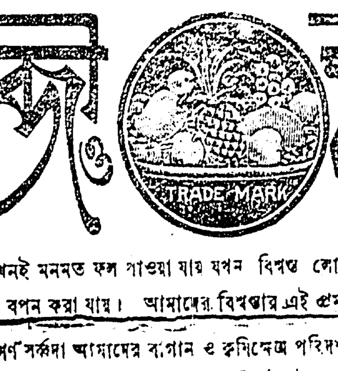

আবাদে অত্যন্ত মনমত ফল পাওয়া যায় ... চারা ও বীজ লইয়া বপন করা যায়। ...

এম, জে, কে, চৌধুরী
সত্বাধিকারী—গোলাবাড়িয়া কবিকেন্দ্র ভূঁইয়াপাড়,
নাটোর—রাজসাহী

টোল এণ্ড কোম্পানির দাদওকাউরের অব্যর্থ মলম

বিনা যন্ত্রণায় যাবতীয় দাদ, কাউর ঘা, গরল, জলশুষা ও পাঁচড়া প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত ... মূল্য ১ কৌটা ।০, তিন কৌটা ৸০ আনা ...

প্রাপ্তিস্থান :—টোল এণ্ড কোং, বরানগর, কলিকাতা।

বিকৃত-বার্দ্ধক্য ও পুরুষত্বহানি দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ জিমোনা

ধাতুবিকার, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ... "জিমোনা" ... মূল্য প্রতি কৌটা ... টাকা।

ঠিকানা :—জানজিং এণ্ড কোং
৬৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, পার্শিবাগান, কলিকাতা।

কুষ্ঠ

চিকিৎসা কেন্দ্র

৯১ রিডন ষ্ট্রীট

সর্বপ্রকার ক্ষত, কুষ্ঠ, গলৎ-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পারা, গরমী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

ডাঃ এস, ডি, সাহেবের বহু প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী কৃত কতিপয় জগৎ বিখ্যাত ক্রিমির ঔষধ।

বিফলে ১০৲ টাকা দণ্ড দিব।

ক্রিমি কেশরী

একমাত্রা সেবনে সর্বপ্রকার ক্রিমি যথা ফিতার মত বড় ও চেপ্টা—কেঁচুর মত সরু ও সূতার মত সূক্ষ্ম ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিমি যাবতীয় মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। মূল্য প্রতি শুরিয়া ৷০ চারি আনা ডজন ২৲ টাকা। ডাকমাশুল পৃথক। অধিক লইলে পাইকার ও এজেন্টদিগকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার—সমতুল ইসলাম ফার্মেসী
খাগড়া, পোঃ পাইকরা, ময়মনসিংহ।

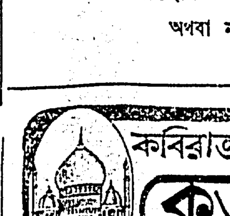

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের

কেতকী কুসুম তৈল

সৌগন্ধে ও উপকারিতায় কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে, এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,
কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার

আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল"

ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরাৎ ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।০ আনা, ৩ শিশি ২।০ মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,
২নং ধীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

"তোমরা একত্রে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"
(কোর্‌আন)

২৭শে মহরম—১৩৪৭ হিজরী, সোমবার
৩২শে আষাঢ়—১৩৩৫ সাল।

বর্ষ-বিদায়।—আল্লাহতায়ালার অপার করুণায় "হানাফীর" কর্ম্ম-জীবনের তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। "হানাফী" বঙ্গীয় মোসলেম [illegible] সমাজের যে সঙ্কট সময়ে স্বর্গীয় ইসলামী আদর্শ প্রচার, জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণ ও সমাজ-সেবার মহান্ ব্রত বরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যেরূপ অভাব-অনাটন ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং যেরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণের কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া "হানাফী" তাহার বর্ত্তমান সাফল্যের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং সেই সু[illegible] করা যায়। সমস্ত [illegible] "হানাফী" আজ সমাজের আত্ম-নির্ভরশীল সত্যপরায়ণ সেবকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছে, বর্ষ-বিদায়ের এই মঙ্গল-মুহূর্ত্তে সেই সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় রব্বুল-আলামীনের সহস্র শোকর-গোজারী করিতেছি এবং আমাদের যে সকল সহৃদয় বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষী গ্রাহক-পাঠক আমাদিগকে নিঃস্বার্থ ভাবে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, এই সুযোগে তাহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অনন্তর "হানাফীর" আগত বর্ষের কর্ম্ম-জীবনের গম্যপথ কুসুমাবৃত হউক, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

দুর্ভিক্ষ ও গবর্ণমেণ্ট।—বিগত ১১ই জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতার প্রতিবাদ করনার্থ এক 'মুলতবি' প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটী বহু সংখ্যক ভোটের আধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। দেশের চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের যে ধ্বংসকর রুদ্র-মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকোপে হতভাগ্য দরিদ্র দেশবাসী দিন দিন যেরূপ ভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া চলিয়াছে—অনাহার, অর্দ্ধাহার ও কদাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন যেরূপভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রত্যহ সংবাদপত্র সমূহে তাহার অসংখ্য মর্ম্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশিত হইলেও এবং দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত জনসাধারণ কাতরকণ্ঠে দেশের মালিক সরকার বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেও, গবর্ণমেণ্ট এ যাবত দুর্ভিক্ষ-দমনের বিশেষ কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে মাত্র কয়েক হাজার টাকা সাহায্য এবং সামান্য কিছু কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট শাসকের পবিত্র দায়িত্ব পালন করিয়াছেন! সুতরাং দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা শক্তিমান সরকার বাহাদুরের এই শোচনীয় উদাসীনতার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কাউন্সিলের 'মুলতবি প্রস্তাব' এই বিক্ষোভেরই ফল মাত্র। এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর, এখন যদি গবর্ণমেণ্টের চৈতন্যের সঞ্চার হয়, যদি গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তব্য-ত্রুটী ও উদাসীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তবেই সুখের বিষয় হইবে। দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে কোন্ নীতি অবলম্বন করেন।

কাউন্সিল চেম্বার।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন স্থায়ী গৃহ না থাকায়, কাউন্সিল-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কিছুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সম্প্রতি বাঙ্গালার [illegible]

[illegible] হিন্দু-নেতা "মহাত্মা" বিশেষণে বিশেষিত গান্ধিজী যে মনোবৃত্তির অনুপ্রেরণায় অধীর হইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "মুসলমান জাতটাই আততায়ীর জাত"—যে মনোবৃত্তির ফলে স্বরাজী কর্পোরেশন মীর্জ্জাপুর পার্কের [illegible]বর্ত্তন করিয়া ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্রদূত শুদ্ধি-নেতা শ্রদ্ধানন্দের নামে উ[illegible] দ্বিধাবোধ করেন নাই, [illegible] মহাসভাপন্থী মালব্য-মুঞ্জে বা লালার দলের মনোবৃত্তি হইতে আদৌ পৃথক জিনিস নহে। কাজেই, ভারত হইতে মুসলমানদের উচ্ছেদকামী মহাসভাপন্থী মনোবৃত্তির অধিকারী কংগ্রেসী নেতৃবর্গের প্রতি মুসলমানগণ যে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না, তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে দোষী কাহারা, আশা করি, কংগ্রেসী হিন্দু-নেতৃবর্গ একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

চীনের আজাদী।—সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় জাতি-নিচয়ের অন্যায় অধিকার দূর করিয়া জন্মভূমি চীনকে পূর্ণ-স্বাধীন করিয়া তুলিতে চৈনিক জাতীয় দল যে আজাদীর জেহাদে মত্ত হইয়াছিলেন, দ্যামাধরা উত্তরীয় দলের পতন ও জাতীয় দল কর্ত্তৃক রাজধানী পিকিন অধিকার দ্বারা সেই সাধনার পথে সাফল্যের সূচনা হয়। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, জাতীয় দলের গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক জাতিগুলিকে জানাইয়াছেন যে,—(১) যে সব সন্ধি-শর্ত্তের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বাতীল হইয়া গেল এবং এরূপ ক্ষেত্রে নূতন সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে; (২) যে সব সন্ধির মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই, তৎসমুদয়ের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৩) চীন প্রবাসী বৈদেশিকগণ চীনাদের সহিত সমানাধিকার ভোগ করিতে পাইবে; (৪) যতদিন পর্য্যন্ত নূতন শুল্ক ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকিবে এবং (৫) জাতীয় দলের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীদের সহিত কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়াই শুল্ক-ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। পরবর্ত্তী আর এক সংবাদে প্রকাশ, জাতীয় দলের গবর্ণমেণ্ট আর এক ঘোষণা প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, (১) বৈদেশিক রাষ্ট্র-শক্তির অধীন কর্ম্মচারীদিগকে আন্তর্জ্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু বিদেশীদের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থায় চীন দেশের আইনই প্রযোজ্য হইবে; (২) বৈদেশিকগণ অতঃপর চীনা আদালতের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন এবং (৩) চীনের অধিবাসীরা যে সমস্ত কর ও বাণিজ্য-শুল্ক প্রদান করে, বৈদেশিকদিগকেও যথারীতি তৎসমুদয় প্রদান করিতে হইবে। বিদেশীদের প্রতি জাতীয় দলের চৈনিক গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত যে সব ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব পদদলিত করিতে নবীন চীন আজ কিরূপ মনোবল লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত বিদেশীগণ চীনে যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া [illegible]

[illegible] হইতে ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশা করাকে নেহায়েত আহম্মকী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আজ যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মীমাংসার সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সংগঠনী জেদের মর্য্যাদা পূর্ণ-মাত্রায় রক্ষা করতঃ অবমাননাকর শর্ত্তে মীমাংসা করিতে সম্মত হইয়াছেন, কাল যখন বরিশালের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে দ্বিতীয় ভ্রান্তির আবির্ভাব [illegible], তখন এই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি [illegible] তাপানলে দগ্ধ হইবেন! কিন্তু [illegible] ভুল সংশোধনের আর কোন উপায়ই থাকিবে না। মাত্র এক পক্ষের দাবীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে সন্ধি সম্পন্ন হয়, তাহা দ্বারা কিছুতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; উভয় পক্ষের মনের মিলন দ্বারাই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং শান্তির পথে উভয় পক্ষকেই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ইহাই শান্তি-প্রতিষ্ঠার সহজ-সরল চিরন্তন রীতি। কিন্তু পটুয়াখালীর এই তথাকথিত মীমাংসায় সেই শান্তি-নীতির মর্য্যাদা আদৌ রক্ষিত হয় নাই। কাজেই, এই মীমাংসা দ্বারা প্রকৃত শান্তির আশা করা যে দুরাশা মাত্র—একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি!

ডেভিস হত্যার মামলা।—চট্টগ্রামের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিসকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত বাঙ্গী বজলুর রহমান নামক জনৈক বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই মামলার প্রথম হইতেই সরকার পক্ষ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমরা এরূপ আশঙ্কা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, চট্টগ্রামে বিচার হইলে আসামীর পক্ষে হয়ত সুবিচার লাভ সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমানে যে বিচার ফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, আমাদের পূর্ব্ব সন্দেহই যেন অনেকটা সত্যে পরিণত হইয়াছে! আসামী কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যে মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে ভুগিতেছিল, নওয়াব মোশাররফ হোসেন ও মিঃ এফ, রহমান প্রমুখ বহু উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের ইউরোপীয় সিভিল-সার্জ্জনের পরীক্ষার রিপোর্টে বিশ্বাস না করিয়া, আসামী পক্ষ নিজের খরচে আসামীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া মেডিক্যাল বোর্ড কর্ত্তৃক পরীক্ষা করাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বিনা অজুহাতে সরকার পক্ষ আসামীর এই ন্যায়-সঙ্গত প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। নিহত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন, কাজেই, তাঁহার সদ্ব্যবহার-মুগ্ধ স্বজাতীয় সিভিল সার্জ্জনের পরীক্ষার রিপোর্টে সন্দেহ প্রকাশের যে আসামী পক্ষের যথেষ্ট কারণ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি সরকার পক্ষ আসামীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে সম্মত হন নাই। তারপর জুরীর কথা! চট্টগ্রামে নিরপেক্ষ জুরী পাওয়া যাইবেনা বলিয়াও আসামী পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ ডেভিসের মত একজন সদয়-স্বভাব ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যাকাণ্ডে জনসাধারণ সকলেই বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এরূপ অবস্থায় চট্টগ্রামবাসী জুরীদের নিরপেক্ষতায় [illegible]

কলিকাতা কর্পোরেশন ও মুসলমান সমাজ

(২)

[illegible] নিয়োজিত হন। বলা বাহুল্য, মুসলমান সমাজের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন মৃত মিঃ দাস কিছুতেই ঐরূপভাবে কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকার বা তথায় একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। মুসলমানদিগের এই সাহায্য-সহযোগিতার বিনিময়ে মিঃ দাস কলিকাতা কর্পোরেশনে তাঁহার দেড় বৎসর ব্যাপী অবাধ রাজত্বে মুসলমানদিগকে বহু প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। [illegible] হক ও হাজী মিঃ (আধুনিক স্যার) এ, কে, গজনবী বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, মিঃ দাসের পক্ষে আত্মরক্ষা, দলরক্ষা এবং সর্ব্বোপরি মুসলমান সহযোগিগণের সহানুভূতি রক্ষার জন্য ঐরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর যখন মিঃ দাস তথা স্বরাজ্যদল মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক ও মিঃ গজনবীর মন্ত্রীত্ব তথা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের মোসলেম মিনিষ্ট্রী ধ্বংস করিতে সরকারের সহিত সমর ঘোষণা করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মুসলমান সমাজকে এই বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন যে, "যে পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনে মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা—মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে পরিপূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের সমস্ত চাকুরীর শতকরা ৭০টী পদ মুসলমানদিগকেই প্রদান করা হইবে।" এতদ্ভিন্ন "বেঙ্গল প্যাক্ট" বা বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের এক চুক্তিপত্র রচনা করিয়াও মিঃ দাস বহু মুসলমানকে সদলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স হইতে ঐ 'প্যাক্ট' পাস করাইয়া লইয়া মিঃ দাস ও তাঁহার অনুগামী স্বরাজ্য দল কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের দাবী-দাওয়া ও জাতীয় অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মিঃ দাসের এই সকল রাজনীতিক চালবাজী এবং ভুয়া প্রতিশ্রুতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ ও প্রবঞ্চিত হইয়াই একদল অদূরদর্শী মুসলমান স্বরাজ্য দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালার মোসলেম মিনিষ্ট্রী ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিঃ দাসের ঐ সকল মুসলমান নামধেয় অন্ধ-বিশ্বাসী, স্বার্থপর স্বরাজী অনুচরেরা এই সময়ে মুসলমান সমাজের যে ভীষণ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, এখন তাহা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। মিঃ দাসের ঐ সকল প্রতিশ্রুতি বা চুক্তির সহিত সরলতা বা আন্তরিকতার যে কোনই সম্বন্ধ ছিল না, তাহা তাঁহার এবং [illegible] অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। সত্য বটে, মিঃ দাস কর্পোরেশনের মেয়র এবং মিঃ সুভাস চন্দ্র বসু উহার চিফ একজিকিউটিভ অফিসার হইয়া বাঙ্গালার মোসলেম মিনিষ্ট্রী ধ্বংস করার অব্যবহিত পূর্ব্বে—সুদীর্ঘ দেড় বৎসরের মধ্যে মুসলমানদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টী চাকুরী প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা কি উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কারণ, মৌলবী ফজলুল হক ও মিঃ গজনবীর মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হওয়ার পরেও কর্পোরেশনে মিঃ দাসের অবাধ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল এবং মিঃ সুভাস চন্দ্র বসু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলেও [illegible]

[illegible] সমবেতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। অচিরেই এই বিদ্রোহের সুফল ফলিল; কর্পোরেশনের প্রাসাদ হইতে স্বরাজ্য দলের অন্যায় একাধিপত্যের সিংহাসন উল্টিয়া পড়িল! স্বরাজী নেতা মিঃ সেনগুপ্তের পরিবর্ত্তে অস্বরাজী মিঃ বি, দে, বসু কর্পোরেশনের মেয়র পদে অভিষিক্ত এবং মিঃ সুভাষ বসুকে পুনরায় চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের গদীতে বসাইবার [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। কর্পোরেশনের কার্য্য-সমূহ-পরিচালনার জন্য যে সাতটী কার্য্যকরী কমিটী গঠিত হইল, তাহাতেও স্বরাজ্য দলের একাধিপত্য বা প্রাধান্য রহিল না। মুসলমানদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও এই সকল কমিটী-গঠনে বিশেষভাবে স্বীকার করা হইল। কমিটী-গুলির নাম ও গঠন-পদ্ধতি আমরা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি। তাহা হইলেই সকলে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

কর্পোরেশনের কার্য্যাবলী প্রধানতঃ নিম্নোক্ত সাতটী কমিটী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে, যথা—ফাইনান্স কমিটী, ওয়ার্কস কমিটী, বিল্ডিং কমিটী, বস্তি ও রোড কমিটী, মার্কেট কমিটী, হেলথ কমিটী এবং ওয়াটার সাপ্লাই কমিটী। পূর্ব্বে স্বরাজী কর্পোরেশনে এই সকল কমিটীতে কখনই ২ জন বা ৩ জনের অতিরিক্ত মুসলমান মেম্বর থাকিত না। যে দুই-একজন ভাগ্যবশে এই সকল কমিটীর সদস্য পদ লাভ করিতেন, তাঁহাদিগকেও স্বরাজ্য দলের নিকট সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য স্বীকার ও আত্ম-বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কোয়ালিশন পার্টি বা সম্মিলিত দলের পরিচালিত কর্পোরেশনে একমাত্র ফাইনান্স কমিটী ব্যতীত অন্যান্য সকল কমিটীতেই ৪ জন হইতে ৫ জন মুসলমান সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। আবার এই সাতটী কমিটীতে বর্ত্তমানে ৩ জন মুসলমান চেয়ারম্যান এবং ৩ জন ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। ফাইনান্স কমিটীতে তিন জন মুসলমান সদস্য পরিগৃহীত হইলেও, সেখানে কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ ৩ জন মুসলমান ব্যতীত উক্ত কমিটীর অবশিষ্ট ৯ জন মেম্বরের মধ্যে চারিজন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট ৫ জনের মধ্যে ২ জন ইউরোপীয়ান, ১ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান, ১ জন নেটিভ খৃষ্টান ও ১ জন [illegible]। এই কমিটীর মুসলমান সদস্য মিঃ [illegible] হক, মিঃ মোহাম্মদ আলি বার-য়্যাট-ল [illegible] দাউদ বি-এল সকলেই যোগ্য লোক। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও উচ্চ-শিক্ষিত, পদস্থ এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইহার চেয়ারম্যান মিঃ এ, সি, বানার্জ্জী বার-য়্যাট-ল অসাম্প্রদায়িক এবং উদার হৃদয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সুতরাং কর্পোরেশনে এই কমিটীর শক্তি ও অধিকার অসাধারণ হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় মুসলমানদিগের আশঙ্কার কোন কারণ নাই! যেহেতু এই কমিটীতে সকল সম্প্রদায়েরই যোগ্যতম প্রতিনিধি বিদ্যমান আছেন। পক্ষান্তরে স্বরাজী কর্পোরেশনে এই প্রধানতম কমিটী ৮ জন হিন্দু (প্রায় সকলেই স্বরাজী), ২ জন বা ৩ জন মুসলমান এবং ১ জন ইউরোপিয়ান লইয়া গঠিত হইত এবং তাহার ফলে ইহাতে [illegible]

"মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ"

(প্রতিবাদ)

[illegible]

দেশের কথা

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের ভীষণতা

[illegible]

বৈদেশিকী

২৯২ জনের সলিল সমাধি

[illegible]

বি, এ, সি পরীক্ষার ফল

[illegible]

কলিকাতা গেজেট

[illegible]

টিপ্পনী প্রসঙ্গ

পাবনায় মজহাবী কলহ

—:*:—

সিরাজগঞ্জে হানাফী-মোহাম্মদী বাহাস ঘোষণা

আবদুল্লাহেল কাফীর কীর্ত্তি।

পাবনা-সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী জামতৈল ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী দশশিকা, কামারখন্দ প্রভৃতি গ্রামের হানাফী ও মোহাম্মদী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ বহুদিন যাবত সদ্ভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হইতে অধুনালুপ্ত "সত্যাগ্রহী" নামক স্বরাজী পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আবদুল্লাহেল কাফী এখানে আসিয়া "মোহাম্মদী" সম্প্রদায়ের পীর হইয়া বসিয়াছেন এবং তিনি স্থানীয় অজ্ঞ, অশিক্ষিত মোহাম্মদীদিগকে "হানাফী" সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ভীষণ সাম্প্রদায়িক কলহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন! তাঁহার এই বিপ্লবাত্মক প্রচারের ফলে শুধু যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, বরং দশশিকার হানাফী মাদ্রাসাটী ইহার ফলে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

দশশিকা ধর্ম্মসভা

উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক আত্মকলহের অনিষ্টকারিতা হইতে মাদ্রাসাটীকে রক্ষা করিয়া উহার উন্নতি-সাধনের জন্য দশশিকার মুসলমানগণ গত ২৫শে আষাঢ় [illegible] আহ্বান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে দেশপ্রসিদ্ধ আলেম জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব, বঙ্গ-বিখ্যাত বক্তা "হানাফী" সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব এবং "শরিয়তে-ইসলাম" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মওলানা আহমদ আলি এনায়েতপুরী সাহেব উক্ত সভায় আহূত হইয়া দশশিকায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। উক্ত সভাটী পণ্ড করিবার জন্য মৌলবী আবদুল্লাহেল কাফী ও তাঁহার অনুগত লোকেরা অন্যূন এক ডজন মোহাম্মদী মওলানা-মৌলবীর নাম দিয়া কামারখন্দে একটী পাল্টা সভা আহ্বান করেন। কিন্তু সে সভায় কোনই লোক সমাগম হয় নাই। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মওলানা সাহেবদিগের ওয়াজ-নছিহত ও বক্তৃতা শুনিবার জন্য দেশের সমস্ত লোকই দশশিকায় সমবেত হন। ইহাতে মোঃ আবদুল্লাহেল কাফীর দল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কামারখন্দ নিবাসী মির্জ্জা আবদুল হাকিম অন্যূন শতাধিক উদ্ধত লোক সহ দশশিকায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ধর্ম্মসভা পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। তাহারা দশশিকা নিবাসী মোখতার মৌলবী মিজানুর রহমান সাহেবের বাটী উপস্থিত হইয়া মওলানা সাহেবকে বাহাসের জন্য চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে! মওলানা সাহেব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িক বাহাস করা সঙ্গত নহে বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা সে কথা না শুনায় তাহাদের প্রদত্ত শর্ত্তনামা সহি করিয়া তাহাদিগকে বাহাসের তারিখ নির্দ্ধারণ ও শান্তিরক্ষার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের পারমিশন লইতে বলিয়া তখনকার মত বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

অনন্তর জোহরের নামাজ বাদ বেলা ২টায় সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। সিরাজগঞ্জের মোখতার মৌলবী ওসমান গণি সাহেবের প্রস্তাবে ও মৌলবী মীজানুর রহমান সাহেবের সমর্থনে জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আহ্বানে সর্ব্বপ্রথম মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব স্বর্গীয় ইসলামের আদর্শ, একতা, সাম্য, জাতীয় সহানুভূতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে, তৎপর মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব সামাজিক উন্নতি, অর্থকরী শিক্ষা ও জাতীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে এবং সর্ব্বশেষে সভাপতি জনাব মওলানা রুহল আমিন সাহেব পবিত্র কোরান-হাদিসের উপদেশ, এলমে-শরিয়ত, মিতব্যয়িতা ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় ওয়াজ-নছিহত ও বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। দেশমান্য বক্তাত্রয়ের সকলেই প্রসঙ্গক্রমে হানাফী-মোহাম্মদী নির্ব্বিশেষে আত্ম-কলহ, দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া সমাজে শিক্ষা-বিস্তার ও জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। মোহাম্মদী পক্ষের মীর্জ্জা আবদুল হাকিম তাহার দলবল সহ সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে এবং সভার কার্য্য পণ্ড করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মওলানা সাহেব ত্রয়ের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার অসাধারণ প্রভাবে তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। সভার শেষে মগরেবের নামাজের পূর্ব্বে মাদ্রাসার জন্য সাহায্য আদায় করা হয়। এই সময় মীর্জ্জা আবদুল হাকিম পুনরায় তাহার দলবল সহ বাহাসের তারিখ ঠিক করিতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করে। জনাব মওলানা সাহেব উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণের উপর ঐ বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন।

কাফীর দ্বিতীয় কীর্ত্তি

মগরেবের নামাজ বাদ কিছু বিশ্রাম করিয়া মওলানা সাহেবগণ কলিকাতা যাইবার জন্য জামতৈল ষ্টেশনে গমন করেন। কিন্তু তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ট্রেণ ছাড়িয়া যায়। তখন অগত্যা মওলানা সাহেবগণ ষ্টেশনেই অবস্থান করেন। সিরাজগঞ্জের মোক্তার মৌলবী ওসমান গণি সাহেবও এই সঙ্গে ছিলেন। বলা বাহুল্য, বিছানাদি করিয়া সকলেই ষ্টেশন-ঘরে ঘুমাইয়া পড়েন।

অকস্মাৎ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে মৌলবী [illegible] প্রায় শতাধিক সশস্ত্র লোক লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া মওলানা সাহেবদিগকে জাগাইবার জন্য হল্লা করিতে থাকে। তাহাদের চীৎকারে সকলেই জাগ্রত হন। তখন মৌলবী আবদুল্লাহেল কাফী মওলানা রুহল আমিন সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ও অভদ্রোচিত রূঢ় ভাষায় বলেন যে, আপনাকে আগামী কল্যই বাহাস করিয়া অথবা বাহাসের তারিখ ঠিক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। মোখতার সাহেব ও সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসার একটি ছাত্র কাফীর ঐ সকল কথার প্রতিবাদ করিলে তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তখন মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কাফীর অন্যায় আচরণ ও অভদ্র ভাষার প্রতিবাদ করেন এবং সেই স্থানেই যে এ ব্যাপারের শেষ নহে, তাহা বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দেন। ইহার ফলে কাফী কতকটা সংযত হইয়া মওলানা সাহেবকে বাহাসের তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকে। মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নিজেদের মধ্যে বাহাস বা কলহ-বিবাদ করা উচিত নহে; এই জন্য আমরা প্রথমাবধি ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মৌলবী কাফী তাহার উত্তরে বলেন যে, আপনি স্থানীয় সকল অবস্থা জানেন না, তাই এরূপ বলিতেছেন। এখানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বাহাস অপরিহার্য্য; সুতরাং বাহাস করিতেই হইবে। তখন মওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন যে, আপনারা যখন বিনা বাহাসে কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না, তখন অগত্যা আমিও বাহাসের জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে প্রস্তুত আছি। আগামী কল্য দিনের মধ্যেই আপনাদিগকে বাহাসের তারিখ ও শর্ত্তাদি জানান হইবে। মৌলবী কাফী সাহেব ঐ কথা লিখিয়া দিতে বলায়, মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব বলেন—আমরা লিখিয়া দিলে আপনাকেও বাহাসে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দিতে হইবে। অনন্তর কয়েক মিনিট আলোচনার পর উভয় পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত নির্দ্দেশনামা লিখিত হয় :—

মওলানা রুহুল আমিন সাহেবের লিখিত নির্দ্দেশ-নামা

জনাব মৌলবী আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব,

আপনি আগামী কল্য মোখতার মৌলবী মিজানুর রহমান সাহেব, মুন্সী উজিরুদ্দিন সরকার, মুন্সী দেলওয়ার সরকার ও মুন্সী চাঁদেক আলি তালুকদারের নিকট বাহাসের দিন জানিতে পারিবেন। যদি আগামী কল্য দিনের মধ্যে বাহাসের তারিখ জানান না হয়, তবে হানাফী পক্ষ বাহাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ইতি—সন ১৩৩৫। তাং ২৬শে আষাঢ়।

মোহাম্মদ রুহল আমিন

মৌলবী আবদুল্লাহেল কাফীর লিখিত নির্দ্দেশনামা

জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব,

কল্য ২৬শে আষাঢ়ের মধ্যে যদি আপনারা বা আপনাদের লোকেরা বাহাসের তারিখ আমাদিগকে জ্ঞাত করেন, তাহা হইলে আপনাদের কর্ত্তৃক বাহাসের নির্দ্ধারিত তারিখ আমরাও মঞ্জুর করিব। মঞ্জুর না করিলে মোহাম্মদী পক্ষ বাহাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত বলিয়া বিঘোষিত হইবেন। তাং ২৫শে আষাঢ়।

মোহাম্মদ আবদুল্লা-হেল কাফী

উপরোক্ত নির্দ্দেশনামাখানা লিখিত হইবার পূর্ব্বেই ষ্টেশন মাষ্টারের লোক আসিয়া কাফী ও তাঁহার লোকদিগকে ষ্টেশনে গোলমাল না করিবার জন্য ওয়ার্ণিং দেন। সুতরাং লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কাফী সদলবলে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

পরদিন ভোরের গাড়ীতেই মওলানা সাহেবত্রয় সদলবলে শিরাজগঞ্জ গমন করেন। দশশিকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও পরের ট্রেণে তথায় উপস্থিত হন। সকলে উকীল মৌলবী সৈয়দ আকবর আলি বি-এল, মৌলবী এজ্জতুল্লা তালুকদার ও অন্যান্য নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বাহাসের তারিখ, স্থান ও সভাপতির নাম নির্দ্দেশ করতঃ সেই দিনই মোঃ আবদুল্লাহেল কাফীর নিকট নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন :—

বাহাস-ঘোষণাপত্র

সিরাজগঞ্জ
১০।৭।২৮

জনাব
মৌলবী আবদুল্লা-হিল কাফী সাহেব ;

আস-সালাম আলায়কুম। গত রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে আপনারা আমার নিকট বাহাসের তারিখ নির্দ্ধারণ জন্য বিশেষ পিড়াপিড়ি করায় আমি যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তদনুযায়ী নিম্নে বাহাসের তারিখ ও স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। আশা করি, আপনারা উক্ত তারিখে নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া বাহাস করিবেন। ইতি সন ১৩৩৫ সাল—তারিখ ২৬শে আষাঢ়।

বাহাসের তারিখ :—১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।
" স্থান :—সিরাজগঞ্জ ঈদগাহ, (খাঁ সাহেবের মাঠ)
" সভাপতি :—মৌঃ এ, কে, ফজলুল হক, (এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট)

খাদেমুল ইসলাম—
মোহাম্মদ রুহল আমিন।

উপরোক্ত পত্র উপযুক্ত প্রতিনিধিগণের দ্বারা মোঃ আবদুল্লা-হেল-কাফীর নিকট প্রেরণ করিয়া মওলানা সাহেবগণ বৈকালের ট্রেণেই কলিকাতা যাত্রা করেন। ইতি—

রিপোর্টার, হানাফী—সিরাজগঞ্জ।

মোসলেম লীগ

দুর্ভিক্ষ সাহায্য-ভাণ্ডার

শামসুল ওলামা খান বাহাদুর ডাঃ হেদায়েত হোসেন, কলিকাতা—	৫৲
মৌলবী মোঃ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, [illegible] ২৪ পরগণা—	২৲
মারফত মৌঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন এস-আই পুলিস, করিমপুর, নদীয়া—	৪৲
মৌলবী মোঃ সানাউল্লাহ, টাঙ্গাইল—	২৲
মৌলবী আনসার উদ্দীন আহমদ, দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী—	৩৲
মোঃ মোঃ আজিজুর রহমান, চট্টগ্রাম—	৪৲
সার আবদুর রহীম (১ম কিস্তী)—	৫০৲
মৌলবী মোহাম্মদ আমীনুল্লাহ, পাকুরী জুনিয়ার মাদ্রাসা, রংপুর—	১৲
মৌলবী মতীয়র রহমান, আহমদীয়া জুনিয়ার মাদ্রাসা, ফুলতলা—	১০৲
মোঃ কাজী দলীলুদ্দীন, শ্রীমানকাটী, বরিশাল	১৲
মৌলবী কেফায়েতুল্লাহ, এস-আই, ফুলস্, ময়মনসিংহ—	৫৲
মোসাম্মাৎ কয়েছুন্নেসা চৌধুরাণী, C/o এস-আই, এক্সাইজ, করিমপুর—	৫৲
মৌলবী মোহাম্মদ শরিয়তুল্লাহ গাজী কুলতলা, ২৪ পরগণা—	২॥৵০
খান বাহাদুর আতাওর রহমান, কলিকাতা	১০৲
মৌলবী আবদুর রউফ, ভৌরা, জিয়ালগাছা, মানভূম—	১৫৲
মৌলবী মোহাম্মদ জহীর উদ্দীন আহমদ এস্-আই, পুলিস, মাল, জলপাইগুড়ী—	৫৲
সরদার কেচুমালতিয়া, আমদালী, রাজশাহী	৵০
খাদেম আসতুল আলী সরকার, কাটাশকুল রাজশাহী—	৫৲
মোসাম্মাৎ হালিমা খাতুন, (খান বাহাদুর মৌঃ হেমায়েত উদ্দীনের কন্যা) বরিশাল—	১০৲
মৌঃ জমসতুল্লাহ এস-আই-পি, ছাতনা, বাকুড়া—	১।০
মৌঃ এস, আবদুল হালিম, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার কালীহাতী, ময়মনসিংহ—	১০৲
মৌঃ নাসিরুদ্দীন আহমদ, বাগেরহাট—	১০৲
মৌঃ কাজী মোহাম্মদ আমীন, ২৯ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—	২৲
মৌঃ মাহমুদ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা	১০৲
মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী, ৩য় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা—	৫৲
মিঃ এস, শমসের-আলী, ১ নং ক্যানেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—	৫৲
মৌলবী আবদুর রউফ, উকীল ঐ	৩৲
খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল লতীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা—	১৫৲
মওলানা মোহাম্মদ আবুবকর—	২৫৲
মারফত মওলানা মোহাম্মদ আবুবকর—	৪৲
মৌলবী মহবুবর রহমান, নায়েব, বাদুড়িয়া কাছারী, ২৪ পরগণা—	৫৲
ইসলামাবাদ টাউন ব্যাঙ্ক, মারফত খান বাহাদুর এস্ মকবুল হোসেন এম-এল-সি—	১০০৲
জনৈক দরদী—	১০৲
মারফত মৌলবী এম, আহমদ, এস্-ডি-ও, চট্টগ্রাম—	১০৲
কাজী মজীদ বখ্‌শ, এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্ চুঁচুড়া—	৫৲
মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ, সাব রেজিষ্ট্রার, বারহাট্টা, ময়মনসিংহ—	৫৲
মিঃ এম, এ, গণী, পোষ্ট-মাষ্টার, হাড়োয়া, ২৪ পরগণা—	১৲
মিঃ পঞ্চানন ঘোষ, এস্-আই-পি, হাড়োয়া—	১৲
মিঃ মোহাম্মদ নাদিরুজ্জমান, এস্-আই-পি, হাড়োয়া—	১৲
মিঃ এফ, রহমান, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ—	২৲
মৌলবী আসিরুদ্দীন হালদার, পুরাকপুর হুগলী—	৩৵০
মৌলবী মোহাম্মদ মুরজিজ্জমান, মুনসেফ কোর্ট, কিশোরগঞ্জ—	১৲
মোট—	৩৭৬।০

মুজীবর রহমান
সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ—
মোসলেম লীগ দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ড,
১১।৫ কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা।

মফঃস্বল-সংবাদ

নাংলু যুবক সমিতি

বগুড়া জেলার অন্তর্গত গাবতলা থানার অধীন নাংলু গ্রামে প্রায় ৫০ জন যুবক লইয়া একটি "যুবক সমিতি" গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির চেষ্টায় ইতিমধ্যেই এই গ্রামে একটি বালক-নৈশ-মক্তব ও একটি বালিকা মক্তব এবং সুদের দংশন হইতে রক্ষার জন্য একটি বয়তুল-মাল তহবিল খোলা হইয়াছে। মুষ্টি-চাউলের আয় দ্বারা মক্তবদ্বয় চলিতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত বয়তুল মাল তহবিলে প্রায় এক শত টাকা জমা হইয়াছে এবং কোরবানী, বিবাহ, এককালীন দান ইত্যাদি হইতে তহবিলের আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত তহবিল হইতে কর্জ্জে-হাসানা স্বরূপ ৫০৲ টাকা গ্রামের নিঃসহায় লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, দেশের যুবকগণ স্থানে স্থানে এইরূপ সমিতি গঠন পূর্ব্বক শিক্ষা বিস্তার ও সমাজের উন্নতি করিবেন।

সেক্রেটারী— নাংলু যুবক সমিতি, বগুড়া।

সৎকার্য্যে মোসলেম যুবকবৃন্দ

ঢাকা জিলার মনোহরদী থানার অন্তর্গত চকতাতারদী ও নোয়াকান্দা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে খাল আছে, তাহাতে পুল না থাকায় জনসাধারণের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল। বর্ষাকালে খালের অবস্থা যে প্রকার ভীষণ হইত, তাহাতে লোকের প্রাণহানি হওয়াও অসম্ভব ছিল না। উক্ত খালের উপর পুল দিবার জন্য নেবুতলা ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার মুন্সী মোহাম্মদ আবদুর রহমান তালুকদার ও মৌলবী [illegible] মিঞা সাহেবান বোর্ডে [illegible] একটা তালগাছ খরিদ করেন। কিন্তু গাছটী পুলের স্থান হইতে অনেক দূরে থাকায়, বহু লোকের সমবেত সাহায্য ব্যতীত উহা আনয়ন করিবার কোন উপায় ছিল না। পরে, গ্রামের সম্রান্ত মুসলমান যুবকগণ একত্রিত হইয়া উক্ত তাল গাছটী তথা হইতে বহন করিয়া আনিয়া ঐ খালের উপর "মোহাম্মদ জানের ঘাটে" একটা পুল নির্ম্মান করিয়া দিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছেন। আশা করি, চকতাতারদী গ্রামের যুবকগণের ন্যায় অন্যান্য দেশের যুবকমণ্ডলী দেশের ও দশের উপকার করিতে যত্নবান হইবেন।

—সংবাদদাতা।

নারায়ণপুর মাদ্রাসা

ফরিদপুর মকসুদপুর থানার অধীন নারায়ণপুর গ্রামে একটা নূতন মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামনিবাসী মৌলবী মোঃ হেলাল উদ্দীন তালুকদার সাহেব এই মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি দান করিয়াছেন এবং নিজ ব্যয় দ্বারা একখানি টীনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। একজন মৌলবী এবং দুই জন শিক্ষক দ্বারা মাদ্রাসার কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত মাদ্রাসার জমাতে হাশতম ও হাপ্তমের জন্য ছাত্র আবশ্যক। ভবিষ্যতে মাদ্রাসাটীর স্থায়ীত্বের জন্য যাবতীয় মুসলমানের দোয়া প্রার্থনা করিতেছি।

নিবেদক—
সেক্রেটারী, নারায়ণপুর মাদ্রাসা, ফরিদপুর।

অতি বৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের অতি বৃষ্টিতে নীচু জমি ডুবিয়া যাওয়ায় এবং উচু জমি যথাসময়ে নিড়াইতে না পারায়, ঢাকা জেলার নরেন্দ্রপুর অঞ্চলে ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। কম জমিতে পাট বুনা হইয়াছিল, তাহার উপর অতি বৃষ্টিতে খুব ক্ষতি হইয়াছে। নীচু জমীতে পাট কিছুই দেখা যায় না এবং পাট ব্যতীত অত্রাঞ্চলের অর্থাভাব দূর করিবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু পাটের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায়, সকল [illegible] পড়িয়াছে। উত্তরবঙ্গে ক্ষতি—অনাবৃষ্টিতে, আর অত্রাঞ্চলে ক্ষতি—অতি বৃষ্টিতে! খোদাতায়ালার মহিমা কে বুঝিবে!

মৌলবী মকবুল হক,
নরেন্দ্রপুর, ঢাকা।

নিরুদ্দেশ

১। ময়মনসিংহ জেলার শ্রীপুর গ্রামের কয়েজ উদ্দীন নামক ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক একটি বালক গত বকর-ঈদের দুই দিন পূর্ব্বে বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ছেলেটার মুখাকৃতি গোল, চেহারা শ্যামবর্ণ ও গোটাল অঙ্গ। কেহ অনুসন্ধান করিয়া নিম্ন-ঠিকানায় জানাইলে বিশেষ কৃতার্থ হইতাম।

নিবেদক—ডাঃ জয়েন উদ্দীন আহমদ,
দড়িহামিদপুর, পোঃ নান্দিনা, ময়মনসিংহ।

২। আমার পুত্র মোহাম্মদ হবিবর রহমান এ বৎসর বহরমপুর কলেজ হইতে আই-এ, পরীক্ষা দিয়াছে। সে গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে "কলিকাতা গেজেটে" পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্য বগুড়া টাউনে যায়; কিন্তু সেখানে ফেল হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিরুদ্দেশে বাটীর সকলে বড়ই উদ্বিগ্ন আছে। বিশেষতঃ তাহার মাতা মৃত্যু-শয্যায়, তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চান এবং এ দিকে কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময়ও চলিয়া যাইতেছে। ছেলেটা মেধাবী এবং বৃত্তিধারী। তাহার বয়স ১৯ বৎসর, কৃষ্ণবর্ণ চেহারা এবং মাথার চুল খুব ছোট ছোট করিয়া ছাটা। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি ছেলেটার সংবাদ দিতে পারেন অথবা তাহাকে বুঝাইয়া বাড়ীতে পাঠাইতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বিনীত—
প্রেসিডেণ্ট—শিবগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ড, বগুড়া।

কলিকাতা মাদ্রাসা

[illegible] নূতন প্রিন্সিপাল [illegible]

শামসুল-ওলামা ডাক্তার হেদায়েত হোসেন সাহেব গত ৭ই তারিখে মাদ্রাসা ইউনিয়ন কর্ত্তৃক বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন। এখন কথা এই যে, বাঙ্গলার মোসলেম ছাত্র-সমাজ তাঁহাকে লাভ করিয়া যেমন আহ্লাদিত হইয়াছে, তিনিও যদি ঠিক সেইরূপই ছাত্রদের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ আছে, অপক্ষপাত ভাবে তৎসমুদয় পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন, তবেই তাঁহার পূর্ণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শামসুল-ওলামা মাওলানা কামালুদ্দিন সাহেব যেরূপভাবে বাঙ্গালী ওলামাদের দুঃখে সহানুভূতি জানাইয়া তাহাদিগকে তাঁ'দের ন্যায্য অধিকার দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আশা করি ডাক্তার হেদায়েত হোসেন সাহেবও অন্ততঃ বাঙ্গালী-হিসাবে তাঁহারই অনুসরণ করিবেন। মাদ্রাসাটী বাঙ্গলার কেন্দ্রভূমি কলিকাতায় অবস্থিত, এখানকার শতকরা নিরানব্বই জন ছাত্রই বাঙ্গালী মুসলমান। কাজেই, এখানে যদি বাঙ্গালী মোস্‌লেম ওলামাগণকে মোদাররেসরূপে পাওয়ার দাবীটা ন্যায্য না হয়, তবে জানি না এ দুরদৃষ্ট বাঙ্গলার আলেম সমাজের স্থান ভারতের আর কোন জায়গায় হইবে? তাই, জনাব প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট আমরা আশা করি, বাঙ্গলার বুকে বাঙ্গালী ওলামাদের ন্যায্য অধিকার দানের চেষ্টা করতঃ বাঙ্গালী মোস্‌লেমদের ধর্ম্ম শিক্ষার পথ প্রসস্ত করিয়া তিনি বাঙ্গলার সমগ্র মোস্‌লেম সমাজের শ্রদ্ধা ভাজন হইবেন।

খাদেম—
মোহাম্মদ হবিবর রহমান
প্রথম বর্ষ, টাইটেল ক্লাস
কলিকাতা মাদ্রাসা।

বিবিধ সংবাদ

পটুয়াখালী অসত্যাগ্রহের অবসান

তথাকথিত মীমাংসার স্বরূপ

এতদিন পর বরিশালে মসজিদের নিকট গীতবাদ্য সমস্যার একটা মীমাংসা হইয়াছে। জেলার হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমিতির প্রতিনিধিগণ জেলা বোর্ডের সভাগৃহে সমবেত হইয়া নিম্নোক্ত সর্ত্তসমূহে সম্মত হইয়াছেন :—

"প্রত্যেক লোকেরই জেলার সমস্ত স্থানের সমস্ত রাজপথ দিয়া সর্ব্বসময় গীতবাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অধিকার আছে, কেবলমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের আইন-সম্মত শাসন-ক্ষমতা দ্বারা উক্ত শোভাযাত্রা সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।"

"মূল চুক্তি ও ঘোষণাপত্র খানি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে চিরস্থায়ীভাবে রক্ষিত হইবে। ইহার সঠিক নকল প্রত্যেকেই উপযুক্ত মূল্য দিলে প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত যে যে সম্প্রদায় এই চুক্তিতে যোগদান করিবেন, উহার প্রত্যেক সম্প্রদায় এই চুক্তিপত্রের একখানি করিয়া মূল নকল পাইবেন। ১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই তারিখে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।"

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনোভ্যান সাক্ষাতে সকলে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। মোট ৬৯ জন এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার মামলা

কাজী বজলুর রহমানের ফাঁসির হুকুম

বিগত ৯ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সেশন জজের বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর মিঃ ডেভিসকে খুন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত কাজী বজলুর রহমানের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জুরীগণ একবাক্যে রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, আসামী যখন ঐ কার্য্য করে, তখন সে বিকৃত মস্তিষ্ক ছিল না এবং ঐ কার্য্য করিবার সময় সে বুঝিতে পারিতেছিল, সে কি করিতেছে।

রহমানের মস্তিষ্ক আদৌ বিকৃত ছিল কি না জিজ্ঞাসা করায় জুরীগণের মধ্যে ৬ জন বলেন, আসামীর মস্তিষ্ক আদৌ বিকৃত নহে, ৩ জন বলেন, বিকৃত হইলেও হইতে পারে।

রহমান সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে। দেখিয়া মনে হইল, সে এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী হত্যার মামলা

গত ১১ই জুলাই রাত্রিতে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর আফিসের প্রাঙ্গণে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী নিহত হয়েন। ঐ সম্পর্কে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ও ১২০(খ) ধারা অনুসারে চাঁদ মিঞা, মান্দার, মিতা, কাদের ও আশরফ আলির বিরুদ্ধে গত ৭ই জুলাই চার্জ্জ সীট দাখিল করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে জামিনে মুক্তি দান করেন নাই। আগামী ২০শে জুলাই ঐ মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

সিন্ধু মুসলিম রাজনৈতিক সম্মেলন

স্বতন্ত্র প্রদেশ বাঞ্ছনীয়

সিন্ধু মুসলিম রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ মোহাম্মদ আলম এম, এল, সি, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বারদোলীর কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, "বারদোলী তালুকের অধিবাসীদের প্রতি যে অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইহাদের অপরাধ—ইহারা অন্যায় কর দিতে অস্বীকার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই-এর নেতৃত্বে ইহারা যে সংযম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। সর্ব্বপ্রকারে ইহাদের সাহায্য করা সমগ্র ভারতের কর্ত্তব্য।"

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য পিছনে উস্কাইয়া দিবার লোক আছে। ভিতর কাঁচা রাখিয়া মিলনের চেষ্টা করিতে গেলে কোনই ফল হইবে না। সামান্য গৃহ-বিবাদ বলিয়াই এ সব বিরোধ উপেক্ষা করিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে এই সব বিরোধ না হয়।" ডাঃ আলম আরো বলেন, "সিন্ধু একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ার ইহার সব রকম দাবীই বর্ত্তমান। আসামের রাজস্ব আদায় হয় আড়াই কোটী, সিন্ধুতে হয় সাড়ে তিন কোটী। এই দিক দিয়াও ইহার দাবী আছে।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

সাইমন কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সাইমন কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উহার পক্ষে ৭২ ও বিরুদ্ধে ৫০টি ভোট হইয়াছিল।

প্রশ্নোত্তরকালে সভায় বিষম উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল। সেক্রেটারী কর্ত্তৃক তাড়াতাড়ি প্রশ্নসমূহ পঠিত হওয়ায়, সদস্যগণের পক্ষে অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপনের অসুবিধা হইয়াছিল। ইহা লইয়া প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি চলিয়াছিল।

খড়গপুর দাঙ্গার জের

মীমাংসার প্রচেষ্টা

[illegible] প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণকে লইয়া শুক্রবার ৭টার সময় ভারতীয় বিশ্রাম-বাসে এক কনফারেন্স হয়। তাহাতে সেণ্ট্রাল কমিটীর প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান শোচনীয় ব্যাপারের মীমাংসা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সকলেই মীমাংসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সময়াভাব বশতঃ শুক্রবারে আলোচনা শেষ হয় নাই।

শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কনফারেন্সের আবার অধিবেশন আরম্ভ হয়। সেদিনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারা যাওয়ায়, আবার কনফারেন্স মুলতুবী থাকে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে পরদিবস ১১টার সময় এক কনফারেন্সে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

মামা-শ্বশুরকে খুন

ভদ্রলোকের কীর্ত্তি

ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মিত্রের জামাতা নিত্যগোপাল লাহা তাহার মামা শ্বশুর বিজয় বাবুকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

যতীনবাবু বলেন, বিগত ৩রা জুন তারিখে তাঁহার শ্যালক ও শ্যালকপত্নী দোতালায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলে যে, তাঁহার শ্যালককে কে যেন ছোরা মারিয়াছে। কে ছোরা মারিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহার শ্যালক মেজের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়।

বিজয় বাবুর স্ত্রীর বয়স ১৫ বৎসর, নাম শকুন্তলা। ইনি বলেন, স্বামী স্ত্রীতে ইহারা ঘুমাইতেছিলেন। রাত্রি দেড়টার সময় ইহার স্বামী চীৎকার করিয়া বলে, 'বীণাপাণি, বীণাপাণি, নিত্য আমাকে ছোরা মারিয়াছে।" বীণাপাণি ঘাতকের স্ত্রীর নাম। ঘাতক ছোরা মারিয়াই সিঁড়ি দিয়া পলাইয়া যাইতেছিল। এ বিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

সভা-সমিতি

ভাদসা যুবক সমিতি

গত ৯ই আষাঢ় শনিবার বেলা ২টার সময়ে অত্রস্থ মাদ্রাসার সেক্রেটারী ও ভাদসা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলবী এম, মফিজ উদ্দিন সাহেবের প্রচেষ্টায় ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দের উদ্যমে মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি উক্ত মৌলবী মফিজ উদ্দিন সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থানীয় মাদ্রাসার হেড মৌলবী সৈয়দ শরাফত আলী খোন্দকার সাহেব বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুরবস্থার কথা জনমণ্ডলীকে শুনান এবং কোরআন-হাদিসের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরের বিপদে সাহায্য করা কতদূর ভাল, তাহা বিশদ ভাবে বুঝান। ফলে সভাস্থলে একটা যুবক সমিতি গঠিত হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে ভিক্ষা করিতে বাহির হয়। সভ্যমণ্ডলীর নিকট হইতে সভার স্থানেই ৯৲ টাকা আদায় হইয়াছে। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিনীত—
শরাফত আলি খোন্দকার
হেড মৌলবী ভাদসা মাদ্রাসা।

গুনহার—ফরিদপুর

বিগত ১লা আষাঢ় রোজ শুক্রবার গুনহার বোর্ড স্কুল প্রাঙ্গণে একটি নাতিবৃহৎ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হই[illegible] সভায় ভূতপূর্ব্ব পঞ্চায়েৎ [illegible] কদার সাহেব সভাপতির [illegible] করেন। [illegible] মুসলমানের অধঃপতনের কারণ ইত্যাদি অতি বিশদ ভাবে সুন্দর-সরলভাষায় বুঝাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করেন।

তৎপরে পারৈহাটী নিবাসী বক্তা মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব মধুর ভাষায় গান-বাদ্য, বেসরা ও বেদাতী ফকির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নছিহত করেন।

রিপোর্টার—
মোহাম্মদ তাজেল খান
গুনহার, ফরিদপুর।

হাসনাবাদ—ঢাকা

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুর থানার হাসনাবাদ গ্রামে স্থানীয় নবীন প্রবীণ দেশ-বন্ধুদের চেষ্টায় "পল্লী-মুসলিম তরুণ-সঙ্ঘ" নামে একটা সাহিত্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিগত ৭ই আষাঢ় অপরাহ্নে ইহার প্রথম বার্ষিক সভার অধিবেশন ফরিদপুর পাংশার জন-নায়ক মৌলবী মোহাম্মদ এয়াছিন আলি খাঁ বি-এ, বি-টি, সাহেবের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় ৩০০ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। কয়েকজন নবীন লেখক কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিনীত—আনওয়ার হোসেন
সম্পাদক—"পল্লী মুসলিম তরুণ-সঙ্ঘ ;
হাসনাবাদ, ঢাকা।

— —

অবৈধ বিবাহ-বিলের প্রতিবাদ

নানাস্থানে সভা-সমিতি

ধামরাই—ঢাকা

জেলা ঢাকার ধামরাই গ্রামে রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার বাল্য-বিবাহ বন্ধ ও ডাক্তার গৌড়ের অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের প্রতিবাদ কল্পে ধামরাইর সুযোগ্য জন-নায়ক ও হিতৈষী বাবু কিরণ বন্ধু মৌলিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে একটি মহতী সভার অধিবেশনে বহু আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

(১) এই সভা অসবর্ণ ও বাল্য-বিবাহ পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের ঘোরতর ও তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

(২) উক্ত পাণ্ডুলিপিদ্বয় আইনে পরিণত হইলে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিশেষভাবে আঘাত-প্রাপ্ত হইবে। অতএব উক্ত বিলদ্বয় যাহাতে আইনে পরিণত হইতে না পারে, তজ্জন্য দেশহিতৈষী প্রজা নেতা ও আইন সভার সদস্য মহোদয়কে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে এই সভা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

রিপোর্টার—আলতাফ উদ্দিন বক্সী

শ্রীপুর-লতিফপুর—ঢাকা

ধর্ম্মবিরোধী "অসবর্ণ ও বাল্য-বিবাহ আইনের" পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করার জন্য ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর-লতিফপুর গ্রামে একটা সভা হয়। মুন্সী কোব্বাদ আলি মণ্ডল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(১) এই সভা রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার ও ডাক্তার গৌরের এই বিধি-পাণ্ডুলিপির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

(২) এই সভা প্রস্তাব করে যে, যদি এই অহিতকর অসবর্ণ ও বাল্য-বিবাহের পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তবে এই শান্তিময় দেশে যে কি এক অশান্তির সৃষ্টি হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাজেই দেশের সুযোগ্য নেতৃবর্গ ও সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই বিলদ্বয় আইনে পরিণত না করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

রিপোর্টার—চন্দ্রকুমার গুহ।

[illegible] গোহাইলবাড়ী

অসবর্ণ ও বাল্য-বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য ঢাকা জেলার অন্তর্গত গোহাইলবাড়ী গ্রামের মসজেদ-প্রাঙ্গণে বহু হিন্দু-মুসলমানের সমাগমে মৌলবী রমজান আলি আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সাদরে গৃহীত হয় :—

(১) সভা, বাল্য ও অসবর্ণ বিবাহের পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছে ও এই বিল উত্থাপনকারী নেতাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

(২) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, এই বিল দুইটী অতি সাঙ্ঘাতিক ও ধর্ম্মবিরোধী। কাজেই, অতি সত্বর এই অন্যায় বিলের প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রবর্ত্তক, প্রজা-হিতৈষী ইংরাজ-রাজকে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছে এবং আশা করে যে, গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাঁহাদের এই শান্তিময় রাজ্যে এই অন্যায় বিল আইনে পরিণত করিয়া কিছুতেই অশান্তির অনল প্রজ্জলিত করিবেন না।

রিপোর্টার—কেদার নাথ রায়।

পাত্রী চাই

আরবী জানা গুরুট্রেনিং পাস আমার একজন দীনদার যুবক-বন্ধুর জন্য শিক্ষিতা, বয়স্কা, নম্র-স্বভাবা ও সুশ্রী পাত্রীর আবশ্যক। পাত্রীর অভিভাবক বিশেষ অবস্থাপন্ন ও ধার্ম্মিক হইলে বর ঘর-জামাতাও থাকিতে পারেন।

মৌলবী সৈয়দ নওয়াজেস আলী
লায়ুক্সা মক্তব, বুড়িগঞ্জ, বগুড়া

বিচিত্রা

—*০*—

সাইবিরীয়ার অনেক সময় সারা দিন রামধনু দেখিতে পাওয়া যায়।

* * * *

আইসল্যাণ্ডে কড্‌মাছ, আবিসিনিয়ার লবণ এবং চীনদেশে রেশম, মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

* * * *

সুমাত্রায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়।

* * * *

[illegible] বৎসর কেবল বৃটেন হইতে ২৫২০ লক্ষ টন কয়লা [illegible] য়াছিল, আর সমগ্র ইউরোপে উঠিয়াছিল ৩৪৪০ টন।

* * * *

সম্প্রতি আলু হইতে এক প্রকার রবার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা বৃক্ষজাত রবারের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে সমকক্ষ।

* * * *

ইন্টার্ণ ন্যাশনাল জিওলজিকাল কনফারেন্স হিসাব করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এখনও ১৪০ কোটী টন কয়লা অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে।

* * * *

ইংরাজী হিসাবে এ বৎসরের নাম ১৯২৮, মুসলমানদের ১৩৪৭, ইহুদিদের ৫৬৮৮, জাপানিদের ২৫৮৭, শকাব্দ ১৮৫০, বাইজানটাইন পঞ্জিকায় ১৪৩৬।

* * * *

জাপানে ৪৪ হাজার কারখানা আছে। সেখানে ৩০ বৎসরে স্ত্রী-পুরুষ শ্রমজীবীর সংখ্যা ২৫ হাজার হইতে ১৬ লক্ষ ১১ হাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * * *

ইলিনইসে ওক পার্ক নামক স্থানে একটি অদ্ভুত ঘড়ি বসান হইয়াছে। ঘড়িটী মানুষের বিনা সাহায্যে শত মাইল ব্যাপী রাস্তার আলোকমালা জ্বালাইতে ও নিভাইতে পারে।

* * * *

[illegible] পাখীর ডিম হইতে এক প্রকার সুন্দর রং আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই রংয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে ম্যাডিস্‌-ব্লু। এই রঙে বস্ত্রের সুন্দর রং করা চলে।

* * * *

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ তারের জালের বেড়া অষ্ট্রেলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। বেড়াটি ১২১৬ মাইল লম্বা। খরগোসের হাত হইতে ক্ষেতের শস্য রক্ষা করিবার জন্য এই বেড়া দেওয়া হইয়াছে।

* * * *

কোন কোন মাছের ছাল আজকাল জাপান ও আমেরিকার অনেক স্থলে ব্যবহারযোগ্য চর্ম্ম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই চর্ম্ম সাধারণ গো-চর্ম্ম হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। উপরন্তু দামেও ইহা খুব সস্তা।

* * * *

জেমস্ ব্যাসেট নামক জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানের সাহায্যে নকল হীরক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে কার্ব্বন হইতে প্রবল চাপের সাহায্যে তিনি হীরক প্রস্তুত করিতে পারিবেন। যে পারে তিনি হীরক প্রস্তুত করেন তাহা ৩৫০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ সহ্য করিতে পারে।

* * * *

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীতলতম স্থান হইতেছে—উত্তর মেরু। কিন্তু সম্প্রতি বার্লিনের কোন বিজ্ঞানাগারে মানুষের চেষ্টায় যে তাপ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। তাপ এখানে শূন্য ডিগ্রি হইতে ৪৫২ ডিগ্রি নীচে নামিয়াছে। হিলিয়াম গ্যাসকে অতিরিক্ত চাপের সাহায্যে তরলতর করিয়া তাহা পুনঃ প্রসারিত হইবার সুযোগ দিয়াই এই তাপ পাওয়া গিয়াছে।

* * * *

টেক্সাসের ব্রাউনসভাইলে মিঃ ডবলিউ, এ, কিং নামক জনৈক ভদ্রলোক একটি অদ্ভুত পাঠশালা খুলিয়াছেন। এই পাঠশালায় তোতাপাখী জাতীয় পক্ষীকে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামফোনের সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয়; পক্ষীরা তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়া লয়। এই পাঠশালায় উচ্চ-নীচ শ্রেণীও আছে। যে পক্ষীছাত্র নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য শেষ করিতে না পারে, তাহাকে বিশেষ শ্রেণীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিলে, স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

—সম্মিলনী।

খুচরা-খবর

লেডী আরুইন ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখ লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ৫ই অক্টোবর বোম্বাইতে এবং ৭ই অক্টোবর সিমলায় পৌছিবেন।

* * * *

শ্রীসের তামাকের কারখানায় শ্রমিক-বৃন্দ ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। শ্রমিক-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে এই ধর্ম্মঘট সমাপ্ত হইয়াছে।

* * * *

গত বৎসর লাহোর সহরে ৭১৭ জন লোক ক্ষয়রোগে মারা গিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসই এই ক্ষয় রোগে মৃত্যুর কারণ।

* * * *

ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সাম্রাজ্য পার্লামেণ্টারী-ডেলিগেশনের প্রতিনিধিরূপে কানাডায় গমন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন।

* * * *

ঢাকার এক তারের সংবাদে প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাসে বড় লাট বাহাদুর ঢাকা পরিদর্শন করিবেন। তিনি ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে যাইবেন। দিল্লি ফিরিবার পূর্ব্বে তিনি আসামের কোন কোন স্থানও নাকি পরিদর্শন করিবেন।

* * * *

লণ্ডনের ৯ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, সেণ্ট রেনেণ্ট জেলের গীর্জ্জার সন্নিকটে একটি পরিখা খননের সময় কতকগুলি নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

* * * *

সিরাজগঞ্জ, ৯ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, জমির অধিকার লইয়া ব্রহ্মগাছা গ্রামে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মারামারির ফলে কয়েক জন লোক আহত হইয়াছে। ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

* * * *

জার্ম্মানী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রিষ্টিক্স জিমারম্যান নামক দুইজন বৈমানিক বিমান-পোতে করিয়া ৬৫ ঘণ্টা ২৬ মিনিট শূন্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এত অধিক সময় আর কেহই শূন্য পথে অবস্থান করিতে পারেন নাই।

* * * *

প্রচুর বারিপাতের জন্য ব্রহ্ম-রেলের শোয়েবো ও [illegible] শাখায় ওয়াটং ও ওয়ানতি এবং চাম্বা [illegible] রেল লাইন স্থানে স্থানে আরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জল সরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত মাল যাতায়াত অসম্ভব।

* * * *

হায়দরাবাদ শহরের অন্তর্গত ছয়ফাবাদ অঞ্চলে এক কূপের মধ্য হইতে এক রমনীর মৃতদেহ আবিষ্কার হইয়াছে। স্ত্রীলোকটির লাশ সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি নওয়াব সিয়াকৎ জঙ্গের বাড়িতে আয়া ছিল।

* * * *

মেক্সিকো সিটির ১০ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, গুপ্ত পুলিস সম্প্রতি ৫০ জন রোমান ক্যাথোলিককে গ্রেফতার করিয়াছে। তাহাদের অপরাধ, তাহারা ধর্ম্ম-নীতি অমান্য করিয়া চলিতেছিল। তাহাদিগকে একটা গুপ্তগৃহের ভিতর হইতে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের ভিতর একজন পাদ্রী ও ছিলেন।

* * * *

বাঙ্গলার গভর্ণর সার ষ্টানলী জ্যাকসন গত ১০ই জুলাই ইসলামিয়া কলেজের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সেখানে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "এই প্রদেশের মুসলমানের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক মঙ্গল সাধনের জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।

* * * *

প্রস্তাবিত সহবাস-সম্মতি আইন সম্পর্কিত কমিটির কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। এই সপ্তাহের ভিতরেই প্রশ্নাবলীর খসড়া প্রস্তুত হইবে।

* * * *

৩১শে আষাঢ় রবিবার ১১টার সময় রাজবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ডানলপ হলে "ফরিদপুর জিলা নমঃশূদ্র কনফারেন্সের ৩য় বার্ষিক" অধিবেশন হইবে। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী মল্লিক সভাপতি হইবেন।

ইসলাম গ্রহণ

১। জেলা খুলনা, থানা দেবহাটার অন্তর্গত কোমরপুর গ্রামে বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ এক ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী মৌলবী হাজি নইমুদ্দিন আহমদ সাহেব ওয়াজ করেন। সভায় ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা একটী কায়স্থ-কন্যা স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। নবদীক্ষিতার পিতার বাড়ী নগরাহাট। তাঁহার ইসলামী নাম নুরুন্নেছা রাখা হইয়াছে। খোদাতায়ালা এই নবদীক্ষিতা ভগ্নির ঈমান কায়েম রাখুন।

রিপোর্টার—রুহুদ্দীন আহমদ
কুমরপুর—খুলনা।

২। গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রোজ শনিবার রংপুর জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে এক বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় একজন হিন্দু মহিলা ইসলাম ধর্ম্মের সত্যতা বুঝিতে পারিয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুয়ানী নাম ফাল্গুনী দেবী ছিল, মুসলমানী নাম জোবেদা খাতুন রাখা হইয়াছে। খোদাতায়ালা নব দীক্ষিতার ঈমান কায়েম রাখুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রিপোর্টার—
মোহাম্মদ মনিরুদ্দিন পণ্ডিত
পোষ্ট মাষ্টার, জায়গীর হাট।

৩। জেলা দিনাজপুর থানা কুমারগঞ্জের সন্নিকটে মহনা মহরম মেলায় বিরাজ মোহিনী দাসী নাম্নি একজন হিন্দু রমণী স্বেচ্ছায় মৌলভী ধন মোহাম্মদ সাহেবের নিকট পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ইসলামী নাম [illegible] কায়েম রাখুন।

রিপোর্টার—আবদুর রহমান চৌধুরী
পোঃ কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।

৪। সাঁড়া থানার অন্তর্গত পাকুশী বাজারের উপর নাগেশ্বরী কুর্মী নাম্নী ৩৫ বৎসর বয়স্কা একটি বিধবা স্ত্রীলোক বিড়ি প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায় এবং অসুখ আদি হইলে ঔষধ পথ্য দেওয়ার লোক না থাকায়, সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্মের আচার ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া গত ৯ই আষাঢ় তারিখে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বর্ত্তমান নাম সৈয়দন নেছা রাখা হইয়াছে এবং ঈশ্বরদী ষ্টেশনে আবদুল গনি শেখ নামক এক যুবকের সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সমাধান হইয়া গিয়াছে। আমরা খোদাতায়ালার নিকট এই নব-দম্পতীর মঙ্গল কামনা করিতেছি; আমিন!

বিনীত—
কাজেম উদ্দিন আহমদ বি-এ,
মোক্তার পাবনা।

অর্দ্ধমূল্য! অর্দ্ধমূল্য!!

"বিষাদ-সিন্ধু"

পবিত্র মহরম উপলক্ষে আমরা মরহুম মীর মশাররফ হোসেন সাহেব প্রণীত আসল সচিত্র "বিষাদ-সিন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ ৩৲ টাকা স্থলে ১।০ দেড় টাকায় দিতেছি। "বিষাদ-সিন্ধু"র নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কারবালা-প্রান্তরের সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যাবলী পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আপনার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইবে! এমন সুন্দর গদ্য কাব্যগ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় আর নাই। উৎকৃষ্ট গ্লেজ কাগজে ছাপা, বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, ৫৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই উপাদেয় আসল "বিষাদ-সিন্ধু" কেবল মহরম উপলক্ষে [illegible] টাকা স্থলে ১।০ টাকায় দিতেছি। সত্বর ক্রয় করুন, নতুবা বিলম্বে পাইবেন না। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—মখদুমী লাইব্রেরী,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গোপালনগর টী কোং লিঃ

৩নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশনে কয়েকজন শিক্ষিত এজেণ্ট আবশ্যক।

এই চা বাগান গত ৮ বৎসর যাবৎ সুচারুরূপে অতি গৌরবের সহিত কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। ইহা হিন্দু ও মুসলমান ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমরা আশা করি, ডিরেক্টরগণ অতি শীঘ্র এই কোম্পানীর অংশীদারদিগকে সন্তোষজনক লভ্যাংশ বিতরণ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[illegible]

জ্বরারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, [illegible] ১ দিনে ছাড়ে সপ্তাহে নীরোগ, [illegible] নূতন রক্তে শরীর দৃঢ়-শক্তিশালী হয়ে উঠে। [illegible] ২১ বটী কৌটা ৸৵০ আনা, ৩ কৌটা ২।০ আনা, ৬ কৌটা ৪।০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।

জ্বরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

কর্ম্মখালি

—:*:—

জেলা ২৪ পরগণা বসিরহাট থানার অন্তর্গত স্বরূপনগর মক্তবের জন্য একজন অধিক বয়স্ক আরবী উর্দ্দু জানা শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক আয় যথেষ্ট আছে। মক্তবের ছাত্রসংখ্যা ৫০।৬০ জন! খুব বৃহৎ গ্রামের মোল্লাকী ও মিলাদ-পড়া ইত্যাদি যথেষ্ট হইবে! নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার, "হানাফী"
৪৭ রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একজন আরবী অনারসহ বি-এ, একজন বি-এ, বি-টি, ও একজন ইংরাজি জানা ফখরুল মোহাদ্দেছিন চাই। আঃ বাঃ ফ্রি। নিম্নতম বেতনের হার দাবী করিয়া নিম্ন ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

মৌলবী আবদুল হামিদ
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কেউনিয়া হাই মাদ্রাসা,
পোঃ কাউখালি, বরিশাল।

কাটারীছরা মাদ্রাসা মজহারুল উলুমের জন্য ওল্ডস্কীম জমাতে উলা ও চাহারমের কার্য্যে পারদর্শি হিন্দুস্থান বা বেঙ্গল ফাইনাল পাশ ২ জন মওলানা আবশ্যক। বেতন যথাক্রমে ৩০৲—৩৫৲ টাকা ও ২০৲—২৫৲ টাকা এবং ওল্ডস্কীম জুনিয়ার ক্লাসের জন্য ফার্শি জানা একজন মৌলবী আবশ্যক। বেতন ১৫৲—২০৲ টাকা এবং নর্ম্মাল দ্বিবার্ষিক বা ত্রৈবার্ষিক পাশ একজন হেড পণ্ডিত ও গুরুট্রেনিং পাশ একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত ও একজন আই, এ, পাশ বা ফেল হেড মাষ্টার আবশ্যক। বেতন [illegible] এবং [illegible] টাকা। আবেদনকারীগণ সার্টিফিকেটের নকল সহ সত্বর নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন। কর্ম্মপ্রার্থীগণকে নিযুক্তিপত্রের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

বিনীত—
প্রোপ্রাইটর—মাদ্রাসা মজহারুল উলুম
পোঃ জমাদার হাট, ধুবড়ি-আসাম।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত জাওলী গবর্ণমেণ্ট এডেড্ জুনিয়ার মাদ্রাসার জন্য নিউস্কীম সিনিয়ার পাশ অভিজ্ঞ হেড মৌলবীর আবশ্যক। বেতন ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। আহার-বাসস্থান ফ্রী। উপরি আয় যথেষ্ট আছে। স্থানটী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে।

সেক্রেঃ—আহমদ ইদ্রিস খাঁ
পোঃ সুখানপুকুর, জাওলী, বগুড়া।

বঙ্গীয় মোসলেমের অমৃত-সঞ্জিবনা

সম্রাট পয়গম্বর

সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফের অনুবাদক, সাহাবিয়া, প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা, মৌলুদ নকিসা প্রভৃতির লেখক খানবাহাদুর মরহুম মোঃ তস্‌লিমুদ্দিন আহমদ বি-এল এর শেষ মহাদান।

ইসলামধর্ম্ম প্রচারক, ইসলাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনচরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস গ্রন্থ অবলম্বনে এবং হাদিসের উল্লেখসহ নূতন ধরণের বহু নূতন বিষয়সহ। ৫ খানি মনঃমুগ্ধকর হাফটোন চিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয়া আর্ট প্রেস
১৩৮নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের

জেন পল্লী

পরীজাদী ফুলকুমারীর অদ্ভুত জীবন-কাহিনী।

এমন চমকপ্রদ, অভূতপূর্ব্ব বিবরণ কেহ কখন শুনেন নাই, কল্পনা করেন নাই! পরীর উপহার, পরীর গান, পরীর লিখন। সমস্তই সত্য, সমস্তই অদ্ভুত! জেন-পরী, দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত ইত্যাদি [illegible] গুরু-গম্ভীর আলোচনা। মূল্য ৸০, আলমগীর ১৸০, সাদীর কালাম ।৵০, সুন্দর বনে ভ্রমণ কাহিনী ৸০, আমার সাহিত্য জীবন ।০, গুল্‌শান (নূতন কবিতা গ্রন্থ) মূল্য ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মখদুমী লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, বা ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৩৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কালির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী করা ব্ল্যাক ও লালকালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। বড় ১০০ শত ১৲ টাকা, ছোট ১০০ শত ।০ আনা, বড় হাজার ৮৲ টাকা, ছোট হাজার ৪৲ টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৸৵০ আনা, হাজার ৮৲ টাকা মাশুল ।৵০ আনা।

এম, এন, উল্লাহ এণ্ড ব্রাদার্স
পোঃ রামগঞ্জ, নোয়াখালী।

বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ
বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ

গলিত-চর্ম্ম, স্খলিত-দেহ
রক্তও যদি জওয়ানীর
মদিরায় পরিতৃপ্ত
হইতে চাহেন,
তাহা [illegible]

বেগম খোশ

সেবন করুন।

মূল্য ১০৲ দশ টাকা।

ম্যানেজার—বেগম খোশ কারখানা
পোঃ চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ
বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ

সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহা সেই যুগান্তকারী ভোজরাজ-মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্খিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় কোকা পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও যুবতীবৃন্দ তাহাকে পাইবার জন্য পাগলিনী প্রায় হইয়া রূপবান ভোজরাজকেও উপেক্ষা করিয়াছিল—ইহাতে সেই কোকা পণ্ডিতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা জগতের স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব আকাঙ্খাদির বিবরণ, সতী, অসতী নিরূপণের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার কারণ ও ইচ্ছাগত পুত্র-কন্যা লাভ, সহবাস-রীতি পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, রতিক্রিয়া সম্যক উপভোগের পন্থাদি—কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোকা পণ্ডিতের ন্যায় কামশাস্ত্রকে আয়ত্ব করিয়া রমণীরঞ্জক হইয়া দীর্ঘজীবন লাভের আশা করিলে, এই সুদুর্ল্লভ লজ্জতন্নেছা পাঠ করিতে ভুলিবেন না। মূল্য একখানি পুস্তক ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ।০

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি, শীল—১৫।৩, লক্ষ্মী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

হানাফী

আল্লাহো আকবর

হানাফী

তোমরা একজোটে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

(কোরআন শরিফ)

২৭শে

পোঃ নাটোর (২) রাজসাহী।

মুসলমান হিন্দুর সহযোগিতা করিতে পারে না কেন? —মুসলমান হিন্দুর সহিত কেন সহযোগিতা করিবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন ১০ই জুলাই তারিখের... মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক... করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ... নিকট হইতে যখন যাহা ... গণ তাহা পূরণ করিয়াছে, ... সভায় অধিকাংশ ... সরকারী সদস্য ... করিয়াছেন ... অনিষ্ট ...

আর্ট প্রেসের নিজস্ব পুস্তকাবলী

খান বাহাদুর মরহুম মৌলভী (আহমদ বি-এল,) ১৷০

ঐ ১৷০

... কথা (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

ওমর (মৌঃ সৈয়দ আবদুর রউফ) ২৲

জালাউদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—পাবনা কলেজ) ১৲

বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ) ৷০

গুলবাহার (মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী, বার-এট-ল) ১৲

তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী) ৸০

হাফেজা (ঐ ঐ) ৸০

মোসলেম পাক-প্রণালী (সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ) ১৷০

উর্দ্দু শিক্ষক। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিনা শিক্ষকে উর্দ্দু শিখিবার বহি, ৩য় সংস্করণ সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৸০, ধনের সন্ধান ।০, কৃষক বন্ধু, হজরত মোহাম্মদ ।০, পাক নাম /৫ পয়সা, নামাজ শিক্ষক /৫, তাকিদে নামাজ /৫, মোসলেম জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ৷০, সুদ ও ঋণমুক্তি ।০, হক নচিহৎ ৵০, কলিকাতার হাঙ্গামা ।০, পতি-ভক্তি (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ।৵০।

ইস্‌লামীয়া আর্ট প্রেস

১৮নং করেয়া রোড, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

রায় সাহেব ডাক্তার কে, সি, দাসের

কাম বিজ্ঞান

স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়,

৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কোরআনের দোয়া ও আমালিয়াত

কোরআন শরিফ এক মহামূল্য রত্ন। ইহার কোন আয়েতে আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায়, সে সমস্ত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা-ভগ্নীগণের উপকারার্থে মূল আরবী আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ... মূল্য ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০।

বহুবিখ্যাত হাকিম মৌলবী বজলুল করিম সাহেব কৃত সর্ব্বজনবিদিত

বাদশাহী হালুয়া

তরল শুক্র গাঢ় এবং বীর্য্য উৎপাদন ও বাজিকরণের মহৌষধ। স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, কোমরের ধরা, অগ্নিমান্দ্য, মেহপাত ও স্ত্রীলোকের সূতিকা, গ্রহণী, বাধক এবং প্রদর ... দীন ব্যবহার ... রয়। সর্ব্ব ঋতুতে সেব্য। মূল্য ৪০ তোলা ৩৲ টাকা, মাঃ ৷০ আনা, তিন দিন ৮৲ টাকা, মাঃ ৷০ আনা।

মৌলবী হাকিম বজলুর রহমান

(দক্ষিণ মন্দিয়া লোকমানি মেডিকেল হল)

পোঃ—ভবপুর, জেলা—নোয়াখালি।

আল্লার নাম মাহাত্ম্য

মূল্য দশ পয়সা।

রসুলল্লাহর পাঞ্জেছুরা

পাঞ্জেছুরার অর্থাৎ ... আরবি ও আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ সহ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে মেসওয়াকের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া যাইবে। মূল্য ৷০ আনা।

মোখ্‌তাসার কেসাসোল আম্বিয়া ও দরুদে আকবর

প্রথম এক লাইন আরবী ও আরবীর নিম্নে আরবীর বাংলা উচ্চারণ ও তাহার নিম্নে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে মূল্য ৸০ আনা।

মসলা-বিধান

মসলা মসায়েল শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য মাত্র ৷৵০ আনা; ১০ খানা একত্রে ৫৲।

বাঙ্গলা মেশকাত শরিফ

প্রথম ভাগ—১৷০ আনা।

হাসির তোড়া—৸০ আনা

বিধবার মুক্তি—৸৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—মোহাম্মদ নকিব উদ্দিন খাঁ

৩০।৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

রাক্ষসী তৈল

মাত্র একদিন মালিশ করিলে বাত ব্যাধি যেরূপ বিষ বেদনাই হউক দূর হইবেই হইবে। সাত দিনে একাঙ্গ বাত, গেঁটে বাত, ঝিঁঝি বাত, হাত পা অবশ হওয়া, এমন কি সর্ব্বপ্রকার কঠিন ও দুরারোগ্য বাত ব্যাধি আরোগ্য হইবে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা। একত্রে ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ ফজল এণ্ড কোং,

পোঃ মনোহরপুর, জিলা, ত্রিপুরা।

বিনামূল্যে সিল্কের চাদর ঘড়ি

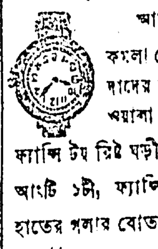

আমাদের ১৬ শিশি সুবাসিত কালো কেশ তৈল কিম্বা ১৬ কৌটা দাঁতের মলম লইলে রেশমি আঁচল ওয়ালা সিল্কের চাদর ১ খানি, ফ্যান্সি টাইম পিস ঘড়ী একটী, সুন্দর পাথর বসান আংটি ১টী, ফ্যান্সি রুমাল ১ খানি, ফ্যান্সি হাতের গলার বোতাম এক সেট, পানের মসলা ১ কৌটা, গোলাপ ফুলের আতর ১ শিশি সহ মূল্য ৫৲, মাশুল ৷৵০। এস, সি, শীল ১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, হাটখোলা, কলিকাতা।

১০৬১ নং রেঃ কৃত আরম্ভার

মিঠাবড়ি

ইহার আশ্চর্য্য এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। দিনে জ্বর ছাড়ে, ৩ দিনে প্লীহা ও যকৃৎ কমে। জ্বরে, বিজ্বরে সেবন চলে। প্যাকেট ।০ আনা, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲ টাকা। সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই। ভারতের সোল এজেন্ট—

ডাঃ এ, এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ লাইন, যশোহর

দৈনিক ৫।৬৲ উপার্জ্জন

যদি কোম্পানীর কার্ডুয়ারি টিকা ... বাড়ী বসিয়া দৈনিক ৫।৬৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। নিয়মাবলী দেখিয়া সর্ব্বসাধারণেই কাজ করিতে পারিবেন। ... আনার ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন। বিনা টিকিটে নিয়মাবলী পাঠান হয় না।

ম্যানেজার—বানি কোং

২৭।১ ... রোড, কলিকাতা।

মহাবল রসায়ন

THE GREAT NERVE-VIGIOR.

শুক্র-তারল্য, মেহ, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, দৃষ্টিশক্তি-হীনতা নাশক ও রতিশক্তি বর্দ্ধক। ইহাতে বৃদ্ধেরও লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া আইসে। ২০ দিনের যোগ্য ২৲, মাঃ ।০ আনা।

শঙ্কর ঔষধালয়,

১৬১ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

কেবল ধূমপানেই

সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি নিরাময় ... কেবল ধূমপান মাত্র ... বাত ... আরোগ্য ... মূল্য ... ১ শিশি মূল্য ৩৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

সোল এজেন্ট—আলমাতুল ফার্ম্মেসী

পোঃ ...

বিনামূল্যে কোহিনূর বিতরণ

ইহা প্রথম ক্লাসের ... কার্ড লিখ ... আবেদন করুন। ... সংক্রান্ত ...

প্রাপ্তিস্থান—বৈজয়ন্তী,

২১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নীরোগ থাকিবার উপায়

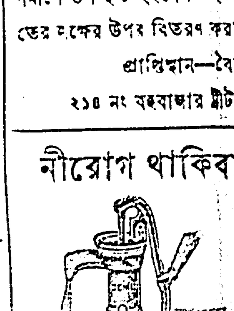

রোগের বীজাণু ... ১০০১২৫ মণ জল পাওয়া যায়। ২০০১২৫০ শত পুকুরের নিমিত্ত একটী নলকূপ বিশেষতঃ ইহা দীর্ঘ কাল ... ব্যয়ী। বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে সব জিনিষ পাওয়া যায়। নিচে ঠিকানা এবং প্রতিষ্ঠান সহ পত্র লিখিয়া বিবরণ জানুন।

দি ইকনমিক ট্রেডিং এজেন্সি ... ১৫নং মার্কেট ষ্ট্রীট, (৩) কলিকাতা।

ডাক্তার এস, কে, রায়ের কৃত

মেডিকেল পিল

(স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শুক্র মেহ,

প্রভৃতি ধাতুশীর্ণ ...)

ইহা উৎকৃষ্ট বলকারক ও ... পোষক উপাদানে প্রস্তুত, সুতরাং ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ও শুক্র মেহে ... পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৭০ বটিকা ১৲ ...

প্রোপাইটর—ডাক্তার এস, কে, রায়

পোঃ ...

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

প্রাম /৫ ... ড্রাম /১০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ... পাওয়া যায় ...

পি, দে, সন্স এণ্ড কোং

'পুরুষের কিশোর'

প্রত্যেক পুরুষ ... মহৌষধ ... অনেক সুখের ... অভাব ... দীর্ঘ স্থায়ী ... প্রস্তুত করা হইয়াছে ... "পুরুষের কিশোর" ... মূল্য ... শিশি ২৲, দুই শিশি, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ডাঃ কর্নেল এণ্ড কোং

আবে রহমত

(ফোঁটা)

অগ্নিমান্দ্য ভেদে—

রাত্রে চারি আনার ৪০ প্রকার পীড়ার মহৌষধ।

ব্যবস্থাপত্র সর্ব্বত্র সঙ্গে রাখুন।

কলেরা, বেদনা, অম্লরোগ, আমাশয়, মেহ, বাত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ শান্ত হইবে। শিশু ও শিশু প্রসূতি ... উপকারী। তিনি ইহা ঘরে যা সঙ্গে রাখিবেন, ... সঙ্গে সঙ্গেই ... রোগ মুক্ত হইতেছেন। আপনিও এর ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ফিঃ, পিঃ, তিন শিশির মূল্য ১৲, মাঃ ৷৵০।

বিজ্ঞাপন ... বিশেষ সুবিধা ... প্রত্যেক ... বিক্রেতার নিকট ... পাওয়া যায়।

টিকানা—ম্যানেজার এস, কে, ... নওয়াপাড়া, যশোহর।

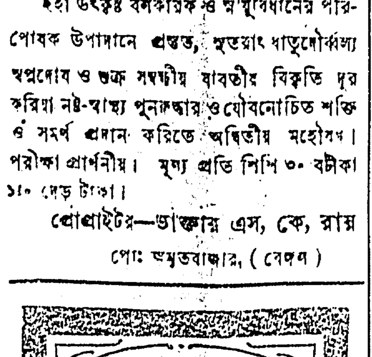

শিশুপথ্য ও রোগীর পথ্য

ইহা এমনি পুষ্টিকর খাদ্য যে, পৃথিবীর কোন দেশের অধিবাসী ... ইহা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। বালক, বৃদ্ধ, যুবক সর্ব্ব অবস্থায় সকল সময়ে ইহা খাওয়া যায়। নমুনা লেখা হয়। ... সর্ব্বত্র ... আবশ্যক।

... (এইচ, সি,) লিমিঃ

... কলিঃ।

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Machine Press, 47, Ripon St. Calcutta.

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি সুলতানোল ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ্‌ জনাব

মওলানা মোহাঃ রুহল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস মেহেরবানীতে ... আয়াত সমূহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান

কোর-আন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ প্রণীত ... প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ... আর ইহার একখানি নিখুঁত ও ইসলামী আকাএদ সম্মত তফসির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার এক খানিও নিখুঁত ও ইসলামী আকায়েদ সম্মত নহে। তাই বঙ্গের আউলিয়া কুল শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাব-মিল্লাত-ওদ্দীন, এপারঘোষ বিশ্বাস ... আমীর-উল-শরিয়তে বাঙ্গালা, আসামের ... হানাফীয়ায় বাঙ্গালা ও আসামের ওলামায়ে বাঙ্গালার সরতাজ, সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মনেতা পীর ও মোর্শেদ জনাব শাহ সুফী হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিকী সাহেবের আদেশে এই বিরাট তফসিরখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১। প্রথম পারা আলে লাম্‌ মিম্‌স

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

অক্ষরে অক্ষরে সঠিক ও সুন্দর ছাপা ... পৃষ্ঠার সমাপ্ত। যাহাতে গরীব দুঃখী সকলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য যথা সম্ভব কম মূল্যে অর্থাৎ নাম মাত্র ২৲ টাকা লইয়া এই বিরাট আকারের তফসিরখানি বিতরিত হইতেছে। মনে রাখিবেন—এই তফসির লিখিতে কয়েক সহস্র টাকার তফসির ও সম্ভ্রম পেতাব ... করিতে হইয়াছে, তাহার সমষ্টি মাত্র দুই টাকায় পাইবেন।

২। ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফসির

সুবৃহৎ ও সচিত্র বঙ্গানুবাদ, নাম মাত্র মূল্য ১০ সেঃ টাকা।

৩। আম্মপারার বিস্তারিত তফসির

যদি নামাজের সুরাগুলির মর্ম্ম ও বহু বহু তফসির লিখিত কোর-আন শরিফের অপূর্ব্ব নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইবার ... ইচ্ছা থাকে তবে ... পড়ুন।

৪। ছায়েফোতোল মোমেনীন

যদি ঢাকি সিয়ামের জীবনী ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মোহাম্মদীদের গুপ্ত রহস্য জানিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

৫। তাছাওয়াফ তত্ত্ব বা তারেকত দর্পণ (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ২৲ টাকা।

এই কেতাবখানি বাঙ্গালা ভাষায় সাহায্যে একানে পাওয়া যায় শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফতের সমস্ত বিষয় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যদি কেহ অলি হইতে চাহেন, কামেল পীর হইতে চাহেন, তবে ... শ্রবণ ... আমল ও দোয়া কালাম ... শিক্ষা করুন। বিরাট আকার ৩৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৬। কলেমাতোল কোফর—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

কোন্‌ কোন্‌ কাজে বা কথায় মানুষের ঈমান নষ্ট হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে পাইবেন। ইহা একখানা ঘরে রাখিলে ও পাঠ করিলে ঈমান পাকা হইবে।

৭। কেলাদাত-শিক্ষা—মূল্য ৷৵০ আনা

কোরআন শরিফ কোন্‌ কোন্‌ অক্ষর কিরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহার নিয়ম ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা মাত্র।

৮। এজহারোল-হক বা কলমনুরীর কসোর সমালোচনা।

কলমনুরি কিতাবে আছে যা মাজহাব তাহার বিস্তারিত সমালোচনা ইহাতে আছে। মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

৯। মিলাদে মোস্তফা—১ম ভাগ, মূল্য ।০ আট আনা।

ইহাতে কোর-আন ও হাদিস হইতে হজরতের মিলাদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। মওলুদ শরিফ পাঠের সময় ইহা একেবারে নূতন বলিয়া মনে হইবে।

১০। রদ্দে নেফাক—মূল্য ৷০ আনা।

পীরের দোহাই দেওয়া, দালানে বাতি দেওয়া, মেয়েদের সমাধির সমাধি দেওয়া, কবর বাঁধা, কামড়া-কামড়ি করা ও স্ত্রী-লোককে মোহরানা দেওয়া ও ... কাজ কিরূপে সিদ্ধ কি না, তাহার পা ... বেজায় সম্পূর্ণ বেজায় ও হারাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখান হইয়াছে।

১১। কাফান ও জানাজের মাসায়েল—মূল্য ।৵০ আনা।

এই পুস্তক পাঠ করিলে দাফন ও জানাজার সমস্ত আপনা হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত আলোক প্রাপ্ত হইবেন।

১২। নাছরোল মোজতাহেদীন

এই প্রয়োজনীয় কেতাব তিন খণ্ডে সমাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১০টি বিরোধের মসলা যাহা লইয়া লা-মজহাবিগণ বখ করিয়া থাকেন, তাহার অকাট্য দলীল দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ।।৵০ আনা, ২য় খণ্ড ।।৵০ আনা, ৩য় খণ্ড ।।৵০ আনা।

১৩। নবরাতুর রহিম খোৎবা—মূল্য ।০ আনা।

(জুমা, ঈদল-ফেতর, ঈদল-আজহা ও নিকাহের খোৎবা সম্বলিত।)

ইহাতে জুমার কয়েকটি, রমজানের একটি, দুই ঈদ ও নিকাহের খোৎবা লিখিয়া উর্দ্দু অনুবাদ করা হইয়াছে, কোরআন ও হাদিস হইতে অতি জরুরী বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা হানাফীদের প্রত্যেক জুমাগৃহে রাখা আবশ্যক।

১৪। বাগমারার প্রোকাভঞ্জন

গানবাদ্য যে হারাম তাহা কোরআন হাদিস হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা।

১৫। সত্যপথ ও ভাঙ্গীগঞ্জের বাহাস—মূল্য ০ আনা

১৬। ওয়াজ শিক্ষা

১ম ভাগ মূল্য ।।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।।০ আনা, ৩য় ভাগ ।।০ আনা, ৪র্থ ভাগ ।।০ আনা

বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম কেতাব; যাহারা মাত্র কোর-আন শরিফ পড়িতে জানেন, তাঁহারা এই কেতাবখানি পাঠ করিলে একজন উচ্চদরের ওয়ায়েজ হইতে পারিবেন। কোরআন হাদিস সমস্ত খাঁটি ওয়াজ করিতে পারিবেন।

১৭। জরুরী মাসায়েল—প্রথম ভাগ মূল্য ।।০ আনা

টেলিগ্রামের সংবাদে রোজা বা ঈদ করা জায়েজ কি না? খোৎবার আজানের পরে মোনাজাত করা যায় কি না? মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা যায় কি না? ঈছালে-সওয়াবের মজলিস করা জায়েজ কি না? বেনামাজীর জানাজা জায়েজ কি না? গর্ভ দমনের তদবির ইত্যাদি ১০৪টি জরুরী মসলা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

১৮। জরুরী মসায়েল, ২য় ভাগ মূল্য ।।০ আনা

ইহাতে বেসরা ফকিরের রদ, গণ হারাম, তাজেয়া ও ভজির তদবির লিখিত হইয়াছে।

১৯। জরুরী মসায়েল, ৩য় ভাগ ।।০ আনা

ইহাতে আল্লাহতায়ালার স্বরূপ, আদম কম বেশী হয় কি না? মসজিদে জেয়ার ও সুদের মসজিদের ব্যবস্থা কি? খোদার নূরে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নূর সৃষ্টি হওয়ার অসারতা, যাদুর তদবির ইত্যাদি অনেকগুলি মসলা লিখিত হইয়াছে।

২০। মজহাব মীমাংসা ১৲ টাকা

বর্ত্তমান জামানায় লোকের পক্ষে যে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহার তুড়ী তুড়ী দলীল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

২১। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব, ।/০ আনা

এই কেতাবের সাহায্যে নেকাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় মসলা অবগত হইতে পারিবেন।

২২। ফেরকাতোন নাজীন, ।।০ আনা

৭৩ ফেরকার মধ্যে কোন্‌ ফেরকা বেহেস্তী ইহাতে তাহার অকাট্য প্রমাণ সহ সুমীমাংসা করা হইয়াছে।

২৩। গ্রামে জো'মা, ।৵০ আনা

ইহাতে অধিকাংশ গ্রামে জোমা সম্বন্ধে হানাফী মতের প্রধান হিন্দুস্থানের একটি সম্পূর্ণ ফতোয়ার প্রমাণ লিখিত আছে। ইহাতে সর্ব্ব বিষয়ে জানিবার মত লিখিত হইয়াছে।

২৪। কেয়াছের অকাট্য দলীল, ।।৵০ আনা

২৫। এহকাকোল হক ।।৵০ আনা

মওলানা জনাব সাহেবের পেশাব পাক-পবিত্র কি না, ... সাহেবের ফেকাহ বিষয়ে যে মতামত লিখিয়াছেন, তাহার অকাট্য প্রতিবাদ এই কেতাবে দেখিতে পাইবেন।

২৬। আখেরে জোহর ।৵০ আনা

যাহারা আখেরে জোহর পড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের আঞ্চ মতের প্রতিবাদ ইহাতে পাইবেন।

২৭। কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ ।/০

হানাফী মজহাবের সত্যতা ও মোহাম্মদীদের পরাজয় সূচিত হইয়াছে।

২৮। কামেয়োল মোবতাদেয়িন

প্রথম খণ্ড ৸০ আনা, ২য় খণ্ড ৸০ আনা, ৩য় খণ্ড ৸০ আনা।

মজহাব বিদ্বেষী দলের মোঃ বাবর আলী লিখিত জোয়ানজোল মোমেনীনের সমুচিত প্রতিবাদ।

২৯। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার

প্রথম খণ্ড মূল্য ১৷০ আনা, ২য় খণ্ড ।।০ আনা, ৩য় খণ্ড ।।০ আনা, ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ

হানাফী মজহাবের নিয়ম মত পাক, গোসল, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্জ সম্বন্ধে যাবতীয় জরুরী মসলা সমূহ বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে, বুঝিতে কোন বেগ পাইতে হইবে না।

৩০। তাবজাত

প্রথম ভাগ ।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।৵০ আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ আনা।

এই কেতাবে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। ইহার ... কেতাবের প্রত্যেকটি ... জরুরী ... ধর্ম্মকর্ম্ম ও ... পরীক্ষিত। কেতাবখানি ঘরে থাকিলে আপদ-বিপদে রোগ-শোকে বিশেষ কাজে লাগিবে।

৩১। তরদিদোল মোবতেলিন

প্রথম ভাগ মূল্য ।। আনা মাত্র।

মজহাব বিদ্বেষীগণের লিখিত 'হুকমোল মোক্তাদীন' নামক অপবাদ পূর্ণ গ্রন্থের তীব্র প্রতিবাদ

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৸০ আনা

বাঙ্গালী ভাই হাজীগণের আরবের মন। অনেক হাজী লেখা বাঙ্গালা ভাষা জানেন, তাঁহারা কোন উর্দ্দু আরবী কেতাব পড়িতে পারেন না এবং সেই জন্য অনেক বিষয় ভুল করিয়া পবিত্র হজ্জকে নষ্ট করিয়া দেন। এই কেতাবখানি সঙ্গে থাকিলে নিজ নোন্নারেছে হজ্জের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। জিয়ারতগাহ সমূহের দোওয়া আরবী ও উর্দ্দুর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৩৩। কারামতে আহমদিয়া মূল্য ।।০ আনা

মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরিলীর জীবনী। হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের বিরুদ্ধে একদল লোক অপবাদ পূর্ণ বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়াছেন, এই কেতাবে তাহার অকাট্য প্রতিবাদ এবং মোজাদ্দেদ সাহেবের অলৌকিক ঘটনাবলী ও কারামত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩৪। লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ

মূল্য চারি আনা মাত্র

ইহাতে মজহাব বিদ্বেষীগণের শোচনীয় পরাজয় দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

৩৫। সিরাজগঞ্জের বাহাছ মূল্য ।/০ আনা

ইহাতে মৌলুদ, কেয়াম, আখেরে-জোহর, গ্রামে জুমা ও ঈছালে-ছওয়াবের মীমাংসা করা হইয়াছে।

ইবতালোল-বাতেল মূল্য ।৵০ আনা

ইহাতে কটকবালার উপস্বত্ব ভোগ হারাম হওয়ার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

৩৭। নবাবপুরে হানাফি মোহাম্মদিদের বাহাছ

মূল্য আট আনা মাত্র।

হুগলী জেলার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রামে দুই দিবস পর্য্যন্ত লা-মজহাবীগণের সহিত বাহাছ হয়। ইহাতে মোহাম্মদীদিগের শোচনীয় পরাজয় পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন।

৩৮। গ্রামে জো'মা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া, ।০।

৩৯। রত্নখনি, সুমধুর গজলের কেতাব, মূল্য ৵০ আনা।

নিম্নোক্ত কেতাবগুলি যন্ত্রস্থ:—

মিলাদে মোস্তফা দ্বিতীয় ভাগ, তেলকন্দ রজুল, মসলা ভাণ্ডার চতুর্থ ভাগ।

প্রাপ্তিস্থানঃ—অহিদি লাইব্রেরী—নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের পিত্ত-শূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

শূলসুধা

শূল বেদনা কি প্রকার কষ্টদায়ক তাহা যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতে থাকেন সংসারের যাবতীয় সুখ তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হয়। আত্মহত্যা রূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়া রোগী শূল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে চান—কিন্তু হতাশ হইবেন না, খোদার উপর নির্ভর করিয়া "শূলসুধা" সেবন করুন আপনার শূল, অম্ল শূল, অম্ল পিত্ত, কলিজা দরদ, কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত উদরেও যকৃতের ব্যাথা অচিরে ইনশাল্লাহ সারিয়া যাইবে। শূলসুধা কোন ডাক্তারী কবিরাজী বা হেকিমী ঔষধ নহে, ইহা জনৈক কামেল দরবেশ প্রদত্ত অদ্ভুত বিশেষ। ইহার প্রভাব অতি অল্প দিনেই এত জনের দীর্ঘ দিনের বহু দিনের যন্ত্রণাদায়ক বেদনা দূর করিয়াছে যে, ... মরা মানুষের ... জন্য ... "শূলসুধা" ... কাজ করে। ... গোলাম পাইবেন ... ঔষধ সেবনে ... উপকৃত হইয়াছেন। ... শুভ ঔষধ আমরা ... দিলে ... ঔষধ দিয়া থাকি। সাঁচ ... কলেজের ... আরোগ্য ... লোক ... মূল্য প্রতি কৌটা ১৷০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র। পাইকারী দর পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

Tell.—Sula-Shudha.

ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমদ এস, এ, এস,

"শূলসুধা" অফিস—রমনা, ঢাকা।

আছান এল্‌মে ফারায়েজ

বা

সরল ফারাজ (হানাফী মতে)

১। কুড়িগ্রামের উকীল আর, এম, সাহ্যাল কৃত ইং ১৯২৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটের এ্যাপেন্ডিক্স দ্রষ্টব্য।

২। অতি সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত ফারাজের পুস্তক। এই পুস্তকে মাত্র কয়ার সমস্ত নিয়ম অতি সুন্দর ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণতঃ যত রকম ফারাজের প্রয়োজন হইতে পারে ঐ সমস্ত রকম ফারাজ কসিয়া দিয়া এক বৃহৎ উদাহরণমালা দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ফারাজের খুঁটি-নাটি পড়িতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা উদাহরণমালা দেখিয়া সকল রকম ফারাজ জানিতে পারিবেন।

৩। মাত্র উদাহরণমালা হইতে ফারাজ বাহির করার নিয়ম—মনে করুন কোন মৃত ব্যক্তির মাতা, পিতা, পুত্র ও ৩টী কন্যা আছেন, আপনি ইহাদের অংশ জানিতে চাহেন। সূচিপত্র দেখিয়া মাতা, পুত্রের পুত্র ও ৩টা কন্যা আছেন, আপনি ইহাদের অংশ জানিতে চাহেন। দেখিবেন যে ঐ সন্তানগণের মধ্যে মাতা ও উদাহরণমালার পাতা বাহির করুন। আপনাকে কোনরূপ অংশ পাইতে হইবে না কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না একেবারে তৈয়ারী মীমাংসা পাইবেন।

সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে মূল্য ১৲ স্থলে ৷৵০ করা গেল। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ৷৵১০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পুস্তক পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—মুন্সি জমির উদ্দিন আহমদ,

ফারাজ অফিস, পোঃ কুড়িগ্রাম, জেলা রংপুর।

ডাক্তার ওয়ালিজের আবিষ্কৃত

কিলজারম টনিক

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

লোকে ব্যবহার করে কেন?

যেহেতু ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজাণু নাশক, কম্পজ্বর, পালাজ্বর, ঘোষকালীন জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, আসামের কালাজ্বর, মেহপ্রতিষ্ঠ জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। রক্তাল্পতা এবং নানাবিধ রোগে দৌর্ব্বল্য ইহা শীঘ্রই দূর করে।

একবার ব্যবহার করিয়া বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

মূল্য—এক শিশি ৸০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

কবির বাদার্স

৭৬ নং আইস্‌ ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

শাহী মোমচেক গুলি

জনাব! আপনারা যাহা বিজ্ঞাপনী ঔষধ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া থাকেন, তবে একবার আমাদের "শাহী মোমচেক গুলি" ব্যবহার করিয়া দেখুন। ইহা আল্লাহ তাআলা অবশ্যই হাতে হাতে ফল পাইবেন। যাহারা অধিকদিন ইন্দ্রিয় পরিচালনের দ্বারা স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, যাহারা উপভোগ করিতে ইচ্ছুক, ইহা তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক ও পরম বন্ধু। ইহা বহু সময় যুবক করিতে অদ্বিতীয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ১ কৌটা ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার—"শাহী মোমচেক গুলি"

১১৫ নং অকলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাকিমী শাস্ত্রোক্ত অদ্ভুত আবিষ্কার

শান্তি তৈল

মস্তিষ্ক চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। দাদ, পাঁচড়া, চুলকানী, খোস, গোটা, ঘা, কাটা, ... নালী, ... মোচকানী প্রভৃতি সকলরোগের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ, সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত—মূল্য জোট শিশি ।৵০, মাঃ ।৶০ ... বড় শিশি ১৲, মাঃ ... টিকানা—হাকিম মোহাঃ এ, হাসিম, ... গাজীভিটা, পোঃ তেঁতুলিয়া, ২৪ পরগণা।

তকগুলি আবশ্যকীয় কেতাবের বিজ্ঞাপন।

আমালিয়াত ও তাবিজাত

ইহাতে ৬০ প্রকার রোগের তদবীর আছে। এই কেতাব আমালিয়াত শিক্ষা করিবার পক্ষে অতি উত্তম। বহু পরীক্ষিত ও অনিত নোখা ... এই কেতাবে স্থান পাইয়াছে। ইহা সঙ্গে থাকিলে ... পড়িতে হইবে না ... তদবীর ... ঈমান-হাল ... মূল্য ৷৵০ আনা।

বেহেশ্‌ত ও দোজখের বর্ণনা ও কেয়ামতের সংবাদ।

এই কেতাবখানি পাঠ করিলে মানুষ পাপের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে। কিরূপে চারি দোষ ... কবর হইতে উঠিবে ... বেহেশ্‌তের ... কিরূপে আজাব ... ইত্যাদি বিষয় সুন্দর ভাবে লিখিত আছে। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

সরল নামাজ শিক্ষা।

নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উত্তম কেতাব। বহু মসলা ও নামাজের আবশ্যকীয় বিষয় কেতাবে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ... মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পাপ পুণ্যের ফলাফল ও কেয়ামতের সংবাদ।

এমন কেতাব বাঙ্গালায় আজাবধি বাহির হয় নাই। কেতাবের মূল্য কম বলিয়া সামান্য মনে করিবেন না। বছর ... কেতাবের বদলে পূর্ণ করা হইয়াছে। ... গোনাহের বিরূপ শাস্তি, কোন নেকীর কি ফল ... বিষয় ... মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

মকলোল কতল ও কামাকাতুল মসলার মাসায়েল।

বঙ্গের অদ্বিতীয় আলেম মওলানা, শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক উত্তর লিখিত। ২০০ শত মসলায় কেতাবের বদলে পূর্ণ করা হইয়াছে। এই কেতাব পাঠ না করিলে মসলা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে হইবে। ।০ আনা মাত্র।

চারি এমামের জীবনী যন্ত্রস্থ।

নিম্ন ঠিকানায় কেতাব পাইবেন।:—

মোহাম্মদ শুকুর আলি

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিম্বা অহিদী লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

অমৃত সালসা

এই সর্ব্বজন বিদিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। সবল ও দুর্ব্বলদেহ সবল ও মোটা হয়। পারা জনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম দুষ্ট, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দূষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা চোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজদের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত।

শুশ্রূষা পরীক্ষা:—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে এক বার আপনার দেহ ওজন করিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুল টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আপনার মুখ ভারয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ...

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ১৫৫।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

জি, কে, নাগ এণ্ড কোং'র হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসি

২৯৭নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আমেরিকান বিশুদ্ধ ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /, /১০ পয়সা মাত্র। কলেরা বাক্স, পুস্তক, ক্যাম্ফার, ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬৪, ৬০ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷০, ৫৷০, ৬৷০ আনা। গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮২, ১০৪—২৲, ৩৲, ৩৷০, ৫৷০, ৬৷০, ৯৲, ১১৷০ টাকা। ঔষধের অকৃত্রিম ও উৎকর্ষতার এই প্রথার সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

গৃহ-চিকিৎসা—৩০০ পৃষ্ঠার উপর বিলাতীর ন্যায় বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, মাঃ ।৵০। বৃহৎ কলেরা চিকিৎসা—উৎকৃষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, ঐ সংক্ষিপ্ত মূল্য ।৵০ আনা, মাশুল ।০ আনা।

অশ্বগন্ধান—দারুণ পরিশ্রমের পর ১ মাত্রা সেবনে অবসন্ন প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইবেন। মূল্য ১৲।

এন্টিসেপ্টিন—সর্ব্বপ্রকার বেদনানাশক মহৌষধ। ১২ ঘণ্টার জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়, মূল্য ১৲

এজমা-ড্রপ—হাঁপানীর উৎকৃষ্ট মহৌষধ, ২।৩ মাত্রা সেবনে রোগের দারুণ কষ্ট উপশম হইবে। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

সার্সাফাইটো—সর্ব্বপরীক্ষিত পারাদোষ নাশক, রক্ত পরিষ্কারক, উত্তেজক মহৌষধ, মূল্য ১৲। ইহাতে কোন পারাদির সংস্রব নাই; রোগী ও নিরোগী সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান হেয়ার ডাই—ইহা ব্যবহারে পাকা চুল ঠিক কাঁচা চুলের ন্যায় পরিণত হইবে। কলপ লাগাইয়া চুল কাল হইয়াছে সহজে বুঝিতে পারিবেন না। মূল্য ব্রাসাদি সহ ১৲ টাকা।

নারভিগার—যৌবনের অভাবে যাঁহারা জুরিয়া জুরিয়া বিবাহিত জীবনকে অতিষ্ঠ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও উত্তেজক। মূল্য ১৲ টাকা।

লেডিজ ফ্রিণ্ড—ইহা বাধক বেদনা দূর করিয়া রজঃ সরল করে, প্রদরাদি যাবতীয় রোগ সকলকে নষ্ট করিয়া শরীরকে সবল লাবণ্যযুক্ত করে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

ম্যালেরিনা—আমাদের এই ম্যালেরিনা সেবনে দুর্দ্দমনীয় পালাজ্বর, সবিরাম জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ঘোকালীন জ্বর প্রভৃতি একদিনে আরোগ্য হয়। মূল্য ।০ আনা।

মাথাধর মহৌষধ—যাঁহারা শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা এই ঔষধ ১ ফোঁটা মাত্র ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

ম্যাগনেটিক বাম—বাতের মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে তরুণ ও পুরাতন বাত ২।৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ২৲ টাকা।

এ্যালোপ্যাথিক বিভাগ—বিশুদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ, বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, ভিঃ পিঃতে সত্বর পাঠান হয়।

সুসংবাদ! আল্লার রহমত !! সুসংবাদ !!!

কঠিন ও দুরারোগ্য রোগসমূহের আরোগ্যকারী

বালা-মাছবত বিনাশক

তাবিজে শেফা

পবিত্র কোরান শরিফের বিশেষ বিশেষ আয়ত ছহি হাদিস শরিফে বর্ণিত খাস খাস দোওয়া এবং জগদ্বিখ্যাত অলি-আল্লাহগণের তাবিজাত ও তদবীর সমূহ একত্রিত করিয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" প্রস্তুত হইয়াছে। হজরত পীর সাহেব কেবলা এবং ... মওলানা সাহেবের বহু পরীক্ষিত ও অব্যর্থ তাবিজ সমূহ প্রায় সমস্তই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে শের্ক, বেদাত অথবা ... বিনাশকারী বেশরা বাক্যে অথবীরের নাম গন্ধও নাই। অথচ ইহাতে খোদার ফজলে ৫০ প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি, জ্বেন-পরী ও ভূত-প্রেতের আছর, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণ-নাশন, সর্প-বিষের প্রাণনাশক ক্রিয়া এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার উৎপাত উপদ্রব অচিরে আরোগ্য ও দূরীভূত হইয়া জীবনের শক্তি, সৌন্দর্য্য, সাহস ও ঈমান বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে কোন অলি ... "তাবিজে শেফা" অন্তর্ভুক্ত এক একটী তাবিজ লিখাইয়া লইতে গেলে অন্যূন ১২ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ ... কিন্তু আমরা সর্ব্ব সাধারণের হিতসাধনের জন্য মাত্র ।০ আনা হাদিয়া লইয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" বিতরণ করিতেছি। প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভগ্নী অবিলম্বে ইহার এক একটী তাবিজ সংগ্রহ করিয়া ... এবং উহার অনিষ্ট আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া নিজের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জীবনের সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করুন।

প্রাপ্তিস্থান:—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত

ইলেক্ট্রো ফিভারিণ

কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বর তিন মাত্রা সেবনেই তড়িৎ শক্তির ন্যায় ত্যাগ হয়। সপ্তাহে প্লীহা ও যকৃৎ বিলীন হয়। জ্বরান্তে টনিকের কাজ করে, জ্বরে, বিজ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইকারী দর ডজন ৬৷০ আনা, টাকায় টাকা লাভ, ত্বরায় পত্র লিখুন।

হেয়ার ডাই বা চুলের কলপ।

এই কলপ পাকা চুলে দাড়ি ও গোঁফে লাগাইয়া দিলে তাড়িৎ শক্তি ... কৃষ্ণবর্ণ হইবে। একবার লাগাইলে অনেকদিন যাবত কেশ কাল, নরম ও ... থাকে। ইহার ব্যবস্থা প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিটে যৌবন লাভ। আমাদের ... কলপ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, প্রতি সেট ৸০ আনা মাত্র ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ... এণ্ড কোং

১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

লক্ষ ব্যক্তির প্রশংসনীয়—চর্ম্ম-রোগের যম—'শ্রীগণেশ মার্কা'

নিমসার-তৈল

২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।

খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, দাদ, হাজা, পাঁকুই গর্ম্মী-ঘা, পারা-ঘা, শোথ, নালী ও পচা-ঘা অণ্ডকোষের চুলকণা, চটাউঠা, নাকে ক্ষত ও দুর্গন্ধ, কানপাকা, কাণচটি, বসন্তের ঘা ও কাল দাগ, গলিত কুষ্ঠ, মরামাস ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্মব্যাধি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ।০, মাঃ ।/০, তিন বোতল ১৷০, মাঃ ।৵০ আনা। বড় বোতল ৸৵০, মাঃ ।৵০ আনা, ৩ বোতল ২৷০ টাকা, মাঃ ৸৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—

কবিরাজ আর, সি, কবিরত্ন—৮০ নং (২) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

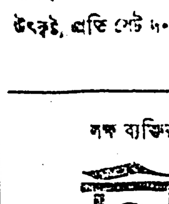

ষ্টুডেণ্ট লিভার ওয়াচ

এই ঘড়ী দেখিতে অতি সুন্দর, মজবুত, খুব মজবুত, নিকেল কেশ, ওপন ফেস, জুয়েল যুক্ত, এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চালক, সেকেণ্ড কাঁটা সংযুক্ত। এই ঘড়ি ছাত্র ব্যক্তিদের ও অফিসারগণের উভয়ের আবশ্যকীয়। মূল্য ৩৷০ টাকা, গ্যারান্টি ২ বৎসর এবং ইহার সহিত বিনামূল্যে ৮ দফা উপহার পাইবেন যথা:—১ সেট রোল্ড গোল্ডের চেন, ক্লিপ ও ড্রপার সমেত ১টি ফাউন্টেন পেন, খাপ সমেত ১টি রোল্ড গোল্ডের চশমা, ১ শিশি এসেন্স, ১টি সাবান, ১ সেট রোল্ড গোল্ডের বোতাম, ১ খানি রুমাল, ১টি মনিবেগ।

জুবিলিয়ান ওয়াচ ষ্টোরস

৮৫।১ এ বো ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

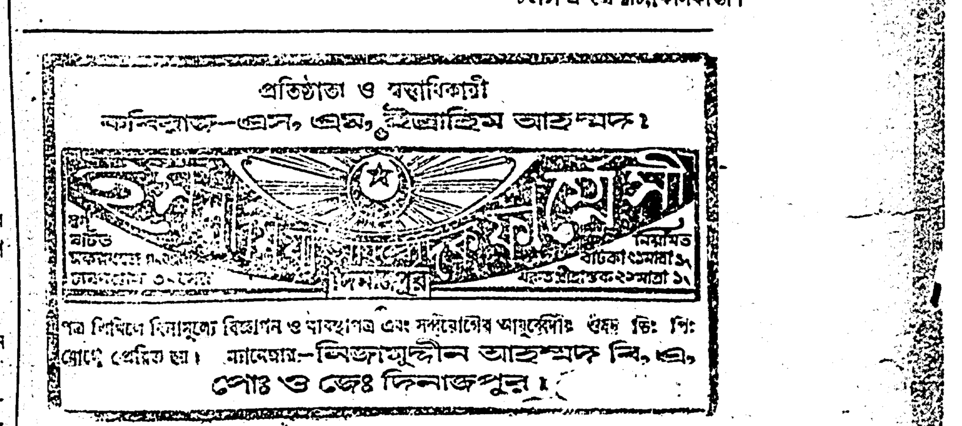

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত

জ্বরে-বিজ্বরে সেবন হয়

নূতন বড়ী

পথ্যের কোন বিচার নাই

দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম!

এই বড়ী সেবনে জ্বর হাত চাড়ে কম্প, কেচারী অফিসে কর্ম্ম করুক, কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিকালের চরম অধিকার; জ্বর আরাম হইলে আর দুষিয়া আসে না। মূল্য বড় বড়, প্রতি কৌটা ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ৩ কৌটা ২৲ টাকা।

ডাঃ এস, আহমদ এণ্ড কোং, দি মোসলেম মেডিক্যাল হল।

শালবাড়ী, পোঃ নওপাড়া, রাজসাহী।

আমাশয় ও রক্তামাশয়ের
অব্যর্থ হাকমী মহৌষধ

প্রতি কৌটায় ৬ মাত্রা ঔষধ থাকে। সাধারণ ৪ মাত্রাতেই আরোগ্য হয়। প্রতি কৌটার মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র। ৪ কৌটা একত্র লইলে ১৲ টাকার দেওয়া হয়। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ব্যবস্থা পত্র কৌটার সঙ্গে থাকে।
তাফাজ্জল হোসেন খাঁ,
পোঃ ভাড়াশিমলা, খুলনা।

বিনামূল্যে দাদের ঔষধ

সমস্ত রকম দাদ তিনদিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। প্যাক ৵০, ডজন ।৵০, ।৵০ মাশুলে ৩ ডজন খা।৵০ মাশুলে ১ গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। ডাঃ গোপ্পির পাচড়ার ঔষধের মূল্য দাদের ঔষধের ন্যায়। নমুনার্থে অগ্রলিখুন!
বি গোয়া এণ্ড কোং,
পোঃ নাটোর (৩) রাজসাহী।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে
রায় সাহেব ডাক্তার কে, সি, দাসের
কাম বিজ্ঞান
স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়,
৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কোরআনের দোওয়া
ও
আমালিয়াত

কোরআন শরিফ এক মহামূল্য রত্ন। ইহার কোন আয়েত আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায় সে সমস্ত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা-ভগ্নীগণের উপকারার্থে মূল আরবী আয়েতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ১ম খণ্ড ।৵০, ২য় খণ্ড ।৵০, ৩য় খণ্ড ।৵০, ৪র্থ খণ্ড ।৵০।

আল্লার নাম মাহাত্ম্য
মূল্য দশ পয়সা।

বঙ্গানুবাদ পাঞ্জেছুরা

পাঞ্জেছুরার কোন্ ছুরার কি মাহাত্ম্য এবং প্রত্যেক ছুরার মূল আরবী এবং আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ সহ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া যাইবে। মূল্য ৵০ আনা।

মোয়াজ্জেমে আরবী
ও
দরুদে আকবর

প্রথম এক লাইন আরবী ও আরবীর নিম্নে আরবীর বাংলা উচ্চারণ ও তাহার নিম্নে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে মূল্য ৵০ আনা।

মসলা-বিধান

মসলা মসায়েল শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য মাত্র ।৵০ আনা; ১০ খানা একত্রে ৫৲।

বাঙ্গলা মেশকাত শরিফ
প্রথম ভাগ—১৷০ আনা।
হাসির তোড়া—৵০ আনা
বিধবার মুক্তি—৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—মোহাম্মদ নকিব উদ্দিন খাঁ
৬০।৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

দৈনিক ৫৷৬৲ উপার্জ্জন

বানি কোম্পানীর কার্ডতি টিকা বাক্স বাড়ী বসিয়া দৈনিক ৫৷৬৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। নিয়মাবলী দেখিয়া সর্বসাধারণেই কাজ করিতে পারিবেন। পাঁচ আনার ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন। বিনা টিকিটে নিয়মাবলী পাঠান হয় না।
ম্যানেজার—বানি কোং
২৭।১ চোরবাগান রোড, কলিকাতা।

কেবল ধুমপানেই

সর্বপ্রকার বাতব্যাধি নিরাময়
[illegible]

ইসলামি আর্ট প্রেসের
নিত্য আবশ্যকীয় পুস্তকাবলী

সম্রাট পয়গম্বর (খান বাহাদুর মরহুম মৌলবী তসলিমুদ্দীন আহমদ বি-এল,)	১৷০
রাহাবিধ (ঐ ঐ)	১৷০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
হজরত ওমর (মৌঃ সৈয়দ আমছর রউফ)	২৲
সম্রাট জালাউদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ)	১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	৷০
গুলবাগ্যা (মি এস, ওয়াজেদ আলী, বার-এট-ল)	১৲
তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৵০
হাফেজা (ঐ ঐ)	৵০
মোসলেম পাক-প্রণালী (সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)	১৷০

উর্দ্দ শিক্ষক। বাংলা ভাষার সাহায্যে বিনা শিক্ষকে উর্দ্দ শিখিবার বহি, ৩য় সংস্করণ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৵০, ধনের সন্ধান ।০, কৃষক বন্ধু, হজরত মোহাম্মদ ।০, পাক নাম /৫ পয়সা, নামাজ শিক্ষক /৫, ডাকিবে নামাজ /৫, মোসলেম জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ৷৵০, সুদ ও ঋণমুক্তি ।০, হক নছিহৎ ৷৵০, কলিকাতার হাঙ্গামা ।০, পতিভক্তি (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৷৵০।
ইসলামিয়া আর্ট প্রেস
১০৮নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

বঙ্গবিখ্যাত হাকিম মৌলবী বজলুল করিম সাহেব কৃত স্বর্ণঘটিত
বাদশাহী হালুয়া

তরল শুক্র গাঢ় এবং বীর্য্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি করণের মহৌষধ। স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, বহুমুত্র, ধ্বজভঙ্গ, কোমরের ধরা, অল্প সঙ্গে রেতপাত ও স্ত্রীলোকের সুতিকা, গ্রহণী, বাধক এবং প্রদর [illegible] দিন ব্যবহার্য্য। সকল ঋতুতে সেব্য। মূল্য ৪০ তোলা ৩৲ টাকা, মাঃ ৷৵০ আনা, তিন টিন ৮৲ টাকা, মাঃ ৷০ আনা।
মৌলবী হাকিম বজলর রহমান
(দক্ষিণ মস্জিদ লোকমানি মেডিকেল হল)
পোঃ—গুপ্তপুর, জেলা—নোয়াখালি।

রাক্ষসী তৈল

মাত্র একদিন মালিশ করিলে বাত ব্যাধি যেরূপ বিষ বেদনাই হউক দূর হইবেই হইবে। বাত দিনে একাজ বাত, গেঁটে বাত, ঝিঁঝি বাত, হাত পা অবশ হওয়া, এমন কি সর্ব্বপ্রকার কঠিন ও দুরারোগ্য বাত ব্যাধি আরোগ্য হইবে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা। একত্রে ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।
ডাঃ ফজল এণ্ড কোং,
পোঃ মনোহরগঞ্জ, জিলা ত্রিপুরা।

বিনামূল্যে সিল্কের চাদর ঘড়ি

আমাদের ১৬ শিশি সুগন্ধযুক্ত কালা কেশ তৈল কিম্বা ১৬ কৌটা দাদের মলম লইলে রেশমি আঁচলওয়ালা সিল্কের চাদর ১ খানি, ফ্যান্সি টাইম পিস ঘড়ী একটী, সুন্দর পাথর বসান আংটি ১টী, ফ্যান্সি রুমাল ১ খানি, ফ্যান্সি হাতের গলার বোতাম এক সেট, পানের মসলা ১ কৌটা, গোলাপ ফুলের আতর ১ শিশি সহ মূল্য ৪৲, মাশুল ৷৵০। এস, সি, শীল ১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, হাটখোলা, কলিকাতা।

১০৬১ নং রেঃ কৃত ভারম্যার
মিঠাবড়ি

ইহার আশ্চর্য্যত এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। দিনে জ্বর ছাড়ে, ৩ দিনে প্লীহা ও যকৃৎ কমে। জ্বরে, বিজ্বরে সেবন চলে। প্যাকেট ৷০ আনা, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲ টাকা। সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই।
ভারতের সোল এজেন্ট—
ডাঃ এ, এণ্ড জে, দাস, পোলুয়াডাইল, যশোহর

মহাবল রসায়ন
THE GREAT NERVE-VIGIOR.

শুক্র-তারল্য, মেহ, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, দৃষ্টিশক্তি-হীনতা নাশক ও রতিশক্তি বর্দ্ধক। ইহাতে বৃদ্ধেরও যুবা শক্তি ফিরাইয়া আইসে। ২০ দিনের যোগ্য ২৲, মাঃ ৷০ আনা।
শঙ্কর ঔষধালয়,
১৬১ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বিনামূল্যে কোহিনূর বিতরণ
[illegible]

নীরোগ থাকিবার উপায়
[illegible]

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি সুলতানোল ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ্ জনাব
মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত
অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস নেয়ামত, লায়লাতোল কাদরের সর্বোত্তম দান

কোর-আন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি অনুবাদ ও তফসির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিও নির্ভুল ও ইসলামী আকায়েদের মোয়াফেক নহে। তাই বঙ্গের আউলিয়া কুল শ্রেষ্ঠ শামছোল-মিল্লাতে-অদ্দীন, এমামোল হোদা, আমীর-উস-শরিয়তে বাঙ্গালা, আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে হানাফীয়ায় বাঙ্গালা ও জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার সভাপতি, সর্বজনমান্য ধর্মনেতা পীর ও মোর্শেদ জনাব শাহ সুফী হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে এই বিরাট তফসিরখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১ প্রথম পারা আলে লাম্ মিম্ক
দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।
ঝকঝকে কাগজে সুদৃশ্য রূপে ৩৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। যাহাতে গরীব দুঃখী সকলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য যথা সম্ভব কম মূল্যে অর্থাৎ নাম মাত্র ২৲ টাকা লইয়া এই বিরাট আকারের তফসিরখানি বিতরিত হইতেছে। মনে রাখিবেন—এই তফসির লিখিতে কয়েক সহস্র টাকার তফসির ও অন্যান্য কেতাব ক্রয় করিতে হইয়াছে, তাহার সমষ্টি মাত্র দুই টাকায় পাইবেন।

২। ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফসির
সুবৃহৎ ও সঠিক বঙ্গানুবাদ, নাম মাত্র মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

৩। আমপারার বিস্তারিত তফসির
যদি নামাজের সুরাগুলির মর্ম ও বড় বড় তফসির লিখিত কোর-আন [illegible] গবেষণা পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইবার আশা [illegible]

৪। ছায়েকাতোল মোসলেমিন
যদি চারি এমামের জীবনী ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মোহাম্মাদিদের গুপ্ত রহস্য জানিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৫। তাছাওয়াফ তত্ত্ব বা তারকত দর্পন (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ২৲ টাকা।
এই কেতাবখানি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে এলমে তাছাওয়ফ শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। শরিয়ত, হকিকত, তরিকত ও মারফতের সমস্ত বিষয় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যদি ফেকের, বাস্তকারের দলীল জানিতে চান, যদি নকশাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া তরিকার যাবতীয় যেকের আজকার ও তাহার নিয়ম, আসল নকল ফকির চিনিবার উপায় জানিতে চাহেন, তবে এখনই ইহা একখণ্ড ক্রয় করুন। বিরাট আকার ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৬। কলেমাতোল কোফর—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।
কোন্ কোন্ কাজে বা কথায় মানুষের ঈমান নষ্ট হইয়া যায় বা কাফেরে পরিণত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে পাইবেন। ইহা একখানা ঘরে থাকিলে ও এই অনুযায়ী কার্য্য করিলে ঈমানে পরিপক্ক হইয়া পাকা ঈমানদার হইতে পারিবেন।

৭। কোরআন-শিক্ষা—মূল্য ।৵০ আনা
বিশুদ্ধরূপে কোর-আন শরিফ পড়িতে না পারিলে কোর আনের আয়াতের উল্টা অর্থ হয়, ইহাতে নামাজে ব্যাঘাত জন্মায়। বিশুদ্ধরূপে কোর-আন পড়িবার কায়দা, কোন্ কোন্ আয়াতে থামিতে হয়, কোন্ কোন্ কথা মিলিত করিলে মানে উল্টা হইয়া মানুষ কাফেরে পরিণত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা মাত্র।

৮। এজহারোল-হক বা কমরবুদ্ধির ফতোয়ার সমালোচনা।
কমরবুদ্ধি কিতাবে আদেশ বা নাজায়েজ তাহার বিস্তারিত সমালোচনা ইহাতে আছে। মূল্য । আনা মাত্র।

৯। মিলাদে মোস্তাফা—১ম ভাগ মূল্য ৷০ আট আনা।
ইহাতে কোর-আন ও সহিহ সহিহ হাদিস হইতে মিলাদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহা একেবারে নূতন বলিতে হইবে।

১০। রদ্দে বেদআত—মূল্য ৷০ আনা।
পীরকে ছেজদা করা, গায়ের আনার দাবি করা, জেকেরের সময় চীৎকার করা, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, লাফালাফি করা, কামড়া-কামড়ি করা ও স্ত্রী-লোকের মোরশেদের হাতে হাত দিয়া মুরীদ হওয়া, তাহার পা টিপিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ বেদয়াত ও হারাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখান হইয়াছে।

১১। কাল্লান ও জাল্লানের মামাংসা—মূল্য ।৵০ আনা।
এই পুস্তক পাঠ করিলে কাল্লান ও জাল্লানের সমস্যা আপনা হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত আলোক প্রাপ্ত হইবেন।

১২। নাছরোল মোজতাহেদীন
এই প্রয়োজনীয় কেতাব তিন খণ্ডে সমাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ২০টি বিরোধীয় মসলা যাহা লইয়া লা-মজহাবিগণ দ্বন্দ্ব করিয়া থাকেন, তাহার অকাট্য দলীল দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড ৷৵০ আনা, ২য় খণ্ড ৷৵০ আনা, ৩য় খণ্ড ৷৵০ আনা।

১৩। বঙ্গানুবাদিত খোৎবা—মূল্য ৷০ আনা।
(জুমা, ঈদল-ফেতর, ঈদল-আজহা ও নিকাহের খোৎবা সম্বলিত।)
ইহাতে জুমার কয়েকটি, রমজানের একটি, দুই ঈদ ও নিকাহের খোৎবা লিখিয়া উহার অনুবাদ করা হইয়াছে, কোরআন ও হাদিস হইতে অতি জরুরী বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা হানাফীদের প্রত্যেক জুমাগৃহে রাখা আবশ্যক।

১৪। বাগমারার ফোকাভঞ্জন
গানবাদ্য যে হারাম তাহা কোরআন হাদিস হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে, মূল্য ৷০ আনা।

১৫। সত্যপথ ও তাজীগঞ্জের বাহাস—মূল্য ৷০ আনা

১৬। ওয়াজ শিক্ষা
১ম ভাগ মূল্য ৷৵০ আনা, ২য় ভাগ ৷৷০ আনা, ৩য় ভাগ ৷৷০ আনা, ৪র্থ ভাগ ৷৷০ আনা
বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম কেতাব; যাঁহারা মাত্র কোর-আন শরিফ পড়িতে জানেন, তাঁহারা এই কেতাবখানি পাঠ করিলে একজন উচ্চদরের ওয়ায়েজ হইতে পারিবেন। কোরআন হাদিস সমস্ত খাঁটি ওয়াজ করিতে পারিবেন।

১৭। জরুরী মাসায়েল—প্রথম ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা
টেলিগ্রামের সংবাদে রোজা বা ঈদ করা জায়েজ কি না? খোৎবার আজানের পরে মোনাজাত করা যায় কি না? মসজিদকে স্বর্ণালঙ্কৃত করা যায় কি না? ঈসালে-সওয়াবের মজলিস করা জায়েজ কিনা? বেনামাজীর জানাজা জায়েজ কি না? সর্প দংশনের তদবির ইত্যাদি ১৭টি জরুরী মসলা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

১৮। জরুরী মসায়েল, ২য় ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা
ইহাতে বেসরা ফকিরের রদ, গান হারাম, হায়েজ ও শুচির তদবির লিখিত হইয়াছে।

১৯। জরুরী মসায়েল, ৩য় ভাগ ৷৷০ আনা
ইহাতে আল্লাহতায়ালার স্বরূপ, আয়ু কম বেশী হয় কি না? মসজিদে জেরার ও হুদের মসজিদের ব্যবস্থা কি? খোদার নূরে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নূর সৃষ্টি হওয়ার অসারতা, যাদুর তদবির ইত্যাদি অনেকগুলি মসলা লিখিত হইয়াছে।

২০। মজহাব মীমাংসা ১৲ টাকা
বর্ত্তমান জামানার লোকের পক্ষে যে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহার ভুরী ভুরী দলীল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

২১। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব, ।/০ আনা
এই কেতাবের সাহায্যে নেকাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সহিহ মসলা অবগত হইতে পারিবেন।

২২। ফেরকাতোন নাজীন, ৷৷০ আনা
৭৩ ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা বেহেশতী ইহাতে তাহার অকাট্য প্রমাণ সহ সুমীমাংসা করা হইয়াছে।

২৩। গ্রামে জোম্মা, ।৵০ আনা
ইহাতে অধিকাংশ গ্রামে জোমা [illegible] দলীল সহ প্রমাণ হিন্দুস্থানের একটি সম্পূর্ণ ফতোয়ার রদ লিখিত আছে। ইহাতে সর্প বিষের তদবির লিখিত হইয়াছে।

২৪। কেয়াছের অকাট্য দলীল, ৷৵০ আনা

২৫। এহ্কাকোল হক ৷৵০ আনা
মওলানা হামেদ সাহেব সেজদা সম্বন্ধে ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলার বিরুদ্ধে যে ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য রদ এই কেতাবে দেখিতে পাইবেন।

২৬। আখেরে জোহর, ।৵০ আনা
যাহারা আখেরে জোহর পড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ ইহাতে পাইবেন

২৭। কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ ।/০
হানাফী মজহাবের সত্যতা ও মোহাম্মদীদের পরাজয় বুঝিতে পারিবেন।

২৮। কামেয়োল মোবতাদেয়িন
প্রথম খণ্ড ৵০ আনা, ২য় খণ্ড ৷৷০ আনা, ৩য় খণ্ড ৷৷০ আনা।
মজহাব বিদ্বেষী দলের মৌঃ বাবর আলী লিখিত চেরাগোল মোমেনিনের দর্পচূর্ণকারী প্রতিবাদ।

২৯। হানাফী ফেক্‌হ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার
প্রথম খণ্ড মূল্য ১৷০ আনা, ২য় খণ্ড ৷৷০ আনা, ৩য় খণ্ড ৷৷০ আনা, ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ
হানাফী মজহাবের নিয়ম মত ওজু, গোসল, পাক, নাপাক হইতে শরীয়তের যাবতীয় জরুরী মসলা সমূহ বিস্তারিত রূপে ফেকহের বৃহৎ বৃহৎ কেতাব হইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩০। তাবিজাত
প্রথম ভাগ ।৵০ আনা, ২য় ভাগ ।৵০ আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ আনা।
এই কেতাবে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ পরীক্ষিত তাবিজ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কেতাবের প্রত্যেকটি তাবিজ ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা ও অন্যান্য বহু বোজর্গ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। কেতাবখানি ঘরে থাকিলে আপদে-বিপদে রোগে-শোকে বিশেষ কাজে আসিবে।

৩১। তরদিদোল মোবতেলিন
প্রথম ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র:
মজহাব বিদ্বেষীগণের লিখিত 'চয়ফোল মোহাম্মদীন' নামক অপবাদপূর্ণ প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৵০ আনা
বাঙ্গালা ভাষী হাজীগণের আদরের ধন। অনেক হাজী কেবল বাঙ্গালা ভাষা জানেন, তাঁহারা কোন উর্দ্দূ আরবী কেতাব পড়িতে পারেন না এবং সেই জন্য অনেক বিষয় ভুল করিয়া পবিত্র হজ্জকে নষ্ট করিয়া দেন। এই কেতাবখানি সঙ্গে থাকিলে বিনা মোয়ালেমে হজ্জের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। জিয়ারতগাহ সমূহের দোওয়া আরবী ও তর্জ্জমা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৩৩। কারামতে আহমদিয়া মূল্য ৷০ আনা
মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলীর জীবনী। হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের বিরুদ্ধে একদল লোক অপবাদ পূর্ণ বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়াছেন, এই কেতাবে তাহার অকাট্য প্রতিবাদ এবং মোজাদ্দেদ সাহেবের অলৌকিক ঘটনাবলী ও কারামত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩৪। লক্ষাপুরে হানাফী-মোহাম্মদীদের বাহাছ
মূল্য চারি আনা মাত্র
ইহাতে মজহাব বিদ্বেষীগণের শোচনীয় পরাজয় দর্শনে আনন্দিত না হইয়া পারিবেন না।

৩৫। সিরাজগঞ্জের বাহাছ মূল্য ।৵০ আনা
ইহাতে মৌলুদ, কেয়াম, আখেরে-জোহর, গ্রামে জুমা ও ঈছালে-ছওয়াবের মীমাংসা করা হইয়াছে।

৩৬। ইবতালোল-বাতেল মূল্য ।৵০ আনা
ইহাতে কটকবালার উপস্বত্ব ভোগ হারাম হওয়ার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

৩৭। নবাবপুরে হানাফি মোহাম্মাদিদের বাহাছ
মূল্য আট আনা মাত্র।
বগুড়া জেলার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রামে দুই দিবস পর্য্যন্ত লা-মজহাবীগণের সহিত বাহাছ হয়। ইহাতে মোহাম্মদীদিগের শোচনীয় পরাজয় পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন।

৩৮। গ্রামে জোম্মা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া, ।০।

৩৯। রত্নখনি, সুমধুর গজলের কেতাব, মূল্য ৵০ আনা।

নিম্নোক্ত কেতাবগুলি যন্ত্রস্থ :—
মিলাদে মোস্তফা দ্বিতীয় ভাগ, তেলকল রছুল, মসলা ভাণ্ডার চতুর্থ ভাগ।

প্রাপ্তিস্থান:—অহিদি লাইব্রেরী—নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের পিত্ত-শূল বেদনার
অব্যর্থ মহৌষধ।
শূলসুধা

[illegible]
ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমদ এস, এ, এস,
Tell.—Sula-Shudha. "শূলসুধা" অফিস—রমনা, ঢাকা।

আছান এল্‌মে ফারায়েজ
বা
সরল ফারাজ (হানাফী মতে)

[illegible]
মাত্র উদাহরণমালা হইতে ফারাজ বাহির করার নিয়ম—মনে করুন কোন মৃত ব্যক্তির মাত্র কন্যা, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রী ওয়ারিশ আছেন, আপনি ইহাদের অংশ জানিতে চাহেন। সূচিপত্র দেখিয়া কন্যা, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রীর হেডিং ও উদাহরণমালার পাতা বাহির করুন। দেখিবেন যে ঐ ওয়ারিশগণের সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন ফারাজ পর পর সজ্জিত রহিয়াছে। আপনাকে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না একেবারে তৈয়ারী ফারাজ পাইবেন।
সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে মূল্য ১৲ স্থলে ৷৵০ করা গেল। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ৷৵১০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পুস্তক পাইবেন।
প্রাপ্তিস্থান :—মুন্সি আমির উদ্দিন আহমদ,
ফারাজ অফিস, পোঃ কুড়িগ্রাম, জেলা রংপুর।

ডাক্তার ওয়ালিজের আবিষ্কৃত
কিলজারম টনিক

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
লোকে ব্যবহার করে কেন?
[illegible]
মূল্য—এক শিশি ৵০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান:—
কবির বাদার্স
৭৬ নং আইস্ ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

শাহী মোমছেক গুলি
[illegible]
ম্যানেজার—"শাহী মোমছেক গুলি"
১১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্তি তৈল
[illegible]

কতকগুলি আবশ্যকীয় কেতাবের বিজ্ঞাপন।

আমালিয়াত ও তাবিজাত
ইহাতে ৮০ প্রকার মোজার্রব তদবীর আছে। এই কেতাব আমালিয়াত শিক্ষা করিবার পক্ষে অতি উত্তম। বহু পরীক্ষিত ও জানিত দোওয়া দাওয়া এই কেতাবে স্থান পাইয়াছে। ইহা একখণ্ড ঘরে থাকিলে বেতমিজ ওঝার বাড়ী দৌড়িতে হইবে না ও শেরেকী মন্ত্র পাঠকারীর সাহায্য লইয়া ইমান-রত্ন ধ্বংস করিতে হইবে না। মূল্য ।৵০ আনা।

বেহেশত দোজখের বর্ণনা ও কেয়ামতের সংবাদ।
এই কেতাবখানি পাঠ করিলে মানুষ পাপের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে। কিরূপে চারি ক্রোশ তার জান কবজ হইবে, কিরূপে আম্বাজিলের জান কবজ হইবে, কিরূপে আজরাইল (আঃ) এর জান কবজ হইবে, খোদাওয়ান্দ করিম কি বলিবেন, কেয়ামত কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় সুন্দর ভাবে লিখিত আছে। মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

সরল নামাজ শিক্ষা।
নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উত্তম কেতাব। বহু মসলা ও নামাজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে কেতাব পূর্ণ করা হইয়াছে। বাঙ্গলায় সূরাগুলির উচ্চারণ ও নিম্নে অর্থ লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে বিশেষ আব কতকগুলি দোওয়া লিখিত আছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পাপ পুণ্যের ফলাফল ও কেয়ামতের সংবাদ।
এমন কেতাব বাঙ্গালায় অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। কেতাবের মূল্য কম বলিয়া সামান্য মনে করিবেন না। বহুমূল্যবান বাক্যাবলীর দ্বারা কেতাবের কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে। কোন গোনাহতে কিরূপ শাস্তি, কোন নেকীতে কিরূপ আরাম; তাহা সামনে দেখান হইয়াছে। একদল লোক নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাৎ, করিয়া দোজখে যাইতেছে। সুদখোর, শরাবখোর ঘুষখোর ও জেনাকারের ভীষণ [illegible] দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাইবেন। মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

মওলানার ফতোয়া ও জরুরী মসলার মামাংসা।
বঙ্গের অদ্বিতীয় আলেম মওলানা, শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক উত্তর লিখিত। ২০০ শত মছলায় কেতাবের কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে। এই কেতাব পাঠ না করিলে মসলা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে হইবে। ।০ আনা মাত্র।

চারি এমামের জীবনী যন্ত্রস্থ।
নিম্ন ঠিকানায় কেতাব পাইবেন।:—
মোহাম্মদ শুকুর আলি
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কিম্বা অহিদী লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, ২৪ পরগণা।

আবে রহমত
(রেজিষ্টার্ড)
অনুপান ভেদে—
[illegible]

Printed and Published by Munshi Md. Shukoor Ali at the Hanafi Moslim Press, 47, Ripon St. Calcutta.

ভারত সালসা
[illegible]
কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

জি, কে, নাগ এণ্ড কোং
[illegible]

সুসংবাদ! আল্লার রহমত!! সুসংবাদ!!!
ফকির ও দুরারোগ্য রোগসমূহের আরোগ্যকারী
তাবিজে শেফা
[illegible]
প্রাপ্তিস্থান :—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
ইলেক্ট্রো ফিভারিণ
[illegible]

হেয়ার ডাই ল্যা ফুলের কালা
[illegible]
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

নিমসার-তৈল
২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।
খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, দাদ, হাজা, পাকুই পর্যা-ঘা, পারা-ঘা, শোষ, নালী ও পচা-ঘা অণ্ডকোষের চুলকণা, চটাউঠা, নাকে ক্ষত ও দুর্গন্ধ, বালপাকা, কাণচাটু, বসন্তের ঘা ও কাল দাগ, গলিত কুষ্ঠ, মরামাস ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্মব্যাধি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ৷০, মাঃ ।৵০, তিন বোতল ১৷০, মাঃ ৷৵০ আনা। বড় বোতল ৵০, মাঃ ।৵০ আনা, ৩ বোতল ২৷০ টাকা, মাঃ ৵০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান :—
কাবরাজ আর. সি. কবিরত্ন—৬০ নং (২) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

ষ্টুডেণ্ট লিভার ওয়াচ

এই ঘড়ী দেখিতে অতি সুন্দর, বকঝকা খুব মজবুত, নিকেল কেস, ওপন্ ফেস, জুয়েল সংযুক্ত, এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চালক, সেকেণ্ড কাঁটা সংযুক্ত। এই ঘড়ি পাঠ্য ব্যক্তিদের ও অফিসারগণের উভয়ের আবশ্যকীয়। মূল্য ৩৷০ টাকা, গ্যারেণ্টি ২ বৎসর এবং ইহার সহিত বিনামূল্যে ৮ দফা উপহার পাইবেন যথা:—১ সেট রোলড্ গোল্ডের চেন, ক্লিপ ও ড্রপার সমেত ১টি ফাউণ্টেন পেন, খাপ সমেত ১টি রোলড্ গোল্ডের চশমা, ১ শিশি এসেন্স, ১টি সাবান, ১ সেট রোলড্ গোল্ডের বোতাম, ১ খানি রুমাল, ১টি মনিব্যাগ।
জুবিলিয়ান ওয়াচ ষ্টোরস্
৮৫।১।এ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী
ফকির—এস, এম, ইব্রাহিম আহম্মদ।
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ও ব্যবস্থাপত্র এবং সর্ব্বরোগের আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরিত হয়। ম্যানেজার—নিজামুদ্দীন আহম্মদ বি, এ,
পোঃ ও জেঃ দিনাজপুর।

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
নূতন বড়ী
জ্বরে-বিজ্বরে সেবন হয় পথ্যের কোন বিচার নাই
দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম!
এই বড়ী সেবনে কৃষক হাল চাষ করুক, কেরানী অফিসে কর্ম্ম করুক, কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার; জ্বর আরাম হইলে আর ঘুরিয়া আসে না। মূল্য সুলভ, প্রতি কৌটা ৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ৩ কৌটা ২৲ টাকা।
ডাঃ এস, আহমদ এণ্ড কোং, দি মোস্লেম মেডিক্যাল হল।
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

Regd. No. C-1395.

ডাঃ গেভিন সাহেবের সেই বিখ্যাত
সালসার শ্রেষ্ঠ
জ্যানর্জিন
প্রধানতঃ ইহাতে রক্ত পরিষ্কার হয়। খোস, পাঁচড়া, বাতরক্ত, বাগি ও গরমি ঘা, গায়ে চাকা চাকা দাগ, প্রভৃতি দূষিত সকল প্রকার রোগ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। সকলেই জানেন সালসায় রোগ চাপা থাকে, কিন্তু জ্যানর্জিনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ৩ শিশি ২৸০ টাকা, ডজন ১০৲ টাকা, মাঃ পৃথক।
জারমলীন লিমিটেড,
হেড আফিস:—৪২ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"হানাফী" অফিস:—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

ডাঃ গেভিন সাহেবের সেই বিখ্যাত
সর্ব্ববিধ-জ্বরের-ধন্বন্তরী
জারমলীন
এক দিনে জ্বর ছাড়ে! জ্বরের যম পথ্যের বিচার নাই!
যে কোন প্রকারের জ্বর তিন মাত্রা সেবনাত্তে, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত [illegible] রোগীর কোন অপকার হইবে না জারমলীনের গুণ সর্ব্ব হইবে, [illegible] মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা, ডজন ৩০ টাকা, [illegible] পাইকারী দর আবেদন সাপেক্ষ। টাকায় টাকা লাভ।
জারমলীন লিমিটেড,
হেড আফিস:—৪২ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

৪র্থ বর্ষ] ৫ই শফর—১৩৪৭ হিঃ সোমবার—৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ ইংরেজী ২৩শে জুলাই—১৯২৮ [৯ম সংখ্যা

বহু হাকিম, ডাক্তার ও কবিরাজের পরীক্ষিত ও

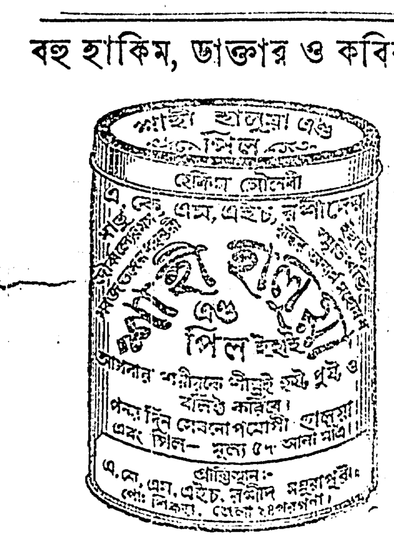

শাহী হালুয়া—ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, বাতরোগ ও বীর্য্যতারল্যে অব্যর্থ মহৌষধ। মাত্র এক কৌটাতেই আপনার শরীরের যাবতীয় ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি সত্বর নিবারণ করিয়া আপনাকে স্বাস্থ্যবান করিবে। যাবতীয় স্ত্রী-রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।
বিখ্যাত ডাঃ এম, রহমান বলেন,—"এই ১৭টী ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীর প্রয়োগে আমি ৩টী 'শাহী হালুয়া' সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"
ম্যানেজার—শাহী হালুয়া
কারখানা—মুগাপুর,
পোঃ শিকড় মুদীগ্রাম, ২৪ পরগণা।

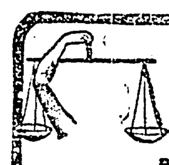

গুণের পরীক্ষা
দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত
অমৃতকুণ্ড সালসা
সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন।
দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

"স্বর্ণঘটীত অমৃতকুণ্ড সালসা" সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে। পারদ ও উপদংশ বিষ, বাত, রক্তদুষ্টি, খোষপাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, রক্তহীনতা কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।
মূল্য এক শিশি ১৲ মাঃ ৷৵০, তিন শিশি ২৷০ টাকা, মাঃ ৸৵০ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং দাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

হিন্দুস্থানের তিন শত পনর জন বড় বড় আলেম, ফাজেল, পীর মোর্শেদ, গওছ, কুতুব, ওলী, দরবেশ কর্ত্তৃক প্রসংশিত।

আল্লার কালামের কেরামত
জ্বালালী তাবিজ

আমাদের হজরত পীর শাহ সুফী কেবলা কর্ত্তৃক অনুমোদিত। অসংখ্য প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত।

এই পাক তাবিজ হিন্দুস্থানের ৩১৫ জন বড় বড় আলেম, ফাজেল, গওছ, কুতুব, পীর, দরবেশ, আওলিয়া প্রভৃতি বোজর্গানে দীনের 'ছাবেতে' মরহবা প্রাপ্ত এবং আমাদের পীর সাহেব হুজুর কেবলা কর্ত্তৃক এজাযত পাইয়া এই নগন্য খাদেম কর্ত্তৃক বিতরিত হইতেছে। ইহা কোরানে পাকের কয়েকটী গোপন কেরামতি আয়েত ও বহু আওলিয়ার এবং দরবেশ ও আমাদের [illegible] মান ভাই ইহা ধারন করিয়া 'দীন দুনিয়া' উভয় জাহানের ফায়দা হাছেল করিবেন। ইহা ধারণে বদনজর, বদফায়েলী, আজারী, বিমারী, যাদু টোনা, ভূত প্রেতের আছর, বালা-মুছিবত, গ্রহদৃষ্টি ধনহানী, স্বাস্থ্যহানী, সন্তানহানী প্রভৃতি দূর হইয়া খোদার রহমত নাজেল হয়। ইহার জ্বালালী ফয়েজে সকল প্রকার সংক্রামক পীড়া, কলেরা, বসন্ত, জ্বর, ইত্যাদি দূর হয়। মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ হয়, কাজ কারবারে বেহিসাব মুনাফা হয়। সকলের স্নেহভাজন হইয়া সংসারে ও আমোদে চহি ছালামতে থাকে। ইহা ধারণে যে কোন প্রকার রোগ, শোক, আছর, জেনে বা ভূতে ধরা, বদনজর লাগা, সন্তান না হওয়া, স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য, সন্তান হইয়া মরিয়া যাওয়া বা মরা সন্তান প্রসব করা প্রভৃতি দোষ এক মুহূর্ত্তে দূর হয়। হজরত পীর ছাহেব কেবলা বলেন,—"এই পর্য্যন্ত জ্বালালী তাবিজ ব্যবহার করিয়া কেহ না-উম্মেদ হয়েন নাই।"
প্রতি তাবিজের হাদিয়া ১।৴৫, ৩টী ৩।৴৫, ৬টী ৫।৴৫, এবং প্রতি ডজন ৯।৴৫, ডাক খরচ ।০ আনা। এজেন্টের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে। এজেন্সীর জন্য পত্র লিখুন।
প্রাপ্তিস্থান:—
খাদেম—জ্বালালী তাবিজ
কারখানা ৪—৭৭।১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাবীজের ইস্মে আজম

মৌলবী ও হাফেজ পীরের এনায়েতে প্রচারিত
এই তাবিজে কোরান শরিফের বহু পরীক্ষিত আয়ত ও দোওয়া আছে। ইহাতে ৫০ তাবিজ একত্রে এক সঙ্গে হুবহু লিখিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খোদার কালাম যে সর্ব্ববিধ রোগ দূরকারী তাহার বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। খোদার ফজলে এ পর্য্যন্ত বহু আশ্চর্য্যরূপ সুফল পাইয়াছেন। আরও কেন ও ভুক্তভোগ বহু রোগীর আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। মওলানা রুহুল আমিন সাহেব ও মওলানা আবুবকর সাহেব পুরফুরা শরীফ সাহেবে এই তাবিজ দেখিয়া বহুত তারিফ ও দোওয়ায়ে খায়ের করিয়াছেন। পীরের এবাদতে প্রত্যেক তাবিজের জন্য ।০ আট আনা হাদিয়া লইয়া প্রচার করিতেছি। ডাক মাঃ ।৵০ সাত আনা। ২০টী পর্য্যন্ত এক মাশুলে পাঠান হয়।
একমাত্র প্রাপ্তিস্থান:—মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
২নং গ্রান্ট ষ্ট্রীট, চাঁদনী, কলিকাতা।

দেশ-প্রসিদ্ধ প্রবীন সাহিত্যিক মৌলবী শেখ ফজলুল করিম—
সাহিত্য-বিশারদ, কাব্য-রত্নাকর, নীতি-ভূষণ প্রণীত

সর্ব্বজন মনোরঞ্জন সচিত্র গ্রন্থাবলী

১। লায়লী-মজনু—সর্ব্বজন প্রশংসিত ত্রিবর্ণ হাফটোন ভূষিত, সপ্তম সংস্করণ, মূল্য ১৷০
২। পথ ও পাথেয়—(২য় সংস্করণ), পদ্যগ্রন্থ, ছাহাবা এবং মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবনের বাছা-বাছা-উপদেশপূর্ণ গল্পসমষ্টি। একটী গল্প পড়িলে মহাপাপীও নিজের জীবন ধন্য হইল মনে করে। মূল্য ১৲ এক টাকা।
৩। হারুনার রশিদের গল্প—সচিত্র শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত দ্বিতীয় সংস্করণ বিচিত্র সাজে বাহির হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।
৪। সোনার বাতি। সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। পদ্যচ্ছন্দে হজরত বড়পীর সাহেবের পুণ্য-কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। মূল্য ৷০ আনা।
৫। চিন্তার চাষ। কি করিয়া চিন্তাশীলতা অভ্যাস করিতে হয়—সৌন্দর্য্য দৃষ্টি প্রসারিত হয়—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাহা বন্ধুর ন্যায় আপনাকে শিক্ষা দিবে। পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।
৬। বিবি খাদিজা। সচিত্র নূতন গ্রন্থ। নূতন যুগের উপযোগী ছন্দ, তালযুক্ত ভাষায় লেখা। মূল্য ১৲ টাকা।
৭। বিবি ফাতেমা। স্ত্রী-পাঠ্য সর্ব্বোত্তম সচিত্র গ্রন্থ। সুললিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় রচিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।
৮। আফগানিস্থানের ইতিহাস। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বীর্য্যবান আফগান জাতির বিচিত্র জীবন-যাত্রার শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। ইহাতে বর্ত্তমান আফগান নরপতি এবং বেগম সুরাইয়ার কৌতূহলপ্রদ কাহিনী—ভ্রমণ কাহিনীও স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রে চিত্রময়, মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রণীত।
৯। প্রীতি-উপহার। দ্বিতীয় সংস্করণ। নারী সমাজের চরিত্র গঠনের জন্য লিখিত। গহনা, সাজসজ্জা, রত্নালঙ্কার যাহা করিতে পারে নাই—প্রীতি-উপহার তাহাই করিবে। পুস্তকের ভাষা অতি সহজ, গল্পের মত করিয়া লেখা, মূল্য ১৷০ আনা।
নব-দীক্ষিত ভ্রাতা মৌলবী সেরাজুল ইসলাম বি-এ, (ভূতপূর্ব্ব শ্রীযুক্ত বাবু অংশুপ্রকাশ দাস গুপ্ত বি-এ,) প্রণীত—
১০। কেন মুসলমান হইলাম। তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাঁহার মোস্লেম ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ বিবৃত করিয়াছেন। এই অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে ইহা বেহেস্তের সওগাতের কাজ করিবে। মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র।
মৌলবী কাজী ইয়াছিন নূরী সাহেব প্রণীত—
১১। বেহেস্তের অলঙ্কার। চতুর্থ সংস্করণ। ইহাতে হায়েজ, নেফাছ, সহবাস, পর্দ্দা-পুসিদা, স্বামী-সেবা প্রভৃতি অতি জরুরী মছলা মছায়েল পূর্ণ সম্বন্ধে নানা হিতকর উপদেশ আছে। এক কথায় শরীয়ত অনুযায়ী নারীর যাহা যাহা জানা দরকার সব পুস্তকে পাইবেন। মূল্য প্রথম খণ্ড, ৸০ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ।০ আনা।

মজিদিয়া লাইব্রেরী—ঢাকা।
কলিকাতা ও চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে।

কৃত্রিম বক্ষণ জ্যালার্সের
পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ
প্রাপ্তিস্থান:—২৮ নং সন্তুষ্টি রোড, কলকাতা।
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।
রিক্তের বেদন—১৷০, পূবের হাওয়া—১৷০, ফেলোসের শাহনামা—১৷০, হজরত বড় পীর ১৷৵০, রাজমুকুট ২৲, আরব জাতির ইতিহাস—১ম খণ্ড ১৷০, তৃতীয় খণ্ড ১৷০, রক্তরাগ—১৲, [illegible]

কুষ্ঠ
৭৭ রিডন ষ্ট্রীট
সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, দুষ্ট, গলিত-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, অসাড়, পাণ্ডা, গ্রহণী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন অজীর্ণ ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

ডাঃ এস, ডি, সাহেবের বহু প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী কৃত কতিপয় জগৎ বিখ্যাত ক্রিমির ঔষধ।
বিফলে ১০৲ টাকা দণ্ড দিব।
ক্রিমি কেশরী
একমাত্রা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি যথা ফিতার মত বড় ও চেপ্টা—কেঁচুর মত লম্বা সূতার মত ক্ষুদ্র ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিমি যথাসময়ে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। মূল্য প্রতি পুরিয়া ।০ চারি আনা ডজন ২৲ টাকা। ডাকমাশুল পৃথক, অধিক লইলে পাইকার ও এজেন্টদিগকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।
ম্যানেজার—সমছুল ইসলাম ফার্ম্মেসী
খাগরা, পোঃ পাইকরা, ময়মনসিংহ।

বিকৃত-বার্য্য ও পুরুষত্বহানি
জিম্মোনা
দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ।
অতিরিক্ত ধাতুস্রাব-জনিত দুর্ব্বলতা নিদূরিত করিতে এবং অপরিমিত ধারণাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। অত্যধিক এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রতারল্য, শীঘ্র পতন, [illegible] বাধা হওয়া প্রভৃতি পুরুষ রোগের এবং প্রদর, রজঃকষ্ট ও অতিশয় রজঃস্রাব প্রভৃতি স্ত্রী-রোগের এই "জিম্মোনা" অব্যর্থ ফলপ্রদ। এক কথায় "জিম্মোনা" মৃত্যুকামী মুমূর্ষু রোগীকেও সর্ব্বপ্রকার শুক্র সম্বন্ধীয় রোগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নব-যৌবনের উদ্দামশক্তির প্রবল হিল্লোলে মাতাইয়া তোলে। মূল্য প্রতি কৌটা দেড় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
ঠিকানা:—ডার্লিং এণ্ড কোং
৬৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, পার্শিবাগান, কলিকাতা।

আছান এল্‌মে ফারায়েজ
বা
সরল ফারাজ (হানাফী মতে)
১। কুড়িগ্রামের উকীল অর, এম, সাজ্জাদ কৃত ইং ১৯২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটের এপেণ্ডিক্স দ্রষ্টব্য।
২। অতি সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত ফারাজের পুস্তক। এই পুস্তকে ভাগ করার সমস্ত নিয়ম অতি সুন্দর ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণতঃ যত রকম ফারাজের প্রয়োজন হইতে পারে ঐ সমস্ত রকম ফারাজ কসিয়া দিয়া এক বৃহৎ উদাহরণমালা দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ফারাজের খুটি-নাটি পড়িতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা উদাহরণমালা দেখিয়া সকল রকম ফারাজ জানিতে পারিবেন।
৩। মাত্র উদাহরণমালা হইতে ফারাজ বাহির করার নিয়ম—মনে করুন কোন মৃত ব্যক্তির মাত্র কন্যা, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রী ওয়ারিশ আছেন, আপনি ইহাদের হিস্যা জানিতে চাহেন। সূচিপত্র দেখিয়া কন্যা, পুত্রের পুত্র ও স্ত্রীর হেডিং ও উদাহরণমালার পাতা বাহির করুন। দেখিবেন যে ঐ ওয়ারিশগণের সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন ফারাজ পর পর সজ্জিত রহিয়াছে। আপনাকে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না একেবারে তৈয়ারী ফারাজ পাইবেন।
সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে মূল্য ১৲ স্থলে ৸৵০ করা গেল। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ৸৵১০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পুস্তক পাইবেন।
প্রাপ্তিস্থান:—মুন্সি খলিল উদ্দিন আহমদ,
ম্যানেজার, ফারাজ অফিস, পোঃ কুড়িগ্রাম, জেলা রংপুর।

ষ্টুডেণ্ট লিভার ওয়াচ
এই ঘড়ী দেখিতে অতি সুন্দর, কলকজা খুব মজবুত, নিকেল কেস, ওপন ফেস, জুয়েল সংযুক্ত, এক দমে ৩৬ ঘণ্টা চালক, সেকেণ্ড কাঁটা সংযুক্ত। এই ঘড়ি পাঠ্য ব্যক্তিদের ও অফিসারগণের উভয়ের আবশ্যকীয়। মূল্য ৩৷০ টাকা, গ্যারেণ্টি ২ বৎসর এবং ইহার সহিত বিনামূল্যে ৮ দফা উপহার পাইবেন যথা:—১ সেট রোল্‌ড গোল্ডের চেন, ক্লিপ ও ড্রপার সমেত ১টি ফাউণ্টেন পেন, খাপ সমেত ১টি রোল্‌ড গোল্ডের চশমা, ১ শিশি এসেন্স, ১টি সাবান, ১ সেট রোল্‌ড গোল্ডের বোতাম, ১ খানি রুমাল, ১টি মনিব্যাগ।
জুবিলিয়ান ওয়াচ ষ্টোরস্
৮৪।১।১ এ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের পিত্ত-শূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।
শূলসুধা
শূল বেদনা কি প্রকার কষ্টদায়ক তাহা যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতে থাকেন সংসারের যাবতীয় সুখ তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হয়। আত্মহত্যা রূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়া রোগী শূল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে চান—কিন্তু হতাশ হইবেন না, খোদার উপর নির্ভর করিয়া "শূলসুধা" সেবন করুন আপনার শূল অম্ল শূল, অম্ল-পিত্ত, কলিজা দরদ, কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত উদরেও যকৃতের ব্যথা অচিরে ইন্‌শাল্লাহ সারিয়া যাইবে। শূলসুধা কোন ডাক্তারী কবিরাজী বা হেকিমী ঔষধ নহে, ইহা জনৈক কামেল দরবেশ প্রদত্ত অমৃত বিশেষ। ইহার প্রচারক হাজী ছাহেব দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রাণান্তকর বেদনায় ভুগিয়া খোদার রহমতে 'শূলসুধা' সেবন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন এবং অন্যান্য শত শত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তাই হাজী সাহেব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, যাহারা টাকা খরচ করিয়া ও ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ খাইয়া কোন ফল পান নাই—তাঁহারা খোদার নাম লইয়া 'শূলসুধা' একবার পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে, কেননা ইহা শুধু দাওয়ানা কামেল দরবেশের দোওয়াও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। মূল্য প্রতি কৌটা ১।৵০ আনা, ছোট কৌটা ৸০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র। পাইকারী দর পৃথক, পত্র লিখিলে ক্যাটলগ ও এজেন্টের নিয়মাবলী পাঠান হয়।
নিকটস্থ দোকানে না পাইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।—
ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমদ এস, এ, এস,
Tell.—Sula-Shudha. "শূলসুধা" অফিস—ভ্রমনা, ঢাকা।

লক্ষ ব্যক্তির প্রশংসনীয়—চর্ম্ম-রোগের যম—'শ্রীগণেশ মার্কা'
নিমসার-তৈল
২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।
খোস, পাঁচড়া, চুলকনা, দাদ, হাজা, পাঁকুই গর্দ্দা-ঘা, পারা-ঘা, শোষ, নালী ও পচা-ঘা অণ্ডকোষের চুলকনা, চটাউঠা, নাকে ক্ষত ও দুর্গন্ধ, কানপাকা, কাণচাটী, বসন্তের ঘা ও কাল দাগ, গলিত কুষ্ঠ, মরামাস ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্মব্যাধি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ।০, মাঃ ।৵০, তিন বোতল ১৷০, মাঃ ৷৵০ আনা। বড় বোতল ৸৵০, মাঃ ।৵০ আনা, ৩ বোতল ২৷০ টাকা, মাঃ ৸৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান:—
কবিরাজ আর, সি, কবিরত্ন—৮০ নং (চ) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

ঢোল এণ্ড কোম্পানির
দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম
[illegible] যাবতীয় দাদ, কাউর ঘা, গরল, জলহাজা ও পাকুই প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। [illegible] ব্যবহারে আরোগ্য না হইলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিব। মূল্য ১ কৌটা ।০, ভিঃ পিঃতে ইহাতে ৩ কৌটার মাশুল লাগে না ও ১২ কৌটা মাশুল সহ ২৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান:—ঢোল এণ্ড কোং, বরানগর, কলিকাতা।

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং
বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।
৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

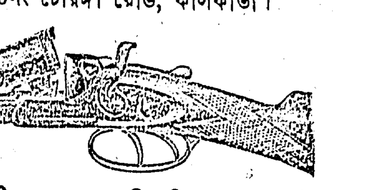

এক নলি ক্যাপদার দেশী বন্দুক ৩৫৲। বিলাতী ৬৫৲। ২ নলি ঐ ৫০৲, বিলাতী ৮০৲। এক নলি কার্টিজ বা টোটাদার বন্দুক ৫৫৲ হইতে ৭০৲। ২ নলি ঐ বেলজিয়াম ৭০৲, বিলাতী ১০০৲। ১২নং কার্টিজ বা টোটা ১০৲, ১১৲, ১২৲ শত। বারুদ ৩৲ পাউণ্ড, ক্যাপ ৸৵০ শত। ছররা (ছিটা)। পাউণ্ড। সকলপ্রকার বন্দুক ও মেরামত কম্বা তৈয়ার করা হয়। হাওয়ার বন্দুক ১৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

উর্দ্দু তরজমা সহ
বঙ্গানুবাদ
কোরআন শরীফ
চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে
প্রথমে এক লাইন আরবী ও আরবীর নিম্নে উর্দ্দু তরজমা ও তাহার নিম্নে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং হাসিয়ায় দুর্ব্বোধ্য স্থানের বাংলা টীকা দেওয়া হইয়াছে। মূল্য উত্তম গ্লেজ কাগজে বাঁধাই সহ বড় সাইজ ১০৲ মাঝারী সাইজ ৮৲ টাকা।
আলতাফা বুক এজেন্সী
৩৩ নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

ইউনানী চিকিৎসার পুনর্জ্জাগরণ
হেকিমী ঔষধের কিবা আশ্চর্য্য ফল!
রোগীর স্বাস্থ্য ও ব্যবসায়ীর ধনবল!!
কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই প্রভৃতি বহুস্থানের ব্যবসায়ীদের ন্যায় বৃথা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই। এই সব ফলপ্রদ অব্যর্থ হেকিমী ঔষধগুলি একবার লইয়া সত্যতা পরীক্ষা করুন। আল্লার রাজ্যে কেহ কাহাকেও ফাঁকি দিয়া বাঁচিবার উপায় নাই। ফলেন পরিচিয়তে। এক কালীন ২০৲ টাকার ঔষধ লইলে শতকরা ২৫৲ হারে কমিশন পাইবেন। সকল স্থলেই ঔষধের মূল্য ছাড়াও ডাক মাশুল ও প্যাকিং আদি খরচ গ্রাহকের অতিরিক্ত লাগে।
হব্বে আজম—ইহা সর্ব্বপ্রকার ধাতুরোগ শুক্র চিকিৎসার মহৌষধ। [illegible] প্রভৃতি ক্ষীণতা, শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহীনতা, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, সম্পূর্ণ বা আংশিক [illegible] শারীরিক মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, চিত্তচাঞ্চল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ সত্বরেই আরোগ্য হয়। ইহা বৃদ্ধের যৌবন ও দুর্ব্বলের বল এবং স্ত্রী-পুরুষের সমান উপকারী। ইহা অদ্বিতীয় ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা দ্বারা নূতন ও বিশুদ্ধ রক্ত বীর্য্য এবং স্ফূর্ত্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। [illegible] মূল্য (তিন সপ্তাহের ঔষধ) ১ শিশি ১০৲ টাকা। [illegible]
হোসেন সুর্ম্মা—সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ। [illegible] মূল্য এক প্যাক ।০ আনা, ২৫ প্যাক ৸৵০ আনা, ৫০ প্যাক ১।৵০ আনা, ১০০ প্যাক ২৷০ আনা। উক্ত সমুদয় বহু বিক্রি।
সুরমাজলম মূল্য ১ কৌটা ৷০ আনা, ১২ কৌটা ১৷০ টাকা, ১০০ কৌটা ১০৲ টাকা।
সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের আশ্চর্য্য মহৌষধ হাব্বেজ-দান্দান একবার মাত্র লাগাইলেই আরাম বুঝা যায়। মূল্য ১ প্যাক ।০ আনা, ২৫ প্যাক ১।৵০ আনা, ৫০ প্যাক ২৷০ ১০০ প্যাক ৪৲ টাকা।
সর্ব্বপ্রকার নূতন বা পুরাতন সামান্য বা কঠিন ও সাংঘাতিক সর্দ্দি, কাশ, শ্বাস ইত্যাদি রক্তজ প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে নিশ্চয় আরোগ্যকারী মহৌষধ হব্বে-দেমাগ এক বড়ীতেই খুব আরাম বুঝা যায়। মূল্য এক কৌটা ২০ বড়ী ।০ আনা ১২ কৌটা ৩৲ টাকা।
নূতন পুরাতন সামান্য বা কঠিন পালা প্রভৃতি ও ম্যালেরিয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মূলধ্বংসকারী পরমার্থ নিশ্চিত মহৌষধ হব্বে শাফা এক বড়ীতেই জ্বর আরাম, তিন বড়ীতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য; ইহাতে কুইনাইন নাই। মূল্য ২০ বড়ী ৸০ আনা, ১০০ বড়ী ২৷০ টাকা। সর্ব্বপ্রকার বাতের ব্যারাম ও বেদনার মহৌষধ মহাশক্তি বেদনাস্থলে একবার লাগাইলেই আরাম। মূল্য ১ সেট ।৵০ আনা ১২ সেট ৫৲ টাকা। সর্ব্বপ্রকার পেটবেদনা অজীর্ণ ও দিবসের অরুচি প্রভৃতির মহৌষধ হব্বে নবুন এক বড়ীতেই আশ্চর্য্য ফল মূল্য ১ কৌটা (২৫ বড়ী) ।৵০ আনা ১২ কৌটা ৩৷০ টাকা। সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া নাশক মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক চিত্ত প্রফুল্লকারী ও দুর্ব্বলতা পিত্ত ও কফ দোষ নাশক মহা সুগন্ধি মহোপকারী হেকিমী কেশতৈল যৌবনবাহার তৈল মূল্য বড় শিশি ১ শিশি ১৲ টাকা ১২ শিশি ৯৲ টাকা, ছোট শিশি ।০ ১২ শিশি ৪৷০ টাকা। সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশক অণ্ড ও অন্ত্র বৃদ্ধির মহৌষধ আবে হায়াত সহজ অনুপান ভেদে প্রায় ১২৫ প্রকার রোগে অমৃতবৎ কার্য্য করে। যেমন বা ব্যবহারের কোন বাঁধা নিয়ম নাই বিধা কেবা বা কেহ নাই। সামান্য লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকেও ইহা দ্বারা অক্লেশে বসিয়া চিকিৎসা চালাইতে পারেন। সকল সময়ে ও সকল ঋতুতে সমানভাবে গুণ করে। বহু অশিক্ষিত লোকেও ইহা দ্বারা চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া ডাক্তার নাম রোজগার ও যশের সহিত বিস্তর টাকা রোজগার করিতেছে। মূল্য বড় শিশি ২৲ টাকা ২ শিশি ১৮৲ টাকা। ছোট শিশি ।০ আনা ১২ শিশি ৫৷০ টাকা। সাবধান! বাজারে আবে হায়াত এবং যৌবন বাহার তৈলের অনেক নকল বাহির হইয়াছে। ক্রয় কালে আমাদের নাম ও ঠিকানা দেখিয়া লইবেন।
তবের ঠিকানা
হাকিম জাহিরপুর
খন্দকার এণ্ড সন্স
পোঃ তাহেরপুর, রাজসাহী।

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
নূতন বড়ী
জ্বরে-বিজ্বরে সেবন হয় পথ্যের কোন বিচার নাই
দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম।
এই বড়ী সেবন করিয়া হাল চাষ করুক, কেরানী অফিসে কর্ম্ম করুক, কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার; জ্বর আরাম হইলে আর ঘুরিয়া আসে না। মূল্য—দেড় প্রতি কৌটা ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ৩ কৌটা ২৲ টাকা।
ডাঃ এস, আহমদ এণ্ড কোং, দি মোস্লেম মেডিক্যাল হল।
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

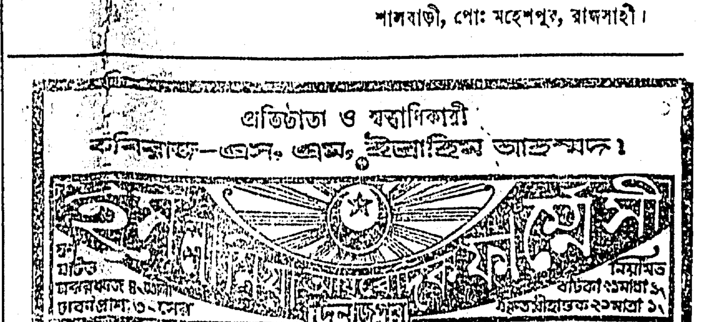

প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী
কবিরাজ—এস, এম, ইব্রাহিম আহম্মদ।
দিনাজপুর
ম্যানেজার—নিজামুদ্দীন আহম্মদ বি, এ,
পোঃ ও জেঃ দিনাজপুর।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
ইলেক্ট্রো ফিভারিণ
কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বর তিন মাত্রা সেবনেই তড়িৎ শক্তির ন্যায় ত্যাগ হয়। সপ্তাহে প্লীহা ও যকৃৎ বিলীন হয়। জ্বরান্তে টনিকের কাজ করে, জ্বরে, বিজ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইকারী দর ডজন ৩৸০ আনা, টাকায় টাকা লাভ, স্বরায় পত্র লিখুন।
হেমাঙ্গ ভাই কা ফুলের ক্যাপ।
এই কলপ পাকা চুলে দাড়ি ও গোঁফে লাগাইবা মাত্র তাড়িৎ শক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। একবার লাগাইলে অনেকদিন যাবত কেশ কাল, নরম ও চকচকে থাকে। ইহার ব্যবস্থা প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিটে যৌবন লাভ। আমাদের চেহারা কলপ ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট, প্রতি শিশি ৸০ আনা মাত্র ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ভাই অক্‌লিশ এণ্ড কোং
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৩৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসিত
শান্তিরস সালসা
যাবতীয় বাত, বেদনা, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্টি, দেহে নব বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত।
দূষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত। সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয়।
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং।
হেড অফিস:— ৪০।১৩ (গ) অপার চিৎপুর রোড, মূল্য ৩৷০ কলিকাতা। ব্রাঞ্চ অফিস:— ৩১২(গ) বর্দ্ধতলা ষ্ট্রীট।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ
৫৭।২ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী কৃত
এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা।
ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে /৫, /১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য—প্রিন্সিপাল ডাক্তার এম, খান ৫৭।২ মির্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

ডাক্তার ওয়ালিজের আবিষ্কৃত
ফিলজারম টনিক
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
লোকে ব্যবহার করে কেন?
যেহেতু ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজাণু নাশক, কম্পজ্বর, পালাজ্বর, ঘোলাটীন জ্বর, দৈহিক জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, আসামের কালাজ্বর, মেহদৃষ্ট জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। রক্তাল্পতা এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্য ইহা বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্যকারী।
একবার ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
মূল্য—এক শিশি ৸০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান:—
কবির ব্রাদার্স
৭৬ নং আইস্ ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

জ্যামেকাসালসারক্ত-পরিষ্কারকপারাগর্ম্মি ও বাত নাশক বলবৃদ্ধিকারক সেবনকালে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৷০ ৩ শিশি ৪৸০।
বাত ও বেদনা নাশক তৈল
এই তৈল মালিস করিলে বাত, গেঁটেবাত, সন্ধি-স্থলে বেদনা, পঙ্গুতা, চলৎবাত, জ্বালাবাত, গর্ম্মি ও পারার জন্য বাত, ঝিকবেদনা, স্নায়ুজন্য বেদনা, মোচড় বেদনা, উচ্চস্থান হইতে পতিত জন্য বেদনা, অতি শীঘ্র নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। এরূপ ঐন্দ্রজালিকশক্তিসম্পন্ন ঔষধ জগতে আর নাই; ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য হইয়া জগতে এই তৈল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মূল্য মাশুল সহ ১ শিশি ১৸০ আনা, ৩ শিশি ৩৷০ আনা।
দরিদ্র ভাণ্ডার ঔষধালয়—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল।
১৫। ৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

এমেরিকান কিং টনিক পিলিউলস্
এই পিলিউলস্ এর এত আদর কেন?
ইহা বিশুদ্ধ এমেরিকার ঔষধ, যাঁহারা প্রমেহ, বাতরোগ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় নিতান্ত কষ্ট পাইতেছেন ও জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহারা এই বিখ্যাত যক্ষ-অন্তরগ ও ধাতু ফলদায়ক কিং টনিক পিলিউলস ঔষধ ব্যবহার করিলে, অতি সত্বর প্রমেহ ও যাবতীয় ধাতুরোগের করাল কবল হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। একদিনে জ্বালা-যন্ত্রণা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি আরোগ্য হইবে।
তিন দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন; বীর্য্য গাঢ় হইবে, অবিলম্বে স্ত্রী-সহবাসেও বীর্য্যপাত হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। এই সঙ্গে আমাদের মালিশ ব্যবহার করা আবশ্যক।
প্যারিস প্লাষ্টার
যাঁহাদের জননেন্দ্রিয় সরু, দুর্ব্বল, বক্র কি ক্ষুদ্র হইয়াছে, যাহারা কোন ঔষধেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মাত্র এক শিশি এই মালিশ ব্যবহার করিলেই জননেন্দ্রিয় শক্ত, মোটা ও দৃঢ় কার্য্যক্ষম হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। উভয় ঔষধ একত্রে পাঁচ টাকায় পাইবেন।
দি এমেরিকান ফার্ম্মেসিউটিকাল হাউস
৪২নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বেহেস্তের সোপান
এই পুস্তকে নামাজের প্রথম নিয়ত—নামাজির দুও, পিতা-মাতা, সন্তান সন্ততি স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী ও মুসলমান প্রভৃতির প্রতি কি কি হক (কর্ত্তব্য), জিনা, জুলুম, সুদ, শরাব, বিপদে বিলাপের সাজা, চুরির পুরস্কার, কবিরাহ গোনাহ ও কুফরি কালামের ধারা, বেহেস্ত, দোজখ ও নানাবিধ দোজ-সত্য এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয় কোর-আন ও হাদিস অবলম্বনে সরল বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী ইহার এক এক খণ্ড পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইহা ওয়াজের ও বক্তাগণের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। ইহা ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল কোরআন
ইহাতে আরবী অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া কোরান শরিফ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করিবার যাবতীয় কাওয়ায়েদ ও মসলাদি বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। যদি ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ছহিহ কোরআন পাঠ বা কেরাত শিক্ষা করিতে চান, তবে এই পুস্তকখানা পাঠ করুন। মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান:—কারী এম, এ, জব্বার, পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।
অথবা ম্যানেজার—হানাফী, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

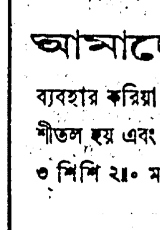

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের
কেতকী কুসুম তৈল
সৌগন্ধে ও উপকারিতায় কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।
যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে,
এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,
কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার
আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল"
ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরাৎ ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।০ আনা, ৩ শিশি ২৷০ মাঃ ৸৵০ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,
২নং দাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

তোমরা আমাকে আলেম বলে ডাকো প্রকাশ করো আমার পাণ্ডিত্যের বিদ্যের প্রশংসা করো না কিন্তু আমাকে অনুসরণ করো না।" (কোরআন)

৫ই শাবান—১৩৪৭ হিজরী, সোমবার ২৪ জানুয়ারী—১৯২৮ সাল।

নিবেদন

—:—

[মওলানা মোহাম্মদ কবুল আমিন সাহেব লিখিত]

আজ "হানাফী"র চতুর্থ বর্ষে প্রারম্ভে আমি প্রিয় মুসলমান ভাইদিগের খেদমতে সবিনয়ে কিছু আরজ করা আমি একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনারা বাংলার ও মুসলমান সমাজের মুখপত্র স্বরূপ একখানিও মাসিক পত্রিকা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, এ অভিযোগ আমাদের এখন সহ্য হইয়া গিয়াছে, এখন আমরা ইহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। আপনারা যদি আমাদিগকে সাহায্য করেন, তবে আমরা অল্প দিনের মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজের একটি অভাব দূর করিতে সমর্থ হইব

দেশের কথা

বালুরঘাটে দুর্ভিক্ষের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য

বগুড়া ইয়ংমেনস্ মোসলেম এসোসিয়েশন

শত শত হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি ও এই সমস্ত হতভাগ্য অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের সহকর্মী নর্থ বগুড়া যুবক-সমিতি ১০০৲ শত টাকা ও ৫০০ শত কাপড়, ভকনীহাট যুবক সমিতি ১০০৲ টাকা ও ২৩১ খানা কাপড় লইয়া আমাদের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং গাবতলী ও সর্দ্দন স্কুলী ইয়ং মেনস্ মোসলেম এসোসিয়েশনের কর্মীগণ শীঘ্রই আমাদের সহিত যোগ দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত আমরা প্রায় ১৩০০৲ টাকা, ১১০০ শত কাপড় ও ১৩১৭/ মণ চাউল পাইয়াছি। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে মিঃ এম, এ, এম চৌধুরী ও মৌলবী মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেবের সংগৃহিত ২৫০৲ টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দাতাগণের নাম আমাদের কার্য্যবিবরণ সহ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া আমরা সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

২১ সপ্তাহ-মধ্যেই সমস্ত প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ন পাইতেছি। তবে, বর্ত্তমানে খোদার নামে আপনাদিগকে শুধু ইহা জানাইতেছি যে, আপনাদের মহৎ দানের এক কপর্দ্দকও অপব্যবহার হইবে না। এ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে ২১/০ মণ চাউল এবং প্রায় ৭০০৲ শত টাকা পাঠাইয়াছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া কেবল মাত্র যাহারা অনাহারে আছে, সেই সকল স্ত্রীলোকদিগকে দৈনিক ৬ ছটাক ও ছেলে মেয়েদিগকে ৩ ছটাক করিয়া দেওয়াতেই সপ্তাহে কেবল মাত্র কাপড়-পাঁচো ক্ষেত্রেই ২২ মণ চাউল লাগিতেছে। তারপর পেশাপাড়া ক্ষেত্রের সঠিক হিসাব এ পর্য্যন্ত আমাদের নিকট না পৌঁছিলেও আমাদের অনুমান—সেখানেও ২৫।০ মণ চাউলের কম লাগিবে না। বর্ত্তমানে প্রায় অধিকাংশ স্থানেই গরু-মহিষ ও বীজের অভাবে জমিতে লাঙ্গল পড়ে নাই, কাজেই আমরা এদিকে সদাশয় গভর্ণমেন্ট বাহাদুরের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গভর্ণমেন্ট বাহাদুর আজ পর্য্যন্ত যে টাকা কৃষি-ঋণ বলিয়া দিতেছেন, তাহা শত শত লোকের পক্ষে অতি সামান্য। কাজেই, এই মাস মধ্যে উপযুক্ত কৃষিঋণ পাইলে হয়ত আগামী অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান্যের আশা করা যায়। নতুবা আমরা শুধু শক্তি ক্ষয় করিয়া আর কত দিন স্বজাতিদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব? আমাদিগকে আগামী অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইবে, এই সামান্য অর্থ—যাহা বর্ত্তমানে আমাদের নিকট আছে—তাহা কত সামান্য, দেশবাসী সহজেই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই সমস্ত হতভাগ্য লোকদিগের জীবন রক্ষার জন্য নিজ নিজ সাধ্যমত খোদার নামে নিম্ন ঠিকানায় দান পাঠাইয়া অশেষ পুণ্যের অংশী হইবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

বালুরঘাটের শত অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারী ও শিশু সন্তানদের জীবন রক্ষার্থে বগুড়া জেলার নিম্ন লিখিত মুসলমান যুবক সমিতিগুলি নিজ নিজ সাধ্যমত দান লইয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন ও বর্ত্তমানে দেশপাড়া এবং পেশাপাড়া ক্ষেত্রে শত শত অভাগাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে আমি আমার সমিতির পক্ষ হইতে আমার সেই সমস্ত যুবক-ভ্রাতাগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং যে সমস্ত সমিতিগুলি সহায়ে আহ্বান করিতেছি, "হে কোথায় যুবক আছেন—হুসেন, শত শত ভ্রাতা তরিৎ প্রাণ রক্ষার্থে খোদার নামে যুবকের শক্তি লইয়া ছুটিয়া আসুন, কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিন।"

১। দি নর্থ বগুড়া ইয়ং মেনস্ মোসলেম এসোসিয়েশন। সাঃ মোহাঃ কলিম উদ্দিন আহমদ; নগদ ১০০৲ টাকা ও ৫০০ খানা কাপড়।

২। তরণী হাট ইয়ং মেনস্ মোসলেম এসোসিয়েশন। সাঃ মোহাঃ নছির উদ্দিন; নগদ ১১০৲ টাকা ও ২৫৫ খানা কাপড়।

৩। গাবতলী ইয়ং মেনস্ মোসলেম এসোসিয়েশন। সাঃ মৌলবী হেদায়েত উল্লা সাহেব; নগদ ৬০৲ টাকা ও ২০১ খানা কাপড়।

৪। বগুড়া (অধান পুকুর) ইয়ং মেনস মোসলেম এসোসিয়েশন। সাঃ মোহাঃ মজুহার রহমান তরফদার; নগদ ২৫৲ টাকা ও ১০ খানা কাপড়।

৫। সর্দ্দন স্কুলী ইয়ং মেনস মোসলেম এসোসিয়েশন। সাঃ মৌলবী মোহাঃ তমিজ উদ্দিন সাহেব; নগদ ৯৲ টাকা ও কাপড় একখানা (১ম দফা)।

৬। বীরকেদার মোসলেম যুবক সমিতি (তালোড়া) সাঃ মৌলবী ভজর আলী আহমদ সাহেব; নগদ ৭০৲ টাকা।

৭। চন্দনবাইশা মোসলেম যুবক সমিতি। সাঃ মোঃ মেহের উদ্দিন আহমদ; নগদ ৩০৲ টাকা।

অন্যান্য গ্রামের বিবরণ 'বগুড়ার কথা' প্রভৃতি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

বিনীত—
মোহাম্মদ আবদুল হক
সেক্রেটারী
বগুড়া ইয়ং মেনস মোসলেম এসোসিয়েশন
বগুড়া।

জাগো মোসলেম যুবক-সমিতি

বগুড়া জেলার তারস্য যুবক-সমিতির কর্ম্মিগণ দুর্ভিক্ষ-সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া সমিতির সেক্রেটারী এম, নছির উদ্দীন আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সমিতির কর্মীগণ ৫০৲ টাকা আদায় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮৩৭/০ আমার প্রাপ্তি-স্বীকার বিবরণ প্রকাশার্থে আমাদিগকে পাঠান হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ আমরা ঐ প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সমিতির উত্তম কার্য্য প্রশংসনীয়।

জাহাঙ্গীরনগর ইয়ংমেনস্ মোসলেম সমিতি

দিনাজপুর জেলার বিরিমপুর মহকুমার শিকড় মৌঃ হেদায়েত্তীন আহমদ সাহেব জানাইতেছেন যে, ঢাকার—জাহাঙ্গীরনগর মোসলেম যুবক-সমিতির কর্ম্মিগণ গোরশা থানার গাগাহার অধিবার বাড়ীতে ক্ষেত্র করিয়া দুর্ভিক্ষ রিলিফ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুদূর ঢাকা নগরী হইতেও ভক্ত-মণ্ডল যে বগুড়া জেলার দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছেন এবং সেবাকার্য্যের জন্য ৪টি জেলা পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার পাত্র। দেশের তরুণবৃন্দেরই একরূপ উন্নত আদর্শের অনুসরণ করা উচিত। জাহাঙ্গীরনগর ইয়ংমেনস্ মোসলেম এসোসিয়েশনের ঠিকানা—৫৪ নং বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা।

নওগাঁ রিলিফ কমিটি

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য রাজশাহী জেলার নওগাঁর স্থানীয় 'দেশের বাণী' নামক পত্রিকার সম্পাদক মৌঃ হাসান খাঁ সাহেবের চেষ্টায় একটি রিলিফ কমিটি খোলা হইয়াছে বলিয়া জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এই কমিটির সভাপতি ও ক্যাশিয়ার হইয়াছেন,—মৌঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ বি-এল এবং সেক্রেটারী হইয়াছেন,—মৌঃ মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক। কমিটির কর্মিগণ নওগাঁ সহরে সাহায্য সংগ্রহ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পত্র ও চিত্র

আয়মাদার বর্জ্জনের উত্তর

(প্রতিবাদ)

গত ১৮ই আষাঢ় তারিখের "হানাফীতে" "আয়মাদার বর্জ্জন" শীর্ষক প্রবন্ধে নির্য্যাতিত আয়মাদারগণ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতেছেন বলিয়া মহাশয় গবর্ণমেন্টের ও সমাজ নেতৃগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার এলাকাধীন পীতলা ও রাজীপুর গ্রামের "অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত" মুসলমানগণ ঐ গ্রামের গরীব আয়মাদারদিগকে একঘরে করিয়া নির্য্যাতন করিতেছে। কিন্তু সত্য সত্যই আয়মাদারগণকে নির্য্যাতন করিবার উদ্দেশ্যে আয়মাহীন মুসলমান সম্প্রদায়ের এ বর্জ্জন নহে। আয়মাদারগণ এতকাল ধরিয়া আয়মাহীন মুসলমানদিগকে যেরূপভাবে প্রতি কার্য্যে ও প্রতিবাক্যে ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন, এ বর্জ্জন কেবল সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের হাত হইতে নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্যই। আয়মাদারগণ আশরাফ; তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় ভদ্র, সভ্য, মার্জ্জিত। সুতরাং নিতান্ত অল্প অশিক্ষিত হইলেও তাঁহারা অন্য সকলের সম্মানের পাত্র—ইহাই হইতেছে তাঁহাদের ধারণা। এই ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আয়মাহীন মুসলমানদিগের সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন। এমন কি তাঁহাদিগকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এই সমস্ত গ্লানি ও অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য "ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ" তথাকথিত "শরিফ আয়মাদারদিগের" সংস্রব হইতে নিজেদেরে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে। কারণ যাঁহারা অযথা আত্ম-গরিমায় অন্ধ হইয়া অপরের সম্মান ও মর্য্যাদার সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখাই যুক্তি সঙ্গত।

আয়মাদারেরা লিখিয়াছেন,—"ভিন্ন মুসলমান শ্রেণী" আয়মাদারদিগকে "শরিয়ত অগ্রাহ্য" ধর্ম্মনীতি সম্মান দিয়া আসিতেছে এবং তাঁহাদের চাষ আবাদ করিতেছে।" আমাদের জিজ্ঞাস্য, কোন্ শরিয়তে এবং কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থে আয়মাদারদিগকে সম্মান দিবার এবং তাঁহাদের চাষ-আবাদ ও গৃহ-কার্য্যাদি করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে? অবস্থাযুগী ব্যবস্থা কি সত্য শরীয়তের ব্যবস্থা নহে? প্রয়োজন হইলে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহা কোন্ কেতাবের কোথায় লিখিত আছে? কোন্ শরীয়ত আয়মাদারগণকে অন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সম্মান পাইবার আদেশ দেয়? কোন্ শরিয়ত স্বধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান ভ্রাতার সহিত ইসলামের নিয়ম প্রশস্ত একাসনে বসিয়া আহার করিতে নিষেধ করে? হজরত রছুল করিম (দঃ) স্বয়ং সকল দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিয়া উহাদের কি ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন? আমরা আয়মাদারদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ শরিয়ত এবং কোন্ ধর্ম্মবিধান বলে তাঁহারা আমাদের নিকট এইরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছেন?

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আয়মাদারগণের অহমিকা, অজ্ঞতা এবং সংস্কারবশতঃ আয়মাহীন মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে অনেকটা বর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। জানি না, ইহা গবর্ণমেণ্টের এবং সমাজ-নেতৃবর্গের নিকট কিরূপ অদ্ভুত হইবে। কিন্তু আমরা সরলভাবেই বলিতেছি যে, যতদিন আয়মাদারদিগের অহমিকা, অজ্ঞতা, অহঙ্কার ও অনৈসলামিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূরীভূত না হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট বা সমাজ-নেতৃগণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। সুতরাং আয়মাহীনদিগের আচরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আয়মাদারদিগের সংস্কার ও সংশোধন করাই গবর্ণমেণ্ট ও সমাজ-নেতৃগণের সর্ব্ব-প্রধান এবং সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য।

বিনীত—"আয়মাহীনগণ।"

[আয়মাদার-আয়মাহীন প্রসঙ্গে এত অধিক সংবাদ প্রবন্ধ, বাদ-প্রতিবাদ ও সমালোচনা আমাদের হস্তগত হইতেছে যে, শুধু ঐ বিষয় দিয়াই কয়েক মাস হানাফীর বিরাট কলেবর পূর্ণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজের এই অপ্রীতিকর আত্মকলহের কথা আর অধিক প্রচার করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া, আশা করি, আমাদিগকে ঐ বিষয়ক আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিতে হইল।]

সম্পাদক—"হানাফী"।

প্রেসিডেন্টের নামে ভীষণ অভিযোগ

বগুড়া জেলার কাহালু থানার ১নং ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর মৃঃ তৈয়ব আলি খাঁ ও নজিবউল্লা প্রামানিক সাহেবান উক্ত বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এক ভীষণ অভিযোগ করিতেছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ সাহায্যার্থ ১২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া নাকি তাহা প্রেসিডেন্টের নিকট অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেব সেই টাকা যথাস্থানে প্রেরণের জন্য নাকি কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। এই টাকা কি হইল, অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা উচিত।

কলিকাতায় যুবক দল

বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে 'মুসলমান' অফিসে "নিখিল বঙ্গ মোসলেম যুবক সমিতির" এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক সভ্য বাহির হইয়া সাহায্য সংগ্রহ করিবেন। সংগৃহীত অর্থ মোসলেম লীগ রিলিফ ফণ্ডে প্রেরিত হইবে।

বগুড়া রিলিফ কমিটি

বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব এম-এল-সি মৌঃ রজীব উদ্দীন তরফদার সাহেব বগুড়া টাউনে একটি রিলিফ কমিটি খুলিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। প্রকাশ, এই কমিটির পক্ষ হইতে খাসবাড়ী নামক স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নাকি সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আটগ্রাম—রাজশাহী

রাজশাহী জেলার রঘুনাথপুর পোষ্টঅফিসের অধীন আটগ্রাম হইতে মৃঃ কিসমতুল্লাহ মণ্ডল জানাইতেছেন যে, বিগত ৪ঠা আষাঢ় তারিখের হানাফী পত্রিকায় প্রকাশিত বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের শোচনীয় বিবরণ পাঠ করিয়া কাজী সৈয়দ হাতেম সাহেব, আজাদ আলী মৃধা ও কিসমতুল্লাহ গোলা গোলা করিয়া দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য সংগ্রহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহারা নাকি ইতিমধ্যেই ১০৲ টাকা ও কয়েকখানা কাপড় বগুড়া ইয়ং মেনস মোসলেম এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর নামে পাঠাইয়াছেন।

পত্নী-হত্যায় মৃত্যুদণ্ড

পাটনা ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, সারাপুর থানার শহরের আলি কনষ্টেবল নিষ্ঠুরভাবে তাহার পত্নীকে হত্যা করিবার অপরাধে শাহাবাদের দায়রা জজ মিঃ এ, সি, ডেভিস কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। পাটনা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দায়রা জজের রায় বহাল রাখিয়াছেন।

অভাব-অভিযোগ

বিপন্ন নও-মোসলেম

বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত বরিশাল জেলার নও-মোসলেম মৌলবী আবদুল মোবহান ভট্টাচার্য্য সাহেবের নাম প্রায় সকলেই অবগত আছেন। ইনি বিখ্যাত পণ্ডিত সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ এম-এ মহাশয়ের ভাগিনেয়। নানা দেশ ও তীর্থাদি ভ্রমণ ও ভারতে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনার পর, বিশ্ব-বিখ্যাত আহলে-পাকের নির্দ্দেশে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইসলামের সুশীতল ছায়াতে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মোসলেম নেতৃবর্গের অনুরোধে ইনি ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যেই আত্মোৎসর্গ করতঃ বঙ্গের নানাস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। ইসলাম গ্রহণে ইনি স্বীয় পৈত্রিক বিপুল বৈভব হইতে বঞ্চিত হইয়া বরিশাল জিলাধীন গৌরনদী থানার চন্দ্রহার ডাকঘরের অধীন পশ্চিম চন্দ্রহারে অতি কষ্টে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়া বাস করিতেছেন। গত রমজানে যশোহর চৌগাছা অঞ্চলে নিমন্ত্রিত হইয়া কয়েকটি বিরাট সভায় ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য এবং স্বীয় ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার কিছু দিন পরেই তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই জ্বরে প্রায় দুইমাস ভুগিয়া সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। চিকিৎসায় বহু অর্থব্যয় হইয়াছে। তদুপরি কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রবল ঝড়ে তাঁহার বাস-গৃহাদি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ইনি বর্ত্তমানে ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গত ১৩৩৪ সালের ১৩ই কার্ত্তিক তারিখের "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকায় ভট্টাচার্য্য সাহেবের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। [illegible] এক্ষণে ইনি এমন বিপন্ন যে, তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করাই তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেব ভট্টাচার্য্য সাহেব সম্বন্ধে "দি মুসলমান" (সাপ্তাহিক ও দৈনিক) পত্রিকায় এক আবেদন বাহির করিয়াছিলেন—কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল ফলে নাই। এখনও দেশে প্রাণ আছে—ইসলামের গৌরব রক্ষায় দেশ সর্ব্বদা প্রস্তুত—এই বাক্যদ্বয়ের গৌরব রক্ষার জন্য প্রত্যেক মুসলমান এই বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করুন, আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

খাদেম—
হোসেন আলী (এম, এ)
ক্যাম্প—বরিশাল।

শিক্ষা বিভাগের উদাসীনতা

হাওড়া জেলার অধীন বাগনান থানার অধিবাসিগণ শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ। ওলামপাড়া গ্রামে গত ১৩২৩ সালের মাঘিক মাস হইতে ওলামপাড়া নিম্নপ্রাথমিক মক্তবে একজন পারদর্শী মৌলবী কর্ত্তৃক ছাত্রদিগকে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ উহার শিক্ষা-প্রণালী পদ্ধতি অতি সন্তোষজনক বলিয়া পরিদর্শন করিয়া গত ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাহায্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, গত ১৩৩১ হইতে একজন বয়স্থী শিক্ষকও নিযুক্ত করা হইয়াছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বহুবার শিক্ষা বিভাগের কোন পরিদর্শক উক্ত মক্তবটি পরিদর্শন করিতে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে সাহায্য মঞ্জুর করিতে যত্নবান হইতেছেন না। এই জন্য আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে সুদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

বিনীত—
কাজী মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
খড়দপুর।

রাস্তা মেরামত আবশ্যক

জিলা ময়মনসিংহ জামালপুর লোকাল বোর্ডের অধীন দিগপাইত হইতে নাটোর মহারাজের গড় জয়েনশাহীর কাছারী চান্দপুর পর্য্যন্ত (মন্থান দ্রয় মাইল) যে রাস্তাটি আছে, ঐ রাস্তা মেরামত অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী ২০।২২ খানা গ্রামের লোকের পক্ষে বিগত ১৩১৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৩২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ১০ দরখাস্ত মহকুমা লোকাল বোর্ডে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ১৩২১ সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের দুইখানা দরখাস্তের নকল স্থানীয় লোকাল বোর্ডের মেম্বার মাননীয় মৌঃ দিদার উদ্দিন আহমদ সাহেবের নিকট তাঁহার নিজ বাড়ীর ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি আমাদিগের দিকে কিছু মাত্র নজর করিতে এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। যাহা হউক, এই রাস্তায় দিবারাত্র বহু লোক গাড়ী-ঘোড়া লইয়া চলাচল করিয়া থাকে। যেহেতু গড় হইতে ধান, বন, লাকড়ী এবং পালকাঠ আনয়ন করিয়া থাকে ও চান্দপুর কাছারী হাট, ডাক্তারখানা, সিগাবাইত, বাড়ীবী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাজার, দুইটী ইস্কুল, পোষ্টাফিস, ডাক্তারখানা ও সোন আদিল থানায় সকল সময়ের জন্যই এই রাস্তা ভিন্ন অন্য কোন রাস্তা নাই। অথচ এই রাস্তার প্রায় তিন মাইল পরিমিত স্থানের মাঝে মাঝে খাল, ডোবা প্রভৃতিতে এখনই কর্দ্দম ও হাঁটু জল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যে আমরা কত কষ্ট ভুগিতেছি, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারিবে না। অনবরত ১০ বৎসর দরখাস্তের ফলে, এক মাইল রাস্তাও মেরামত হয় নাই। [illegible] অতএব গরীব প্রজাবৃন্দের সাদর প্রার্থনা যে, সদাশয় লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব এই গরীবদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিয়া রাস্তাটি মেরামত করাইয়া দেওয়ার বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে—
মোহাম্মদ কছুর উদ্দিন সরকার
গোপীনাথপুর, পোঃ দিগপাইত।

জলে ডুবিয়া পুলিসের মৃত্যু

গত ৯ই জুলাই একটার সময় মুগোলি থানার দারোগার জলে ডুবিয়া শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের লোকদের সাহায্যের জন্য তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া নৌকা আনিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ঘোড়াটি অত্যন্ত গভীর বানের একটা খালের মধ্যে পড়ে। ভীষণ স্রোতের মধ্যে তিনি কোথায় তলাইয়া গেলেন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

পতি-দেবতার স্ত্রী-শাসন

তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা প্রহার

মুঙ্গের [illegible] অন্তর্গত হিমিয়া গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ দাস নামক এক ব্যক্তি তাহার যুবতী পত্নীকে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা প্রহার ও নির্য্যাতন করিয়াছে বলিয়া ঐ গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত মহকুমা হাকিমের নিকট এক মামলা পাঠাইয়াছেন।

বৈদেশিকী

নবীন চীনের দাবী

বিভিন্ন রাজ্যের নিকট চিঠি

সাংহাই ১৩ই জুলাই তারিখের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, চীনের সহিত সন্ধির মেয়াদ উত্তীর্ণ হউক আর না হউক, চীনের পররাষ্ট্র বিভাগ ২৩টি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদিগকে অবিলম্বে তাহাদের সহিত সমস্ত সন্ধি পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়া চিঠি দিবেন।

যুদ্ধ-জাহাজ সরাইবার দাবী

'ইভনিং নিউজ' পত্রে প্রকাশ, চীনের জাতীয় দল বৃটেন, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালীকে ইয়াংসী নদী হইতে যুদ্ধ জাহাজ সরাইয়া লইবার জন্য চিঠি দিবেন, উহার খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। চীনের যুক্তি এই যে, বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতি আন্তর্জ্জাতিক বিধানের বিরোধী।

শাসন বিভাগে পরিবর্ত্তন

নানকিং ১২ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, নবগঠিত বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে। এই বৈঠক কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। বিষয়গুলি এই:—চীনের সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দিয়া পাঁচ লক্ষে পরিণত করিতে হইবে। একটি জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবার অধিকার কেবল ঐ ব্যাঙ্কেরই থাকিবে। চীনের চির-প্রচলিত তায়েল মুদ্রার ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ডলার মুদ্রার ব্যবহার আইন-সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মুদ্রার স্বর্ণ মানও চালাইতে হইবে। চীনের অভ্যন্তরে মালের চলাচল সম্পর্কীয় করের প্রচলন ছিল, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। খাজনা এবং উত্তরাধিকার ঘটিত করের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

যুদ্ধ নিবারণের চুক্তি

ফ্রান্স ও ইটালীর সম্মতি

লণ্ডন ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালী আমেরিকার প্রস্তাবিত যুদ্ধ নিবারণের চুক্তিতে সম্মতি জানাইয়াছেন। ফ্রান্স সরকারও উহাদের এ চুক্তিতে সায় আছে জানাইয়াছেন। প্যারিসের মার্কিন রাজদূত এজন্য মঁসিয়ে ব্রিয়াঁকে কেলগের প্রশংসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বৃটেন মিঃ কেলগের প্রস্তাব কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া এ চুক্তি করিতে রাজী আছেন।

স্পেনে বিদ্রোহের গুজব

মাদ্রিদ ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, স্পেনের রাজাকে বিনাশ করিয়া রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য-সাধন জন্য এক ষড়যন্ত্র পাকান হইয়াছিল। [illegible] অর্দ্ধ-বেসরকারী ভাবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ঐরূপ সংবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন।

বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণ

সংঘর্ষে একশত লোক প্রোথিত

উত্তরবাঁদ ১২ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, ওয়ারবিনের নিকট হ্যামবগ নামক স্থানে বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণ হওয়ায় একশত জন লোক প্রোথিত হইয়াছে এবং এ যাবৎ সময় কারখানার মধ্যে প্রোথিত বন্দি হইয়া আছে। ৪ জনের মৃতদেহ বাহির করা হইয়াছে এবং ২৪ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে তোলা হইয়াছে। অনেকের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

যুবরাজের আফ্রিকা যাত্রা

লণ্ডন ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, যুবরাজ ও ডিউক অব গ্লোষ্টার আগামী ৩ই সেপ্টেম্বর আফ্রিকা যাত্রা করিবেন। তাঁহারা হুগণ্ডে [illegible] বন্দরে উপনীত হইয়া তথায় অবতরণ করিবেন।

বিমানপোতে ভীষণ দুর্ঘটনা

২টি বালিকা ও ইন্সপেক্টর নিহত

ইম্পীরিয়াল এয়ার-ওয়েজ যে এক প্রতিযুক্ত বিমানপোতখানা লণ্ডন হইতে কন্টিনেন্টে যাইবার পথ লইবার জন্য যাত্রা করিত, সেখানা যখন বিমানপথ ধরে যোগাযোগ পরীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় পাতি নামক স্থানে চুরমার হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় ৪ জনের প্রাণনাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে বিমানপোত-বিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ হব এবং এরোড্রোমের ২টি টেলিফোন বালিকাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বালিকা ২টি [illegible] নিতান্ত কৌতুহলী হইয়াছিল। চালক এবং অপর একব্যক্তি আহত হইয়াছে।

আরও ২ জন মেরু-যাত্রী উদ্ধার

'সিটি-ডি-মিলানো' নামক বিমানপোত হইতে [illegible] জানা গিয়াছে যে, 'ক্রাসিন' নামক বরফ-ভাঙ্গক জাহাজ জিলিয়ারোর সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, 'ক্রাসিন' নামক জাহাজখানি যখন জিলিয়ারোর দলের ৩ মাইল দূরে ছিল, তখন কয়েকজন লোক দেখিতে পায়। 'ক্রাসিন' তাহাদিগকে জানায় যে, ফিরিবার পথে তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়া হইবে। 'ক্রাসিন'র পরিচালক মস্কোতে জানাইতেছেন যে, ক্যাপ্টেন সোরা ও লোরাইলের মাহাৎ যাহারা জিলিয়ারো ও [illegible] সন্ধানে গিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহারাই।

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী

এতদিনের পর মুক্তি

এথেন্সের ১২ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও ডিক্টেটর জেনারেল প্যাঙ্গালোসকে ১৯২৬ সনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। [illegible] যে পার্লামেন্ট ও যে পার্লামেন্টারি কমিশন জেনারেল প্যাঙ্গালোসের আটকের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এখন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আর বন্দী করিয়া রাখিবার কোনই কারণ নাই।

পর্ব্বত শিখর হইতে পতন

চার জনের মৃত্যু

বার্ন ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, আল্পস্ পর্ব্বতের ত্রেইমর্থ নামক শিখর দেশে আরোহণ করিতে গিয়া চারি জন নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা পড়িয়া যান। ৪ জন পর্ব্বত আরোহণের রীতি অনুসারে একটি দড়ি দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। একজন প্রথম পড়িয়া যান এবং অপর সকলেও তাঁহার পতনের বেগ রোধ করিতে পারেন না। তাঁহাদের মৃতদেহ উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

মারাত্মক ভুল

ভুইসাইডের বদলে বিষ

লাহোর ১২ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্তন সিং নামক একটি যুবক অতি শোচনীয় ভাবে মারা গিয়াছে। তাহার পিতার নাম [illegible] সিং। যুবকটির বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। [illegible] বিলাত যাইবার কথা ছিল। [illegible]

বিবিধ সংবাদ

পাটকলে ভীষণ ব্যাপার

শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণ

আটাশ জন আহত

গত ১৬ই জুলাই তারিখে হাওড়া হইতে ১৫ মাইল দূর বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লাষ্টারের পাটকলে একটী ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। মিলের শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণের ফলে প্রায় ২৮ জন শ্রমিক ও উড়িয়া শ্রমিক আহত হইয়াছে। তাহাদের কয়েক জনের অবস্থা খুব খারাপ। প্রকাশ, শ্রমিকদের ভিতর ৪ জনকে নলপুরের নিউজ জুট মিল হইতে বরখাস্ত করায় শ্রমিকরা রাগিয়া উঠে। এই ৪ জনকে বরখাস্ত করিবার পর বাউড়িয়ার মিলের সমস্ত শ্রমিকেরা ঐ ৪ জনকে কাজে নিয়াইয়া না লইলে বা তাহাদের বরখাস্ত করিবার সঠিক কারণ না জানাইলে ধর্ম্মঘট করিবে বলে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার একটিও না করায়, প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কাজ ছাড়িয়া আসিয়া তাহাদের বেতন চাহে। কিন্তু বড় সাহেব তাহাদিগকে তখন চলিয়া যাইতে বলেন। ইহার পরেই গোল বাধে। এই সময় ইট-পাটকেল ইত্যাদি ছোড়াছুড়ি শুরু হয় বলিয়া শোনা যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ ভীত হইয়া পুলিশ ডাকেন। কে যে গুলী ছুড়িবার আদেশ দিয়াছিল, ঠিক জানা যায় নাই। তবে, প্রায় চারি বার গুলী ছোড়া হয় এবং অনেকে আহত হয়। ইহার ভিতর ২৮ জনকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

২১ জনের চোখের আঘাত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য সকলের শরীরের উপরার্দ্ধে গুলী লাগিয়াছে। শোনা যাইতেছে যে, উলুবেড়িয়া হাসপাতালে রাজকুন পুলিশ কনষ্টেবল আহত হইয়া পড়িয়া আছে। প্রকাশ, শ্রমিকগণ পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ধরিয়া একটী ঘরের ভিতর আটক করিয়াছিল।

শত বর্ষীয় বৃদ্ধের বীরত্ব

নাতি-নাতনীসহ ডাকাতের সঙ্গে লড়াই

মেদনী ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, মর্দ্দন জেলার উত্তর অঞ্চলের একটি গ্রাম হইতে একজন শত বৎসরের বৃদ্ধের অপূর্ব্ব বীরত্বের সংবাদ আসিয়াছে। একদল ডাকাত বাড়ী আক্রমণ করিলে ঐ বৃদ্ধ তাহার তিনটি কন্যা (ইহাদের কাহারও বয়স ৭০ বৎসরের কম নহে) এবং তাহার পুত্র ও পৌত্রিকে লইয়া ডাকাতদের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করে। ডাকাতদের হাতে বন্দুক ছিল, তাহারা বাড়ীর সামনের একটি গর্ত করে। ঐ সময় বাড়ীর লোকদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। একপক্ষে বাড়ীর লোকেরা দরজার ভিতরকার গর্ত্তের ভিতর দিয়া সড়কী এবং গাছ গাবিবার ঠেঁটি দিয়া ডাকাতদিগকে মারিতে থাকে, অপর পক্ষে ডাকাতেরা বন্দুকের গুলি চালাইতে থাকে। বাড়ীর তিন জন লোক ডাকাতের গুলিতে জখম হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা সংগ্রাম চালায়, তাহার ফলে ডাকাতেরা শালিগ্রামে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পরে, গ্রামের অন্যান্য লোকেরা আসিয়া আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে লইয়া যায়। প্রদেশের লাট সাহেব বৃদ্ধের পরিবারবর্গকে প্রশংসা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী অধিবেশনের তারিখ

"কলিকাতা গেজেটের" এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি অধিবেশন হইবে।

আবার আকবরী বিবাহ

কুমারী কমলা ও মিঃ কাসেম

মাদ্রাজের "অমৃত" পত্রিকায় বেজওয়াদা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি মাদ্রাজের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রাজগোপাল আয়ারের একজন ব্রাহ্মণ আদালতের কন্যা কুমারী কমলার সঙ্গে [illegible] জেলার মণ্ডলে অধিষ্ঠিত মিঃ আবুল কাসেমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুমারী কমলা মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার বয়স ২২ বৎসর ও মিঃ কাসেমের বয়স ৪০ বৎসর। বিবাহের পর তিনি [illegible] হইয়াছেন; তাঁহার একটি ৮ বৎসর বয়স্ক কন্যা বর্ত্তমান।

চোর পুরোহিতের কাণ্ড

গহনা লইয়া চম্পট

সম্প্রতি চাঁপাহাটিতে এক অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক পূজারী ব্রাহ্মণ পলাতক আছে। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, দত্তের এজলাসে আসামীর বিচার হইতেছে। [illegible] মেয়েরা সকলে বাড়ী ছাড়িয়া [illegible] যায়। সেই সময় এক পূজারী ব্রাহ্মণ বাড়ীতে পূজা করিতে আসে। বাড়ীতে মেয়েরা অনুপস্থিত দেখিয়া, সে বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা লইয়া চম্পট দেয়। [illegible]

অ-ব্রাহ্মণ দলের সিদ্ধান্ত

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে

[illegible] ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য ২ ঘটিকার সময় অ-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সভাপতিত্বে নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। প্রায় ৪ ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের পর অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ৩৩ জন সহযোগিতার পক্ষে ও ৩ জন বিপক্ষে ভোট দেন এবং ৩০ জন নিরপেক্ষ ছিলেন।

এই সময় সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ আত্তাকার এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, এই সম্মিলনীর মতে অন্যান্যদের উচিত দেশের বিশেষ ভাবে অ-ব্রাহ্মণদের স্বার্থের খাতিরে সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করা।

প্রস্তাব প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে, অধিক ভোটের ফলে উহা গৃহীত হয়।

কমিশনের নিকট যে আবেদন পেশ করিতে হইবে, তাহার একটা খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য সম্মিলন নয়েক ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

চাম্পারণে বিষম প্লাবন

গত ৭ই জুলাই তারিখে চাম্পারণ জিলার উত্তর ও পশ্চিম অংশে বিষম জলপ্লাবন হইয়া গো-মহিষাদি বহু পশু এবং মানুষ ভাসিয়া গিয়াছে। জলের প্রবল স্রোতে বহু সংখ্যক কাঁচা বাড়ীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেল-লাইন জলমগ্ন হওয়াতে গাড়ী এবং ওয়ারকাটিগঞ্জ ষ্টেশনের ও নগোল ষ্টেশনের ভিতর গত ৭ই জুলাই তারিখ হইতে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে।

মফঃস্বল-সংবাদ

মোসলেম গার্লস হোম জলপাইগুড়ী

১৯২৭ সনের আয়-ব্যয়

অপার করুণাময় খোদাতায়ালার কোটি কোটি শুকুর গুজার করি যে, "গার্লস হোম" শত প্রকার বাধার ও দারুণ অর্থাভাবের ভিতর দিয়া ১৯২৮ সনে ২য় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত বৎসর প্রথমে ৪টি মেয়ে লইয়া হোমের কার্য্যারম্ভ হয়—বর্ত্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১০টী। বাঙ্গালার যে কোন জেলার ভদ্র ঘরের অনাথা (এতিম) ও নিতান্ত দরিদ্র বালিকাদিগকে উচ্চ শিক্ষার জন্য গ্রহণ করা হয়।

যে সকল পরদুঃখ কাতর বিদ্যোৎসাহী মহোদয়—কি হিন্দু কি মুসলমান—উপদেশ, উৎসাহ ও অর্থ দিয়া হোমকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। হোমের গত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল:—

আয়

স্থানীয় মাসিক চাঁদা—	১০১॥৵০
বাহির থেকে প্রাপ্ত দান—	৬৪॥৵৩
নবাবজাদী বিবি কমরন্নেছা ও বিবি বদরন্নেছা সাহেবার জলপাইগুড়ী (খিতরর বাবদ)	৩৪৲
মিসেস এ, সত্তার সাহেবের মেয়েদের খাবারের জন্য (চিঠি)—	৫৲০
ঋণ গ্রহণ—	৬২॥৵০
মোটখরচ	২৬৭৸৵৩

ব্যয়

মেয়েদের খোরাকী—	১১৬৲
ঐ শিক্ষা বাবদ—	১১৮৩
কাপড় চোপড় ইত্যাদি—	১২৮৵৩
এতিমিশন্টার—	৭/০
ছাপান, ষ্টেশনারী, ডাক খরচ ইত্যাদি—	৩২।/০
ঋণ শোধ—	৬০॥/০
অন্যান্য বাজে—	১০৬৬
মোট খরচ	১৫১।৵৩
হাতে—	১১৬৴০
মোট সমষ্টি—	২৬৭৸৵৩

দয়ার দান স্বরূপ নিম্নলিখিত কাপড় চোপড় গুলি মেয়েদের ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়াছে।
মিঃ এফ, রহমান ৪ খানা কম্বল (নূতন)।
নাইয়ার জহুরউল্লা ১ খানা লেপ
মোঃ জয়নাল উদ্দিন ১ খানা লেপ
গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং ২ খানা বিছানার চাদর (নূতন)।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র আগরওয়ালা দিনবাজার, ২টি মশারি (নূতন)।

বিনীত—
মিসেস এ, সে, খোন্দকার
সেক্রেটারী মোসলেম গার্লস হোম।

গোশদেলপুর মাদ্রাসায় সম্পত্তি দান

জেলা ২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার হাড়োয়া থানার অধীন গোশদেলপুর গ্রামে যশোহর জেলার ধারে স্থানীয় কয়েকখানি গ্রামের সমস্ত মুসলমানদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে একটি নিউস্কীম জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মাদ্রাসার নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ বদান্যহিতৈষী মৌলবী মোহাম্মদ বদরুদ্দিন শাহজী প্রায় তিন বিঘা জমি সমেত ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী, পুকুর ও সন্নিহিত সাপ্তাহিক ১০১২ টাকা আয়ের গঞ্জ হাটখোলা একুন প্রায় ৫৭ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ওয়াকফ স্বরূপ দান করিয়াছেন। এই মাদ্রাসাটিকে পরিচালন নির্ব্বিঘ্ন করিবার সংকল্পেই তিনি এই দান করিয়াছেন। জনাব হজরত পীর মওলানা শফী আমিন সাহেব গত জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণের সভায় জনসাধারণের মধ্যে যে বক্তৃতা দিয়া জাগরণের সাড়া আনিয়াছিলেন, এই দান তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। খোদা তা'লা তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

মোঃ নেয়েকজান শাহজী
গোশদেলপুর, পোঃ টাকারাড়িয়া, ২৪ পরগণা।

১০৲ টাকা পুরস্কার

বিগত কিছুদিন পূর্ব্বে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মধু মুন্সী স্থানীয় নত্ন গোলজার নামক একটি বালকের সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। মধুর বয়স ১২।১৩ বৎসর, শ্যামবর্ণ, পাতলা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং চুলগুলি খাড়া খাড়া। নত্নুর বয়স ১৪।১৫ বৎসর, শরীর রোগা, বর্ণ কাল এবং চেহারা [illegible]। যিনি উক্ত বালকদ্বয়ের সঠিক সংবাদ দিতে অথবা তাহাদিগকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে যাতায়াত খরচ বাদে ১০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

বিনীত—সিরাজুল হক মুন্সী,
গজিগালডাঙ্গা, পোঃ নরহরকাশা, খুলনা।

৫০৲ টাকা পুরস্কার

আমার পুত্র মোহাম্মদ ইছা বয়স ৬ বৎসর, রং শ্যামবর্ণ, মাথায় ৮।১০টী বসন্তের দাগ আছে এবং মাথা বড় ও সামনে পিছনে কিছু লম্বা। ছেলেটী গত ২২শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দিন চারকাই ষ্টেশনে ২টার ট্রেনে চড়িয়া সৈয়দপুরে নানীর বাড়ীতে যায়, কিন্তু দুরুপন ঐ গাড়ী হইতে নামিয়া কাটিহার লাইনের গাড়ীতে চড়ে এবং কাটিহারে নামিয়া ঐ খান হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কাটিহার, মণিহারীঘাট, ঢাকা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া [illegible] যে, কেহ কেহ ছেলেটিকে দেখিয়াছিল, নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে কেবল মাত্র নিজ নাম ও জ্যেষ্ঠ ভাই ইসলাম এই কথা বলে। প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতার নিকট আমার নিবেদন এই যে, যদি কেহ ছেলেটির সন্ধান দিতে পারেন এবং আমাকে খবর জানান, তবে তাঁহাকে আমি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিব ও চির বাধিত থাকিব।

বিনীত—মোহাম্মদ নহুর মিঞা
C/o মুন্সী মোহাম্মদ কমির উদ্দিন মণ্ডল
বিরামপুর শুজন হাট পুস্তকের দোকান
পোঃ বিরামপুর, দিনাজপুর।

কলিকাতা গেজেট

[কেবল মুসলমানদের জন্য]

ছুটী

ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কঃ মৌলবী মুস্তফিজর রহমান খানকে ৬ দিনের ছুটী দেওয়া হইয়াছে।

রাজশাহী নাটোরের ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কঃ মৌলবী সৈয়দ করমতুল্লাহ মির্জ্জাকে ১৭ই মে হইতে ২৮শে মে পর্য্যন্ত ছুটী দেওয়া হইয়াছে। বাখরগঞ্জ পিরোজপুরের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কঃ মৌলবী সৈয়দ গোলাম কবিরকে ৩ মাস ২ দিন ছুটী দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষমতাপ্রাপ্তি

১৪ই জুলাই হইতে মৌলবী সাখায় সরদারকে ৩ বৎসরের জন্য ২৪ পরগণার তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। খান সাহেব মৌলবী মোজাম্মেল ইসলামকে ৩ বৎসরের জন্য ময়মনসিংহ জিলার তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মৌলবী কাজি ফয়েজ হোসেনকে ৩ বৎসরের জন্য বর্দ্ধমান জিলার তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ইসলাম গ্রহণ

১। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কানাইপুর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র রায়ের কন্যা প্রমদাসুন্দরী মৌলবী হাছের-উদ্দিন সাহেবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বর্ত্তমান নাম রাখা হইয়াছে রহিমন্নেছা খাতুন। বাবুরা গ্রামের শেখ আনছার উদ্দীনের সহিত নব-দীক্ষিতার বিবাহ হইয়াছে।

২। বর্দ্ধমানের একটি হিন্দু লোক এই দেশে আসিয়া বহুদিন যাবৎ এখানে রাধুনীর কাজ করিত। সে স্বেচ্ছায় চাড়ালদিয়া গ্রামের মুন্সী আরমান উদ্দীন সাহেবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বের নাম ছিল অশ্বিনী কুমার গুহ, বর্ত্তমান নাম শামসের খাঁ রাখা হইয়াছে।

রিপোর্টার—আবদুল আজিজ মিঞা
সাং বাবুরা, পোঃ ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

৩। বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ গোপিনাথপুরের জনৈকা হিন্দু স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় নোয়াখালী জেলার জনাব মৌলভী আবদুল ওদুদ সাহেবের নিকট নাংলু গ্রামের গণ্যমান্য সকলের উপস্থিতিতে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্ব নাম ক্ষিরোদিনী, মুসলমানী নাম খোদেজা খাতুন রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে নাংলু গ্রামের দরবেশ আলি নামক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। খোদাতালা এই নব দিক্ষিতা ভগ্নির ঈমান কায়েম রাখুন।

রিপোর্টার - ডাঃ কেরামত আলী মণ্ডল
সাং নাংলু (বগুড়া)।

৪। জেলা রংপুর থানা উলিপুরগঞ্জের অধীন পোঃ পূর্ণনগর উজান-ভেড়া সাকিনের গেন্দানাথ বৈরাগীর পুত্র বিশ্বনাথ বৈরাগী গত ঈদুজ্জোহার দিন একর্ডালিয়া কঞ্চিবাড়ী নিবাসী মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন মিঞার নিকট স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ইসলামী নাম মোহাম্মদ বসির উদ্দিন রাখা হইয়াছে।

রিপোর্টার—
মোঃ মোহের উল্লাহ মুন্সী
সাং খানার হরিপুর, রংপুর।

পাত্রী চাই

১। জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপার্জ্জনক্ষম সাহিত্যিক যুবকের জন্য একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, সুন্দরী, শিক্ষিতা ও অল্পবয়স্কা পাত্রী চাই। পাত্রীর বিস্তৃত বিবরণসহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। সমুদয় চিঠিপত্র গোপন রাখা হইবে।

"বিবাহ"
C/o ম্যানেজার 'হানাফী'
৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। আরবী জানা গুরুট্রেনিং পাস আমার একজন দীনদার যুবক-বন্ধুর জন্য শিক্ষিতা, বয়স্থা, নম্র-স্বভাবা ও সুশ্রী পাত্রীর আবশ্যক। পাত্রীর অভিভাবক বিশেষ অবস্থাপন্ন ও ধার্ম্মিক হইলে বর ঘর-জামাতাও থাকিতে পারেন।

মৌলবী সৈয়দ নওয়াজেস আলী
নামুজা মক্তব, পোঃ বুড়িগঞ্জ, বগুড়া।

বঙ্গীয় মোসলেমের অমৃত-সঞ্জিবনা

সম্রাট পয়গম্বর

সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফের অনুবাদক, সাহাবিয়া, প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা, মৌলুদ নফিসা প্রভৃতির লেখক খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তসলিমুদ্দিন আহমদ বি-এল এর শেষ দান।

ইসলামধর্ম্ম প্রচারক, ইসলাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনচরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস গ্রন্থ অবলম্বনে এবং হাদিসের উল্লেখসহ নূতন ধরণের বহু নূতন বিষয়সহ। ৫ খানি মনঃমুগ্ধকর হাফটোন চিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ইসলামীয়া আর্ট প্রেস
১৩৮নং বড়োয়া রোড, কলিকাতা।

মাথা ধরা, [illegible]

জুরারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পালা, কাল, প্লীহা, যকৃত প্রভৃতি ইত্যাদি নব নূতন ও পুরাতন জ্বর ১ দিনে ছাড়ে সপ্তাহে প্লীহা, লিভার আরোগ্য হইয়া নূতন রক্তে শরীর সুশ্রী ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। সব দফা ডাক্তার কবিরাজ ও রোগীর প্রশংসিত। ২১ বটী কৌটা ৮৵ আনা, ৩ কৌটা ২।০ আনা, ৬ কৌটা ৪।০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।
যুরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

কর্ম্মখালি

কাটারীছরা মাদ্রাসা নজহারুল উলুমের জন্য ওস্তাদীন জমাতে উলা ও চাহারমের কার্য্যে পারদর্শি হিন্দুস্থান বা বেঙ্গল ফাইনাল পাশ ২ জন মওলানা আবশ্যক। বেতন যথাক্রমে ৩০৲—৩৫৲ টাকা ও ২০৲—২৫৲ টাকা এবং ওস্তাদীন জুনিয়ার ক্লাসের জন্য ফার্সি জানা একজন মৌলবী আবশ্যক। বেতন ১৫৲—২০৲ টাকা এবং নর্ম্মাল দ্বিবার্ষিক বা ত্রৈবার্ষিক পাশ একজন হেড পণ্ডিত ও গুরুট্রেনিং পাশ একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত ও একজন আই, এ, পাশ বা ফেল হেড মাষ্টার আবশ্যক। বেতন যথাক্রমে ২০৲—২৫৲ ও ১৫৲—১৮৲ এবং ৩০৲—৩৫৲ টাকা। আবেদনকারিগণ সার্টিফিকেটের নকল সহ সত্বর নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন। কর্ম্মপ্রার্থীগণকে নিযুক্তিপত্রের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

বিনীত—
প্রোপ্রাইটর—মাদ্রাসা নজহারুল উলুম
পোঃ জমাদার হাট, ধুবড়ি-আসাম।

রংপুর সদর জুনিয়ার মাদ্রাসার জন্য একজন নর্ম্মাল পাশ হেড পণ্ডিত, একজন ইস্লামিক ম্যাট্রিকুলেশন অথবা ফাইনাল মাদ্রাসা পাশ সেকেণ্ড মৌলবী ও একজন নর্ম্মাল পাশ বা ফেল সেকেণ্ড পণ্ডিতের দরকার। বেতন যথাক্রমে ২০৲—২০৲—১৫৲। আহার বাসস্থান ফ্রি। সত্বর সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, রংপুর মাদ্রাসা।

ঘুড়িশা শ্রীপুর হানাফিয়া মাদ্রাসার জন্য দেওবন্দ পাশ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত জনৈক হেড মৌলবীর আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বেশ কর্ম্মঠ, শিক্ষকতাকার্য্যে বহুদর্শী অর্থাৎ দারুল-নেজামীর সমস্ত কেতাব পড়াইতে হইবে। ওয়াজ নছিহতে সুবক্তা ও গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ও সফর ভ্রমণে পটু হওয়া চাই। বেতন আপাততঃ ৪০৲ টাকা, আহার ও বাসস্থান ফ্রি। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধি হইবে। অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুন্সী আহমদ হোসেন
সেক্রেঃ, ঘুড়িশা শ্রীপুর হানাফিয়া মাদ্রাসা
পোঃ ঘুড়িশা, বীরভূম।

ইসলামপুর জুনিয়ার মাদ্রাসার জন্য হানাফী মজহাবাবলম্বী ওয়াজ-নছিহতে পারদর্শী বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ওস্তাদীনের সিনিয়ার পাশ একজন হেড মৌলবীর আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫৲—২০৲ টাকা। উপরি আয়ও যথেষ্ট আছে। আহার ও বাসস্থান ফ্রি, স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর। আগামী ১০ই আগষ্টের মধ্যে নিজ নিজ সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রের নকল সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মোহাম্মদ এছার উদ্দিন মণ্ডল
সেক্রেঃ, ইসলামপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা
পোঃ দেউলপাড়া, রংপুর।

অর্দ্ধমূল্য! অর্দ্ধমূল্য!!

"বিষাদ-সিন্ধু"

পবিত্র মহরম উপলক্ষে আমরা মরহুম মীর মশাররফ হোসেন সাহেব প্রণীত আদরের সচিত্র "বিষাদ-সিন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ ৩৲ টাকা স্থলে ১৷০ দেড় টাকায় দিতেছি। "বিষাদ-সিন্ধু"র নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কারবালা-প্রান্তরের সেই হৃদয়-বিদারক দুঃখাবলী পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আপনার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইবে! এমন সুন্দর গদ্য কাব্যগ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় আর নাই। উৎকৃষ্ট মেজ কাগজে ছাপা, বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, ৫৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই উপাদেয় আসল "বিষাদ-সিন্ধু" কেবল মহরম উপলক্ষে ৩৲ টাকা স্থলে ১৷০ টাকায় দিতেছি। সত্বর ক্রয় করুন, নতুবা বিলম্বে পাইবেন না। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—মখদুমী লাইব্রেরী,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ক্লান্তির বড়ি

আমাদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী করা ব্রহ্মাস্ত্র ও লালকালির ট্যাবলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। বড় ১০০ শত ১৲ টাকা, ছোট ১০০ শত ৷০ আনা, বড় হাজার ৮৲ টাকা, ছোট হাজার ৪৲ টাকা। লাল কালি ১০০ শত ৮৵০ আনা, হাজার ৮৲ টাকা মাশুল ।/০ আনা।

এম, এন, উল্লাহ এণ্ড ব্রাদার্স
পোঃ রামগঞ্জ, নোয়াখালী।

মোসলেম-বঙ্গে অনন্য সাহিত্যের চূড়ান্ত আয়োজন!

সচিত্র মাসিক সঞ্চয়

অপব্যয়কারীগণ নিশ্চয়ই শয়তানের অনুচর—কোরআন।

চাষী-গৃহস্থের মর্ম্মব্যথা, আর্ত্ত নিগৃহীতের চোখের জল বহিয়া আগামী মাহে ভাদরের প্রথম হপ্তায় বাহির হইতেছে। অভাবের সংসারে কি ভাবে সচ্ছলতা আনা যায়,—দুঃখ সহিয়া কি ভাবে দুঃখকে জয় করা যায়,—বুক-ফাটা ব্যথা চাপিয়া কি ভাবে মধুর হাসি হাসা যায়,—তার সন্ধান থাকবে "সঞ্চয়ে"। আর থাকবে কবি তার কল্পকুসুম, গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। ইসলামের প্রাণ বাণীর অনাবিল প্রকাশ হইবে, ইহার মূল মন্ত্র।

বিশিষ্টতা:—নিয়মিত প্রকাশ, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা-হীনতা।

বার্ষিক মূল্য:—সডাক ১৲ এক টাকা মাত্র। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইবে।

ম্যানেজার—মাসিক সঞ্চয়,
পোঃ রমনা, ঢাকা।

বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ

যৌবনের অফুরন্ত তৃপ্তি ও জীবনের বার্দ্ধক্য-সুপ্তিকে চির জাগ্রত করিতে সর্ব্বপ্রকার ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য দূর করিয়া মনের বাসনাকে বয়সের তারড়া হইতে রক্ষা করিতে—

বেহেস্তের সওগাত

বেগম খোশ

একবার মাত্র সেবন করুন।

বেগম খোশ কারখানা, চকরিয়া, চট্টগ্রাম।
টেলি: ঠিকানা—Begamkhosh, Chakaria.

বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ বেগম খোশ

সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহা সেই যুগান্তকারী ভোজরাজ-মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্খিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় কোকা পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও যুবতীবৃন্দ তাঁহাকে পাইবার জন্য পাগলিনী প্রায় হইয়া রূপবান ভোজরাজকেও উপেক্ষা করিয়াছিল—ইহাতে সেই কোকা পণ্ডিতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা জগতের স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব আকাঙ্খাদির বিবরণ, সতী, অসতী নিরূপণের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার কারণ ও ইচ্ছামত পুত্র-কন্যা লাভ, সহবাস-রীতি পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, রতিক্রিয়া সম্যক উপভোগের পদ্ধতি—কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোকা পণ্ডিতের ন্যায় কামশাস্ত্রকে আয়ত্ত করিয়া রমণীরঞ্জক হইয়া দীর্ঘজীবন লাভের আশা করিলে, এই সুদুর্লভ লজ্জতন্নেছা পাঠ করিতে ভুলিবেন না। মূল্য একখানি পুস্তক ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল ।০

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি, শীল—১৫।৩, লক্ষ্মী দত্তের লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সন্ত্রাসবাদ দেশের প্রগতির পরিপন্থী

গান্ধীজীর তারের উত্তরে আন্দামান বন্দিগণ

সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তিদান সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর আশা

মিঃ মহাদেব দেশাই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নবিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—"গান্ধীজী এবং বড়লাট ও আন্দামান কমিশনারের মধ্যে যে তার বিনিময় হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।"

গান্ধীজীর তার

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের নিকট নিম্নরূপ তার প্রেরণ করেন:—"আন্দামানের অনশন ধর্মঘট যদি এখনও চলিতে থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া ধর্মঘটীদের নিকট নিম্ন বিবৃতিটি তারযোগে প্রেরণ করুন:—

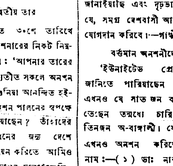

মিঃ গান্ধী

"আপনাদের সাহায্যের জন্য আমরা যেরূপ সম্ভাব্যকরণে চেষ্টা করিতেছি তাহার উপর নির্ভর করিয়া ধর্মঘট পরিত্যাগ করিতে গুরুদেব ঠাকুর ও গান্ধীজি কমিটি আপনাদিগের নিকট যে উপদেশের বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার সহিত আমার উপদেশ যোগ করিতেছি। সমগ্র জাতির এই অনুরোধকে স্বীকার করিলে আপনাদের উপরোধ প্রকাশিত হইবে। আপনাদের মধ্যে যাহারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী বিশ্বাসী ছিলেন তাহারা এখন আর সে পথকে বিশ্বাস করেন না এবং অধিকাংশকেই সকলপ্রেই পথ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন,—এই প্রতিশ্রুতি যদি প্রাপ্ত করি তাহা হইলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইব। আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ কতিপয় নেতা যাদও বলিতেছেন যে, আটকবন্দীগণ সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি বিশ্বস্ত সংবাদের আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।—গান্ধী"

আপাত তারযোগে ইহার একটি উত্তর চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে—গান্ধী।"

বড়লাটের তার

২৭শে আগষ্ট তারিখে বড় লাট তারযোগে নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন: "আপনার বাণীর জন্য ধন্যবাদ। আমি অনশন ধর্মঘটীদের নিকট উহা প্রেরণ করিয়াছি এবং তারযোগে একটি উত্তর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াছি।—বড়লাট।"

আন্দামান কমিশনারের তার

২৮শে আগষ্ট তারিখে পোর্টব্লেয়ার হইতে মিঃ তার প্রেরিত হইয়াছে: অদ্য প্রাতঃকালে আমি স্বয়ং আপনার বাণী অনশন ধর্মঘটীদের নিকট দিয়াছি। ধর্মঘট প্রত্যাহার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহারা সময় প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অদ্য সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছেন। আগামীকল্য বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইব আশা করি। আন্দামান কমিশনার।'

২৯শে আগষ্ট প্রাতঃকালে নিম্নতার প্রেরিত হইয়াছে: ২৮শে আগষ্ট তারিখে আমি যে তার করিয়াছিলাম সেই সম্পর্কে জানাইতেছি যে বহু সংখ্যক বন্দী অনশন পরিত্যাগ করায় বিনাসর্তে ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। মাত্র সাতজন এখনও অনশন ধর্মঘট পালন করিতেছেন।—আন্দামান-কমিশনার।'

গান্ধীজীর দ্বিতীয় তার

ইহার উত্তরে গত ৩০শে তারিখে গান্ধীজী আন্দামান-কমিশনারের নিকট নিম্নতার প্রেরণ করিয়াছেন: 'আপনার তারের জন্য ধন্যবাদ। ৭ জন বাতীত সকলে অনশন পরিত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ৭ জন কি অনশন পালনের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেখাইয়াছেন? তাঁহাদের দুর্গতির অবসান সাধনের জন্য দেশে একটি পরিবর্তন আনয়ন করিতে আমিও তাহাদের সহিত আন্দোলন চালাইতেছি। আটকবন্দীগণ কি অহিংসা সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন না?

আন্দামান বন্দীদের তার

ইহার উত্তরে ঐ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গান্ধীজী নিম্ন-তার পাঠাইয়াছেন:—"সিমলা এক-বনে রেল। আপনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উত্তরে আন্দামান বন্দীগণ নিম্ন-বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

মহাত্মাজি বড়লাট বাহাদুর

'সময় দেশের আবেদন ও আপনার বাণী ও মহাপ্রাণিত হইয়া এই প্রতিশ্রুতিতে অনশন ধর্মঘট স্থগিত রাখিয়াছি যে, সময় এলে আমাদের শরীর দাবিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা গভীর বিশ্বাসের সহিত আশা করিতেছি যে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই আপনার চেষ্টায় আমাদের সকল দাবী পূর্ণ করা হইবে। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত।

আপনাকে এবং আপনার মারফতে দেশবাসীকে একথা জানাইতে আমরা সম্মানিত বোধ করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে যাহারা কোন কালেও সন্ত্রাসবাদ বিশ্বাস করিতেন না, আর তাঁহারা সে মত গোপন করেন না এবং রাজনৈতিক অস্ত্র অথবা মতবাদ হিসাবে উহার ব্যর্থতা সম্পর্কে দৃঢ়-নিশ্চিত। আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, সন্ত্রাসবাদ সুস্পষ্টভাবে দেশের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে প্রশস্তভাবে করিয়া তোলে না। অনশন ধর্মঘট ও কর্মবিরতি বন্ধকরী কর্তৃক স্বাক্ষরিত।—অরাইটর্স টিম।"

মিঃ দেশাই বিবৃতি

মিঃ মহাদেব দেশাই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্ন বিবৃতি দান করিয়াছেন

'গান্ধীজীর অনুমতিক্রমে আমি আন্দামান বন্দী সম্পর্কিত তার-বিনিময়ের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত সংবাদ প্রচারের অনুপস্থিতি দিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবাহেন:—

"আমার ও আন্দামান বন্দীগণের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, সানন্দে আমি তাহা প্রচার করিয়াছি। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাহাদের বর্তমান মনোভাব বিবৃতি করিতে আমি যে আবেদন করিয়াছিলাম, বন্দীগণ তাহার যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমি আশা করি যে, তাঁহাদের সকলকেই বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আমি সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সময় দেশবাসী আশার সে আবেদনে যোগদান করিবে।—গান্ধী।"

বর্তমান অনশনীদের পরিচয়

'ইউনাইটেড প্রেস' বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, আন্দামানে এখনও যে সাত জন বন্দী অনশন করিতেছেন তন্মধ্যে চারিজন বাঙ্গালী ও তিনজন অ-বাঙ্গালী। যে চারিজন বাঙ্গালী এখনও অনশন করিতেছেন তাহাদের নাম:—(১) ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র রায় (২) ত্রিলোক কুমার সেন (৩) রাধারঞ্জন গোপ ও (৪) হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

যে তিন জন অনশনব্রতী অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম:—(১) সুখীন্দ্র রায় (২) কামাখ্যা ঘোষ এবং (৩) বিমল রাশগুপ্ত। ইহারা এখন অনশন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

হৃৎকম্পে প্রচণ্ড ঝড়

বহু আহার অসময় ও বহু লোকের জীবন নাশ

হংকং, ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গুরু রাত্রি ২টার সময় হংকংএর উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। জাপানীদের অবরোধের ফলে বহু আহার হংকংএর আশ্রয় গ্রহণ করায় লোকসংখ্যে আহারের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। এই কারণে ঝড়ের প্রকল তথায় সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

কুড়িটার উপর আহার জলের বেগে ডাঙ্গায় ঠেলিয়া উঠিয়াছে বা ধ্বংস হইয়াছে। ডাঙ্গার বন্দের ফলে মৃত্যু সংখ্যা বোধ হয় এক শতের নীচে, কিন্তু সমুদ্রে তাহা অনেক বেশী বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

ওয়েষ্ট পয়েন্ট ঝড়ের বেগে ৯০মন লাগিয়া যায়। তথা হইতে ১৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। ঝড়ের বেগ এই বাড়িয়া যায় যে, আবহাওয়া অফিসের যন্ত্রে ঘণ্টায় ১৩০ মাইল গতিবেগ সূচিত হওয়ার পর যন্ত্রটী অচল হইয়া যায়।

সান্তাক্সারে বিদ্রোহী সেনাদল

কুইণ্টাতে বিদ্রোহীদের পরাজয়

সান্তাক্সার, ২৩শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদিন প্রভাতে সান্তাক্সারের প্রান্তদেশে একটি গোলাগুলির চুড়ান্ত হাঙ্গামা হয়। সরকার পক্ষের দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষ বিদ্রোহী সৈন্যদলের হস্তে গুরুর সমর্পণ করেন। ফলে আর একটি প্রবল জেনারেল ক্রাফোর কর্তৃত্বাধীনে আসিল। বিদ্রোহী জেনারেলদের সহিত সরকার পক্ষের প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের সময় নবাগী বিদ্রোহী বিমান মাথার উপর উড়িতে থাকে। সরকার পক্ষের প্রতিনিধিগণ বিদ্রোহী জেনারেলদিগকে অভিবাদন করেন এবং এই সর্তে তাঁহারের হস্তে গুরুর সমর্পণ করেন যে, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে গুলী করা হইবে না। বিদ্রোহী জেনারেলগণ দাবী করেন যে, গুরুর সমর্পণের প্রতিশ্রুতি পালনের নিদর্শনস্বরূপ সরকার পক্ষের এক শত জনকে বিদ্রোহীদের নিকট আটক থাকিতে হইবে। অতঃপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বিদ্রোহী ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী এবং উত্তর দিক হইতে জেনারেল ভ্যালারোর সৈন্যদল গুরুরে প্রবেশ করে। সরকারপক্ষের যে অবশিষ্ট সৈন্যগণ গুরুর রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালাইয়াছিল, তাহারাও আত্মসমর্পণ করে।

বিদ্রোহীরা ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা সান্তাক্সার হইতে ত্রিশ মাইল দূরে গোটিয়েরো দখল করিয়াছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে বিদ্রোহীরা পাঁচ হাজার লোক বন্দী করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫১ হাজার লোক বন্দী হইয়াছে।

কেনিয়ায় হাবশী আশ্রয়প্রার্থী

গভর্ণমেণ্টের সমস্যা

মোম্বাসা, ২৩শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়া হইতে বহু আশ্রয়প্রার্থী কেনিয়ায় প্রবেশ করায় গবর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ ইহারা বেরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহারা মহামারি আরম্ভ করিতে পারে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। উক্ত সীমান্ত প্রদেশে পুলিশের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইউগোণ্ডীর ও বেঙ্গল পুলিশ প্রেরণ করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, পাঁচ হাজার আশ্রয়প্রার্থী এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে, ইতিমধ্যে আরও বহু লোক সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। যাহাও এখানকার ইতালীয় রাজদূত বলেন যে, সীমান্তের ইতালীয় প্রহরীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহারা এড়াইতে পারে না, তথাপি রোগাক্রান্ত, অনশনক্লিষ্ট, বিশৃঙ্খল হাবশীগণ উত্তর কেনিয়ায় খুব বেড়াইতেছে।

আবিসিনিয়ার বাঙ্গি-নিবাসসমূহে বসবের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। যাহারা এখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই তাহারা পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে দেখামাত্র করিয়া ধরিয়া ফেলা হইতেছে। পার্শ্ববর্তী কোনমার উপজাতিসমূহের মধ্যে রোগ যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

শুভ সংবাদ—পেটেণ্ট ঔষধের নাম, ট্রেড মার্ক, লেবেল ইত্যাদি সম্বন্ধে হইতে রেজেষ্টারী করা আবশ্যক হইলে নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন।
দি কলিকাতা রেজেষ্ট্রেশান এজেন্সী
১২নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নেজাম রাজ্যে বিরাট পরিকল্পনা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আয়োজন

এসোসিয়েটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে, মহামান্য নেজাম বাহাদুরের শাসনসংবিধান শিক্ষা, ও শাসনতন্ত্র বিষয়ক এবং অর্থ-নৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নির্দ্ধারণে ব্রতী হইয়াছেন। এতদ্বারে সরকারী কর্ম্মচারীগণ ছাড়া বে-সরকারী প্রতিনিধিদেরও পরামর্শ গ্রহণ করা হইতেছে।

সমগ্র নেজাম রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন এই পরিকল্পনার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রকাশ, নেজাম মন্ত্রিসভার শিক্ষা-সচিব নওয়াব মেহেদী ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর এসম্বন্ধে আইন সভার শীঘ্রই একটী বিলের খসড়া উপস্থাপিত

মহামান্য নেজাম বাহাদুর

করিবেন। প্রকাশ যে, গ্রাম্যাঞ্চলে ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনেই বিলের উদ্দেশ্য এবং এজন্য একটি সর্ব্বনিম্ন-বয়স স্থির করা হইবে। প্রথমতঃ বয় স্কাউট-নীতি গ্রহণ করিয়া শিক্ষা বিস্তার করা হইবে। শিক্ষা বিভাগীয় ডিরেক্টার এ-বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। মাহবুবনগর জেলায় এই নীতি অবলম্বন করিয়া ৪০টি নূতন স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে।

শিক্ষা-সংস্কার ছাড়া শিল্পবাণিজ্যের প্রতিও নেজাম গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। ছোট-বড় সকল প্রকার শিল্পে সরকার কতদূর সাহায্য করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। একটী বেঙ্ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আলোচনা চলিতেছে। সাধারণ ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা ছাড়া পল্লীবাসী-দের জন্য ঋণ দাদন করা এবং ছোট ছোট শিল্পে পুঁজি নিয়োগ এই ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্যে পরিণত হইবে।

একটী পারলিক সার্ভিস নিয়োগ সম্পর্কেও ব্যবস্থাদি চলিতেছে। তাহাড়া নেজাম রাজ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা চরিত্র চলিতেছে।

ভাত কম দেওয়ায় লোম-হর্ষণ কাণ্ড

দুইজন খুন ও একজন জখম

চট্টগ্রাম ষ্টেশার বাণিজ্যাগার এক সংঘাতে প্রকাশ, ভাত কম দেওয়ার কারণে দুইজন লোককে হত্যা করা হইয়াছে এবং একজনকে গুরুতরভাবে জখম করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বাণিজ্যাগার থানার পুরুহিয়া গ্রামে আতর আলী নামক জনৈক লোকের বাস। পুত্র, জামাতা, বৈমাত্রেয় ভগিনী বিধাতা ও খুড়তুত ভাই—এই বয়েজনই তাহার পরিবারের লোক। গত ৬ঠা ভাদ্র তারিখে আতর আলী তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ওসমানকে জিজ্ঞাসা করে যে, তরা ভাদ্র তারিখে রাত্রে তাহার খুড়তুত ভাই আনোয়ার আলীকে ভাত কম কেন দেওয়া হইয়াছিল। উত্তরে ওসমান বলে যে, সে উপার্জ্জন করে না এবং ভাত কম ছিল, সেই জন্য তাহাকে কম দেওয়া হইয়াছিল। উত্তর শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া আতর আলী সজোরে 'হাত' দিয়া তাহাকে এক কোণ মারে এবং বিতীয় কোণে তাহার প্রাণ সংহার করে। তখন আতর আলীর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভগিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বাধা দিতে উদ্যত হইলে আতর আলী তাহার বিমাতাকে 'হাত' দিয়া কোণ দিতে থাকে। ফলে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। অতঃপর আতর আলীর বৈমাত্রেয় ভগিনী আমিনা খাতুন বাধা দিতে আসিয়া বেপরোয়াভাবে প্রহৃত হয়; কিন্তু সে পলাইয়া গিয়া চীৎকার করে এবং পরিবারস্থ প্রতিবেশীদের সংবাদ দেয়। তাহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আতর আলী মৃতদেহ দুইটিকে একত্র করিয়া পুরে অগ্নি-সংযোগ করে। কিন্তু প্রতিবেশিগণ আসিয়া পড়াতে আতর আলীর অমানুষিক ব্যাপার আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

বাণিজ্যাগার পুলিস আতর আলীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা

জয়-পুরের শোচনীয় পরিণতি

কৃষ্ণনগর, ২২শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সাধারণজজ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার জ্যেষ্ঠপুত্র মুখার্জ্জি জেলা-বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায় নাই, তবে জানা গিয়াছে যে, দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ম্যাথামেটিক্সে ফেল হওয়া মাত্র তাহার তিনি তাহার শোক সহ্য করিতে না পারার এই উনার অবলম্বন করেন। সিবিলেন্স বাবু নিমেষ এক ঘণ্টাহোমি তবে তিনি প্রায়ই সার্ভিস ষ্টিয়ারিংসি।

পেটের গোলোযোগে
সাধারণ গৃহচিকিৎসার ওষুধ

আপনার পেট ঠিক রাখুন, তা হ'লে আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকবে। ইনোর "ফ্রুট সল্ট" পেটের গোলোযোগে সাধারণ গৃহ সাধারণ গৃহ-চিকিৎসার ওষুধ। ইহা অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, জড়তা, মাথাধরা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদির মূল কারণগুলিকে দূর করে।

আবহবর্ষ ও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ডাক্তারেরা ইহা ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। এই সুস্বাদু পানীয় সেবন করলে আপনার পেট পরিষ্কার থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বাস্থ্যও অটুট থাকবে।

ইনো মৃদু স্বাভাবিক ও নিরাপদ উপায়ে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।

আপনার বাড়ীতে সর্ব্বদা একশিশি ইনোর "ফ্রুট সল্ট" রাখবেন।

Eno's 'Fruit Salt'

EFS 15.

৭৮৬
কাত্তাবেউ মিল্লাতা এব্রাহীমা হানীফা"
* * *
লয়ে আমার নাম, লয়ে নাম তাঁর
আদি হতে অনন্তেতে করুণা যাঁহা
বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
উষার আলোক তরে বিভু যিনি হন।
অমঙ্গল যত সব সৃষ্টি মধ্যে আছে—
তাহা হ'তে রক্ষা চাহি তাঁহারি ত কাছে।
রজনীর ঘনীভূত আঁধারের ক্ষতি,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার গ্রন্থি—গ্রন্থির আহুতি
হিংসুকের ঈর্ষা-প্রসূত ক্ষতির কারণ
উষার প্রভুর কৃপা করিহে যাচন।
—সূরা ফলক—
* * *

হানাফী
THE HANAFI
6th September, 1937.

প্রজা-স্বত্ব আইন

নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব আইনের উপযুক্তরূপ সংশোধন সাধন করিয়া দেশের উপেক্ষিত-নিপীড়িত কৃষক-প্রজা শ্রেণীকে তাহাদের শোচনীয় দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করার প্রয়াস পাওয়া হইবে। নির্ব্বাচনী দিনের সেই প্রতিশ্রুতি—নির্ব্বাচনের পর অধিকাংশ সদস্যেরই আর মনে থাকিবে কিনা এবং অতঃপর আইন-সভার ভিতরে এই প্রতিশ্রুতি [illegible]বেক কাজ করার প্রয়াস সত্যই পাওয়া হইবে কিনা,—গত কয় মাস যাবত দেশবাসী সন্দেহাকুল মন লইয়া নানা ভাবে এই প্রশ্নেরই বিচার-বিতর্ক করিয়া আসিতেছিল। সুতরাং আজ যখন খাস মন্ত্রী-মণ্ডলীর তরফ হইতে প্রজা-স্বত্ব আইনের সংশোধনের প্রস্তাব আইন-সভার সামনে উত্থাপিত হইতেছে, তখন দেশবাসীর পক্ষ হইতে মন্ত্রী-সভা ও ইহার সমর্থকদিগকে যদি আমরা অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হই, তবে তাহা মোটেই অশোভন হইবে না, বলা চলে।

জানা গিয়াছে যে, আইন-সভার বর্ত্তমান অধিবেশনেই মাননীয় রাজস্ব-সচিব মহোদয় গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে প্রজা-স্বত্ব আইনের সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করিবেন। সরকারী এই প্রস্তাবের স্বরূপ কি, সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশও করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত বিলে যেসব বিধানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার মোটামুটি মর্ম্ম এই :—

(১) জমিদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার সম্পূর্ণরূপে রদ ও রহিত হইবে।

(২) জমিদারের নজর-সেলামী সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রতি ক্ষেত্রে মাত্র ১৲ করিয়া নোটিশ-চার্জ্জ দিতে হইবে।

(৩) জমিদারের সার্টিফিকেটের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইবে।

(৪) খাজানার টাকার অতিরিক্ত যে-কোন রকমের আবওয়াব বা উপরি পাওনা আদায় আইনতঃ কঠোর ভাবে দণ্ডনীয় সাব্যস্ত হইবে।

(৫) বাকী খাজানার সুদ বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ শতকরা ১২-এর পরিবর্ত্তে শতকরা ৬।-এ পরিণত করা হইবে।

(৬) কোর্ফা রায়তদিগের দখলী-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

(৭) রায়তী-স্বত্বীয় জমিতে শর্ত্তাধীন ভাবে ধর্ম্মস্থান (মসজিদ, মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি) স্থাপনের অধিকার স্বীকৃত হইবে।

(৮) খাজানা-বৃদ্ধি সম্পর্কে আইনে যেসব বিধান রহিয়াছে, তাহা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখার অধিকার গভর্ণমেন্টের হাতে ন্যস্ত হইবে।

(৯) কোর্ফা রায়তদিগকে নিজেদের স্বত্ব-ত্যাগ বা ইস্তফা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইবে।

(১০) নদী-শেকস্তি জমির খাজানা মওকুফ হওয়ার বিধান হইবে।

(১১) এজমালী জমার নাম-খারিজ ও নাম-জারীর বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

(১২) প্রজাকে বকেয়া জমি-খালাসের কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হইবে।

(১৩) এজমালী জমার অংশ-বিশেষের জন্যও নালিশ করার অধিকার জমিদারকে দেওয়া হইবে।

বিলের ভূমিকায় মাননীয় রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে প্রচলিত আইনের কোন-কোন বিধান প্রজা-সাধারণের জন্য অতি কঠোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং আইনের কতিপয় বিধানের সংশোধন করিয়া চাষী-সমাজের বোঝা কতক পরিমাণে লাঘব করার জন্যই বিশেষ জরুরী ব্যবস্থারূপে প্রস্তাবগুলি করা হইল,—প্রজা-স্বত্ব সম্পর্কিত নীতির আমূল পরিবর্ত্তন এই সব প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়।" কাজেই মনে করা যাইতে পারে—ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক ধরণের পরিবর্ত্তন হয়ত অসম্ভব হইবে না এবং সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করিয়া বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে, বর্ত্তমানে "জরুরী ব্যবস্থা" রূপে যেসব সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই পুনর্ব্বার বিবেচনা করা চলিবে।

একণে যে-সব সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হউক। যদিও "জরুরী ব্যবস্থা" রূপেই এ-সব বিধান প্রবর্ত্তিত হইতে যাইতেছে, তথাপি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্রুটি বিমুক্ত অবস্থায়ই এগুলি পাশ হইতে পারে, তৎপ্রতি নজর রাখা আইন-সভার সকল সদস্যেরই উচিত। উপরে আমরা প্রস্তাবগুলির যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহার ১, ২ ও ৩নং ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। দেশবাসী দীর্ঘদিন যাবত জমিদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার, জমি হস্তান্তরের অস্বাভাবিক নজর-সেলামী ও সার্টিফিকেটের বিধান রদের দাবী করিয়া আসিতেছিল। মন্ত্রী-মণ্ডলী যে তাঁহাদের প্রস্তাবে এই সব 'সঙ্গত' দাবী মানিয়া লইতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সৎসাহসের তারিফ করিতে হয়। ৪নং ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—বেআইনী আবুয়াবকে কেবল দণ্ডনীয় করিলেই চলিবেনা, যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে এই দণ্ড প্রযুক্ত হইতে পারে এবং জমিদারী আমলাদের অত্যাচারের যাহাতে স্থায়ীভাবে অবসান হয়, আশা করি—তজ্জন্য আইনের বিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা সংযোজিত করিয়া দেওয়ারই প্রয়াস পাওয়া হইবে। তালিকার ৫ ও ৬নং ব্যবস্থা সম্পর্কেও আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। ৭নং বিধান সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই—"ধর্ম্মস্থান" শব্দ দ্বারা কেবল মসজিদ, মন্দির বা গীর্জ্জা বুঝাইলে চলিবেনা—এর সঙ্গে "গোরস্থান" এবং "শ্মশান" শব্দও সংযুক্ত হওয়া উচিত। কারণ, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, অনেক জবরদস্ত জমিদারের এলাকায় গোরস্থান ও শ্মশানের একান্ত অভাব;—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে কবরের জন্য জমিদারের সেলামী গ্রহণের কথা পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছে। ৮নং বিধান সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—যেরূপভাবে সংশোধিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে "গোঁজামিলের" সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এরূপভাবে গোঁজামিলের প্রশ্রয় না দিয়া খোলাখুলিভাবে বলিয়া দেওয়া দরকার যে, বর্ত্তমানে খাজানার যে নিরিখ আছে আপাততঃ তাহা বৃদ্ধি করা চলিবেনা। পরবর্ত্তী কোন সময়ে যদি জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্য আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়, তখন প্রয়োজন মনে করিলে এই বিধানের সংশোধন অনায়াসে করা যাইবে। আমরা আশা করি, মন্ত্রী-মণ্ডলী ও পরিষদের সদস্যগণ এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিধান সম্পর্কে পুনরায় ভাবিয়া দেখিবেন এবং জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করা হইবে।

তালিকায় উল্লেখিত অন্যান্য বিধান সম্পর্কে আমাদের বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। তবে জমি-হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে নামমাত্র ১৲ টাকা করিয়া জমিদারের নোটীশ চার্জ্জ আদায় করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং যে প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষ ইতিমধ্যেই প্রচার-কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া আমরা পারিতেছিনা। বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে জমি-হস্তান্তরের নজর সেলামী শতকরা ২০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেখানে এই অস্বাভাবিক নজর-সেলামীকে একেবারে তুলিয়া দিয়া প্রতি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাত্র ১৲ টাকা করিয়া নোটীশ-চার্জ্জ দিতে কেহই আপত্তি করিতে পারে না। বিশেষতঃ প্রতি হস্তান্তরের ক্ষেত্রেই যখন জমিদারকে স্বীয় সেরেস্তার খাতা পত্র সংশোধন করিতে হইবে, তখন এই নামমাত্র ১৲ টাকা নোটীশ-চার্জ্জকে কিছুতেই অন্যায় বলা চলে না। তবে এই সঙ্গে ইহাও পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিতে হইবে যে, নোটীশ-চার্জ্জ প্রদানের পর জমিদারী সেরেস্তায় নাম-খারিজ স্বতঃই হইয়া যাইবে—স্বতন্ত্র কোনরূপ নামখারিজী চার্জ্জ আর দিতে হইবে না।

উপসংহারে সিলেক্ট-কমিটী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা বলিতে চাই। প্রস্তাবিত বিলখানাকে একটি সিলেক্ট-কমিটীর হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি হইবে। এই সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট যে কতদিনে প্রকাশিত হইবে, তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং এরূপ আশঙ্কা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, বিলটী আইনে পরিণত হইতে সম্ভবতঃ এখনও অনেক বিলম্ব হইবে। এরূপ বিলম্বে যে দেশবাসী একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িবে, তাহা না-বলিলেও চলে। সুতরাং দুই এক দিনের মধ্যেই সিলেক্ট-কমিটীর কর্ত্তব্য শেষ করিয়া পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই বিলটীকে আইনে পরিণত করার চেষ্টা পাওয়াই দূরদর্শনের পরিচায়ক হইবে। আমরা আশা করি, মন্ত্রী-মণ্ডলী এ-হেন দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়া শোষিত-নিপীড়িত দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন।

প্রাথমিক শিক্ষার নূতন রূপ

আইনের "হাজতখানা" হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাইমারী শিক্ষা-আইনের বন্দী-জীবনের কি ভাবে অবসান ঘটান যায়, ইহা ভাবিতে ভাবিতে সরকারী মহলের কর্ত্তৃপক্ষ নাজেহাল হইয়া গিয়াছেন। দেশবাসী উদগ্র প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছিল যে, নব শাসনতন্ত্রের এই জয়-যাত্রার দিনে দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যাটার একটা সু-রাহা নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। এবারও সরকারী দপ্তরখানার ধূলাবালির অন্তরাল হইতে উক্ত আইনের মুক্তি সম্ভবপর হইল না। কারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে প্রবর্ত্তন করিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, বাঙলা সরকারের নাকি তাহা ব্যয় করিবার শক্তি আদৌ নাই। অপর পক্ষে দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহার উপর নূতন ট্যাক্সের বোঝা দেশবাসী বহন করিতে পারিবে না। সুতরাং এই দু'টানার মধ্যে থাকিয়া কতকাল পরে যে শিক্ষা-আইনের মুক্তি সম্ভবপর হইবে, তাহা নিয়তিই জানে। কবে "নও-মন তেল হোগা" এবং তারপর "রাধা নাচেগী"—দেশবাসী অবশ্য সে খবর জানিবার জন্য আর মাথা ঘামাইবে না। তবে নিরন্ন দেশবাসীর উপর নূতন করের বোঝা চাপাইয়া না দিয়া কিংবা গভর্ণমেন্টের ঘাড় না ভাঙ্গিয়া অন্য কোন উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের একটা সদ্গতি করা যে সম্ভব হইতে পারে না, তাহা মনে করিবার কোন কারণই নাই।

সম্প্রতি এসম্বন্ধে পরিষদের জনৈক মুসলমান সদস্য একটা সুন্দর পরিকল্পনা ঠিক করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী আমাদের কাছেও মন্দ ঠেকিল না। তিনি দেখাইয়াছেন,—প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি বাঙলার সকল স্থানে প্রচলন করিতে হইলে অন্যূন ৫ কোটী টাকার প্রয়োজন। সরকারী তহবিলে এবার দেড় কোটী টাকা ফাঁপিয়াছে। অবশিষ্ট সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্যবস্থা এইরূপ—বাঙলার প্রতি ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েতী বোর্ডে বৎসরে গড়ে হাজার টাকা করিয়া খরচ হয়। এই টাকা দ্বারা চৌকিদার দফাদারের বেতন, পোষাক ইত্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে পল্লীর 'ডিফেন্স পার্টী'গুলি যেরূপ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছে, ইহাদের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিলে চৌকিদারী প্রথার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তদস্থানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই টাকার সদ্ব্যবহার সহজেই হইতে পারে। মফঃস্বলের বহুস্থানে চৌকিদারগণ কোন কাজই করে না; বরং "ওনের ঘরের পিসী, বনের ঘরের মাসীর" মত চোর ছ্যাঁচোড়দের সহিত বখরা ব্যবস্থায় কাজ করে। সুতরাং প্রাথমিক পরীক্ষা স্বরূপ চৌকিদারী প্রথা তুলিয়া দিয়া সরকার সেই অর্থে প্রাইমারী শিক্ষা অবৈতনিক ভাবে প্রচলন করিলে বোধ হয় দেশের এই বিরাট সমস্যাটার সহজেই মীমাংসা হইতে পারিবে। তা'ছাড়া বাধ্যতামূলক আইনের কষাঘাতে দেশের মূর্খতা দানব যখন সহজে দেশছাড়া হইবে, তখন গ্রাম শাসনের জন্য চৌকিদারের লাল পাগড়ীর কোনই প্রয়োজন থাকিবে না; পল্লীর যুবক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গঠিত "ডিফেন্স পার্টি" তখন প্রতি পাড়ায় পাড়ায় কাজ করিতে থাকিবে। আশা করি, আমাদের "লীডায়ুনে কউম" এদিকে অবহিত হইবেন।

আলোচনা ও মন্তব্য

রাজশাহীর ব্যাপার।—ছাত্র-সমাজ জাতির ভাবী কালের আশা-ভরসা স্বরূপ। তাহাদের মানসিকতায় যাহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব পতিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা-নীতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু একান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় ইহাই যে, গত কতিপয় বৎসর যাবত কোন কোন সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষ প্রচার-কার্য্যের ফলে ছাত্র-সমাজেও ক্রমে ক্রমে হীন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ছাত্র-আন্দোলন ও যুব-আন্দোলনের নামে একদল লোক যেরূপভাবে আমাদের ছাত্র-সমাজকে ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা-সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে, তাহার ফল যে দেশের ভবিষ্যতের জন্য মোটেই শুভ হইবে না, ইতিমধ্যেই নানাদিক দিয়া তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি রাজশাহীতে স্থানীয় কলেজ হোষ্টেলের হিন্দু ছাত্রগণ অনশন-ধর্ম্মঘটের অভিনয় করিয়া যে শোচনীয় মানসিকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে—হীনভাব প্রসার কতটা ব্যাপক হইতে যাইতেছে! মোসলেম হোষ্টেলে স্থানাভাব হওয়ায় এবং হিন্দু হোষ্টেলের প্রকাণ্ড দুইটি ব্লক একেবারে খালি পড়িয়া থাকায়, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় মোসলেম হোষ্টেলের কয়েকটি ছাত্রকে উক্ত খালি দুইটী ব্লকের একটি ব্লকে যাইয়া বাস করার অনুমতি দিয়াছিলেন। প্রিন্সিপ্যালের এই সুসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে অনশন-ধর্ম্মঘট করিয়া এবং পরে একসঙ্গে হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া হিন্দু ছাত্রগণ তাহাদের মোসলেম সহপাঠিদের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা দেখাইয়াছে, অপর দিক দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি চরম অবাধ্যতারও পরিচয় তাহারা দিয়াছে। এরূপ আচরণ ছাত্র-সমাজের কাছ হইতে কেহই আশা করে না। সাময়িক ভাবে কলেজটি বন্ধ করিয়া দিয়া এই ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার পরিণাম যে কিরূপ হইবে, তাহা এখনও অনুমান করা যায় না। যাহা হউক, আমরা আশা করি, যাহাতে ভালয়-ভালয় সব গোলমাল মিটিয়া যায়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহারই চেষ্টা পাইবেন এবং হিন্দু ছাত্রদিগকে তাহাদের ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও হিন্দু নেতৃবর্গের তরফ হইতে হইবে।

আন্দামানের অনশন।—অবশেষে আন্দামানের অনশন ধর্ম্মঘটের অবসান হইল! যে সব অস্বাভাবিক দাবী পেশ করিয়া আন্দামানের বন্দীরা অনশন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের সে সব দাবী নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া যে কোন গভর্ণমেন্টেরই পক্ষে সম্ভবপর নয়, সরকারের তরফ হইতে তাহা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দেওয়া হইলেও, আন্দোলন-ব্যবসায়ী এক দল চরমপন্থী রাজনীতিজ্ঞের উস্কানীর ফলে সরকারের সে সৎপরামর্শে কোন কাজই হয় নাই। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর চেষ্টায় বন্দীদের যে সুমতি হইয়াছে এবং তাহারা যে অনশন ত্যাগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিজেদের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে জানাইতে সম্মত হইয়াছে, ইহাই আনন্দের কথা। আমরা আশা করি, অতঃপর সরকার সুবিবেচনার সঙ্গে প্রত্যেক বন্দীর দাবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এবং যাহাদিগকে ভারতে ফিরাইয়া আনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ফিরাইয়া আনারও ব্যবস্থা হইবে। দেশের শান্তি যাহাতে কোনরূপ ব্যাহত না হয়, এই ব্যাপারে তৎপ্রতিও অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের যে-সব জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্র এই ব্যাপারে নানারূপ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করিয়া দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আশা করি—অতঃপর তাঁহারাও নিজেদের মহান দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শিক্ষয়িত্রী ধর্ষণের মামলা।—কলিকাতা কর্পোরেশনের জনৈকা তরুণী-শিক্ষয়িত্রী কতিপয় শিক্ষক ও কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল কয়েকজন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক দলবদ্ধভাবে ধর্ষিতা হইয়াছিলেন—এই মর্ম্মে যে এক অভিযোগ কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উত্থাপিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার যবনিকাপাত হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ নাকি এই মর্ম্মে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে যে, ধর্ষিতা বলিয়া কথিত নারীটীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।—পুলিশের এইরূপ জওয়াবের পর আর মামলা চলিতে পারে না বলিয়া বিচারক মামলাটি ডিসমিস্ করিয়া দিয়াছেন। ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না করিয়া আমরা শুধু বলিতে চাই—যে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ দশ হাত পানির তল হইতেও বোমা, পিস্তল, রিভলবার খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ, তাহারা আজ কলিকাতা-নগরীর বুক হইতে একটা জ্যান্ত নারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, এ কেমন কথা! কোন্ মায়াবীর যাদুমন্ত্রের স্পর্শে উক্ত নারী অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাও এই ব্যাপারে না ভাবিয়া পারা যায় না! যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত যে কর্পোরেশন কোন রকমে নারী ধর্ষণের দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাইল, ইহাই আনন্দের কথা!

ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ।—মোসলেম বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের কতিপয় লোক যে লজ্জাকর নীতির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দৃষ্টে প্রকৃতই আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। বাঙলার সংস্কৃত আইন সভায় এই দুই জেলার মোসলেম সমাজের তরফ হইতে যে-সব সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন আমরা তাঁহাদের কথাই বলিতেছি! গত কয়েকদিন হইতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পরিষদের আলোচনায় যে কতিপয় মুসলমান সদস্য সমগ্র সমাজের সম্মিলিত অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ মোসলেম কোয়ালিশন দলের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ হইতেছেন—ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার। এই উভয় জেলার মোসলেম ভোটারগণ সমাজের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই ভোট দিয়া ইঁহাদিগকে পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলেন—সমাজদ্রোহিতা করার জন্য প্রেরণ করেন নাই। আমরা জানি নির্ব্বাচন-সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এসেম্বলী ও কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রত্যেকেই অন্ততঃ পাচ বৎসরের জন্য নিজেদিগকে নিরাপদ মনে করিতেছেন। কিন্তু ইহা সত্য যে, মুসলমানের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়া মুসলমানের স্বার্থের সঙ্গে দুশমনী করা কিছুতেই সমাজ সহ্য করিবেনা,—সমাজের রোষ বিদ্রোহীদের উপর কোন-না কোন আকারে আত্ম-প্রকাশ করিবেই। ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের মুসলমানগণ নিজেদের প্রতিনিধিদের কৃতকার্য্য সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তলব করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

দেশীয় রাজ্যে গো-কোরবানী।—কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু সমাজ সম্প্রতি যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া এই সত্যটাই নগ্ন মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে যে, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে বর্ত্তমান যুগেও আদিম যুগ সুলভ আইন-কানুনের দ্বারা প্রজা-সাধারণের ধর্ম্মে অতি অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। যদিও কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান, তথাপি রাজ্যের শাসক হিন্দু বলিয়া আইন করিয়া অতি অন্যায় ভাবে মুসলমান প্রজাদের গো-কোরবাণীর ধর্ম্ম-সম্মত অধিকার হরণ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—এই জন্য পূর্ব্বেও যে অতি কঠোর দণ্ড দেওয়া হইত, হিন্দুদের বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা তাহাও অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে। কাশ্মীরের মত অনুরূপ জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা অন্যান্য হিন্দু-রাজ্যেও যে বিদ্যমান, তাহা না বলিলেও চলে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, আধুনিক সভ্যতার কোন প্রভাবই এই সব রাষ্ট্রের হিন্দু শাসকদের

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোসলেম তরুণ দল সমগ্র জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন!

ফুটবল খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের নবীন রেকর্ড স্থাপন

উপর্য্যুপরি চার বৎসর পর্য্যন্ত লীগ-চ্যাম্পিয়ন

ইষ্ট-বেঙ্গল ও ভবানীপুর দল সম্মিলিত ভাবে রানার্স-আপ

শত্রুদলের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া "মোহামেডান স্পোর্টিং" এর তরুণ মোসলেম খেলোয়াড়গণ এবার উপর্য্যুপরি চতুর্থবারের মত লীগ-বিজয় করতঃ সমগ্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের এ বিস্ময়কর সাফল্য জাতির প্রাণে যে নব-চেতনার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার আভাষ দেশের দিকে দিকে পাওয়া যাইতেছে! বিজয়ী বীরগণ দেশের প্রতি কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছেন।

লীগ-খেলার শেষ সপ্তাহ

গত সপ্তাহে আমরা ২রা জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত লীগ-খেলার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অতঃপর যে কয়টি খেলা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

৩রা জুলাই, শনিবার—
মোহামেডান—৪ × ভবানীপুর—০
মোহনবাগান—১ × ইষ্ট-বেঙ্গল—০
ক্যালকাটা—০ × ডালহৌসী—০
ই, বি, আর—০ × কাষ্টমস্—০

৫ই জুলাই, সোমবার—
মোহামেডান—১ × কাষ্টমস্—১
ইষ্ট-বেঙ্গল—১ × ডালহৌসী—১
কে,ও,এস্,বি—২ × ক্যামারোনিয়ান্স—০

৬ই জুলাই, মঙ্গলবার—
মোহামেডান—২ × ক্যাল্‌কাটা—১

৭ই জুলাই, বুধবার—
ইষ্ট-বেঙ্গল—৩ × ভবানীপুর—২
কে, ও, এস, বি—২ × ডালহৌসী—০
ক্যামারোনিয়ান্স—২ × কালীঘাট—২

৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—
[illegible] × ক্যাল্‌কাটা—১
মোহনবাগান—৩ × মোহামেডান—২
কালীঘাট—১ × এরিয়ান্স—১

এবারকার লীগ-মউসুম ৮ই তারিখে পরিসমাপ্ত হয় এবং পরিণামে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করিয়া গত তিন বৎসরের চ্যাম্পিয়ান মোহামেডান দল এবারও আবার ৪র্থ বারের মত চ্যাম্পিয়ান হইয়া ভারতের ক্রীড়া-ক্ষেত্রের পূর্ব্বতন সব রেকর্ড ভঙ্গ করতঃ গৌরব-জনক নবীন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ডারহামস্ লাইট ইনফ্যান্টি দল উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পর্য্যন্ত লীগ-বিজয় করিয়াছিলেন; মোহামেডান দলের এবারকার বিজয় দ্বারা ডারহামসের সেই বিজয়-গৌরব ম্লান হইয়া গেল, বলিতে হইবে। শুধু ভারতেই নহে—বিলাতেও লীগ-খেলার ইতিহাসে এরূপ অভাবনীয় গৌরব এপর্য্যন্ত কোন টীমের ভাগ্যে জুটে নাই। সুতরাং বলা চলে, দিগ্বিজয়ী মোহামেডান স্পোর্টিং দল সত্যই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

মোহামেডান দলকে যে বিজয় সাফল্যের পথে পদে-পদে কিরূপ বিরাট বিরাট বাধার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু শত্রুদলের সমস্ত চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত মোহামেডান দলের বীর খেলোয়াড়গণ জাতির জন্য গৌরবের শিরোপা আহরণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে ৩রা জুলাই তারিখে ভবানীপুর দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করার পরই "মোহামেডান" দল ৪র্থ বারের মত চ্যাম্পিয়ানশীপের গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হন। সুতরাং পরবর্ত্তী কয়টি খেলায় তাঁহারা আদৌ আর মনোযোগ দিয়া খেলেন না। কাষ্টমস্, ক্যাল্‌কাটা ও মোহনবাগানের সহিত খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলের দ্বিতীয় টীমের খেলোয়াড়গণই বেশী সংখ্যায় খেলিয়াছিলেন। ক্যালকাটার সঙ্গে খেলার দিন প্রায় বৎসরাধিক কাল পর হাফিজ রশীদ তাঁহার ভাঙ্গা পা লইয়া সর্ব্ব-প্রথমে খেলিতে নামিয়াছিলেন এবং আনন্দের বিষয় ইহাই যে, তিনি এই দিন একটি গোলও করিয়াছিলেন। মাঠে সমবেত বিরাট জনতা তাহাদের প্রিয় খেলোয়াড় হাফেজ রশীদকে বিরাট ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিল। দুর্ব্বল টীম নামানের ফলে এবং মনোযোগ দিয়া না খেলায় মোহনবাগানের সঙ্গে শেষ খেলায় চ্যাম্পিয়নদল পরাজিত হন।

৭ই জুলাই তারিখে ইষ্ট-বেঙ্গল ও ভবানীপুর দলের খেলায় লীগের রানার্স-আপ সমস্যার মীমংসা হইয়া গিয়াছে। ইষ্ট-বেঙ্গল ও ভবানীপুর এই উভয় দল, ২৮ পয়েন্ট করিয়া লাভ করায়, তাহারা সম্মিলিতভাবে রানার্স-আপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, রানার্স-আপ কাপটি ৬ মাস কাল ইষ্ট-বেঙ্গল দলের কাছে থাকিবে এবং ৬ মাস ভবানীপুর দলের অধিকারে থাকিবে।

ডালহৌসী দল সবচেয়ে কম পয়েন্ট লাভ করায় দ্বিতীয় ডিভিশনে অবনমিত হইল, পক্ষান্তরে পুলিশ দল দ্বিতীয় ডিভিশন হইতে প্রথম ডিভিশনে প্রমোশন পাইল।

লীগ-টেবল

সবগুলি খেলার অবসানে এবারকার লীগ-টেবল পরিণামে নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাই যে, চ্যাম্পিয়ন দল রানার্স-আপ দলগুলি অপেক্ষা ৬ পয়েন্ট বেশী লাভ করিয়াছেন। এত অধিক পয়েন্টের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৃষ্টান্ত লীগের ইতিহাসে একান্ত বিরল। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মোট ২২টি খেলার একটি খেলায়ও ডালহৌসী দল জয়ী হইতে পারে নাই।

					গোল		
	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহামেডান	২২	১৪	৬	২	৪৭	১৮	৩৪
ইষ্ট-বেঙ্গল	২২	১২	৪	৬	৪৮	২২	২৮
ভবানীপুর	২২	১১	৬	৫	৩৪	২৯	২৮
ক্যামারো:	২২	১২	৩	৭	৩১	২১	২৭
মোহনবাগান	২২	১০	৫	৭	২৩	১৯	২৫
কাষ্টমস্	২২	১০	৪	৮	২৬	২২	২৪
কালীঘাট	২২	৯	৫	৮	২৬	৩১	২৩
ই,বি,আর	২২	৫	১০	৭	২২	২১	২০
ক্যালকাটা	২২	৫	৮	৯	১৯	২৮	১৮
কে,ও,এস,বি	২২	৭	৪	১১	২২	৩৭	১৮
এরিয়ান্স	২২	৫	৪	১৩	২৫	৪০	১৪
ডালহৌসী	২২	০	৫	১৭	১২	৪১	৫

পূর্ব্ববর্ত্তী লীগ-বিজয়িগণ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-প্রথমে ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পর্য্যন্ত যে-সব টীম লীগ-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

১৮৯৮ খৃঃ গ্লসেষ্টার রেজিমেন্ট
১৮৯৯ " ক্যাল্‌কাটা
১৯০০ " রয়েল আইরিশ রাইফলস্
১৯০১ " ঐ ঐ ঐ
১৯০২ " কে, ও, এস, বি,
১৯০৩ খৃঃ ৯২নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪ " কিংস্ ওন ল্যাঙ্কাষ্টার্স
১৯০৫ " ঐ ঐ
১৯০৬ " এইচ. এল, আই,
১৯০৭ " ক্যাল্‌কাটা
১৯০৮ " ২নং গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৯ " ঐ ঐ
১৯১০ " ডালহৌসী
১৯১১ " ৭০নং আর, জি, এ,
১৯১২ " ব্ল্যাকওয়াচ
১৯১৩ " ঐ
১৯১৪ " ৯১নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১৫ " ১০নং মিডলসেক্স রেজিঃ
১৯১৬ " ক্যাল্‌কাটা
১৯১৭ " ফাষ্ট বেটেঃ লিঙ্কনস্ রেজিঃ
১৯১৮ " ১২নং স্পেশাল সার্ভিস
১৯১৯ " ক্যাল্‌কাটা
১৯২০ " ঐ
১৯২১ " ডালহৌসী
১৯২২ " ক্যাল্‌কাটা
১৯২৩ " ঐ
১৯২৪ " ক্যামারণ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯২৫ " ক্যালকাটা
১৯২৬ " নর্থ ষ্টাফোর্ডস্
১৯২৭ " ঐ ঐ
১৯২৮ " ডালহৌসী
১৯২৯ " ঐ
১৯৩০ " (খেলা হয় নাই)
১৯৩১ " ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি
১৯৩২ " ঐ ঐ ঐ
১৯৩৩ " ঐ ঐ ঐ
১৯৩৪ " মোহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৫ " ঐ ঐ
১৯৩৬ " ঐ ঐ
১৯৩৭ " ঐ ঐ

চ্যারিটী ম্যাচ

লীগ-মউসুমের অবসানে গত ১০ই জুলাই তারিখে চ্যাম্পিয়ন দল—বনাম—নির্ব্বাচিত অবশিষ্ট টীম্ সমূহের মধ্যে এক অভিনব চ্যারিটী ম্যাচের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। অন্য সকল টীমের বাছাই-করা খেলোয়াড়দের সঙ্গে একক মোহামেডান দলের এই সংগ্রাম দেখার জন্য সেদিন মাঠে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। খেলা আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই মোহামেডান দল চাপিয়া খেলিতে থাকে এবং অর্দ্ধ সময় পর্য্যন্ত এরূপ ভাবেই চলিল। বিশ্রাম সময়ের পর হইতে মোহামেডান দল এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিতে থাকে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে বিরুদ্ধ পক্ষের গোল পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু আর্মষ্ট্রংয়ের অসাধারণ গোল-রক্ষণ নৈপুণ্যের জন্য শেষ পর্য্যন্ত খেলা গোলশূণ্যভাবেই ড্র হয়। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ মোহামেডান দল গোল করিতে পারে নাই, তথাপি ইহা পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছিল যে, কলিকাতার অবশিষ্ট সবগুলি টীমের বাছা বাছা খেলোয়াড়গণও মোহামেডান দলের কাছে অতি নগণ্য।

খেলার শেষে আই-এফ-এ'র সভাপতি সন্তোষের মহারাজা মোহামেডান দলকে লীগ-বিজয়ের কাপ উপহার দেন এবং ইষ্ট-বেঙ্গল ও ভবানীপুর দল সম্মিলিত ভাবে রানার্স-আপ কাপ লাভ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়নদিগকেও কাপ দেওয়া হয়।

পাওয়ার-লীগ বিজয়

লীগ-চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান দলের দ্বিতীয় টীম এবার পাওয়ার-লীগও বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেষ খেলায় মোহনবাগান দলকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করতঃ এবার এই গৌরব চ্যাম্পিয়ন দল আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে আরো কয়েকবার ইঁহারা পাওয়ার-লীগ বিজয় করিয়াছেন।

শীল্ডের খেলা আরম্ভ

১২ই জুলাই হইতে আই-এফ-এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। এবার অনেকগুলি সামরিক দল শীল্ড-খেলায় যোগদান করিতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এবার শীল্ড-হোল্ডার "মোহামেডান" দলের সহিত পেশোয়ারের সৈনিক দল হাইল্যাণ্ড লাইট ইন্ফ্যান্ট্রির তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে। একরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে যে, ইষ্ট-বেঙ্গল দল বা মোহনবাগানের সহিত চ্যাম্পিয়ন দলের ফাইনাল খেলা হইবে। মোহামেডান দল লীগের মত শীল্ডেও এবার অসাধ্য সাধন করিতে পারিবেন, এ আশাও সকলেই করিতেছেন। আগামী ১৯শে তারিখে প্রথমে ইঁহাদের খেলা হইবে—কে, ও, এস, বি ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলায় বিজয়ী দলের সহিত।

আই-এফ্-এ'র হঠকারিতা

"মোহামেডান" দলের জয়যাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য আই-এফ-এ পরিষদের একদল সঙ্কীর্ণমনা সদস্য যে সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং যাহার ফলে খেলার মাঠে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল, দুঃখের বিষয় এ-পর্য্যন্তও তাহার কোন সমাধান হয় নাই। সম্মানজনক মীমাংসার আশায় আই-এফ-এ'র নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে 'মোহামেডান' দল যে আবেদন পেশ করিয়াছিলেন, আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ চরম হঠকারিতার পরিচয় প্রদান করতঃ সেই আবেদনকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতনভাবে সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পরিস্থিতি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সমগ্রভাবে মুসলমান-সমাজের প্রতি অবমাননাকর যে প্রস্তাব আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার না করিলে মুসলমান সমাজ যে কিছুতেই শান্ত হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকাশ, আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমাজের তরফ হইতে মানহানির মামলা করা যায় কিনা, কোন-কোন পক্ষ হইতে তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। ইহাও প্রকাশ যে, আই-এফ-এ'র অন্যায় সাসপেন্‌শনের আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয় হবিবও বিবেচনা করিতেছেন।

বিজয়ী বীরদের পরিচয়

"মোহামেডান স্পোর্টিং" দলের যে-সব বীর খেলোয়াড়ের সাধনায় উপর্য্যুপরি ৪ বৎসর পর্য্যন্ত লীগ বিজয় সম্ভবপর হইয়াছে, তাঁহাদের পরিচয় জানার আগ্রহ সকলেরই হওয়া স্বাভাবিক। এবারকার মউসুমে যাঁহারা বিশেষভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

আব্বাস মির্জ্জা।—মুর্শিদাবাদে এর জন্মস্থান। ১৯২৯ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতে আরম্ভ করেন। তখন এর বয়স খুব অল্প। সেই সময়ই এর খেলায় অসাধারণ দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৩ সালে আব্বাসের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। এই বৎসর ক্রীড়ামোদিগণের নিকট তিনি ভাবী "সামাদ" বলিয়া কথিত হন। টীমের এই 'শিশু' খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে মোহামেডান দল দ্বিতীয় বার (১৯৩৫) লীগ-চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৩৬ সনেও তাঁরই নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং তৃতীয়বার লীগ-জয় করেন এবং এ-বৎসর ৪র্থ বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হইয়া নবীন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র।

নূর মোহাম্মদ।—এঁর বাসস্থান ফয়জাবাদ—বর্ত্তমান বয়স ৩১ বৎসর। ১৯৩১ সালে ইনি প্রথমে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগ দেন। দুই বৎসর এই টীমে খেলিয়া ইনি ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ইনি স্থান পাইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ হিসাবে ইনি সারা ভারতে প্রসিদ্ধ। ক্ষিপ্রকারিতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য ক্লাবে ইনি 'বেবি অষ্টিন' নামে পরিচিত।

রহিম (মোহাম্মদ আবদুর রহীম)।—বেজওয়াদার এই খেলোয়াড় "দমদম বুলেট" নামে অনেকের নিকট পরিচিত। এঁর বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগ দেন। এই বৎসরেই ইনি দ্বারভাঙ্গা শীল্ডে খেলেন এবং রেঙ্গুন ও কলম্বোয় খেলিতে যান। গত বৎসর আন্তর্জ্জাতিক ম্যাচে এবং চীনা বনাম ভারতবর্ষ ও চীনা বনাম সিভিল-মিলিটারী ম্যাচে ইনি নির্ব্বাচিত হইয়া নিজের কৃতিত্বের পুরষ্কার পাইয়াছেন। এবারও ইনি আন্তর্জ্জাতিক খেলায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাইট-ইনে এঁর সমকক্ষ খেলোয়াড় ভারতীয়দের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাবু (মাহবুব খাঁ)।—মোহামেডান দলের সুপ্রসিদ্ধ ফরওয়ার্ড সাবুর প্রকৃত নাম মাহবুব খাঁ। কয়েক বৎসর যাবত কলিকাতায় খেলিতেছেন। তাঁর বল ধরিবার ও জোগাইবার কায়দা খুবই সুন্দর। তিনি সাধারণতঃ হাফ-ব্যাকের খেলোয়াড় হইলেও ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়ের যখন অভাব পড়িল, তখন সামনে আগাইয়া রশীদের স্থান পূরণ করিয়াছেন। তাঁর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

ওসমান (আহমদ ওসমান জান)।—১৯১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মোম্বাসায় এঁর জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে ইনি ভারতে আ[illegible]। দিল্লীর গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ কালে এঁর মন খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ইনি স্কুল-টীমের কেপ্টেন মনোনীত হন। পরে ইনি ক্রেসেণ্ট ক্লাবে খেলিতে থাকেন। সেই সময় বিখ্যাত গোলরক্ষক হিসাবে এঁর সুনাম নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মোহামেডান দলে ইনি খেলিতেছেন দুই বৎসর যাবত। সকলে এই যুবক গোলরক্ষকের কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন।

জুম্মা খাঁ।—ইনি কোয়েটার অধিবাসী। বয়স ২৬ বৎসর। ১৯২৮ সাল হইতে এঁর ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়। কোয়েটা মোস্‌লেম ক্লাবের হইয়া ইনি ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় খেলেন এবং বহু [illegible] প্রতিযোগিতায় খেলিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯৩৬ সাল হইতে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতেছেন। এঁর সমতুল্য লেফ্‌ট ব্যাক অল্পই দেখা যায়।

শফী খাঁ।—ইনি বারাকপুরের অধিবাসী। ১৯২৮ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিং দলে যোগ দেন। রাইট-হাফ ও ব্যাকে ইনি খুব ভাল খেলেন। মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের সকল প্রতিযোগিতায়ই ইনি খেলিয়াছেন। এবার বরাবরই শফী ব্যাকে খেলিয়াছেন এবং প্রত্যেক খেলার দিনই স্বীয় কৃতিত্ব গুণে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মাসুম (সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম) :—ইনি বাঙ্গালোরের অধিবাসী, বর্ত্তমান বয়স ছাব্বিশ বৎসর। ১৯৩৪ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে ইনি রেঙ্গুন ও কলম্বোয় মোহামেডান টীমের হইয়া খেলেন; লেফট হাফে এঁর সমতুল্য একটী খেলোয়াড়ও কলিকাতায় নাই। মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের উপর্য্যুপরি বিজয়-অভিযানের ইনি অন্যতম বীর সেনানী।

বাচ্চি খাঁ। (গোলাম নবী)—ইনি পেশোয়ারের অধিবাসী—বয়স ২৬ বৎসর। আগে পেশোয়ারের আফগান টীমে খেলিতেন। ১৯৩১সালে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে আফগান টীমের হইয়া কলিকাতায় আই-এফ-এ'তে খেলিয়াছেন। সেই বৎসর আফগান-রাষ্ট্রের ফুটবল টীমের বিরুদ্ধে ইনি খেলেন। এবারকার মউসুমে ইনি সাধারণতঃ হাফ-ব্যাকে খেলিলেও, মধ্যে মধ্যে ফরওয়ার্ড লাইনেও নিজের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সলিম।—ইনি কলিকাতার অধিবাসী। মোহামেডান টীমেই ইঁহার খেলোয়াড়-জীবনের সূত্রপাত। মাঝখানে কিছুদিন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ইষ্ট-বেঙ্গলে খেলিয়াছেন। তারপর ১৯২৫সালে মোহামেডান দলে যোগদান করিয়াছেন। ইনি ফরওয়ার্ডের যে কোন পজিশনে খেলিতে পারেন। ইঁহার সেণ্টার ও শট মারাত্মক। গত বৎসর স্কটল্যাণ্ডেও গিয়া সেখানে "নম্বরদ ভারতীয় খেলোয়াড়" হিসাবে ইনি ইউরোপীয়দের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শামশের খাঁ।—ইনি এ-বৎসর মোহামেডান স্পোর্টিংএ যোগদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি হায়দরাবাদ পুলিশ টীমে লেফট-ইনে খেলিতেন। বয়সে ইনি তরুণ, ভাল খেলোয়াড়ের যে প্রতিভা থাকা দরকার, শামশেরের মধ্যে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় আসার পর হইতে এঁর খেলায় উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। মোহামেডান স্পোর্টিংএ ইনি সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলিতেছেন।

রশীদ (হাফেজ আহমদ রশীদ)।—আজমীরের নিকট নাসিরাবাদে এঁর বাসস্থান,—বয়স ২৬ বৎসর। ১৯৩০ সাল হইতে ইনি রীতিমত খেলা আরম্ভ করেন। ১৯৩৩ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংএ যোগ দেন। এঁর অক্লান্ত সাধনাবলে মোহামেডান দল দ্বিতীয় ডিভিশন হইতে প্রথম ডিভিশনে উঠিয়াই সেই বৎসর লীগ জয় করেন এবং তারপর পর-পর আরো তিন বৎসর লীগ জয় করিয়া খেলার জগতে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। গত বৎসর খেলায় আহত হওয়ার পর দীর্ঘ-প্রায় বৎসরাধিক কাল পর সেদিন ক্যালকাটার বিরুদ্ধে সর্ব্ব-প্রথমে ইনি খেলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অত্যার্শ্চর্য সন্ধানী বীর খেলোয়াড় সম্পর্কে একথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, রশীদ ভারতের শ্রেষ্ঠতম সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

তসলীম উদ্দীন।—গোল্‌কিপার তস্‌লীম উদ্দীনের উত্তরবঙ্গে বেশ নাম। তাঁর খেলার ষ্টাইল দেখিয়া মনে হয় এক দিন শিরাজী, কালু খাঁ ও ওসমানের স্থান তিনিই অধিকার করিবেন। ওসমান অসুস্থ থাকায় এবার লীগের শেষ কয়টি খেলায় ইনি খেলিয়াছেন।

ছোট রশীদ (রশীদ আহমদ)।—বয়সে 'খোকা' হইলেও রশীদ আহমদ খেলায় সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছেন। শীল্ড ফাইনালের শেষ খেলায় গত বৎসর ইনিই ক্যালকাটার বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি করেন। ইনি কো-অপারেটিভ বিভাগের রেজিষ্ট্রার খান বাহাদুর এর্শাদ আলী সাহেবের পুত্র। এবার ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়াছেন। এবারকার মউসুমে কতিপয় খেলায় ইনি [illegible] ক্লাবের ভাইস-ক্যাপ্টেন পদে ইনি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রহমৎ।—বাঙ্গালোরের অধিবাসী। ভারতের ফুটবল ক্রী[illegible] ইহার স্থান [illegible] উচ্চে। লেফ্‌ট-ইনে ইনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ইহার খেলার ধরন অতি সুন্দর। ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংএ থাকিয়া ১৯৩৪ ও ৩৫ সনে লীগ ও দ্বারভাঙ্গা শীল্ড জয় করেন এবং এবার পুনরায় এই টীমে যোগ দিয়াছেন। রেঙ্গুন, সিলন প্রভৃতি স্থানেও তিনি মোহামেডান দলের হইয়া খেলেন। বোম্বাইয়ের রোভার্স ও সিমলার ডুরাণ্ড কাপেও তিনি বহুবার খেলিয়াছেন। কলিকাতায় যতবার তিনি খেলিয়াছেন, প্রত্যেক বারেই আন্তর্জ্জাতিক খেলায় স্থান পাইয়াছেন।

সিরাজুদ্দীন।—বাঙ্গলার ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে ইনি অন্যতম। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সরাইল গ্রামে এর জন্ম হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলিতে আরম্ভ করেন এবং এই বৎসরই কুচবিহার কাপের ফাইনালে খেলেন। ১৯৩১ সালে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের ব্যাকে খেলিতে আরম্ভ করেন। এই টীমের হইয়া তিনি রেঙ্গুন ও কলম্বোয় খেলিতে যান। ধীর-স্থির ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া খেলাই এঁর বিশেষত্ব।

নসিম (খোন্দকার নসীম উদ্দীন)।—কুমিল্লার এই যুবক খেলোয়াড় অল্প দিনের মধ্যে ফুটবল জগতে একটা স্থায়ী আসন যোগাড় করিয়া লইয়াছেন। ১৯২৮ সালে ভবানীপুর ক্লাবের হইয়া ইনি বোম্বাই রোভার্স কাপ খেলিতে যান। ১৯৩১—৩৪ পর্য্যন্ত ইনি স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলেন। আই-এফ-এ'র তরফ হইতে ইনি ১৯৩৩ সালে সিলোন এবং ১৯৩৪ সালে উত্তর-ভারতের নানাস্থানে খেলিতে যান। এই বৎসরই দক্ষিণ আফ্রিকায় আই-এফ-এ'র হইয়া খেলিতে যান। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সাত্তার, আমীর, হবিব, কুদ্দুস, সামীম, হুদা প্রমুখ খেলোয়াড়গণ এবারকার মউসুমে মধ্যে মধ্যে খেলিয়াছেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে শুধু এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এঁদের ভবিষ্যৎ প্রকৃতই উজ্জ্বল।

অনেক মান-অভিমানের পর সরকারের নিকট কংগ্রেসীদের আত্ম-সমর্পণ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ অনুমোদন

ভারত-সচিব ও বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণার ফল

ওয়ার্ধাগঞ্জ, ২রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, তিন দিন আলোচনার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সমর্থন করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কমিটি লর্ড লেদিথগো ও বড়লাটের ঘোষণা অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, তাঁহাদের ঘোষণায় তাঁহারা কংগ্রেসের দাবী রক্ষার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও কংগ্রেসের দাবী পূরণ হইতে অনেক বাকী! যাহা হউক, কমিটির অভিমত এই যে, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে গভর্ণরগণের পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করা সহজ হইবে না।

উপরন্তু কমিটি কংগ্রেসসেবীকে, বিশেষতঃ আইন-সভার কংগ্রেসী সদস্যগণের অভাবও বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে সমস্ত স্থানে কংগ্রেসী দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আহূত হইবেন, তথায় তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু কমিটি ইহা স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিতেছেন যে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও উহা কাজে লাগানো প্রয়োজন; এবং একদিকে নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার এবং অন্যদিকে গঠনমূলক কার্য্য-তালিকা অনুসরণের কংগ্রেসী-নীতি সর্ব্বতোভাবে পরিদর্শনের জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রিত্বের সদ্ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ওয়ার্কিং কমিটি যত শীঘ্র এগ্রিমেন্ট অধিবেশনের পর লর্ড লেদিথগো, লর্ড ট্যানসী ও বড়লাট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এতৎসম্পর্কে যে সকল ঘোষণা দান করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষ সতর্কতার সহিত ঐ সকল ঘোষণা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এই অভিমত পোষণ করিতেছেন যে, তাঁহাদের ঘোষণায় তাঁহারা কংগ্রেসের দাবী রক্ষার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের ওয়ার্কিং কমিটির ২৩শে এপ্রিলের অধিবেশনের প্রস্তাবে কৃত ব্যাখ্যানুযায়ী কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছে, উহাতে তাহা পূরিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল ঘোষণা-বাণীর কোন কোনটিতে যে মনোভাবীয়ের নীতি নিহিত হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা অনুমোদনে অসমর্থ। ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতবাসীদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, উহার যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গেলে উহাকে শোষণকারী ও শোষিতের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, কাজেই ~~কতৃত্বপূর্ণ~~ একটি বিষয়কেই তাঁহারা ~~নিত্য~~ এড়িয়ে দেখিবেন। যাহা হউক, কমিটির অভিমত এই যে, ঘটনাচক্রের বিবর্ত্তনে এবং পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে যে অবস্থার আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে, তাহাতে এরূপ বিধান করা যাইতে পারে যে, গভর্ণরের পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতানুসৃত ব্যবহার সহসাধ্য হইবে না। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রেসিডেন্সি বিভিন্ন আইন-সভার কংগ্রেসী সদস্যদের এবং সাধারণসভার কংগ্রেসীদের অভিমত সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছেন। ওর পরে কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য কংগ্রেসীদিগকে কোথাও অনুরোধ করা হইলে, কংগ্রেসীগণ তথায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু কমিটি ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিতেছেন যে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য এবং একদিকে নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালনা, অন্যদিকে গঠনমূলক কার্য্য-তালিকা অনুসরণের কংগ্রেসী-নীতি সর্ব্বতোভাবে পরিদর্শনের জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রিত্বের সদ্ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সমর্থন আছে এবং এই প্রস্তাব কংগ্রেসের এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দিষ্ট সাধারণ নীতির পরিপোষক। এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি যদি নিখিল-ভারত বাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দ্দেশ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন, তাহা হইলে ভালই হইত, কিন্তু কমিটির অভিমত এই যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মন্ত্রিত্বগ্রহণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করিলে, তাহা বেশের স্বার্থবিরোধী হইবে এবং যে সময়ে কিপ্র ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, সেই সময় জন-সাধারণের মনে একটা বিভ্রমের সৃষ্টি করিবে।

মধ্য-প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডল

নাগপুর, ১৭ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, মধ্য-প্রদেশ, বাবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা ডাক্তার এন, বি খারে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা মন্ত্রী-মণ্ডল গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :—

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী গত জুলাই ওয়ার্ধায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ই রাঘবেন্দ্র রাও ১৫ই জুলাই তাঁহার এবং মন্ত্রী-মণ্ডলের পক্ষ হইতে গভর্ণরের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তাহার পর গভর্ণর পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ডাক্তার খারেকে মন্ত্রী-মণ্ডল গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ডাক্তার খারে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি ৭ জনকে লইয়া মন্ত্রী-মণ্ডল গঠন করিতে চাহেন। এই ৭ জনের মধ্যে ১ জনকে পরে বাড়াইয়া করিয়া সংখ্যা হইবে। মন্ত্রীদের নাম নিম্নে প্রকাশ হইল :—

ডাক্তার খারে, পতিত রবিশঙ্কর শুক্ল, মিঃ দুর্গাশঙ্কর দেশী, মিঃ পি বি দেশাই ও মিঃ আর এম বেলসুরে এবং ১জন মুসলমান।

গভর্ণর এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং মন্ত্রী-মণ্ডল শীঘ্রই শপথ গ্রহণ করিবেন। গভর্ণর বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। উহাও ১৯ই জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে।

মাদ্রাজে গভর্ণরের নিমন্ত্রণ

মাদ্রাজ, ১৭ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, উহবাযও হইতে মাদ্রাজের গভর্ণর মিঃ রাজাগোপালাচারিকে আগামী ১৯ই জুলাই মধ্যাহ্নে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহা-সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র দিয়াছেন।

যুক্ত-প্রদেশে মন্ত্রী-মণ্ডলীর পদত্যাগ

লক্ষ্ণৌ, ১৭ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, ১৯৩৫ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় সংযুক্ত মন্ত্রী-মণ্ডল সরকারীভাবে গভর্ণর বাহাদুর সকাশে পদত্যাগ-পত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণরের সভাপতিত্বে মন্ত্রী-সভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই এই সিদ্ধান্ত হয়। যুক্ত-প্রদেশ নিখিল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সহ গভর্ণরের দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত, অস্থায়ী মন্ত্রী-মণ্ডলের পদত্যাগের সংবাদ ঘোষিত হইবে না। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, মিঃ পন্থ যে মন্ত্রী সভার পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে মোট ৮ জন সদস্য থাকিবেন এবং সম্ভবতঃ ৩ জন মুসলমান ও একজন মহিলা স্থান লাভ করিবেন।

বিহারে মন্ত্রী-মণ্ডলের পদত্যাগ

রাঁচি, ১৭ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ইউঙ্গন তাহার নিজের ও তাঁহার সহকর্ম্মী অপর মন্ত্রীগণের পদত্যাগ-পত্র গভর্ণরের নিকট সরকারীভাবে দাখিল করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কংগ্রেসদল যে তারিখ হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিবেন এবং গভর্ণরের যে দিন হইতে সুবিধা হইবে, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র কার্য্যকরী হইবে।

অপর মন্ত্রী-মণ্ডলের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইবে না বলিয়া গভর্ণর বাহাদুরের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রীকে জানান হইয়াছে। কংগ্রেস দলের নেতা মিঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংকে গভর্ণর এই 'ভার' সাঠাইয়াছেন। উক্ত ভার তাঁহাকে বিহার পরিষদের মন্ত্রী-মণ্ডল গঠনে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই গত ২রা জুলাই তারিখে মিঃ ইউঙ্গন স্বীয় পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

যোধাই ও উড়িষ্যা প্রদেশের মন্ত্রী-মণ্ডল এখনও পদত্যাগ করেন নাই এবং নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা গঠনেরও কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

ছত্রীর নবাবের পদত্যাগ পত্র

(পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদ)

লক্ষ্ণৌ, ২রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, ছত্রীর নবাব সংবাদপত্রে এই বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"২রা জুলাইয়ের কোনও কোনও ইংরাজী দৈনিক পত্রে দেখিলাম, আমি গবর্ণরের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছি। কোনও কোনও সংবাদপত্রে দেখা গেল, ২রা জুলাই নৈনীতাল হইতে ঐ সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। আমি এই সংবাদের প্রতিবাদ করিতেছি।

"আমার বিশ্বের প্রতি এবং যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্য মন্ত্রীর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস করিবার জন্য আমি পুনশ্চ ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পদত্যাগের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি গবর্ণরের নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন রাজপুরুষ যে সকল উক্তি করিয়াছেন, এবং মিঃ গান্ধী যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তৎপ্রতি গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঐ পত্রে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, এখন যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে চায়, তবে তিনি যেন তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে, আমি এবং আমার সহকর্ম্মিগণ তাঁহাদের জন্য স্থান করিয়া দিয়া সরিয়া যাইতে প্রস্তুত। পদত্যাগের কথা আমি আদৌ লিখি নাই।

"এই স্থলে উল্লেখযোগ্য, আমার উক্ত পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি লিখি নাই।"

সম্রাটের নিকট আম প্রেরণ

বেনারসের মহারাজার পার্শেল

বেনারস, ২রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, বেনারসের মহারাজা বিমান ডাকে মহারাজ সম্রাটের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট 'লাংড়া' আম পাঠাইয়াছেন। পার্শেলটির ওজন হইয়াছে আধমণ এবং মাশুল লাগিয়াছে ১৩৯৲ টাকা।

বহুমূত্র রোগে, অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া, অত্যন্ত পিপাসা পাওয়া, প্রস্রাবের সহিত চিনি যাওয়া, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গ হাফিজ এম, এম, জামানের **'লাফে জিয়াবিতিস'** খাইলে মত আরোগ্য করিতেছে। মূল্য ৯৲ টাকা। ৯২ মেছুয়া ষ্ট্রীট, পোষ্টবক্স ৮২০৪, কলিকাতা

পেটেন্ট নহে। আয়ু-বৃদ্ধিকর—সত্বরবশতে পুনঃ প্রচলিত।
(গভর্ণমেণ্ট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত)

মৃতসঞ্জীবনী সুরা—২৷৷০ বোতল

অগ্নি, অজীর্ণ ও সূতিকারোগে নাশক, বাত নাশক, পুষ্টিকারক, সকল প্রকার রোগান্তে দুর্ব্বলতা-নাশক আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহৌষধ।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশস্থ শক্তি-ঔষধালয়ে সকল ব্রাঞ্চেই পাওয়া যায়।

চ্যবনপ্রাশ ৩ সের অধ্যক্ষ মথুর বাবুর মকরধ্বজ ৪ তোলা

শক্তি-ঔষধালয়-ঢাকা

প্রোপ্রাইটারগণ—শ্রীমধুরামোহন, লালমোহন, ক্ষীরোদমোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—

শ্রীমধুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি-এ

হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিশিয়ান। ঢাকা, বেঙ্গল।

বোধাই শাখা—৪১১ নং কলবা রোড কোট।

এই-ক্লিনাথ চাট্টা-পাধ্যায় ও ঢাকা-বড়ি পাইবেন।

সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা-প্রণালী সম্বলিত ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন

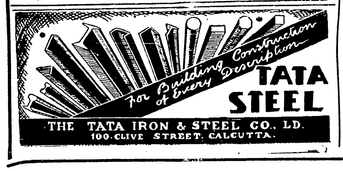

আরবের দুলাল

মৌ: আবদুল ওহাব সিদ্দিকী প্রণীত

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উপযোগী কোমল ভাষায় মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবন-কথা। ভাষা যেমন তদুত্তরে—ছাপা ও বাঁধাই তেমনি ঝকঝকে। আপনার ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিন। তারা ভারী আনন্দ পাবে। মূল্য ।৵০ আনা।

হানাকী বুক এজেন্সী, ৪২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যাবতীয় সওদা

অতি সুলভ মূল্যে একস্থানে বসিয়া খরিদ করিতে চাহিলে আপনি—

ওয়াছেল মোল্লা এণ্ড কোংর দোকানে

অনুগ্রহ পূর্ব্বক পদার্পন করিবেন!

নানাপ্রকার অতি মনোরম বেনারসী ও ঢাকাই শাড়ী, আধুনিক ফিসাইনের বহুরকম ধুতী ও পাঞ্জাবী পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট শয্যা দ্রব্য, সাবান এসেন্স প্রভৃতি যাবতীয় প্রসাধন-সামগ্রী, হরেক ফ্যাসানের স্যুটকেস, পাছুকা, মোজা, রুমাল, ছোরাসে ও গৃহ-সজ্জার সকল প্রকার জিনিষ।

প্রিয়জনের উপহার দিবার উপযোগী নানান রকম মূল্যবান ও সৌখীন দ্রব্য।

ওয়াছেল মোল্লা এণ্ড কোং

(প্রোঃ খান সাহেব মৌলবী ওয়াছেল মোল্লা)

৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—৪০৭২ কাল।

ফুটবল ফুটবল ফুটবল

প্রত্যেক বলের সঙ্গে ব্লাডার দেওয়া হয়।

	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং
অল ইণ্ডিয়া রেক্সিং	১৷৷০	৮৷৷০	×	×	×
পীক্‌-টেনার	২৲	৭৷৷০	৪৷৷০	×	×
পীক্‌-টেনার	৭৷৷০	৯৷৷০	৪৷৷০	×	×
চ্যালেঞ্জ	৯৲	৫৲	৬৲	×	×
প্রাকটিস্	৪৷৷০	৪৷৷০	৩৷৷০	২৲	১৷৷০
ঐ ডিপ	৪৷৷০	৩৷৷০	২৷৷০	১৷৷০	১৷৷০
স্পেশ্ব ব্লাডার	১৷৷০	১৷৷০	১৲	৷৷০	৷৷০
শ্লাপ্স	৬৷৷০, ১৷৷০ ও ২৷৷০				

নি ক্যাপ ও অ্যাকলেট ১৷৷০, ২৲ ও ২৷৷০

অন্যান্য খেলার সরঞ্জামের ক্যাটলগের জন্য লিখুন

মোস এণ্ড কোম্পানী

৯ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

(৭০নং আমহার্ষ্ট রোড) কলিকাতা

ঐরাবতীর নাম করিয়া অর্ডার দিলে টাকায় ৵০ দুই আনা কমিশন ওতিন টাকার উর্দ্ধে মাল লইলে ডাকমাশুল ফ্রি দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গ্রাহককে ক্যালেণ্ডার ও একটি করিয়া কলম বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

ক্রেড মার্কা রক্ষিত

কৃমি ভৈরব

বাটিকা

সর্ব্ব প্রকার কৃমির অব্যর্থ মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ বোতলে পরীক্ষিত, অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ ও নির্দ্দোষ-প্রমাণিত। মূল্য—প্রতি বুরিয়া ।৵০ ছয় পয়সা, ডজন ৸০ স্থলে ৷৷০, গ্রোস ৯০ স্থলে ৪৲ টাকা, ও তদুর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে লইলে ডাক খরচা লাগে না।

ঠিকানা—মোজাফফর এণ্ড কোং, পোঃ হাতিরদিঘি—ঢাকা।

Regd. No. C-1344.

সত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.
Office :—47 Ripon Street, Calcutta.

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।
প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা।

৪র্থ বর্ষ] ৩রা রবিউল আউয়াল—১৩৪৭ হিঃ | সোমবার—৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৫, | ইংরেজী ২০শে আগষ্ট—১৯২৮ | [৫ম সংখ্যা

ডাঃ গেভিন সাহেবের বিখ্যাত সেই…
সালসার শ্রেষ্ঠ
জ্যানজিন
খোস, পাঁচড়া, বাতরক্ত, বাগি ও শরমি ঘা, গায়ে চাকা চাকা দাগ প্রভৃতি দূষিত রক্ত সম্বন্ধীয় সকল প্রকার রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। সকলেই জানেন সালসায় রোগ চাপা থাকে, কিন্তু জ্যানজিনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ৩ শিশি ২৷৹ টাকা, ডজন ১০৲ টাকা, মাঃ পৃথক।
প্রাপ্তিস্থান :—জারমলীন লিমিটেড,
হেড আফিস :—৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ গেভিন সাহেবের বিখ্যাত সেই—
সর্ব্ববিধ-জ্বরের-ধন্বন্তরী
জারমলীন
এক দিনে জ্বর ছাড়ে। জ্বরের সর্ব্বপথ্যের বিচার নাই। যে কোন প্রকারের জ্বর, তিন মাত্রা সেবনান্তে, স্নান করুন, অন্ন খান [illegible]। রোগীর কোন অপকার হইবে না জারমলীনে গুণের গর্ব্ব হইবে না অথচ জ্বর ছাড়িবে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ ডজন ৫৲ টাকা, গ্রোস ৫০৲ টাকা, পাইকারী দর আরও সুলভ। টাকায় টাকা লাভ হয়।
"জারমলীন" সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, অথবা—জারমলীন লিমিটেড,
হেড আফিস :—৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুণের পরীক্ষা
দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত
অমৃতকুণ্ড সালসা
সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিবেন।
দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

"স্বর্ণঘটীত অমৃতকুণ্ড সালসা" সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে। পারদ ও উপদংশ বিষ, বাত, রক্তদুষ্টি, খোষপাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।
মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ।৹, তিন শিশি ২॥৹ টাকা, মাঃ ৸৵৹ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং দাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

তিন বড়ীতে জ্বর পালায়
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
নূতন বড়ী
জ্বরে-বিজ্বরে সেবন হয় — পথ্যের কোন বিচার নাই
দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার যম!
এই বড়ী সেবনে কৃষক হাল চাষ করুক, কেরাণী অফিসে কর্ম্ম করুক, কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। হাতে হাতে ফল, বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার; জ্বর আরাম হইলে আর ঘুরিয়া আসে না। মূল্য সুলভ, প্রতি কৌটা ৷৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা, ৩ কৌটা ২৲ টাকা।
ডাঃ এস, আহমদ এণ্ড কোং, দি মোসলেম মেডিক্যাল হল।
শাসবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী
কবিরাজ—এস, এম, ইব্রাহিম আহম্মদ।
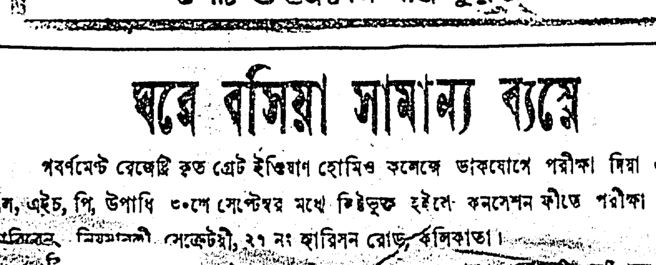
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ও ব্যবস্থাপত্র এবং সর্ব্বরোগের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরিত হয়। ম্যানেজার—নিজামুদ্দীন আহম্মদ বি, এ, পোষ্ট ও জেলা দিনাজপুর।

ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে
গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী কৃত গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোমিও কলেজে ডাকযোগে পরীক্ষা দিয়া এম-বি, এল, এইচ, পি, উপাধি ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে শিক্ষিত হইলে কনসেশন ফীতে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। বিবরণের জন্য সেক্রেটারী, ২৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। [illegible]

করিম বখশ ব্রাদার্সের
পাবলিশিং এবং বুকসেলিং বিভাগ
প্রাপ্তিস্থান :—২৮ নং [illegible] রোড, কলিকাতা।
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পুস্তক আমাদের নিকট পাইবেন।
রিক্তের বেদন—১॥৹, পূবের হাওয়া—১।৹, ছেলেদের শাহনামা—১।৹, হজরত বড় পীর ।৶৹, রাজমুকুট ২৲, আরব জাতির ইতিহাস—১ম খণ্ড ১॥৹, তৃতীয় খণ্ড ১।৹, রক্তরাগ—১৲, হজরত শাহ জালাল—১।৹, শুদ্ধিবিপ্লব—৵৹।

গবর্ণমেণ্ট হইতে — রেজিষ্টারী কৃত।
শক্তিসার
ধাতুদৌর্ব্বল্য শুক্রতারল্য ও রতিশক্তি হীনতার মহৌষধ। শক্তিসার সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি শুক্রগত পীড়া, পুরুষত্বহানী ও স্বপ্নদোষ প্রভৃতি সত্বর নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। যে সকল যুবক অপরিণাম দর্শিতার ফলে অকালে ইন্দ্রিয়শক্তি হারাইয়া সংসারের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশ মনে কাল যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের হতাশ প্রাণে আশা দান করিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। Nervous devility বশতঃ যে সকল যুবক ও ছাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবসাদ মনে করেন ও স্বপ্নে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শনে চীৎকার করিতে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে শক্তিসার চমৎকার ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা তরল শুক্রকে গাঢ় করে এবং নিস্তেজ শরীরকে বলিষ্ঠ করিয়া স্ত্রী-সহবাসে সক্ষম করায়। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাঃ ।৵৹ আনা ৩ কৌটা ২৷৹ টাকা মাঃ ।৵৹ সাত আনা। দ্রষ্টব্য—যাঁহাদের লিঙ্গের উত্থানশক্তি একেবারে নাই পত্র লিখিবার সময় তাঁহারা তাহা উল্লেখ করিবেন।
হাকিম মোহাম্মদ জহির উদ্দিন আহমদ
গোলজার ফার্ম্মেসী—কাসী শঙ্করপুর, পোঃ কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রী কৃত
ইলেক্ট্রো ফিভারিণ
কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বর তিন মাত্রা সেবনেই তড়িৎ শক্তির ন্যায় ত্যাগ হয়। সপ্তাহে প্লীহা ও যকৃৎ বিলীন হয়। জ্বরান্তে টনিকের কাজ করে, জ্বরে, বিজ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য প্রতি শিশি ।৵৹ আনা, পাইকারী দর ডজন ৩৸৹ আনা, টাকায় টাকা লাভ, ত্বরায় পত্র লিখুন।

হেন্নার ডাইন্না চুলের কলপ।
এই কলপ পাকা চুলে দাড়ি ও গোঁফে লাগাইবা মাত্র তাড়িৎ শক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। একবার লাগাইলে অনেকদিন যাবত কেশ কাল, নরম ও [illegible] থাকে। ইহার ব্যবহার প্রণালী অতি সহজ, পাঁচ মিনিটে যৌবন লাভ। আমাদের চুলের কলপ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, প্রতিসেট ৸৹ আনা মাত্র ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। [illegible] এণ্ড কোং
১২০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বাংলার খ্যাতনামা আলেম ও মোহাদ্দেছ ফখরুল-মোহাদ্দেছীন জনাব মওলানা
মোহাম্মদ মোয়েজুদ্দিন হামিদী ছাহেব প্রণীত
জাতীয় গ্রন্থমালা
১। বঙ্গানুবাদ খোৎবাহ :—বাংলা ভাষার সাহায্যে খোৎবার মর্ম্ম বুঝিবার সুন্দর কেতাব। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে যেমন খোৎবার মহান্ ও ভাবপূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দলাভ করিবেন সঙ্গে সঙ্গে লোকদিগকে সদুপদেশ দান করিতে পারিবেন। মূল্য ।৵৹ আনা।
২। স্বাস্থ্য-সুহৃদ বা তাবিজের কেতাব, প্রথম ভাগ :—কোর-আন, হাদিছ ও বোজর্গানদিগের কেতাব সমূহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া ইহাতে হায়জা, বসন্ত ও সর্পদংশনের তদবীর, মোকদ্দমায় জয়ী হওয়ার তদবীর, পরীক্ষায় পাশ করিবার তদবীর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি হওয়ার তদবীর প্রভৃতি ১৬৬ প্রকার পরীক্ষিত তদবীর সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। খোদার কালামের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করুন, মূল্য ।৵৹ আনা, ডি, পি,তে ॥৵৹ আনা।
৩। ঐ দ্বিতীয় ভাগ :—ইহাতেও প্রায় দেড় শত রোগের পরীক্ষিত তদবীর লিখিত আছে, মূল্য ।৵৹ আনা, ডি, পিতে ॥৵৹ আনা। দুই খণ্ড এক সঙ্গে ডি, পিতে লইলে ১৲ টাকায় পাইবেন।
৪। আনওয়ারোল-মাছায়েল :—নামাজ ও মছলা শিক্ষা করিবার চূড়ান্ত পুস্তক। ৮৬ খানি প্রামাণ্য কেতাব অবলম্বনে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় মাছায়েল ভরপুর। মূল্য ১ম খণ্ড ৸৹ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ॥৹ আনা, তৃতীয় খণ্ড ।৹ আনা।
কাজের কথা! দেশের এহেন ঘোর দুর্দ্দিনে অন্ন-সমস্যার সমাধান, বেকার-সমস্যার উপায়—ধনবান হইবার বহু সহজ-সাধ্য পন্থা ইহাতে লিখিত হইয়াছে, মূল্য ।৹ আনা।
ধূমপানের অপকারিতা! (৩য় সংস্করণ) নামেই পরিচয়, মূল্য ৵৹।
সমাজ-উন্নতি—পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, মূল্য /১০ দেড় আনা।
পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—
হামিদিয়া লাইব্রেরী,
সাং হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

বিনামূল্যে বিরাট উপহার

আমাদের ১৪ কৌটা গোলাপ গন্ধ তাম্বুলবিহার [illegible] একটী ৩৬ ঘণ্টা সময় রক্ষক ৫ বৎসর গ্যারান্টি সহ রেলওয়ে রেগুলেটার ওয়াচ ঘড়ি পাইবেন। এই ঘড়ির কল কব্জাদি খুব মজবুত দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহারে খারাপ হয় না। আবার কিরূপ উপহার দেখুন :—অটোমেটিক সেট ১টি সোনা গিল্ট করা ইনফেণ্ট ঘড়ি একটী, গেঞ্জি এক খানি, ফাউণ্টেন পেন ১টি, ডুপার ১টী, ক্লিপ ১টী, নিব ১ ডজন, উজ্জ্বল কালীর ট্যাবলেট ১৪৪টী, জলছবি ১ ডজন, [illegible] ১ প্যাকেট, পরিমল নস্য ১ কৌটা, পেন হোল্ডার ১টী, উডপেন্সিল ১টী, [illegible], সূতা এক বাণ্ডিল, বোতাম ১২টী, অষ্টধাতুর আংটী ১খ, [illegible], মাকড়ী ১ জোড়া, নথ ১টি, কাঁটা ৬টী, কলগ্রাম বা রেকর্ড সঙ্গীত বই ১ খানি, এই উপহার সহ মূল্য ৩।৹ টাকা, মাঃ ।৹ আনা। অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ।
ইণ্ডিয়ান ওয়াচ ষ্টোরস্
১৫ নং জগমিত্র ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

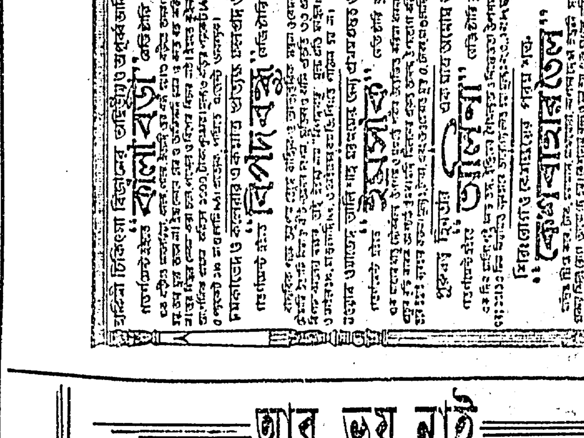

—আর ভয় নাই—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষিত কোন এক প্রবীণ ও প্রধান চিকিৎসকের বহু গবেষণার ফলে—
ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের
অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার
দেবেন্দ্র রস
অল্প দিনেই অশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। দেবেন্দ্র রস মামুলী কুইনাইন মিক্‌শ্চার নহে। ইহা জ্বরাদির বীজাণুনাশক ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। দুগ্ধপোষ্য শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, এমন কি গর্ভবতী জননীরাও পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতে সেবন করিতে পারেন, সহস্র সহস্র রোগী দেবেন্দ্র রস সেবন করিয়া নিরাময় হইয়াছে।
মূল্য মাত্র ॥৹ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
সকল দোকানেই পাওয়া যায়।
ক্লাইভ মেডিকেল হল
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস ড্রগিষ্টস এণ্ড পারফিউমার্স।
হেড অফিস—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন—৭১৫, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—মেবেনরস।

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং
বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।
৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
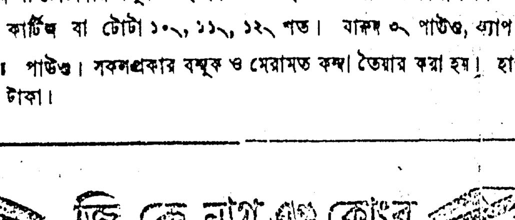
এক নলি ক্যাপদার দেশী বন্দুক ৩৫৲। বিলাতী ৭৫৲, ২ নলি ঐ ৫০৲, বিলাতী ৮০৲, এক নলি কার্টিজ বা টোটাদার বন্দুক ৫৫৲ হইতে ১০০৲। ২ নলি ঐ বেলজিয়াম ৭০৲, বিলাতী ১০০৲। ১২ নং কার্টিজ বা টোটা ১০৲, ১১৲, ১২৲ শত। বারুদ ৩৲ পাউণ্ড, ক্যাপ ৸৵৹ শত, ছররা (ছিটা) । পাউণ্ড। সকলপ্রকার বন্দুক ও মেরামত কর্ম্ম তৈয়ার করা হয়। হাওয়ার বন্দুক ৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

জি, কে, নাগ এণ্ড কোং'র [illegible]
২৯৭।২নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
আমেরিকান বিশুদ্ধ ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৹, /১০ পয়সা মাত্র।
কলেরা বাক্স, পুস্তক, ক্যাম্পার, ফোটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬৪, ৯০ শিশি ২৲, ৩৲, ৩॥৹, ৫।৹, ৬৸৹ আনা। গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ফোটা ফেলা যন্ত্রসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪—২৲, ৩৲, ৩।৹, ৫।৹, ৬৸৹, ৯৲, ১১।৹ টাকা। ঔষধের অকৃত্রিমতা ও তৎপরতার এই ঔষধালয় সর্ব্বত্র প্রশংসিত।
গৃহ-চিকিৎসা—৩০০ পৃষ্ঠার উপর বিলাতীর ন্যায় বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, মাঃ ৵৹। বৃহৎ কলেরা চিকিৎসা—উৎকৃষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, ঐ সংক্ষিপ্ত মূল্য ।৵৹ আনা, মাশুল ।৹ আনা।
অশ্বগন্ধান—দারুণ পরিশ্রমের পর ১ মাত্রা সেবনে অবসন্ন প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইবেন। মূল্য ১৲।
এণ্টিগণোরিণ—সর্ব্বপ্রকার মেহনাশক মহৌষধ। ১২ ঘণ্টায় জ্বালা-যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়, মূল্য ১৲।
এজমা-ড্রপ—হাঁপানীর উৎকৃষ্ট মহৌষধ, ২।৩ মাত্রা সেবনে হাঁপের দারুণ কষ্ট উপশম হইবে। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।
সারাভাইটো—স্বর্ণঘটিত পারাদোষ নাশক, রক্ত পরিষ্কারক, উত্তেজক মহৌষধ, মূল্য ১৲, ইহাতে কোন পারাদির সংস্রব নাই, রোগী ও নিরোগী সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।
ইম্পিরিয়াল হেয়ার ডাই—ইহা ব্যবহারে পাকা চুল ঠিক কাঁচা চুলের ন্যায় পরিণত হইবে। কলপ লাগাইয়া চুল কাল হইয়াছে সহজে বুঝিতে পারিবেন না। মূল্য সরঞ্জামাদি সহ ১৲ টাকা।
নারভিগার—যৌবনের অভাবে যাঁহারা ভুগিয়া ভুগিয়া বিবাহিত জীবনকে অন্ধকার করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও উত্তেজক। মূল্য ১৲ টাকা।
লেডিস ফ্রিগার—ইহা বাধক বেদনা দূর করিয়া রজঃ সরল করে, প্রসবান্তে জরায়ুগত রোগ সকলকে নষ্ট করিয়া শরীরকে সবল লাবণ্যযুক্ত করে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।
ম্যালেরিণা—আমাদের এই ম্যালেরিণা সেবনে কুইনাইনের আটকান জ্বর, সবিরাম জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, যৌকালীন জ্বর প্রভৃতি একদিনে আরোগ্য হয়। মূল্য ।৹ আনা।
মাথাধরার মহৌষধ—যাঁহারা শিরোপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা এই ঔষধ ১ ফোটা মাত্র ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা।
ম্যাগনেটিক বাম—বাতের মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে তরুণ ও পুরাতন বাত ২।৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ২৲ টাকা।
এ্যালোপ্যাথিক বিভাগ—বিশুদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ, বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, ভিঃ পিঃতে সত্বর পাঠান হয়।

কুষ্ঠ
৯১ বিডন ষ্ট্রীট
সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, ফুটো, গলিত কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পারদ, প্রমেহ, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

উর্দ্দু তরজমা সহ
বঙ্গানুবাদ
কোরআন শরীফ
চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে
প্রথমে এক লাইন আরবী ও আরবীর নিম্নে উর্দ্দু তরজমা ও তাহার নিম্নে বাংলা তরজমা দেওয়া হইয়াছে এবং হাসিয়ায় দুর্ব্বোধ্য স্থানের বাংলা টীকা দেওয়া হইয়াছে।
মূল্য উত্তম গ্লেজ কাগজে বাঁধাই সহ বড় সাইজ ১০৲ দশ টাকা।
১নং মাঝারী সাইজ (উত্তম কাগজে) বাঁধাই সহ ৮৲ টাকা।
২নং মাঝারী সাইজ—সাধারণ কাগজে বাঁধাই সহ ৬৷৹ আনা।
বঙ্গানুবাদ আমপারা—।৹ আনা।
আলতাফী বুক এজেন্সী, ৩৩ নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের—
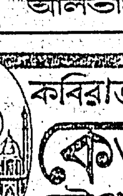
কেতকী কুসুম তৈল
সৌগন্ধে ও উপকারিতায়
কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।
যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে,
এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,
কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে, তাঁহারা একবার
আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল"
ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরাৎ ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৹ আনা, ৩ শিশি ২॥৹ মাঃ ৸৵৹ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন,
১নং দাঁর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা
চতুর্থ সার্টিফিকেট।
রংপুর জেলার অন্তর্গত ভবানীগঞ্জ হইতে ইসলাম ধর্ম্মের সম্রাট দেশমান্য আলেম জনাব মৌলবী মোহাম্মদ বদিউজ্জমান সাহেব লিখিয়াছেন,—"আমার ভ্রাতা তিন বৎসর যাবৎ কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ১৩৩৪ সালের ১৮ই পৌষ মাসে শালিখার কুষ্ঠাশ্রমের স্বত্বাধিকারী কবিরাজ শ্রী বিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিলাম। কুষ্ঠব্যাধি হইবার পূর্ব্বে প্রমেহ (গণোরিয়া) হইয়াছিল, বর্ত্তমানে বয়স চল্লিশ, শরীরে পিপীলিকা হাঁটিতেছে অনুভব হইত, শরীরে বিবিধ বর্ণের চাকা চাকা দাগ, বাম পায়ের অঙ্গুলি অসাড় হইয়া গিয়াছিল, নাসিকার ভিতর মামড়ি পড়িত, হস্তের অঙ্গুলি ফুলা ফুলা ছিল, গাত্রে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হইত, শরীর অস্থির করিত, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না, হাতে ঠোসা পড়িত। বর্ত্তমানে আমার ভ্রাতা সুস্থ অবস্থায় আছেন। খোদাতায়ালার নিকট আমার প্রার্থনা কবিরাজ মহাশয় উন্নতিলাভ করুন, ইতি—
বশম্বদ,—মোহাম্মদ বদিউজ্জমান, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রংপুর।
যাঁহারা মনে করেন ধবল বা শ্বেতি আরোগ্য হয় না, তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করনার্থে নমুনা দেওয়া হয়। এক প্যাকেট ঔষধে এক ইঞ্চি স্থানে উপকার দর্শে। ভিঃ পিঃ খরচ পাঁচ আনা।
শালিখা কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি
৩নং হরগঞ্জ রোড, শালিখা (হাওড়া)

দদ্রু ব্যক্তির প্রাণসখনীয়—চর্ম্মরোগের যম—'শ্রীগণেশ মার্কা'
নিমসার-তৈল
২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য—বিফলে মূল্য ফেরৎ।
খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, দাদ, হাজা, পাঁকুই গর্ম্মী-ঘা, পারা-ঘা, শোথ, নালী ও পচা-ঘা অণ্ডকোষের চুলকণা, চটাউঠা, নাকে ক্ষত ও দুর্গন্ধ, কানপাকা, আগচাটু, মস্তকের ঘা ও কাল দাগ, গলিত কুষ্ঠ, মরামাস ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্মব্যাধি ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হইবে। মূল্য—ছোট বোতল ।৹, মাঃ ।৵৹, তিন বোতল ১।৹, মাঃ ।৶৹ আনা। বড় বোতল ৸৵৹, মাঃ ।৵৹ আনা, ৩ বোতল ২।৹ টাকা, মাঃ ৸৵৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান :—
আনন্দ আর. সি. কবিরত্ন—৮০ নং (৪) রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

ডাক্তার ওয়ালিজের আবিষ্কৃত
ফিলজারম টনিক
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
লোকে ব্যবহার করে কেন?
যেহেতু ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজাণু নাশক, কম্পজ্বর, পালাজ্বর, যৌকালীন জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, আসামের কালাজ্বর, মেহঘটিত জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। রক্তাল্পতা এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যে ইহা বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্যকরী।
একবার ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
মূল্য—এক শিশি ৸৹ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—
কবির ব্রাদার্স
৭৬ নং আইস্ ফ্যাক্টরী লেন, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

ডাঃ এস, ডি, সাহেবের বহু প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী কৃত কতিপয় জগৎ বিখ্যাত ক্রিমির ঔষধ।
বিফলে ১০৲ টাকা দণ্ড দিব।
ক্রিমি কেশরী
একমাত্রা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি যথা ফিতার মত বড় ও চেপ্টা—কেঁচুর মত বড় সূতার মত সূক্ষ্ম ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিমি যথাসময়ে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। প্রতি পুরিয়া ।৹ চারি আনা ডজন ২৲ টাকা। ডাকমাশুল পৃথক, অধিক লইলে [illegible] ও এজেণ্টদিগকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।
ম্যানেজার—সমশুল ইসলাম ফার্ম্মেসী
খাগরা, পোঃ গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ।

সবজী ও ফলবৃক্ষ
আবাদে তখনই মনমত ফল পাওয়া যায় যখন বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে আসল কলম ও বীজ লইয়া বপন করা যায়। আমাদের বিশ্বস্ততার এই প্রমাণ দিতে পারি যে, গভর্ণমেণ্টের কৃষি কর্মচারীগণ সর্ব্বদা আমাদের বাগান ও কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ মত অনেক কৃষিক্ষেত্রের মালিকগণ আমাদের নিকট হইতে বীজ ক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের নিকট প্রতারণার কোন আশঙ্কা নাই। সুলভে সকল প্রকার কলম, চারা ও বীজের জন্য বিনামূল্যে নমুনা আমের জন্য আবেদন করুন।
এম, জে, কে, চৌধুরী
সত্বাধিকারী—খোলাবাড়িয়া কৃষিক্ষেত্র ও ফলবাগ,
নাটোর—রাজসাহী

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ
৫৩।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা
এখানে দুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এম, এল এবং তিন বৎসর এইচ, এম, বি উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন [illegible] টাকা। ইহার সকল ডিপ্লোমাদি [illegible] ঔষধ এবং [illegible]। বিশেষ বিবরণের জন্য—প্রিন্সিপাল ডাক্তার এম, খান ৫৩।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। [illegible] পরীক্ষা লওয়া হয়।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসিত
শান্তিরস সালসা
যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্তদুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্ট, দেহে বল [illegible]
দূষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত। সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয়।
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং।
হেড অফিস :— ৪০১৩ (গ) অপার চিৎপুর রোড | মূল্য ৭৸৹ কলিকাতা : | ব্রাঞ্চ অফিস :— ৩১২(গ) বর্দ্ধমান ষ্ট্রীট।

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য
সর্ব্বপ্রকার ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও শুক্র-তারল্য স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া দেহকে কর্ম্মক্ষম, মনকে আনন্দ ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার অবসাদ দূর করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য শাহী হালুয়া
এ শা ও হী শাহী হালুয়া লু পি য়া ল
বিখ্যাত অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলেন,—"কুইনাইন ম্যালেরিয়া আরোগ্য করে, কিন্তু জ্বরের পর যে দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা দূর করিতে পারে না। সুতরাং দুর্ব্বল শরীরে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ—শাহী হালুয়া
এক মাস সেবনোপযোগী এক প্যাকেট দাম হয় না। মূল্য ৫৷৹।
বুলারআটি হাকিম ওমর খেতাবের আবিষ্কৃত—৮০ বৎসরের পরীক্ষিত—
বাতের সাক্ষাৎ যম
বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য আবিষ্কার হেকিমী মতে মূল্য—৩৲, মাঃ স্বতন্ত্র। | জওহর বা বাত-বিনাশন | কেবল ধুম পানেই আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। পোঃ—মুন্সী হাতের আলী।
আর ইনজেকশনের যন্ত্রণা, তিক্ত ঔষধ আহার ও তৈল মর্দ্দন প্রভৃতির দরকার নাই। বাতের অব্যর্থ জওহরের ধূমপানই মুক্তির পথ। ইহার ধূম সেবনে—গেঁটে-বাত, কোমরের বাত, হাঁটুর বাত, পেশী বাত, "সু-বাত" পৰ্ব্ব ও পৃষ্ঠ বেদনা, ফিক্ বেদনা, মচকান বেদনা, কনকনে ও ঝিন্‌ঝিনে বাত, ফুলা-বেদনা অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। শাহী হালুয়া ও জওহরের অর্ডার কালীন ।৹ আট আনার ডাক টিকিট ও রোগের বিবরণ পাঠাইতে হয়।
প্রাপ্তিস্থান :—রশীদ ফার্ম্মেসী
মথুরাপুর, পোঃ শিকড়-কুলীন গ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা।

বেহেশ্‌তের সোপান
এই পুস্তকে—নামাজের পুরস্কার, বে-নামাজির দণ্ড, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী ও মুসলমান প্রভৃতির প্রতি পরস্পর হক (কর্ত্তব্য), জিনা, জুলুম, সুদ, শরাব, বিপদে বিলাপের সাজা, সবুরের পুরস্কার, কবিরাহ গোনাহ ও কুফরি কালামের সাজা, বেহেশ্‌ত, দোজখ ও নানাবিধ দোয়া-দরূদ এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয় কোর-আন ও হাদিস অবলম্বনে সরল বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী ইহার এক এক খণ্ড পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইহা ওয়ায়েজ ও বক্তাগণের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। ইহা ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল কোরআন
ইহাতে আরবী অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া কোরান শরীফ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করিবার যাবতীয় কাওয়ায়েদ ও মসলাদি বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। যদি ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ছহিহ কোরআন পাঠ বা কেরাৎ [illegible] কারী হইতে চান, তবে এই পুস্তকখানা পাঠ করুন। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—কাজী এম, এ, জব্বার, পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

দেশ-প্রসিদ্ধ প্রবীন সাহিত্যিক মৌলবী শেখ ফজলুল করিম—
সাহিত্য-বিশারদ, কাব্য-রত্নাকর, নীতি-ভূষণ প্রণীত
সর্ব্বজন মনোরঞ্জন সচিত্র গ্রন্থাবলী
১। লায়লী-মজনু—সর্ব্বজন প্রশংসিত ত্রিবর্ণ হাফটোন ভূষিত, সপ্তম সংস্করণ, মূল্য ১।৹
২। পথ ও পাথেয়—(২য় সংস্করণ); পয়গম্বর, ছাহাবা এবং মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবনের বাছা বাছা উপদেশপূর্ণ গল্প সমষ্টি। একটী গল্প পড়িলে মহাপাপীও নিজের জীবন ধন্য হইল মনে করে। মূল্য ১৲ এক টাকা।
৩। হারুনার রশিদের গল্প—সচিত্র শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত দ্বিতীয় সংস্করণ বিচিত্র সাজে বাহির হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা।
৪। সোনার বাতি। সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। গল্পচ্ছলে হজরত বড়পীর সাহেবের পুণ্য-কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। মূল্য ।৹ আনা।
৫। চিন্তার চাষ। কি করিয়া চিন্তাশীলতা অভ্যাস করিতে হয়—সৌন্দর্য্য দৃষ্টি প্রসারিত হয়—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাহা বন্ধুর ন্যায় আপনাকে শিক্ষা দিবে। পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।
৬। বিবি খাদিজা। সচিত্র নূতন গ্রন্থ। নূতন যুগের উপযোগী ছন্দ, তানযুক্ত ভাষায় লেখা। মূল্য ১৲ টাকা।
৭। বিবি ফাতেমা। স্ত্রী-পাঠ্য সর্ব্বোত্তম সচিত্র গ্রন্থ। সুললিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় রচিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।
৮। আফগানিস্থানের ইতিহাস। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বীর্য্যবান আফগান জাতির বিচিত্র জীবন-যাত্রার শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। ইহাতে বর্ত্তমান আফগান-নরপতি এবং বেগম সুরাইয়ার কৌতূহলপ্রদ কাহিনী—ভ্রমণ-কাহিনীও স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রে চিত্রময়, মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রণীত।
৯। প্রীতি-উপহার। দ্বিতীয় সংস্করণ। নারী সমাজের চরিত্র গঠনের জন্য লিখিত। গহনা, সাজসজ্জা, রত্নালঙ্কার যাহা করিতে পারে নাই—প্রীতি-উপহার তাহাই করিবে। পুস্তকের ভাষা অতি সহজ, গল্পের মত করিয়া লেখা, মূল্য ১৸৹ আনা।
নব-দীক্ষিত ভ্রাতা মৌলবী সেরাজুল ইসলাম বি-এ, (ভূতপূর্ব্ব শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বপ্রকাশ দাস গুপ্ত বি-এ,) প্রণীত—
১০। কেন মুসলমান হইলাম। তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাঁহার মোসলেম ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ বিবৃত করিয়াছেন। এই অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে ইহা বেহেস্তের সওগাতের কাজ করিবে। মূল্য ।৵৹ পাঁচ আনা মাত্র।
মৌলবী কাজী ইমাদুল নূরী সাহেব প্রণীত—
১১। বেহেস্তের অলঙ্কার। চতুর্থ সংস্করণ। ইহাতে হায়েজ, নেফাছ, সহবাস, পর্দ্দা-পুসিদা, স্বামী-সেবা প্রভৃতি অতি দরকারী মছলা মছায়েল পূর্ণ সম্বন্ধে নানা হিতকর উপদেশ আছে। এক কথায় শরীয়ত অনুযায়ী নারীর যাহা যাহা জানা দরকার সব পুস্তকে পাইবেন। মূল্য প্রথম খণ্ড ৸৹ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ।৹ আনা।
মজিদিয়া লাইব্রেরী—ঢাকা।
কলিকাতা ও চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে।

বিকৃত-বার্য্য ও পুরুষত্বহানি দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ।
জিমোনা
অতিরিক্ত ধাতুস্রাব-জনিত দুর্ব্বলতা, বুদ্ধি [illegible] করিতে এবং অপরিমিত ধারণাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। অত্যধিক এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রতারল্য, শীঘ্র শুক্রস্খলন কাপড়ে দাগ লাগা, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, প্রস্রাবের সহিত ধাতু স্রাব হওয়া, রেতঃপাত হইলে, এবং মেহ, প্রমেহ, অজীর্ণ, স্বপ্নদোষ, শুক্রক্ষয় জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা, হাত পায়ে ব্যথা হওয়া প্রভৃতি পুরুষ রোগের এবং প্রদর, বহুমূত্র ও অতিশয় রক্তস্রাব প্রভৃতি স্ত্রী-রোগের এই "জিমোনা" আশু ফলপ্রদ। এক কথায় "জিমোনা" যুবক স্ত্রী পুরুষ রোগীকেই সর্ব্বপ্রকার শুক্র সম্বন্ধীয় রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া নব-যৌবনের উদ্দাম শক্তির প্রবল হিল্লোলে মাতাইয়া তোলে। মূল্য প্রতি কৌটা দেড় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
ঠিকানা :—ডারলিং এণ্ড কোং
৩৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, পার্শিবাগান, কলিকাতা।

প্রজার দাবী প্রত্যাখ্যান।—দেশমান্য স্যর আবদুর রহীম, বঙ্গ-গৌরব মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক, ফরিদপুরের সুসন্তান মৌলবী তমিজুদ্দীন খান ও কাউন্সিলের অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমান সদস্যগণ তাঁহাদের সমবেত শক্তি লইয়া বর্তমান কাউন্সিলে জমিদারদিগের স্বার্থপরতা এবং সরকার ও স্বরাজ্য দলের দুর্নীতির প্রতিবাদ [illegible] করিতেছেন। মৌলবী তমিজুদ্দীন খান বর্গাদারদিগের জন্য প্রজাই স্বত্বের যে অতিরিক্ত অধিকারের দাবী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইলেও প্রস্তাবিত বিলে মোকররী প্রজার উচ্ছেদ ও অধিকার হরণের জন্য যে হীন আয়োজন করা হইয়াছিল, মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের প্রচেষ্টায় এবং স্যর আবদুর রহীম সাহেবের দৃঢ়তায় তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মোঃ ফজলুল হক সাহেব এই ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের স্বরূপ যেরূপ ভাবে খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের জমিদার-পূজা, প্রজা-দ্রোহিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার যে নগ্ন ছবি ধরিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে স্বরাজ্য দলপতি মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বিচলিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অসংলগ্ন বাক্য-ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্যর আবদুর রহীম আরও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "যদি এরূপভাবে দল বাঁধিয়া অন্যায় ভাবে প্রজার অধিকার অপহরণ করা হয়, তবে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থাপক সভা হইতে বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য হইব।" ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও স্যর আবদুর রহীম সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অবশেষে মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী মোকররী প্রজার উচ্ছেদের ধারা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য বিলে ১৫ বৎসরের পরিবর্তে ২৫ ও ৩০ বৎসর অন্তর কর বৃদ্ধির যে প্রস্তাব প্রজা-পক্ষের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, স্বরাজ্য দল গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারদিগের সহিত মিলিয়া প্রজার বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এই জন্য কাউন্সিলের কোন কোন প্রজা-প্রতিনিধি স্বরাজ্য দলকে 'প্রজার সর্ব্বনাশকারী' এবং 'গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ স্বরাজ্য দলের আচরণে প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার যে মারাত্মক আশঙ্কা দেখা যাইতেছে, তৎপ্রতি দেশবাসীর সতর্ক-দৃষ্টি নিপতিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জমীদারের আবদার।—গত সপ্তাহে আমরা মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সংশোধিত নূতন প্রজা-স্বত্ব আইন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, এই বিলে প্রজাকে কতিপয় অধিকার দেওয়ার কথা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিলখানার আগা-গোড়া সর্ব্বত্রই জমিদারের ক্ষমতা এরূপ ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রজার সেই তথাকথিত অধিকার-প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে একটা বিরাট ধাপ্পাবাজীতেই পরিণত হইয়াছে। বিলখানার কোন কোন ধারায় প্রজার অধিকার একটু-আধটু স্বীকার করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্থানে আইনের এমন মার-প্যাঁচ খেলা হইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই জমিদার সর্ব্বে-সর্ব্বায় পরিণত হইয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাঙ্গলার প্রজার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল, প্রস্তাবিত বিল যথা-রীতি সংশোধিত হইয়া পাশ হইলে কোন কোন ব্যাপারে সেই দুর্দ্দশার কিয়ৎ পরিমাণ প্রতিকারের আশা ছিল, এ কথাও আমরা গত সপ্তাহে স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু কাউন্সিলের জমিদার ও তাঁহাদের পক্ষপাতী সদস্যদের হাব-ভাব আলোচনা করিয়া আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, জমিদার-প্রধান কাউন্সিলে হয়ত পরিণামে আইনটী এমন ভাবে পাশ হইবে, যাহার ফলে প্রজার দশা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। কাউন্সিলের জমিদার এবং তাঁহাদের সমর্থনকারী সরকারী ও স্বরাজী সদস্যগণ এই বিলের বিরুদ্ধাচরণে যেরূপ ভাবে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন

আরবে-রণভেরী।—ইরাক ও হেজাজে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে! ইরাকের নূতন দরদী-অভিভাবক বৃটীশ সরকারের সহিত হেজাজ ও নজদ-পতি এবনে-সউদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। হেজাজ ও ইরাকের মধ্যবর্ত্তী সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্য আখোয়ান জাতিদিগকে দমন করিবার অজুহাতে বৃটীশ সরকার [illegible] নির্ম্মাণ করায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মীমাংসার জন্য জেদ্দায় বৃটীশ প্রতিনিধি স্যার গিলবার্ট ক্লেটনের সহিত এবনে-সউদের যে বৈঠক চলিতেছিল, সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, অকস্মাৎ সেই বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৈঠক ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ইরাক কর্তৃপক্ষের মেশিনগানবাহী মোটরলরী সমূহ সীমান্তের স্থানে স্থানে মোতায়েন করা হইয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে একটা লড়াই বাধিয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। কেন এই বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল, তৎসম্বন্ধে এবনে-সউদের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সন্ধি-শর্ত্তের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ ইরাক সরকার সীমান্ত প্রদেশে যে সব সামরিক ঘাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার অপসারণের ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধ হওয়াতেই বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এবনে-সউদ এই বিবৃতিতে ইহাও প্রচার করিয়াছেন যে, প্রতিবেশী জাতি-সমূহের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলাই তাঁহার নীতি। এবনে-সউদের বর্ণনায় মনে হয়, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি খুবই উৎসুক ছিলেন; কিন্তু অপর পক্ষের জেদের ফলেই শান্তি বৈঠক ফাঁসিয়া গিয়াছে। আমাদের মতে, যে সময়ে ইরাকের পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী সিরিয়ানগণ আজাদীর জন্য তথাকার "উড়ে এসে জুড়ে বসা" অভিভাবক ফরাসীদের সহিত দস্তরমত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, যে সময়ে পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী পারস্যের সহিত বাহরায়েন দ্বীপ লইয়া ইরাক সরকারের মনোমালিন্য চলিতেছে এবং যে সময়ে উত্তর পার্শ্বস্থ তুর্কীরাও বৃটীশের প্রতি খুব সদ্ভাবসম্পন্ন নহেন, এরূপ সময়ে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী দুর্দ্ধর্ষ আরবদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া ইরাক —তথা বৃটীশ সরকারের পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। সুতরাং ইংরেজের পক্ষে এ সময়ে নূতন যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া ভাল মানুষের মত আপোষ মীমাংসার দ্বারা গোলযোগের সমাধান করিতে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে।

—•—

চীনের সৌভাগ্যোদয়।—এতদিনে বুঝিবা সত্যসত্যই চীনের ভাগ্যাকাশ হইতে দুর্ভাগ্য জলদ্-জাল অপগত হইল! জগতের প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী চীন আফিংএর মৌতাতে মাতিয়া এতদিন ধরিয়া আত্ম-বিরোধের পঙ্কে যেরূপ ভাবে নিমজ্জিত ছিল এবং তাহাদের এই ভিতরের গলদের সুযোগে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শকুনী গৃধিনীগুলি ক্রমে ক্রমে যেরূপভাবে চীনদেশে নিজেদের স্থায়ী আস্তানা গাড়িয়া বসিবার সুযোগ করিয়া লইতেছিল, তাহা দেখিয়া বিশ্বের সকল জাতিই চীনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলেই আশঙ্কা করিতেছিলেন, হতভাগ্য চীনের গর্দ্দানেও বুঝিবা ভারতবাসীর মতই গোলামীর জিঞ্জির অচিরেই আবদ্ধ হইবে। কিন্তু শোকর আলহামদো-লিল্লাহ! বিশ্ব-মালেক মহান্ আল্লাহতা'লা এতদিনে চীনের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন। দেশদ্রোহী উত্তরীয় দলের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চীনের ভাগ্য চক্র পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং আজ চীন-মাঞ্চুরিয়ার সম্মিলনে চীনের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-শশির উদয়-রেখা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে সংবাদ আসিয়াছে যে, পরলোকগত উত্তরীদলের সেনাপতি চ্যাংসু-লীনের পুত্র মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা চ্যাং-সুয়া-হিলাং জাপানীদের রক্ত-চক্ষু উপেক্ষা করিয়াও জাতীয় দলের সহিত যোগদান করিয়া পরলোকগত

এতদিন শান্ত ছিলেন এবং আজ পরিষদ-ভঙ্গের স্বেচ্ছাচার মূলক আদেশ পাইয়াও যাঁহারা নীরবে তাহা মানিয়া লইয়াছেন, সেই সিরিয়ানগণ আর অধিক দিন যে এবম্বিধ ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে—যেদিন জগতের নির্য্যাতিত জাতি-নিচয় সমবেত ভাবে নির্য্যাতনকারী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং সেদিনের সেই যুদ্ধের পরিণামে সাম্রাজ্যবাদের গর্ব্বিত শির নির্য্যাতিতের পায়ের তলে ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে। সুতরাং সিরিয়ানদের বর্ত্তমান নির্য্যাতন ও ধৈর্য্য যে সেই অনাগত মহা-বিপ্লবেরই পূর্ব্বাভাস—এ কথা যেন সাম্রাজ্য-বাদীরা বিশেষরূপেই স্মরণ রাখেন।

—•—

অনাচারের অট্টহাস।—অধুনা কলিকাতা ও ঢাকা হইতে কয়েকখানি নাস্তিক জাতীয় মাসিক ও সাপ্তাহিকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা বিবর্জ্জিত, কোরআন-হাদিস ও জাতীয় ইতিহাস অনভিজ্ঞ, ধর্ম্ম-দ্রোহী, স্বেচ্ছাচারী, বিকৃত-মস্তিষ্ক ও পথহারা কতকগুলি উদ্‌ভ্রান্ত মুসলমান যুবকই ঐ সকল সাময়িক পত্রের পরিচালক, সম্পাদক ও লেখক। ইউরোপের নাস্তিকতা, আমেরিকার অনাচার, রুসিয়ার বিপ্লববাদ, তুরস্কের স্বেচ্ছাচার ও নব্য-সভ্যতার নগ্ন-লীলা প্রচার করাই ইহাদের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। স্বর্গীয় ইসলাম ও ইসলাম-প্রবর্ত্তক মহানবী হজরত রসুলে করিমের (দঃ) নিন্দা করা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নীতি-পবিত্রতাকে উপহাস করা, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান ও আলেম-দিগকে গালি দেওয়া এবং সদাচার ও শ্লীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া অনাচারের অট্টহাসিতে দেশ মুখরিত করাই ইহাদের নিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। আর্টের নামে অনাচার, ব্যভিচার ও অশ্লীলতার ব্যবসা করিয়া উদরান্ন সংস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বিলাস-লালসার তৃপ্তি সাধনই ইহাদের জীবন ও সাধনার চরম সার্থকতা। ইসলামী আদর্শের সংসাহিত্য ইহাদের নিকট "মোল্লাই সাহিত্য" বলিয়া উপেক্ষিত ও নিন্দিত! জাতীয় সাহিত্যের পূত-প্রাঙ্গণে ইহাদিগকে বিজাতীয় বিষাক্ত কণ্টকতরু বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। গত অনাচারী, অজ্ঞাতনামা ও উচ্ছৃঙ্খল বেকার যুবকের দ্বারা এই দলের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। অবিরত প্রশ্রয় পাইয়া এই নগণ্য কুলাঙ্গার ক্রিমিকীটকুলের সাহস ও স্পর্দ্ধা ক্রমেই গগন-স্পর্শী হইয়া উঠিতেছে। এখন শুধু মনুষ্যত্ব ও শ্লীলতার সীমা নয় বরং আইন কানুনের নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিতেও ইহারা দ্বিধা বোধ করিতেছে না! কলিকাতার "সওগাত" এই দলের একখানি অন্তসারশূন্য অথচ জাকজমকপূর্ণ মাসিক। কিছুদিন যাবত ইহার একখানি সাপ্তাহিক সংস্করণও বাহির হইতেছে। এই "সওগাত" ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গীয় শরিয়ত এবং নায়েবে-নবী আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি গরল উদ্গীরণ করিয়া চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে। তবে জাতীয় সংবাদপত্র সমূহের সমবেত চাবুক প্রহারে বোধ হয় কথঞ্চিত সংযত হইয়া এখন ব্যক্তিগত নিন্দা-কুৎসা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষের দুর্গন্ধ উদ্গার তুলিয়া সাময়িক সাহিত্যের আসর বিকৃত ও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। গত ১১ই শ্রাবণ তারিখের সাপ্তাহিক "সওগাতে" উহার 'কবি-সন্ধ্যার' "গর্দ্দবান" শীর্ষক এক অসংযত অশ্লীল কবিতা লিখিয়া যেরূপ ভাষায় বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের অন্যতম জাতীয় কবি মোঃ গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি, সাহেবকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। কোন কাণ্ড-জ্ঞান-বিশিষ্ট, শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান যে আইন ও সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া এরূপ অসংযত বেয়াদব বর্ব্বরের মত জঘন্য অশ্লীল ভাষায় অন্য কোন শিক্ষিত ভদ্রলোককে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিতে পারে এবং উহা আবার সাধারণ-পাঠ্য প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। যাহা হউক, আমরা আজ গবর্ণমেণ্ট ও সমাজের নিকট শুধু এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এইরূপ অসভ্যতা ও নোংরামী বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে কি না?

ভারতকে বিলাতের এই অন্যায় অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব ভারতবাসী তথা ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই ভারত-সচিবের পদ এবং তাঁহার কাউন্সিল বাতিল করা আবশ্যক, কমিটীর এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রস্তাবিত শাসন-তন্ত্রে জনসাধারণের [illegible] নেহেরু কমিটির সদস্যগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রিপোর্টের এই অধ্যায়ে নাগরিকগণের অধিকার, সংখ্যক দলের স্বার্থরক্ষা, অবাধ ভাবে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের অধিকার, নিরস্ত্র শান্তভাবে সভা-সমিতি করিবার অধিকার, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার, প্রকাশ্য রাজপথ ব্যবহারের অধিকার, আইন-সঙ্গত ভাবে অস্ত্র রাখিবার অধিকার প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সার্ব্বজনীন অবাধ অধিকার লাভের পূর্ণ পক্ষপাতী হইলেও এই সব বিষয়ে রিপোর্টের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। কারণ নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং রাজপথ ব্যবহার ও অস্ত্র রাখার অবাধ অধিকার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় এমন আছে যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ গুলির অবাধ অধিকার ও পূর্ণ-স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া কিছুতেই নিরাপদ নহে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত ভারতে উপরোক্ত বিষয় সমূহের অবাধ অধিকার ও পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদান দ্বারা প্রকারান্তরে দেশের ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক সমস্যা আরও জটীলতর হইয়া উঠিবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হয়। আমাদের মতে, এই সম্পর্কে আরও গভীর ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

দেশের ব্যবস্থা-প্রণয়ন সম্পর্কে রিপোর্টে পার্লামেণ্টারী নীতির সমর্থন করা হইয়াছে। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে যেমন লর্ডসভা (House of Lords) ও কমন্স সভা (House of Commons) নামে দুইটী পরিষদ আছে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা প্রণয়ন জন্যও যাহাতে 'সিনেট' ও 'প্রতিনিধি-সভা' নামে ঐরূপ দুইটি পরিষদ গঠিত হয়, নেহেরু কমিটী সেইরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে,—"প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া সিনেট সভা গঠিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সিনেট সভার জন্য সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। প্রতিনিধি-সভার সদস্য-সংখ্যা ৫ শত হইবে, এবং তাঁহারা নির্ব্বাচন-কেন্দ্রসমূহ হইতে সরাসরি নির্ব্বাচিত হইবেন। ঐ সকল সদস্য-নির্ব্বাচনে ২১ বৎসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভোট দানের অধিকার থাকিবে। সিনেট সভার ও প্রতিনিধি সভার স্থায়িত্ব যথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসর হইবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপার ও অন্যান্য সকল ব্যাপার সম্পর্কে আইন প্রণয়ণের ভার উক্ত দুই সভার পার্লিয়ামেণ্টের উপর অর্পিত থাকিবে।"

দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটীর মত এই যে, সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বড়লাট সপরিষদ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং প্রাদেশিক গবর্ণরগণ প্রাদেশিক শাসন-কার্য্য সমাধা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ৭ জন মন্ত্রী সমন্বয়ে বড়লাট এক শাসন-পরিষদ গঠন করিবেন এবং এই পরিষদ তাঁহাদের কার্য্যের জন্য সিনেট সভা ও প্রতিনিধি সভার যুক্ত পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। সৈন্য বিভাগের প্রধান সেনাপতি বড়লাটের নিকট দায়ী থাকিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণরগণও ৫ জন মন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি শাসন-পরিষদ গঠন করিবেন এবং এই শাসন-পরিষদ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল ৫ বৎসর হইবে এবং প্রতি এক লক্ষ লোকের প্রতিনিধিরূপে এই সভায় এক একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

দেশের কথা

বঙ্গ-রায়তের উন্নতির উপায় ও অধিকার

বাঙ্গালার রায়ত ও কৃষক শ্রেণীর প্রকৃত উন্নতি কিসে হইবে, তাহা স্থির করা এবং সেই উদ্দেশ্য তাহাদিগকে শিক্ষিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ অধিকাংশ রায়ত-কৃষকের এক বেলা পেটে অন্ন জুটে না! ম্যালেরিয়ায় চিকিৎসার অভাবে, অনশনে, পানীয় জলের অভাবে লক্ষ লক্ষ রায়ত মরিয়া যাইতেছে। কেন মরিয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু তাহাদিগকে বাঁচা করিবার উপায় কি? সংস্থার আইনের বিধানাছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প বিভাগের রায়তের তার দেওয়া প্রতিনিধিদিগের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। আজ সাত বৎসর হইতে চলিল, দেখিতেছি, গবর্ণমেন্ট কৃষকদিগের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না! আর ও দশ বৎসরের ভিতরে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। ম্যালেরিয়া ডাক্তারখানার জন্য, অথবা নিবারণের জন্য, কাগজের হইতে বেশকে বাঙ্গালার জন্য বহু বাজার উন্নয় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে সত্য, কেন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের অথবা দানাজল খাওয়ানো উপায়ের কথা চলিতেছে দেখিতেছি কিন্তু কিছা কোথায়? এই সব ব্যবস্থা করিয়া পরিচয় করিতে হইলে বহু অর্থের আবশ্যক। বাঙ্গালার জমিদারগণ অবশ্য এ কাজটা করিতে পারেন। বাঙ্গালার রায়ত যদি শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে উপর টাকা বাধা করবার টাকা তুলিবে এই কথা আমি বলিতে পারে না। কৃষকরা সর্ব্বদেশেই ও সেশের প্রতিনিধিদিগের কর্ত্তব্য কি? যতদিন পর্য্যন্ত না টাকা সংগ্রহ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব এবং রায়ত ও কৃষক মরিয়া যাইবে? বহুবার এই কথা বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই সব ব্যবস্থার ভার যেসব প্রতিনিধিদিগের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে, আজ লাভ বৎসর হইতে চলিল, দেখিতেছি, গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে উন্নতি করিবার সম্বন্ধে অর্থাভাবের উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

হানাফী

বঙ্গের আলেমকুল শিরোমণি স্বর্গীয়

তাঁহার পুত্র মৌলবী মোহাম্মদ ওয়ায়েজুল হক্ কিংবা অন্য কেহ জনাব

মওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেবের স্বত্ব ক্রমে প্রকাশিত ও প্রকাশিত

অমূল্য কেতাব সমূহ

বঙ্গবাসী যে সওগাতের আশায় তৃষিতের ন্যায় চাহিয়াছিলেন, যেজন্য তাঁহারা খাস নেত্যাসন, লায়ব্রারীতে কাগজের সর্ব্বোচ্চ দাম

কোরআন শরিফ

মূল আরবী সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইয়াছে। এমন সুন্দর তফসির অদ্যাবধি ও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে কোরআনের যাবতীয় বিষয় সুন্দর রূপে মীমাংসা করা হইয়াছে। মোট ৩০ পারা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ফর্ম্মা। ৩০০ পৃষ্ঠা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

মজহাব মীমাংসা

এই কেতাবের সাহায্যে নেওয়াহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সন্দিহ মসলা অনায়ত্ত হইতে পারিবেন।

ফেরকাতোন নাজীন

এই ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা বেহেশ্‌তী হইবে তাহার স্বপক্ষে প্রমাণ সহ মুসীমাংসা করা হইয়াছে।

গ্রামে জোঁমা

ইহাতে জমিদারগণ গ্রামে কেমন করিয়া জোমা কায়েম করিতে পারেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং নিয়মাবলী লিখিত আছে। ইহাতে ৫টি ফিরা ও তদবিরে মিলাদ ও ফাতেহা লিখিত হইয়াছে।

কেয়াছের অকাট্য দলীল

এজমায়ে পরিষদের দ্বারা প্রত্যয় করা হইয়াছে।

এহকাকোল হক

আখেরে জোহর

কালিগঞ্জে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ

কামেয়োল মোবতাদেয়িন

প্রথম খণ্ড ৷৷০ আনা, ২য় খণ্ড ৷৷০ আনা, ৩য় খণ্ড ৷৷০ আনা।

হানাফী ফেকহ্ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার

প্রথম খণ্ড মূল্য ১৷৷০ আনা, ২য় খণ্ড ৷৷০ আনা, ৩য় খণ্ড ৷৷০ আনা, ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ

তাবীজাত

প্রথম ভাগ ৷৷০ আনা, ২য় ভাগ ৷৷০ আনা, ৩য় ভাগ ৷৷০ আনা।

তরদিদোল মোবতেলিন

প্রথম ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

মদ্রাজ বিশ্বেষীদের নিদারুণ 'ছয়ফুল মোহাম্মদী' নামক অপরাপর পূর্ব্ব প্রকাশিত তীব্র প্রতিবাদ

হজ্জের মাসায়েল

কাদামতে আহ্‌নাফিল্লাহ

লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদীদের বাহাছ

মূল্য চার আনা মাত্র

ইহাতে মক্কার বিখ্যাত বিদ্বেষীদের গোঁজলীর সমাধান বর্ণনা আনয়িত হয়ে প্রতিপন্ন পারিবেন না।

সিদ্দাক্কাপক্ষের বাহাছ

ইহাতে ফেরাজ, কেরাম, আখেরে-জোহর, গ্রামে জুমা ও ইত্যাদি-কওয়ায়েদ সামান্য করা হইয়াছে।

ইসলালোল শেকুক

ইহাতে ফাতেমানার উপস্থ ভোগ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

নবাবপুরে হানাফীদের বাহাছ

মূল্য আট আনা মাত্র।

ইহাতে মোহাম্মদীদের পোতলী পরাজয় ও হানাফীদের বিজয় বার্ত্তা প্রদত্ত হইয়াছে।

এলমে মোক্তসর

ইহাতে ছালাত, ছওম, হজ্জ, জাকাত, বিবাহ, তালাক, খোলা, জেহার, এলা, লেয়ান, এদ্দত, হাজানত, নফকা, বিলায়েত, অছিয়ত, ওয়াকফ, গছব, শরকত, মোজারাবত, ওদিয়ত, এজারা, মোজারাত, হেবা, লোকতা, মফকুদ, আবেক, এতাক, কছম, নজর, কাজা, শাহাদত, দাওয়া, এজমা, কেয়াছ, বগি, হদ, কেছাছ, দিয়ত, কাছামা, মিরাছ, ফারায়েজ, ওয়ালা, কেতাবত, তদবির, ইলা, জেহার

সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

Regd. No. C-1905.

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.

Office:—47 Ripon Street, Calcutta.

৫ম বর্ষ । ১৬ই জমাদিয়স-সানি, ১৩৪৮ হিঃ । সোমবার—২৩শে অগ্রহায়ণ—১৩৪৬ । ইংরেজী—১১ই ডিসেম্বর—১৯৩৯ । ২০শ সংখ্যা

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

প্রসূতি পুস্তক

—পাঠান হয়—

ইহাতে স্ত্রীলোকের ঋতু, ঋতুস্নান, গর্ভাধান, গর্ভ-লক্ষণ, গর্ভিণীর শুশ্রূষা, সচিত্র ধাত্রী-শিক্ষা, প্রসব-ক্রিয়া, নাড়ী কাটা, শিশুদিগের ঔষধ প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্ন

২নং দাঁর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

মৌলবী ফজলুর রহীম চৌধুরী এম-এ প্রণীত

অমূল্য ধর্ম্ম-গ্রন্থরাজি

প্রাপ্তিস্থান—ইউনিভার্স লাইব্রেরী

৮৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ গেভিন সাহেবের বিখ্যাত সেই—

সর্ব্ববিধ-জ্বরের-ধন্বন্তরী

জারমলীন

এক দিনে জ্বর ছাড়ে। জ্বরের যম। পথ্যের বিচার নাই।

হেড অফিস :—৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টোল এণ্ড কোংর

দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম

নিম মলম

ঠিকানা—টোল এণ্ড কোং, বহুবাজার, কলিকাতা।

সর্দ্দি কাসিতে অকৃত্রিম ও ফলপ্রদ চ্যবনপ্রাশ

তাহা কবিরাজ দাশরথি কবিরত্নের চ্যবনপ্রাশ পরীক্ষা

করিলেই জানিতে পারিবেন। সামান্য সর্দ্দি কাসি হইতে দুঃসাধ্য কঠিন হাঁপানি, যক্ষা, কাস, স্বরভঙ্গ, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কাসরোগে ইহা অব্যর্থ ও অমোঘ। দুর্ব্বল ও ক্ষীণ শুক্র পক্ষে এই মহারসায়ন তুল্য পুষ্টিকর বলবর্দ্ধক উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

সবিনয় নিবেদন—

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্ন

২ নং দাঁর লেন, বেলেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শাল, আলোয়ান, মলিদা, ভাম্বা, প্রভৃতি শীতবস্ত্র।

আছেল মোল্লা এণ্ড কোং

স্বদেশী ফুটবলের কারখানা

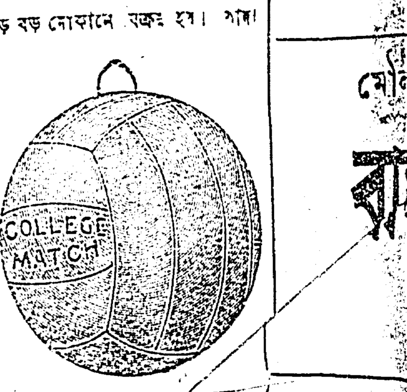

বিফলে ১০০৲ টাকা দণ্ড দিব

ব্রাউন, বিশ্বাস এণ্ড কোং

বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।

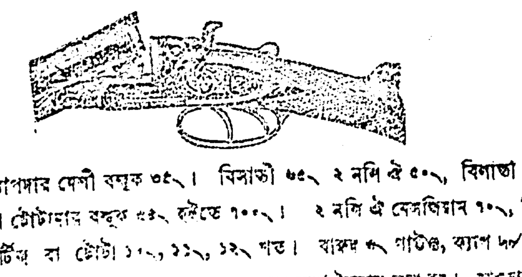

ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা কালাজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ফেব্রেন্ট্রু ক্লস

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ক্লাইভ মেডিক্যাল হল (বিভাগ নং ৩০)

৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৩৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

কুষ্ঠ

৯৭ বিডন ষ্ট্রীট

সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, হুট, গলৎ-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পাঁচড়া, গরমী, জীর্ণরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারান্টি চিকিৎসা, আরোগ্য করা হয়।

(A copy of this Prospectus has been filed with the Registrar Joint Stock Companies Bengal.)

স্বর্ণ সুযোগ! স্বর্ণ সুযোগ!! স্বর্ণ সুযোগ!!!

অল্প টাকায় আশাতিরিক্ত লাভ!

দি ষ্টার অব-ইণ্ডিয়া টি এণ্ড কাইনান্স লিমিটেড

হেড অফিস—৩২-ডি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

(স্থাপিত ১৯২০)

শীত বস্ত্রের বিপুল আয়োজন

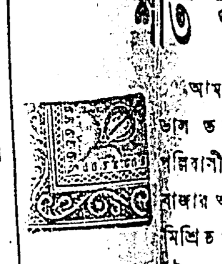

জে, এল, দত্ত (D. I.)

মৌলবী মোহাম্মদ নকিবউদ্দিন খাঁ সাহেবের

বাঙ্গলা মেশ্‌কাত শরীফ

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধাই ২৸০ আনা।

মিনার কোম্পানী—৩৩।৩, বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

সর্ব্বজন প্রশংসিত—

এস, সি, এ, কে, পাল কোংর

সাপ মার্কা

বালতী ও বাথটাব

ব্যবহারের একমাত্র উপযোগী।

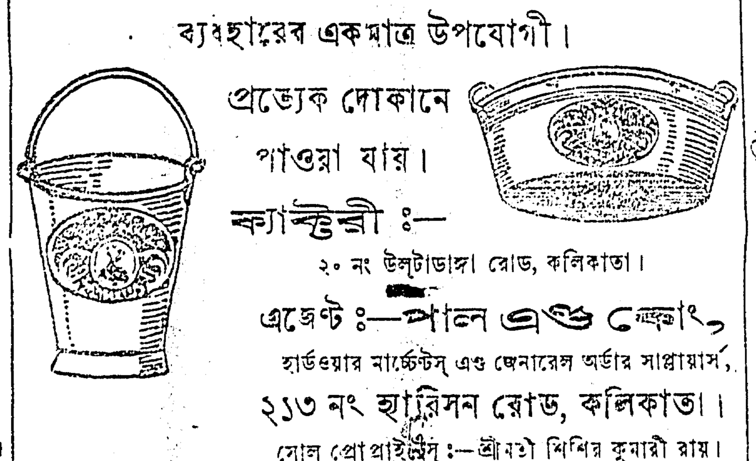

প্রত্যেক দোকানে পাওয়া যায়।

ক্যাক্টরী :—

এজেণ্ট :—পাল এণ্ড কোং,

২১৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিনামূল্যে

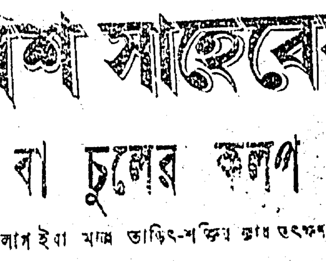

হাকীম খলিলুল্লা সাহেবের

শূল-কেশরী

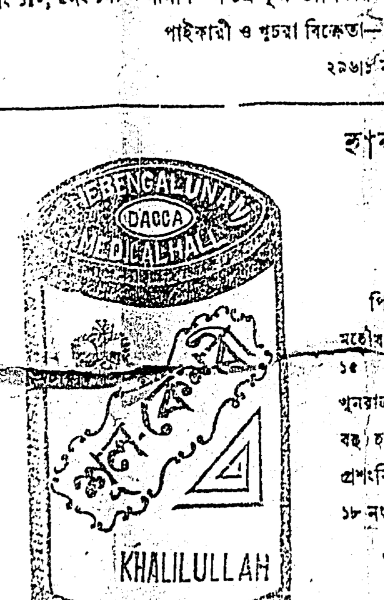

সুসংবাদ

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় কোন রোগে ভুগিতেছেন?

তবে অবিলম্বে

ডাঃ ডানের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন

প্রাপ্তিস্থান :—দি গ্লোব লেবরেটরী

১১ নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন্তানজন্ম বন্ধ

জলছবি

বিনামূল্যে—বিনা মাশুলে

বহু পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার মুখরোগের মহৌষধ

কোহিনুর বটিকা

সূতিকা রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ

কোহিনুর ফার্ম্মেসী

গ্রাম আকুনা (কবিরাজ বাড়ী) পোঃ সাউথ গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

মুসলমান ভাই সাহেবদিগের জন্য

দর

লোহার কড়া, বরগা, এঙ্গেল টেউটিন, প্লেনসিট,

শরীফ এণ্ড ব্রেণ্ডস—৬৭৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

REGISTERED ক্ষত-কেশরী TRADE MARK.

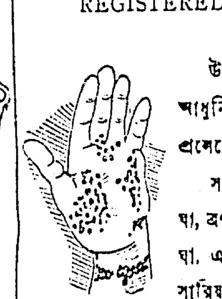

প্রাপ্তিস্থান :—রসুল এণ্ড কোং

ডাঃ মজলিশ সাহেবের

হেয়ার-ডাই বা চুলের কলপ

ওসমানিয়া লাইব্রেরী

মোলানা রুমের মসনবী শরিফ

উমদাতুল ইসলাম

খাজা মইনউদ্দীন চিশ্‌তীর জীবনী

মোসলেম পত্র দলিল লিখন শিক্ষা

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!! বিনামূল্যে!!!

দি ক্রউনিং টী কোং লিঃ

৩ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।

শান্তিরস মালসা

বাতরক্ত, বাত, বেদনা, চুলকানি, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে অদ্বিতীয়।

হেড আফিস— ; কলিকাতা ; ব্রাঞ্চ আফিস—

স্বর্ণ সুযোগ!! স্বর্ণ সুযোগ!!!

কেবলমাত্র এক মাসের জন্য

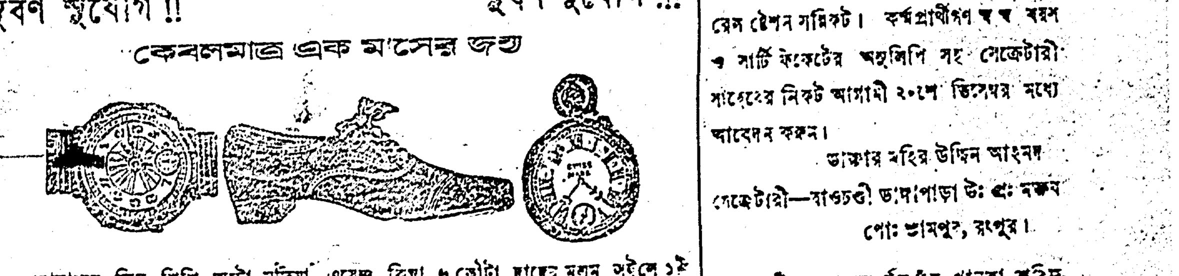

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা

শালিখা কুষ্ঠাশ্রম

কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি

সকল রকম চশমা সুলভে পাইবেন

এক টাকায় দাঁত বাঁধাইতে চান—তবে

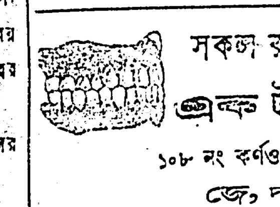

নিরাশার আশা!! নিরাশার আশা!!!

অদ্ভুত রতি শক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরত

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজউদ্দিন

জাভেদ... বাত ও বেদনা নাশক তৈল

দরিদ্র ভাণ্ডার ঔষধালয়—শ্রীঅমিলচন্দ্র শীল

১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

রুগ্ন-পঞ্জী (?) শালি

আপনার কোন জিনিষ রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে

পি, লাজ এণ্ড কোং

পোঃ বক্স নং ৩৭৭২ কলিকাতা

বিনামূল্যে আলোয়ান ও ঘড়ি

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত

জাওহার

১ দিনে জ্বালা-যন্ত্রণা দূর, ২ দিনে রক্ত-পুঁজ বন্ধ, ৩ দিনে রোগ-মুক্তি—

আল্লাহো আকবর

হানাফী

"ভোমরা একতো দুভকতে আলাহ্ প্রভু প্রাপ্তল কর এবং পঞ্চপ্পকার শিল্পিত হইও না।"

(পৌত্তলিক)

৭ই রজব—১৩৪৮ হিজরী
সোমবার,
২৩শে অগ্রহায়ণ—১৩৩৪ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা "হানাফীর" গ্রাহকবর্গকে অবগত করান যাইতেছে যে, টাকা পাঠাইবার এবং ঠিকানা পরিবর্তন সময়ে মনিঅর্ডার কুপনের উপরিভাগে ইংরাজী যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিবেন। নম্বর ব্যতীত কার্য্যে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব ঠিকানা জানাইতে ভুলিবেন না। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে ১০ দশ আনা পাঠাইতে হইবে। ইহা ব্যতীত কার্য্যালয়ের কোন কার্য্যের জন্য পত্র লিখিতে হইলে কার্য্যালয়ের টিকিট পাঠাইতে হইবে। টিকিট ব্যতীত কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হইবে না।

ঘরোয়া লীগ।

—বাঙ্গলার ভবাকবির মোশ্‌সেফ-সীজার যে আসলে একটা মোটা প্রতিভার ছাড়া আর কিছুই নয় এর অকাট্য প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর "সুরুচি" নাম্নী কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "আমার কবিতা পড়িয়া যদি কাহারও মনে কুভাব জাগে, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।" এ কথা যে কতবড় মিথ্যা তা তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। তাঁর কবিতা পড়ে কারো মনে কুভাব জাগে না, জাগে শুধু করুণা। তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয় তিনি যেন কবিতা লিখে পাঠকের উপর অত্যাচার করছেন

ন ওয়ায়েজীন, মোহাদ্দেস ফকিহ্ জনাব

সাহেব কৃত্তৃক প্রণীত প্রকাশিত

ভাব সমুহ

১৯। জফরা মসায়েল, ৩য় ভাগ ।০ আনা

২০। মজহাব মীমাংসা ১ টাকা

বর্ত্তমান আমলায় লোকের মনে যে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, উহার যুক্তি যুক্ত মীমাংসা লিখিত হইয়াছে।

১২। নেকাহ্ ও জাবাজা তত্ত্ব, ।/০ আনা

এই পুস্তকের সাহায্যে নেকাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সন্দিহ মসলা অবগত হইতে পারিবেন।

২২। ফেরকাতেন নাজীন, ॥০ আনা

৭০ ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা বেহেশ্‌ত যাইতে হাদার অকাট্য প্রমাণ সহ সবীমংসা করা হইয়াছে।

২৩। গ্রামে জো'মা, ।৵০ আনা

২৪। কেয়ামতের অকাট্য দলীল, ॥৵০ আনা

এই পুস্তকের পরিমেয়ে ১০টী যুক্তির দ্বারা বহু হাদীস দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে

২৫। ঈদকাকৈল হব ।৵০ আনা

অত্যন্তার বহু লিখিত আছে ইহাতে সর্ব বিষয়ে তাহাই লিখিতে হইয়াছে।

২৪। আখেরে জোহর, ।৵০ আনা

২৭। ফাতিগঞ্জে হাজা ও মোহাম্মদীয়ের বাহাছ ।/০

২৮। কামেয়োল মোবতাদোয়ন

প্রথম খণ্ড ৸০ আনা, ২য় খণ্ড ।০ আনা, ৩য় খণ্ড ।০ আনা।

২৯। হামী কেহ্ তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার

৩০। তাবিজাত

প্রথম খণ্ড মূল্য ১৷০ আনা, ২য় খণ্ড ৷০ আনা, ৩য় খণ্ড ৷০ আনা, ৪র্থ খণ্ড প্রস্তুত

৩১। ডরাণিসোল মোস্তেলিন

৩২। হজ্জের মাসায়েল ৸০ আনা

বাঙ্গালা ভাষী হাজীগণের আবশ্যক হব। অনেক হাজী কেবল রাস্তার খরচা আনেন, তাঁহারা কোন উচ্চ আওয়াজ পুস্তিকে লিখিত মসলা এবং সেই জন্য অনেক বিষয় ভুল করিয়া থাকেন, এজন্য এই পুস্তিকা বেশ করিয়া দেখা। এই কেতাবখানি সঙ্গে থাকিলে নিজ মোসেলেদের বহুবার তাবা সমাধা করিতে পারিবেন। বিস্তারিতরূপে সমুদয় শেওয়া আওয়ী ও হাদিছ দ্বারা মীমাংসা আবার লিখিত হইয়াছে

৩৩। ফলাহামতে জাহেলিয়ত মূল্য ৸০ আনা

৩৪। লক্ষ্মীপুরে হানাফী মোহাম্মদদের বাহাছ

মূল্য ৵ ২ আনা মাত্র

ইহাতে নমুনার বিরোধীদের মোকাবিলা পরাজয় স্বীকার করিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিবেন না।

৩৫। সিরাজসঙ্গেতা বাহাছ মূল্য ।/০ আনা

ইহাতে মৌলুদ, কেয়াম, মাফেল-মোশ্‌কে, গ্রামে জুমা ও ইহাকে প্রবাবের মীমাংসা করা হইয়াছে।

ইনকালোল-নাজেজা মূল্য ।/০ আনা

৩৭। নবাবপুরে হানাফী মোঃ মীলদের বাহাছ

মূল্য আট আনা মাত্র।

৩৮। গ্রামে জোম্মা নমাজে ব্রহ্মা পরিচয় ও সিদ্ধুস্নানের কওয়া, ।০ ৩০। রঙ্গপুরি, যুবরুর প্রকাশের কেতাব, মূল্য ৵০ আনা।

নিম্নোক্ত কেতাবগুলি ছাপা হইতেছে—

মিলাদে মোস্তফা বিরাট আর, তেফসিরুল কুরআন, মসলা ভাণ্ডার চতুর্থ ভাগ।

নন্দ পুচ্ছ, পোঃ ভাল্কী, ২৪ পরগণা।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্ব-হীনতায়

নব-জীবন বটিকা

ব্যবহারে আশা—ইহা যৌবনের অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধের নব-যৌবন।

নব যৌবনে অঙ্গে দিন উপরে যেসোপাত্র কৃত্ত অত্যাচার, অপব্যয়, ব্রহ্মচর্য্য উপেক্ষাদার। যৌবনে যে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও অকাল-বার্দ্ধক্য হইয়া থাকে, তাহা ইহা সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বৃদ্ধ বয়সে যাহাদের ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুক্ষয়, অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা ইহা সেবনে অল্প দিনের মধ্যে শরীরে নূতন শক্তি ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করিবেন। অল্প বয়সে অবিবাহিত এবং বিবাহিত যুবকগণ ইহা সেবনে অকাল-বার্দ্ধক্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য হইতে রক্ষা পাইবেন। ইহা সেবনে অল্প বয়সে বিবাহিত যুবকগণ

সারদা আইনের দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ

দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিবাদ সভা

আইন-অমান্যের বিরাট আয়োজন

দিনাজপুর—লালবাগ মসজেদ

লালবাগ মসজিদে ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিনাজপুর, বেঙ্গল ইসলাম মিশনের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সহর ও মফঃস্বলের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মসজিদ ও মসজিদ-প্রাঙ্গন লোক পরিপূর্ণ হয়। বিখ্যাত আলেম জনাব মওলানা মোহাম্মদ আইনউদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সাহেবের বক্তৃতার পর ইসলাম-প্রচারক মৌলবী মোঃ ইউসুফ আলী [illegible] সাহেব, মৌলবী সৈয়দ আবদুল করিম এলাহাবাদী সাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ তৈয়ুব সাহেব সারদা বিবাহ-বিল, মুসলিম জাতীয়তা, ও ইসলাম মিশনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়:—

(১) যেহেতু সারদা বিবাহ-বিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত; এই আইন পাশ হওয়ায় মুসলমানের শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং মুসলমানগণের হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হইয়াছে, অতএব দিনাজপুর বেঙ্গল ইসলাম মিশনের এই সভা উক্ত আইনের তীব্র-প্রতিবাদ করিতেছে।

(২) এই আইন যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজ যাহাতে ঐ আইনের কবলে না পড়ে, তজ্জন্য এই সভা ভারতের বড়লাট বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছে।

রিপোর্টার—মোহাম্মদ [illegible] হক।

নিচিন্তা—নোয়াখালী

গত ১৩।১১।২৯শে তারিখে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার এলাকাধীন নিচিন্তা মক্তব প্রাঙ্গণে মওলানা মোহাম্মদ সেরাজল হক সাহেবের সভাপতিত্বে বহু জন-পূর্ণ সভাতে নও-মুসলেম মৌলবী আবদুল্লাহ খাঁ সাহেবের ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার পর বিবাহ-বিলের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে আইনটী প্রত্যাহার করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

—রিপোর্টার।

রহিমপুর—ময়মনসিংহ

কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত রহিমপুর ভূঞা বাটীর মসজিদ-প্রাঙ্গনে বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিবস সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও ওয়ায়েজ তারাকান্দি সিনিয়র মাদ্রাসার হেড মুদারেছ জনাব মৌলানা আবদুল হাকেজ সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় পাঁচশত লোকের সমাগম হইয়াছিল। উক্ত সভায় স্থানীয় সুবক্তা হাফেজ এম, আবদুস্ সালাম ও ঢাকা জিলার বড়চাপা নিবাসী তরুণ বক্তা হাফেজ এম, আবদুস সামাদ সাহেবদ্বয় ধর্ম-শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় দীর্ঘকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেব সুললিত ভাষায় কোরান ও হাদিসের অকাট্য প্রমান সহ সুদীর্ঘকাল বক্তিতা প্রদান করেন। পরিশেষে "সারদার বিবাহ-বিল" সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং এই আইনের প্রতিবাদ করা হয়।

রিপোর্টার—এম, রইছ উদ্দিন ভূঞা।

মাঝিপাড়া—ঢাকা

বিগত ১৫ই নভেম্বর মাঝিপাড়া মসজিদ প্রাঙ্গনে স্থানীয় স্বনামধন্য তালুকদার মৌলবী আবদুল [illegible] সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ইসলামিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলবী দাইনদ্দিন আহমদ, [illegible] মোহাম্মদ মফিজদ্দিন, মোহাঃ ছলিমদ্দিন ভূঞা, মোহাঃ ইয়াছিন [illegible] প্রভৃতি শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সাহেব ও মৌলবী দাইনদ্দিন আহমদ সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় উপস্থিত লোকদিগকে ইসলাম-ধর্ম-প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যকতা এবং সারদা-বিলের শরিয়ত বিরুদ্ধতা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কতিপয় প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রিপোর্টার—তৈয়বউদ্দিন আহমদ।

নূরপুর—২৪ পরগণা

বিগত ১লা অগ্রহায়ন রবিবার ২৪ পরগনা ডায়মণ্ডহারবার অন্তর্গত নূরপুর ইউ-পি মক্তব মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বামনা নিবাসী জনাব মোঃ মকসুদর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে একটী জন-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মসজেদের ধর্মপ্রাণ মুছল্লীগণের চেষ্টায় উক্ত সভা আহুত হয় এবং ঐ সভায় বহু [illegible] হিন্দুও যোগদান করিয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

১। সারদার বিবাহ আইন মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী; সুতরাং উক্ত আইন হিন্দু-মুসলমান কিছুতেই মান্য করিতে পারে না।

২। এই আইন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাবাণীর ঘোর বিরোধী।

৩। এই সভা আশা করেন যে, বড়লাট বাহাদুর এই শয়তানী আইনের কবল হইতে শীঘ্র হিন্দু-মুসলমানকে মুক্তি দিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হউন।

রিপোর্টার—মুঃ মোহাম্মদ নায়েব আলী।

চরপাড়া—পাবনা

বিগত ২রা অগ্রহায়ন সোমবার দিবস অপরাহ্ন বেলা ২ ঘটিকার সময় স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে ক্ষুদিরাম বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থানীয় বহু হিন্দু-মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় স্থানীয় মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত জনাব আবদুল কাদের মিঞা সাহেব, ডাঃ মাখন লাল অধিকারী, অনুকূল চন্দ্র নিয়োগী, ননীলাল মণ্ডল, প্রভৃতি সারদা-বিলের অপকারীতা ও পরিনাম সম্বন্ধে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

"সারদা বিবাহ-বিল ইসলাম এবং হিন্দু-ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী, সুতরাং এই বিল যে সামাজিক পারিবারিক এবং সংসারিক শান্তি-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিধায় এই সভা উক্ত বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।"

রিপোর্টার—এ, এফ, এম, ডি; আজিম উদ্দিন মিঞা।

বাসুদেবপুর—রংপুর

গত ২৯শে কার্ত্তিক বাসুদেবপুর নামক স্থানে মাননীয় মৌলবী আবদুস সামাদ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সারদা বিবাহ-বিল রদের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া অন্যথায় আইন-অমান্য করিতে জন-সাধারণকে উৎসাহিত করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রিপোর্টার—মৌলবী করিম উদ্দিন আহমদ।

হাদল—পাবনা

পাবনা জেলার এলাকাধীন ফরিদপুর থানার অন্তর্গত হাদল মসজিদ প্রাঙ্গনে ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার দিন বাদ জুমা এক বিরাট জলসায় জনাব মওলানা মোহাম্মদ নুরল হক কথরুল মোহাদ্দেসিন মেদীনিপুরী সাহেব, সারদা বিবাহ বিলখানা যে শরিয়তের খেলাফ তাহা সকলকে ওয়াজ দ্বারা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন। সকলে আল্লাহো-আকবর রবে বিলখানার প্রতিবাদ করিয়া আইনটী জারী না করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রিপোর্টার—মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

ওয়ালীপুর—ত্রিপুরা

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হাজিগঞ্জ থানার এলাকায় গত ২রা নবেম্বর ওয়ালীপুর বাজারে চৌরাস্তা নিবাসী কাজী হবিবুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় অনেক হিন্দু-মুসলমান বক্তা সারদার শয়তানী বিবাহ-বিলের তীব্র প্রতিবাদ করে বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে ওয়ালীপুর নিবাসী মওলানা এ, এফ, আবদুস সাত্তার সাহেব সারদার অনাচারী বিবাহ-বিল হিন্দু-মুসলমানের পারিবারিক ও সামাজিক শান্তিময় জীবনের পক্ষে যে কতদূর অশান্তি ও অনিষ্টকর, তদ্বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বিবরিত ভাবে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান শ্রোতাগণকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর এই বিল সম্বন্ধে আলোচনার পর সভাপতি সাহেবের প্রস্তাব মতে এক প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রিপোর্টার—রেয়াজুদ্দীন আহমদ।

আমরাইল—যশোহর

বিগত ২৫শে আশ্বিন জিলা যশোহরের অন্তর্গত আমরাইল গ্রামের মাহমুদীয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে এক বিরাট জাতীয় সভার অধিবেশন হয়। সভায় কমলাপুর মুন্সরপুর রামনগর আমরাইল হাটবপুর অলিহপুর সিংহ-ফাজিলপুর ইত্যাদি ৮।১০ খানি গ্রামের প্রায় দুই হাজারেরও অধিক লোক হইয়াছিল। মাদ্রাসার হেড মৌলবী জনাব এ, এম, [illegible] হাসান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যশোহরের খ্যাতনামা আলেম ও বক্তা জনাব মওলানা আজিজর রহমান সাহেব শেষ বেলায় হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ এবং শিক্ষা বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। শেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারদার শয়তানী বিবাহ-আইনের ও ডাঃ গৌরের সহবাস সম্মতি বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র-প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—রিপোর্টার।

ধূসাইল—ফরিদপুর

সত্য সনাতন ইসলাম-ধর্ম বহির্ভূত শরিয়ত-বিরোধী বিকৃত সারদার বিবাহ আইন, গৌরের সহবাস সম্মতি বিল ও ফেলিস্তান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্গত কাশীয়ানী থানার অধীন ধূসাইল গ্রামে বিগত ২৫শে কার্ত্তিক রোজ সোমবার এক বিরাট জাতীয় সভার অধিবেশন হয়। সভায় অনুমান পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকাল ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। সভাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন—গোপালগঞ্জের গৌরব রাতৈল নিবাসী জনাব মওলানা মোহাম্মদ সেরাজল হক সাহেব।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভেই মৌলবী সিদ্দিক আহমদ সাহেব সত্য-সনাতন ইসলাম-ধর্ম্মের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজিদ, পবিত্র হাদিস ও অন্যান্য বিশ্বস্ত শরিয়তের কেতাব-সমূহ হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া সারদার বিবাহ আইন ও গৌরের সহবাস-সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক পূর্ণ আইন সঙ্গত-ভাবে বক্তৃতা করেন।

অতঃপর সুপরিচিত জনাব আজিজর রহমান সাহেব বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হন। তিনি বর্ত্তমান [illegible] সম্পর্কে জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় শ্রোতৃবর্গ তাঁহার ওয়াজ শ্রবণে বর্ত্তমান মোসলেম জনসাধারণের ব্যক্তিগত আইনের ক্ষুণ্নতায়, অপব্যবহারে ও হস্তক্ষেপের জন্য বিশেষ ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারদার বিবাহ আইন ও গৌরের সম্মতি বিলের প্রতিবাদ করিয়া, প্যালেষ্টাইনের বৃটীশ নীতির প্রতিবাদ করতঃ অবিলম্বে ব্যালফুর ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রিপোর্টার—মোঃ তাবারক হোসেন।

তালোড়া বন্দর, কাহালু বন্দর ও পাল্লাপাড়া—বগুড়া।

গত ২রা, ৪ঠা ও ৫ই অগ্রহায়ণ যথাক্রমে জনাব মৌলবী মোসলেম উদ্দিন খান সাহেব, জনাব ইউসুফ উদ্দিন খোন্দকার সাহেব ও জনাব মুন্সী ছটুমামুদ সাহেবত্রয়ের সভাপতিত্বে জেলা বগুড়ার প্রাগুক্ত তালোড়া, কাহালু ও পাল্লাপাড়া নামক স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত ও জনসাধারণের সমুপস্থিতিতে ৩টী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তালোড়া সভায় আক্কেলপুরী জনাব মৌলবী মকবুল হোসেন সাহেব, কাহালু ও পাল্লাপাড়া সভায় জনাব মৌলবী খোন্দকার [illegible] সাহেব ও আক্কেলপুরী সাহেব নানা বিষয়ে জন-হিতকর বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর প্রত্যেক সভায় হরবিলাস সারদার বিবাহ-বিলের তীব্র প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ভারতের গভর্ণর বাহাদুরের জ্ঞাতার্থে প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাব সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রিপোর্টার—আজ মহম্মদ তালুকদার।

বেগমগঞ্জ—ত্রিপুরা

ত্রিপুরা জেলার এলাকাধীন মুরাদ নগর থানার অন্তর্গত বেগমগঞ্জ হোছাইনিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এক বিরাট ধর্ম-সভার অধিবেশন হয়। রায় সাহেব হরবিলাস সারদার বাল্য-বিবাহ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্যই সভা আহুত হয়। সভায় প্রায় দেড় হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত মাদ্রাসার সেক্রেটারী ও হেড মৌলবী শাহ সুফি মওলানা মোহাম্মদ হোছাইন দিনাজপুরী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বহু গণ্যমান্য আলেম ফাজেল ও ওয়ায়েজিন বক্তৃতা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, সারদার বিবাহ-বিল শরিয়তের বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিলটীর প্রতিবাদ করিয়া আইনটী জারী না করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রিপোর্টার ছানাউদ্দিন আহমদ।

ভবানীগঞ্জ—নোয়াখালী

গত ১৪ই নবেম্বর তারিখে ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দোলা-কান্দি নিবাসী জনাব মওলানা আবুবকর মোহাম্মদ সিদ্দিক আতিক সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় প্রায় এক হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমে সভাপতি মওলানা সাহেব ও পরে মাদ্রাসার হেড মোদারেছ জনাব মওলানা মোহাম্মদ উল্লা সাহেব সারদার বিবাহ আইনের অপকারিতা সম্বন্ধে কোর-আন ও হাদিস দ্বারা বুঝাইয়া দেন। তাহাতে সকলে পবিত্র কোর-আনের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ ও সারদার বিবাহ আইন প্রণয়নকারী ও সমর্থনকারীদের প্রতি রোষ ও ঘৃণা সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন।

রিপোর্টার—মৌলবী আহমদ উল্লা।

বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সমিতি

জরুরী সভায় সারদা-আইনের প্রতিবাদ

গত ২৯শে নবেম্বর কলিকাতা ১২নং কাটুয়াকুঠি লেনে বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা-সমিতির এক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। পাঁচশত মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে মহীশূর পরিবারের মোসাম্মাৎ জাহানারা বেগম সাহেবা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

মোসাম্মাৎ মায়মুনা খাতুন, আমিনা বিবি, আয়েশা বিবি এবং অন্যান্য কতিপয় মহিলা সভায় বক্তৃতা করেন। বড়লাটকে সারদা-বিল প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়া এবং উক্ত বিলের প্রতিবাদে সারা বাঙ্গলার মোসলেম মহিলাদিগকে আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে রোজা রাখিতে অনুরোধ করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণান্তর সভা ভঙ্গ করা হয়।

দেশের কথা

শ্বেতাঙ্গ দুর্ব্বৃত্তের নরহত্যা

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ,—ডাফিন নামক একটী শ্বেতাঙ্গ তাহার ভৃত্য বাটিচেকে হত্যা করার অভিযোগে গ্রেফতার হইয়াছে। বিচারক যখন এই বিষয়ে পুলিশের অভিযোগ শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন মৃত বাটিচের বিধবা স্ত্রী [illegible] এর কর্মচারী সাক্ষী ও সাইমনসকে তাহার স্বামী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া এক আবেদন পেশ করায়, বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উভয় পক্ষের উকীলের সহিত আলোচনা করিয়া বিচারক পুলিশের মোকদ্দমা স্থগিত রাখেন ও বিধবাটির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

বিধবাটি সাক্ষ্যে বলে যে, ৪ঠা নভেম্বর অপরাহ্নে আহত হইয়া তাহার স্বামী সাইমনসের কক্ষে গমন করে, অতঃপর সাক্ষী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ ও প্রহারের শব্দ শুনিতে পায় এবং পরিশেষে মৃত বাটিচেকে বারান্দা হইতে পতনোন্মুখ দেখিতে পায়। সাক্ষী [illegible] উক্ত আসামী তাহার স্বামীকে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে থানায় গমন করতঃ সে কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করে, কিন্তু তাঁহারা কোনও ব্যবস্থা না করায়, সে বর্ত্তমান আবেদন পেশ করিতেছে। ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে।

শিক্ষক কর্ত্তৃক স্ত্রী-হত্যা

[illegible] হাই-স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রাধাচরণ সাহা বি-এ নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি প্রায় শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গত ২৮শে নভেম্বর রাত্রিতে তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট ভাত চাহেন। স্ত্রী [illegible]। পরদিন তাঁহার স্ত্রী যখন রন্ধন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি একটী দাও আনিতে বলেন, কিন্তু কাটিতে না পারিয়া স্ত্রীকে কাটিয়া দিতে বলেন। স্ত্রী তাঁহাকে প্রথমে ভাত ও পরে দাও দিতে বলেন। ইহাতে রাধাচরণ বাবু তাঁহার স্ত্রীর মুখে দা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকেন। মোট ১৩টী আঘাত করেন। প্রথম আঘাতেই স্ত্রী-লোকটির চুয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তিনি আর চীৎকার করিতে পারেন নাই। পর পর কয়টী আঘাতের ফলে স্ত্রীলোকটি সেই খানেই মারা যান। সেই সময় তাঁহার কোলে শিশু-সন্তান ছিল।

আসামীকে ধৃত করিয়া আদালতে আনা হয়। তখন তিনি আদালতে বলিয়াছেন, যেরূপ শাস্তি দেওয়া আদালত যোগ্য মনে করেন, সেইরূপ শাস্তিই তাঁহাকে দেওয়া হউক। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের সময় রাধাচরণ বাবু প্রকৃতিস্থ ছিলেন কিনা, সে জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে পাবনা পাঠান হইয়াছে।

বিবাহে বিভ্রাট

নব-দম্পতির সলিল-সমাধি

বরিশাল, ৩০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, একখানি নৌকা সাহেবগঞ্জ হইতে বরিশালে আসিতেছিল, সেই সময় চট্টগ্রাম মেল-ষ্টীমার তাহার নিকট দিয়া চলিয়া যায়। ফলে তাহাতে এমন ভাবে নদীতে তুফান হয় যে, [illegible] মাঝিরা তখন যে যে দিকে [illegible] সরিয়া পড়ে। [illegible] নামী এক বালিকার ও এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

প্রকাশ, নৌকাখানিতে এক দম্পতি বরিশালে যাইতেছিল। তাহাদিগের সঙ্গে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও ছিল। বরের কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না। কন্যা বিরজা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বিষম দাঙ্গা

এক জনের মৃত্যু

য শাহর জিলার মোহাম্মদপুর থানার অধীন চরছালামৎপুরে গত ২৩শে নভেম্বর বিষম দাঙ্গা হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে পুলিন সিংহ নামক একজন নমঃশূদ্র সর্দ্দার মারা গিয়াছে এবং আরও কয়েকজন অল্প-বিস্তর জখম হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত চরের দখল লইয়া নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে এই দাঙ্গা হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বালকের কৃতিত্ব

ব্যাঘ্রের কবল হইতে পিতামহীর উদ্ধার

মাদ্রাজ, ৩০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আট বৎসর বয়স্ক একটি বালক কিরূপে ব্যাঘ্রের কবল হইতে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বীরত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালকের পিতামহী ভিজাগাপটমের এক বাঁশবনে ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হয়। তখন বালকটী তাহার পিতামহীকে রক্ষা করে।

প্রকাশ, বালকটি ব্যাঘ্রটীর প্রতি অনবরত সুতীক্ষ্ণ পাথরসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে ব্যাঘ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। অবশ্য ইহার পর কয়েকদিন মাত্র বৃদ্ধাটি বাঁচিয়াছিল। ভিজাগাপটমের এজেণ্ট বালকটিকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

বাঘে-মানুষে লড়াই

ধানবাদে লোমহর্ষণ ব্যাপার

ধানবাদ হইতে দুইজন ভারতীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত এক চিতা বাঘের ভীষণ সংগ্রামের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাজগঞ্জের নিকটে একটি চিতা বাঘ আসিয়া এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে এবং বহু গরু ছাগল ইত্যাদি নষ্ট করিতেছে—এই সংবাদ পাইয়া ধানবাদের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেসার্স কাফু এবং বি, সরকারসহ ঘটনাস্থলে গমন করেন। উক্ত দল ব্যাঘ্রটির খোঁজ করিয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন ব্যাঘ্রটি দলস্থ এক জনকে আহত করিয়া নিকটবর্ত্তী ধানক্ষেত্রে লুক্কায়িত হয়। দলবল তখন ব্যাঘ্রটির খোঁজ করিতে থাকে। মিঃ সরকার মাঠের বিপরীত দিকে ছিলেন, ব্যাঘ্রটী হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। সরকার ব্যাঘ্রটিকে লাঠি মারিলে এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট গুলী করিলে ব্যাঘ্রটী তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং অপর দিকে যায় ও মিঃ কাফুরকে আক্রমণ করে। অতঃপর মিঃ কাফুর চিতাবাঘে উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া ধানের মাঠে গড়াইতে থাকে। মিঃ কাফুর ব্যাঘ্রটিকে আর একবার ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং যখন পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করে, তখন ব্যাঘ্রের গলা চাপিয়া ধরে ইত্যবসরে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট গুলী করিয়া ব্যাঘ্রের জীবন-লীলা সাঙ্গ করিয়া দেন।

মেসার্স কাফুর এবং সরকার ক্রমশঃই আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

পাঁচখোরী ডাকাতীর জের

৯ জন গ্রেফতার ও বহু খানাতল্লাস

ঢাকা, ১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি পাঁচখোরী ও কান্দাইলে ২টা ডাকাতী হওয়ায় ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ প্রায় ৩০ খানা বাড়ী খানাতল্লাস ও ৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুলিশ অনেক মাল আস্কারা করিয়াছে।

পাঁচখোরীতে ডাকাতরা ৫ হাজার টাকা নগদ ও ১টী দুনলা বন্দুক লুণ্ঠন করে; বন্দুকটী গৃহস্বামীর।

মফঃস্বল-সংবাদ

ধুবড়ী ভাসানী-চরে

বঙ্গ-আসাম মোসলেম কনফারেন্স ও ইসলামিয়া মেলার নিয়মাবলী

স্থান-ভাসানী-চর—ধুবড়ী টাউনের দেড় মাইল দক্ষিণ।

তাং:—১১ই, ১২ই, মাঘ সন ১৩৩৬ সাল

১। এই কনফারেন্সে [illegible] সংরক্ষণ, মুসলমান জাতির শিক্ষার সুব্যবস্থা, সামাজিক, ধর্ম-বিষয়ে ও অপব্যয়-জনিত কুপ্রথা নিবারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধন, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি সংস্থাপন, দেশবাসীর মধ্যে নানাপ্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে।

২। যাঁহারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সভায় কোন রূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১লা মাঘের পূর্ব্বে সেক্রেটারীর নিকট তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতে হইবে।

৩। যে দিবস যিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বা বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। সভাপতি যাঁহার জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, তাহা ব্যতিক্রম করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না।

৪। যাঁহারা কনফারেন্সে যোগদান করিবেন তাহাদিগকে পরিবারভাবে আহারীয় বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত সভা-মণ্ডপের নিকটবর্ত্তী স্থানে নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের দোকান থাকিবে। যাঁহাদের ইচ্ছা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। [illegible] বিছানা ও শীতবস্ত্র সঙ্গে আনিবেন।

৬। সভাস্থলে কোন প্রকার [illegible] বা মতভেদ জনিত মসলা লইয়া তর্ক বা প্রয়োজন চলিবে না।

৭। কনফারেন্স মণ্ডপে প্রবেশ [illegible] ও ওয়াজ-বক্তৃতা এবং ঘোড়দৌড় ইত্যাদি দর্শন জন্য কোন রূপ টিকেট আদি ক্রয় করিতে হইবেনা। তবে যাহাতে এই অনুষ্ঠান ও জাতীয় মহোৎসবে সকলতার সহিত সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও প্রার্থনা ও যথা সম্ভব আর্থিক সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নগদ টাকা পয়সা গরু ছাগল মুরগী মাছ ডাল চাউল, তরকারী ইত্যাদি যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে। [illegible]

সভার প্রথম দিবসের কার্য্য—অর্থাৎ ১১ই মাঘ তারিখের কার্য্য:—

প্রত্যুষে—ধুবড়ী ষ্টেশনে বিভিন্ন স্থানের আগন্তুক নেতৃবর্গের সাদর অভ্যর্থনা।

অপরাহ্ণে—১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কনফারেন্স মণ্ডপে সভার কার্য্য চলিবে।

রাত্রি—৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত লাঠি খেলা হইবে।

২য় দিবস অর্থাৎ ১২ই মাঘ তারিখের কার্য্য:—

প্রাতেঃ—৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ঘোড়-দৌড় হইবে।

অপরাহ্ণে—১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সভা মণ্ডপে ওয়াজ-বক্তৃতা চলিবে।

রাত্রি—৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নানা প্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চার কৌশল প্রদর্শন।

তৃতীয় দিবস অর্থাৎ ১৩ই মাঘ তারিখের কার্য্য:—

প্রাতেঃ—৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সাইকেল প্রতিযোগিতা। ১০।টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সন্তরণ প্রতিযোগিতা।

অপরাহ্ণে—১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ওয়াজ বক্তৃতা হইবে।

রাত্রি—৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত [illegible] ও নানাপ্রকার ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন। ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শিল্পী ও ব্যায়াম প্রদর্শনকারিগিরকে পুরস্কার বিতরণ।

খাদেমোল এসলাম—মোঃ আবদুল হামিদ খাঁ, সেক্রেটারী ভাসানীর চর মোসলেম কনফারেন্স, পোঃ ধুবড়ী (আসাম)।

রংপুর—পাকুড়িয়া শরীফে

বিরাট ইছালে-ছওয়াব সভা

গত ৩০শে কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে জেলা রংপুরের অন্তর্গত বেতগাড়ী পোষ্টাফিসের অধীন পাকুড়িয়া শরিফের পীর সাহেবের বাটীস্থ প্রাঙ্গণে উত্তর বঙ্গের খ্যাতনামা পীর ও মোরশেদ মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ কসিম উদ্দিন সাহেব মরহুম মগফুরের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক ইসালে-সওয়াব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হজরত পীর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র জনাব মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও মওলানা শাহ মোহাম্মদ আকরাম-উল হক সাহেবদ্বয় প্রতি বৎসর বিশেষ এন্তেজাম ও সাফল্যের সহিত এই বিরাট ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। এবার উক্ত সভায় রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়া, কুচবিহার, দার্জ্জিলিং, ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে অন্যূন কুড়ী হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের খ্যাতনামা পীর ও মোরশেদ হাদিয়ে-জামান মওলানা শাহ সুফী সৈয়দ মোহাম্মদ একরামুল হক, পীর সাহেব উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গ-বিখ্যাত আলেম ও হাদী জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব ও "হানাফী"র দেশ-বিখ্যাত সম্পাদক জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব শুভাগমন পূর্ব্বক দুইদিন পর্য্যন্ত প্রাণস্পর্শী ওয়াজ ও বক্তৃতা করিয়া সমাগত লোকদিগের হৃদয় বিমুগ্ধ ও বিগলিত করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানীয় আলেমদিগের মধ্যে [illegible] জনাব মৌলবী আমিরুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা বিশেষ ভাবে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। সভার শেষে সারদা-আইন ও গৌরী-বিলের প্রতিবাদ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমর্থন-সূচক কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রিপোর্টার—রংপুর।

বঙ্গীয় প্রজা-পার্টি রিলিফ কমিটী

চাঁদা প্রাপ্তি-স্বীকার

জমা:—

পূর্ব্বের জের	১৮১॥৵০
মোহাঃ আবদুল করিম গাজী, চণ্ডিপুর মাদ্রাসা, পোঃ চিংড়াখালী, খুলনা।	৬।৵০
হাজী আজিমুদ্দিন চৌধুরী, আনন্দবাড়ী, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রংপুর।	১০৲
মৌলবী মোহাম্মদ ইউনুস, হেড-মৌলবী সল্লা জুনিয়ার মাদ্রাসা, পোঃ পাইকপাড়া, ত্রিপুরা।	১৲
মৌলবী দেলওয়ার হোসেন, সেরেস্তাদার মুনসেফ কোর্ট, মেহেরপুর, নদীয়া।	৫৲
কাজী আবদুল ওয়াহেদ, বেরইল, পোঃ লোহাট, যশোহর।	৫৲
মোট ...	২০৯৲

খরচ:—

বগুড়া ইয়ং মেন্‌স মোসলেম এসোসিয়েশন জুরী ক্যাম্প, ৩ কিস্তি	৬৫৲
ফরিদপুর খাদেমুল-এনসান সমিতি—সালচাপড়া ক্যাম্প, ৩ কিস্তি	৮৫৲
ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ সাহায্য	৫৲
মনি-অর্ডার কমিশন	১৸০
অন্যান্য বাজে খরচ	১॥০
মোট ...	১৫৮।০
মজুদ তহবিল	৫০৸০

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রজা-পার্টি রিলিফ কমিটী।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আহলে হাকিম

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা।

THE HANAFI

A Weekly Organ of the Moslem Public Opinion.

Office :—47 Ripon Street, Calcutta.

৫ম বর্ষ] ৩রা জমাদিয়াল-আউঅল,—১৩৪৮ হিঃ সোমবার—২১শে আশ্বিন—১৩৩৬ ইংরেজী—৭ই অক্টোবর—১৯২৯ [১১শ সংখ্যা

ডাঃ গেভিন সাহেবের বিখ্যাত সেই—
সালসার শ্রেষ্ঠ
জ্যানজিন
প্রসবের পর হইতে রক্ত পরিষ্কার, গেঁটে বাত, ব্যথা, গায়ে ঘা প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।
প্রাপ্তিস্থান:—জারমলীন লিমিটেড,
হেড অফিস:—৪২ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ গেভিন সাহেবের বিখ্যাত সেই—
সর্ববিধ-জ্বরের-ধন্বন্তরী
জারমলীন
জ্বরের যম ... পল্লীর চিকিৎসা নাই।
"জারমলীন" সর্বত্র পাওয়া যায়, অথবা—জারমলীন লিমিটেড,
হেড অফিস:—৪২ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধবল রোগের মহৌষধ
মোহাম্মদ গুলজার আলি
৪১ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হতাশ প্রসূতির একমাত্র আশা—
স্বামীর পারদ কিম্বা উপদংশ বিষ থাকিলে সন্তান ও প্রসূতির শরীরে এই রোগ প্রকাশ পায়। সন্তানের মস্তকে ও শরীরে নানাপ্রকার বিকৃত ... দেখা দেয়, তখন প্রসূতি হতাশ হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই দাশরথি কবিরত্নের স্বর্ণঘটিত অমৃতকুণ্ড সালসা সেবন করিলে সত্বর আরোগ্য হয়। আমরা রাশি রাশি আরোগ্য সংবাদ ও আশীর্বাদপত্র পাইয়াছি।
মূল্য এক শিশি ১৲, মাঃ ।০, তিন শিশি ২৷০ টাকা; মাঃ ৸০ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন।
২ নং হাঁস লেন, বেলেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

উর্দু তরজমা নয়
বঙ্গানুবাদ
কোর্‌আন শরীফ
প্রথমে এক সাইন আরবী ও আরবীর নিচে উর্দু তরজমা ও তাহার নীচে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ...
আলতাফ বুক এজেন্সী, ৩৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

স্বদেশী ফুটবলের কারখানা
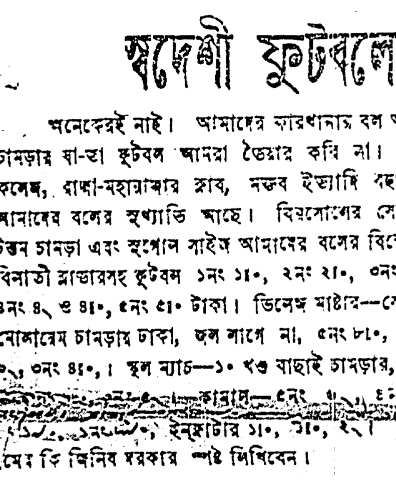
বেঙ্গল স্পোর্টস এজেন্সী, ৫২ নং ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলর এণ্ড কোম্পানির দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম
টাকা। ঠিকানা—টেলর এণ্ড কোং, বরাহনগর, কলিকাতা।

বিফলে ১০০৲ টাকা দণ্ড দিব
ডাঃ এস্‌, ডি, শরের ক্রিমি-রেমেডী—ইহার এক মাত্রা সেবনে সর্বপ্রকার ক্রিমি বাহির হয় ...
এস্‌. আই. কার্ম্মেসী, খারুয়া, পোঃ পাইকড়া ময়মনসিংহ।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ
৪৭২ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা
এখানে দুই মাস হইতে ভর্তি করা হয়।

গ্রেস, বিশ্বাস এণ্ড কোং
বন্দুক, রাইফেল ও রিভলভার বিক্রেতা।
৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
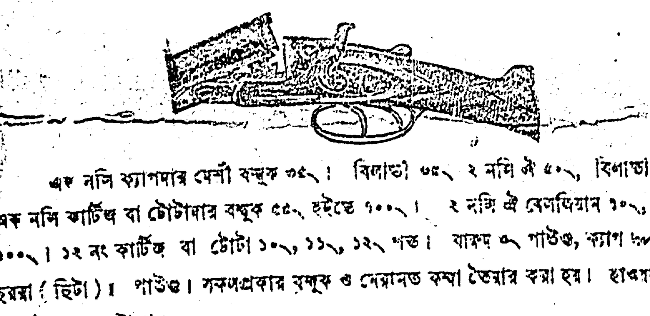

অর্দ্ধ শতাব্দী পরীক্ষিত—ডবলিউ মেজরের
ইলেক্ট্রো সার্সা পারিলা
পারদ ও রক্তদুষ্টির মহৌষধ
পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র
মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
সর্বত্র পাওয়া যায়।
ক্লাইভ মেডিক্যাল হল (বিভাগ নং ৩০)
৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ মাত ক্রিম

পূজা উপলক্ষে প্রথম তারিখ পর্য্যন্ত
নিম্নলিখিত দামে দেওয়া যাইবে
এমন স্বর্ণ সুযোগ হারাইবেন না
সত্বর অর্ডার দিন
সকল প্রকার স্বর্ণের অলঙ্কার আমাদের এখানে পাওয়া যায়। আমরা কোন লোক ঠকান ... জানাইতেছি যে, আমাদের এখান হইতে যাঁহারা কেমিবেল গহনা একবার লইয়া ব্যবহার করিবেন, তাঁহাকে আবার বাধ্য হইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের জন্য লইতে হইবে।
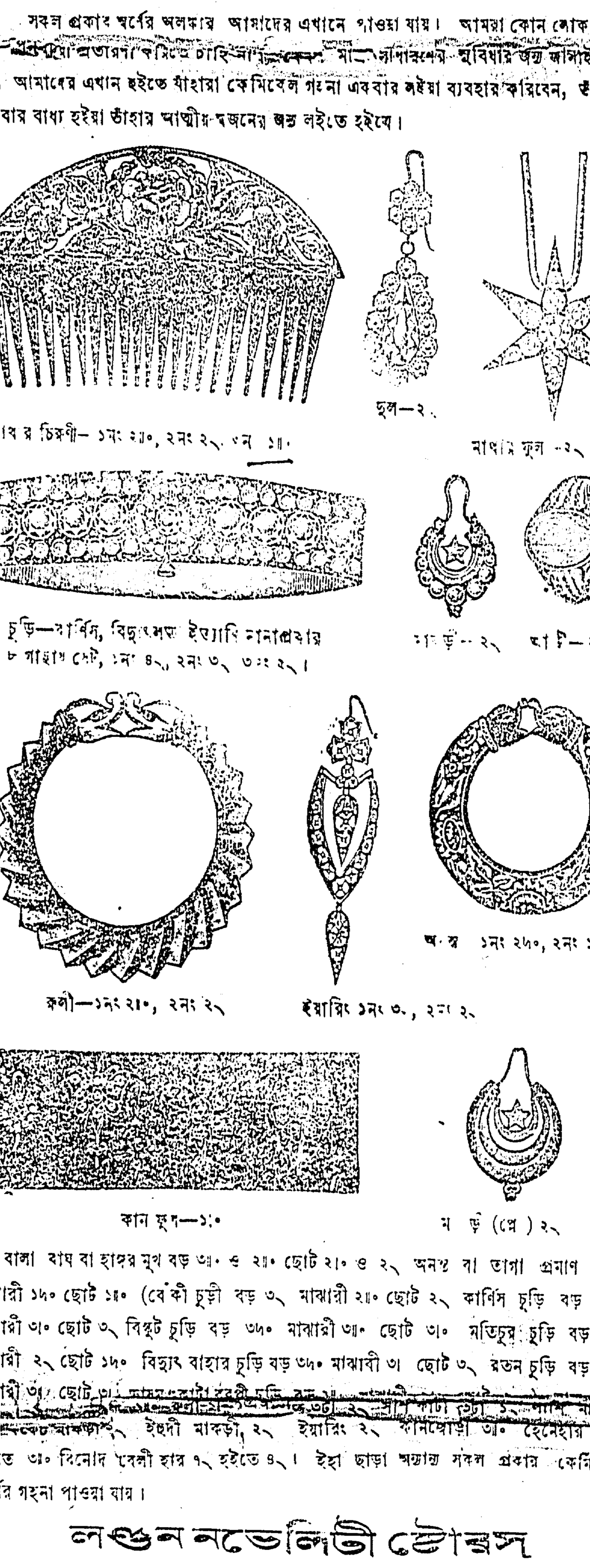
মাথার চিরুণী—১নং ২৷০, ২নং ২৲, ৩নং ১৷০ — দুল—২৲ — মাথার ফুল—২৲
চুড়ি—পার্শি, বিদ্যুৎমালা ইত্যাদি নানাপ্রকার ৮ গাছায় সেট, ১নং ৪৲, ২নং ৩৲, ৩নং ২৲। — মাকড়ি—২৲ — আংটি—২৲
কলী—১নং ২৷০, ২নং ২৲ — ইয়ারিং ১নং ৩৲, ২নং ২৲ — অনন্ত ১নং ২৷০, ২নং ১৷০
কান ফুল—১৷০ — মাকড়ি (প্রে) ২৲
বালা বাঘ বা হাঙ্গর মুখ বড় ৩৷০ ও ২৷০ ছোট ২৷০ ও ২৲ অনন্ত বা তাগা প্রমাণ ২৷০ মাঝারী ১৷০ ছোট ১৷০ (বেঁকী চুড়ী বড় ৩৲ মাঝারী ২৷০ ছোট ২৲ কার্ণিস চুড়ি বড় ৩৷০ মাঝারী ৩৷০ ছোট ৩৲ বিস্কুট চুড়ি বড় ৩৸০ মাঝারী ৩৷০ ছোট ৩৷০ মতিচুর চুড়ি বড় ২৷০ মাঝারী ২৲ ছোট ১৸০ বিদ্যুৎ বাহার চুড়ি বড় ৩৸০ মাঝারী ৩৲ ছোট ৩৲, রতন চুড়ি বড় ৪৲ ... ইহুদী মাকড়ী ২৲ ইয়ারিং ২৲ ... হইতে ৩৷০ বিনোদ বেনী হার ৭৲ হইতে ৭৲। ইহা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার কেমিবেল স্বর্ণের গহনা পাওয়া যায়।
লণ্ডন নভেলিটী ষ্টোরস
পোঃ বক্স নং ৬৮-১৬ কলিকাতা।

হাকীম খলিলুল্লা সাহেবের
ক্রাউন মার্কা
শূল-কেশরী
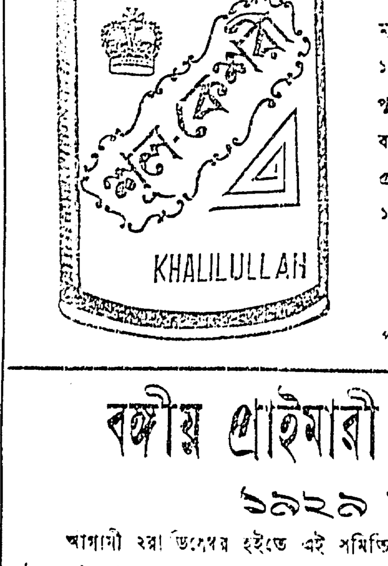
পিত্তশূল, অম্লশূল, ও বলিকা বেদনার মহৌষধ। ৩ দিন সেবনে বেদনার উপশম হয়, ১৫ দিনে পূর্ণ আরোগ্য এবং ১ মাসে পুনরাক্রমণ হইতে চিরমুক্ত ... বহু হাকীম ডাক্তার ... কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য —১৸০ ... ১৮ নং কুমারটুলি ঢাকা।
এজেণ্ট:—মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০২ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বঙ্গীয় প্রাইমারী বার্ষিক পরীক্ষা
১৯২৯ সাল।
আগামী ২রা ডিসেম্বর হইতে এই সমিতির প্রাথমিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ক্লিপ ও ড্রইং ব্যতীত বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক হইতে নূতন কারিকুলাম অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে, পাঠশালা ও মক্তবের প্রশ্ন ও শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ বঙ্গীয় বিভিন্ন জেলার শিক্ষক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক আধুনিক উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইবে।
অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর পাশ করা ছাত্রের নাম কাগজে উঠাইয়া দেওয়া হইবে। প্রশ্নের মূল্য ৫ম ও ৪র্থ শ্রেণী ৵০, ৩য় শ্রেণী ৵১০, ২য় শ্রেণী ৵১০, ২য় শ্রেণী ৵০ ও ১ম শ্রেণী /১০ হিসাবে মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা, প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ও সাহিত্যের নাম আগামী ১৮ই নবেম্বরের মধ্যে নিয়মিতভাবে পাঠাইলে পরীক্ষার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে সমিতির নিজ ব্যয়ে রেজিষ্টারী প্যাকেটে প্রশ্ন পাঠান হয়; কিছু টাকা অথবা ছাত্র সংখ্যা পাঠাইলেও প্রশ্নপত্র ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠান হয়; কিন্তু মাশুল গৃহীতাকে দিতে হয়। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিবার অভিপ্রায়ে অর্ডার দিয়া সমিতির ক্ষতি করিবেন না।
যে দিন পরীক্ষা গৃহীত হইবে, তাহার মুদ্রিত তালিকা মুদ্রিত তালিকা প্রশ্নপত্র সহ প্রেরিত হইবে, ইহা ব্যতীত শিক্ষক মহোদয়গণকে প্রত্যেক শ্রেণীর এক সেট করিয়া অতিরিক্ত প্রশ্ন দেওয়া যাইবে। ... স্কুলের নাম, ঠিকানা ও প্রেরিত টাকার পরিমাণ কুপনে ও পত্রে খোলাসা ভাবে লিখিতে ভুলিবেন না। অপর কোন বিষয় জানিতে হইলে সেক্রেটারীর নিকট লিখিবেন।
বিনীত—সেক্রেটারী, প্রাইমারী শিক্ষক সম্মিলনী,
আফিস—নামুজা, পোঃ বুড়িগঞ্জ, বগুড়া।

তাবিজে শেফা
পাক কোরান শরিফের বিশেষ বিশেষ আয়াত ছহি হাদিস শরিফে বর্ণিত ... অলি-আল্লাহগণের মনোনীত তাবিজাত ও তদবীর সমূহ একত্রিত করিয়া এই অমূল্য তাবিজে শেফা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ... ইহাতে শেরক, বেদাত অথবা ঈমান-বিনাশকারী কোন কথা নাই ... অথচ ইহাতে খোদার ফজলে সকল প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি, জেন-পরী ও ভূত-প্রেতের আছর, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে, সর্প-বিষের প্রাণনাশক ক্রিয়া এবং ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তুর উৎপাত উপদ্রব অচিরে আরোগ্য ও দূরীভূত হইয়া জীবনের শক্তি, সৌন্দর্য্য, সাহস ও ঈমান বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে কোন অভিজ্ঞ আলেম ও বোজর্গ পীরের নিকট "তাবিজে শেফার" অনুরূপ এক একটী তাবিজ লিখাইয়া লইতে গেলে অন্যূন ১৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত নজর দিতে হইবে। কিন্তু জনসাধারণের হিতসাধনের জন্য মাত্র ।০ আনা হাদিয়া লইয়া এই অমূল্য "তাবিজে শেফা" বিতরণ করিতেছি। প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভগ্নি অবিলম্বে ইহার এক একটী তাবিজ সংগ্রহ করিয়া অতি সত্বর ব্যাধির হস্ত এবং উহার অনিষ্ট আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া নিজের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জীবনের সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করুন।
প্রাপ্তিস্থান:—ম্যানেজার—"তাবিজে শেফা" কার্য্যালয়;
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জগদ্বিখ্যাত — বহুপরীক্ষিত
অদ্ভুত রতি শক্তি
ফকির, গুণ ও মালিশ
পুরুষত্ব-হীনতার অমোঘ অস্ত্র
চূর্ণ—ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলবৎ তরল শুক্র গাঢ় করে। প্যাকেট ১ আনা।
মালিশ অথবা অঙ্গ বটিকা—ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ, সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১৲, বটী ২৲।
এমছাক বটিকা নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১টা ১৲ টাকা।
হাকিম মৌলবী কাজী আফাজউল্লা
অদ্ভুত রতিশক্তি অফিস, ২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
সেণ্ট্রাল এভিনিউর পশ্চিম, কলিকাতা।
অর্ডারের সময় ... কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন।

বন্ধুবেশিয়া সহজ উপায়ে
হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—৵৫ পয়সা ও /১০ পয়সা ড্রাম।
গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোমিও কলেজ প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়। ঔষধ ক্রেতাদিগকে সর্ব্বোচ্চ কমিশন দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন।
ক্রিসেণ্ট ফার্ম্মেসী, ২৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ভগ্ন-জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, হতাশ-রোগীর আশা-সম্পদ;
জীবনী-শক্তি সম্পন্ন এমন তেজস্কর ও বল-বর্দ্ধক ঔষধ আর আবিষ্কার হয় নাই।
বৃদ্ধকে যুবার ন্যায়, অক্ষমকে সক্ষম ও নির্জ্জীবকে সজীব করিতে
গণো-রিলিফ
ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।
ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ... বিদূরিত করিয়া অপরিমিত ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি করে। ... তবে হতাশ হইবেন না, ভগ্ন-জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু
গণো-রিলিফের
আশ্রয় গ্রহণ করুন।
ইহা অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অত্যধিক মানসিক চিন্তা অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি অবসাদ দূর করে। যৌবন থাকিতে যৌবনের ক্ষমতা থাকে না। দুর্ব্বলতার জন্য মনের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে না। আহার্য দ্রব্য সহজে হজম হয় না প্রভৃতি নানা রোগ থাকিয়া শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলে,—এমন দুর্দ্দিনেও রোগ কাষ্ঠ হইলে আমাদের "গণো-রিলিফ" এর আশ্রয় গ্রহণ করুন আবার দেহে যৌবনের উদ্দাম-শক্তি লাভ করিয়া চির আকাঙ্ক্ষিত নব-যৌবন লাভ করিবেন। "গণো-রিলিফ" সুস্থ শরীরে সেবন করিলে আয়ু ও স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। ... মূল্য প্রতি কৌটা ২৲ টাকা ... কৌটা ১০৲ টাকা।
ম্যানেজার—রিলিফ কার্ম্মেসী
৭৩।১ সি নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্নের
কেতকী কুসুম তৈল
সৌগন্ধে ও উপকারিতায়
কেশ তৈলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।
যাঁহাদের অল্প বয়সে কেশ উঠিয়া যাইতেছে,
এবং কিছুতেই কেশ বাড়িতেছে না,
কিম্বা অল্প বয়সে কেশ পাকিতেছে তাঁহারা একবার
আমাদের "কেতকী কুসুম তৈল"
ব্যবহার করিয়া দেখুন, অচিরে ফল পাইবেন, ইহা একবার মালিশ করিলে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং সুগন্ধে প্রাণ মুগ্ধ হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।০ আনা, ৩ শিশি ২৷০, মাঃ ৸৵০ আনা।
কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২ নং হাঁস লেন, বেলেটোলা ষ্ট্রীট পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

হাকিম মৌলবী হাসিরুদ্দিন আহমদ সাহেবের
ইউনানী মতে প্রস্তুত
মুতে-জদীদ
... রেজিষ্টারী করা
ধাতুদৌর্ব্বল্য, অশক্ততা, অকালবার্দ্ধক্য ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে ... পৃথিবীতে এমন ঔষধ নাই।
... ইহা ১৫০ প্রকার মসলা ইত্যাদি ... মূল্য ৩৲ টাকা, ৩ শিশি ৮৲ টাকা ...
ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারীকৃত, ৩০ বৎসরের পরীক্ষিত

মুবারক
... কুয়ত-জদীদ কার্য্যালয়।
বরুণ্ডপুর, পোঃ প্রতাপনগর, ২৪ পরগণা।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত।
৬৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু হাকিমের প্রশংসিত
শান্তিরস সালসা
যাবতীয় বাত, বেদনা, ফুলা, পক্ষাঘাত, পারদ ও গরমির দোষ, নানা প্রকার রক্ত-দুষ্টি, খোষ, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করিতে ও ধাতুপুষ্টি, দেহে বল সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়।—ইহা মূল্যবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত। দূষিত পদার্থ বিবর্জিত। সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয়।
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
হেড অফিস:— ৫০১৩ (খ) অপার চিৎপুর রোড } মূল্য ৩৷০ কলিকাতা। { ব্রাঞ্চ অফিস:— ৩১২(গ) বর্দ্ধমান ষ্ট্রীট।

সুবর্ণ সুযোগ !! — সুবর্ণ সুযোগ !!!
কেবলমাত্র এক মাসের জন্য
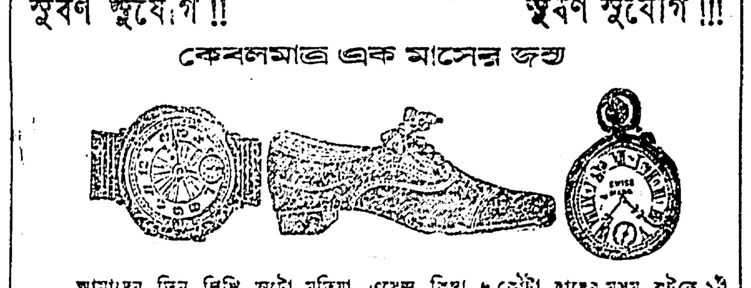
আমাদের তিন শিশি অটো মতিয়া এসেন্স দিয়া ৮ কৌটা পাদের মসম লইলে ১টি ছোট সাইজ মুখ খোলা দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহারে খারাপ হয় না, রেলওয়ে টাইম টাইমকীপার ওয়াচ ঘড়ি ১টি, গোল্ড গিল্ট করা ফ্যান্সী টাই ক্লিপ ১টি, প্লেভি ১ খানি, মোজা ১ জোড়া, রুমাল ১ খানি, আয়না ১ খানি, চিরুণী ১ খানা, সাবান ২ খানি, ... ১৪৪টি, সূতা ১ বাণ্ডিল, ক্লিপ ১টি, ফাউণ্টেন পেন ১টি, ১নং বল ১টি, ২২৲ দরের গোল্ড প্লেট স্বর্ণের আংটি ১টি, (ইহা পোড়াইলে খারাপ হয় না), কাঁটা ১২টি, ... ২৫ খানা, ... ১২টি, সেফটি পিন ১০টি, ইয়ারিং ১ জোড়া, কানের টাব ১ জোড়, পার্শী মাকড়ী ১ জোড়, ... চাবী, মনে রেখো এসেন্স ১ শিশি, নিব ১২টি, বালা ১ জোড়, বন্দুক ১টি, গেলাস ১টি, ছুরী ১টি, কাঁচি ১টি, ব্যাগ ১টি, জুতার কালী ১ কৌটা, মিলিটারী ক্রম ছিলের জুতা ১ জোড়, (পায়ের মাপ পাঠাইবেন) মূল্য ১৷০, মাঃ ৷৵০ আনা।
বেঙ্গল এজেন্সী,
২০নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

সকল রকম চশমা সুলভে পাইবেন
এক টাকায় দাঁত বাঁধাইতে চান —তবে
১০৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার (ট্রাম ডিপোর সম্মুখে)
জে, দাস কোম্পানীর দোকানে যান।

বিনামূল্যে প্রতি ফুটবলের সহিত ১টি ইহরেল পাইবেন, বেশী লেখা আড়ম্বর মাত্র। আমাদের জিনিষ যে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত, তার জন্যে গ্যারান্টী ও অপছন্দে বদলে দিয়া থাকি। ব্লাডার সহ ভাল বল ১নং ১৷০, ২নং ২৲ ... মাঃ স্বতন্ত্র।
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা—দি ক্যালকাটা স্পোর্টস্ ডিপো,
২৯৬।১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

কুষ্ঠ
৯১ বিডন ষ্ট্রীট
সর্বপ্রকার ক্ষত, কুষ্ঠ, পারদ, কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, অসাড়, পাঁচড়া, একজিমা, গ্লীহোদর, গুহ্যদ্বার ক্ষত ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা
—প্রশংসাপত্র—
সাধাঃখুড়ি অ'সাম হইতে জনৈক আসাহ্‌ফদিন খাঁ লিখিতেছেন আমি ৯ বৎসর যাবৎ কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিলাম, আমার সর্বাঙ্গে ঘা, কালো কালো দাগ ... কবিরাজ মহাশয় ... আমি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি ...
শালিখা কুষ্ঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাম্পচটি
৪নং হরগঞ্জ রোড, শালিখা (হাওড়া)

ডাঃ ডানের সেক্স-ডিলাইট
বীর্যক্ষয়, ধাতুক্ষয় ও শুক্রদূষিত এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, বীর্যতারল্য অকালবার্দ্ধক্য, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুরোগের অমোঘ মহৌষধ। ... মূল্য—প্রতি শিশি ২৲, তিন শিশি ৫৲ টাকা।
বিশেষ দ্রষ্টব্য—সেক্স ডিলাইট এর সহিত আমাদের "তাজিক প্রণালী" ... দেখুন।
দি গ্লোব ল্যাবরেটরী
১১ নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপকার না হইলে ৫০০৲ টাকা দণ্ড দিব
সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত ডাঃ এম্‌ রহমানের অবিখ্যাত
সেই—ক্রিমির-অনল
ইহার এক পুরিয়া সেবনেই সম্পূর্ণ ক্রিমি আরোগ্য, মূল্য পাঁচ আনা মাত্র, ডজন ২৷০ আনা। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, ব্যবসায় ব্যবস্থা চাই, এজেণ্ট চাই।
সান্‌লাইট ফার্ম্মেসী, খারুয়া, পোঃ পাইকড়া, ময়মনসিংহ।

বঙ্গদুনিয়া

গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে এতদ্দ সোহরাবর্দিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার জন্য একজন ম্যাট্রিক ও অভিজ্ঞ হেডমাষ্টার শিক্ষক পাশ হেড পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন ২১৲ হইতে ২৫৲ টাকা আহার ও বাসস্থান ফ্রি। মাসে বৃদ্ধির আশা আছে। পাশের ইংরাজী জানা আবশ্যক। কর্মপ্রার্থিগণ আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যে ... দরখাস্ত করিবেন। ... আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—হাজী আনাম মফলা
সোহরাবর্দিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসা
পোঃ ... (যশোহর)।

নাগেশ্বপুর গভর্ণমেণ্ট এইডেড জুনিয়ার মাদ্রাসার জন্য মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে একজন নর্ম্মাল পাশ হেড পণ্ডিতের প্রয়োজন আহার ও বাসস্থান ফ্রী। ... শীঘ্র আবেদন করিতে হইবে।

সেক্রেটারী—নাগেশ্বপুর মাদ্রাসা,
পোঃ পুড়া, জেলা ২৪ পরগণা।

জিলা ময়মনসিংহ মহকুমা জামালপুর থানা ইছলামপুর অন্তর্গত সাভিয়াক্তা ইসলামীয়া মাদ্রাসার জন্য একজন নর্ম্মাল পাশ ... মৌলবী আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫৲—২০৲ টাকা। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। আহার ও বাসস্থান ফ্রি, ... প্রত্যেকে ... আবেদন করিবেন।

যোগ্যতা অনুসারে বেতন ... সেক্রেটারী সাভিয়াক্তা ইসলামীয়া মাদ্রাসা,
পোঃ ... জেলা ময়মনসিংহ।

ঈমানদারের চিরসাথী—

—মোমেনের প্রকৃত বন্ধু—

হেমায়েল-শরীফ

... আপনি কি মুসলমান? ... যদি তাহাই হয়, আপনার ... আপনি কি হেমায়েল শরীফ লইয়াছেন? ... আপনার ... দুঃখ-দুর্দ্দশা ... হইয়াছেন কি?

—যদি তাই হয়—

তবে—খোদার কালামের প্রতি ঈমান আনুন এবং পবিত্র শরেকদের মহত্তম দান—"কোরান-মজীদ" অতি সুন্দর অক্ষরে আরবী ... ছাপা হইয়াছে ...

হেমায়েল-শরীফ

এখানা সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে গৃহে রাখুন। ... মূল্য ৩৲ ... নগদ ... মাত্র।

—আগামী—
শাহ আমির্‌উদ্দিন ...
৩০৩ নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

কর্মখালি

—এ বৎসরে বহু প্রাইমারী ও সর্বত্র কবিতা ... মাদ্রাসায় কর্ম খালি আছে। ... এক টাকা পাঠাইলে ... কলিকাতা।

কর্মখালি

চাকরি অথবা চাকরিতে উন্নতির জন্য নিজের জিনিস পাঠাইয়া ... মি, মুহাম্মদ, ১২১২ নং হরিপালের লেন। ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দর্জ্জির আবশ্যক

হরেক রকম হাট-কোট এবং হুইল মেসিন সেলাইর কাজ জানা এমন একজন দর্জ্জির আবশ্যক। বেতন ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ... কার্য্যের দক্ষতা অনুসারে বেতন বৃদ্ধি ... দরখাস্ত করুন।

মুন্সী ... আহমদ
গ্রাম ... (দক্ষিণ পাড়া)
পোঃ ... জেলা রংপুর।

বিনামূল্যে

১ শিশি সর্পবিষ ও ১০০৮ সনের ক্যালেণ্ডার ... এক আনা মূল্যের একখানা ডাকটিকেট পাঠাইলেই পাইবেন।

মুহাম্মদ ... মুক্তাগাছা, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

একজনা "ইনামীর" আত্মকাহিনী আরম্ভ করার মাইতেছে যে, ইতা পাঠ্যুইবার সময় এবং চিঠিপত্র নিখিতে মনি-অর্ডার মুলধন ও চিঠিতে মুদ্রাঙ্কন আরেক ইইবে "আরম্ভ নবম" এবং নূতন আরম্ভ ইইবে "নূতন" এই কথাটী উপরে করিয়া দেওয়া ইইবে না। মুদ্রাঙ্কন আরম্ভগণ আরম্ভ-নবম ইতার না ভরিলে, তাহাদের চিঠি-পত্র অগ্রহায়ণ মাসে আর আরম্ভ পাওয়া যাইবে না এবং পরিণামে তাহারা নিয়মিত ভাবে কাগজ পাইবেন না। সুতরাং আরম্ভগণ এখনি চিঠিতে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ-নবম ইতার না ভরিলে, তাহাদের চিঠি-পত্র অগ্রহায়ণ মাসে আর আরম্ভ পাওয়া যাইবে না এবং পরিণামে তাহারা নিয়মিত ভাবে কাগজ পাইবেন না। মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ-নবম ইতার না ভরিলে, তাহাদের চিঠি-পত্র অগ্রহায়ণ মাসে আর আরম্ভ পাওয়া যাইবে না এবং পরিণামে তাহারা নিয়মিত ভাবে কাগজ পাইবেন না। মুদ্রাঙ্কন আরম্ভগণ এখনি চিঠিতে

বৈজ্ঞানিকী

আই-সি-এস, পরীক্ষার ফল

সরকারের ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের যে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সফল প্রার্থিদিগের নাম ঐ দিন বিলাতে (৪ঠা অক্টোবর) নাম প্রকাশিত হইয়াছে :—

এম, কে, জিন; ২য়, কে, বি, উইলিয়ামস; ৩য়, কে, বি, স্যামলোচ; ৪, জি, কৃষ্ণাম; ৫ম, জি, এস, বাবোদা; ৬ষ্ঠ, এম, আত্তার; ৭ম, টি, সি, অন্যায়ার; ৮ম, ওএসি; ৯ম, এম, আনোই; ১০ম, সি, এস, এম, মাকে; ১১শ, কে, টি, এস, মর্ন; ১২শ, এস, আর, অর্জ; ১৩শ, এম, এস, ব্রমফিল্ড; ১৪শ, বি, ভাসরিডাল; ১৫, বেকটাবরমনীয়ার; ১৬শ, আর, আলাম; ১৭শ, বি, আর, ইয়াম; ১৮শ, এস, শিবরমন; ১৯শ, এইচ, কেনেন; ২০শ, ডব্লিউ, মর্ডলন; ২১শ, এম, সি, এইচ, কাচেআনে; ২২শ, আর, রঙ্গবামী; ২৩, টি, রিডজ; ২৪শ, রমন; ২৫শ, বি, এস, ব্যাকভাক; ২৬, বি, ডব্লিউ, ডে; ২৭শ, বি, ডব্লিউ, সি, আর্থর; ২৮, ডাবলি, ডব্লিউ, এইচ, মার্শিং; ২৯, এ, এ, আর্থার; ৩০শ, এ, এ, বেল; ৩১, ই, টি, সিউক; ৩২, ডব্লিউ, এ, মরিস; ৩৩, সি, নায়ার; ৩৪শ, সি, আমায়; ৩৫, এ, এ, ব্রবান; ৩৬, এস, এম, ফোল; ৩৭শ, এ, সি, এ, এস, মিথেল এবং ৩৮, এস, আর, এস, ব্রিয়ান।

বেথা যাইতেছে ইহাদের মধ্যে মাত্র ৮ জন ভারতীয় এবং এই ৮ জনের মধ্যে অধিকাংশই মাদ্রাজী, নাম এবং বংশ দেখিয়া।

(বাকীটুকুর জন্য ১৫শে দ্রষ্টব্য)

পঞ্চমিলীর নিকটে প্রলয়কর

ডিসেম্বর, ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চাংলোনার ভাক্তার ঠেকইক সম্প্রতি পদব্রজে কবিয়াছেন। ইহার বলে অট্টিয়ার ডাক্তারদিগের গোলযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে।

সম্প্রতি যে বলের হাতে অট্টিয়ার শাসনভার দিয়াছে, সেই বলের পক্ষ হইতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, অট্টিয়ার জার্মান সংখ্যা যত বলে বেবী নহে। তাহারা বর্তমান শাসন সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট অথচ ; আর্মানিরাও এ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট নহেন। ভাক্তারিরও এ শাসন সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট কারণ, ভাহাদিগের ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও প্রভাব কম হইয়া আসিতেছে।

ভাক্তারিদের মুসকিল সমস্যা

ঠেকেনিক ব্যাপারে সম্প্রতি এক মূর্ত্ত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বিভূনিন পূর্ব্বে ভাক্তার-দিগের একটি সম্মেলন হয়। তাহাতে ১৩৫ জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে ১৩৩ জন ভাক্তারি বিদ্যাবলেই ধনী হইয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে ৯৩ জন মোটর-কারে চড়িয়া বেড়াইতে পারেন। ইহাদিগের মধ্যে ৭৯ জন ভাক্তারি বিদ্যাবলে ধনী হইয়াছ

মৌঃ মোহাঃ মকিব উদ্দীন খাঁ সাহেবের

কোর্‌আনের দোয়া ও আত্মাভিজ্ঞাত

কে কার আপনার লোক তাহা চিনিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। ইহা দ্বারা আপনা আপনি বুঝিতে পারা যায়। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

আল্লার নাম মাহাত্ম্য

মূল্য ৸০ পনর।

রসুলবাদ পাঞ্জেসুরা

এদেশের মুছলমান মাত্রেই ইহার সহিত পরিচিত। ইহা বাংলা ভাষায় সর্ব্ব প্রথম এবং খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত। মূল্য ৸০ আনা।

রসুলবাদ দোয়াগঞ্জুল আরুশ ও জরুদ আকবর

আবশ্যিক বাংলা উচ্চারণ সহ সম্বাদ্যমান, মূল্য ৸০ আনা।

মসলা-বিজ্ঞান

মসলা ব্যবহারে নিপুণতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক মূল্য মাত্র ।৵০ আনা। ১০ খানা একত্রে ৫৲।

হাঁসির ভোড়া—৸০, পথের দেখা—১৷০।

বিধবার মুক্তি—৸০ আনা।

অনন্দা কোম্পানি,

৩৩৷৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

যুবতী স্ত্রীকে

সন্তুষ্ট রাখিতে এবং পুরুষত্বহীন যৌনশক্তির অনন্য উপযোগিতার জন্যে

স্বাস্থ্য মুহুদ

এককথায় অতুলনীয়। সর্ব্ব রোগ-বিনাশক, বল, বীর্য্য ও পুষ্টিকর। ইহা সেবনে হৃদ্‌পিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী সবল হয়, বল, বীর্য্য ও শুক্রের বৃদ্ধি পায়। ৪৲ ঔষধ পূর্ণ এক ডোজ ১৲ টাকা, মাশুল ৸০ আনা।

স্বাস্থ্য-মুহুদ ঔষধালয়,

১৯৷১১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ক—কাতা।

মিঠাবাড়ি

ইহার আস্বাদে এই বে গাইতে ভুলাইয়া এবং রোগীকে ইহাদের : পথ্য। ১ সিঁ ধর মাত্রায়, ৩ সিঁর মাত্রা ও ওজন ১ তোলা। অর্ডে, বিস্তার লেখন চলে। প্যাকেট ১৷ আনা, ৪৲ ডজন ৪৲, ডাকা ... ডাকা ... ৫৲ ডাকা। সমস্ত ... ডাকা ... ডাকা ... ডাকা

সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ ফজলুল আমিন সাহেব   Regd. No. C-13

হানাফী

জাতায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম খণ্ড   ২২শে শাবান—১৩৪৮ হিঃ   সোমবার—১০ই চৈত্র—১৩৩৬   ইংরেজী—২৪শে মার্চ—১৯৩০   ৩৩শ সংখ্যা

কবিরাজ

দাশরথি কবিরত্নের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত কুণ্ড সালসা

রক্তদোষ ও দুর্বলতার অব্যর্থ

ইহাতে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে, পারদ ও উপদংশ বিষ নাশ করে, হাতের বেদনা, খোস, পাঁচড়া, চুলকানি কোষ্ঠ বদ্ধতা, রক্তহীনতা, শারীরিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০, ৩ শিশি ২॥০, মাশুল ৸০।

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্ন

২নং হীর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

মৌঃ ফজলুর রহিম চৌধুরী এম-এ প্রণীত

অমূল্য ধর্ম্ম-গ্রন্থরাজি

১। মেরকাতুল-শরিফ ... ২। নোয়াখালী-শরাফ ... ৩। পয়গম্বর-কাহিনী ... ৪। কোরানের স্বর্ণ কুঞ্জিকা ...

—তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ—

প্রাপ্তিস্থান—ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী, ৮৭, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার গেডিস সাহেবের আবিষ্কৃত

গণোরিয়া রোগের বজ্র-বাণ!

গণোডাইন

মেসরেন—বিংশতি প্রকার মেহ, প্রমেহের প্রত্যেক অবস্থার প্রস্রাব নির্গমন, কাপড়ে দাগ লাগা, প্রস্রাব কালে জ্বালা, জ্বর বা ধাতু নির্গমন, বস্তিদেশে বেদনা, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, হাত পা চড় জ্বালা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, আলস্য, অক্ষম বোধ, শিরঃপীড়া, মানসিক স্ফূর্ত্তিহীন প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া হৃষ্ট দেহের আনন্দ লাভ করিবেন। —মেহ রোগের তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণা—

এক দিনেই অর্দ্ধেক কমিবে, ৭ দিনে সম্পূর্ণ সারিয়া যাইবে। কিন্তু রোগের মূলোচ্ছেদ ও শরীর স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় আনিতে হইলে রোগ উপশমের পরও কয়েকদিন গণোডাইন সেবন করা একান্ত বিধেয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲, ৩ শিশি ৫৲, ডজন ২০৲। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—জার্মানী কং লিঃ, ৪২-বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিঃ।

ঢোল এণ্ড কোংর

দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম

...

নিম মলম

...

প্রাপ্তিস্থান—ঢোল এণ্ড কোং, বহুবাজার, কলিকাতা।

দিলহুরভেলী টী কোং লিঃ

বাগান—তালতলা টী এষ্টেট

রেজিষ্টার্ড হেড-অফিস—৭নং মিশন রো, ব্লক 'বি', কলিকাতা।

মূলধন—২,৫০,০০০৲   গৃহীত—২,৪৬,০২৫৲   আদায়—১১৫৮৭১৲

এই সমস্ত অংশ বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট চাই।

ম্যানেজিং এজেন্টস—মেসার্স এরিয়ান গ্রান্টস এজেন্সীর নিকট হইতে বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।

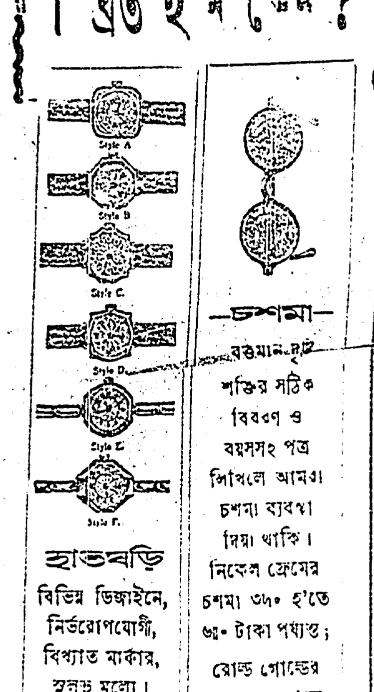

ব্রত হইল কেন?

হাতঘড়ি ... চশমা ...

বিজ্ঞাপিত আছে।

কো-অপারেটিভ ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং, ১৬, গোমেস লেন, কলিকাতা।

সর্দ্দি কাশিতে অক্ষ্রুতিম চ্যবনপ্রাশ কিরূপ ফলপ্রদ

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্ন

২নং হীর লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

দি বেঙ্গল-চায়না টী কোং লিমিটেড

হেড অফিস ৪-৭৫-বি, ... আলিপুর, কলিঃ। বাগিচা—মেঘলিবন, জেলা জলপাইগুড়ি।

জি, ডন এণ্ড কোং

খুব সস্তায় বিশুদ্ধ এলোপ্যাথিক, হোমিও প্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রেতা। ২৩ নং বণ্ডুস্তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

স্বর ব্রাদার্স এণ্ড কোং

(ম্যানুফেকচারিং জুয়েলার্স)

২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১) লাইন মোড় রুলি   (২) সোনার মুক্তার পাঁচনালা

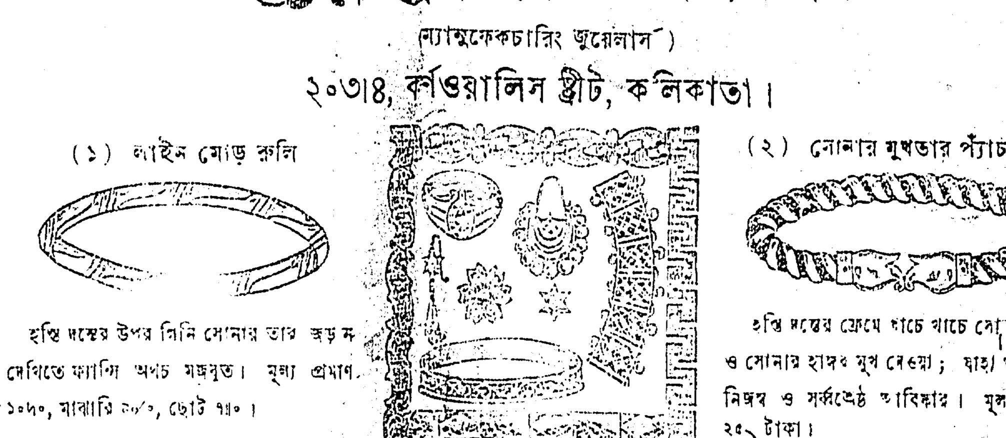

দৈনিক ৫৲ উপার্জ্জন

এম, এন, দত্ত গোপ এণ্ড কোং

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

দেব এণ্ড কোং—ঢাকা।

ভ্রম, রিভলবার এণ্ড কোং

বন্দুক, রাইফেল ও রিভলবার বিক্রেতা।

৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

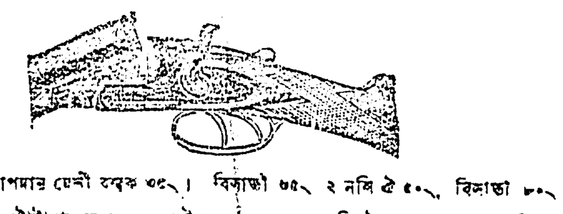

সুবর্ণ সুযোগ

মাত্র এক মাসের জন্য

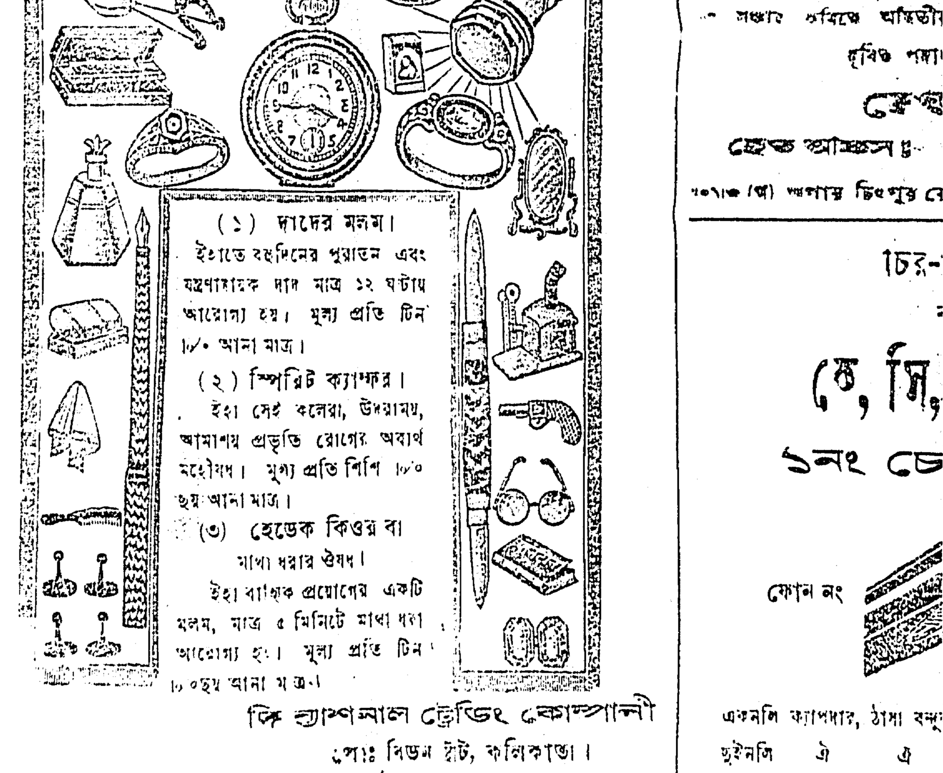

(১) দাদের মলম। ইহাতে বহুদিনের পুরাতন এবং যন্ত্রণাদায়ক দাদ মাত্র ১২ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি টিন ।৵০ আনা মাত্র।

(২) স্পিরিট ক্যাম্ফর। ইহা সেই কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

(৩) হেডেক কিওর বা মাথা ধরার ঔষধ। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগের একটি মলম, মাত্র ৫ মিনিটে মাথা ধরা আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি টিন ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

দি ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী

পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া রোগমুক্ত হউন

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত

৩৩ বৎসরের পরীক্ষিত বহু ডাক্তারের প্রশংসিত

শান্তিরাম সালসা

দূষিত পদার্থ বিবর্জ্জিত সকল ঋতুতে সেবনীয়

ক্রেস এণ্ড কোং।

হেড আফিস :—   মূল্য ৩৸০   ব্রাঞ্চ আফিস :—

২০৭।৩ (ক) অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।   ৩১।২ (ক) কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

স্বদেশী ফুটবলের কারখানা

অনেকেই জানেন ... আমাদের বাজে যাহাতে বাজা ফুটবল আমরা তৈয়ার করি না। ... বঙ্গলক্ষ্মী স্কুল এজেন্সী, ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

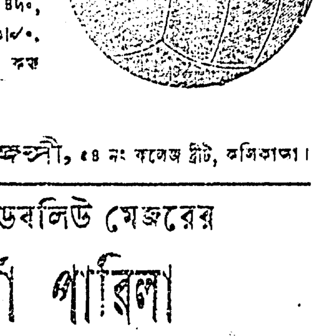

তাহাই আছে। আর আছে জেয়ারের হুঙ্কার, প্রানেদের ভীম ভৈরব গর্জ্জন, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণদান, আবার লেখার গুণে, পদের মধুরত্বে, নানাপ্রকার ছন্দ-বন্ধে ঝঙ্কারে কতুহলর এরূপ হইয়াছে যে, উহা ২।১ বার পড়িয়াও সাধ মিটে না, শুনিয়া আকাঙ্ক্ষা ঘুচে না, মূল্য সম্পূর্ণ ৩ খণ্ড একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

কতুহল মেছের—॥৵০

আলতাফী বুক এজেন্সী

৩৩নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

উর্চ্চ লাইট

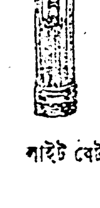

অন্ধকারে দুর্গম পথে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে ইহাই একমাত্র নিরাপদ। বোতাম টিপিলেই আলো হয়। লম্বা ধরণের উৎকৃষ্ট গ্লাস লাইট বেটারী সহ ১০০ ফুট ৩৲, ২০০ ফুট ৪৲, ৩০০ ফুট ৫৲, ৫০০ ফুট ৮৲, ১০০০ ফুট ১২৲, অর্ডিনারী চেপটা লাইট বেটারী সহ ১॥০, ১৸০ ও ২॥০।

ক্যাশন্যাল স্পোর্টস্ ডিপো,

২৯৬।১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

অর্দ্ধশতাব্দী পরীক্ষিত—ডবলিউ মেজরের

ইলেক্ট্রো সার্সা পারিলা

পারদ ও রক্তদুষ্টির মহৌষধ

পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরত

মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইউনাইটেড মেডিক্যাল হল (বিভাগ নং ৩০)

৭১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চির-পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ

বন্দুক বিক্রেতা

কে, সি, বিশ্বাস এণ্ড কোং

১নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

ফোন নং 4010 কলিকাতা

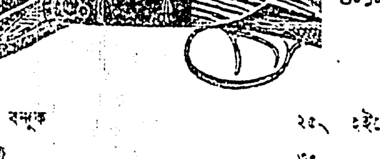

একনলি ক্যাপদার, ঠাসা বন্দুক	২৫৲	হইতে	১২০৲
দুইনলি ঐ ঐ	৩৫৲	"	২৫০৲
একনলি কার্টিজ বা টোটাদার বন্দুক	৩৫৲	"	৬৮০৲
দুইনলি ঐ ঐ	৭০৲	"	১২০০৲
১২নং কার্টিজ বা টোটা	১০৲	"	১৮৲
খালি টোটা বা কার্টিজ কেস	৫৲	"	১১৲
বারুদ	২॥০	"	৮৲
ক্যাপ	৸০	"	২৲
ছররা (ছিটা)	।০, ৸০, ৸৵০, ১৵০ আনা পাউণ্ড।		

সকল প্রকার বন্দুক মেরামত, রং ও কুন্দা তৈয়ারী হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

কর্ম্মখালী—লোহজঙ্গ লোন কোম্পানী লিঃএর কার্য্য করিবার জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক। পত্রদ্বারা সেক্রেটারীর নিকট ৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতায় আবেদন করুন।

ঈমানদারের সহযাত্রী—

হেমায়েল শরীফ

একখানা সংগ্রহ করিয়া তাবিজের ন্যায় সঙ্গে রাখুন—ইন্‌শাআল্লাহ আপনার দৈন্য-দুঃখ দূর হইয়া সংসারে এক অনিন্দ্য সুখের অধিকারী হইবেন। ইহাতে পূর্ণ ৩০ পারা কোরান আছে এবং অণুবিক্ষণ কাঁচের সাহায্যে আবশ্যক মত অনায়াসে তেলাওয়াত করা যায়।

খরচা স্বরূপ হাদিয়া ও সাদ্‌কা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা স্থলে ৩৲ টাকা। মাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান

বোরাক এণ্ড কোং

৬।১৩ নিলমণি হালদার লেন কলিকাতা।

কর্ম্মখালী

আসাম বাউণ্ডারী টি কোম্পানী লিমিটেডের অবশিষ্ট সেয়ার বিক্রয়ার্থে কতিপয় সুদক্ষ এজেন্ট আবশ্যক। কমিশন যোগ্যতানুসারে শতকরা উচ্চহারে দেওয়া হয়। সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় ম্যানেজিং এজেন্টের নিকট আবেদন করুন। ১নং মিশন রো, "ব্লক বি" কলিকাতা।

কর্ম্মখালী—দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া টী এণ্ড ফাইনান্স লিমিটেডের অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ার্থ কতিপয় সুদক্ষ এজেন্ট আবশ্যক। নয় বৎসরের পুরাতন কোম্পানী। অংশীদারগণকে কয়েক বৎসর ডিভিডেণ্ট দেওয়া হইয়াছে। ৩২-ডি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ঠিকানায় আবেদন করুন।

Tele :— Calmontosh Calcutta.

মোহনতোষ ব্রাদার্স

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা ও অন্যান্য যাবতীয় স্কুলে ফুটবল বিক্রেতারূপে আমরা সুপরিচিত। ... ভিঃ পিঃতে মাল পাইবেন।

ফুটবল (ব্লাডারসহ)

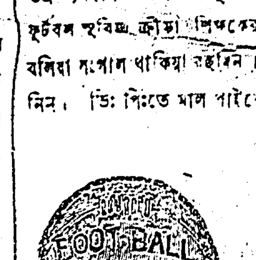

... ব্লাডার—১নং ৸৵০, ২নং ১০, ... সলিউশন—৵০ ও ।৵০।

ছাত্রদের সুসংবাদ

দি জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

সম্প্রতি ঢাকা ৩ নং বংশাল রোডে একটি শাখা স্থাপন করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য অবিলম্বে দরখাস্ত করুন।

১৯২৯ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে শতাধিক লোককে রেলওয়েতে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন রেলওয়েতে নিয়োগের জন্য অবিরত লোক চাহিয়া পাঠান হইতেছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের দুইটী প্রধান বৈশিষ্ট্য যথা :—

(১) যথাসম্ভব অল্প সময়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়।

(২) উপযুক্ত প্রার্থীদিগকে সত্বর চাকুরী দেওয়া হয়।

যাহারা চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা আমাদের প্রস্পেক্টাসে দেখুন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রস্পেক্টাস চাহিয়া পাঠাইবেন অথবা স্বয়ং যাইয়া ঢাকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মক্তব মাদ্রাসা স্কুল ছাত্রগণের পক্ষে

বিশেষ শুভ-সংবাদ !!!   বিশেষ শুভ-সংবাদ !!!

—এম্পায়ার বুক হাউস—

এখানে মক্তব মাদ্রাসা স্কুল কলেজের পাঠ্য সকল রকম (নভেল নাটক ইত্যাদি) পুস্তক অতি সুলভে সরবরাহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ম্যানেজার—মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

এম্পায়ার বুক হাউস, বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফুটবল—টেনিস—ব্যাডমিণ্টন ও অন্যান্য যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম

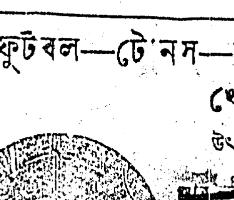

উৎকৃষ্ট ব্লাডার সহ ফুটবল—১নং ১॥০, ১৸০, ২নং ২॥০, ৩নং ... স্কুল ম্যাচ ... চ্যাম্পিয়ন ৮৲ টাকা। শিল্ড ম্যাচ—১২ খণ্ড চামড়ায় প্রস্তুত বেশ সুন্দর ১০॥০। শিবদাস—১৮ খণ্ড চামড়ায় প্রস্তুত, খুব মজবুত ১২৲। টুরনামেণ্ট ১২৲ টাকা।

কেবল মাত্র ব্লাডার—১নং ৸৵০, ২নং ১৲, ৩নং ১। , ৪নং ১॥০, ৫নং ১৸০ ও ২৲, ২॥০।

ইনফ্লাটার—১।০, ১॥০, ২॥০ ও তদুর্দ্ধ। রবার সলিউসন—।০, ।৵০, ॥০ প্রতি শিশি। ষ্টইসেল—॥০, ৸০ ও ১৲ টাকা। লেসিং অল—।০, ॥০ ও ৸০ আনা।

আমাদের সমস্ত ফুটবল নিজ ফ্যাক্টরীতে বাদাম করা চামড়ায় প্রস্তুত, কাজেই বেশ সুগোল সুন্দর ও মজবুত। মফঃস্বলের অর্ডার সযত্নে সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়— অন্যান্য জিনিষের মূল্য ক্যাটালগে জ্ঞাতব্য।

মজুমদার ব্রাদার্স—৮৩।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরকালের পথে

... পরকালের পথে পাঠ করুন। ... ৬নং কলেজ স্কোয়ার, ... লাইব্রেরী ... জেলা খুলনা।

বিনামূল্যে বিনামাশুলে

... নাম ঠিকানা সহ পত্র লিখুন।

মোসলেম কেমিকেল ওয়ার্কস

১৩নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

তৌহিদের বাণী, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ কাবা ও বাস্তব কাহিনী চমৎকার উপন্যাস ... নাম-ধাম সহ ... লিখুন।

ম্যানেজার—পোলবাগ কার্য্যালয়, পোঃ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

সন্তানজন্ম বন্ধ

করিতে হইলে বহু "জন্মশাসক" ডাক্তারের দ্বারা প্রশংসিত ও পরীক্ষিত "বার্থ কণ্ট্রোল" ব্যবহার করুন। দূষিত বা হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই অব্যর্থ। ... একটী টিউব ১।০, তিনটী ৪৲ টাকা। ইউরোপিয়ন এজেন্সী পোঃ তালতলা, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনা-মাশুলে

নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক 'পল্লী-মঙ্গল' ... লিখিলেই পাঠাই ... ১২। আ ... সারকুলার রোড, কলিকাতা।

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী

জুয়েলার্স ও হস্তীদন্তের জিনিষ এবং স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাতা

২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

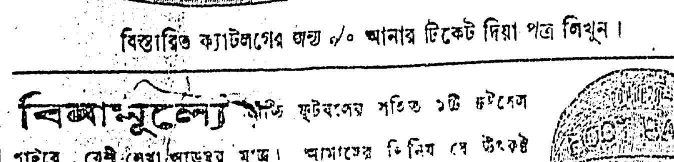

বিস্তারিত ক্যাটলগের জন্য ৵০ আনার টিকেট দিয়া পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে এই ফুটবলের সহিত ১টি ... পাইবে, বেশী লেখা আড়ম্বর মাত্র। আমাদের জিনিষ যে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত, ... ব্লাডার ১নং ৸৵০, ২নং ১৲, ৩নং ১।০, ... আনা। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

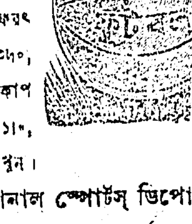

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা— দি ন্যাশনাল স্পোর্টস্ ডিপো,

২৯৬।১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর— প্রসিদ্ধ ফুটবল প্রস্তুতকারক

আমাদের ফুটবল সুবিখ্যাত কেন? ইহার চামড়া মোলায়েম, সেলাই অত্যন্ত মজবুত—আকৃতি গোল।

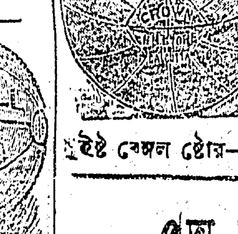

ব্লাডারসহ ফুটবল। ৫নং ম্যাচলেস বল ১২॥০, ৫নং হীরো ৮৲, ... ১০৲, ... ।৵০ আনা ও ।০ আনা।

ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর—২৫৬, অপার চিৎপুর রোড, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

—পদ্ম মধু—   চক্ষুরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

—নিম তৈল—   চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডার—২৫৬, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মুসলমান ভাই সাহেবদিগের জন্য

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।   দর   টেলিফোন নং বড়বাজার ২৩৭৩।

অন্যান্য লোহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মানী ও টাটা হইতে—

লোহার কাড়, বরগা, এঙ্গেল ঢেউটিন, প্লেনসিট,

... আমদানি করিয়া থাকি। ... প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি।

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

বিফলে ১০০৲ টাকা দণ্ড দিব

ডাঃ এম, ডি, সাহেবের ক্রিমিঘ্ন-সেবনাম্ভা—ইহার এক মাত্রা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি, যথা :—কেঁচোর মত লম্বা, ফিতার মত বড় চেপ্টা ক্রিমি বাহির হয় ও সুতার মত ক্ষুদ্র ক্রিমি ভস্ম হইয়া যায়। ১ পুরিয়া ।০, ডজন ২৲, মাশুল পৃথক। ৬ পুরিয়ার কম ভিঃ পিঃ হয় না। এস, আই, কার্ম্মেশী, ঘাগড়া, পোঃ পাটকাঠা ময়মনসিংহ।

বিনামূল্যে ফকিরী দাওয়া

... লিখিলে বাহির ডাকে পাঠান হয়।

খাদেম—রহিম

চিস্তিবাগ দাওয়াখানা, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী

বারটী অব্যর্থ মহৌষধ

মেহ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা বহুমূত্র, বাধক, প্রদর, বন্ধ্যাত্ব, মৃতবৎসা, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, গ্রহণী, প্লীহা, যকৃত ও শূল ১৪ দিনে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। অবস্থা লিখুন। প্রত্যেকটী মায় মাশুল ১।৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান— এম, এ, রব—পোঃ কাশীদেওয়া, দার্জ্জিলিং।

কৃষ্ণ জালি

[illegible]

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

সেক্রেটারী, পানিশালা জামুকরায় ডাঃ, পোঃ বুড়ি, ... বগুড়া।

[illegible]

আব্দুল আজিজ চৌধুরী

সেক্রেটারী লেমুয়া জুনিয়র মাদ্রাসা

পোঃ লেমুয়া বাজার, নোয়াখালী।

আল্লাহো আকবর

হানাফী

"তোমরা একত্রে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।" (কোরআন)

২২শে শওয়াল—১৩৪৮ হিজরী
সোমবার,
১০ই চৈত্র ১৩৩৬ সাল

অশান্তির অভিযান।—হিন্দু-ভারতের অদূরদর্শী ডিক্টেটর মিঃ গান্ধীর আইন-অমান্য অভিযানের ফলে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া এক মারাত্মক অশান্তির হুজুগ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই হুজুগের ফলে দেশের নানা স্থানে যে অশান্তি, বিপ্লব ও রক্তপাত অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার মালিক সরকার বাহাদুর এই ব্যাপারে যেরূপ বেতালা নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে শান্তি-প্রিয় দেশবাসী কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। আমরা "অহিংস, নিরুপদ্রব" প্রভৃতি ভণ্ডামী-পূর্ণ বাক্যের অন্তরালে অশান্তি ও বিপ্লব বিস্তারের ঘোর বিরোধী। তাই আমরা [illegible] পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট ও দূরদর্শী চিন্তাশীল দেশবাসীকে সতর্ক হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

—:•:—

আগুন লইয়া খেলা।—মিঃ গান্ধী, নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসী হিন্দু-নেতৃবর্গ এতদিন পরে সত্য-সত্যই আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ গান্ধির "অহিংস অসহযোগের" ফলে চৌরীচোরায় যে ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সতীন সেনের "সত্যাগ্রহ" বনাম অসত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে কুলকাঠিতে যে কারবালা কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং মিঃ গান্ধির "নিরুপদ্রব আইন-অমান্য" অভিনয়ের সূচনাতেই মিঃ সেনগুপ্তের বিচার উপলক্ষে রেঙ্গুন আদালত-প্রাঙ্গণে কংগ্রেসী হুজুগপ্রিয় লোকদিগের সহিত পুলিশের যে গুরুতর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে আবার শীঘ্রই হয় ত মিঃ গান্ধীকে দ্বিতীয় "হিমালয়ান ব্লাণ্ডার" বা পর্ব্বত পরিমাণ ভুল স্বীকার করিয়া তথাকথিত "সমর-ক্ষেত্র" হইতে সেবারের মত চম্পট দিতে বা সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বিশেষতঃ মিঃ গান্ধী মুখে অহিংস বা নিরুপদ্রব নীতির দোহাই দিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার ভক্ত-দলকে "রক্ত চাই" বলিয়া যেরূপ ভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার আইন অমান্যের জন্য দেশবাসীকে যেরূপ ভাবে প্ররোচিত করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টও অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিলে উহার প্রতিকারের জন্য যেরূপ ভাবে পুলিশ পল্টন প্রস্তুত ও সৈন্যদল সমাবেশ করিতেছেন, তাহার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিশ পল্টন ও সৈন্যদলের সহিত স্বরাজ্য ভলণ্টিয়ার অথবা অজ্ঞ-অশিক্ষিত জন সাধারণের সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়া দেশে রক্ত গঙ্গা বহিয়া যাইতে পারে। ফলতঃ, প্রকৃতই যদি দেশে সেইরূপ ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন এই হুজুগ-প্রিয় নেতৃবৃন্দ বা ঢাল-তলোয়ার বিহীন নিধিরাম সর্দ্দারের দল সে চাল সামলাইতে পারিবেন কি? কিন্তু তখন হয় ত এই নেতার দলের [illegible] কারাগারে নিরাপদ করিয়া নিজেরা গা-ঢাকা দিবেন এবং অনেকে "হিমালয়ান ব্লাণ্ডার" স্বীকার করিয়া সন্তর্পণে সরিয়া দাঁড়াইবেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা দেশবাসীকে অদূরদর্শী, হুজুগ-প্রিয় মতলববাজ নেতৃগণের এই আগুনের খেলায় যোগ না দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

— :•: —

আইন-অমান্যে মুসলমান।—সারদার সয়তানী বিবাহ-আইনটী আগামী ১লা এপ্রিল (১৮ই চৈত্র) হইতে জারী হইবে। পাঠকের অবগতির জন্য আমরা স্থানান্তরে আইনটীর পূর্ণ মর্ম্ম ও ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম। এই আইনের ব্যাপারে দেশব্যাপী হিন্দু-মোসলেম সমাজে যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে আইনটী জারী হইলে পর দেশের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমান মাত্রই যে একান্ত বাধ্য হইয়া ইহা অমান্য করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সারদা-আইনঘটিত এই আসন্ন আইন অমান্য ছাড়া, কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার মসজেদ সমস্যায় আইন অমান্যের জন্যও যে একদল তরুণ-মোসলেম প্রস্তুত হইয়াছেন, স্থানান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে পাঠকগণ তাহাও জানিতে পারিবেন। মসজেদের ইজ্জত রক্ষার জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্তও যে মুসলমান অতি অবহেলায় দান করিতে পারে, অতীত কালের ইতিহাসে তাহার অসংখ্য প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে। কাজেই, কলিকাতার এই মসজেদ সমস্যায় কর্পোরেশনের অন্যায় আদেশ পদদলিত করিতে যদি মোসলেম-তরুণ দল অগ্রসর হয়েন, তবে তাঁহারা যে সমাজের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।—আমরা আশা করি, বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ সারদা-আইন ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার মসজেদ-সমস্যায় প্রয়োজন হইলে অবশ্যই আইন-অমান্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

দেশ-সেবার হিন্দুয়ানী আদর্শ।—পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ নায়ক, বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জলনের অন্যতম হোতা সতীন সেন জেল-খানায় বাদ্য করার অপরাধে সম্প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া বাঙ্গলার কোন এক সংগঠনী সংবাদপত্র লিখিয়াছেন,—"বরিশালের নির্ভীক কর্ম্মী সতীন্দ্রনাথ আমলাতন্ত্রের রোষ দৃষ্টিতে পতিত। সুতরাং বেশী দিন তাঁহার পক্ষে জেলের বাহিরে থাকা কঠিন। ১১০ ধারার মোকদ্দমায় মুচলিকা দিয়া মাত্র কয়েক দিন হইল সতীন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছিলেন। বরিশাল জেলে মারপিট সম্পর্কীয় মামলার বিচারে আবার তাঁহার ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। সতীন্দ্র বাবু দেশ সেবার পুরষ্কার স্বরূপ লাঞ্ছনা ও কারাদণ্ড ইতিপূর্ব্বে হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছেন, এবারও তাহাই করিবেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।"—সতীন সেন যে সব কার্য্য দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে মসজেদের অবমাননার অভিযান ও মোসলেম নির্য্যাতন প্রভৃতি জনসাধারণ্যে প্রচারিত। উল্লেখিত হিন্দু-সহযোগী এই সব কার্য্যকে "দেশ-সেবা" সামিল করিয়া মোসলেম-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতার অবতার সেন মহাশয়কে "জাতীয়বীর" (National Hero) বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন! সহযোগীর এই মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়, হিন্দুদের জাতীয়তার প্রকৃত আদর্শ কি? হিন্দু-সমাজ যে তথাকথিত জাতীয়তার ঢাক-কাঁসর বাজাইয়া ভারতের আকাশ-বাতাস আজ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যে নিছক হিন্দুয়ানী সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছুই নহে,—সতীন সেনের এই অভিনন্দন হইতে তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। দুঃখের বিষয়, হিন্দু-জাতীয়তার এরূপ সাম্প্রদায়িক স্বরূপ চোখের সামনে দেখিয়াও আমাদের হতভাগ্য মোসলেম-সমাজের কতিপয় তথাকথিত ন্যাশনালিষ্ট নেতার ন্যাশনালিজমের মোহ এখনও ঘুচিল না!

সরকারী চাকুরীতে মুসলমান।—গত মঙ্গলবার দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের সময় নব-নির্ব্বাচিত সদস্য মিঃ হোসেনী রাউতের এক প্রশ্নের উত্তরে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় জানান যে, সরকারী দপ্তরের স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের উচ্চতম পদে দশ জন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আছেন; তন্মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীর এই উত্তর হইতেই বুঝা যায়, সরকারী চাকুরীতে বাঙ্গলার মুসলমানের প্রকৃত অবস্থা কি? বাঙ্গলা দেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন; তারপর বর্ত্তমান যুগে উচ্চতর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার মত উপযুক্ত শিক্ষিত মুসলমানেরও আর অভাব নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সরকারী দফতরে দশ জন এসিষ্ট্যাণ্টের মধ্যে মাত্র এক জন মুসলমান কেন—এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কয়বৎসর হইল বাঙ্গলা-সরকার শতকরা পঁয়তাল্লিশের এক আইন জারী করিয়া মুসলমানদিগকে সরকারী চাকুরীর শতকরা ৪৫টী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এই শতকরা পঁয়তাল্লিশের পরিণতি কি শেষে এই হইল? যেখানে দেশের শাসক-শ্রেণী এক সমাজের প্রজার প্রতি অতিরিক্ত দরদ দেখাইতে যাইয়া অপর সমাজের প্রজার উপর এরূপ অবিচার করিতে পারেন, সেই দেশের শাসনকে যদি সুশাসনের আদর্শ বলিতে হয়, তবে কুশাসন আর কাহাকে বলিব? সরকারী পক্ষপাতিত্বের এরূপ অত্যাচার বাঙ্গলার মূক মুসলমান জাতি আর কতদিন সহ্য করিবে? কার্য্যকরী ভাবে এবম্বিধ অত্যাচারের কোন প্রতিবাদই আমরা এ যাবৎ করি নাই। [illegible] মুসলমানদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করিতে পশ্চাদপদ হইতেছেন না, বাঙ্গলার হতভাগ্য মুসলমান কি কোন দিনও এই বুঝিবে না?

—— •:• ——

কর্পোরেশন-নির্ব্বাচন।—এবার কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে হিন্দু-সমাজে স্বরাজ্য দলের জয় হইলেও স্বরাজী মুসলমানেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে এবার বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজের সর্ব্বজনমান্য জন-নায়ক বঙ্গগৌরব মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বাধীনে জাতীয় দলের মুসলমানেরা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখন আসিতেছে অল্ডারম্যান, মেয়র, ডেপুটী মেয়র ও চীফ-একজিকিউটিভ অফিসার নির্ব্বাচনের পালা। স্বরাজ্যদলের হিন্দুরা সর্ব্বদা যেরূপ ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তা ও যোগ্যতার বড়াই করিয়া থাকেন, সেই বহু বিঘোষিত বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারা এবার একজন মুসলমানকে মেয়র এবং একজন যোগ্যতম মুসলমানকে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নির্ব্বাচিত করিবেন কি? মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের ন্যায় যোগ্যতম পুরুষ কর্পোরেশনের হিন্দু কাউন্সিলর তথা বঙ্গ-ভারতীয় সুশিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যেও যে একান্ত বিরল, একথা সত্যের অনুরোধে হিন্দু মুসলমান সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমরা এবার মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকেই কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত করিবার জন্য কর্পোরেশনের হিন্দু-মুসলমান কাউন্সিলারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার পদে বর্ত্তমানে যিনি নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে আমরা পদোচিত যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি। তিনি যদি পুনর্নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু যদি তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য লোক নিযুক্ত হন, তবে [illegible] বিবেচনা করা কর্পোরেশনের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ এবার এই সকল ব্যাপারে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্ত্তে উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়া ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তা ও যোগ্যতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

বাঙ্গালার মন্ত্রী-সমস্যা।—বাঙ্গালার বর্ত্তমান অযোগ্য মন্ত্রী-মণ্ডলীর বেতন অগ্রাহ্য করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় জনৈক মুসলমান স্বরাজী সদস্য কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, সমর্থনের অভাবে তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মৌঃ আবদুল করিম সাহেব বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠনের প্রতিবাদ এবং গবর্ণরকে পুনরায় মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার অবকাশ প্রদানের জন্য মন্ত্রীদিগের বেতনের কিয়দংশ কাটিয়া লইবার জন্য যে প্রস্তাব আ-য়ন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট মৌলবী সাহেবের প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মত হওয়ায় তিনি স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, মৌলবী সাহেবের এই প্রস্তাবকে প্রকারান্তরে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর বর্ত্তমান মন্ত্রীদিগের পক্ষে নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া অবিলম্বে পদত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, ইহার পরেও যদি বর্ত্তমান মন্ত্রীগণ চিনে-জোঁকের মত মন্ত্রীত্বের আসন কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অনাস্থার প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে এবং বর্ত্তমান কাউন্সিলের যেরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনাস্থার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে মন্ত্রীদিগকে অবশ্যই অপমানিত হইয়া পদচ্যুত ও বিতাড়িত হইতে হইবে। কারণ বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর মুসলমান মন্ত্রীগণ সমাজের নিকট একেবারেই সুপরিচিত না বিশ্বাসভাজন নহেন—ব্যবস্থাপক সভাতেও ইহাদের উপযুক্ত সংখ্যক সমর্থক নাই। ইহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সমাজের যাহা ধারণা—তাহা প্রকাশ্যে না বলাই ভাল। ফলতঃ মুসলমান সমাজের এই মন্ত্রী মণ্ডলীকে নিজেদের প্রতিভূ ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত অবমাননাকর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর তথাকথিত নামা সমর্থকগণের কেহ কেহ দুইজন মুসলমান মন্ত্রীর প্রলোভন দেখাইয়া মুসলমান সমাজকে এই মন্ত্রীমণ্ডলী সমর্থন করিবার জন্য প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ একথা ভালমতই জানে যে, খোঁড়া ভজন অযোগ্য মন্ত্রী অপেক্ষা একজন যোগ্য তম মন্ত্রী সহস্র গুণে শ্রেয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্র নাথ, মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক এবং বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলীর হিন্দু-মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ একজন যোগ্যতম মন্ত্রী দেশ ও সমাজের হিতকল্পে এক বৎসরে যাহা করিতে পারেন, বর্ত্তমান মুসলমান মন্ত্রীদিগের ন্যায় এক ডজন মন্ত্রী এক যুগেও তাহা করিতে পারেন না—কবিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা, শক্তি সামর্থ্য এবং উপযুক্ত মনোবলও তাহাদের নাই। সুতরাং এঅবস্থায় মুসলমান মন্ত্রীদের অবিলম্বে পদত্যাগ করা দেশ ও জাতির পক্ষে যেরূপ হিতকর, মন্ত্রীদিগের আত্ম-সম্মান রক্ষার পক্ষেও উহা সেইরূপ অত্যাবশ্যক। এক্ষণে এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি নির্ভর করিতেছে—গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা ও কার্য্য-পদ্ধতির উপর। গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে বহুদিন পরে তাঁহাদের অভিলষিত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করিবার এই এক স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যও এখন অতি সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এখন বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করিতে পারেন—ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলীর মন্ত্রী বিশেষকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া তাঁহার স্থলে ব্যবস্থাপক সভায় ও সমাজের বিশ্বাসভাজন যোগ্যতম ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট যদি দূরদর্শিতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন না দিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় মারাত্মক ভুল করিতে না চান, এবং বঙ্গদেশে প্রকৃতই যদি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠনের ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের থাকে, তবে আশা করি, এ সুযোগ তাঁহারা কখনই হেলায় হারাইবেন না।

সারদা আইনের বিভীষিকা।—সর্ব্বনাশা সারদা আইনের ভয়ে এ দেশের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমান সমাজ কিরূপ ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ শিশু-বিবাহে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আগামী ১লা এপ্রিল ঐ আইন জারী হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করায় যাহাতে ঐ ধর্ম্মনাশা আইনের কবলে পড়িয়া নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও নৈতিক পবিত্রতা জলাঞ্জলী দিতে না হয়, তজ্জন্য লোকে এক সপ্তাহের শিশু-কন্যা হইতে এক মাসের পুত্র সন্তানের পর্য্যন্ত বিবাহ কার্য্য তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিতেছে। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অথবা শাস্ত্র অনুযায়ী এই সকল শিশু-বিবাহ অবৈধ না হইলেও আমরা কখনই এই শ্রেণীর শিশু বিবাহকে সমাজের আদর্শ অথবা জাতীয় উন্নতির সহায়ক বলিয়া মনে করি না; বরং অনেক স্থলেই যে এই অপরিণামদর্শী শিশু-বিবাহের ফলে দেশবাসীর সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন অশান্তি-কলহ ও ব্যভিচারের বিষ-বাষ্পে কলুষিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে এই সকল অপরিণামদর্শী শিশু-বিবাহের ফল অনিষ্টকর সারদা আইনের অনুসরণ অপেক্ষাও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। সদ্যজাত শিশু-বালিকাগণের সহিত এক বৎসর বা দুই বৎসরের কম বয়স্ক যে সকল শিশু-বালকের বিবাহ হইতেছে, চৌদ্দ-পনর বৎসর পরে সেই সকল শিশু-দম্পতির অবস্থা কিরূপ অসম ও বিষময় হইয়া দাঁড়াইবে, এই সকল শিশুর অজ্ঞ অশিক্ষিত অভিভাবকেরা তাহা একটুও ভাবিয়া দেখিতেছে না। মুসলমান সমাজে তব 'তালাক' ও বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা আছে, এই সকল বিবাহের ফলে মুসলমানের যে সমস্যা দেখা দিবে, উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা হয়ত তাহার কতকটা সমাধান হইতে পারিবে। কিন্তু সনাতনী হিন্দু সমাজে ত সে সব ব্যবস্থা নাই—শীঘ্র উহা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়াও মনে হইতেছে না; অথচ অতিরিক্ত শিশু-বিবাহের ফলে ইতিমধ্যেই হিন্দু সমাজে শিশু-বৈধব্যের সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। এই জন্য বহু শিক্ষিত হিন্দু এই সকল শিশু বিবাহকে সামাজিক পাপের বিষ-বৃক্ষ বা "শিশুমেধ-যজ্ঞ" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ফলতঃ ধর্ম্মনাশা সারদা আইনের আতঙ্কে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে অনিষ্টকর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ইহার জন্য দায়ী ধর্ম্মদ্রোহী হরবিলাস সারদা ও তাহার সমাজদ্রোহী সমর্থক দল; আর দায়ী অদূরদর্শী বিদেশী গভর্ণমেণ্ট। বিদেশী বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ প্রজার ধর্ম্ম-কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়াই তাহাদের উপর সাধারণের একটা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, এবং এ জন্য তাহারা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ দেশবাসীর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধও রহিয়াছেন। কিন্তু [illegible] অদূরদর্শী গভর্ণমেণ্ট ভ্রম বশতঃই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক সেই চিরাচরিত নীতি ও প্রতিশ্রুতি এবং দেশবাসীর ভক্তি ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া [illegible] সারদা আইন সমর্থন পূর্ব্বক যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন, দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহারা অবিলম্বে সারদা আইন প্রত্যাহার পূর্ব্বক সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কি?

সারদা আইন সংশোধন।—অনিষ্টকর ধর্ম্মনাশা সারদা আইন সংশোধন অথবা উহার কবল হইতে স্বজাতিকে মুক্তি প্রদানের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বতন্ত্র ভাবে দুইখানি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করা হইয়াছে। উহাতে হিন্দু সমাজে [illegible] বিবাহের নিম্ন বয়স ১৭ [illegible] করা হইয়াছে এবং মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে ঐ অনাচারী আইনের কবল হইতে মুক্তি দিবার জন্য নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করা হইয়াছে। যে সকল ধর্ম্ম ও সমাজদ্রোহী লোক গভর্ণমেণ্টকে ভুল বুঝাইয়াছিল যে, ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের অধিকাংশ লোকই এইরূপ আইন চায় এবং দেশে এরূপ আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে—আশা করি, এই দেশব্যাপী প্রতিবাদের ফলে সেই সকল দুর্বুদ্ধি লোকের কথার অসারতা গবর্ণমেণ্টের নিকট এখন স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যদি একান্ত মতিচ্ছন্ন না হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের যদি একটুও শুভবুদ্ধি বা দূরদর্শিতা থাকে, তবে অবিলম্বে সারদা আইন প্রত্যাহার করা অথবা হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি যথাসম্ভব শীঘ্র আইনে পরিণত করিয়া দেওয়া তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পত্রান্তরে প্রকাশ—সারদা আইন পাশ করার ফলে যে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া নাকি এতদিন পরে গবর্ণমেণ্টের টনক একটু নড়িয়াছে এবং তাহারা নাকি সারদা আইনের নাগপাশ একটু শিথিল করিয়া বিবাহের নিম্ন বয়স ১৪ বৎসরের স্থলে ১২ বৎসর করিতে রাজী হইয়াছেন! বিবাহের বয়স ১৪ বৎসরের স্থলে ১২ বৎসর করিয়া দিলে হিন্দু সমাজ শান্ত ও সন্তুষ্ট হইবে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ সনাতনী হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুযায়ী রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া অত্যাবশ্যক। এ অবস্থায় রজস্বলা কন্যা-বিবাহ দিতে অথবা রজস্বলা বালিকা বিবাহ করিতে যাহাদের ধর্ম্ম-সংস্কারগত আপত্তি আছে, তাহারা ১৪ বৎসরের স্থলে বিবাহের বয়স ১২ বৎসর করিয়া দিলে শান্ত বা সন্তুষ্ট হইবে কিনা সন্দেহ। কারণ এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে অনেক বালিকা দশ এগার বৎসরেই [illegible] কে। কিন্তু সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজে "ঐক্যা তাহারা বুঝিবেন।" এস্থলে আমাদের কথা এই যে, আমরা বাল্য-বিবাহের অন্ধ সমর্থক নহি এবং যৌবন-বিকাশের পূর্ব্বে বালক বালিকাদিগের বিবাহ দেওয়া আমরা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করি না। কিন্তু সারদার শয়তানী আইনের নির্দ্দেশিত ধারী বিবাহের ন্যায় অসমত শিশু-বিবাহকেও আমরা সমাজের পক্ষে তুল্য অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। কিন্তু স্বর্গীয় ইস্লামী শরীয়ত অবস্থা-বিশেষে বাল্য বিবাহ বা যৌবন বিবাহের যে ব্যক্তিগত পবিত্র অধিকার আমাদিগকে দিয়াছেন, কোন বিজাতীয় বিধর্ম্মী আইনের দ্বারা তাহা রহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর হউক অথবা ছয় বৎসরই হউক—এরূপ অন্যায় আইনের দ্বারা মুসলমানের ব্যক্তিগত বা ধর্ম্মগত অধিকার অপহরণ করিতে চেষ্টা করিলে তাহা কখনই নীরবে সহ্য করিবে না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট একান্তই যদি সারদার এই যুক্তিহীন বিকৃত আইন মুসলমান সমাজের উপর জারী করেন, তবে মুসলমান সমাজ নিশ্চয়ই এই আইন ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইবে। সুখের বিষয়, আমাদের ওলামা ও সমাজ-নেতৃগণ সমবেত হইয়া এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। দিল্লীর দেশ-বিখ্যাত মুফতী জনাব কেফায়েতুল্লাহ সাহেব প্রমুখ সর্ব্ব-ভারতীয় সর্ব্বজনমান্য এলামা ও নেতৃগণ সমবেত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট মুসলমানের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপর সারদা আইন জারী করিলে তাহারা অবশ্যই সে আইন ভঙ্গ করিবেন এবং তজ্জন্য কোনরূপ উপদ্রব বা হুজুগ সৃষ্টি না করিয়া প্রয়োজন হইলে সোজাসুজিই গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিবেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সারদা আইন অমান্য করিতেছেন বা করিয়াছেন। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে এবং দেশ-ব্যাপী আইন অমান্যের আগুন না জ্বালাইতে চান, তবে সারদার শয়তানী আইন অবিলম্বে সংশোধন বা প্রত্যাহার করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

বিপ্লবের সাধনা

—:•:•:—

আজ সমগ্র ভারত জুড়িয়া মুসলমানের উপর নির্য্যাতন চলিয়াছে—বে-[illegible] ভাবে! একদিকে আমাদের প্রতিবেশী শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী শক্তিমান হিন্দু জাতি [illegible] সর্ব্বত্র মুসলমানকে নির্য্যাতিত করিয়া আসিতেছে; তাহার উপর দেশের মালিক বিদেশী সরকার হিন্দুদের প্রতি [illegible] পাতিত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া [illegible] মানদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। এরূপ [illegible] হইতে আক্রান্ত হইয়া আজ ভারতীয় মুসলমান সত্যই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে;—কি করিলে এবম্বিধ চতুর্ম্মুখীন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, শত্রুদলের এরূপ অন্যায় জুলুমের প্রতিকারের কি—হতভাগ্য দিশাহারা মুসলমান আজ আর তাহা নির্দ্ধারণ করিতেও পারিতেছে না।

পরিণামে যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে। অত্যাচারীদের সাহস শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মুসলমানের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া হিন্দু এদেশে স্পেনের পুনরভিনয় করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া মসজেদ ভাঙ্গিয়া মন্দির গড়িবার কল্পনা আঁটিতেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া হতভাগ্য মুসলমানকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার জন্য যত প্রকার সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র হইতে পারে, তাহার কোনটা হইতেই পশ্চাদপদ নহে। আর দেশের শাসক-সম্প্রদায় দূরে থাকিয়া এবম্বিধ অত্যাচারের সমর্থনই করিয়া আসিতেছে [illegible] কেন এরূপ হইল? যে মুসলমান মাত্র দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের "তাজ" "তখতের" অধিকারী ছিল—যাহাদের প্রতাপের সামনে মাথা নত করিয়া বিধর্ম্মীরা "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে একদিন বাধ্য হইয়াছিল—সেই মুসলমানের উপর এরূপ অন্যায় আক্রমণ চালাইতে শত্রুদল সাহসী হইল কেমন করিয়া? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—মুসলমান তাজ ও তখৎ হারাইবার সাথে সাথে তাহার আত্ম-বিশ্বাসকেও হারাইয়া বসিয়াছে এবং আজ তাহারা আত্মবিশ্বাসহীন দুর্ব্বল এক কাপুরুষের কওমে পরিণত হইয়াছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাটুকু যে আমাদের মধ্যেও আছে, বিধর্ম্মীর নিক্ষিপ্ত ইটের পরিবর্ত্তে পাটকেল ছোঁড়ার ক্ষমতা যে এখনও আমরা হারাই নাই—এ আত্ম-বিশ্বাসটুকু আজিকার যুগের ভারতীয় মুসলমান হারাইয়া বসিয়াছে। তাই, শত্রুর শত প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আমরা অবিরত বিধর্ম্মীর লাথি-জুতা মুখ বুজিয়াই হজম করিয়া আসিতেছি এবং নিজেদের এরূপ কাপুরুষোচিত আচরণ দ্বারা প্রকারান্তরে অত্যাচারী শত্রুর সাহস বাড়াইয়াই দিতেছি।

আমাদের এই শোচনীয় ক্লৈব্যই জাতির নির্য্যাতিত হওয়ার প্রধান কারণ। যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান এই ক্লৈব্যভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই জাতির উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না এবং মুসলমানের প্রতি বিধর্ম্মীদের জুলুমেরও ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই অবসান হইবে না।

তাই, আমাদের আজিকার সব চেয়ে বড় কাজ হইতেছে—জাতির মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন! আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে অপরাজেয় শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে, আমরা যে কোন দিক দিয়াই অপর কাহারও অপেক্ষা হীন নহি—জাতির প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে মনে এই ভাবটা জাগাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে হইবে। [illegible] জাগিবে, সেদিন তাহারা আর শত্রুর নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিবেনা, স্বভাবতঃই সেদিন তাহারা শত্রুর নিক্ষিপ্ত ইটের পরিবর্ত্তে পাটকেলটী নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবে এবং তাহা হইলে যোগ্য প্রত্যুত্তর পাওয়ার ভয়ে অত্যাচারীর অত্যাচার স্পৃহাও স্বভাবতঃই দমিয়া আসিবে।

কিন্তু হায়, মৃতপ্রায় মোসলেম সমাজ-দেহে শক্তির প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া? নিষ্ক্রিয় কাপুরুষতা যে হতভাগ্য জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহার মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ জাগানো বড় সোজা কাজ নহে! জানি আমরা—আজিকার মোসলেম-সমাজে আত্ম বোধের প্রেরণা জাগান এক অতি কঠোর ব্যাপার; কিন্তু তাহা হইলেও এই কর্ত্তব্য আমাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। কারণ, সিংহ-শাবক মোসলেম সন্তান নিজের শক্তি-সত্তার কথা বিস্মৃত হইয়া আজ মেষ-শাবকে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার আত্ম-বিস্মৃতি-জাত দুর্ব্বলতার কল্যাণে ঘৃণিত শৃগাল-কুকুরেও আজ অতি অবহেলায় তাহাকে পরাভূত করিতেছে।—আমাদিগকে এ দুরবস্থার প্রতীকার যেমন করিয়াই হউক না কেন, অবশ্যই করিতে হইবে।

কোনও সমাজ যখন সমষ্টিগত ভাবে আত্ম-বিস্মৃতির মোহে মজিয়া গতানুগতিকতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ক্রমে পতনের পথে আগাইয়া চলে, তখন সেই সমাজকে আত্ম-বোধের সোনার কাঠির পরশ দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইলে, তাহা বিবিধ রূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।—প্রথমতঃ সংস্কার দ্বারা ধীরে ধীরে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের মনে আত্মবোধের প্রেরণা জাগান যাইতে পারে; কিন্তু এরূপ সংস্কারের মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইলে দীর্ঘ সময়ের দরকার। তাহা ছাড়া, সংস্কার দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে হইলে যে পরিমাণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা থাকা দরকার—সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে অধিকাংশেরই তাহা নাই। কাজেই, সংস্কারের ফল অনেক সময় সমাজের মূর্খতা ও অসহিষ্ণুতার জন্য বার্থ হইতে পারে না। কিন্তু সমাজকে জাগাইবার অপর যে একটী উপায় আছে, যদি তাহা অবলম্বন করা যায়, তবে অতি শীঘ্রই উদ্দেশ্য সফল হয়। সমাজকে পুনর্গঠনের এই দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—সামাজিক বিপ্লব! বিপ্লবের মধ্য দিয়া কাজ করিতে পারিলে, মৃতপ্রায় সমাজ-দেহ অতি অল্পকাল মধ্যে বিস্ময়কর ভাবে নব-জীবনের স্পন্দন জাগান যায়। সামাজিক বিপ্লব সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গঠন করে। বিপ্লবের এই ভাঙ্গা-গড়ার বিবর্ত্তনে মেকী যাহা, ঝুটা যাহা—তাহা নিঃশেষে লোপ পায় এবং আসল খাঁটি জিনিষই সজ এই অগ্নি-পরীক্ষায় টিকিয়া থাকিতে পারে।

ভারতীয় হতভাগ্য মোসলেম-সমাজের আজিকার শোচনীয় পতনের দিনে সমাজকে নূতন করিয়া গঠনের জন্য আমাদিগকেও এই সমাজ বিপ্লবের পথই অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, সমাজের আজিকার দুর্ব্বতার নিদ্রা সংস্কারের ক্ষীণ চীৎকারে ভাঙ্গিবার নয়, এজন্য বিরাট রোলে বিপ্লবের ভেরী বাজান আবশ্যক। আজ আমাদের শত্রুদল আমাদের জীর্ণ কুটীরের এক পাশে আগুন জ্বালিয়া দিয়া পৈশাচিক আনন্দোল্লাসে আমাদের জীবনকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু আমরা এমনই আত্ম-চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছি যে, শত্রুর প্রদত্ত অগ্নিশিখা চোখের সামনে দেখিয়াও আসন্ন বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কাজেই, আজ ইচ্ছা করিয়াই আমাদিগকে নিজ হস্তে সমাজ-কুটীরের অপর দিকেও বিপ্লবের আগুণ জ্বালিয়া দিতে হইবে। এরূপ ভাবে সমাজ যেদিন চতুর্দ্দিক অগ্নিশিখার মধ্যে পড়িয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইবার উপক্রম হইবে, সেদিন হয়ত স্বভাবই [illegible]

আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে এবং তখন আমরা বাঁচিয়া থাকার জন্য যে শেষ চেষ্টা করিব—সেই চেষ্টার ফলে এক দিকে আমাদের স্বহস্ত-প্রবর্ত্তিত বিপ্লবের আগুণ যেমন নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, অপর দিকে শত্রুর প্রদত্ত নির্য্যাতনের আগুণও তেমনি নিভিয়া যাইবে এবং আমাদের সেদিনকার বাঁচাই হইবে—সত্যিকার বাঁচা।

কাজেই ভারতীয় মুসলমানকে আজ এই বিপ্লবের বাণীতেই মনে-প্রাণে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। বিধর্ম্মী-বিজাতির দল আমাদের উপর যে জুলুম ও অত্যাচার চালাইতেছে, তাহা হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় এই বিপ্লব। এবম্বিধ বিপ্লবের পরিণামে সমাজের মধ্যে আত্মবোধের প্রেরণা জাগিবে এবং সেদিন শত্রুর জুলুমের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য মুসলমান স্বতঃই আগাইয়া যাইবে—মুর্দ্দার মত নীরবে পরের লাথি-জুতা হজম করিতে সেদিন আর কোন মুসলমানই সম্মত হইবে না।

এক্ষণে কথা হইতেছে—এই অত্যাবশ্যক সামাজিক বিপ্লবটী আমরা কেমন করিয়া আনয়ন করিব এবং কোন্ উপায়েই বা এই বিপ্লবকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে? ইস্লামের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—সরওয়ারে কায়েনাত হুজুর দুলালে মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) এক শুভ-প্রভাতে অতি আকস্মিক ভাবে দেশের প্রচলিত সমস্ত বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বিপ্লবের বিজয় নিশান উড়াইয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরববাসীর মধ্যে তৌহিদের বিপ্লবাত্মক বাণী ঘোষণা করা যে কিরূপ বিপদ-সঙ্কুল [illegible] নবী মোহাম্মদ (দঃ) [illegible]কালের জন্যও এ চিন্তা হৃদয় মধ্যে স্থান দেন নাই। অতি আকস্মিক ভাবেই কোনরূপ পরওয়া না করিয়া তিনি তৌহিদ-মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মহানবীর আরব্ধ সেই বিপ্লবেরই পরিণামে আজ জগতের চল্লিশ কোটী আত্মা নিয়ত তৌহিদের জয়গান করিতেছে। সুতরাং দেখা যায়, জগতে প্রতি আল্লার শ্রেষ্ঠতম অবদান ইস্লাম এক বিরাট বিপ্লবেরই পরিণতি, সুতরাং বিপ্লবের নামে ভীতিগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণই মুসলমানের নাই।

আরবের অন্ধকার যুগে মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) যেরূপ ভাবে বিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও ভারতীয় মুসলমানের আজিকার শোচনীয় পতনের দিনে তেমনি আকস্মিক ভাবে বিপ্লবের লাল নিশান উড়াইয়া দিতে হইবে। আমাদের আজিকার এ বিপ্লব হইবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে নির্য্যাতিত-নিপীড়িতের স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত বিদ্রোহ। ভারতের কোন অংশে কোন একজন বা কোন একদল মুসলমান প্রচলিত হীন সামাজিকতা ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার দুঃসাহসিক অভিযানে আকস্মিক ভাবে অগ্রসর হইয়াই এই বিপ্লবের নকীবের শিঙ্গা বাজাইবেন। এরূপ ভাবে নকীবের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিলে পর সহস্র সহস্র বিপ্লবী আসিয়া আপনি সেই রক্ত-পতাকার নীচে জমা হইবে এবং পরিণামে সমাজের চারিদিকেই এমন একটা উলট-পালট দেখা দিবে যে, সেদিনকার সে বিবর্ত্তনের মাঝে সত্যই সমাজের নব-জন্ম লাভ সম্ভবপর হইবে।

কিন্তু সেই অনাগত বিপ্লবের অগ্রপথিক শিঙ্গাধারী নকীব কোথায়? কোথায় আছ—হে অগ্রপথিক বিপ্লবের এমাম! তুমি আসিয়া তোমার নিশান হাতে তুলিয়া লও, মৃতপ্রায় মোসলেম সমাজ যে তোমারি অপেক্ষায় বসিয়া আছে!

জনাব মওলানা সাহেবের ভ্রমণ-তালিকা

ও স্থিত ও বিবরণ

৩০শে চৈত্র—মেটিয়া মাদ্রাসা সভা, পোঃ আড়বালিয়া, ষ্টেঃ আড়বালিয়া, (২৪ পরগণা) মোক্তার এছমাইল ও এছমাইল ফকির সাহেবান।

৩রা বৈশাখ—বকুরিয়া মাদ্রাসা সভা, পোঃ নগদামীমলা, (ময়মনসিংহ) ষ্টেশন ময়মনসিংহ, সেক্রেটারী মাদ্রাসা।

৫ই বৈশাখ—বাঘাডহর সেরাজুল ইসলাম মক্তব, পোঃ মহেশ্বরগঞ্জ, ষ্টীমার ষ্টেশন বাহাদুরাবাদ, (ময়মনসিংহ) মুঃ মোহাঃ সেরাজুদ্দিন সাহেব।

৭ই বৈশাখ—বশিকোড়া সভা, পোঃ ও ষ্টেশন নসরৎপুর, (বগুড়া) নায়েবুল্লাহ প্রামানিক সাহেব।

৮ই বৈশাখ—নন্দীগ্রাম, তাহ্‌ফরিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা, পোঃ নন্দিগ্রাম ও ষ্টেশন বগুড়া, (রাজসাহী) বাদেরুদ্দিন সর্দার।

১০ই বৈশাখ—চান্দাই, পোঃ ও ষ্টেশন মুলাডোগী, (পাবনা) মওলানা আওকাতুল্লাহ সাহেব।

১১ই বৈশাখ—গোটাপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসা, পোঃ মাদলা, ষ্টেশন ও জেলা বগুড়া, ডাক্তার আব্বাস আলি মণ্ডল সেক্রেটারী। এই সভায় হানাফী-সম্পাদক জনাব মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব শুভাগমন করিবেন।

১৩ই বৈশাখ—সেরপীর, পোঃ মধ্যবাড়ী, ষ্টেশন জয়পুরহাট, জেলা বগুড়া, মুন্সী জমিরুদ্দিন দেওয়ান।

১৬ই বৈশাখ—বড়বাগপুর, পোঃ ও ষ্টেশন বাঁকা-ভবানীপুর, (খুলনা); মওলানা বজলোর রহমান সাহেব।

১৭ই বৈশাখ—গদাইপুর, পোঃ গদাইপুর, বোয়ালিয়া, (খুলনা)।

২০শে বৈশাখ—মদনপুর, পোঃ ও ষ্টেশন ঝিকরগাছা, (খুলনা) মুন্সী জহিরুদ্দিন।

২২শে বৈশাখ—সাতডাঙ্গা, অমৃতনগর, ষ্টেশন ছাতিয়ানতলা, (খুলনা) মুঃ মোহাঃ জয়নাল আবেদীন।

২৪শে বৈশাখ—মনোহরপুর, গোপমহল, ষ্টেশন কোলা, মেদিনীপুর, শেখ নইমুদ্দিন।

২৫শে বৈশাখ—দেড়িয়াচক, রঘুনাথবাড়ি, ষ্টেশন ভোগপুর, (মেদিনীপুর) রমজান আলি খাঁ।

২৯শে বৈশাখ—কনইয়া, পোঃ খরবা, ষ্টেশন সামসি, (মালদহ) হাজি মুন্সী খাদেম আলি।

৩১শে বৈশাখ—আইহো চাঁদপাড়া, পোঃ ও ষ্টেশন বুড়িয়া, (মালদহ) মুন্সী শাহ লোৎফর রহমান।

১লা জ্যৈষ্ঠ—বাগুদেবপুর, পোঃ বাগুদেবপুর, ষ্টেশন নবাবগঞ্জ, (মালদহ) হাজি নেয়াজ আহমদ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—কতোয়ালি, পোঃ সুজাপুর, ষ্টেশন ও জেলা (মালদহ) হাজি শফিউদ্দীন ও মুন্সী আছালত মোল্লা।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—বরেয়া, পোঃ, ষ্টেশন ও জেলা খুলনা; মুফি মুঃ জহরোল হক সাহেব।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—হাকিমপুর মাদ্রাসা, পোঃ ভরসাপুর, (খুলনা), মৌলবী মহিউদ্দিন সাহেব।

গতবারের ভ্রমণ তালিকার

ভ্রম-সংশোধন

রমজানের বন্ধের পূর্ব্ব-সপ্তাহে যে ভ্রমণ-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত ভুলগুলি রহিয়া গিয়াছে:—

১১ই চৈত্র কুশলা স্থলে কুরশা হইবে, ১৩ই চৈত্র, দমুমার স্থলে দামুমারা হইবে। বশিকপুরের স্থলে বশিকপুরের হইবে। ২৫শে চৈত্র গাওয়ালোলা স্থলে ধাওয়াপোলা হইবে।

টিপ্পনী-প্রসঙ্গ

কংগ্রেসী স্বাধীনতার স্বরূপ

আজ কংগ্রেস সম্বন্ধে দু'-একটী অপ্রিয় সত্য বলিতে বাধ্য হইতেছি। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জীর সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে এই রাষ্ট্রীয় মহা-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসের মতামতেই দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোক ভারতের মতামত জানিয়া থাকে। কংগ্রেসের জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহা নিছক হিন্দু মহাসভা বই আর কিছুই নহে। তাহার প্রমাণ আমরা কংগ্রেসের বর্ত্তমান ডিক্টেটর গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া মুঞ্জে মালব্যের আচরণে ও কথায় জানিতে পাইয়াছি। দেশ স্বাধীন হউক, একথা আমরা সকলেই স্বীকার করি, পরাধীন থাকিতে কেহই চায় না। সামান্য শিশুও হাটিতে শিখিলে আর পরের হাত ধরা চায় না। কিন্তু এই স্বাধীনতার অন্তরায় কাহারা, তাহা কি হিন্দু লীডারেরা চিন্তা করিয়াছেন?

যতদিন ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগত বিরোধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন স্বাধীনতা কেন, স্বাধীনতার বু-বাস পর্য্যন্ত এদেশে আসিবে না। স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মত লোকেও যখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভুলিতে পারেন নাই, তখন আমরা কোন্ হিন্দু লীডারের স্বাধীনতার মোহে ভুলিয়া থাকিব? রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তিনি [illegible]তার পক্ষপাতী। তিনি [illegible] বলেন ;—

"বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘিরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে—ইত্যাদি"।

উল্লিখিত কবিতা পাঠে বুঝা যায়, ঠাকুর মহাশয় আর বাকী দশ কোটি মুসলমানকে বাদ দিয়াই ভারতের মুক্তির আশা করেন। বিগত অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে হিন্দুরা ভাবিয়াছিলেন, মুসলিম অধ্যুষিত অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় মোসলেম জাতির প্রাণে যে জাগরণের জোয়ার আসিয়াছে, তাহা হিন্দুর পক্ষে ভীতিপ্রদ। তাই সেই জোয়ারকে হিন্দুগণ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। হিন্দুরা দেখিল, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা তাহার ন্যায্য অধিকার সমূহ দাবী করিতে শুরু করিয়াছে। সুতরাং নিজের একচেটিয়া অধিকার নাশের আশঙ্কায় হিন্দু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। অফিস-আদালতে, কাউন্সিলে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে ও মিউনিসিপ্যালিটিতে শতকরা [illegible] দাবী করিয়া এই যে মুসলমানেরা বজ্রকণ্ঠে ধ্বনি তুলিয়াছিল, হিন্দু সে ধ্বনিকে নন-কো-অপারেশনের তীব্র আন্দোলন জাগাইয়া দাবাইবার প্রয়াস পাইল, তাহারা প্রচার করিল, "ভারতবাসী তোমরা বৃটিশের সহিত সহযোগ করিও না, অফিস, আদালত, উকিলি, মোক্তারী ব্যবসায়, স্কুল-কলেজ ত্যাগ কর।" হিন্দুদের এই হীন ষড়যন্ত্রের মোহে মাতিয়া বহু মুসলমান স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু দেশ যখন হুজুগে মাতিয়া গেল, তখন হিন্দুরা আস্তে আস্তে সরকারী অফিস, আদালত ও স্কুল-কলেজে গিয়া হাজির হইল। কিন্তু মুসলমান পৃষ্ঠ প্রদর্শনের জাত নহে—তাই তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। মুসলমান শিক্ষায় যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, হিন্দুদের এই অসহযোগ আন্দোলনের ফলে তাহারা [illegible] পিছাইয়া পড়িল। এই যে মুসলমান সমাজের ক্ষতি হইয়াছে, এ ক্ষতি আরও দশ বৎসরে পূরণ হইবে কিনা, বলা যায় না।

এখন মুসলমানগণ হিন্দুদের ষড়যন্ত্র বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। বিগত লাহোর কংগ্রেসে যে হিন্দুরা "পূর্ণ স্বাধীনতা" ঘোষণা করিল, হিন্দুদের এই তথাকথিত স্বাধীনতার মূলে যে আন্তরিকতার লেশমাত্র নাই, তাহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। একটা বিরাট ভণ্ডামী, একটা হিংস্র মনোভাব এবং একটা সুনিয়ন্ত্রিত ষড়যন্ত্র এই আন্দোলনের মূলে বল সঞ্চার করিতেছে। হিন্দুরা আবার মুসলমানকে ধোকায় ফেলিবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র। সেদিন কোন একখানা কাগজে পড়িয়াছিলাম, মোসলেম জাতীয়তা সম্বন্ধে জনৈক চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন ;—

"গো কোরবানী—মসজিদের সম্মুখে বাজনা ও স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রকৃত কারণ নহে,—একটা উপলক্ষ মাত্র। গত খেলাফৎ অসহযোগ আন্দোলনের যুগে হিন্দু নেতারা যখন দেখিতে পাইলেন যে, ভারতের দশ কোটী মুসলমানের ধর্ম্ম, কালচার, সভ্যতা ও সাহিত্য এই তথাকথিত Indian Nation গড়িবার পথে এক প্রধান অন্তরায়, তখন হিন্দু নেতারা আবিষ্কার করিলেন, হয় দশ কোটী মুসলমানকে শুদ্ধি করিয়া (নাউজবিল্লাহ) হিন্দু সমাজে গ্রাস করিয়া লইতে হইবে; না হয় তাহাদিগকে একচ্ছত্র হিন্দুরাজ কায়েম করিতে হইবে। এই ভাবেই হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত ও শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হইল।

"কংগ্রেসের একশ্রেণীর হিন্দু নেতারা ভারতীয় জাতীয়তার মুখোশ পড়িয়া সর্ব্বজ হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে মুসলমানের ধর্ম্ম, কালচার, সভ্যতা, ও সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়া হইতে মোসলেম জাতীয় অস্তিত্ব ও ইসলামী স্বাতন্ত্র্য একেবারে মিটাইয়া দিতে চান। আর ভারতবর্ষে মোসলেম কালচার ও সভ্যতার সহিত হিন্দু কালচার ও সাহিত্যের সংঘর্ষের ফলে হিন্দু-সভ্যতা ও সাহিত্য অজগর সর্পের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া মুসলিম কালচার ও সাহিত্যকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতির মারফতে যে কালচারের যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আমার নিকট কামান ও টর্পেডোর চেয়েও বেশী ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। তাই আমি হিমালয়ের মত উঁচু করিয়া মহাসাগরের মত বুক পাতিয়া এই তথাকথিত Indian Nationalism (ভারতীয় জাতীয়তা) আন্দোলনের গতিরোধ করিতেছি।

তাই আবার বলিতি, আমার কলিজার মত প্রিয় ভারতীয় মুসলিম! তুমি যদি তোমার স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম ও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাও—জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে ভারতে যদি টিকিয়া থাকিতে চাও, তবে এখনই জাগরিত হইয়া এই তথাকথিত ভারতীয় বনাম হিন্দু-জাতীয়তা আন্দোলনের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হও।"

শ্রদ্ধেয় লেখকের উল্লিখিত ভাবপূর্ণ লেখা হইতে পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন—হিন্দুর তথাকথিত জাতীয়তার স্বরূপ কিরূপ। তাই উপসংহারে আমি আমার মোসলেম ভাইদের মোকাবেলায় বলি—আর কংগ্রেসী স্বাধীনতার মোহে ভুলিও না। যদি আবার ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে স্পেনে যেমন মোসলেমের দশা হইয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিও।

এ, কে, এম, জহীর উদ্দিন আহমদ সৈয়দী

সারদার বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন

আইনের মর্ম্ম ও ব্যাখ্যা

আগামী ১লা এপ্রিল, ১৮ই চৈত্র মোতাবেক ১লা জেল্কদ হইতে সারদার বাল্য-বিবাহ নিবারণী আইন কার্য্যকরী হইবে। এই আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে হিন্দু মোসলেম সমাজে যে দারুণ বিক্ষোভ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য আইনটীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। অদ্য পুনরায় মূল আইনটী এবং তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে উল্লেখিত হইল :—

১৯২৯ সালের ১৯নং আইন

বাল্য-বিবাহ বন্ধ করার জন্য ইহা বিধিবদ্ধ করা হইল :—

১। (ক) এই আইনের নাম ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বাল্য বা শিশু-বিবাহ-নিরোধ আইন।

(খ) ইহা সমগ্র বৃটীশ ভারত, বৃটীশ বেলুচিস্তান এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রযুক্ত হইবে।

(গ) ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল (বাংলা ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৬) হইতে ইহা কার্য্যকরী হইবে।

২। (ক) এই আইনে শিশু অর্থে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে এবং ১৪ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাকে বুঝাইবে।

(খ) যাহাদের বিবাহ হইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ শিশু থাকিলে, ঐ বিবাহ শিশু-বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) বিবাহের পক্ষ বলিতে যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(ঘ) না-বালক বলিতে ১৮ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক বুঝাইবে।

৩। ১৮ বৎসরের বেশী এবং ২১ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ শিশু-বিবাহ করিলে, তাহার [illegible] এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা [illegible] পারিবে।

৪। ২১ বৎসরের অধিক বয়সের পুরুষ শিশু-বিবাহ করিলে তাহার একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। যে কেহ শিশু-বিবাহ সম্পন্ন করিবে, পরিচালনা করিবে, অথবা তত্ত্বাবধান করিবে, তাহার একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, এই বিবাহ শিশু-বিবাহ নহে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ তাহার ছিল, তবে তাহার দণ্ড হইবে না।

৬। কোন না বালক বা না-বালিকা যদি শিশু বিবাহ করে এবং না-বালক বা না-বালিকার পিতা মাতা, অভিভাবক অথবা আইনতঃ বা বে-আইনী ভাবে রক্ষক কোন ব্যক্তি যদি সেই বিবাহ সম্পাদনের অনুকূলে কিছু করে কিম্বা তাহাতে অনুমতি দেয়, অথবা গাফিলতির জন্য সেই বিবাহ বন্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তবে না-বালক বা না-বালিকার পিতামাতা, অভিভাবক অথবা রক্ষকের একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে—কিন্তু কোন নারীর কারাদণ্ড হইবে না।

(খ) কোন না বালক বা না-বালিকা শিশু-বিবাহ করিলে, না-বালক বা না-বালিকার অভিভাবক প্রভৃতি যদি বিপরীত প্রমাণ না দিতে পারেন, তবে এই ধারা প্রয়োগ কালে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তিনি গাফিলতি করিয়াই এই বিবাহ বন্ধ করেন নাই।

৭। ১৮৯৭ সালের 'জেনারেল ক্লজেস আইনের' ২৫ ধারায় অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার সময় কোন আদালত এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন না যে, অর্থদণ্ডের টাকা আদায় না হইলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবে।

৮। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯০ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অপর কেহ এই বিবাহ-আইন সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা গ্রহণ বা বিচার করিতে পারিবেন না।

৯। যে বিবাহ সম্পর্কে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইবে, সেই বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে নালিশ রুজু না করিলে কোন আদালত সেই মামলা গ্রহণ করিবেন না।

১০। এই আইন অনুসারে কোন আদালত যদি কোন মামলা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২০৩ ধারা অনুসারে যদি মামলা ডিসমিস না করেন, তবে ঐ কার্য্যবিধি আইনের ২০২ ধারা অনুসারে ঐ আদালত এ সম্বন্ধে স্বয়ং তদন্ত করিবেন অথবা আপনার অধীন প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের আদেশ দিবেন।

১১। (ক) ফরিয়াদীর অভিযোগ শুনিবার পর এবং কাছারিতে হাজির হইবার জন্য আসামীর নামে শমন জারী করিবার পূর্ব্বে আদালত অভিযোগকারীকে ১০০৲ টাকার অনতিরিক্ত জামিন সমেত বা বেজামিন মুচলকা দিবার আদেশ দিবেন। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৫০ ধারা অনুসারে অভিযোগকারী আসামীকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে আদিষ্ট হইলে, ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা এই মুচলকার টাকা হইতে দিতে হইবে। বিচারক ইচ্ছা করিলে কাহাকেও এই মুচলকা দেওয়া হইতে রেহাই দিতে পারেন; এরূপ স্থলে তিনি মুচলকা না লওয়ার কারণ লিখিয়া রাখিবেন। আদালতের নির্দ্দেশ মত উপযুক্ত সময়ে মুচলকার জামিন দিতে না পারিলে নালিশ ডিসমিস করা হইবে।

(খ) এই ধারা অনুসারে কোন মুচলকা লওয়া হইলে তাহা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে লওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং ঐ কার্য্যবিধির ৪২শ ধারাগুলি সেখানে প্রযুক্ত হইবে।

আইনের উদ্দেশ্য

অল্প বয়সে বালক-বালিকার বিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হইল। এই আইন অনুসারে ১৮ বৎসরের কম বয়সের বালক এবং ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। পাত্র-পাত্রীর ভিতর একজনের অথবা উভয়ের বয়স যদি এই নির্দ্দিষ্ট বয়সের কম হয়, তবে এরূপ বিবাহকে বাল্য-বিবাহ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

কোন্ কোন্ প্রদেশে এই আইন প্রযুক্ত হইবে

এই আইন বৃটীশ ভারত, বৃটীশ বেলুচিস্তান এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রযুক্ত হইবে। ভারতবর্ষের যে যে স্থান বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেন, তাহাই বৃটীশ ভারত। চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, গোয়া প্রভৃতি ফরাসী পোর্ত্তুগীজ অধিকৃত স্থানে, নেপাল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে, বরোদা, মহীশূর, হায়দারাবাদ প্রভৃতি দেশীয় বা করদ রাজ্যে এই আইন চলিবে না। ব্রহ্মদেশ বৃটীশ ভারতের অন্তর্গত। ব্রহ্মদেশে এ আইন চলিবে। ভারতের মধ্যে অবস্থিত হইলেও সাঁওতাল পরগণাকে বৃটীশ-ভারতের অন্তর্গত বলা হয় না। কিন্তু সাঁওতাল পরগণাতেও এ আইন খাটিবে।

হিন্দু-মুসলমান সকলকেই কি এই আইন মানিতে হইবে?

আর্য্যসমাজী, সনাতনী, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল হিন্দু, পার্শী, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান এবং প্রকৃতিপূজক আদিম জাতি প্রভৃতি সকলকেই এই আইন মানিতে হইবে।

কোন্ সময় হইতে এই আইন অনুসারে কাজ করিতে হইবে?

ইংরেজী ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল, বাংলা ১৩৩৬ সালের ১৮ই চৈত্র, হিজরী ১৩৪৮ সালের ১লা জেল্কদ হইতে এই আইন অনুসারে কাজ হইবে।

বাল্য-বিবাহ স্থলে পাত্র-পাত্রীর কি কোন শাস্তি হইবে?

কোন অবস্থায় পাত্রীর কোন শাস্তি হইবে না।

১৮ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকাকে বিবাহ করিলে বরের কোন শাস্তি হইবে না।

কিন্তু ১৮ বৎসরের বেশী এবং ২১ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ যদি ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকাকে বিবাহ করে, তবে তাহার ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। সাধারণতঃ নিয়ম আছে, জরিমানার টাকা আদায় না হইলে, অপরাধীর কারাদণ্ড হইয়া থাকে; কিন্তু এক্ষেত্রে বরের জেল হইবে না। জরিমানার পরিমাণ এক হাজারের বেশী হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজন মত ১০০৲, ২০০৲ হইতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিবেন।

২১ বৎসরের বেশী বয়সের পুরুষ যদি ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকাকে বিবাহ করে, তবে তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা অথবা একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে অতিরিক্ত জেল হইতে পারিবে।

বাল্য-বিবাহ দিলে পুরোহিত প্রভৃতির কি কোন শাস্তি হইবে?

যে ব্যক্তি বাল্যবিবাহ-সংক্রান্ত সংস্কারাদি সাধারণ করিবে, যে বিবাহ পরিচালন করিবে, ইহা তত্ত্বাবধান করিবে, যে পুরোহিত, মোল্লা অথবা পাদ্রী বিবাহের মন্ত্র ও কলেমা প্রভৃতি পড়াইবে, তাহাদের প্রত্যেকের এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা একমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

তাহারা যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন যে, এই বিবাহ যে শিশু-বিবাহ নহে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ তাহাদের ছিল, তবে তাহাদের শাস্তি হইবে না।

বাল্য-বিবাহ স্থলে পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতার কি কোন শাস্তি হইবে?

১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার অথবা ১৮ বৎসরের কম বয়সের বালকের বিবাহে অনুমতি দিলে, সাহায্য করিলে, অথবা এরূপ বিবাহ গাফিলতি করিয়া না ঠেকাইলে, না-বালক বা না-বালিকার পিতা অথবা অভিভাবকের এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা অথবা একমাস পর্য্যন্ত জেল অথবা উভয় শাস্তি হইবে। না-বালক বা না-বালিকার মাতা অথবা অভিভাবিকার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। এই আইনে কোন অবস্থায় নারীর কারাদণ্ড হইবে না।

অভিভাবক অথবা অভিভাবিকা যদি সন্তোষজনক রূপে আদালতকে বুঝাইতে না পারেন যে, এ বিষয়ে তাহাদের কোন গাফিলতি ছিল না, তবে তাহাদের শাস্তি হইতে পারিবে।

কত দিন পর্য্যন্ত মামলা দায়ের করা চলিবে?

কোন বাল্য-বিবাহ সম্পন্ন হইলে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ না হইলে, সে সম্বন্ধে কোন মামলা চলিবে না।

কোন্ আদালতে মামলার বিচার হইবে?

বাল্য-বিবাহ সংক্রান্ত কোন মামলা নিম্ন-শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা বিচারকের নিকট হইবে না। এমন কি, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ইহা গ্রহণ অথবা বিচার করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এরূপ মামলার বিচার করিবেন। সুতরাং জেলার সদরে না গিয়া কেহ এইরূপ মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।

লোকে যখন-তখন বিনা কারণে মামলা দায়ের করিতে পারিবে কি?

কোথায়ও বাল্য-বিবাহ হইয়াছে বলিয়া কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিলে, তাহার নিকট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ১০০৲ টাকার মুচলকা লইবেন। যদি তাহার অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তবে ঐ টাকা হইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। অর্থদণ্ড না দিলে অভিযোগকারীর একমাস পর্য্যন্ত জেলও হইতে পারে। অবশ্য উপযুক্ত কারণ থাকিলে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন না লইতেও পারেন।

এই আইনে কি লোকের উপর পুলিশের জুলুম বাড়িবে?

পুলিশের জুলুম ইহাতে বাড়িবে না। কারণ, আইনের আর একটী ব্যবস্থা আছে যে, বাল্য-বিবাহ সংক্রান্ত কোন অভিযোগের তদন্ত করিতে হইলে, তাহা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং করিবেন অথবা তাহার অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা করাইবেন। নিম্নশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, অথবা অপর কাহারও উপর তদন্তের ভার পড়িবে না।

রাজদ্রোহে "স্বাধীনতা"-সম্পাদক

"স্বাধীনতা" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী "স্বাধিকার বোধ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য পুনরায় ১২৪ (ক) ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত সম্পাদক রাজদ্রোহের কবলে পড়িয়া পূর্ব্বেই এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ডাকাতী সম্পর্কে ছাত্র গ্রেফতার

যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী কলিকাতার একটি প্রাইভেট কমার্সিয়াল স্কুলের ছাত্র। গত ১৬ই মার্চ্চ রাত্রি ১০টার সময় ৬৪নং হ্যারিসন রোডস্থ প্রেসিডেন্সী বোর্ডিং হইতে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সরারচর ডাকাতির মামলা সম্পর্কেই নাকি তাহাকে ধরা হইয়াছে। ঐ বাড়ীটি ২ ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করা হইয়াছিল।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের ব্যবস্থা

ট্রেণ-ডাকাতীর জের

লাহোর ১৮ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, আহমদগড় ট্রেণ-ডাকাতীর মামলার রায় সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। লুধিয়ানার সেশন জজ হরনাম সিং ও সাহেব সিংহের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস ও চারণ সিং ও যশোবন্ত সিং উহাদের প্রত্যেকের প্রতি দশ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মিঃ গান্ধীর রক্ত-বিভীষিকা প্রদর্শন

দেশব্যাপী আইন অমান্য করিবার হুমকী

গবর্ণমেণ্টের রুদ্র নীতি

বরপাকড়ের বিষম বেড়াজাল

মুসলমানদের লিপ্সু নীতি

মিঃ গান্ধীর আইন-অমান্য অভিযান

মিঃ গান্ধীর সমর আইন-অমান্য অভিযানের প্রথম সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত উহার অভিযানে কোনরূপ বাধা দান করেন নাই বলিলে ভুল হইবে না। তাঁহারা আশানান্ত হইয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার অভাব সম্পূর্ণ পরিমাণে পূরণ করিতেছেন। মিঃ গান্ধী এ পর্য্যন্ত কোনরূপ বাধা না পাইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কার্য্য-ক্ষেত্রে গমন করিতেছেন। সরকার তিনি আশানী এগ্রেল মাসের প্রথম সপ্তাহের অভিযানের কথা-কার্য্যে পরিণত হইয়া গেলে প্রকৃত সত্যাগ্রহ আইন আরম্ভ করিবেন। গবর্ণমেণ্টে এই ব্যাপারে কোন্ বাধা দান করিবেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না।

মিঃ গান্ধীর রক্ত-বিভীষিকা

প্রদর্শন

মিঃ গান্ধী তাঁহার যাত্রাপথে যে সব ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি বারংবার বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই অভিযান বেলিয়ার ও ব্রত বা লোক সমবেত হইতেছে। মিঃ গান্ধী উহার প্রথম সপ্তাহে প্রবাস করা করিয়া উক্তরূপ-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। বরিয়াটার ঐক্য ঐক্যে তাঁহা সভায় এই অহিংসার অবতার প্রকাশ করিতেছেন। [illegible]—ভুল ভাঙ্গা হইলেই স্বরাজ আসিবে না; ভাঙ্গার স্বপক্ষে আমিলে আমি যদুচিত পুলিশই উহা পাইতে না। স্বরাজ লাভেরও ভয় চাই তোমাদের রক্ত।"

সার্ব্বজনীন আইন-অমান্যের

প্রস্তুতি

মিঃ গান্ধীর আরব্ধ কার্য্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, "এইবার মহাত্মা যাহা সত্যাগ্রহ সমরে আসন করা প্রকৃত পরিচয়-দেন। তিনি অবশ্যই বলিতে করিতে ভারত ভেদার মধ্যস্থ আনন্দ নামক গ্রামে উপাস্থত হইয়া এক সমবেত বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি যেমন বলিয়াছেন যে,—

"সত্যাগ্রহের প্রারম্ভকালে যে সভা নিজের কথিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন সেই সভা ভূমিয়া বিসিয়াছে। আপনারা এখন যেখানে এবং যেমন ভাবে আইন-অমান্যের কাজ সুরু করিতে পারেন। হিংসায় হইতে দূরে থাকিয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে ভারতবাসীকে আইন-অমান্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। আমার মতে উহাই উপযুক্ত সময়। এই আরোহাইট আইন অমান্যের যথেষ্ট উপযুক্ত। এবং যদি আপনার শক্তি বেশইতের না পাকেন, তাহা হইলে আপনি ত্যাগ করিতে পারিবেন।"

গান্ধী-অভিযান সম্বন্ধে

সরকারী নীতি

ট্রিবিউনের বিলীতির সংবাদদাতা আমাইতে-ছেন, সরকার আপাততঃ কতকটি কমিতে-ছেন না। মিঃ গান্ধীর সত্যাগ্রহের বল যে সবল তাহা বলিতে, তাহা তাঁহারা প্রথম কয়েকদিন করিবেন। বেছাসেবকেরা যাহাদিগ অধিকার পাইবেন, তাহাদিগ এই কার্য্যে [illegible] করিবেন বলিয়া সরকার মনে করেন না। কিন্তু এই উপায়ে মিঃ গান্ধী সরকারকে যে পরাজিত করিতে পারিবেন, তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মঘটকারী ও খাদ্যাভাব

মিঃ সি. এম. সেনগুপ্ত বেঙ্গলীতে

বাগবাজার বস্ত্রকল কলের ও কলিকাতা এসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ মিঃ সি, এম, সেনগুপ্ত মাসকয়েকের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গলে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম্মঘটকারীদিগের অধিকার সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে চাহেন না। কিন্তু ধর্ম্মঘটকারীদিগের অধিকার যে অনন্ত নহে, তাহা বলিবার সময় আসিয়াছে।

ন-ম্যা জ্বর ভ্রম ভঞ্জন

এক কোটার শতকরা ৯৯৷৷ জন রোগীকে আরোগ্য করিয়া ডাক্তার ও ঔষধ বিক্রেতাদিগকে অবাক করিয়াছে। আর ১ কোটা ঔষধ ক্রয় করিলে ২ কোটা ঔষধ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়ার অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে না। ইহা সেবনে কুইনাইন ইঞ্জেকশন বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে না। ইহা সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, শরীর সুস্থ ও সবল হইবে। ইহা সেবনে কোন কুফল নাই। ইহা সেবনে কোন কুপথ্য নাই। ইহা সেবনে কোন কুপথ্য নাই। ইহা সেবনে কোন কুপথ্য

সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক—মওলানা মোহাম্মদ আবদুল আমসমাজের

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা

হানাফী

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

"হানাফী" অফিস :—৪৭ নং বিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ

ম্যালেরিয়া কবিরত্নের
অমৃত ধন্বন্তরি মহাসুদর্শন
রজদোষের ও দুর্ব্বলতার অব্যর্থ

ইহাতে দুষিত রক্ত পরিষ্কার করে, পারদ ও উপদংশ বিষ নাশ করে, গাত্রের বেদনা, শোথ, পাঁচড়, চুলকানি কোষ্ঠ বদ্ধতা, রক্তহানতা, পালাবিক ও গ্রাম্যবিক দুর্ব্বলতা আরোগ্য করিয়া শরীর সুষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ৷৵০, ৩ শিশি ২৷৷০, মাশুল ৷৵০।

কবিরাজ উমেদ সারথি কবিরত্ন
১নং হাঁর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

মৌ: মফজুর রহীম চৌধুরী এম-এ, প্রণীত

অমূল্য ধর্ম্ম-গ্রন্থরাজি

১। মেশকাত-শরিফ (১ম খণ্ড) ১৷৷ সওদা ৷৵০ টাকা।
২। হেদায়া-শরীফ (তর্জ্জমা, ৭ম খণ্ড) ১২ সওদা ৷৵ টাকা।
৩। প-খণ্ডক-নিমা (৪র্থ খণ্ড ৭) ১৷০। ৪। ইসলামের বাস্তীয় শাসনবিধি (২য় সংস্করণ) ৷৷০। ৫। কোরাণের মূল-সূত্র ১৷ ৷৵০।

—অপ্রকাশিত অমূল্য গ্রন্থ—

৬। আরবী সহচর (আরবী শিক্ষার মূলক পুস্তক, ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য) ১৷০। ৭। সোহরাব রুস্তম (২য় সংস্করণ) ৷৷০। ৮। মহরম চিত্র ৷৷০।

প্রাপ্তিস্থান—ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী
৮৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান ব্যতীত অন্যত্র মূল্য ৷৵০ আনা বেশী।

ডাক্তার গোল্ডেন সাহেবের আবিষ্কৃত
সর্ব্বোপরি রোগের মহৌষধ!

গণোডাইন

সেবনে—বিশেষ প্রকার বেদ, ইতাবের ন্যায় মূত্র হওয়ার ভাব বা মূত্র দিবামি, জলতোলাস ভাব, প্রস্রাব কষ্ট জ্বালা, প্রাস্রাব বেদনা প্রস্রাবে, অথবোধে বেদনা, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, হাত পা তল জ্বালা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, আলস্য, অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ, শিরংপীড়া, মানসিক দুশ্চিন্তাদি ধ্বংসকর নানা প্রকার আশঙ্কা হইয়া দুই বেলার আনন্দ নাশ করিবেন। —মেহ রোগের তাজা মুক্ত-আরোগ্য—এই সমস্ত কষ্টকর অবস্থায় আক্রান্ত হইলে রোগ উপশমের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে রোগ এককালীন নির্ম্মূল হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲, ৩ শিশি ৫৲, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—জালালী এণ্ড কোং লিঃ, ২২-সি, বিডন্‌ষ্ট্রীট, কলিঃ।

ঢো
দা
নিম

৫ম বর্ষ। ২৯শে শওয়াল—১৩১৮ হিঃ সোমবার—১৭ই চৈত্র—১৩১৬ ইংরেজী—৩১শে মার্চ্চ—১৯১০ ৩৪শ সংখ্যা

(গত ১৩১৫-১৬ সালের এই প্রস্পেক্টাসের একশত টাকা বাদদান অংশে ইক্ট ইণ্ডিয়ান ফোলাডাইজ লিমিটেড স্বাধীন করা হইয়াছে)

দিলহরভেলি টী কোং লিঃ

বাগান—তালতলা টী এষ্টেট

রেজিষ্টার্ড হেড-অফিস—৭নং মিশন রো, ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মূলধন—২,৫০,০০০৲ গৃহীত—২,৪৬,০২৫৲ আদায়—১১৫৮৭৲

মহুয়া ১০০৲ (এক হাজার) একর। ২০০ একরের বেশীর ভাগ বাগান হইয়াছে। এই বৎসরই আরও ২০০ একর ভাগ্যে বন্দোবস্ত করা ঠিক হইয়াছে। ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৩, ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে যে সকল গাছগুলি চারা উৎপন্ন করা হইয়াছে, সেগুলি সাফল্য মিশ্রিত পাওয়া যাইবে। বাগানের কাজ একেবারে ঠিক ভাবে চলিতেছে এবং ৩৫০ একর জমিতে চা লাগান হইয়াছে। ১৯১৫ সালে

বিশ্ব সংবাদ

বড় অক্ষরে বড় কথা

স্বরাজ্য দেউ মিঃ ঘোষ মীস সহিত

মর্ড-কন্যা ও মিউর্নিসপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট সহ।

রামলা দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবন

৩৫০০০ হাজার টাকা ফাণ্ডস্থগিত

ভারতীয় বাহুল্য-পারদর্শক সংঘের সভাপতি এবং খ্যাতনামা "বেল-বাবুড" বা সন্ত্রান্তবংশীয় অভদ্র ব্যাভাময় দেভা মিঃ উইলবারফোর্স বেল্ ৭৮ বৎসর বয়সে ব্যাটারসি আশ্রমে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ ঐ সংঘের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের বহু বন্ধু শোকাভিভূত হইয়াছেন।

ভাইবৃ ফোটা: ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

ভ্রিমাইসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও বৃদ্ধা

ভারতী সং বৃদ্ধার কর্ম্মজীবন হইতে নিঃস্ব অবসর গ্রহণের দিন সকলে সমবেত হইয়া বিদায় সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল। তিনি ৬৬ বৎসর যাবৎ এই সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ভারতীয় ছাত্রের বিপদ

ভারতীয় ছাত্র মিঃ ঘোষ ও মিঃ ঘোষের আত্মীয়ের বিপদ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। মাঝখান হইতে ৩৬ দিবস বাদীকে আদালত হইতে অনুপস্থিত থাকার জন্য ডিক্রি ঘোষণা আদায় হইয়াছিল। মাঝখান হইতে ৩৬ দিবস বাদীকে আদালত হইতে অনুপস্থিত থাকার জন্য ডিক্রি ঘোষণা আদায় হইয়াছিল। আদালত

মৌ নবির উম্মৌর খী সাহেবের

কোর্‌আনের দোয়া ও আমালিয়াত

মূল্য ১৸ বড় ১৸৹, বহ ৩৸৹, ডা ও ডা. বর্ষ ৬৸৹।

আসছে মাঘ মাসে ছাপা হচ্ছে।

ছেলেদের ধাঁধা

প্রথমে প্রকাশিত হইবে।

মেয়েদের আরশী ও চরকদ আকবর

আরবীর বাংলা উচ্চারণ সহ সব কয়টি বৃহৎ খণ্ড—

মসলা-বিধান

মূল্য বাঁধা ১৮৹ আনা। ১৯ খানা ডাকমাশুল ৫৹

মাহির ফেরা—৩৸

পথের দেখা—১৹

বিধবার মুক্তি—৸৹

বেহেস্তে শরীফ ২৸৹

মিনার কোম্পানী,

৩৩।৩ বেঃ-পুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

নামাজের ভ্রম ভঞ্জন

এই ছোকার শরীয়ত, তরিকত, হাকেকত ও মারেফতের অপূর্ব্ব ভেদের ও তাৎপর্য্যের ও অতিশয় সুন্দর ভাষা আছে। আপনি অবশ্য জানেন যে, সম্প্রতি ময়মন সিংহে কারবালা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কেবল যে তাৎপর্য্য, তত্ত্ব মূলতত্ত্ব, সাধনের ১৪ রেকাতের কি ফজিলত আছে তাহা নহে, কোন্ রেকাতে কি কি সুরা পড়িতে হয়, তাহাও বলিয়া দিয়াছি। ইহা ছাড়া ৪ রেকাত নামাজ পড়িতে ১৪ রেকাত নামাজ পড়িতে যে ফজিলত আছে, তাহাও বল

স্বত্বাধিকারী ও পরি... —মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব

REG. NO. C-1368.

হানাফী

হানাফী মতাবলম্বী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

"হানাফী" অফিস ঃ—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা
নগদ মূল্য /০ এক আনা

৮ম বর্ষ] ৮ই জমাদিউস্-সানী—১৩৫০ হিঃ | সোমবার ৪ঠা আশ্বিন—১৩৩৮ | ইংরেজী—২১শে সেপ্টেম্বর—১৯৩১ [৮ম সংখ্যা]

সেই সর্বজন-প্রিয় ...

মঙ্গল শিক্ষা

বিনা-ওস্তাদে পথ-প্রদর্শক শিক্ষার গ্রন্থ। ইহাতে আছে—অজু, তৈমুম, গোসল, নামাজ-রোজা, হজ্জ-জাকাত, ... আকিকা-খাতনা, মেরাজ-কোরবানী, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, ... প্রভৃতি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানের নিত্য কর্ম পদ্ধতি।

আর আছে—প্রত্যেক দোওয়া ও দোওয়া-দরুদের নিয়ে বাংলা উচ্চারণ ও উর্দু অর্থ মোট কথা সমস্ত কেতাব-পুস্তক সব তরিয়া গ্রন্থ পূর্ণ করা হইয়াছে। মূল্য ।।৮০ আনা। বুক পোষ্টে ।৮০ আনা। ২ খানির কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ম্যানেজার—হানাফী বুক এজেন্সী, ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ
দাশরথি কবিরত্নের
স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত কুণ্ড পার্শী
রক্তদোষ ও দুর্বলতায় অব্যর্থ

ইহা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে এবং পারা, পুঁজ-শোষিত, বাত, চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়া কোষ্ঠবদ্ধতা, রক্তহীনতা, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আরোগ্য করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। আমরা রাশি রাশি আরোগ্য সংবাদ পাইয়াছি। ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।০ আনা। ৩ শিশি ২।০ টাকা মাশুল ৸৵০

কবিরাজ শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২নং দাঁর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

বাংলার কর্তনিয়া বোর্ড সমূহের মেম্বারগণের প্রতি এক নিবেদন

আমরা সারা বাংলার ইউনিয়ন ... বোর্ড সমূহের যাবতীয় রেজেষ্টার ও ফারম ইত্যাদির একমাত্র মুসলমান বিক্রেতা। উক্ত বোর্ড সমূহের যাবতীয় বিক্রয়ার্থ সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকে। মুসলমান প্রেসিডেন্ট মেম্বারগণ ... আমাদের নিকট হইতে ক্রয় করিবেন ... পারি। ... মূল্য তালিকা পাঠাইয়া থাকি।—

কে, এন, ইস,
ক্রিসেন্ট মেশিন প্রেস, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

আপনি যদি চিরকাল স্বাস্থ্য ও আনন্দ ভোগ করিতে চান,
তাহা হইলে অতুলনীয় স্বাস্থ্যকর ঔষধ

এ্যামিকো—টনিক

ব্যবহার করুন। ধাতুক্ষয়, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ, অঙ্গের ক্ষীণতায় এবং হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্কের দুর্বলতার জন্য ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

এ্যামিকো-টনিক—সকল প্রকারের নূতন পুরাতন ধাতুক্ষয় রোগ, ধাতু-দৌর্বল্য ও তারল্য, অধিকতর স্বপ্নদোষ এবং মাথাব্যথা, হৃৎকম্প, মন ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তি কম হওয়া, ক্ষুধামান্দ্য ... এই সব রোগের উপসর্গগুলিকে কয়েক দিনেই দূর করিয়া দেয়, কয়েকদিনের ব্যবহারে শরীরে শক্তি এবং শোণিতে ... সাধন ইহাতে নূতন শোণিতের সৃষ্টি হয়, পেশী ও স্নায়ুগুলি সুদৃঢ় হয়, বর্ণ লাল হইতে থাকে সমস্ত শরীরে যৌবনের স্ফূর্তি অনুভূত হয়।

এ্যামিকো-টনিক—যাঁহারা অধিক শারীরিক শ্রম করেন, মস্তিষ্ক চালনার জন্য যাঁহারা শিরোরোগে কষ্টপান, যাঁহাদের গা-ঝাড়া মোড়া করিতে থাকে, মাথা ঘোরে, ঘুম হয় না, পরিশ্রমেই যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন—তাঁহাদের জন্য দুষ্প্রাপ্য উপহার।

এ্যামিকো-টনিক—স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, সকলের জন্য সমান উপকারী। যে সব স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বা শ্বেতপ্রদরের দোষ আছে অথবা দুর্বলতার জন্য যাহাদের রক্ত কম হইয়া যায়, তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা প্রসবের পরবর্তী সমস্ত দোষ দুর্বলতা দূর হইয়া শীঘ্রই শরীরে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়।

এ্যামিকো-টনিক—জ্বর, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ ভোগের জন্য যে দুর্বলতা,—ইহা ব্যবহারে দূর হইয়া শরীরকে শীঘ্রই শক্তিবান করিয়া তোলে।

ইহা সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়। ইহাকে সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতাদের ঔষধ বলিয়া ভ্রম করিবেন না। এই মহোপকারী ঔষধটী এ্যামিকো-ওয়ার্কস কর্তৃক প্রস্তুত।

মূল্য প্রতি শিশি (৩২ খোরাক) ১।০ এক টাকা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আমিন এণ্ড ইসমাইল
বিলাতী ঔষধ বিক্রেতা,—(সোল-এজেন্টস্)
৭৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনঙ্গ সালসা

এই সর্বজনীন অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাঘটিত রক্ত বিকৃতির পারদাদি দূর হয়, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত-দূষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্তব্য। এই সালসা ... আয়ুর্বেদীয় সালসা তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ৮০ প্রকার শোধিত সংযোগে ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য চাতুরে কবিরাজের পারা-মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল দেশীয় খাঁটি গাছড়া ঔষধে শুদ্ধ সংযোগে প্রস্তুত।

গুপেন্দ্র সালসা ঃ—অমৃত সালসা সেবনের পূর্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ... মাত্র দিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে অবসাদ আসার ... নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। যেমন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ২।০ আড়াই টাকা মাশুলাদি ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
মহৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়—১৪৪।১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

৫১ বৎসরের প্রচলিত ও বহু পরিক্ষীত—

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ। ব্যবহারে নই নিষ্ফল হইতে হয় না

১। "... চূর্ণ"—পরী থাকের অব্যর্থ।
২। "রেতঃশ্রাদ্ধ বটিকা"—শারীরিক সকল ব্যধি নিবারণ করে
৩। "বাতগজ কেশরী তৈল"—সর্ব্ববিধ বাত ব্যাধি নিবারক।
৪। "চন্দ্র প্রভাবটিকা"—স্ত্রী জাতীয় রোগ দূর করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট করিয়া থাকে।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ জানিতে "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানির জন্য পত্র লিখুন
প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধবল ও গলিত কুষ্ঠ চিকিৎসা

—প্রশংসা-সাক্ষ্য—

দিনাজপুর অন্তর্গত পাগইবাড়ী হইতে ... প্রামাণিক লিখিয়াছেন, আমি ১০।১১ বৎসর কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছিলাম, এই রোগ হইতে আমার সংসার অচল হইয়া উঠিয়াছিল, ... নিতে পারিতাম না, আমার সর্বাঙ্গে লাল ... তাম্র ... আঙ্গুল ঈষৎ বক্র হইয়াছিল, প্রস্রাব কালীন ধাতু ... হইত, শরীরে ... জ্বালার ন্যায় অনুভূত হইত ও কীট দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা হইত, নাসিকা ও অঙ্গ শোথ সংযুক্ত ... কখনও কখনও শরীরে জ্বালা হইত। উপরোক্ত ঘটনার ভিতর সত্যের অপলাপ করা হয় নাই, আমি মরণাপন্ন ব্যাধি লইয়া আসিয়া কুঠাশ্রমে কবিরাজ মহাশয়কে রোগ দেখাইয়া তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হই, দুই মাস চিকিৎসার পর আমার রোগ অর্দ্ধেক পরিমাণ বোধ্য হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়ায় পুনরায় ... সহিত দেখা করি এবং পুনর্বার চিকিৎসাধীন থাকিয়া ... রোগ নির্দোষ হইয়াছে। বিনামূল্যে ২ লক্ষ ধবল কুষ্ঠের প্যাকেট বিতরণ, যাহারা চিরদিন মনে করিয়া আসিতে ... ধবল কুষ্ঠ আরোগ্য হয় না তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি দূর করণার্থে বিরাট আয়োজন—বৃথা পয়সা খরচ না করিয়া বিনামূল্যে পরীক্ষা করুন। ১ ইঞ্চি পরিমাণ একটি দাগ স্থানে এক প্যাকেট ঔষধে আশাতীত উপকার দর্শিবে। এক প্যাকেটের বেশী দেওয়া হয় না, ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০ আনা মাত্র।

এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে গলিত কুষ্ঠের নিয়মাবলী পাঠান হয়।

... কুঠাশ্রম
কবিরাজ শ্রীবিনয় ... রায় বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি
৫নং ... রোড, শালিখা (হাওড়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, কলিকাতা। (ট্রাম ডিপোর পাশ উত্তর)
চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চ—আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ-সিন্দুর)—(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা উৎকৃষ্ট বর্ণ, গাত্র ও ... সর্ব্বপ্রকার রোগে ... প্রস্তুত। নিত্য ব্যবহার্য্য সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা—উৎকৃষ্ট খাদ্য আমলকী, ধাতুপোষক প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দি, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ... অধিকন্তু পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা—ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অন্যান্য সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিমিত আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

ক্রেণ্ড এণ্ড কোংর এক্টিকিম সালসা

সর্ব্ব প্রকার ... প্রস্তুত ...

৪০।১ ... চিৎপুর রোড ... কলিকাতা

পুরাতন মুসলিম লোহার দোকান

স্থাপিত ইং ১৯০৩

টেলি ঃ—আইরন শারফ | টেলিফোন কলিকাতা বিঃ বিঃ ২৩৭০

লোহার গুদাম—১০নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্মানী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল চেউটিন, প্লেনসিট,

পাটি, পয়ালে, বল্টু ও স্ক্রু আমদানী করিয়া থাকি। ঢালাই পিলার রেলিং ব্রাকেট, রেন পাইপ ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে খড়ি বন্ধ সহকারে সরবরাহ করি।

... এণ্ড ব্রেণ্ডস—৭৩।৪ নং ... কলিকাতা

... আশ্চর্য্য জীবন দান

আমাদের বহু চেষ্টা ও গবেষণার ফলে বহুদিন ২৫ বৎসরের ধারায় পরীক্ষা করিয়া মজিয়া অমৃতসার নামক ম্যালেরিয়া চিকিৎসার আবিষ্কার হওয়ায় যাবতীয় ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বর তিন দাগেই পূর্ণ রূপে আরোগ্য হয়। যাহারা ডাক্তারি কবিরাজী চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন আশা করি, একবার আমাদের মজিয়া অমৃতসার এক দাগ সেবনে আশাতীত ফল লাভে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। ইহা সেবনে প্রত্যহই শত শত সহস্রাধিক রোগী পুনঃজীবন প্রাপ্ত হইতেছে। মূল্য ছোট শিশি ৸৵০ বড় শিশি ১৸০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

হতাশ হইবেন না

আপনার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত আয়রণ টনিক ইহা সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে ও রসায়নিক প্রক্রিয়ায় বহুদর্শী সুচিকিৎসকগণের দ্বারা পরিক্ষিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। যাহারা বহুদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীরে রক্তশূন্য হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমাদের এক শিশি টনিক সেবনে চির জীবনের জন্য আরোগ্য লাভ করিবেন। ইহা শুধু পথ্যে ও নিয়মিত ব্যবহারে ৫০ টাকার সালসার কাজ করে। ইহাতে ক্ষুধা ও মাংস বৃদ্ধি করে, হজম শক্তি এবং দাস্ত পরিষ্কার রাখিয়া শরীরে প্রচুর পরিমাণে রক্ত উৎপাদন করে এবং ... যাবতীয় ম্যালেরিয়ার (বিষ) বীজাণু সমূলে ধ্বংস করিয়া শীঘ্রই শরীরকে সুন্দর করে। ... মূল্য ছোট শিশি ১।০ বড় শিশি ২।০ বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মজিয়া কোম্পানী,
১১১নং বদরতলা রোড (রাজাবাগান বড়সাহেবের হাট) পোঃ বড়তলা, ২৪ পরগণা। বা ... গ্রাম ... পোঃ খোল, ভায়া আমতা, হাওড়া।
সোল এজেণ্ট—বি, সি, গুপ্ত এণ্ড কোং, ১৫নং চাঁদনি চক ফাষ্ট লেন, কলিকাতা।

জ্যোৎস্না মেকা সালসা রক্ত পরিষ্কারক পারা গর্ম্মি ও বাত নাশক বলবৃদ্ধিকারক সেবনকালে কোন বাধা-ধরা নিয়ম নাই সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। মূল্য ১ শিশি মাঃ সহ ১৸৶০ ৩ শিশি ৪৸০।

মেহনাশক—টিকা।

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে নূতন ও পুরাতন যাবতীয় মেহরোগ ও মেহজনিত অন্যান্য রোগ সমস্ত সমূলে বিনষ্ট করিয়া শরীর সতেজ ও মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে, ইহা দেশীয় গাছগাছড়া ও ধাতু সংমিশ্রণে প্রস্তুত; মেহরোগে রোগীর পক্ষে ইহা অমূল্য উপকারী। মূল্য ১ শিশি ২৲, দুইটাকা মাশুল ৸৵০ ছয়আনা।

বাত ও বেদনা নাশক তৈল

এই তৈল মালিশ করিলে বাত, চোটবাত, গাঁটবাত, সন্ধিবাত, গজ্‌ড়া, চুলকানি, আম-বাত, গর্দি ও পারার জন্য ... বিষবেদনা, মেরুদণ্ডের বেদনা, মোচড় বেদনা, উরুস্তম্ভ হইতে পতন জন্য বেদনা, ... আরোগ্য হয়। এরূপ উপকারিতা শক্তিসম্পন্ন ঔষধ ... আর নাই ... পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য হইয়া গেছে এই তৈল ... মাশুলসহ ১ শিশি ১৸৵০ আনা, ৩ শিশি ৩।০ মেমিকা।

দরিদ্র- ... ১৫।
ঔষধালয়—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল।
... লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

যুক্তির খাতু দৌর্ব্বল্য ও অল্প-অজিনে—

ভীমশক্তি

মূল্য ১ টাকা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

একমাত্র—ইণ্ডিয়ান ফার্মেসী, ১৩২ বেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা কুষ্ঠ চিকিৎসালয়

৭১ বিডন ষ্ট্রীট

সর্ব্বপ্রকারের কুষ্ঠ, দুষ্ট, গলৎ-কুষ্ঠ, শ্বেত বা ধবল, বসন্ত, পাঙ্গা, গরমী, স্ত্রীরোগ, পুরাতন জটিল ও দুঃসাধ্য রোগ গ্যারাণ্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

—ঘুমুতে জদাদ বা নবশক্তি—

মূল্য কমিলেন

ভারত গভর্ণমেণ্ট

ঘুমুতে-জদাদ

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

পাথুরেকোলা, অম্বরুল, খুসরাবালা ও পাঁচপাতড় যেমনের ন্যায় : পৃথিবীতল এমন সুস্নিগ্ধ হাসুয়া এমনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

আপনি যদি এখনও আমাদের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন না যে, ঔষধ সেবনে এমন আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমাদের ঔষধ সেবনে যদি আপনার উপকার না হয়, তবে আমরা আপনার নিকট হইতে কোন মূল্য লইব না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমাদের ঔষধ সেবনে উপকার না হইলে আমরা নিজে আপনার বাটীতে যাইয়া ঔষধের মূল্য দিয়া আসিব। ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক বলিব। ঔষধ সেবনে যদি আপনার উপকার না হয়, তবে আমাদের নিকট হইতে ঔষধের মূল্য লইবেন না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন। ঔষধ সেবনে উপকার হইলে মূল্য দিবেন। ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব। ঔষধ সেবনে উপকার না হইলে মূল্য লইব

কৈলাস আতুলী

খাঁটি ধাতু মিশ্রিত। এই ঔষধ পুষ্টিকর বলকারক। খাইলে সকল রোগ এবং সবরকম উপসর্গ দূর হয়। [illegible] ব্যবহারে বাতব্যাধি, সায়েটিকা ও সকল প্রকার দুর্বলতা দূর হয়। [illegible]

মূল্য [illegible] পাঁচ টাকা।

[illegible]

সন্তানজন্ম বন্ধ

করিতে হইলে বহু বিখ্যাত ডাক্তারের দ্বারা প্রশংসিত ও পরীক্ষিত "বার্থ কন্ট্রোল" ব্যবহার করুন। দূষিত বা নষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায় অব্যর্থ। ইহা পাইতে হয় না। একটি টিউব ১।০, তিনটি ৩৲ টাকা। [illegible]

পোঃ কাশীপুর, [illegible]।

[illegible] শ্বেতকুষ্ঠ ([illegible])

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ [illegible]

অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যে অংশে যত দিনেরই রোগ হউক না কেন সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে শরীরের স্বাভাবিক রং হইতে থাকে ও অল্পেই শীঘ্র নির্দোষ হইয়া আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত [illegible] নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২।০ টাকা। বসু এণ্ড সন্স, [illegible] এ বকুলবাগান ১ম লেন, কলিকাতা।

চক্ষুরোগে

পদ্মমধু

Sellers Lotus Honey

আসল পদ্মমধুই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাবধান সস্তার হুজুগে মত্ত হইবেন না। অনেকেই বহু "লোটাস" বলিয়া দিতেছেন। ইহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। বিশেষ বিবরণ বিনামূল্যে। বসন্ত্রেট এণ্ড কোং—কলিকাতা।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে, বাইতে সুস্বাদু এবং রোগীর ইচ্ছামত পথ্যাপথ্য। এক দিনে জ্বর ছাড়ে, ৩ দিনে প্লীহা ও যকৃৎ কমে। জ্বরে, ফিভারে সেবন চলে। প্যাকেট ।০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲ টাকা। সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই।

গ্যারান্টের সোল-এজেণ্ট—

ডাঃ এ. এণ্ড রাহমান,—নড়াইল, যশোহর।

বহু চিন্তা ও গবেষণার ফল

প্রত্যেক ছাত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তি পাঠ করুন। ধর্ম্ম, সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে ও দেশের অবস্থার নিশ্চয় কারণ বুঝিতে সমর্থ হউন। সন্দেহ (২০০ নিত্য দরকারী হাদিছ) ৵১০; একতা ও কোরবানী ৵০; হিন্দু-ধর্ম্মে গো-জাতির স্থান ৵১০।

[illegible] I ACCEPTED ISLAM by a distinguished Hindu Scholar of India neatly bound. Price As. 12; THE ISLAMIC FAITH with a delightful introduction by Dr. Sheldrake of London. Excellent get-up. Price As. 6 only.

এম, কে, হামিদিয়া—নওয়াপাড়া, যশোহর।

চিকিৎসা [illegible]

সহজ কবিরাজি, ডাক্তারি

[illegible] শিক্ষা!

আপনি যদি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া [illegible] অর্থ উপার্জন করিতে না পারেন, তবে এই পুস্তকখানি খরিদ করুন। এই পুস্তকের সাহায্যে আর না হউক মাসে একশত টাকা উপার্জন করিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানা [illegible] শিক্ষা যথোপযুক্ত বর্ণিত, ইহাতে নাড়ীজ্ঞান, মূত্র, জিহ্বা, চক্ষু ও উপসর্গ পরীক্ষা এবং প্রত্যেক রোগের নিদান ও ঔষধ পাঞ্জা-সূত্রে [illegible] [illegible] কবিরাজী, ডাক্তারী এবং হোমিও [illegible] শিক্ষা [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] যথাযোগ্য [illegible] [illegible] আরোগ্য [illegible] পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা মাশুল [illegible] আনা।

ডাঃ সাগরদত্ত ভক্তির আশ্রম

[illegible] মেডিক্যাল হল

[illegible] ২৫ পরগণা।

জাবে বেহেশত

(এ [illegible])

আরশাদ কেন?—

মাত্র এক আনায় ৫০ [illegible] পীড়ার মহৌষধ।

[illegible] সহিত খাদ্য

কলেরা, বেরিবেরি, প্লেগ, আমাশয়, মেহ, বাত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সহর আরোগ্য হয়। [illegible] ও [illegible] বহুলোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। [illegible] সুবিধা লইতে পারিবেন। আমরা শুনিলে দেশের লোকের অনেক উপকার হইবে। [illegible] [illegible] আপনিও এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

শিঃ, পিঃ, তিন শিশির কম পাঠান হয় না। তিন শিশির মূল্য ১৲ মাং ।৵০।

[illegible] দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের দাওয়াখানায় নানাবিধ ফলপ্রদ হেকিমী ঔষধ [illegible] তৈল বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে। [illegible] কমিশন দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—ম্যানেজার এস, কে, হামিদিয়া, নওয়াপাড়া, যশোহর।

দৈবপ্রাপ্ত

ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন আমার ঔষধে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন। [illegible] ও বহু প্রশংসা পত্র আছে। মূল্য ২।০ [illegible], ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ [illegible] আলি

[illegible], পোঃ ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

! মৃত দেহে প্রাণদান !!

[illegible] মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা, বাবা [illegible] প্রদত্ত এক্সোভাইনা সেবনে হাঁপানি ও যক্ষা (থাইসিস) সারিবেই এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারাণ্টী। শিশি ২।০ টাকা। ডব্লিউ ভাই এণ্ড কোং, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

[illegible] অদ্ভুত আবিষ্কার [illegible]

শান্তি তৈল

[illegible] মহৌষধ

ঘোড়ামো, কাটা ঘা, [illegible] মেচেতা, প্রভৃতি চর্মরোগের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত মূল্য ছোট শিশি ।৵০ মাঃ ।। তিন শিশি [illegible] বড় শিশি ১ মাঃ [illegible] তিন শিশি [illegible]

মৌলবী হাকিম মোহাম্মদ এ. হোসাইন

[illegible] পোঃ আটুরিয়া

[illegible] তৈল

ইহা ব্যবহারে ধাতুদৌর্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, বক্রতা ও দুর্বলতা সত্বর বিদূরিত হইবে এবং ৭ দিনে জননেন্দ্রিয় সতেজ, সবল, পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়া পুরুষত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং যৌবনের অদম্য শক্তি বিরাজ করিবে, অন্যথায় মূল্য ফেরত দিব। ব্যবহার সুখপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি মায় মাশুল ১।৵০।

আনন্দ-বিকাশ—ইহা সেবনে ৭ দিনে [illegible] পুরুষত্ব-হীনতা আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। ৪০বটি মায় মাশুল ১।৵০ আনা।

[illegible]-সম্পাত।—এক মাত্রা সেবনেই সমস্ত ক্রিমি [illegible] সহিত নির্গত না হইলে মূল্য ফেরত দিব। পুরিয়া ৵১০ আনা, ১২ পুরিয়া মায় মাশুল ২।৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—এম, এ, রব—পোঃ [illegible], মাছিমপুর।

ইসলামীয়া আর্ট প্রেসের

নূতন বই নূতন বই

সম্পূর্ণ কোরান শরিফের বঙ্গানুবাদ সুবিখ্যাত মৌঃ আবদুল করিম সাহেব লিখিত

পদ্যে আমপারা

পবিত্র আমপারার অবশ্য পাঠ্য ছুরা সুমধুর বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ বাস্তবিক সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ। [illegible] বনিতা ইহার অমৃতরস পানে পরিতৃপ্ত হইবে। সুন্দর ভাবে এক পৃষ্ঠায় মূল আরবী ছুরা, [illegible] ও তফসির এবং পর পৃষ্ঠায় [illegible] ও টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] গৃহে গৃহে প্রত্যেক মোসলেমের নিত্য পাঠ্য হউক।" সুন্দর ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

তাপসী রাবেয়া ৸০ } সুন্দর ছাপা ও
নিঝর ৸০ } [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—ইসলামীয়া বুক ডিপো

১৩৮নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

জিনামুলে গোল্ড

যদি আমাদের ১২ কৌটা গাছের [illegible] টাকায় ক্রয় করিবেন, তিনি উৎকৃষ্ট প্রমাণ [illegible] উপহার পাইবেন। এমন সুযোগ আর পাইবেন না। একবার পরীক্ষা করিলে আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। এই পেন্সী [illegible] পেলে এটার মূল্য এক টাকার কমে পাইবেন না। আমরা কেবল ঔষধের বহুল প্রচারের জন্য এই সুযোগ দিতেছি। ইহা [illegible] আশা মুদ্রা নাই, ২৫ খানার মধ্যে [illegible] আরোগ্য হয়। প্রতি কৌটা ।০ আনা, [illegible] মাশুল স্বতন্ত্র। [illegible]

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] আশ্চর্য্য [illegible]

[illegible]

তিনি [illegible] ও কলিজা বেদনায় [illegible] মাত্র সেবনে হাতে ২ ফল [illegible] এক মাত্রা সেবনেই বেদনা [illegible] না ও সপ্তাহ কাল যথারীতি ঔষধ [illegible] করিলে অনন্ত বেদনা সমূলে দূরীভূত [illegible] পরীক্ষা করিলেই ইহার অব্যর্থ গুণ পরীক্ষা করিতে পারিবেন। মূল্য বড় কৌটা ১।৵০ আনা, ছোট কৌটা ৸০ আনা।

[illegible] জে, আহমদ—

শূল-সুধা ঔষধালয়—ঢাকা।

[illegible]—৫৭ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সেবেশ্বরী কত দিয়ে নাও

শুলেমম

অম্লপিত্ত, পিত্ত-শূল, হৃদশূল, অগ্নিমান্দ্য, ও যাবতীয় [illegible] মহৌষধ। ইহা সেবনে লক্ষ লক্ষ রোগী কঠিন [illegible] হইতে আরোগ্য লাভ করতঃ মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য মূল্য [illegible]। সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।

[illegible]

৮৫—ডাঃ এ. রহমান,

রহমানীয়া ফার্ম্মেসী,

পোঃ ফেণী, নোয়াখালী।

পল্লী-কবি জসীম উদ্দীনের

—নবতম অবদান—

বালুচর

অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। বালুচরের রামাল পাঠ করিয়া বিস্মিত হউন। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা।

রাখালী—মূল্য এক টাকা।

নক্শী কাঁথার মাঠ—মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—গোনাফী বুক এজেন্সী,

৪৭নং বিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় সর্ব্বজন-সমাদৃত

— অতুলনীয় গ্রন্থ

১। গুলিস্তাঁর গল্প—১৲

২। সাদীর কালাম—।৵০

৪৭নং বিপন ষ্ট্রীটস্থ গোনাফী বুক এজেন্সীতে বা প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

VIGOROL

[illegible] দৌর্বল্য, মানসিক দৌর্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, বার্দ্ধক্য ও উক্ত স্থানে অদ্বিতীয়। উচ্চ প্রশংসিত, পত্র লিখুন [illegible] এণ্ড কোং [illegible], পোঃ [illegible]

"কায়দা উল কোরান"

ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ছহি [illegible]

পাপ-পুণ্যের ফল—

[illegible] —মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক উপন্যাস। বঙ্গ সমাজের একখানি জীবন্ত চিত্র পড়িতে পড়িতে আপনার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবে। মনে হইবে সত্য সত্যই ঘটনাটী আপনার চোখের উপর ঘটিতেছে। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ মাত্র।

[illegible] সাহেব অনূদিত

আল-কোরান

পবিত্র কোরান শরিফ হইতে এক এক বিষয়ের আয়তগুলি চয়ন করতঃ ঠিক [illegible] জের জবর সহ মূল আয়ত এবং বাম পার্শ্বে সরল বঙ্গানুবাদ করা [illegible]ছে। প্রথম খণ্ড উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা মূল্য ।০ আনা।

[illegible]

মোল্লার বৈজ্ঞানিক উপকার বক্তৃতার ছন্দে উপন্যাসের সাথে হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণিত— মূল্য দুই আনা।

পরকালের পথে—যদি উপন্যাস পাঠে চরিত্র গঠন ও জীবন লাভ করিতে চাহেন, তবে ইসলাম কৌমুদী প্রণেতা মুন্সী মেহের উল্লার "পরকালের পথে" পাঠ করুন। [illegible] টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

কারী এম. এ জব্বার সাহেবের প্রণীত

বেহেশতের সোপান—সংসারে উন্নতি সাধন করিয়া সুখ শান্তিতে [illegible] করিতেও পরকালে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবার যাহা দরকার তাহা ইহাতে বিস্তারিত [illegible] হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

কায়দাউল কোরান—ইহার সাহায্যে নিজে নিজেই ছহি কোরান পাঠ ও [illegible] শিক্ষা করা হয়। মূল্য ।০ আনা।

—ইসলামের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়নকারী লেখক—

মৌলভী আবদুল কাদের বি-এ প্রণীত

মোসলেম-কীর্ত্তি

জাতীয় গৌরবের অলন্ত চিত্র। ভাষার উদ্দীপনায়, বর্ণনার লালিত্যে, মোসলেম সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ অঙ্কনে এবং মুসলমান রাজ-রাজ [illegible] ও বীর মহিলাদের [illegible] কীর্ত্তি-রাজির সহিত আপনার পরিচয় সাধনে এরূপ পু[illegible]। জাতীয় অভ্যুত্থান [illegible] নারী-প্রগতির এ যুগে প্রত্যেকেরই অবশ্য প[illegible] [illegible], সুন্দর ছাপা, [illegible] নাম লেখা, মূল্য ১ম খণ্ড ১।০, ২য় খণ্ড ৸০।

অর্দ্ধ মূল্য! [illegible] অর্দ্ধ মূল্য!

মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত, ৩ পর্ব্বে সমাপ্ত, সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, "বিষাদ সিন্ধু" ৩৲ টাকার স্থলে মাত্র ১।০ টাকায় দিতেছি।

বিশেষ কথা

এতদ্ব্যতীত আমাদের এজেন্সীতে মওলানা মহম্মদ আমিন সাহেবের প্রণীত সমস্ত কেতাব ও অন্যান্য ইসলাম গ্রন্থকারদের প্রণীত সর্বপ্রকার ধর্ম্ম বিষয় ও সামাজিক গ্রন্থাদি, ইতিহাস উপন্যাস [illegible] বই প্রভৃতি পাওয়া যায়। মফঃস্বলের অর্ডার যথাসম্ভব শীঘ্র অতি সতর্কতার সহিত [illegible] পাঠান হয়। [illegible] উর্দ্ধ্বে [illegible] মূল্যের পুস্তক [illegible] পাঠাইতে হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— [illegible] লাইব্রেরী এজেন্সী

৪৭নং বিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনি কি [illegible]

যাহাদের শুক্র অসহ[illegible] যাহাদের প্রস্রাবের সহি[illegible] [illegible] এবং সামান্য উত্তেজন[illegible] যাহারা হীনস্বাস্থ্যে অক্ষম যাহারা সর্ব্বদাই মনমরা, কাহ[illegible] করিতে চাহি না। এক[illegible] এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে বহ[illegible] করে। ইহা বৃদ্ধকেও যু[illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান [illegible]

মূল্য বড় সাইজ [illegible] ৮৲ টাকা; ২নং মাত্রা [illegible] গায়া—।৵০ আনা। [illegible] ফতুহুল মোহেরু— [illegible] মোমেনিন—৵০ [illegible] রাশি [illegible] ১নং সুপার রয়েল [illegible] অন্যান্য সকল পুস্তক [illegible]

...হইয়াছে, এইরূপ কথা বলিলে বা কার্য্য করিলে এস্তেগফার করিতে, ইসলামী কলেমা পড়িতে ও নেকাহ দোহরাইতে হুকুম করা হইবে।

এক্ষণে আসুন, দেখা যাউক প্রশ্নকারী শরহে-ফেকহে-আকবরের যে এবারত পেশ করিয়াছেন; উহার অর্থ কি? আর প্রশ্নকারী যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উহার প্রকৃত অর্থ কি না?

"উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যদি কেহ এরূপ কথা বলে কিম্বা কার্য্য করে যে উহার ৯৯ প্রকার কাফেরী মূলক অর্থ হইতে পারে, কিম্বা লক্ষণ থাকে, আর এক প্রকার ইসলাম-মূলক অর্থ হইতে পারে, কিম্বা লক্ষণ থাকে, তবে, মুফতির পক্ষে ইসলাম-মূলক অর্থ কিম্বা লক্ষণের সমর্থন করা ভাল।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যদি মুফতি একাধিক প্রকার অর্থ কিম্বা লক্ষণ সমর্থন করিয়া তাহার উপর কাফেরী ফৎওয়া দেন; তাহাও জায়েজ হইবে। কারণ আরবী "আফ-আওলা" শব্দের বিপরীত ব্যবহারও জায়েজ হইয়া থাকে। যাহারা কছুদে-এমানি, জামে-... ফছুলায়েন, বাহরোর রায়েক, ... মোহতার, মাজমাওল-আনহোর, ... আবহোর, আকমলিটি, ... ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন হানাফি ফকিহগণ এইরূপ বহুস্থলে কাফেরি ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। একজন মুসলমান স্বেচ্ছায় পৌত্তলিকদিগের দেবালয়ে গমন করিয়া প্রতিমা সেজদা করিল, এস্থলে মুফতিগণ তাহার উপর কাফেরি ফৎওয়া জারি করিলেন. কিন্তু হয়ত প্রশ্নকারী বলিতে পারেন যে, সে তথায় গিয়া খোদাকে সেজদা করিয়াছে। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, মুফতিগণের ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইয়াছে কি?

একজন লোক বলিয়া ফেলিল, আমি রোজা, নমাজ, কোরআন ও কেবেলা মানি না। মুফতিগণ তাহার কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিলেন। কিন্তু প্রশ্নকারী বলিতেও পারেন যে, বোধ হয় সেই সময় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে,

...হইবে, ইসলামের বিশেষত্ব কিছুই থাকিবে না। হজরত পীর সাহেব চিরজীবন সত্য ফৎওয়া দিয়া থাকেন, ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের ... উপস্থিত হইলে, তিনি কি করিবেন। সত্যকথা কটু বলিয়া বোধ হইলেও, উহা প্রকাশ করা খোদা ও রাসুলের আদেশ। অবশেষে মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এইরূপ বিকৃত মত প্রচারকারী মৌলবী সাহেবের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত হইবেন কি?

খাদেমুল-ইসলাম—

(মাঃ) মোঃ মোজেম্মেল হানিফী।

কলিকাতা-মাদ্রাসা রিলিফ মিশন

ফুরফুরার পীর সাহেবের আবেদন

সেবাধর্ম্মের ... আমার ... নিবেদন এই যে, বোধ হয় সকলে অবগত আছেন যে, কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শামসুল-ওলামা খান বাহাদুর ডাঃ হেদায়েত হোসেন সাহেবকে সভাপতি করিয়া উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণ বাঙ্গালার বন্যা ও ... পীড়িত নর-নারীর সাহায্যার্থে একটি সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছেন। উক্ত সমিতি এ পর্য্যন্ত ৬টি কেন্দ্র খুলিয়া টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও ফরিদপুর ইত্যাদি বন্যা বিধ্বস্ত স্থানে ২০ হাজার দুঃস্থ লোককে ... করিতেছে। কলিকাতা ... অপূর্ব উৎসাহ ... তাহা ... হয়। ... মুসলমান, বালিকা ও ... সাধারণ ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে উক্ত সমিতিতে ... পরিমাণে সাহায্য করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। মুসলমান পরিচালিত ... একমাত্র "কলিকাতা মাদ্রাসা রিলিফ মিশন" সর্ব্বাগ্রে সাহায্য ...। সুতরাং আশা করি, দেশের এই দুর্দিনে সকলে উক্ত মিশনে সাহায্য করিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিবেন।

বিনীত—মোঃ আবুবকর, ফুরফুরা।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—

মৌঃ নবীনোয়াজ খান লোদী এম-এ, বি-টি, সেক্রেটারী; কলিকাতা মাদ্রাসা রিলিফ মিশন; ১০ নং হাজী ... হোষ্টেল, কলিকাতা।

...বটিকা
... অফিস, পোঃ ফেনী, নোয়াখালী।

"বেহেশতের সোপান"
ইহকালে সুখ শান্তি এবং পরকালে বেহেশত যাহাদের কাম্য তাহাদের প্রত্যেকেরই ইহার এক এক খণ্ড পাঠ করা দরকার। দাম ১৲ মাত্র। ঠিকানা:—কারী এম, এ, জব্বার নূর মঞ্জিল পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচিতে পারে
আর কোন প্রমাণ নাই কিন্তু যাঁহারা ধাতু দৌর্ব্বল্য শুক্রতারল্য ধাতুক্ষীণ প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও বা পরে প্রস্রাবের সহিত ফোঁটা-ফোঁটা ধাত পড়া-খড়িগোলা জলের ন্যায় প্রস্রাব নির্গত হওয়া, স্বপ্নদোষ, স্নায়বিক অক্ষমতা প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া-ভুগিয়া হতাশে ও মনঃকষ্টে মরা হইয়া আছেন তাঁহারা অবিলম্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব ও চরম আবি—
...জীবন
... ইত্যাদির জন্য যথার্থ-সুধাসুভব ... একমাত্র সেবনে ইহার বৈদ্যুতিক শক্তি হাতে প্রত্যক্ষ করুন। ইহা ব্যবহারে মনঃপ্রাণ এক অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর করিয়া তুলিবে ... লক্ষ-লক্ষ লোকের পরীক্ষিত। ব্যবহারে কোন উপকার না হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ দিব। ঔষধের জন্য আজই পত্র লিখুন। প্রতি শিশি ২।০ তিনশিশি ৬।০ ... মাশুল স্বতন্ত্র।
...—মিডিক্যাল ... ওয়ার্কস, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।

এছমে-আজম তাবিজ মোবারক
মানুষের প্রতি স্বর্গের অমিয় অবদান
"এছমে-আজম" পাঠ করিয়া সুন্দরের নগণ্য দেহ-বিলাসিনী নারী জোহরা আজ কেমন করিয়া জোহরা-সেতারা রূপে বিরাজ করিতেছে, কেতাবের সে-সব কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। "এছমে-আজমের" গুণ এমনি বিস্ময়কর! "এছমে-আজম" তাবিজ-মোবারকেও সেই গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। ইহা ধারণে সর্ব্বপ্রকার মসিবৎ-বালাই, রোগ-...; বেকারের চাকুরী লাভ ... অন্ন-সংস্থানে এই তাবিজের মাহাত্ম্য অতুলনীয়। ... যোগে এই তাবিজ লাভ করি... গরীব-দুঃখী জন-সাধারণের উপকারার্থে ...র আদেশ মত ইহা প্রচারিত ...। হাদিয়া প্রত্যেক তাবিজের জন্য নাম মাত্র পাঁচ আনা, তিনখানা ৮৵১৫ পোনে ষোল আনা। মাশুল ... তিনখানা ১।০ ... ২।০ টাকা এবং এক ডজন ৪।০ টাকায় পাওয়া যায়। তিন খানার কম ভিঃ পিঃ হয় না। সত্বর পত্র লিখুন।
প্রাপ্তিস্থান—"এছমে-আজম" তাবিজখানা, ১১২ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...বালিয়াদিঘকে শহর হইতে ... করিয়াছে, এতদ্ভিন্ন সংবাদও সত্য নহে। সমস্ত প্রবোধ তত্ত্বাবধানে ডাক-বিলির সংবাদও অনুরূপ মিথ্যা এবং সিনিয়র মুন্সেফের বাসা আক্রান্ত হওয়ার কোন সংবাদই আমরা নাগরিকগণ অবগত নহি।

প্রকৃতপক্ষে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল। খান বাহাদুর আহসান-উল্লাহ অতি সজ্জন অবসরপ্রাপ্ত ... ছিলেন, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজ তাঁহাকে ... আপনার জন বলিয়া মনে করিত। দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি চট্টগ্রামে চাকুরী করিয়াছিলেন। তাঁহার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে সমগ্র শহর এবং শহরতলীর গ্রাম সমূহে প্রচারিত হইয়া পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ দলে দলে হাসপাতাল এবং তাঁহার বাড়ীতে ... থাকে। তাঁহার জানাজায় ... মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন।

হাঙ্গামার মূলে জনৈক হিন্দু-উকীল

হত্যাকাণ্ডের পরদিন বেলা ১০টার সময় হাঙ্গামার সূচনা হয়। পরলোকগত খান বাহাদুর সাহেবের জানাজায় যোগদান করিতে যে সব মুসলমান শহরে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় লোকের সহিত জনৈক হিন্দু উকীল (বাবু আনন্দ চন্দ্র দত্ত) অভদ্র ভাবে বচসা করিতে থাকেন। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে একটু উত্তেজনার ভাব দেখা যায় এবং কয়েক জন মুসলমান উত্তেজিত উকীল পুঙ্গবকে ধরিয়া কিছু উত্তম মধ্যম প্রদান করে। সিনিয়র ডিপুটি কলেক্টর মিঃ কে এস, নন্দী এই সময় সাধারণ পোষাকে ধুতি পাঞ্জাবি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উত্তেজিত জনতার হস্ত হইতে উকীল আনন্দ দত্তকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পান এবং এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইয়া নিজেও সামান্য পরিমাণে আহত হন।

লুণ্ঠনকারী দলে ডক্লুক মেথর, ডোম, মুচী ও ...পু জেলে সম্প্রদায়

উপরোক্ত ঘটনার কিছুক্ষণ পর দেবেন্দ্র চৌধুরীর ষ্টেশনারী দোকান এবং হরকরণ-বানাই লালের কাপড়ের দোকানে অগ্নি সংযোগ

...মধ্যে কয়েকটী মুসলমানের দোকানও ... হইয়াছে।

দাঙ্গা দমনে মুসলমানদের চেষ্টা

যে সব মোসলমান জানাজার শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া গোরস্থানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা এই লুণ্ঠনের সংবাদ অবশ্যতঃ জানিতেও পারেন নাই। দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া মাত্রই মোসলেম নেতৃবর্গ পুলিশের সহযোগিতায় হাঙ্গামা দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোসলেম ছাত্র সম্প্রদায় দলে দলে বাহির হইয়া হিন্দুদের বাড়ীঘর রক্ষা করিয়াছিল। অন্যান্য বহু মুসলমান জাতি-বিদ্বেষ হিন্দুদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। মোসলেম নেতৃবর্গের সহযোগিতা এবং পুলিশের চেষ্টায় সে দিনই অপরাহ্ন তিন ঘটিকার মধ্যেই হাঙ্গামা প্রশমিত হইয়া যায় এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত কোন অঘটন ঘটে নাই।

হিন্দু সংবাদপত্রের মিথ্যা-প্রচার

হিন্দু সংবাদপত্র সমূহ প্রচার করিতেছে যে, ... ১ কোটী টাকা ক্ষতি ... ৩ কোটী টাকা ... ক্ষতি হইতেছে না ... ছাড়া, অধিক কিছু নহে। প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ কিছুতেই ২।১ লক্ষের বেশী হইবে না এবং একদল অনিষ্টকর প্রচারকারী মিথ্যা প্রচার দ্বারাই অবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতেছে। লুণ্ঠিত বহু দ্রব্য জঙ্গল, পাহাড়, নর্দ্দমা এবং রাস্তা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইলে যেরূপ চাঞ্চল্য দেখা যায়, চট্টগ্রামের এই হাঙ্গামাও তদ্রূপ একটী ক্ষুদ্র চাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছুই নহে। অথচ এই সামান্য ব্যাপারকেই তিলকে তাল করিয়া হিন্দু সংবাদপত্র সমূহে প্রচার করা হইতেছে এবং নানারূপ মিথ্যা অত্যাচারের বিবরণ প্রতিনিয়ত প্রচারিত হইতেছে।

গুণ্ডামী ও লুণ্ঠনের সহিত মুসলমানদের যে কোন সম্পর্কই ছিল না, তাহা যে-কোন ন্যায়পরায়ণ হিন্দু ভদ্রলোক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। কোন কোন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হিন্দু চেষ্টা পাইতেছে যে, এই ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া যেন তাহাদের মোসলেম নির্য্যাতন বাসনা সরকারের সহযোগিতায় পূর্ণ করিতে পারে। যদি এরূপ কোন প্রচেষ্টা হয়, তবে মোসলেম-সমাজের যে আরো ব্যাপক ভাবে অসন্তোষ দেখা দিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ এ-যাবৎ সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু যদি ষড়যন্ত্রকারীদের চেষ্টা তাহা দেখা দেয়, তবে তাহার ভীষণতা বাস্তবিকই কল্পনাতীত হইবে।

... পিছনে দৌড়াইতে থাকে ... হইতে আসামী একটা গুলি ছোড়ে ... গুলি চালায়। ... খুনীর বাসস্থানের ... আসামী তাহার হাতা ও রিভলভার ... করিয়া হয়। উদ্যোগন ... আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

... একখানি মোটরে করিয়া খান বাহাদুর হাসপাতালে লইয়া যান। হাসপাতালে ... পরে খান বাহাদুর মারা যান। তিনি ... কথাও বলেন নাই। ... আসামীকে আক্রমণকারী বলিয়া ... করেন। আরও ছয় জনের সাক্ষ্য ... হইলে পর আদালতের কার্য্য স্থগিত ...।

হাঙ্গামার তদন্ত

বাঙ্গালা সরকারের আদেশ

বাঙ্গালার গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার ... করিয়াছেন;— ৩০শে আগষ্ট এবং ... পরে চট্টগ্রামে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ... সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারীদের আচরণ ... যে নানাপ্রকার অভিযোগ করা হইতেছে; ... ফলে, ৩০শে আগষ্ট তারিখে খান বাহাদুর আহসানুল্লার হত্যার অব্যবহিত পরে ... বিষয় সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গভর্নমেন্ট ... বিভাগের কমিশনারকে আদেশ ...ছেন।

তদন্তের যে অংশে পুলিশ কর্ম্মচারীদের ... সম্বন্ধ আছে, তাহার সহিত পুলিসের ...ক্টার জেনারেলও যুক্ত থাকিবেন।

ইসলাম গ্রহণ

——:(•):——

গত ১৭ই আগষ্ট বার জুম্মা ... তুলসীঘাট হাই-স্কুলের মৌলবী ... খান সাহেবের হস্তে কোরআন ... বৈকুণ্ঠ দাস নামক একটি যুবক স্বেচ্ছায় ... ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ইস... নাম রাখা হইয়াছে, মোঃ এনামুল ...সেন খাঁ। উক্ত সাহাপাড়া নিবাসী ... নামক একজন মহিলার সহিত তাহার ... কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। খোদা নও-মোসলেমের ঈমান কায়েম রাখুন।

...টার—মোঃ মোহাম্মদ সিদ্দিক খোন্দকার,
সহকারী শিক্ষক, তুলসীঘাট হাইস্কুল,
পোঃ তুলসীঘাট, বগুড়া।

...কালিরগাঁও, আন্দরকিল্লা ও কানুনগুড়িতে ... মানিগণের সম্পত্তি লুট করায় প্রথমোক্ত স্থানে ১১৮৭৲ ও দ্বিতীয় স্থানে ১৮৬০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

বিচারাধীন বন্দীর পলায়ন

মাদ্রাজ, ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ... বিভান নামক জনৈক পুরাতন অপরাধী গৃহ ভঙ্গ ও চৌর্য্যাপরাধে মাদুরায় দোষী হয়। উহাকে যখন মাদুরায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সে চলন্ত ট্রেন হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, পুলিসের হাত এড়াইয়া পলায়ন করে।

পাটনা বোমার মামলার রায়

সূর্য্যনাথের ৭ বৎসর কারাদণ্ড

পাটনা, ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ... পাটনা বোমার মামলার রায় দিয়াছেন। ... ৭ বৎসর ... কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিস্ফোরক পদার্থ আইন অনুসারে তাহাকে প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডগুলি একসঙ্গে চলিবে।

ময়মনসিংহে ভীষণ ডাকাতি

২২ হাজার টাকার ক্ষতি

ময়মনসিংহ, ১০ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ময়মনসিংহের উকীল দেবেন্দ্র প্রসাদ রায়ের বাটীতে ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে দুর্বৃত্তগণ প্রায় ২২ হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

প্রকাশ, সোমবার রাত্রিকালে ডাকাতগণ নিঃশব্দে তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বার ভাঙ্গিয়া গহনা ও কোম্পানীর কাগজ ও নগদে প্রায় ২২০০০৲ টাকার সামগ্রী লইয়া পলায়ন করে। কোম্পানীর কাগজগুলিই ১৬ হাজার টাকার।

ভীষণ মটর বাস দুর্ঘটনা

কতিপয় ব্যক্তি আহত—২ জন নিরুদ্দিষ্ট

মাদ্রাজ, ভিল্লিপাম ও মাদুরায় যাতায়াতকারী একখানি মোটর বাস একটি ক্ষুদ্র নদীর উপর দিয়া গমন করার কালে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। ফলে কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে। দুই ব্যক্তির সন্ধান মিলিতেছে না। সম্ভবতঃ উহারা জলে নিমজ্জিত হইয়া মারা গিয়াছে।

... লণ্ডন, ১৩ই সে... বুদাপেষ্ট হইতে ... হইতে ১০ মাইল দূ... ভায়াডাক্টের উপর দিয়া ... ট্রেন গমন করিবার ... ভাঙ্গিয়া যায়। ট্রেনও ... যায়। ৯ খানি গাড়ী ... হতাহতের সংখ্যা এখন... নাই ঘটনাস্থলের ... তার পড়িয়া আছে সেখ... ধ্বংস সাধনের মূলে ষড়যন্ত্র...

এই দুর্ঘটনায় ২৫ ... হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ... নামক একজন ইংরেজ আছে... দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার ... খবর পাওয়া গিয়াছে। ... লেখা আছে, তাহা পড়িয়া ... নিষ্ট কর্ত্তৃক হইয়াছে ... হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়াতে বিদ্রোহ

ফ্যাসিষ্ট নায়কে...

ভিয়েনা, ১৩ই সেপ্টেম্বরে... ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের নে... অধিনায়কত্বে অষ্ট্রীয়ার উত্তর... এক বিষম বিদ্রোহ সংঘটি... বিদ্রোহের গুরুত্ব এখনও ... কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিতেছে... অষ্ট্রীয়া এবং ... পড়িয়াছে।

রাত্রে ডাঃ ... বিদ্রোহে আহ্বান করে... প্রতিষ্ঠান দখল করেন ... দিগকে তাড়াইয়া দিয়া ... পথঘাট রুদ্ধ করেন।...

তিনি যে ঘোষণা করিয়াছেন ... শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে... বলিতেছেন, যে, তাঁহাদে... তাঁহারা এই বিদ্রোহ... পারিবেন।

...নে ; কিন্তু এ-
...টক্যের ভিত্তির
...সংঘ গড়িয়া
...অর্থ সংগঠিত
...সংবাদ-পত্র
...গোড়াতেই দোষের
...তনের ভিতর
...য়া, তাঁহারা যে
...দের এই অসৎ
...কলঙ্কমণ্ডিত হইতে
...যাই বলা চলে।
...পশরাবাহী মোস-
...পত্র সমূহ এই
প্রয়াস পাইবেন।

—"আহরার বাহিনীর"
...শ্মীরের মহারাজা যে
...অভাব-অভিযোগ
তদন্ত করিতে রাজী
...ঠক-সাধারণকে আমরা
অতঃপর এই ব্যাপারে
...সম্বন্ধে আর কোন
...। কিন্তু ইতিমধ্যে
সংবাদ আসিয়াছে
হিন্দুদিগকে পূর্ণভাবে
...দের দোকান-সমূহে
আরম্ভ করিয়াছে।
...ভক্তরা নাকি জনের
...দিন যাবৎ কাশ্মীর-
...তি যে অস্বাভাবিক
...তেছিলেন, তাহার
...রাজ হিন্দুর প্রতি
...ছে, তাহা সহজেই
...ং কাশ্মীরে আজ
...আন্দোলন আরম্ভ
...বা বিস্মিত হওয়া
...না মনে করি না!
...শের সাম্প্রদায়িক
উঠিবে

...মন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল অভাব-গ্রস্ত বিপন্ন লোককে সাহায্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানাস্থানে মুসলমানদের দ্বারা আরো ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কয়টি সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন স্থান সমূহে কার্য্যরত সমিতিগুলিকে সাহায্য করিতেছেন। মানব-সেবার এই মহত্তম কার্য্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় না দেওয়াই সঙ্গত; কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, হিন্দুদের পরিচালিত যে সব সমিতি এতদিন পর্য্যন্ত মোসলেম প্রধান স্থান-সমূহে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, চট্টগ্রামের হাঙ্গামার পর তাঁহাদের অধিকাংশই নাকি নিজেদের পরিচালিত কেন্দ্র সমূহে সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত মুসলমানদিগকে সাহায্য করা অপেক্ষা চট্টগ্রাম হাঙ্গামার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু দোকানদারদিগকে সাহায্য করা অধিকতর প্রয়োজনীয়—এরূপ মনে করিয়াই নাকি হিন্দু-পরিচালিত সমিতিগুলি সাহায্য দান কার্য্য এরূপ আকস্মিক ভাবে বন্ধ করিয়াছেন। আমাদের সংবাদদাতার প্রেরিত এই সংবাদের মূলে কতটা সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু যদি সংবাদ সত্য হয়, তবে ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় বাস্তবিকই আর কিছু হইতে পারেনা। বিপন্ন মানুষের সেবায় এরূপ সঙ্কীর্ণতা মানবতার কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহা হউক, সংবাদ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে মফঃস্বল অঞ্চলের মুসলমানেরাই অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে রক্ষার দায়িত্বও হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুসলমানদেরই বেশী। সুতরাং বিপন্ন কওমী ভাই বোনদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে মোসলেম সমাজ বিশেষ ভাবে অবহিত হইবেন এবং নিজেদের সাধ্যমত মোসলেম-পরিচালিত যে কোন রিলিফ-কমিটিতে সাহায্য পাঠাইয়া খোদার দেওয়া নেয়া'মত ধন-দৌলতের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে সকলেই বিশেষভাবে বেষ্টিত হইবেন বলিয়াই

...সংবাদে হিন্দুরাই যে অনাবশ্যক কাণ্ড দেখাইতে গিয়া হাঙ্গামার সূচনা করিয়াছিল, সরকারী তদন্ত কমিটীর রিপোর্টে তাহা পরিষ্কার ভাবেই উল্লেখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান চট্টগ্রামের হাঙ্গামার ব্যাপারেও হিন্দু তরুণের মোসলেম অফিসার হত্যা এবং পরে হিন্দু উকীল আনন্দ দত্তের উদ্ধত আচরণ দ্বারাই যে হাঙ্গামার সূচনা হইয়াছে, হিন্দু-সমাজ এই সত্য কথাটি চাপা দিয়া রাখিলেও, আমরা তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। যে-টের উপর যে-দিক দিয়াই আলোচনা করা যাউক না কেন, ইহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, একদল সংগঠনী হিন্দুর নব-উল্লেখিত ক্ষাত্র-বোধই সাম্প্রদায়িক সকল পাপের মূল। নাগপুরী ডাণ্ডাবাজ ডাক্তারের নিকট হইতে "ডাণ্ডার" তা'লিম পাইয়া, বাঙালী হিন্দু তাহার কলম-ধরা কেরাণীর হাতে এই "ডাণ্ডা" ধরিতে গিয়াই যে সকল অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং যদি দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতার পাপ অপসারিত করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সংগঠন হিন্দুর হাত হইতে "ডাণ্ডা" অপসারিত করাই কর্ত্তব্য। কারণ, অনভ্যস্ত হাতে অস্ত্র পড়িলে, জীব-বিশেষের হাতের অস্ত্রের মত তাহার অসদ্ব্যবহার হইবেই। সহযোগী "বাজার পত্রিকা" অতঃপর এই সত্যটী উপলব্ধি করিয়া দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতার পাপ দূরীকরণে-সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিতে পাইলেই আমরা সুখী হইব!

নিরুদ্দেশ

মুর্শিদাবাদ নিবাসিনী জনৈক বিধবা ১৩৩৬ সালের ঈদলফেতরের পূর্ব্বে তাহার পুত্র-সহ হজ্জে যাত্রা করেন। হজ হইতে ফিরিয়া আসার সময় কুমিল্লা নিবাসী জনৈক সঙ্গী বিধবাকে তাহার বাড়ী লইয়া যান। সেখান হইতে ছেলেটী মহরমের চাঁদে হারাইয়া যায়। এ পর্য্যন্ত বিধবা বহু সন্ধান করিয়াও ছেলের কোন খোঁজ পান নাই। ছেলেটীর নাম গোলাম মোহাম্মদ হোসেন ও ডাক নাম খোকা। ছেলের বয়স প্রায় নয় বৎসর; শরীরের রং শ্যামবর্ণ। মাথাটী গোল ও অপেক্ষাকৃত ছোট। নাকটী লম্বা ও উঁচু। চক্ষু দুইটী বড়, বেশ টানা-টানা। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া এই ছেলেটীর সন্ধান নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিধবাকে জানান, তাহা হইলে বিধবা তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন।

বিধবার ঠিকানা:—আক্তরন নেছা বিবি,
পোঃ—কান্দি, গ্রাম—মোহন বাগান,
জেলা—মুর্শিদাবাদ।

...সম্বন্ধে অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়? মিঃ গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের যোগদান দ্বারা বৈঠকের গুরুত্ব গতবারের অপেক্ষা নানা দিক দিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আমরাও অবশ্য স্বীকার করি। ...তু আমাদের মনে হয়, বৈঠকের সাফল্য-বিফলতা কংগ্রেসের যোগদানের উপর নির্ভর করেনা; বরং সাম্মিলিত সকল সমাজের প্রতিনিধিদের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপরই বৈঠকের ভবিষ্যত পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করিতেছে। বিশেষভাবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা যদি সম্ভবপর না হয়, তবে কিছুতেই যে বৈঠক সফল হইতে পারে না, তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং বৈঠকের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করার পূর্ব্বে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আশা কোন্ দিক দিয়া ...দেখা যাইতেছে।

মিঃ গান্ধী ষ্ট্রাকচার কমিটির সভায় ভারতের ...সমস্যা সম্বন্ধে লম্বা-চৌড়া দাবী পেশ করিলেও, বিলাতে পৌঁছিয়াই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে নৈরাশ্য-পূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিতে গেলে, তাঁহার ...অসারতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর থাকে না। প্রকাশ, রয়টারের প্রতিনিধির নিকট মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন ;—

"হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা বাস্তবিকই নৈরাশ্য...; কিন্তু কার্য্যকরী ভাবে ঐ সমস্যা সমাধানের আশা সম্বন্ধে আমি কখনও নিরাশ হইব না। আমি সর্ব্বদা আশান্বিত। কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া আমি সম্মানঃকরণে মুসলমানদের দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। আমি একখানা সাদা কাগজে সহি করিয়া দিতে রাজী আছি; তাহাতে মুসলমানেরা যাহা সত্য বলিয়া মনে করেন, তাহাই যেন লিখিয়া দেন। মুসলমানদের ...দাবী কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজের হওয়া দরকার। আমি বেচ্ছাপূর্ব্বক ...বলিতেছি; কেননা জাতীয় মোসলেম দলের ...ভাবিয়া দেখিতে একটি দল আছে। এ দলের ...লোকসংখ্যা কত, তাহা আমি জানি না; ...আমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি না।"

...সেই বহু পুরাতন চালবাজী ও ...খেলা! মিঃ গান্ধী—তথা কংগ্রেসের ...সাম্প্রদায়িকের মূল্য যে কতটুকু, দেশ-...বাসী কংগ্রেসের পর হইতে গত কয় ...তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। মুসল-

...শেষে সকল ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচার করা কত বড় মিথ্যাচার মিঃ গান্ধীর মত "মহাত্মা" লোকও যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তবে তাহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় বাস্তবিকই আর কিছু হইতে পারে কি?

তারপর, মিঃ গান্ধী কংগ্রেসের দাবী বলিয়া যে সমানাধিকারের বাণী প্রচার করিয়াছেন, বাস্তবিকই কি তাহা কংগ্রেসের দাবী? গত কয় বৎসরের কংগ্রেসী ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কংগ্রেসীরা কি-যে চায়, তাহা তাহারা নিজেরাই জানে না। পূর্ব্বে তাহাদের দাবী ছিল—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন পর্য্যন্ত; পরে মাদ্রাজ কংগ্রেসে তাহা পূর্ণ-স্বাধীনতার ফাঁকা বুলিতে উন্নীত হয়। কিন্তু কলিকাতা কংগ্রেসে নেহেরু-রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া আবার কংগ্রেসীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতেই নামিয়া আসে। তারপর, লাহোর কংগ্রেসে নেহেরু-রিপোর্টকে রাবী নদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়া, কংগ্রেসীরা আবার মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাবই গ্রহণ করে এবং গত করাচী কংগ্রেসেও এই তথাকথিত পূর্ণ-স্বাধীনতারই ডঙ্কা নিনাদ করা হইয়াছে। এই সব উত্থান-পতন হইতে ইহাই দেখা যায় যে, কংগ্রেসের দাবীর বাস্তবিকই কোন সমতা নাই এবং মিঃ গান্ধী আজ বিলাতে গিয়া কংগ্রেসের দাবী বলিয়া যাহা প্রচার করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্কই নাই।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, মিঃ গান্ধীর কথাই কংগ্রেসের দাবী, তথাপি এই দাবী লইয়া কোনরূপই আলোচনা চলিতে পারেনা। কারণ, ভাবী শাসন-তন্ত্র রচনায়, ভারতের অধিবাসী সকল সমাজের মানসিকতার প্রতিই নজর রাখিতে হইবে; কেবল মুষ্টিমেয় কতিপয় কংগ্রেসী হিন্দুর মনসিকতার প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবেনা। বিশেষতঃ ভারতের মাত্র দুইশত বৎসর পূর্ব্বের শাসক-সম্প্রদায় মুসলমানদিগকে উপেক্ষা করিয়া, বিলাতী পার্লিয়ামেন্টের কর্তারা যদি অর্দ্ধ-নগ্ন সন্ন্যাসীর আবদার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া এক চোখা ভাবে অপরিণামদর্শীর মত কোন কিছু করিতে যান, তবে তাহার ফল যে কিছুতেই শান্তিপ্রদ হইবেনা, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং লণ্ডনের এই দ্বিতীয় গোল-টেবিলের পরিণাম যে কি হইবে, এখনও তাহা কিছুতেই নিশ্চয় করিয়া প্রকাশ করা যায় না। পার্লিয়ামেন্টের নবীন ক... সদস্য নীতি ও গোল-টেবিলের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের ভাবী কার্য্য-পদ্ধতির ভিতর দিয়াই গোল-টেবিল বৈঠকের ভবিষ্যত ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিবে।

...১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ধ্যায় মিঃ গান্ধী তাঁহার কিংসলি হলস্থিত বাসস্থান হইতে বেতার-যোগে এক বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীকে নাকি তাঁহার লণ্ডন গমনের কারণ বিদিত করিয়াছেন। প্রকাশ, এই বক্তৃতায় অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি নাকি ইহাও বলিয়াছেন যে,—এই পর্য্যন্ত পৃথিবীর জাতি সকল বর্ব্বরের মত হিংস্র যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীরা উপলব্ধি করিতেছে যে, হিংস্র বর্ব্বরের জন্য যে নীতি, সেই নীতি মানবজাতিকে পরিচালনের জন্য নহে। রক্তাক্ত পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষা, তিনি প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তিগতভাবে বরং যুগ যুগান্ত ধরিয়াও অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন। আজিকার পৃথিবী রক্তকারদের দ্বারা পীড়িত এবং মুমূর্ষ হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি নিজে এই কথা ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন যে, পৃথিবীকে এই সমস্যা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য ভারতবর্ষ এক মহান্ পন্থা আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিবে।

প্রকাশ, ১৩ই তারিখে ডরচেষ্টার হোটেলে প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড আর্উইনের সহিত মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসী অন্যান্য প্রতিনিধিদের অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা চলে। এই আলোচনায় কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ষ্ট্রাকচার কমিটীর সভা

১৫ই তারিখে সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে লর্ড স্যাঙ্কির সভাপতিত্বে ষ্ট্রাকচার কমিটীর এক বৈঠক হয়। মিঃ গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেসী সদস্যরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই দিন গান্ধীজীর নীরবতার দিন ছিল বলিয়া তিনি কোনরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন নাই।

লর্ড স্যাঙ্কির কথা

সভার উদ্বোধন করিতে যাইয়া লর্ড স্যাঙ্কি বলেন,—

"এখন এই সভায় সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বী ...নির্দিষ্ট আছেন। আমি ভরসা করি যে, দেয়া ও সহিষ্ণুতার দ্বারা আমরা একটা মীমাংসা করিতে পারিব। আমার অভিপ্রায় এই যে, নূতন সদস্যগণ অদ্য আমাদের নিকট মোটামুটী মতামত প্রকাশ করুন। একটা কথা

...যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের মধ্যে প্রবর্ত্তন... অনুরূপ হইবে। (৩) যুক্তরাষ্ট্রে-ব্যবস্থা পরিষদেহ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ...ভাবে জনসংখ্যার অনুপাতে সদস্য রাখা হই... (৪) প্রদেশগুলিকে আর্থিক ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। (৫) বৃটিশ ও দেশীয় রাজ্যদের ভারত এই উভয়ে উভয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মন্ত্রী নম্পাকত কমিটী এমন সব উপায় ... করিবেন, যাহার ফলে যে সব বিষয় ... বৃটিশ ভারতের সহিত সম্পর্কিত, সেই বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ... করিতে না পারেন। যে সব ব্যাপার মাত্র দেশীয় রাজ্যের সহিত সম্পর্কিত, সেই সব বিষয়ে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিরাও ...রূপ করিতে পারিবেন না। (৬) যুক্তরাষ্ট্র-... গঠনে বড়লাট ইচ্ছা করিলে নিজের ...মত মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করিতে পারিবেন। যদি তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে না চান, তবে প্রধান মন্ত্রী সকল দল হইতে ...কে বাছাই করিয়া লইবেন। (৭) ঔপনিবেশিক-গণ ব্যবসা বাণিজ্যে সমানাধিকার ...দের সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন ওসংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের ...সম্বন্ধে যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখিয়াছে, তাহা বজায় রাখা হইবে এবং বিষয়ে বড়লাট নিয়ম কানুন প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

উপসংহারে ডাঃ শাফাত আহমদ খাঁন বলেন,—"সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ...নাই বলিয়া মুসলমানদের ইচ্ছা যে, শাসনতন্ত্রে দায়িত্বমূলক ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা শেষে হউক।"

ডাঃ খানের বক্তৃতার পর ... আয়েঙ্গার, মিসেস্ সুব্বরায়ন, ... মানেকজী দাদা ভাই, বেগম শাহ নওয়াজ এবং মিঃ জাফর উল্লাহ খান বক্তৃতা করেন। মিঃ জাফর উল্লা খান তাহার ... বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে তিনি ...শাসনতন্ত্র গঠনে সায় ...

...ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অংশ... জন্যই আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে অংশীদারী ত্যাগ করিবার দাবী করিয়াছি।"

গান্ধীজী আরও বলেন, "তরবারির বলে ভারত-রক্ষায় বৃটেনের যে কম ক্ষমতা আছে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু বৃটেনের সে শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করিবে কে—দাসত্ব শৃঙ্খলার আবদ্ধ বিদ্রোহী ভারত, না, সম্মানীয় অংশীদার ভারত—বিপদের দিনে বৃটি... পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সাহায্যকারী প্রয়োজন হইলে বৃটেনের সংগ্রামে যোগদানকারী ভারত? তবে, সে সংগ্রাম পরদেশ শোষণের জন্য নহে, সমগ্র জাতির মঙ্গলের জন্য। আমি আমার দেশের মুক্তি চাই, কিন্তু সবল, দুর্ব্বল—সকল জাতির মুক্তি আমি যদি কামনা না করি, তাহা হইলে আমি মুক্ত পাইবার উপযুক্তই নহি। আমি যখন ইংলণ্ডের উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন এই কথাই আমার মনে হইতেছিল। আমি হয়ত বৃটিশ মন্ত্রীদিগকে এই কথাটা বিশ্বাস করাইতে পারিব যে, বাজেটের সাম্য রক্ষা করিতে স্বাধীন ভারত বৃটেনের প্রকৃত সাহায্য অনেকটা পরিমাণেই করিতে পারে;—সাম্যরক্ষা শুধু এক জাতির বাজেটের নহে, সকল জাতির;—দুইটী জাতি; একটি সংখ্যায় কম, কিন্তু সাহসী, অপরটি অতি প্রাচীন, ইসলামী ও হিন্দু সভ্যতার প্রাতানাধ—হাদ ও খৃষ্টানদেরও বাসভূমি। এই স্বপ্ন লইয়া আমি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হই—আমার সে স্বপ্ন আমি পোষণ করিতেই থাকি।"

আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, "নূতন ও পুরাতন অংশীদারদের মধ্যে যদি মজুত মালের ... হয়, তাহা হইলে হিসাব পরীক্ষক দিয়া ...দের ব্যবসার হিসাব পরীক্ষা করাইয়া লওয়া... তাহাতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ নিহিত ... আমার নিশ্চিত ধারণা, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের স্কন্ধে একটাও অন্যায় ভার চাপাইবেন না। আমি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে, যে সব দায়ীত্ব ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতেরই, কংগ্রেস তাহার একটিও অস্বীকার করিবে না। ন্যায়সঙ্গত ঋণ আমরা আমাদের রক্তের বিনিময়ে ও শেষ পাই পর্য্যন্ত পরিশোধ করিব।"

পণ্ডিত মালব্যও কংগ্রেসের দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিবার পর; সাংলীর রাজা বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের পর স্যার স্যামুয়েল হোর ও লর্ড রেডিং বক্তৃতা করেন।

অতঃপর কমিটীতে সম্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন-প্রণালী আলোচনা আরম্ভ হয়।

...গাছ, মাথ... রাস্তা, একটা স্বপ্ন যেন কোরেই বেন... চলেছে। এই রাস্তারই ডান দিকে অদূরে মিলিটারী ব্যারাক অবস্থিত। এখন যেখানে Race-course তৈরী হয়েছে, সে জায়গাটা ছিল একটা মাঠ।

বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় শহরে পৌছে, বড় একটা মসজেদে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। মসজেদের ইমাম সাহেবের মতো এমন অমায়িক ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখা যায়। অশীতিপর এ বৃদ্ধ আমায় দেখতে পেয়েই বোধ হয় অনুমান কোরেছিলেন যে, আমি ছন্নছাড়া একটা গৃহহীন মোসাফের ছাড়া আর কিছুই নই। তাই, ...শার নামাজের পর, তিনি যখন সম্পূর্ণ ...ম ত্যাবিত ভাবে আমার সামনে এক বাসন ভাত এনে হাজির করলেন, তখন বিস্মিত না হোয়ে পারিনি। মসজেদে সেদিন আরো একটী মোসাফের ছিল। সে এক কাবলীওয়ালা—...া আলখেল্লা গায়ে, মাথায় মস্ত বড় পাগড়ী। কথায়-কথায় সে আমায় অনুরোধ করে, তা'র সাথে বাঙলার মফঃস্বল জেলাগুলিতে ভ্রমণ কর্তে সে বল্লে, তা'র বাড়ী নাকি কান্দাহারে; কিন্তু সে নিজেকে আজমীর-শরীফের বাসেন্দা এবং খা'জা মইনুদ্দীন চিশতীর বংশধর বোলে পরিচিত কোরে থাকে। প্রতি বৎসর ...লেজে সে বাঙলায় এসে পাড়াগাঁয়ের ...প্রাণ মুসলমানদিগকে পাগড়ী আর আলখেল্লা দিয়ে ভুলিয়ে কেমন কোরে ছ'মাসে প্রায় দু'-আড়াই হাজার টাকা রোজগার কোরে দেশে ফেরে, কথায়-কথায় এ গোপন রহস্যও সে আমায় বলে ফেল্লে। শেষে সে মন্তব্য কর্লে, "তোম্হারা মুল্লুককা আদ্‌মী বহুৎ বুদ্ধুক হ্যায় (তোমার দেশের লোক অত্যন্ত গাধা)।" নিরক্ষর এক কাবলীওয়ালা ঠগের হাতে বাঙলার গেঁয়ো মুসলমানেরা প্রতি বর্ষে কিরূপে প্রতারিত হচ্ছে, তা' জানতে পেরে মনে বেজায় ব্যথা লাগল; অতি ঘেন্নার সাথে আমি তা'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর্লুম।

পরদিন সকাল বেলা মসজেদের মোতওয়াল্লী সাহেবের বাড়ীতে গেলুম। সুন্দর পাকা বাড়ী।

যদি তাঁহার...
তাঁহারা শা...
তেন,—ত...
প্রবিষ্ট বাদ...
কিন্তু তাঁহ...
পরিচয় দি...
কিঞ্চিৎ চৌ...
তাঁহাদের এ...
উভয় পক্ষই...
ক্লান্ত না হই...
আদৌ কান...

গত মার্চ...
হওয়ার পর...

বাড়ীতে একব...
দরগাহ্ বিস্ময়...
প্রত্যহ এ দরগা...
মোতওয়াল্লী...
কেবল প্রৌঢ়...
আমাদিগকে...
কাবলীওয়ালা...
দিলেন এবং...
ডাকাতের ভ...
দু' টাকা বে...
থেকে যে...
লোভ দে...
তোমকো...
মিলেগা।"...
এ প্রতারণে...
তা'র ক...
ধরলুম।
ষ্টেশ...
অবস্থিত...
সেখানে...
ধুয়ে...
অতঃপর...
ত্যাগ কে...

বিবিধ সংবাদ

ছুচুড়ায় ভীষণ মোটর ডাকাতি

দ্বিতলস্তরধারী দুইখন মূবক রেলওয়ার

ছুঁচুড়া, ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার অপরাহ্ণে মানবমুখ দিবই ভীষণ মোটর ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ দিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় ৺মন ৺পাবিত্তি বাঙ্গালী মুবক ছুঁচুড়ার ট্যাক্সি মোটরের মালিক বিনতী আনে এবং ২৯৪৪৪ নং ট্যাক্সি গাড়ি ভাড়া করে। উক্ত ট্যাক্সিখানি ছুঁচুড়ার ডাকবাংলোর অদূরে ৪০৷ টাকার ভাড়া করে। ডাকবাংলো ভাড়ার সওদাটের সঙ্গে লইয়ে চাহিলে মুবক দুইটি আপত্তি করিয়া বলে যে, মধ্যপথে তাহাদের বন্ধুরা গাড়ীতে উঠিবে। তাহাদের একাত্মীয় গাড়ী ডাকাইতে থাকে। মানবমুখ বেলজন বেশন পার হইয়া যাওয়ার পর মুবক দুইটি অপরাধ পরামর্শ করিতে থাকায় তাহাদের সন্দেহ হয় এবং সে গাড়ী আর অধিকদূর যাইতে অস্বীকার করে। তখনমুখনে গাড়ী থামিলে উহারা ভিন্ন মুবে গমন করে এবং কিছিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলে যে, যে ব্যক্তির গুরু উহারা আসিয়াছিল, সে আসে নাই। অতএব উহারা গাড়ী ফিরাইতে বলে। মুবক দুইটীর মধ্যে একজন তাহাদের পাশে এবং অপরজন সিটনে সিটে আসিয়া বসে। গাড়ী কিছুদূর যাইবামাত্র পশ্চাতের লোকটী একটী রিভলবার বাহির করিয়া তাহাদিগকে যত দেখায় ও অবিলম্বে গাড়ী থামাইতে বলে। প্রকাশ্যে তাহাদের আদেশ পালন করিয়া গাড়ীতে বসে। প্রকাশ্যে তাহাদের সাথিরা পড়ে এবং উহারা গাড়ী লইয়া মানবমুখ অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহাদের তৎপশ্চাৎ মানবমুখ বেল বেশন অভিমুখে টাকার চেকিতে ভর্তিতে দুটিতে থাকে এবং বেলবেশ দিয়া সমুখ ঘটনা বলে। ৺মন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সাহেবের সহিতে তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় উহারা দুই-জনেই তাহাদের থানার দিয়া উক্ত সংবাদ দেয়। থানার কর্তৃপক্ষ সন্দেহাতিত ব্যবস্থা করায় ডাকাত মুবক দুইটি গাড়ী সমেত বৈদ্যবাটী রেল বেশনের তৎপরে ধৃত হয়। প্রেরার করার সময় এজন অনেকের ভোরা থাকে আরও

হলকা

(হুইহুবার বজতের পরে) নাবিকে কেরোসিন পুরুষ হইতে 'মোহা নাবিক' উক্তি

(মওলানা মোবেদুর্ব [হালিনী লিখিত)

[ ]

প্রকাশ্যেই যে সংবে-কেবলে-আকবর হইতে প্রমান পেশ করিয়াছেন, উহার ১৯১—২১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"মোহা আমি তারী বলিয়াছেন, ইহা যেন অন্যায় না থাকে যে, আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, আহলে-কেতাবদিগকে কোন খোদাকে তাহাদের জন্য তাদের ধর্ম্মে থাকে হইবে না, ইহার একটুকু অর্থ হইতে পারে না যে, যে ব্যক্তি কেবল আরা-শরিফের নিম্নে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, তাহাকে তাহাদের ধর্ম্ম অন্যে হইবে না। ইহার অর্থ এই যে, যে খোদা হাদিসিরা ধারী করিয়া থাকে যে, নিশ্চয় শয়তানছায়ারা (হকতত) কিবারইফকে (খাং) কেবত আদীত (য়াং) দ্বীপ ৭টি আনেক করিতে দেখেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রম বলেন (হকতত) মোহাম্মদকে (খাং) উপ ৭টি নহেন করিয়াছিলেন। তাহাদের এক বল বলে যে, (হকতত) আং (য়াং) একত উপাস্য (খোদা)। ইহারাকিবারাদী হইয়া নাস্তার পরিলেও ইমানদার নহে।

সহি বোখারিতে এই হদিস আছে—যে ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকে কেবলা করিয়াছে এবং আমাদের জবহ করা মাংস আহার করি থাকে, সেই ব্যক্তি মুসলমান, তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের কেবলাগারি রহিয়াছে; তোমরা আল্লাহতায়ালার আমানাতিকে নষ্ট করিও না।"—এই হাদিসের এই অর্থই হইবে যে, আহলে কেবলা অন্যেরা মুসলমান থাকা না করে, তাহাকে অন্যের বলিলেনা।

এজন্য বলেন, "আমাদের আহলে-কেবলাকে কাফের বলার না" অর্থাৎ তাহারা মুসলমান যে, তাহাকে আহলে কেবলা অন্যেরা পরিচয়ে ও মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

ফাতেমায়া কুবুবাল, ২২৯৮ ৫ পাতা, এবং৯৯,৪৯৯ পৃষ্ঠা :—

"যে বিষয়ী সমস্ত বিশ্বাসের মতে কাফেরী হয়, উহাতে তাহার সমস্ত এবাদত বাতীল হইয়া যাইবে, তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইবে, যদি কৃষি করিয়া থাকে, উহা পুনরায় করা আবশ্যক হইবে, এবং তাহার সমস্ত ধন তাহার ওয়ারিছগণ পাইবে, যদি কোন ব্যক্তি

ইসলাম

(হুইহুবার বজতের পরে) নাবিকে কেরোসিন পুরুষ হইতে 'মোহা নাবিক' উক্তি

(মওলানা মোবেদুর্ব [হালিনী লিখিত)

[ ]

প্রকাশ্যেই যে সংবে-কেবলে-আকবর হইতে প্রমান পেশ করিয়াছেন, উহার ১৯১—২১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"মোহা আমি তারী বলিয়াছেন, ইহা যেন অন্যায় না থাকে যে, আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, আহলে-কেতাবদিগকে কোন খোদাকে তাহাদের জন্য তাদের ধর্ম্মে থাকে হইবে না, ইহার একটুকু অর্থ হইতে পারে না যে, যে ব্যক্তি কেবল আরা-শরিফের নিম্নে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, তাহাকে তাহাদের ধর্ম্ম অন্যে হইবে না। ইহার অর্থ এই যে, যে খোদা হাদিসিরা ধারী করিয়া থাকে যে, নিশ্চয় শয়তানছায়ারা (হকতত) কিবারইফকে (খাং) কেবত আদীত (য়াং) দ্বীপ ৭টি আনেক করিতে দেখেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রম বলেন (হকতত) মোহাম্মদকে (খাং) উপ ৭টি নহেন করিয়াছিলেন। তাহাদের এক বল বলে যে, (হকতত) আং (য়াং) একত উপাস্য (খোদা)। ইহারাকিবারাদী হইয়া নাস্তার পরিলেও ইমানদার নহে।

সহি বোখারিতে এই হদিস আছে—যে ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকে কেবলা করিয়াছে এবং আমাদের জবহ করা মাংস আহার করি থাকে, সেই ব্যক্তি মুসলমান, তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের কেবলাগারি রহিয়াছে; তোমরা আল্লাহতায়ালার আমানাতিকে নষ্ট করিও না।"—এই হাদিসের এই অর্থই হইবে যে, আহলে কেবলা অন্যেরা মুসলমান থাকা না করে, তাহাকে অন্যের বলিলেনা।

এজন্য বলেন, "আমাদের আহলে-কেবলাকে কাফের বলার না" অর্থাৎ তাহারা মুসলমান যে, তাহাকে আহলে কেবলা অন্যেরা পরিচয়ে ও মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

ফাতেমায়া কুবুবাল, ২২৯৮ ৫ পাতা, এবং৯৯,৪৯৯ পৃষ্ঠা :—

"যে বিষয়ী সমস্ত বিশ্বাসের মতে কাফেরী হয়, উহাতে তাহার সমস্ত এবাদত বাতীল হইয়া যাইবে, তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইবে, যদি কৃষি করিয়া থাকে, উহা পুনরায় করা আবশ্যক হইবে, এবং তাহার সমস্ত ধন তাহার ওয়ারিছগণ পাইবে, যদি কোন ব্যক্তি

ইসলাম

(হুইহুবার বজতের পরে) নাবিকে কেরোসিন পুরুষ হইতে 'মোহা নাবিক' উক্তি

(মওলানা মোবেদুর্ব [হালিনী লিখিত)

[ ]

প্রকাশ্যেই যে সংবে-কেবলে-আকবর হইতে প্রমান পেশ করিয়াছেন, উহার ১৯১—২১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"মোহা আমি তারী বলিয়াছেন, ইহা যেন অন্যায় না থাকে যে, আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, আহলে-কেতাবদিগকে কোন খোদাকে তাহাদের জন্য তাদের ধর্ম্মে থাকে হইবে না, ইহার একটুকু অর্থ হইতে পারে না যে, যে ব্যক্তি কেবল আরা-শরিফের নিম্নে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, তাহাকে তাহাদের ধর্ম্ম অন্যে হইবে না। ইহার অর্থ এই যে, যে খোদা হাদিসিরা ধারী করিয়া থাকে যে, নিশ্চয় শয়তানছায়ারা (হকতত) কিবারইফকে (খাং) কেবত আদীত (য়াং) দ্বীপ ৭টি আনেক করিতে দেখেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রম বলেন (হকতত) মোহাম্মদকে (খাং) উপ ৭টি নহেন করিয়াছিলেন। তাহাদের এক বল বলে যে, (হকতত) আং (য়াং) একত উপাস্য (খোদা)। ইহারাকিবারাদী হইয়া নাস্তার পরিলেও ইমানদার নহে।

সহি বোখারিতে এই হদিস আছে—যে ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকে কেবলা করিয়াছে এবং আমাদের জবহ করা মাংস আহার করি থাকে, সেই ব্যক্তি মুসলমান, তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের কেবলাগারি রহিয়াছে; তোমরা আল্লাহতায়ালার আমানাতিকে নষ্ট করিও না।"—এই হাদিসের এই অর্থই হইবে যে, আহলে কেবলা অন্যেরা মুসলমান থাকা না করে, তাহাকে অন্যের বলিলেনা।

এজন্য বলেন, "আমাদের আহলে-কেবলাকে কাফের বলার না" অর্থাৎ তাহারা মুসলমান যে, তাহাকে আহলে কেবলা অন্যেরা পরিচয়ে ও মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

ফাতেমায়া কুবুবাল, ২২৯৮ ৫ পাতা, এবং৯৯,৪৯৯ পৃষ্ঠা :—

"যে বিষয়ী সমস্ত বিশ্বাসের মতে কাফেরী হয়, উহাতে তাহার সমস্ত এবাদত বাতীল হইয়া যাইবে, তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইবে, যদি কৃষি করিয়া থাকে, উহা পুনরায় করা আবশ্যক হইবে, এবং তাহার সমস্ত ধন তাহার ওয়ারিছগণ পাইবে, যদি কোন ব্যক্তি

৺ আকী

...ক্ত হত্যার আসামী

...গ্রামা নিম্নিত্ত কেরোসিনের মাস্টার ...গ্রাম, ১৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ...হারের আহরণ উদ্ধারকে হত্যা করিবার ...ষে ছুরি প্রহার অট্টালাগণকে মহত্যুর ...টি ডি এস,এল, রায়ের বিরুদ্ধে হাজির ...। রায় বাহাদুর যামিনী মুখার হাত ...ন্ত এবং ৫ জন উকিল আসামী পক্ষ ...নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন।

...লাসী প্রথমে উকিল দ্বারা পক্ষ সমর্থন ...অতীতার করিয়াছিল, কিন্তু পরে ...ছে। আসামের মুখের চতুস্পার্শে প্রহরী ...ক্ত পাহারায় নিয়োজিত ছিল।

মাজেস্ট্রেটের সাক্ষ্য

...ছোরা যি সিনিক কেরোসিন অনেক, তখন ...নিহত ব্যক্তির নিকট হইতে ৫-৬০ হাত ...রেন। জমীর পরে লিখিত বিভিন্ন রেলের, ...য় বরাবরণ লোকটী কলী মুহিবেছে। ...সে ব্যবহৃত একটী ছাতা ও বলিত হতে ...ছাত লইয়া মাঠের দিকে দৌড়াইয়া যায়। ...লী মহাবীর এবং সাক্ষী তাহার পশ্চাৎ ...করিলে আক্রমকারী তাহাদিগকে লক্ষ্য ...কলী ছুড়ে। মহাবীরের তাহার গতি ...কলী ছাড়ায়। কুলিশেষের নিকটে ...তাহার ডিভলভার ও ছাতা মাটিতে ...য়া দিয়া হস্ত উদ্ধারের পুরুক সাক্ষ্য ...করে। তাহার পরেই ছুইজনির করণে ...কলি তাহা পাওয়া যায়। ডিস্ট্রি ...গাড়ী দেরা ও একটী ছাতা করিয়া ...ছিল। রেলবেই সাক্ষাত্তরার ...ছুই নিকটে যারা পাওয়া গিয়াছে, ...একটী তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

...ধবের খান বাহাদুর আসামের ...উক্ত ভাক্তাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ...রাণীর ঐ বিবর রেলার মাঠে ঐ দিন ...ন। খান বাহাদুরকে তৎক্ষণাৎ রোগাক্রান্তে ...পুরিত করা হয়। তিনি ফিরিয়া জানান যে, খান বাহাদুর আর নিরাজের।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

দেশের কথা

হিন্দুদের দোকানে পিকেটিং

কাশীতে মুসলমানদের কার্য্যকারিতা

শিবনাথ, ৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কাশীতে মুসলমানেরা হিন্দুদের দোকানে বয়কট করিতেছে।

প্রকাশ, কোন কোন স্থানে হিন্দুদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। যদি কোন মুসলমান কোন হিন্দু দোকানদারের নিকট হইতে কিছু কিনে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা ফেলে দিতে এবং মুসলমানের নিকট হইতে তাহা কিনিতে বাধ্য করা হয়।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে দুর্বিনা রেলওয়ে-কারখানাতেও বাজারাম আরম্ভ লাগে। নিকটবর্ত্তী রেলা ব্রাঞ্চের কারখানার কর্ম্মরত সময়ে পঞ্চাশ জন আসামী ১৮৫ মোসলমানকে আহমদাবাদ জানিবে মুক্ত দেখা হইয়াছে। তিনি তদ্ব ন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

মে অক্টোবর আন্দোলনের সূত্রপাত

বঙ্গ বিভাগ আজ

মীরাট, ১৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সাক্ষ্যদের নিকটে অপরাহ্ণে মীরাট যুদ্ধের মামলায় আসামী ১৮ মোসলমানের আহমদের জানিবে মুক্ত দেখা হইয়াছে। তিনি তদ্ব ন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

পদ্মকোচা খা.দের জে...

রাওবন্দরীর শাস্ত

পদ্মকোচা, ৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত দুপাই মাসে পদ্মকোচার আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সাদন পাহাড়ের বরফ-গাত, পরবের পুরাণ চন্দ্রশেষ্ট ও আষাঢ়ের পুরাণের সাক্ষ্যস্থানে মুখর হাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা অনেকটা পুই পরিমাণে ও অনে খাদ্য বরাবর দিয়াছেন। এবারে প্রথম ৬৩৯৯ হাজার ৪২৯ টাকা, দ্বিতীয় অক্টোবর ১৮৯৯ ও তৃতীয় অক্টোবর ৮৯৯ পর্যন্ত

ইংলণ্ডে ব্যয়-সঙ্কোচ

সকল দিকে বেতন কমিল

লণ্ডন, ১৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বিলাতের ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে :—নৌ, সমর বিভাগের বেতন, ভাতা, বিভিন্ন অফিসারী এবং বাসরিক অফিসারের বেতন হ্রাস হইবে। এইরূপ হ্রাসে ৫৯ লক্ষ পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি পাইবে।

সৈনিকবিভাগে ব্যয় কম করিলে আয়ের ৫০,০০,০০০ পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি হইবে।

শত্রুতা পরব মূল্য হ্রাসে শিক্ষকদিগের বেতন কমাইলে শিক্ষা বিভাগ হইতে ১,৩০,০০,০০০ পাউণ্ড বাঁচানো যাইবে।

বেকারীবাগের ইনডুবাণ হইতে দুই বৎসর ২৫,০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১০,০০,০০০ পাউণ্ড কম করা হইবে।

৪ শত টোর বিহত

৯৯ আখোবরাজ্যীন ভীষণ ব্যাপা

ম্যাথাম (ফ্রান্সিকো), ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, দমা আমেরিকার ভূমিকম্প হইয়াছে, বেলাদের মধ্যস্থানে ঘণ্টার বেগে ঘণ্টা পর্যন্ত বেগবান আঘাত করিয়াছে। এই ঝড়ে ৪ শত বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। ৪ জন লোক নিহত এবং অনেক আহত হইয়াছে। পোর্টে-রিকোর ওয়ে হাজারের ক্ষতি হইয়াছে।

প্যারী হইতে ভেটাকিও

একশতে ৬৯ মাইল

ন্যু ইয়র্ক, ১২ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, প্যারিস হইতে টোকিও ৬০০০ মাইল। হুইলস জয়ারী বিমানযোগে প্যারিস হইতে যাত্রা করিয়া ৬০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে টোকিও পৌঁছিয়াছেন।

বন্যা-বিপ্লব

অনশনে মৃত্যুর করুণ কাহিনী

রাঙ্গপাহীতে গ্রামসমূহ বিধ্বস্ত

রাঙ্গপাহী, ১৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—গতকি বারি পাতের ফলে গঙ্গারতীর-ভূমি পুরবায় ভাসিয়া গিয়াছে। ফলে গোরাল-পাড়া, আদুপাড়ি এবং পঞ্চবটী গ্রাম সমূহ বিশেষ ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক বাড়ীতেই এক হাটু জল দাঁড়াইয়াছে। আনাই-মাত্রিক বিবটে বন্যার জন আটোবাইবার জন যে বাঁধ আছে, তাহা স্থানে স্থানে ভাঙিয়া গিয়াছে।

প্রবল স্রোতবেগের সাথ দুর্ধর্ষার সীমা নাই।

কমিশনারের বিপদ্ম স্থানে পরিদর্শন

বিরাজবন্দ, ১৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মি: কে, কি, ডামণ্ড আই, সি, এস, সেখানে আসিয়া-ছিলেন। ৪ দিন অবস্থান করিয়া তিনি স্থানীয় এস, ডি, ও এর সহিত মীমাংসা ও অন্যান্যদের স্থান পরিদর্শন ও বিশেষ ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যে সমস্ত স্থানে সাহায্যের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, সেই সমস্ত স্থানের প্রত্যেক ঘুরিয়াদের সাহায্যকল্পে সরকার সমাহার ৫ শত টাকার বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু অভাবের তুলনায় তাহা অত্যন্ত অল্প। পরবর্ত্তী স্থানের জন্য সরকার কতকিছুকে কৃষি-ঋণ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

অনশনে মৃত্যু

পাবনা, ৯ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশ,—চাটমোহর পুলিশ থানার অধীন বনগ্রামের বেহারীন গ্রামানিক ২ দিন অনশনে থাকিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।

বিনা-চিকিৎসায় মৃত্যু

বগুড়া, ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শাহিয়ারাঁড় থানার অধীনস্থ হাটসেরপুর অঞ্চলে কমিটির ১৭নাক মৌলবী মফিবর রহমান আমাইশেষের :—

গত ১৩শে ভাদ্র তারিখে সাহিবর বেলায় এগটি নয় বৎসর বয়স্কা কন্যা আলেহিয়ার মাতা

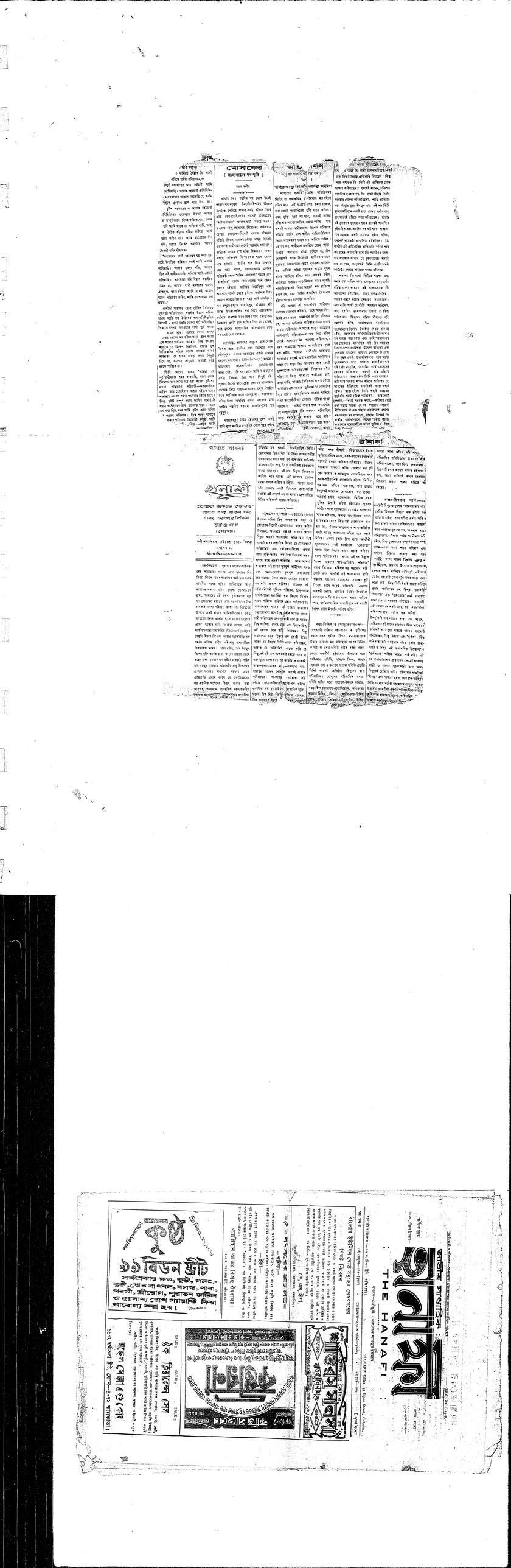

সৎসাহিত্যের কোহিনূর রাজির অপূর্ব্ব সমাবেশ !!

হানাফীর খ্যাতনামা সম্পাদক
চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান
—প্রণীত—

এমাম আজম—হানিফী মজহাবের এমাম হজরত এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের জীবনী। সুন্নত জামাতের প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ৸৵০ আনা মাত্র।

মোহাম্মদ আলী—ভারত কেশরী মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবের সুন্দর সচিত্র জীবনী। আজাদ-হৃদয় প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মূল্য সুন্দর বাঁধানো ৸০ আনা; কাগজের মলাট ৷৵০ নয় আনা।

নও মোসলেমের আত্মকথা—ইউরোপ আমেরিকার ১৩ জন নব-দীক্ষিত মুসলমানের মনোরম ইসলাম-গ্রহণ কাহিনী। পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যে ইসলাম-প্রচারের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হউন। মূল্য সুন্দর বাঁধানো ॥০ আট আনা।

ইসলাম প্রচার—বিখ্যাত ইংরাজ মুসলমান লর্ড আল্‌ফারুক হেডলীর একখানা পুস্তিকার সুন্দর অনুবাদ। মূল্য মাত্র ।০ চার আনা।

বেহেশ্‌তের সওগাত—আজান, ওজু, নামাজ ও রোজার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। মূল্য মাত্র ৶০ তিন আনা।

—মীর্জ্জা সোলতান আহমদ প্রণীত—

মোসলেম পঞ্চসতী—"রাবেয়া", "রহিমা", "আছিয়া", "খোদেজা" ও "আয়েশার" অমূল্য জীবন কাহিনী। সুন্দর চকচকে সিল্কের বাঁধাই, মূল্য ১।০

নির্ব্বাসিতা হাজেরা—হজরত ইব্রাহিমের স্ত্রী, ইসমাইল জবি-উল্লাহর মাতা, বিবি হাজেরার করুণ কাহিনী। সিল্কের বাঁধাই, মূল্য ১।০ আনা।

হজরত এব্রাহিম—ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক হজরত ইব্রাহিমের জীবনী। বাঁধাই ১।০ আনা।

ইউছফ জোলাএখা—জোলাএখার সেই প্রেম—যাহার তুলনা নাই। মূল্য ১।০।

রমা-ভাড়—পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় হাস্য রসের মতচুর। মূল্য ।৵০ আনা।

কাজী আকরাম হোসেন এম-এ
—প্রণীত—

ইসলামের ইতিহাস—২য় সংস্করণ, সমগ্র মুসলিম জাহানের ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার আলোচনা সংবলিত বিখ্যাত গ্রন্থ। শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ২।০ টাকা।

ইসলামের ইতিকথা—ইসলামের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর উপযুক্ত, মূল্য ১।০ আনা।

ইসলাম কাহিনী—মনোরম ছোট বই। বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্ততঃ বইখানি পড়া দরকার। মূল্য ।৵০; উপহারের বাঁধাই ॥০ আনা।

— কারী এম,এ, জব্বার প্রণীত—

বেহেশ্‌তের সোপান—সংসারে উন্নতি সাধন করিয়া সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতে ও পরকালে নাজাত পাওয়ার জন্য যাহা দরকার, তাহা ইহাতে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

কাছিদুল কোরাণ—ইহার সাহায্যে নিজে নিজেই ছহি কোরান পড়া ও কেরাত শিক্ষা করা যায়। মূল্য ॥০ আনা।

—মুঃ মোহাম্মদ শুকুর আলী প্রণীত—

উপদেশ লহরী—কোরআন, হাদিস ও অলি-আল্লাহগণের অমৃতবাণী সমূহ। প্রায় ছয়শত উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

আমালিয়াত ও তাবিজাত—ইহাতে প্রায় একশত প্রকার বহু পরীক্ষিত দোওয়া দাওয়া ও তাবিজ স্থান পাইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

সরল নামাজ শিক্ষা—বাঙ্গালায় সূরাগুলির উচ্চারণ ও তন্নিম্নে তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে এবং নামাজের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মূল্য ।০ আনা।

বেহেশ্‌ত ও দোজখের বর্ণনা—মূল্য ৶০ আনা।

পাপ-পুণ্যের ফল—মূল্য ৶০ আনা।

—আবদুল কাদের বি-এ প্রণীত—

মোসলেম কীর্ত্তি—গৌরবোজ্জ্বল ইসলামের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য সুন্দর বাঁধাই প্রথম খণ্ড ১।০ আনা; দ্বিতীয় খণ্ড ১।০ আনা।

উজীর আলমনসুর—স্পেনে মোস্‌লেম গৌরবের একটি উজ্জ্বল চিত্র। সামান্য অবস্থা হইতে যুবক মনসুর বিস্ময়ভাবে উন্নতি করিয়া ৫২টি যুদ্ধে খৃষ্টানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হউন। মূল্য বাঁধা ৷৵০ আনা।

মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী প্রণীত

আন্‌ওয়ারোল মসায়েল—১ম ভাগ; ইহাতে আজান, ওজু, গোসল, হায়েজ, নেফাস, নকাহ আকিকাহ প্রভৃতি ১২৩ প্রকার মসলা আছে। মূল্য ।৵০ আনা। ২য় ভাগ—ইহাতে রোজা, ফেৎরা, কোরবাণী, জাকাত হজ, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় মসলা মসায়েল সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা। ৩য় ভাগ—ইহাতে বিবাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় মস্‌লা স্থানলাভ করিয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

তাম্বিহের কেতাব—১ম ভাগ (বহু পরীক্ষিত তাবিজ ও এছম)। মূল্য ।৵০ আনা। ২য় ভাগ (১৫০ শত রোগের তদবীর) মূল্য ।৵০ আনা। ৩য় ভাগ (১১৫ রকম রোগের তদবীর) মূল্য ।৵০ আনা। ৪র্থ ভাগ (১১৮ প্রকার তাবিজ ও দোওয়া) মূল্য ।৵০ আনা। ৫ম ভাগ (নূতন বহু প্রকার দোয়া তাবিজ) মূল্য ।৵০ আনা।

কৃষকের উন্নতি—কৃষক কুলের বুকফাটা দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যদি দুফোটা অশ্রু ফেলিতে চান, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ।০ আনা।

বঙ্গানুবাদ খোৎবা—ইহাতে ৬ রকম জোমার খোৎবা এবং ঈদলফেতের ও ঈদুজ্জোহার খোৎবা ও তাহার বাংলা মানে বিষদ রূপে লিখিত আছে। মূল্য ৶০ আনা।

জাতীয় কল্যান—উচ্ছাসময়ী জাতীয় কবিতাগুচ্ছ। মূল্য ।০ আনা।

ধূমপানের অপকারীতা—ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে কোরান ও হাদিছের জলন্ত দলীল। মূল্য ৵০ আনা।

কাজের কথা—ইহাতে অর্থ-সমস্যার সমাধান, বেকার সমস্যার উপায়, বলবান হইবার সহজ পন্থা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

সমাজ উন্নতি—মুসলমান সমাজ কি প্রকারে উৎসন্ন গিয়াছে তাহার জীবন্ত দৃশ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৴১০ দেড় আনা।

শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী প্রণীত

প্রেমের পথে—মনোরম জাতীয় ভাবের উপন্যাস। মূল্য সুন্দর বাঁধানো ১৲ টাকা।

মুক্তি লীলা—জাতীয় কবিতার বই। সুন্দর বাঁধা; মূল্য ।৵০ আনা।

দেওয়ান নসিরুদ্দিন আহমদ প্রণীত

পতিভক্তি—নারীদের অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য মাত্র ।৵০ আনা।

হাসির তরঙ্গ—পাঠ করিলে হাসিতে হাসিতে নাজেহাল হইবেন। মূল্য ॥০ আনা।

নামাজ শিক্ষক—নামাজ শিক্ষার সরল পুস্তক। মূল্য মাত্র ৴৫ পয়সা।

—ফরোখ সাহেবের—

আল-কোরান—পবিত্র কোরন শরিফ হইতে এক এক বিষয়ের আয়তগুলি চয়ন করতঃ ঠিক এক পাশে জের-জবর সহ মূল আয়ত এবং বাম পার্শে সরল বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ড উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা মূল্য ॥০ আনা।

রমজান—রোজার বৈজ্ঞানিক উপকার বক্তৃতার ঢঙ্গে উপন্যাসের ছাচে সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

মওলানা ফয়েজ উল্লাহ চিশতী প্রণীত

হিন্দুশাস্ত্রে গো কোরবাণী—গো ভক্ত হিন্দু ভাইদের অবগতির জন্য তাঁহাদের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে দেখান হইয়াছে যে, হিন্দুগণ কিছুদিন পূর্ব্বে গো মাংস ভক্ত ছিল। মূল্য নামমাত্র ।৵০ ছয় আনা।

—কবি শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত—

পথের দেখা—মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক উপন্যাস। বঙ্গ সমাজের একখানি জীবন্ত চিত্র। পড়িতে পড়িতে মনে হইবে সত্যসত্যই ব্যাপারটা আপনার চোখের উপর ঘটিতেছে। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ মাত্র।

খানবাহাদুর কাছেমুদ্দীন সিদ্দিকী
—প্রণীত—

শান্তি সোপান—এই গ্রন্থ ইমাম গাজ্জালী সাহেব কৃত তাসাওয়াফ ও মারেফাৎ সংক্রান্ত জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "সেরাজুস সালেকীনের" সুন্দর বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২।০ সোয়া দুই টাকা স্থলে মাত্র ১।০ আনা।

—কবি জসীম উদ্দীন প্রণীত—

রাখালী—পল্লীর স্বভাব শোভার নিখুঁত ছবি। প্রত্যেকটি কবিতা যেন জীবন্ত এক-একটি আলেখ্য। মূল্য বাঁধানো ১৲ এক টাকা।

—মুঃ মেহের উল্লাহ প্রণীত—

পরকালের পথে—যদি উপন্যাস পাঠে চরিত্র গঠন ও জীবন লাভ করিতে চাহেন, তবে "পরকালের পথে" পাঠ করুন। ৩০০ পৃষ্ঠা মূল্য ১॥০ টাকা।

—এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত—

শান্তিধারা—মনোরম গদ্য-কাব্য। পাঠ করিয়া ইসলামের মাধুর্য্য দৃষ্টে সত্যই শান্তিধারায় স্নাত হইবেন। মূল্য সুন্দর বাঁধানো ৸০ আনা।

নূরনবী—রূপ কথার ভাষায় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) মনোরম জীবনী। বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলের পাঠ্য। মূল্য সুন্দর বাঁধানো ১।০ আনা।

বিষাদ সিন্ধু

অর্দ্ধমূল্য। অর্দ্ধমূল্য।

মীর মশারফ হোসেন প্রণীত, ৩ খণ্ড সমাপ্ত, সুন্দর বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, আসল "বিষাদ সিন্ধু" ৩৲ টাকা স্থলে মাত্র ১॥০ টাকায় পাইবেন।

বিশেষ কথা

এতদ্ব্যতীত আমাদের এজেন্সীতে মওলানা মোঃ রুহুল আমিন সাহেবের প্রণীত সমস্ত কেতাব (১৫ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখুন) ও অন্যান্য মুসলমান গ্রন্থকারদের প্রণীত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম বিষয় ও সামাজিক গ্রন্থাদি, ইতিহাস উপন্যাস ও কবিতার বই প্রভৃতি পাওয়া যায়। মফঃস্বলের অর্ডার যথাসম্ভব শীঘ্র অতি সতর্কতার সহিত প্রেরিত হইয়া থাকে। এককালীন ১০৲ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইতে হইলে অগ্রীম সিকি মূল্য পাঠাইতে হয়। পত্রালাপ প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—হানাফী বুক এজেন্সী, ৪৭নং ক্লিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেশ-বিদেশের সংবাদ

মহাচীনে অশান্তির ঘনঘটা

মাঞ্চুরিয়ায় নূতন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আপোষের কথাবার্ত্তায় চীন জাপান

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আপোষ প্রস্তাব

জেনেভা, ১০ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, চীন-জাপানের বিবাদ সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে এখনও অন্ততঃ পক্ষে ১লা মে পর্য্যন্ত দেরী হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রস্তাবের খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা বিভিন্ন জাতির বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন এবং তাহাতে সন্ধির পবিত্রতা ইত্যাদি রক্ষার কথা ঘোষিত হইয়াছে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বিবাদের আপোষ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ১৯ জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিশন গঠিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ-পরিষদের সভাপতি মিঃ হাইমান্স আছেন। ইহারা ১লা মে তারিখ পরিষদের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

জাপানের প্রতি চীন

সাংহাই, ১০ মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, চীনা গবর্ণমেণ্ট জাপানী সরকারের লিপির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখ রাষ্ট্র-সঙ্ঘ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী চীন জাপানের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু উহার শর্ত্ত এই যে, নিশ্চিতরূপে শত্রুতা বন্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে ও বিনা-চুক্তিতে জাপানী সৈন্যদলকে সরাইয়া লওয়া হইলে, কেবল এই কয়টি বিষয়েই নির্দ্দিষ্টরূপে আলোচনা চলিতে পারে।

চীনের এই উত্তর অনুসারে ১১ই মার্চ্চ সন্ধিবৈঠক বসাইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাটা পরে আবার বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনের বৈদেশিক অফিসের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিতেছেন যে, জাপানীরা এখনও কথা-বার্ত্তা কহিবার জন্য প্রস্তুত নয়।

আপোষ প্রস্তাবে জাপানের অসম্মতি

টোকিও, ১১ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে যে, জাপানী প্রতিনিধিদিগকে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট না দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। জাপানীদের এই সিদ্ধান্তের কারণ, তাহারা এই মনে করেন যে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের এই প্রস্তাবের দ্বারা পরোক্ষভাবে মাঞ্চুরিয়ার অবস্থার উপরও হস্তক্ষেপ করা হইবে। এতৎসঙ্গে জাপানিগণ মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে রাষ্ট্র-সঙ্ঘে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়ার সমস্ত আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই তদন্ত কমিশন সাংহাই অভিমুখে যাত্রা করবেন।

মাঞ্চুরিয়ায় ভীষণ বিদ্রোহ

মস্কো হইতে ১১ই মার্চ্চ তারিখে প্রেরিত আধা-সরকারী টাস এজেন্সির খবরে প্রকাশ যে, মাঞ্চুরিয়ায় নূতন রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ব্লাগোভেষ্টচেনস্কের নিকট এক গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। নূতন রাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলনের বিরুদ্ধে স্যাচালিনের চীনা দুর্গ বিষম আন্দোলন করিয়াছে। রাইফেল, বন্দুক এবং মেশিনগান হইতে প্রবলভাবে গুলী বর্ষিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা সরকারী সৈন্যদলকে বন্দী করিয়াছে, সেনাপতিও বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়িয়াছেন। ১০ জন অফিসার, একজন জাপানী সৌরকার এবং ফটোগ্রাফার বিদ্রোহিগণের দ্বারা নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা শহরটী লুণ্ঠন করিয়াছে। ৪টি চীনা ব্যাঙ্ক, একটি কারাগার ও সোভিয়েট ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের গৃহও লুঠ হইয়াছে। শুল্ক-বিভাগের ব্রিটিশ ম্যানেজার মিঃ কুশম্যান লাঞ্ছিত হইয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক আমুর নদী অতিক্রম করিয়া রুশিয়াতে পলায়ন করিয়াছেন। জাপানী রাজদূত, চীনা ষ্টেট-ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ ব্লাগোভেষ্টচেনস্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সোভিয়েট দূতাবাসের কর্ম্মচারীবর্গের পরিবারসমূহ মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

চীনা সরকারের বিবৃতি

সাংহাইয়ে, ১২ই মার্চ্চের চীনা সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, নূতন শাসন-পদ্ধতির অধীনে মাঞ্চুরিয়াকে একটি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলা চলে। জাপান উহাকে পোষকতা করিতেছে—জাপান খোলাখুলি-ভাবে বিশ্বরাষ্ট্রের চুক্তি ও নবশক্তির চুক্তিকে মানিতেছে না।

জাপানী সৈন্য অপসারণ

টোকিও, ১২ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বৈঠকের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করিয়া জাপান বাহিনীর নবম বিভাগ ও মিশ্রিত ব্রিগেডকে তুলিয়া লওয়া হইবে। কারণ, তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্যে পাঠান হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ও একাদশ বিভাগের প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। চীনের সম্পর্কে জাপানের মনোভাব পরিবর্ত্তনের লক্ষণ খুব কমই দেখা যাইতেছে। জাপানীদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাহাদের মনোভাব ন্যায়সঙ্গত—তাহারা বিদেশী সমালোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া নাই এবং তাঁহাদের কার্য্যাবলী বিদেশে যথাযথভাবে গৃহীত হয় নাই। চীনের সম্পর্কে কালক্ষেপ করিয়া কি ফল হয়, তজ্জন্যই জাপান অপেক্ষা করিতেছে এবং মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক কোনরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য মাঞ্চুরিয়ার নূতন ষ্টেটকে জাপান এখনও পাকাপাকি রকমে স্বীকার করিয়া লয় নাই।

মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী-বাহিনী

সাংহাইর এক সংবাদে প্রকাশ,-মাঞ্চোকোতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র মাঞ্চুরিয়াতে দস্যু দলের উপদ্রব বাড়িয়া গিয়াছে। মাঞ্চুলিতে যে চীনা সেনাদল আছে, তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে এবং একজন জাপানীকে হত্যা করিয়াছে। পীচাওয়েতেও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। তথাকার চীনা হিলাং কিয়াং বাহিনী দৃঢ়তার সহিত নূতন শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিতেছে। মুকডেনের উপকণ্ঠে হাঙ্গামা এবং লুটপাট চলিতেছে। রেল লাইনের পূর্ব্বাংশে বরাবর চীনা সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানী বাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে।

চীনা সমর পরিষদের সভাপতিপদে
চিয়াং কাইসেক

সাংহাইর অপর এক সংবাদে প্রকাশ, রয়টারের প্রতিনিধির নিকট চিয়াং কাইসেক বলিয়াছেন যে, সামরিক কার্য্যের সর্ব্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি চীনের সমর পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি জাপান চীন অধিকার করিবার আশা ত্যাগ না করে, তবে তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। মাঞ্চুরিয়াতে চীন সরকারের পিউনিটিভ বাহিনী প্রেরণের কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তদন্ত কমিটির তদন্ত কার্য্য শেষ হইলে পর মাঞ্চুরিয়ার বিষয় স্থিরীকৃত হইবে।

সীমান্তের শেষ সংবাদ

চীফ কমিশনারের আদেশ

সীমান্ত অপরাধ-বিধি প্রত্যাহার

পেশোয়ার, ১৬ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, চীফ কমিশনার হাজরা এবং ডেরা-ইসমাইল খাঁ জিলা হইতে সীমান্ত অপরাধ-বিধি উঠাইয়া লওয়ার আদেশ জারী করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৩ জিলা হইতে ঐ বিধি উঠাইয়া লওয়া সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারদিগের রিপোর্টের জন্য সরকার অপেক্ষা করিতেছেন।

বৈমানিক কার্য্যের ফলে ভারত সীমান্তের অশান্তির আশঙ্কা নিশ্চিতরূপে দূরীভূত হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, বাদশাগুল তাহার মোমন্দ অঞ্চলের বাড়ীতে গমন করিতেছে। দীড় অঞ্চলে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় চিত্রল রোড বন্ধ ছিল। ঐ পথ এক্ষণে উন্মুক্ত হইয়াছে এবং ডাক নিরাপদে বিলি হইতেছে।

উত্তর মোমন্দ অঞ্চলে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপ কথা চলিতেছে যে, তাহারা লস্কর গঠন করিবে কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। হাজীর উপদেশের জন্য ৩ শত লোকের একটা ক্ষুদ্র দল নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই দলের বিরুদ্ধে হালিমজাই মালিকগণ সরকারকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা রাজভক্ত থাকিবেন এবং উত্তর মোমন্দের লোকেরা তাঁহাদের অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা পাইলে তাঁহারা সেই চেষ্টায় বাধা প্রদান করিবেন।

ডাকঘরে সশস্ত্র ডাকাতি

রিভলবারধারী ডাকাত দল

মাদারীপুর, ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত চরমুগুরিয়া ডাকঘরে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০ জন ডাকাত রিভলবার ও ছোরা ইত্যাদি লইয়া ডাকঘরে হানা দেয়। তাহারা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয় এবং নগদ টাকা হস্তগত করে। ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা বাধা দিতে গিয়া কয়েকজন আহত হইয়াছেন। পলাইয়া যাইবার সময় স্থানীয় লোকেরা ডাকাতগণের পশ্চাৎ অনুসরণ করে। এই সময় ডাকাতেরা রিভলবার হইতে গুলী বর্ষণ করে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে একজন আহত হয়।

ধনকুবেরের আত্মহত্যা

অর্থনৈতিক জগতে বিপর্য্যয়

লণ্ডন, ১২ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সুইডেনের ক্রোড়পতি "দিয়াশলাইর রাজা" এবং "বর্ত্তমান ইউরোপের রথচাইল্ড" মিঃ আইভার ক্রুগার অতিরিক্ত খাটুনির দরুণ দেখা যায়। তাহার শরীরে দাগের আঘাত চিহ্ন ছিল। একজন ভারতীয় সাম্পান-বাহককে নদী-তীরে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই হত্যার কারণ এখনও রহস্যাবৃত।

কোটিপতি কে লইয়া উধাও

নিউইয়র্কে অদ্ভুত কাণ্ড

অলিম্পিক উইন্টার স্পোর্টসের বিখ্যাত খেলোয়াড় ও কোটিপতি মিঃ হারি এইচ. ব্ল্যাগডেন নামক জনৈক ব্যক্তি লেকপ্লাসিডে (নিউইয়র্ক) বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তিনি একজন দুর্ব্বৃত্তকে বলপ্রয়োগে অভিভূত করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মিঃ হারি এইচ ব্ল্যাগডেনের মুক্তির জন্য দুর্ব্বৃত্তগণ এক হাজার ডলার দাবী করিয়াছিল। দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে এবং তিনি কি অবস্থায় আছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায়, তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সরকারী সৈন্যবাহিনীও তাঁহার উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্ল্যাগডেন কি ভাবে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শেষের দুইদিন ব্যতীত দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহারই করিয়াছিল। শেষের দুইদিন তাঁহাকে কম খাইতে দিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে প্রহার করিয়াছিল। তাঁহাকে একজন দুর্ব্বৃত্তের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অপর সকলে একদিন যখন অন্যত্র গিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে বল প্রয়োগে পরাভূত করিয়া বাহির হইয়া আসেন।

দেশবিদেশের সংবাদ

পাটনায় ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

১০ ফিট নীচে খাদে পতিত

পাটনা, ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার ফলে ৬ জন বিষম আহত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। মোটরটি রাস্তা হইতে ১০ ফিট নীচে খাদে পতিত হইয়া একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, কোন বাঙ্গালী পরিবারের ৬জন লোক ফোর্ড মোটর কোম্পানীর একখানি সাইলাভ মোটরকারে চড়িয়া যাইতেছিলেন। কোম্পানীর স্থানীয় সাব-এজেন্ট মিঃ এম, এম, বসু গাড়ীখানি চালাইয়া যাইতেছিলেন। গাড়ীখানি ফেডার রোড দিয়া পূর্ণ বেগে চলিতেছিল এবং প্রধান বিচারপতির বাড়ীর নিকট আসিলে বিপরীত দিক হইতে আগত একখানি মোটর আসিতে দেখিয়া ঐ গাড়ীখানিকে একটু বাঁকাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করা হয়। ফলে উহা রাস্তার পার্শ্বস্থিত ১০ ফিট নীচু এক খাদে যাইয়া পতিত হয় ও একেবারে চুরমার হইয়া যায়। গাড়ীর মধ্যস্থ ৬ জন ছিটকাইয়া পড়িয়া যান।

সার জন এণ্ডার্সন

ভারতসচিবপদে যাত্রা

লণ্ডন, ১০ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলার ভাবী গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন, মিঃ এণ্ড ও এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তাঁহার পুত্র, কন্যা, সার জর্জ্জেস হোর, সার হার্ব্বার্ট সামুয়েল, , সার ভূপেন্দ্র মিত্র, লর্ড মারউইন, মিঃ ষ্টেকার্ড, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্যেরা, ইণ্ডিয়া অফিস ও বৃটীশ সরকারের প্রতিনিধিরা এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সারজনের সহিত তাঁহার এডিকং কাপ্তেন ই, এইচ, মেগেরেন আর্গাইল ও রাইফেল ব্রিগেডের লেফ্‌টেন্যাণ্ট টি, আর শেকার্ড জন্য আছেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার শুভেচ্ছা জানাইয়া তার পাঠাইয়াছিলেন।

সখ্য-ইউরোপের জন্য দরদ

ইদ-ফরাসীর গুরুত্বজনক মিলন

লণ্ডন, ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সখ্য ইউরোপের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে "বিপুল পরিমাণে" সহযোগিতা হইয়াছে। সেদিন স্যার জন সাইমন (বৃটিশ মন্ত্রী) এবং মঃ তারডিও (ফরাসী মন্ত্রী) মিলিত হইয়া যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহার পরিণতি স্বরূপ উপরোক্ত সহযোগিতামূলক এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য হইতেছে মধ্য ইউরোপকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে দোহাই দেওয়া এবং ইউরোপের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনকে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা।

এতদসম্পর্কে মঃ তারডিউর প্রস্তাব এই যে, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীর, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

যাত্রার আসরে গুলী

৪ জন ছাত্র জখম

বরিশাল, ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ই মার্চ্চ রাত্রিতে গৌরনদী থানার গ্রামে যাত্রা অভিনয়ের সময় স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদের ও পুলিসের মধ্যে কলহ হয়। ছাত্রেরা যাত্রার স্থানে প্রবেশ করিবার জন্য দল বাঁধিয়া অগ্রসর হয়। যাত্রার আসরে ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে পুলিস নাকি গুলী চালায়। যে ৪ জন ছাত্র আহত হয়, প্রকাশ, তাহাদের মধ্যে এক জনের অবস্থা সাংঘাতিক। এই সম্পর্কে মোট ১১ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

ঝিনা মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গৌরনদী থানায় গিয়াছেন। এদিকে ভোলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট গৌরদ্রব্য ৪জন এই বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন।

কমন্স সভায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা

স্বরাষ্ট্রসচিবের মন্তব্য নিরূপণ

লণ্ডন, ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, কমন্স সভায় মিঃ লস্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মিটমাটের জন্য সরকার যাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, অথবা সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটাইবেন ?

সার স্যামুয়েল হোর বলেন—গোল টেবিল বৈঠক সমাপনান্তে গঠিত প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণা পুনরায় পাঠ করুন। তারপর বেতন, ভোটাধিকার কমিটী, ভারতে সকল সম্প্রদায়ের সমান সংখ্যায় পার্লামেণ্ট সদস্য নির্ব্বাচনের সাহায্যেই কেবল তাহাদের ভাগ্যে ঘটিতেছে না। ইহাতেই বুঝুন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা কি ভাবে মিটমাট হইবে।

তারপর ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে সার স্যামুয়েল বলিয়াছেন :—অল্প নির্ব্বাচনে অল্পবিস্তর স্থির হইয়া গেলে পর, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন মাইন বিধিবদ্ধ হইবে।

বন্দীমুক্তির গ্রহণ ব্যবসায়

চট্টগ্রামে সদলবলে হিন্দু-যুবক গ্রেফতার নবদীক্ষিত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া, ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও উদার্য্য ইত্যাদি ওয়াহাবির সুবিধা গ্রহণ করতঃ নানা স্থানে ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া কানাইলাল বানার্জ্জী ওরফে ইনায়েল খাঁ বানার্জ্জী নামক এক হিন্দু যুবক বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল। আশ্চর্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ শ্রেণীতে সে পড়ে, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ও কাপ্তিওয়ালের নওয়াব তাহাকে মাসিক ১২০৲ সাহায্য করেন ইত্যাদি মিথ্যা প্রচার করিয়া সে নানা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বহু মুসলমানকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। সম্প্রতি চট্টগ্রামে সে দলবল সহ ধরা পড়ায় তাহার অনেক গোপন রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। চট্টগ্রাম কলেজে মোসলেম হোষ্টেলের ডাক্তারের অনুমতিসার লইয়া উক্ত প্রতারক দল বসা পড়িয়াছে। প্রকাশ, তাহার ডাক নাম কানু এবং তাহার বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। দল গঠন পূর্ব্বক মুসলমানদিগকে প্রতারিত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করার উদ্দেশ্যেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। চট্টগ্রামে বেশী সুবিধা করিতে না পারায় সে দলবল সহ বেতুয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, এমন সময়

কাশ্মীর সংবাদ

এখনও স্থানে স্থানে বিদ্রোহের ভাব

শ্রীনগর, ১২ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহীদিগকে মেরিকোটলি ও রাজৌরি অঞ্চলে এখনও দেখা যাইতেছে। কিন্তু গতিশীল সৈন্যদল তাহাদিগকে কোন স্থানে স্থির হইতে দিতেছেন। সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার ফলে পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে সকল গ্রাম দুর্গতিগ্রস্ত, সেগুলি আর অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্নের মত থাকিবে না।

আইন-শৃঙ্খলার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং কোটলি রাজৌরি ও ভিম্বরের তালুকের যে সকল অঞ্চলে সম্প্রতি গোলযোগ দেখা দিয়াছিল, সেখানে যাহাদের ঘর বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা—এই উভয় কার্য্যে নিযুক্ত লোকজনের মধ্যে সহযোগের ব্যবস্থার জন্য কাশ্মীরের মহারাজা লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল বলদেব সিংহকে এডমিনিষ্ট্রেটর জ্বাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই রাজকর্ম্মচারীর সনদ হইতে আপাততঃ নষ্টশেরাজ।

সরকারী সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজধানী সিঃ এম, ভবিজি, জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মহারাজা উক্ত এডমিনিষ্ট্রেটর অফিসারের কার্য্য পরিবর্ত্তনের ভার দিয়াছেন। সিঃ ভার্জ্জি সমস্ত অভিযোগের মূলীভূত কারণ বেশির্বেন। তাহা শেষ হইলে গত গোলযোগের জন্য যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের মীমাংসার ও ভবিষ্যতে যাহাতে আর গোলযোগ না বাধে, তাহার ব্যবস্থার পরামর্শ দিবার জন্য মহারাজের নিকট তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পেশ করিবেন।

পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার জেনেরেল মিঃ বি, সি, এ, দেবার সি, আই, ই,রাজৌরি তহশীল পরিদর্শনে গিয়াছেন।

মিসেস গান্ধী পুনঃ গ্রেফতার

এবার সি শ্রেণীতে

বম্বাইয়ের ১২ই মার্চ্চের প্রেরিত খবরে প্রকাশ, মিসেস কস্তুরীবাই গান্ধী আরও প্রায় ৯জন মহিলা ও অন্য ৬ জনের সহিত গ্রেফতার হইয়াছেন। শেষোক্ত ৬ জনের মধ্যে বারদৌলীর অধিনায়কও আছেন।

তাঁহাদিগকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে বারদৌলীমাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি মিসেস কস্তুরীবাইকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আর এক-জন ৬ মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড অথবা আর দেড় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অবশিষ্ট আ মীরা ৬ মাস হিসাবে কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অন্যানায় আরও দেড় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মিসেস কস্তুরীবাইকে সি শ্রেণীতে দেওয়া হই

সকলকেই সবরমতি জেলে আনা হইয়াছে।

ব্রহ্মশৃঙ্খলা

ব্রহ্মদেশ আংলো-উদ্দু ভূমিদার যাত্রা-সার জন্য একজন ডি, এস, পাশ পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন মাসিক ১২৲—১৮৲ টাকা যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে। পাশ-পোর্ট ফিকেট ও বয়স উল্লেখ করিয়া ৩০শে মার্চ্চ মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় নিকট আবেদন করুন। আহার ও বাসস্থান ফ্রি। গাইবান্ধা ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

মৌঃ মোহাম্মদ ওয়াজের রহমান প্রধান, সেক্রেটারী, বঙ্গদেশ আহমদ উল্লম

ভূমিদার মজলিস,
পোঃ তুরুদ্দাঘাট, রংপুর।

রাজসাহী টাউনহল মোসলেম বালিকা স্কুলিয়ার মাদ্রাসায় জন্য একজন আই এ পাশ হেড মিষ্ট্রেস ও তিনিয়ার ইংরেজ বা মাট্রিক পাশ সহকারী মিষ্ট্রেসের প্রয়োজন। বেতন যথাক্রমে ৪০৲ ও ৩০৲ টাকা। জাতি বা ধর্ম্ম বিষয়ে কোন আপত্তি নাই। বয়স, জাতি, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা পত্রের নকল সহ ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

স্কাট ল লন্ড্রো—
কেশের স্যাম্পুর্ণ, ৷৷৷
হাজী আহমদ আলী
সাহেবের

পিত্তশূল, অম্লশূল ও কলিক। বেদনার মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। এক মাত্র সেবনেই বেদনা থাকে না ও সপ্তাহ কাল মধ্যেতিই ঔষধ সেবন করলে অম্ল বেদনা সমূলে বিনষ্ট হয়। পরীক্ষা করিলেই ইহার অপূর্ব্ব গুণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মূল্য বড় কৌটা ১০ আনা, ছোট কৌটা ৸০ আনা মাত্র।

ডাক্তার জে, আহমদ
মূল-ঘুঘা ঔষধালয়—ঢাকা।
ব্রাঞ্চ অফিস—৫১ নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

দেশবিদেশের সংবাদ

সাম্রাজ্যে এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ

তুরাজ্জ ইবন হুজীর জেহাদ ঘোষণা

উপজাতীয় অঞ্চলে অশান্তির ভাব প্রদর্শিত

বৃটীশ এরোপ্লেনের প্রতি গুলী বর্ষণ

পেশোয়ারের ১২ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সীমান্তের অবস্থার বাস্তবিকপক্ষে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে সমস্ত গ্রামে মোসলেরা বাস করে, সেই সমস্ত গ্রামবাসীদিগকে ৮ই তারিখ দুপুর পর্য্যন্ত চলিয়া যাওয়ার জন্য নোটীশ দেওয়া হয়; কিন্তু উপজাতি সমূহ চলিয়া যাইতে অস্বীকার করায়, ঐ সময় গ্রামে বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে। দিনের দুর্ব্যোগ ও প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় ঐ তারিখ বিমান-পোতযোগে কোন কাজ করা সম্ভবপর হয় নাই। ১০ই তারিখ ৩টী গ্রামেআজই গ্রামেই বিমানপোত যোগে কাজ করা হয়। তুরাজ্জ,ইবের হাজীকে তাহার সম্বন্ধে সহায়তা লওয়ার জন্য পুনরায় নওকীকরণ ণ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা তের সীমা হইতে ১২ মাইল দূরে বত হইয়াছে। ঐ নোটীশ না জানিলে (আকাশের অবস্থা ভাল থাকিলে, তবে বার তুরাজাইবের হাজীর গ্রামে বোমা নক্ষেপ চালান হইবে।

অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলা চলে যে, মোসলেম নওরজের একদল বাসিন্দাকে (উপজাতিদের মাঝা) সমবেত হইয়াছেন কিন্তু সংবাদে জানা যায়) বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করে। একখানা পরিদর্শন-পোত খুব নীচু দিয়া যাইতেছিল সংবাদের হইতে ১৮ মাইল দূরে পিডিমানীতে সমবেত

খাস্থলী নওরজের একটী বাহিনী ঐ পোত-খানি লক্ষ্য করিয়া বহু গুলীবর্ষণ করে। ঐ সময় মেশিনগান চালান হয়; ফলে ৯ জন উপজাতি নিহত হইয়াছে ও বহু আহত হইয়াছে। মোমন্দের অবস্থা শান্ত হইয়া আসিতেছে।

নওরজন ছত্রভঙ্গ

পেশোয়ার ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, মোমন্দ অঞ্চলের মাধবন্দ নামক গ্রাম ব্যতীত আর সকল স্থলেই বোমা বর্ষণ বন্ধ করা হইয়াছে। বাজউরে মোমন্দ, সামোজাই এবং আলাদাখাই সম্প্রদায়ের গঠিত যে লস্কর বাহিনী সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য গত ১২ই মার্চ্চ তারিখ হইতে আর সেখানে বোমাবর্ষণ করা হইতেছে না। হাজি, তাহার পুত্র বাদশাগুল এবং আলিজরের ফকিরের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই বিদ্রোহের জন্য প্রধানতঃ এই তিনজন লোকই দায়ী। হাজীর গ্রাম লাকারাবের বাহিরে পর্ব্বত গুহায় তাহারা লুকাইয়া আছে বলিয়া সকলের ধারণা। তাহারা জেহাদ-আন্দোলন পুনরায় সজীবিত করিবার জন্য হতঃ নিরাশার মধ্যেও আশা পোষণ করিতেছেন; কিন্তু সে আন্দোলন কার্য্যে প্রাপ্ত হইয়াছে। হাজীর বাহিনী বর্ত্তমানে মাত্র মুষ্টিমেয় উচ্ছৃঙ্খলিত মোমন্দ লস্করগণ কর্ত্তৃক গঠিত। তাহারাও বর্ত্তমানে করিতেছে না।

১২ই মার্চ্চ সন্ধ্যা কালে বিপক্ষের লস্করের প্রায় সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া গমনেচ্ছা গিয়াছে।

এই লস্করেরা মোহমন্দ, সলায়জাই ও সামুজাই উপজাতীয়। ইহাদের মধ্যে সামুজাই লস্করদিগকে আলীমজরের ফকির ও বাদশাগুলকে তাহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সামুজাই-দেরা এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহারা ফকির ও বাদশাগুলকে তাহাদের সীমার বাহিরে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। এ সংবাদ সত্য কিনা, এবিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ কার্য্য স্থগিত আছে।

হাজীর জেহাদ ঘোষণা

তুরাজাইবের হাজীর আবাসভূমি লাক-ভাই অঞ্চলের বাস গ্রামে ১১ই ও ১২ই মার্চ্চ এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হাজী ও তাহার পুত্র বাদশাগুলই বিদ্রোহের প্রধান নেতা। বৃটীশ অধিকৃত স্থানের কতিপয় কংগ্রেসী নেতা ও পেশোয়ার জেলার কতিপয় পলাতক আসামীরাও তাহাদের নিকট হইতেই তাহারা উচ্চ সাহায্য পাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বৃটীশের ভীতিপ্রদর্শনকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, (পরবর্ত্তী সংবাদ ২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলম দেখ)।

বিশ্ববাংলার অদ্বিতীয় পীর মওলানা কেরামত আলী
মরহুম সাহেবের নামানুকরণে
কেরামতি—হালুয়া—নাম রাখা হইয়াছে
মওলানা সাহেবের দ্বার এষ্টেট হইতে হাকিম মৌ: সুজায়েত উল্লা সাহেব দ্বারা প্রস্তুত
এই হালুয়া ব্যবহারে শরীরের রক্তবৃদ্ধি, ধাতু পুষ্টি ও গাঢ় করতঃ দুর্ব্বল শরীরকে শক্তিশালী করিয়া নব-যৌবনে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। মুরদেহ, যাদুরোগে, ঘোরত্ব বেদনা, খেচরবাত ও বক আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে আরোগ্য করিয়া নব-শক্তি দান করে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রতি সের ৮৲ টাকা মাত্র।
এম, এম, হাকিম সুজায়েত উল্লাহ
ইউনানী মেডিকেল হল, ১৩নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট' খিদিরপুর, কলিকাতা।

মোহাম্মদ আলী
"স্বাধীনতা না লইয়া গোলামের দেশে আর ফিরিব না।"—যাঁহার এই বীর-বাণী দৈব-বাণীর মতোই সত্যে পরিণত হইয়াছে, যাঁহার স্বাধীনতার বীর-সেনানী ভারত-কেশরী সেই মহাত্মা মওলানা মোহাম্মদ আলীর জীবনী পাঠ করিয়া স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুন। সুদৃশ্য বাঁধাই সচিত্র পুস্তক, মূল্য মাত্র ১৷৷ স্থলে আনা ও অর্দ্ধাধা ॥৵০ আনা; মাশুল স্বতন্ত্র।
এসলাম অল্পম—৵৹ আনা। ইসলাম-প্রচার—।৹ আনা।
নও-যোসলেমের আত্মকথা—।৹ আনা। বেহেশ্‌তের সওগাত—৵।
—প্রাপ্তিস্থান—
(১) তরজীয় পাবলিশিং হিউজেস, ৪৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, (২) কলিকাতা লাইব্রেরী, ২০ ওয়েলেস্লী খোয়ার, কলিকাতা।

বাংলায় মুসলিম সাহিত্যের বিজয়-কেতন
সচিত্র নূতন মাসিক
'খোশরোজ'
শীঘ্রই বাহির হইতেছে !!
বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক সমাজের প্রায় সকল খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাই 'খোশরোজ' সাহিত্য-দরবারের সদস্য ; কাজেই খোশরোজের গ্রাহক হইলেই আপনি দেশের সকল প্রবীন ও নবীন চিন্তা নায়কের প্রবন্ধ, গল্প, ইতিহাস, কবিতা, প্রভৃতি সকলপ্রকার লেখার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। প্রবন্ধ-সম্ভার ও বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া খোশরোজ যাহাতে একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক রূপে স্থীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তজ্জন্য বিপুল ভাবে আয়োজন চলিতেছে আজই পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।
সমাজের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইল মাত্র ২৲ টাকা, ডিঃ সিতে ২৷৵০ আনা।
বিনীত—ম্যানেজার, 'খোশরোজ',
২৩।১, ভাঁতিবাগান লেন, কলিকাতা।

Muslim India's Leading English Daily
"THE EASTERN TIMES"
Lahore.
Published every morning from the Capital of Punjab. With full news service special articles and special letters from all Muslim Countries.
For free specimen copy apply :—
The Manager
The "Eastern Times"
Lahore.

হাঁপানী ও যক্ষ্মায়
ডাক্তারদের ধারণাকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগার "একমোডাইনা" ধন্বন্তরী। এক দিনেই উপশম, ফলেই জন্য গ্যারাণ্টী। শিশি ২৷৹। ভ্যালিউ, ভ ই এ কোং, (হং) পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

বিনামূল্যে—ডাঃ গোমীর
রেজেষ্ট্রিকৃত রাশের ঔষধে সকল রকম দাদ ও পাচড়া ৩ দিনে উপশম না হইলে মূল্য ফেরত দিব। মূল্য প্রতি প্যাক ১৷৹, তিন ডজন ১৷৷৹ আনা, গ্রোস ৪৷৷। ৷৷৹ আনা মাত্র ৯ ডজন ও ৷৷৹ আনা মাশুলে এক গ্রোস পর্য্যন্ত যায়। বিক্তেতাগণ লিখিলে নমুনা পাঠান হয়।
বি, গোপ্‌পি এণ্ড কোং
হেনরেস সিটি, (বার্মা)।

বৈদ্যরাজ
ধবল রোগের মহৌষধ
ধবল বা শ্বেতী রোগ সুচিকিৎসা করিয়া যাঁহারা কাঞ্চন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন শ্বেতাদ সমান নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন। চিঠি ও নমুনা পত্র আছে। মূল্য ২৷৹ ম, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
মোহাম্মদ শুকুর আলী
সরুপনগর, পোঃ ঝাঙ্কুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

মোসলেম জগৎ

আফগানিস্থানে নূতন রেলপথ

পেশোয়ার, ২রা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, লাণ্ডিখানা হইতে আরম্ভ করিয়া জালালাবাদ, কাবুল, গজনী এবং কান্দাহার হইয়া বৃটীশ সীমান্তের রেল-ষ্টেশন চমন পর্য্যন্ত আফগানিস্থানে একটি নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই রেলপথনির্ম্মাণে অদূর ভবিষ্যতে ক্রমে অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া স্বলপথেই য়ুরোপের সহিত ভারতের সংযোগ হউক-পূর্ব্বাবধি আফগান আমীরগণের এই ইচ্ছাও ছিল; কিন্তু তাহা হইবার নয়। বাদশাহ আমানুল্লার সময় এম, ক্লেমেনসো এবং অপর তিনজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাক্ট লইয়া এই রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য প্রাথমিক জরিপাপ্রকার্য্য করিয়াছিলেন। পরে উহার নির্ম্মাণভার এক জার্ম্মাণ কোম্পানীকে প্রদত্ত হয় এবং প্রাথমিক কার্য্য ব্যতীত উক্ত কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই আফগানিস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

গত বৎসর কতিপয় জাপানী বনী কাবুল পরিদর্শন করেন এবং আফগান সরকারের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তাও বলেন। কিন্তু তৎপর আর এ বিষয়ে কিছুই শুনা যায় না। শান্তিপূর্ণ অন্যান্য সংস্কার কার্য্যে বাদশাহ নাদির শা নিযুক্ত হওয়ায় আফগানিস্থানের ধনভাণ্ডার উহার প্রাথমিক কার্য্য পরিচালন-ব্যতিরেকেই বিশেষ-ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

আর যদি আফগানিস্থানে এরূপ কোন রেল লাইন নির্ম্মিতই হয়, তবে উহা চমন হইতে আরম্ভ হইয়া কান্দাহার পর্য্যন্ত যাইবে। ঐ স্থান হইতে হীরাট, গজনী, কাবুল প্রভৃতি চতুর্ব্বিধে রেল লাইন বিস্তৃত হইবে। কান্দাহার অঞ্চলে তেমন বড় কোন পাহাড় নাই; কাজেই ঐ অঞ্চলে রেলপথ নির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় পড়িবে। কাবুল পর্য্যন্ত লাইন বিস্তৃত হইবার পর উহা যাইবার অঞ্চলে বিস্তৃত করা সম্বন্ধে বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়িবে। পেশোয়ারের পক্ষে এই লাইন নির্ম্মাণে সুবিধা হইবে। মধ্য-এসিয়া হইতে বহু যাত্রী এবং মাল আমদানি হইবে; আর সীমান্তের বাসিন্দার উন্নতিও সাধিত হইবে।

হেজাজের সংস্কার

মক্কা হইতে প্রকাশিত আদা সরকারী পত্রিকা "উম্মুল কোরা" গার্হ করিয়া জানা গেল যে, সুলতান এবনে সউদ সংস্কারের সৌকার্য্যার্থে সম্প্রতি নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন :—(১) 'মজলেসে ওকনা' (মন্ত্রিমণ্ডলী) চারি জন মন্ত্রী দ্বারা গঠিত হইবে, যথা :— সভাপতি, বৈদেশিক মন্ত্রী, রাজস্ব মন্ত্রী ও পরামর্শ বৈঠকের সভাপতি (২) মহামান্য সুলতানের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার নায়েব মন্ত্রী-সভার সভাপতি হইবেন এবং তাঁহার উপস্থিতি কালে কেবল মন্ত্রিসভার সভাপতি থাকিবেন। (৩) বর্ত্তমানে মন্ত্রিসভার সভাপতি বৈদেশিক বিভাগ ও নৌ-বিভাগের সভাপতি হইবেন।

নানা কথা

খুচরা খবর

কলিকাতা হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী "রিয়ুয়ানী" নামক যে জাহাজখানা হজযাত্রীদিগকে লইয়া রওয়ানা হইয়াছিল, উহা ১৩ই মার্চ্চ তারিখে নিরাপদে জেদ্দা পৌঁছিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

* * *

১৩৩১ সনের ১লা ডিসেম্বর ঢাকা বংশালের ধনী ব্যবসায়ী ও উকীল মৌলবী বরকতুল্লাহ আহমদ বি-এল সাহেবের এক পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। এই নবজাত শিশুর নাম রাখা হইয়াছে আবদুল সোবহান।

* * *

গত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারি এলেনবরা মহাদয়ে দুইটী রিভলভার বিক্রয়ের চেষ্টা করার সময়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে। রিভলভার দুইটীর মধ্যে একটীতে গুলিভরা ও অপরটী খালি ছিল।

* * *

মুন্সীগঞ্জের ১৯ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার হাসাইল হাটের এক মুসলমান দোকানদার সন্ধ্যার পর একটী টাকার থলি লইয়া বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি পাচগাঁয়ের মিকটস্থ মাঠের নিকট আসিলে কতগুলি অপরিচিত লোক আসিয়া তাহাকে দা দ্বারা দুইবার আঘাত করে এবং টাকার থলি কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া যায়।

* * *

১৫ই মার্চ্চ প্রকাশ্য দিবাভাগে ঢাকা শহরের আমলীগোলা অঞ্চলে একটি নগর রাহাজানী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রিভলভার দেখাইয়া তিনটি লোক ডাক বিলির থিওনের নিকট হইতে একটি ডাকের ব্যাগ ছিনাইয়া লয়। উক্ত ব্যাগে নগদে ও ইন্সিওরের প্রায় ১৯৭ টাকা ছিল।

* * *

গত ১২ই মার্চ্চ প্রাতে ৮টা হইতে বোধহয় ডকের প্রায় সহস্রাধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বেতন হ্রাস ও অন্যান্য অভাব অভিযোগের প্রতিকারেই তাহারা নাকি এই ধর্ম্মঘট করিয়াছে। যাহারা সমুদ্রে জাহাজ হইতে মাল নামাইতেছিল, তাহারাও তীরে পৌঁছিয়া আর কাজ করে নাই।

* * *

"হিন্দু নবজীবন সভার" সেক্রেটারী মাহেরের মাঘেস্কিক ও অপর একটি সিনেমার মালেকদ্বয়ের নিকট এই মর্ম্মে এক অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা "বিল্বমঙ্গল" ও "বীর অভিমন্যু" নামক ছায়াচিত্রদ্বয়ের প্রদর্শন যেন বন্ধ করিয়া দেন। কারণ, চিত্রদ্বয়ে মুসলমান অভিনেতাগণ অভিনয় করাতে হিন্দু-মর্ম্মে নাকি আঘাত লাগিয়াছে।

* * *

বিনা লাইসেন্সে একটি ৫ নলা রিভলভার ও ৪২টি গুলীভরা টোটা রবিবার স্যুডিংযোগে বরিশালের শেখ মৈজুদ্দীন আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃার টি, আহমদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। আসামী ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আনন্দ সংবাদ

বেহেশ্‌তের সোপান—ইহাতে আছে কি? আছে নামাজীর পুরস্কার, বেনামাজীর দণ্ড, পিতা মাতা ও স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। আর আছে, বিনাকারে, ফলেরার ও শরাবখোর প্রভৃতি পাপীষ্ঠ লোকের পরিণাম ফল। আরও আছে, সবুরের মাহাত্ম্য, কবরী গোণাহ ও কুফরী কালামের দ্বারা এবং বেহেশ্‌ত ও দোজখের বর্ণনা; তারপর কি কি কাম করিলে কবর আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, মরণের পর মানবের আত্মা কোথায় থাকে, কোন্ কোন্ লোক কি কি ভাবে পুলছেরাৎ পার হইয়া কোন্ কোন্ বেহেশ্‌তে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, এতদ্ব্যতীত পারলৌকিক সুসমাচারও এই পুস্তকে পাইবেন; কোন্ কোন্ গোণাহ ওজিলে এবং কি কি কাম করিলে মানুষ ধনী ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে এবং কোন্ কোন্‌টার দ্বারায় কপর্দ্দকমুক্ত ও যোগমুক্ত হইতে পারা যায়, এতদ্ব্যতীত বহুবিধ বিষয়ও ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক নর-নারীর ইহার একখানা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা সরল বাঙ্গলা ভাষায় কোরান ও হাদিস অবলম্বনে লিখিত ও ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; গ্রাম ১৫ টাকা মাত্র।

কারীউল কোরান—ইহাতে কোরান বিশুদ্ধ রূপে পাঠ করিবার যাবতীয় কাওয়ায়েদ ও মসলাদি বাঙ্গলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিজে নিজেই ছহি কোরান পাঠ ও কেরাত শিখিয়া কারী হইতে পারা যায়। প্রত্যেক কোরান পাঠার্থীর পক্ষে এই পুস্তকখানি পাঠ করা ওয়াজেব; গ্রাম ।৷০ আনা মাত্র, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—কারী এম, এ, জব্বার,
বাথগাড়ী নূর হাউস, পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

মৌলবী মোহাম্মদ আজহার উদ্দীন এম-এ সঙ্কলিত
কোরআনের আলো

কোরআন শরিফের অমূল্য বাণী—প্রত্যেক ছুরার বাছা বাছা আয়েতগুলির সরল ও সরিচ বঙ্গানুবাদ—ছুরা 'ওয়াক্বেয়া', 'ইয়াছিন', 'মোলক' এবং আমপারার প্রায় সব গুলি ছুরার সম্পূর্ণ অনুবাদ করা হইয়াছে। বাঙ্গালার সমস্ত পত্রিকা সমূহ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই—মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা ও ঢাকার সমস্ত লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটরস—নিজাম ব্রাদার্স।
৮৯।১।১১ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফলেন পরিচয়ঃ

বিফলে মূল্য নিশ্চয়ই ফেরৎ পাইবেন

বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ করিতে চাই না; হতাশ ও নিরাশ রোগিগণ একবার আমাদের ঔষধগুলি পরীক্ষা করিলে ঔষধ নিজের সত্য নিজেই প্রচার করিবে।

[নিম্নলিখিত সমস্ত ঔষধই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

ডিয়োজেন—সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, শুক্র-তারল্য ও ধাতু দৌর্ব্বল্যের স্থায়ী শক্তিশালী মহৌষধ; ইহা নবশক্তিদান বৃক্ষকের দুরপনেয় অনিদ্রা রোগ। মূল্য ২।০ মাশুল ডি ।৵০।

ডিজাষ্টিন পীল—বহুফলব্যাপী বীর্য্যবর্দ্ধক ও তৎসহ সহযোগকল্পে পূর্ণায়ন্ত দান করে, মূল্য ১৲, গণোরেজেন—ইতর ও পুরাতন গণে বিষ্ণ, প্রমেহ বা পুঁজমিশ্রিত রোগে ৩ দিনে আরাম হইবার উপযুক্ত ও ৭ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য ২।০, মাশুলাদি ।৵০।

পেপটেন্‌লন—পুরুষহীনতা দূর করতঃ দুর্ব্বল ও দুষ্ট ইন্দ্রিয়কে যৌবনোচিত শক্তি, সামর্থ্য দান করে এবং অল্পদিনে দেহভঙ্গ, অস্থি ও বৃদ্ধি করে। মূল্য ১৲, মাশুলাদি ।৵০।

ফার্টিজেন—রক্তরুদ্ধতা, বাধক, প্রদর, বন্ধ্যা ও যাবতীয় জরায়ুরোগের রোগের অব্যর্থ টনিক। ইহা সকল ঋতুতে ব্যবহার করা চলে। মূল্য ১॥০; মাশুলাদি ।৵০।

এমলো—সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন হাপানী ও শ্বাস কাসের অমোঘ মহৌষধ। মহাদানাদক টানের সময় ১ মাত্রাতেই উপশম দান করে। মূল্য ১৲, মাশুলাদি ।৵০।

ভাইটোন—সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, রক্তদুষ্টি দূর করিয়া শক্তি ও মর্য্যা আনয়ন করতঃ অতি সত্বর স্থায়ীরূপে ও বলিষ্ঠ করে; মূল্য ২৲, মাশুল ।৵০।

ডিউরেক্স—সর্ব্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথাধরা, সর্দ্দি-কাশী, কাটা, পোড়া, প্রদাহ, গ্রন্থি, স্ফীতি, চমকান, সূজা, বিষাক্ত দংশনজনিত জ্বালা-যন্ত্রণা, রক্তস্রাব, কর্ণবেদনা, টাটান, অর্শ প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; মূল্য ।৷০, মাশুলাদি ।৵০।

দাদেনো—যে কোন প্রকার দাদ বা অঙ্গকোষের ফুলী, পাপড়ি ইত্যাদি হোক না কেন, একবার ব্যবহারেই নিশ্চিন্ত আরোগ্য; মূল্য ।৵০ আনা; ৩ কৌটার কমে ভিঃ পিঃ করা হয় না। উক্ত ৩৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০।

বিস্তারিত বিবরণ সর্ব্বত্র বিস্তৃত ক্যাটালগে দেখিবেন।

ইডেন মেডিকেল ষ্টোর, ৮০ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অল্প-অজীর্ণে—
অমৃতাভ
মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাজার দর

—(০)—

পাটের বাজার

২৩শে মার্চ্চ পাকা পাইট সরেশ পাট প্রতি ৫৲ বেল ৩৫৲ দর। ফটকা বাজারের দর ২১ টাকা। ২৯০০০/ মণ পাট আমদানী ও ১৭০০০/ মণ পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১,৭২,০০০/ মণ পাট মজুদ আছে। গত বৎসর এই সময়ে ৩২৪০০০/ পাট মজুদ ছিল। কাঁচ গাইট রিফেক্সম পাট ৪৷৷০ হইতে ৫৲ টাকা হারে বিক্রয় হইয়াছে।

সোনা, রূপা।

টাকশালের (প্রতি ভরি)	২১৷৵০
খকালের "	২৸৷০
চিনের পাত "	২৷৷০
চাঁদ প্রতি ১০০ ভরি	৬৫৲
ঐপুচর	৬৯৸৹

চাউল

নাগরাশাল	৩৸৹
কাটারিভোগ	৩৷০
মুক্তা রাজকুমা (সরেশ)	৫৷০
ঐ কোরা	৫৷৷০ হইতে ৫৷৷০
ঐ আতপ	৸৹
ভাদাই আমিত	৪৷৷০ হইতে ৬৸৹
নাগরা অথবা	৩৸৹
পাটনাই (সরেশ)	৫৷৹
কনুমা	৩৸৵০
ছোটা বাদাম	৪৷৷০ হইতে ৫৲

ডাল

কড়াই ডাল	৩৷৹ " ৩৸৹
অড়হর ডাল	৪ " ৪৸৹
ছোলা ডাল	৩৹ " ৩৸৹
মুগ ডাল	৪৷৷০ ৪৸৹
ছাতু মুগরী	৩ " ৩৸৹
খেসারী ডাল	২৸৹ " ২৸৹

গৌঃ নকীবুদ্দিন খাঁ সাহেবের
কোরআনের দোয়া ও আমলিয়াত

মূল্য ১৲ হইতে ৷৵০, ১৫ খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০ আনা।

অল্লার নাম মাহাত্ম্য ৵১০
বঙ্গানুবাদ গানগুচ্ছ

প্রত্যেক ছত্রের মূল আরবি এবং বাঙ্গলায় সহিত বাঙ্গলা উচ্চারণসহ বঙ্গানুবাদ, মূল্য মূল্য ৷৵০ আনা।

মসলা-বিজ্ঞান

মূল্য মাত্র ৷৵০, ১০ খানা একত্রে ৫৲।

বঙ্গানুবাদ দোয়া ওজুল অরস ও দরুদ আকবর

মূল্য মাত্র ৷৵০ আনা ১০ খানা একত্রে ৫৲।

হাঁপের তোড়া—৸০
পথের দেখা—১৷০
বিবাহের যুক্তি ৸৵০
মেঃ [illegible] ২৸০

মিনার কোম্পানী
৩৩।৩, বেনেপুকুর রোড, কলিঃ।

মৌলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব প্রণীত
ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ সমূহ

হজরাত যে সকলের আশায় তৃপ্তিতে ছায়া চাহিয়াছিলেন, খোদাতায়ালার খাস নেয়ামত, লাখো ভাগ্য বানরের সর্ব্বোত্তম দান

কোরান শরিফ

ছাহাবীসহ সরল বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসির প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষায় যত গুলি অনুবাদ ও তফসির দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একখানিও সঠিক বাঙ্গলা ও উচ্চারণের মোয়াফেক নহে। তাই বঙ্গের আহলেহাদিস-কুলশ্রেষ্ঠ, পাংবেদান-মিল্লত-অধীন, এমামেল হোদা, আমীর-উল-শরিয়তে বাংলা সর্ব্বজনমান্য ও বিখ্যাত খণ্ডেস্তা, পীর ও মোরশেদের জনাব শাহ কুফী হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের আদেশে এই বিরাট তফসিরখানি লিখিত হইয়াছে।

আলেফ লাম মিম্ পারা—দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। ৯ ফর্ম্মে সমাপ্ত সুবৃহৎ কলেবরে ৩৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। যাহাতে গল্প ও রঙ্গী বঙ্গলে নহেকে সংগ্রহ করিতে পারেন, তজ্জন্য যথা সম্ভব কম মূল্যে এই বিরাট তফসিরখানি বিতরিত হইতেছে।

ছাইয়ে সুল পারা—মূল্য ১৲ টাকা। এই পারাই গ্রন্থও আলেফ লাম্ মিম পারার মতই অতুলনীয় হইয়াছে।

তেলেকার-রুহুল পারা—মূল্য ২৲ টাকা। এই তফসিরখানা সমাপ্ত করা হইয়াছে। সকল মুসলমানের একখানা ক্রয় করা উচিত।

আমপারা—তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ।৵০ টাকা। যদি নামাজের সুর গুলির মর্ম্ম ও যত বড় তফসির লিখিত কোর-মান শরিফের বহু গবেষণাপূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইবার আশা রাখেন, তবে ইহা পাঠ করুন।

চাঁদের তোল মোসলেমিন

যদি ছাত্রি এমা মং ক বনী ও ছেঁড়ের এবং মোছলমানদের গুপ্ত রহস্য জানিতে চাহেন, তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য মাত্র ১৷০ দেড় টাকা।

তাহাওয়াফ তত্ত্ব বা তত্ত্বিকের দর্পণ

এই কেতাবখানি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে এলমে তাহাওয়াফ শিক্ষার সর্ব্ব প্রথম পুস্তক। যদি কেকে-আজকালের দল হা নতে চান, যদি নক্‌শাবন্দিয়া মে ছেদীয়া, কাদেরিয়া, চিস্তিয়া ত ার যাবতীয় ক্রেকে অ কার ও তাহার নিয়ম জানিতে চাহেন, তবে এখনই ইহার একখণ্ড ক্রয় করুন। বিরাট আকার ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জরুরী মাসায়েল

পেরিয়ডের সংবাদে রোজা বা ইদ করা জায়েজ কিনা, খোৎবার আকারের পর খোৎবাত ও জা ায়, কিনা কে-নামাজীর জানাজা জায়ে কিনা, মূল্য ।৷০ আনা।

ইছলে-ওয়াবের মজলিশ করা জায়েজ কিনা, মজলিসে স্থানাহিত করা যায় কিনা ইত্যাদি বহু সংখ্যক জরুরী মসলা কোরান হাদিস দ্বারায় মীমাংসা করা হইয়াছে। মূল্য প্রথম ভাগ ।০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ ।০ আনা, তৃতীয় ভাগ ।০ আনা।

৬ছাক শিক্ষা

যাহারা মাত্র কোর আন শরিফ পড়িতে জানেন, এই কেতাব পাঠ করুন। কোর-আন হাদিস সম্বন্ধে খাঁটী জ্ঞান করিতে পারিবেন। মূল্য প্রথম ভাগ ।৵০ আনা, দ্বিতীয় ভাগ ৷৷০ আনা, তৃতীয় ভাগ ৷৷৵০ আনা চতুর্থ ভাগ ৷৷০ আনা, পঞ্চম ভাগ ৷৷০ আ।৷ ও ষষ্ঠ ভাগ ৷৷০ আনা।

ওলি-আল্লাহগণের জীবনী

ইহাতে বহু অলিআল্লার জীবনী স্থান লাভ করিয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

নমাযে খত

ইহাতে বহুবিধ মছলারী বিরোধভঞ্জক মছলার সমাধান করা হইয়াছে। মূল্য প্রথম খণ্ড ৷৷৵০ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ৷৷৵০ আনা ও তৃতীয় খণ্ড ৷৷৵০ আনা।

বড় পীর সাহেবের জীবনী

বৃহৎ আকারে ও সুন্দর বাগজে ছাপা, মূল্য ৸০ টাকা মাত্র।

বঙ্গানুবাদ খোৎবা

ইহাতে জুমার কয়েকটি, ২ইটী ইদের ও নেকাহের খোৎবা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা।

জাকাত ও ফেৎরার মসায়েল

ইহাতে জাকাত ও ফেৎরা সম্বন্ধে সকল মাসায়েল প্রকটিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

হিসাবে মোস্তফা

ইহা কোরান ও সহিহ হাদিস হইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। বহু-ভাগার ইহা একেবারে নূতন। মূল্য ৷৷০ আনা।

এজহারোল হক বা কলমযুদ্ধির মোছাবা

মূল্য ।০ আনা।

বেয়াবের অ াটা সঙ্কীস

কেয়াস ভাবের হকদার শরিয়ত নিরত আলোচনা। মূল্য মাত্র ৷৵০ আনা।

ইসলাম ও বিজ্ঞান

ইসলাম যে বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, এই গ্রন্থে তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

গ্রামে ছোমা

ছোমা রম ন মজান রুহ ও হিন্দুস্থানের হাওয়া। মূল্য ।০ আনা।

হজ্জের চমাংকার

মূল্য ৸০ আনা। বাঙ্গলা ভাষ হাজীগণের আরবের মন। এই কেতাবখানি সঙ্গে থাকিলে বিনা গোলাকেমে হজ্জের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন

ওলামায়ে ছোছুর

কোন্ কোন্ ওলেমা বা তথায় মাহবের ইমান নষ্ট হইয়া যায় ও কাফেরে পরিণত হয়, তাহা বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা।

কোরাস-শিক্ষা

প্রথম ভাগ, মূল্য ৷৷৵০ আনা। আরবী কেরাতের একমাত্র [illegible] পুস্তক।

[illegible] মীমাংসা

[illegible] দলীল। মূল্য [illegible]

[illegible] ও [illegible] মীমাংসা—মূল্য ৷৵০ নগদ আনা।

বাগদাদীর মোকাভেজন—মূল্য ।০ চারি আনা।

আশেয়ে ছোন্নত—মূল্য ৷৵০ আনা।

ইতেহাদোল-মাজেল

কুঃ কবলাহ হারাম হওয়ার দলীল, মূল্য ।৵০ আনা।

সত্য ফেরকা নির্ণয়ক—মূল্য ।৷০ আনা।

গ্রামে ছোমা

মূল্য ৷৵০ আনা। গ্রামে ছোমা জায়েজ হওয়ার সম্বন্ধে আলোচনা।

খাজাবাবে আহমদীয়া

হজরত মৌলবী আ মদ রাঃ জীবনী মূল্য ৷৷০ আট আনা।

জরুরী ফৎওয়া

প্রথম ভাগ, ইহার তুল্য কোন ফৎওয়ার বেত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

জবাহ ও কোরবানীর মছায়েল

মূল্য ৷৷০ আনা।

রদে বেহেস্তী- মূল্য ৷৷০ আনা

এহকাকোল হক—৷৵০ আনা

গৌরীপুরের বাহাছ—মূল্য ।০ আনা।

হুজীগঞ্জের বাহাছ—মূল্য ।০ আনা।

নরায়ণপুরের বাহাছ—মূল্য ।৵০ আনা।

ক জীগঞ্জের বাহাছ—মূল্য ।০ আনা।

মাইজভাণ্ডারের বাহাছ—মূল্য ।০ আনা।

লক্ষীপুরের বাহাছ—মূল্য ।০ আনা।

মাকমপুরের বাহাছ—মূল্য ৵০ আনা।

সিরাজগঞ্জের বাহাছ—মূল্য ।৵০ আনা।

মোজাদ্দেদীয়ের খণ্ডার খণ্ডন—মূল্য ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—আহলে হাদিস লাইব্রেরী, পোঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় কোন রোগে ভুগিতেছেন?
তবে অবিলম্বে

ডাঃ ডীনের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন।

যাহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এমত যাঁহারা সংসার সুখে বঞ্চিত, যাহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বায়ে বসিয়া কোঁথ দিলে শুক্র সুতার ন্যায় শুক্র নির্গত হয় এবং সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাহাদের পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল শিথিল হইয়া পড়ায় যাহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম অথবা সহবাসের পূর্ব্বেই যাহাদের বীর্য্য স্খলন হইয়া যায় এবং এতদ্ব্যতীত যাহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য। ইহা সেবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক হয়। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় ক্ষমতা দান করে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲, ৩ শিশি ৫৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

—ডাক্তার পীর সাহেবের অভিমত—

আমি অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ডাঃ ডীন যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১। সেক্স-ডিলাইট—গুলি ঔষধ ধাতু সম্বন্ধীয় রোগে আশ্চর্য্য ফল দিতেছে।

২। পাইরিনা—ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃতের সংযুক্ত জ্বর এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্বরে আশ্চর্য্য ফল দর্শাইতেছে, এমন কি জ্বরের শুরু ব্যবহার করিয়া অনুযোগ হইতে শান্তি পাইয়াছি। ৩। ডায়ো—উদরোগে বিশেষ ফল দিতেছে। ৪। ভিটালিটিন—যাহার পক্ষে সত্য ফলপ্রদ মলম।

হাগর—মোহাম্মদ আবুবক্কর।

প্রাপ্তিস্থান—ডি ফ্রেণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস

১১ নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাবিজে শেফা

জ্বেন-পরী ও ভূত-প্রেতের আছর, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণ আশুরা, সর্প-বিষের প্রতিষেধক বিদ্যা এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য [illegible] যে কোন অভিজ্ঞ আলেম ও যোগ্য পীরের নিকট "তাবিজে শেফার" অন্তর্ভুক্ত এক একটি তাবিজ লিখাইয়া লইতে গেলে অন্যূন ১৲ হইতে ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত নজর দিতে হইবে। কিন্তু আমরা সর্ব্বসাধারণের হিতসাধনের জন্য মাত্র ॥৹ আনা হাদিয়া লইয়া এই মূল্য "তাবিজে শেফা" বিতরণ করিতেছি। প্রত্যেক মুসলমান ভাই-ভগ্নি তাবিজে ইহার এক একটী তাবিজ সংগ্রহ করিয়া অতি সত্বর ব্যবহার করুন এবং উহার ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া নিজের এবং নিজ নিজ সন্তান সন্ততির জীবনের সুখ শান্তি বর্দ্ধন করুন

ম্যানেজার—তাবিজে শেফা কার্য্যালয়।

৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোরান পাব্লিশিং কোম্পানীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী হাসান সাহেব
সম্পাদিত ও সংশোধিত।

কোরান শরীফ

মূল আরবী [illegible]

বিশুদ্ধ এবং সাধারণ বিভক্তকরণ

১ম হইতে ১৯শ পারা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে

আকার ও মূল্য :—সুন্দর রঙ্গীন আট পেজী সুদৃশ্য মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত এই অমূল্য মহাগ্রন্থের মূল্য প্রতিপারা ।৹ আনা। প্রত্যেক অর্ডারে দুই পারার কম ভি: পিঃ করা হয় না। নমুনা বা কোন এক পারার জন্য ৶১০ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইয়া দিলে উহা বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

মিলন :—অতি মনোরম ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছ, মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রতিদান :—একটী সামাজিক উপন্যাস; পড়িয়া পরিতৃপ্ত হউন। মূল্য ।৹ মাত্র।

ইসলাম সঙ্গীত :—সভা-সমিতিতে আবৃত্তি করিবার ও যোগ্য সুমধুর বাঙ্গলা গজল বা জাতীয় কবিতা মালা; মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিক্রেতা—[illegible]

৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভারত গভর্ণমেণ্ট কুয়তে-জদীদ নব শক্তি হাতে লেখা করা

মূল্য অর্দ্ধেক

আপনি যাহা স্বপনেও আশা করেন নাই, যাহ স্বপনেও ভাবেন নাই—সেই অদ্ভুত-শক্তি কুয়তে-জদীদ (নবশক্তি) আপনার নিরাশ প্রাণে শান্তিপ্রদান করিবার জন্য মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইহা ১৭৬ প্রকার মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ মহৌষধ। নিয়মিতরূপ একমাস সেবনে নিম্নোক্ত প্রকার মেহ, বহুমূত্র, পৃষ্ঠ বেদনা, শরীরের দুর্ব্বলতা, অসহ্য, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, স্মরণ-শক্তির হ্রাস প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হইয়া মানব নব-জীবন লাভ করে। বড় শিশির মূল্য ৬৲ টাকা, ৩ শিশি ১৬৲ টাকা, ছোট শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, ৩ শিশি ৮৲ টাকা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

মূত্রাশ্মরী

মূলাশয় সেবনে অশ্মরিত, শিশুখুল পেট বেদনা, পেট কামড়ানি, পেট ফাঁপা, পেট ভারা, বদহজম হওয়া, বুক জ্বালা করা, আহারান্তে বমন, বমনও বমনও পাতলা দাস্ত হওয়া কোষ্ঠ কাঠিন্য ইত্যাদি অচিরে নিবারিত হয়। অম্ল ও শূল বেদনায় এমন ঔষধ সহজে পাইবেন না। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র

এস, আলি—কুয়তে-জদীদ কার্য্যালয়।

স্বরূপনগর, পোঃ খাস্কুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

—অধ্যক্ষ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, এফ-সি-এস, (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—কাম্বুলিয়াটোলা, কলিকাতা (ষ্টীম ডিপোর নাগ উত্তর)

চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চ—আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি-পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ-সিন্দূর)—(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আয়ুর্বেদসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্যপ্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগ নাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবন-প্রাশ, সের ৩৲ টাকা—উৎকৃষ্ট বাসক আমলকী, বংশ লোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশী, সর্দ্দি, শ্বাস, অরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা-নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বৃদ্ধ ও শিশুর বিশেষ।

শুক্র-সঞ্জীবন, সের ১৬৲ টাকা—ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহ নতা স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও রক্তদুষ্ট সম্পূর্ণরূপে নারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক ঔষধ।

অবলানান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ু দোষ ও যাবতীয় গুপ্তরোগ স্ত্রীরোগের মহৌষধ; ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৪০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

Printed and published by Munshi Md. Shukur Ali. at the Hanafi Machine Press, Calcutta.